

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৫০ টাকা।



Registered No. O. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

সপ্তম বর্ষ,
১ম সংখ্যা।

New Series,
January 1913.

*

নূতন সংস্করণ।
জানুয়ারী ১৯১৩।

Vol. VII.
No. 1.

আমাদের নিবেদন।

—:—

ভগবানের অনুগ্রহে “কাজের লোক” সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিল। ইহার উন্নতি অবনতি সমস্তই গ্রাহকগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে, অতি ক্ষুদ্র প্রার্থনা—এতদিন সকলেই “কাজের লোকে” বেক্সপ মেরে চক্ষে দেখিয়াছেন, আশা করি সে মেরে, সে সাহায্য হইতে আমরা বঞ্চিত হইব না।

আমাদের একটি ক্রটি, পনের প্রেসে কাগজ ছাপা হয়, ঠিক সময়ে আমরা গ্রাহকগণের হাতে দিতে পারি না—এদেশের বাজালা ছাপাখানার কর্তব্য জানের অভাবই এইরূপ বিলম্বের কারণ, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। অবশ্য অনেক কাগজই আমাদের ভায় অপরের প্রেসে ছাপা হয় সভ্য, কিন্তু হয়ত তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল, না হয়, লোক বল বেশী।

বিলম্বের দ্বিতীয় কারণ, কাজের লোকে যে সকল বিষয় বাহির হয়, তাহা অনুসন্ধান সাপেক্ষ। একটি বিষয়ও আমরা কখন প্রকাশ করি না, যাহা দেশের ও দেশের নিত্য আবশ্যকীয় বলিয়া সকলেরই নিকট আদৃত না হয়। সুতরাং বহু অনুসন্ধান, নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া আমাদের প্রত্যেক বিষয়টি প্রকাশ করিতে হয়, এইটুকু করিতে আমাদের কঠোর পরিশ্রম, যথাযোগ্য সময় এবং যথেষ্ট অর্থ আবশ্যক হয়। গ্রাহকগণও তাহা অনুমান করিতে পারেন। সেইজন্য প্রার্থনা, যদি কখনও ২১০ দিন কাগজ পাইতে বিলম্ব হয়, সেটুকু দয়া করিয়া সহ্য করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু ইহা স্মরণ করিয়া, আমরা প্রাণপণে ১২ মাসের মধ্যেই সে বর্ষের সমস্ত কাগজ বাহির করিয়া দিব এবং বরাবরই তাহাই করিয়া আসিতেছি, তাহা সকলেই দেখিতেছেন। একবার পূজার পূর্বে এবং আর একবার ডিসেম্বরে বিলম্বিত কাগজগুলি সমস্তই বাহির

করিয়া দিই। “কাজের লোকে” পক্ষে নিশ্চয়ই ইহা অগৌরবেরই কথা বটে, কিন্তু কি করিব, শত চেষ্টা করিয়াও যখন ঠিক রাখিতে পারিতেছি না, তখন উপায় নাই বই আর কি বলিব। তবে আমরা প্রাণপণে এ বৎসরের কাগজ মাসের ঠিক শেষ তারিখে যে বাহির করিব, তাহার চেষ্টা করিতেছি।

এই ক্রটি স্বতঃ বাহ্যিক “কাজের লোকে” প্রথমাবধি গ্রাহক, তাঁহারা যে আমাদের প্রার্থনা অনুগ্রহ করিয়াছেন কৃতজ্ঞ হইয়া নাই, ইহা তাঁহাদের অতুল মহত্বের পরিচায়ক, তাহার সন্দেহ নাই। এই মহত্বের জন্য আমরা চিরবাহিত।

বর্ষে বর্ষে আমরা একটি আশা প্রদ লক্ষণ দেখিয়া পুলকিত হইতেছি, প্রকৃত কাজ করিতে অনেক নামিতেছেন। প্রত্যেক গ্রাহক ব্যক্তিগত ভাবে পরামর্শ লইয়া কাজ করিতেছেন। প্রত্যাহ বহু পত্রের আমাদের

লণ্ডনের ক্রাফো-ব্রিটিশ একজিবিশনে দেব চাঁ পুরস্কৃত পোঃ-বক্স নং ৩৩৫, কলিকাতা।

ঈশ্বর দিতে হয়, পরামর্শ দিতে হয়। এরূপ কাজ গ্রন্থ-সাধকের হইলেও আমরা অকাতরে পরিগ্রহ করিয়া থাকি, যে উদ্দেশ্যে “কাছের লোকের” জন্য, সে উদ্দেশ্য যদি কথঞ্চিৎ সফল হয়, তাহা হইলেই সবটাই সার্থক বিবেচনা করি।

“কাছের লোক” চিত্র নাই, গল্প, উপভাস নাই, এমনত অবস্থায় যে “কাছের লোক” জন সমাজে আদৃত হইবে, তাহা স্বপ্নেও কখন আশা করিতে পারি নাই। কেবল একবার বেড়া মাড়িয়া দেখিবার উদ্দেশ্যেই যেন প্রথম “কাছের লোক” প্রকাশিত হইয়াছিল। সে “কাছের লোক” যে আজ সাতবর্ষ জীবিত রহিতে পারিয়াছে, এ কেবল ভগবানের অমূল্যগ্রহে এবং প্রাহকগণের সহায়ত্বভিতে, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। এজন্য ভগবান এবং প্রাহকগণকে জগতের গভীরতম প্রদেয় হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বাহাদুরের উদ্দেশ্যে “কাছের লোকের” সৃষ্টি, তাহাদের হস্তে “কাছের লোক” একটু আদর পাইলেই কৃতার্থ হইব।

সংবাদ পত্র পরিচালনে ব্যবসায়ীর সাহায্যও বড় কম মূল্যবান নহে। আনন্দের সহিত প্রকাশ করা যায়, দেশের গণ্য মান্ন সমস্ত সংবাদ্যবাসীই কাছের লোকের সহিত সংশ্লিষ্ট—“কাছের লোকের” বিজ্ঞাপনগুলি দেখিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদেশীর ব্যবসায়ীগণও অমূল্যগ্রহণে কুণ্ঠিত হইবেন নাই, “কাছের লোক” অনেক-গুলি বিদেশীর বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে।

বিষয় নির্ভাচনে যথা সাধ্য জ্ঞাতি করি নাই। বাহা কিছু জানিবার, শিখিবার, দেখিবার, বুঝিবার ও বৎসরে তাহার যথেষ্টই গিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছি। বর্তমান বর্ষে

বহু বিষয়ের পরিচয়জন্য “কাছের লোকের” ক্ষুদ্র কলেবর পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইব।

সকলেই সুস্থ দেখে, প্রকৃত অস্তঃকরণে “কাছের লোককে” দীর্ঘজীবন প্রদান করুন, এবং আমরাও কর্তব্য পালনে সক্ষম হই, ইহাই শেষ প্রার্থনা।

ও বতিঃ, ও বতিঃ, ও বতিঃ।

“Idle folks have least leisure” যাহারা অলস, তাহাদের ফুরসৎ কম, সারাদিনে কাজই ফুরার না, তবে বিশ্রাম করিবে কখন ?

আলস্যই অতাবের জনক, এদেশের এই-টাই বিধম সাংঘাতিক রোগ—তাই আসন্ন অতাব।

এই অতাব অপনোদন করিতে হইলে কর্মী হইতে হইবে—কিছু করিতে, হইবে।

সমস্ত কর্মেরই ফল আছে, কর্ম কখন বৃথা যায় না। সৎ কর্মের ফল এবং অসৎ কর্মের ফল হইতে পারে—তাহাই হয়।

আলস্যে জীবন অতিবাহিত করিবার তোমার অধিকার নাই, কেননা দেশের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ আছে। তুমি অলস হইয়া, নিষ্কর্ম হইয়া বসিয়া থাকিলে সমাজ তাহার জন্য অন্ন বিস্তার ক্ষতিগ্রস্ত হইবে—সুতরাং আমরা লইয়া তোমার বসিয়া থাকাটা তোমার অনধিকার।

তোমার আলস্যের জন্য তোমারই শুধু অতাব হইবে না—সমগ্র সমাজ, সমগ্র জাতি তৎক্ষণতঃ সহ করিতে বাধ্য। যেহেতুক তুমি যে সমাজ যন্ত্রের একটা আবশ্যকীয় অংশ, কোন যন্ত্রের কোন অংশ অচল হইলে সে যন্ত্র আর

চলে কি ? তেমনি তোমার সমাজ, তোমার জাতিও তোমার অতাবে অচল হয়। সুতরাং কর্মী হইতেই তুমি বাধ্য।

যে জাতীর প্রত্যেক লোকেই কর্তব্য পরায়ণ হয়, তাহারাই উন্নতি পাবে—যে জাতির কর্তব্যের ঠিক নাই, তাহারি অবনত হইবেই, ইহাই স্বতাবের নিয়ম।

সেইজন্য আগে নিজে নিজের উন্নতি চেষ্টায় আবশ্যক। নিজে নিজের কর্তব্যবিচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

কিন্তু বলদেখি ভাট। আমরা করজম এই কর্তব্য পালনের জন্য প্রয়াসী।

ইংরাজের, আমেরিকার ও জাপানের ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এই কর্তব্যপরায়ণতার অলঙ্কৃত পৃষ্ঠা আছে। আমাদের কখন লক্ষ্যী ছিল—এই কর্তব্য জ্ঞানই তখন প্রবল ছিল। যে জাতিই উন্নত হইতে পারিয়াছে, অলসত্ব কম, কর্তব্য জ্ঞানই তাহাদের ভিত্তি। বর্তমানে সে ভণ্ড আর এদেশে নাই, তাই এত দুর্দশ।

বহিঃ তাহা না থাকে, অতাব তাহার প্রতিকল, অতাবের কঠোর সংশ্লিষ্ট তোমাকে অনুতাপ করিতেই হইবে।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে, Confine your tongue otherwise tongue will confine you.”

এদেশের অবস্থাও ঠিক তাই দাঁড়াইয়াছে, বাক্য সংবধ নাই, তাই মান্নি বচনের কুঁড়ি,—কাজ নাই।

এদেশে বক্তৃতার, রচনার অগতঃ অভাব হয়, কিন্তু কাছের কোন খপর নাই। ইংরাজ জাতি কথার সংবধী, কাজে সুদৃঢ়। এমন

আবশ্য দেবিরাজ ক্রমে যাবত হইতে পারে না,
আবশ্য! The tongue has confind!

প্রত্যেক লোকের নিজস্ব গুণিবে, বাণিজ্য
ব্যবসায় কর, দেশের ভাল কর, ইত্যাদি
ইত্যাদি—কিন্তু বাণিজ্যগ করিবার লোক
কৈ? সর্ববর্ষ দিতে চাহিতেছে—কিন্তু
যেহে চাহি কৈ? এইখানেই বত মজা।

এইদেশের লোক জাতি মধ্যে গণ্য হইতে
চায়—জাতীয়তায় ভান করে! আর একটু
জুঝিখা পাইলেই কিছু ভাল করিয়া সমিতি
পড়ে! চরিত্রগত যোব না সংশোধিত হইলে
কি মানুষ হওয়া যায় তাই? বোঝ।

দেশের কাজ করি করিতে হইলে, শিল্প
বাণিজ্যের উন্নতি করিতে হইলে দেশের সাহায্য
আবশ্যকত? একের বোঝা দেশের লাভ।
অল্প দেশে মোখ মূলধনে বড় বড় শিল্প বাণিজ্য
চলিতেছে, এসেণেও চলিত। কিন্তু হাত
টানেইত সব মাটি হইয়াছে, ভাড়া কি একশত
বার বেতলার বার?

ELECTRO-PLATING.

বা

গিল্টি করার কাজ।

—:—

ভাষা পিতল, রূপা প্রভৃতির প্রত্যেক
সোণালী অথবা রূপালী গিল্টি করিয়া অনেক
লোকে জীবিকা নির্বাহ করেন—এই সকল
অলঙ্কার গরীব লোকের মহিলাগণ ব্যবহার
করে—কাটতিও বিলক্ষণ। কলিকাতা মেছুয়া
বাজার প্রভৃতি স্থানে, বর্ধমান কামার পাড়া
প্রায় একরূপ গিল্টির গহনার কারখানার
অল্প বিখ্যাত। গহনা ব্যতীত আভ্যন্তর অনেক

জিনিসই গিল্টি করা হইতেছে,
সেই অল্প ইহা শিখা করা
উচিত। ইহা দ্বারা অনেক অল্প
পুঁজীর ও বেকারের উপায়
হইতে পারিবে।

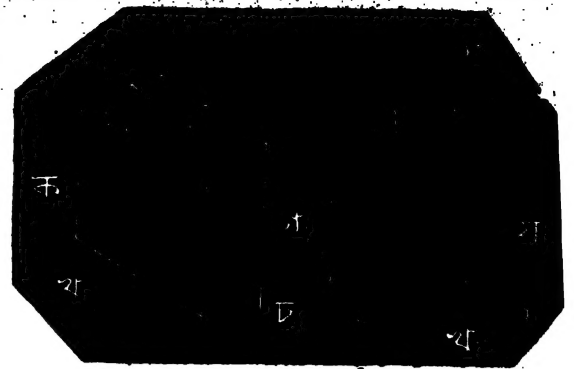
এই ইলেকট্রোপ্লেটিং বা
গিল্টির কাজ শিখা করিতে
হইলে “ব্যাটারী” আবশ্যক।

ব্যাটারী কাকে বলে? যে বস্তু

দ্বারা তড়িত উৎপন্ন করা যায়, তাহাকে
ব্যাটারী Battery বা ইলেকট্রিক শেল
(Shell) বলে।

উপরে যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, উহার
বাম পার্শ্বের ষ চিত্রিত পাখটী ব্যাটারী এবং
চতুর্দশন ষ চিত্রিত পাখটী (Electric-Bath)
ইলেকট্রিক বাথ নামে অভিহিত। ইলেকট্রো
প্লেটিং এর কাজ বুঝিতে হইলে আগে
“ব্যাটারী” কি এবং কেমন করিয়া তাহা
প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা অবশ্যই বুঝিতে
হইবে এবং আমি পাঠকগণকে তাহাই
বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বাম পার্শ্বে যে গোলাকার পাখটী
দৃষ্টি গোচর হইতেছে, এই পাখটী একটী
কাচ বা চীনে মাটির পাখ। ইহাতে
একখণ্ড তামার পাত, এবং একখণ্ড দস্তার
পাত, মধ্যস্থলে একখণ্ড কাঠের আঁটির
এই জায়গার বা গোলাকার পাতের মধ্যে দিতে
হইবে, পাত ছাড়া গারে গারে না সংস্পর্শ
হয়, এই উদ্দেশ্যেই মধ্যস্থলে কাঠ দেওয়া।
কাঠ ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য দিলে কাজ হইবে
না। কারণ কাঠের বিদ্যুৎ পরিচালনের ক্ষমতা
নাই, ননকন্ডাক্টর বা অপরিচালক।
উত্তরের দিক্তিকে পৃথক রাখিতে হইলে
কাঠ মধ্যে থাকারই আবশ্যক। এখন
পাতের মধ্যে উপরোক্ত প্রকারে দস্তা ও
তামার পাতকে কাঠ দ্বারা সংলগ্ন করিয়া
দিক্কার পূর্বে, ঐ গ্লাস বা চীনা মাটির
পাখটীতে—১ ভাগ গন্ধক জাবক বা



Sulphuric Acidএ দ্রব ভাগ জল মিশ্রিত
করিয়া তাহার ভিতর ডুবাইয়া দিতে হইবে।
দস্তা ও তামার পাত দুটী বেন ঐ জার বা গ্লাস
হইতে এক ছই অঙ্কুলী বড় থাকে এবং ঐ
তামা ও দস্তার মাঝার বেন তার জড়িবার অল্প
দ্বিগ্ন করা থাকে। পাতের পূর্বোক্ত আরকে
তামা ও দস্তার খণ্ড ডুবাইয়া তাহাদের মাঝার
বে দ্বিগ্নের কথা বলিলাম, তাহাতে ২ পাছি
তামার তার বাঁধিয়া ঐ দুইটী তার একত্র
সংলগ্ন করিয়া মাঝেই বৈদ্যুতিক ক্রিয়া আরম্ভ
হইবে। তখন তারে হাত দিলে গরম
হইতেছে এবং তাহার নিকট দৃষ্টিকা লইয়া
বাইলে আকর্ষ হইতেছে বুঝিতে পারা যাইবে।
এই এক প্রকার যে ব্যাটারী, ইহার নাম তলটী
ব্যাটারী বা শেল। এসেণের মুসলমান গিল্টি
ওয়ারার মেছুয়া বাজার প্রভৃতি স্থানে
নিজেরাই এইরূপ ব্যাটারী করিয়া লইয়া
পিতলের ও তামার গহনা গিল্টি করে,
অনেকেই দেখিয়াছেন। এই ব্যাটারীর
যোব, ইহার বিদ্যুত স্রোত অধিকক্ষণ থাকে
না। এইজন্য ইহা দ্বারা ভাল কাজ হয় না।
কারণ উত্তর তার সংযুক্ত হইবামাত্রই বৈদ্যু-
তিক ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া বৃদ্ধি করিয়া জলে
বুদবুদ উঠিয়া তার ফলকের গারে লাগিয়া
যায়, এবং বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মায়।
এই কারণে প্রথমে তলটী ব্যাটারীতে যেমন
কার্য আরম্ভ হয়, শেষে তেমন থাকে না।

যাহাতে এইরূপ তড়িত প্রবাহ করিয়া
না যায়, তাহার অল্প আরও ছই প্রকার

হুগলি একজিবিশানে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর অঙ্ক ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন

ব্যাটারী প্রচলিত হইয়াছে। একটর নাম ডানিয়েল ব্যাটারী। বাহারা ঘরে ব্যাটারী নিয়েসাই প্রস্তুত করিয়া লইতে চাহেন, তাহা হিলেক এই উত্তর প্রকার ব্যাটারীর কথা জানিয়া পরে বলিতেছি কিছু আনকাল ব্যাটারী ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রিট (Indian Scientific apparatus Co.) "ইণ্ডিয়ান সায়েন্টিক অ্যাপারেটস কোম্পানির" নিকট পাওয়া যাইবে। মূল্যও অধিক নয়, আ. হইতে ৪, ৫, মাত্র।

বর্তমান সময়ে বুনসেন এবং ডানিয়েল ব্যাটারীই উত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমাদের উপরোক্ত চিত্রে যে ব্যাটারীর চিত্র বাস পার্শ্বে দেখিতেছেন, ইহা বুনসেন ব্যাটারী বা তাড়িত কেশ। বুনসেন ব্যাটারী প্রথমে একটা পাথর বা মাটি বা কাচের মোটা পাত্র, ইহাতে গন্ধক জ্রাবক ১ভাগ ও জল ১০ভাগ দিয়া যে সলুইসেন বা জ্রাবক হয়, তাহা ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সলুইসেনে একটা ছই মুখ খোলা দস্তার চোং বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যথা য চিহ্নিত চোং। এই কাঁপা দস্তার চোংের মধ্যে আর একটা মাটির পাত্র বসান হইয়াছে, তাহাতে অর্থাৎ ঐ মাটির চোংার স্তর পাত্রের মধ্যে তীব্র সোরা জ্রাবক বা Nitric acid ঢালিয়া দিয়া একটা অঙ্গারদণ্ড বসান হইয়াছে। বুনসেনের তাড়িত কোবে অঙ্গার দণ্ড দেওয়া হয়, কিন্তু অস্ত্র ব্যাটারীতে তাত্র খণ্ড থাকে। এই অঙ্গার দণ্ডের উপর একটা জু দেওয়া হয়। এবং পূর্ব কথিত দস্তার চোংেও একটা জু থাকে, এখন রেশম মণ্ডিত ১টা তার ঐ অঙ্গার দণ্ডের জুর সহিত এবং অস্ত্র একটা রেশম মণ্ডিত তার ঐ দস্তার জুর সহিত সংযোগ করিয়া ২টা তার একত্র করিবামাত্রই বিদ্যুত স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে।

এই প্রণালীতে প্রস্তুত ব্যাটারীর নাম বুনসেন ব্যাটারী। এখন আমি যথাসাধ্য

ডানিয়েল ব্যাটারীর কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ব্যাটারীর বিষয় বুঝিতে একটু মনোযোগ দিতে হইবে, কিন্তু বুঝিলে অপার আনন্দ হইবে।

ডানিয়েলের ব্যাটারী বা তাড়িত কোষ।

—:~:—

ডানিয়েলের ব্যাটারী দেখিতে এইরূপ।

প্রথমে একটা মাটির পাত্র, ইহাতে তুঁতিয়ার জল দিতে হইবে, তাহার পর একটা তামার চোলা বসাইতে হইবে। এই চোলাটার গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকা আবশ্যক, ইহার ভিতর জল মিশ্রিত গন্ধক বা সলফিউরিক অ্যাসিডপূর্ণ একটা মৃত্তিকা পাত্র দিতে হইবে। এই মাটির পাত্রটার মধ্যে একটা দস্তার দণ্ড বসাইয়া দিয়া এই দস্তাতে ও মাটির পাত্রের যে তামার চোলা বসান হইয়াছে, তাহাতে ২ গাছি রেশম মণ্ডিত তামার তার সংলগ্ন করিলেই বিদ্যুত প্রবাহ বহিতে থাকিবে। ইহাই ডানিয়েলের ব্যাটারী।

২টা তার একত্র না হইলে তাড়িত প্রবাহ বুঝিতে পারা যায় না। তাড়িত ছই প্রকারে উৎপন্ন হয়।

(১) ঘর্ষণ দ্বারা, (২) রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা। উত্তর তাড়িত একই প্রকৃতির হইলেও ঘর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন তাড়িত অপেক্ষা রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন তাড়িত অধিকক্ষণ থাকে। আমরা উপরে যে রাসায়নিক জ্রব্য দ্বারা ব্যাটারীর কথা বলিলাম, ইহাই রাসায়নিক তাড়িত, ইহা দ্বারা ব্যবসার বাণিজ্যের বহুদ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। এখন এই ব্যাটারী দ্বারা কেমন করিয়া যে তাড়িত প্রবাহ লইয়া কেমন করিয়া ইলেকট্রোপ্লেটিং বা গিলটীর কাজ করা হইয়া থাকে, তাহা আগামীবারে বুঝাইব। আজ ব্যাটারীর কথা বলিলাম আমাদের চিত্রে যে চতুর্দশ পাত্র দেখিতেছেন, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। অস্ত্র স্থানাভাব।

এদেশে কোন কারবার চলে না কেন ?

এক সময়ে অযোধ্যার কোন ডিপুটী কমিশনার কোন বিভাগের পরিদর্শন করিতে বাইরা সমবেৎ বালক মণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাদের বিভাগের অধারন করিবার উদ্দেশ্য কি? প্রশ্নের উত্তরে আর ৫০টা বালক সমবেৎে বলিয়াছিল—“চাকরী করা” চাকরী করিবার জন্যই আমাদের লেখা পড়া শিক্ষা করা” কমিশনার আরও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন—“কি রূপ চাকরী?” বালকগণ পুনরায় বলিয়া ছিল “গবর্ণমেন্ট চাকরী” কমিশনার সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন :—“Alas! a nation of officials and lawyers would certainly starve” অর্থাৎ “হার হার, এইরূপ কেরাণী এবং অফিসার জাতি অনাহারে মরিতেই বাধ্য”। এদেশের লোকের ধারণাই চাকরী করিয়া জীবনান্তিপাত করা। সেইজন্য ব্যবসার বাণিজ্য, কৃষি শিল্পে এদেশের আস্থা কম। একজন ইংরাজ লেখক ঠিকই বলিয়াছিলেন যে—

“So far as food, clothing and shelter are concerned, they (Indians) are not producers, but consumers” অর্থাৎ খাদ্য, পোষাক, পরিচ্ছদ, বাসস্থান প্রভৃতি সকল কার্যেই ভারতবাসী কেবল ক্রেতার জাতি, ইহারা দেশে জিনিস জন্মাইতে পারে না। যে জাতি দেশজাত জ্রব্য হইতে নিজেদের অভাব মোচন করিতে অক্ষম, দীনতা, তাহাদের অনিবার্য পরিণাম। এই জন্য এদেশের লোক বতদিন না কার্যকরী শিল্প শিক্ষা করিবে, বতদিন না দেশের জ্রব্য হইতে আপনাদের অভাব পূরণ করিতে শিখিবে, ততদিন দীনতা বুটিতেই পারে না। সে শিক্ষার জন্য দেশই দারী, দেশের লোককে তাহার পন্থা নিজেই দেখিরা

লইতে হইবে। শুধু গবর্ণমেন্টের সুখাপেকী হইয়া বলিয়া থাকিলে চলিবে না। জাপান, আমেরিকা ও জার্মানীর উন্নতি দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক সাধারণ পাঠাগারের সহিত কার্যকরী শিক্ষাশিক্ষা সংশ্লিষ্ট, তাহারা বিভাগে ভাষা শিক্ষা করিবে, সঙ্গে সঙ্গে অতি অবজ্ঞাই কোন না কোন বিশেষ বিষয় শিক্ষা করিবে, বাহা দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবনে আপনাদের অঙ্গকষ্ট ঘূর করিতে পারিবে।

আমরা বলিতেছিলাম যে, সে শিক্ষার পূর্বা দেশের লোকই নিজে নিজে দেখিতে বাধ্য। যে দেশের লোকে জ্ঞান করিতে পশ্চাৎপদ, তাহারা দেশের উন্নতির জন্য কোন কল্পনা করিতেই পারে না।

যেমন গবর্ণমেন্টের উৎসাহ এবং সাহায্যের আবশ্যক, তেমন দেশের লোকেরও স্বার্থভাগ এবং অর্থেরও আবশ্যক। তখন সশাসন গবর্ণমেন্টের এবং দেশবাসীর উৎসাহ ও অর্থ দেশের শিল্প, কৃষি বাণিজ্যের উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারিবে। দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহায্যসমষ্টি একত্র হইলে এই কার্য করা হুজু হইয়া উঠে না। কিন্তু এদেশের সে দিকে ত প্রবৃত্তি নাই, উকিল হইতে হইবে, না হয় চাকুরী করিতে হইবে এই ধারণার উপরই ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া এদেশের লোকে শিক্ষার প্রবৃত্তি হয়। সেই জন্য কেহ শিল্প পুস্তক পড়িতে চাহে না, কোন শিল্প বিভাগে নিজেদের ছেলোদিগকে পাঠাইতে চাহে না। কাজেই এদেশের নিজের উন্নতি সহজে হইতেই পারে না।

লোক সংখ্যায় ভারতবাসী কম নহে, প্রত্যেক সংসার হইতে মাত্র ১০ আনা পরসী সংগৃহীত হইলে ক্রোড় ক্রোড় টাকা উঠিয়া যায়, কিন্তু দেশে এমন বিখ্যাসী লোক প্রায় একজনও নাই যে, তাহার হস্তে এই আতীত মূলধন স্তব্ধ করিয়া লোকে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। এদেশের প্রায় অনেকেই বিহারী জননায়ক বলিয়া আখ্যা লইয়া থাকেন, লোকে এখন তাহা-

দিলকে ভাগল্পই চিনিরাহে, আর অর্ধ পরসী দিয়া বিখাস করিতে নারাজ। সুতরাং দেশের সকল ভাল কার্যের উদ্যোগের মূলেই একেবারে কুটারাঘাত করা হইয়াছে। যে দেশের এত গলদ, সে দেশের কিছু হয় না, হইতেও পারে না। ইহাও এদেশের অবনতির অন্ততম কারণ; এবং প্রধান উপসর্গ। সুতরাং উচ্চ শিক্ষিত নামজাদা ব্যক্তিগণ আমাদের মাথার খাকুন, তাহাদের কাছ হইতে আশার বড় একটা কিছু নাই। জনসাধারণ বলে,—

কোন রূপে গোল মাল তুলিয়া কিছু হস্তগত করিয়া সরিয়া পড়াও এদেশে অনার্যাস সাধ্য একটা ব্যবসার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। যে দেশের শিক্ষিতের চরিত্রবল এত হেয়, সে দেশের চরিত্রা ঘুচে কি?

যাক, এমন অবস্থার আমাদের কর্তব্য কি? সকলেই আমরা চাকুরী পাইনা, সকলে উকিল বা এটর্নি হইতে পারি না, অথবা হইয়াও আমরা কিছু করিতে পারি না। তাহা হইলে আমাদের অঙ্গকষ্টের উপায় কি?

উপায়—শিল্প এবং কৃষির উন্নতি সাধন। যদি তেমন কার্যে গবর্ণমেন্ট হঠাৎ সাহায্য করিতে অক্ষম হয়েন, তাহা হইলে দেশের যে যেমন বিষয়ে শিক্ষিত, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া, তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক পল্লীতে, শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বত্বধর, কর্তৃকার প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ব্যবসারীগণের দ্বারা এখনও আমাদের অভাব পূরণ হইতেছে, তাহাদিগকে আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, কেন না সাধারণের সহায়ভূতি কম, লোকের সাহায্য পায় না, নিজের গ্রামের শিল্পীর জিনিস লোকে কিনে না। যদি তাহাদিগকে স্থানীয় লোকেই সাহায্য করে, তাহাদের প্রস্তুত দ্রব্য ক্রয় করে, তাহা হইলে তাহাদের কাথানা গুলিই এক একটা হাতে হেতেরে শিখিবার বিভাগ

হইয়া দাঁড়াইতে পারে। জরনা করনা করিয়া চিরজীবন অতি বাহিত করা অপেক্ষা এই পন্থার ভাল হইবে। বাহা নিজ গ্রামে জন্মে, তাহাই সেখানকার লোকের ক্রয় করা উচিত। চাকুরী স্থান হইতে তেমন জিনিস লইয়া বাইতে যে ব্যয় পড়ে, নিশ্চয়ই তাহা গ্রামে লইলে সুলভ হইবে। না লাভ হইলেও দেশের শিল্পীকে রক্ষা করা হইবে।

মূলধনের জন্য প্রত্যেক গ্রামবাসীর গবর্ণমেন্টের প্রোগ্রামিত কেম্পারেন্টিভ ক্রেডিট সোসাইটী স্থাপন করিলে সফল হইবে, ইহার বিষয় “কাজের লোকে” আমরা ইতিপূর্বে বহুবার আলোচনা করিয়াছিলাম। গ্রামের ছোট বড় সকলে একত্র হইয়া এইরূপ ক্ষুদ্রাকারে প্রকৃত কার্যের অনুষ্ঠান করিলে সফল ও আসল কাজ হইবে।

গ্রাম্য শিল্পীগণ ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে, কারণ চাকুরীপ্রাপ্ত সৌখীন বাবুরা গ্রামে যাইবার সময় উচ্চ মূল্যে বহুব্যয়ে দেশে সে জিনিস পাওয়া বাইলেও লইয়া যান। কাজেই গ্রামের শিল্পী বাইতে না পাইয়া কার্যাত্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, এই জন্যই গ্রামা শিল্প লোপ পায়। সকল গ্রামেই তাঁতি, ছুতাধ, কামার, কুমার ছিল, অসংখ্য ডোম বাঁশের কাজ করিত—সে সকল এখন বহু গ্রাম হইতেই লোপ পাইয়াছে। উৎসাহ না পাইলে, প্রস্তুত জিনিস কেহ না কিনিলে তাহারা কেমন করিয়া জীবিত থাকিতে পারে?

বাহাদের যেমন অবস্থা, তাহাদের সেইরূপ কার্যের জন্যই হস্ত প্রসারণ করাই সম্ভব। এই কার্য প্রত্যেক গ্রামবাসী একত্রিত হইয়া করিতে পারেন—সেইখানে ছেলোদিগকে কিছু কিছু শিক্ষা দিতে পারেন, এরূপ ক্ষেত্রে বেতন দিয়া শিক্ষা করাও মন্দ নহে। শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয় করিয়াও লাভ হইতে পারে, তেমন ভাল উদ্যম দেখিলে জেলাবোর্ড হইতেও সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। অন্য

দেশের আদর্শ দেখিয়া দাঁড়কাক হইয়া থলনের মাচ দেখাইতে বাইবার আমাদের এখন আবশ্যক নাই।

তোমার ঘরের শিল্প লোপ পায়, তুমি সহরে বাইরা আমেরিকানদের মত, ইংরাজদের মত আপানীদের মত চাল চালিতে বাইরা সমস্ত গোল করিয়া ফেল। যেমন অবস্থা, যেমন সামর্থ্য, সেইরূপ কাজ করাই সমস্ত নহে কি? আপান আমেরিকান মত শিল্প বিভাগের হটক, সভাসমিতি হটক, সেইরূপ বক্তৃতা হোক, এ সকল খেরসি মাত্র। কখন মাথাও নাচিবে না, আর সাত মন তৈলও পুড়িবে না। তাহাদের মত প্রাণটা বড় কিনা, তাহা বুকে হাত দিয়া কেহ দেখিয়াছে কি?

তাহার পর শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রাণে চরিত্র সংশোধনের আবশ্যক হইতেছে। জ্বরটাকে একটু বড়, ছাতি একটু চওড়া করিতে আগে শিখিতে হইবে। এজন্য অপরকে উপদেশ দিতে বাওয়া অপেক্ষা ব্যক্তিগতভাবে নিজে নিজে সংশোধিত হইতে হইবে, একটু সাজ হইতে হইবে। খুঁটো প্রাণ লইয়া লোক ঠকাইয়া নিজের দেশের বা দেশের কোন্ কার্যই সাধন করা যায় না, হুক্ক তুলিয়া লোক ঠকাইয়া আর কাজ নাই, যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে, এ ব্যবসারে জাতীয় অবনতি ও নিজের অবনতি হয়। দোহাই তোমাদের, নিজে নিজেকে ঠিক কর, এই অহুরোধ, প্রার্থনা ও তিকা। চাল ছাড়, নিজে নিজের প্রাণের উন্নতি আগে কর দেখি। বাজে কথার জীবন কাটাইলে কাজ করিবে কখন? চৌকা ধরিতে পার না, কেউটে ধরিত চাল কোল সাহসে?

CUTTINGS.

(চয়ন)

বাঙ্গালার শিল্পীকুলকে রক্ষা করিতে হইবে।

—:২:—

এক সময়ে বাঙ্গালা দেশ শিল্প গৌরবে পৃথিবীর মুকুটমণি ছিল—এখন প্রাচীন শিল্পীকুল ধ্বংস পাইতে বসিয়াছে। মালদহে এক সময়ে সকল জাতির মধ্যে বরন প্রথার প্রচলন ছিল। পুরাতন মালদহের অধিবাসী তেলীজাতি দ্বারা যে রেশম ও সূত্র মিশ্রিত উৎকৃষ্ট থান প্রস্তুত হইত, বর্তমানে কাল-প্রভাবে উহা লোপ পাইতে বসিয়াছে। প্রাচীন শিল্পীগণের বংশধরগণের মধ্যে এখন ২৩ জন অবশিষ্ট আছেন, ইহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে মালদহী থানের বিলোপ ঘটিবে। মালদহের মূলতান সেখ নামক এক ব্যক্তি রেশম ও সূত্রমিশ্রিত উৎকৃষ্ট কোটের কাপড় প্রস্তুত করিত। ৭৮ বৎসর পূর্বে ইহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পটীও বিলুপ্ত হইয়াছে। মালদহে পূর্বে বহু কাগজের কারখানা ছিল, এই কাগজ নানা স্থানে রপ্তানী হইত। মালদহের মৃগাপুর গ্রামে “কাগজীরা” বলিয়া এক সম্প্রদায়ের লোক ছিল—এখন ঐ গ্রাম জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। “কাগজীরা”গণের বংশধরদিগের কেহ থাকিলেও তাহারা প্রাচীন ব্যবসার তুলিয়া গিয়াছে। দেশীয় গাছ গাছড়ার ফুল, ফল ও পত্রাদি হইতে যে রঙ্গ প্রস্তুত হইত, তাহা এক সময়ে খুব গৌরবের সহিত ব্যবহৃত হইত,—মালদহের রজনশিল্পের জ্ঞান বিখ্যাত রংরাজ বাজার এখন ইংরেজ বাজারে পরিণত হইয়াছে। সাহাপুরে রজনশিল্প বিষয়ে অভিজ্ঞ ২১ জন লোক এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এখন মূলত মূল্যের বিদেশী রং বেশে প্রচলিত হওয়ার সকলে এই প্রাচীন প্রথা তুলিয়া

বাইতেছে। প্রাচীন গৌড়ের ও পাণ্ডুর-ধ্বংসাবশেষের প্রতি দৃষ্টি করিলে মালদহের উন্নত শিল্প গৌরবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গৌড়ের তুলসীমন্দির বা মন্ডুমেণ্ট শিক সা নামক জনৈক শিল্পী কর্তৃক নির্মিত। আমরা বাঙ্গালার অতীত শিল্পগৌরবের নিদর্শন স্বরূপ একটি মাত্র জেলায় শিল্পসম্প্রদায়ের পরিচয় প্রদান করিলাম। এইরূপে কত জেলায় কত প্রাচীন শিল্প কালের প্রভাবে লোপ পাইয়া বাইতেছে। আমরা যদি আমাদের দেশের লোককে বাঁচাইতে না পারি, তাহা হইলে সে জ্ঞান আমাদেরকেই অপরাধী হইতে হইবে।

এশিয়া মহাদেশের মধ্যে আপান শিল্প-গৌরবে ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করিতেছে। কিন্তু আপানের লোক কল কারখানার সঙ্গে দেশের প্রতি গৃহকে এক একটা শিল্পপ্রাণে পরিণত করিয়া তুলিতেছেন। আপানের রমণী ও বালক বালিকাগণ গৃহে বসিয়া ছোট ছোট তাঁতের ও যন্ত্রের সাহায্যে যে বস্ত্র ও শিল্প দ্রব্য উৎপন্ন করে, তাহাই বিদেশের বাজারে কত আদরে বিক্রীত হয়। বাঙ্গালার গৃহে গৃহে এক সময়ে চরকার প্রচলন ছিল। তখন নিরাশ্রয় বিধবা রমণীও আপনাকে স্বাধীন বলিয়া মনে করিতেন। এক একজন স্ত্রীলোক এই স্বল্প উপার্জননের সঞ্চয় হইতেই অনেক সংকার্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। প্রতি গৃহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তশিল্পের প্রচলন করিতে পারিলে, উহার ফলে প্রতি গৃহকে এক একটা স্বাধীনতার দুর্গ বিশেষে পরিণত করা যায়—প্রতি পরিবার তাহার ধর্ম, শিক্ষা, দীক্ষা ও আত্মস্বাধীনতার উন্নত হইয়া উঠে। আর ইহার জ্ঞান প্রাচীন শিল্পীকুলকে বাঁচাইতে হইলে তাহাদিগের মধ্যে উন্নত শিল্পশিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে—বাহার। অর্থাৎ তাহা হাতাকার করিয়া বেড়াইতেছে—তাহাদিগকেও ক্রমে অর্থ সাহায্য দ্বারা সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে।

জেলার নেতাগণ এ বিষয়ে সন্মোহন প্রদান করুন—প্রকৃত কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া এক এক জেলার তার গ্রহণ করুন। ইহার ফলে বাংলার পরীভূমি বাঢ়িয়া উঠিবে। বাংলার আবার সুখের দিন দেখা দিবে।

সজীঃ

HEALTH.

স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গ।

আজ কাল সিগারেটের ধূমপান খুবই প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে—সিগারেটের ধূমের সহিত মারকোটিন নামক এক প্রকার বিষ থাকে, উহা মানব শরীরে প্রবেশ করিয়া দেহের অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে। বোল বৎসরের কম বয়স্ক বালক সিগারেটের ধূমপান করিলে তাহার শরীরের বৃদ্ধি হ্রাস পায়, তার পর নানারূপ হুমারোগ্য ব্যাধি জন্মে। তথাপি লোকে এই বিষ গলাধঃকরণ করে।

অনেকে মনে করেন যে, ঠাণ্ডা লাগিয়া কিম্বা হিম ভোগ করিয়া অনেক সর্দি কাশিতে পীড়িত হইয়া থাকেন। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের এক ডাক্তার এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হিমবাত সর্দির কারণ নহে, বরং উহা আমাদের স্বাস্থ্যের অমুকুল। রক্ত গৃহের অবিবৃত্ত তপ্ত বায়ুই সর্দি বা ঐ জাতীয় রোগের কারণ। অনেক সময়ে খুলির সহিত সর্দি প্রকৃতি রোগের বীজাত আমাদের শরীরে প্রবিষ্ট হয়। এই বৈজ্ঞানিকের মতে শীতে আমাদের শরীর ভাল থাকে।

কররোগের চিকিৎসা।

পাঁচাত্তা চিকিৎসকগণের মতে কর রোগ এতদিন অসাধ্য বলিয়াই বিবেচিত হইত। সংপ্রতি ডাক্তার ফ্রিডম্যান নামক একজন জার্মান চিকিৎসক কররোগের ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

হুগলি একজিবিশনে দে'র চা সর্দেচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্ম ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন

ইতিপূর্বে ইহার আবিষ্কৃত ঔষধ কেবল অধির করনিবারণেই সমর্থ বলিয়া পরিচিত ছিল, কিন্তু এখন নাকি উহা সকল প্রকার কর-রোগেই অস্বাভাবিক মতো বলায় প্রতিপন্ন হইয়াছে। এ পর্যন্ত তিনি ঐ ঔষধের সাহায্যে সাড়ে বার শত রোগীর চিকিৎসা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক স্থলেই আশারূপ ফল লাভ করিয়াছেন। এই ঔষধ পিচকারী দ্বারা চর্মভেদ করিয়া শোণিতের সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। জার্মান গবর্ণমেন্টও এই ঔষধের উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। জার্মানির বাহিরে কোন দেশে এখনও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় নাই।

মেলেরিয়াবারিণী সমিতি।—বশোহরের মেলেরিয়াবারিণী সমিতির প্রতিষ্ঠা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সমিতির কার্য প্রশংসনীয়। স্বয়ং লর্ড কারমাইকেল এই সভার কার্যে সম্মত হইয়া দেড় শত টাকা দান করিয়াছেন; প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার কমিং সাহেব দিয়াছেন পঞ্চাশ টাকা; বশোহরের জেলা জজ লেডেল সাহেব দিয়াছেন এক শত টাকা; মাজিষ্ট্রেট লিওনেস দিয়াছেন এক শত টাকা; সিভিল সাপ্প্লাই কমিশনার দিয়াছেন কুড়ি টাকা; মায় বহুনাথ মজুমদার বাহাদুর দিয়াছেন দুই শত টাকা ইত্যাদি। মজুমদার মহাশয়ই এই সভার সেক্রেটারী। ইনি ম্যালেরিয়াবিনাস কার্যে যথেষ্ট উৎসাহশীলতারই পরিচয় দিতেছেন। বঙ্গের মেলেরিয়া প্রধান প্রত্যেক জেলার এইরূপ সমিতির প্রতিষ্ঠা এখন বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

মানবের ভাবীখাত।

পৃথিবীতে লোক সংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত মানবের খাদ্যভাব বাড়িতেছে বলিয়া পাঁচাত্তা জগতের বহু বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যতের ভাবনার আকুল হইয়াছেন। তাঁহারা কেবলই চিন্তা

করিতেছেন যে, ইহার পর জনসাধারণ কি খাইয়া বাচিয়া থাকিবে? সকলে যেহেতুকার উপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী কোথায় পাইবে? একজন বিজ্ঞানবিদ বলেন যে, ভাঙিতের সাহায্যে বায়ুমণ্ডল হইতেই আমাদের জীবনধারণের উপযোগী উপাদান আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। সেই উপাদান হরত ভোজন, চর্ষণ ও গলাধঃকরণ করিতে হইবে না। ক্ষুধা বোধ হইলে সেই অনাবিষ্কৃত উপাদান স্পর্শ বা আশ্রয় করিলেই ক্ষুধা হ্রাস হইবে, অধিকতর শরীর সবল ও নীরোগ থাকিবে। এইরূপ কত কথাই কল্পনা প্রবণ বিজ্ঞানবিদগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সংপ্রতি বেলজিয়মের মসিমে একজন নামক একজন বিজ্ঞানবিদ বলিয়াছেন যে, এক প্রকার স্বাদবিহীন খেতবর্ণ চূর্ণই মানবের ভাবীখাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। তিনি বিগত কয়েক বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর এই চূর্ণ আবিষ্কার ও প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তবে উহা প্রস্তুত করিতে এখন অত্যধিক অর্থব্যয় হইতেছে বলিয়া উহা এখনও সাধারণের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে না। মসিমে একজন আশা করেন যে, তিনি অচিরকাল মধ্যেই অতি অল্পব্যয়ে ঐ চূর্ণ প্রস্তুত করিতে পারিবেন। চিকিৎসকগণ নাকি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ চূর্ণ প্রত্যেক মানবের জীবন ধারণ ও দেহপুষ্টির উপযোগী সকল প্রকার উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে বিস্তারিত আছে।

বিবিধ তথ্য।

“নেটিভ”—তারত গবর্ণমেন্ট আদেশ দিয়াছেন, অতঃপর সরকারী কাগজপত্র সমূহে “নেটিভ” শব্দের পরিবর্তে “ইণ্ডিয়ান” শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। তবে “টেটুটেরি নেটিভ অব ইণ্ডিয়া” এবং “নেটিভ টেটুস্” এই দুইটা কথার সংশোধন চলিবে না।

বিজ্ঞান বার্তা।

২৫ বৎসর পূর্বে ফরাসী দেশের বিজ্ঞান-বিশ্বগণ গগনমার্গে নক্ষত্রগণের স্থান নির্ণয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া একখানি মানচিত্রের উপর কোথায় কোন গ্রহ নক্ষত্র কিরূপ ভাবে সন্নিবেশিত আছে, তাহার চিত্র আঁকিতে আরম্ভ করেন—এই কার্য শেষ করিতে আরও ২৫ বৎসর লাগিলে। পৃথিবীর ১৭টি বিখ্যাত মানমন্দির এই কার্যে যোগদান করিয়াছেন। তবু কেবল মাত্র এক পঞ্চমাংশ কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। অমুমান এক শত বৎসর পরে গগনমণ্ডলের ক্ষুদ্রতম নক্ষত্রও প্রোক্তের নিকট অপরিজ্ঞাত থাকিলে না।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দান।

ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ পুঙ্খ প্রতিশ্রুতি অনুসারে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ইহা সুখের কথা। বাঙ্গালার ধনের রাসবিহারী আরও আছেন, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদিগের নিকট কিছু প্রত্যাশা করিতে পারে না কি?

নগরের উন্নতি।

আজকাল কলিকাতার উন্নতি লইয়া চারিদিকে নানা প্রকার আন্দোলন ও আলোচনা হইতেছে। নগরের প্রকৃত উন্নতি কিরূপে করিতে হয়, তাহা মার্কিনেরাই জানেন। আমেরিকার কালিফোর্নিয়া প্রদেশের অন্তর্গত উইলমিটন নামক একটি নগরকে সংপ্রতি উন্নত করা হইতেছে। ঐ নগরটি অত্যন্ত নিরুন্নতিতে অবস্থিত। ইঞ্জিনিয়ারগণ হিসাব করিয়া বলেন যে, যদি নগরটিকে আট ফিট উচ্চ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। যেমন এই প্রস্তাব, অমনি কাজ আরম্ভ হইল। নগরের প্রত্যেক অট্টালিকার তলদেশ খনন করিয়া বড় বড় বাহাদুরী কাঠ চালাইয়া দেওয়া হইল এবং কপিকলের সাহায্যে

অট্টালিকার সহিত সেই কাঠখণ্ডকে তুলিয়া ধরা হইল। ওদিকে সমুদ্রোপকূলকে গভীর করিয়া খনন করা হইতেছিল, সাগরগর্ভ হইতে বালুকা আনিয়া উত্তোলিত অট্টালিকার তলদেশ ভর্তি করা হইল। এইরূপে সমগ্র নগরটি, মায় গাছপালা বাগান রাজপথ, সকল স্থানের উন্নতি (অর্থাৎ উর্দ্ধপাত) করা হইতেছে। আর কয়েক মাসের মধ্যেই সমগ্র নগরটি তাহার পূর্বাৱস্থা অপেক্ষা আট ফিট উন্নত হইবে।

বর্দ্ধমানের লাট সাহেব।

বর্দ্ধমানে লাট সাহেব।—সেদিন বুধবার লর্ড কারমাইকেল মুর্শিদাবাদ হইতে বর্দ্ধমান গিয়াছিলেন; লেডি কারমাইকেলও কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমানে গতাগমন করিয়াছিলেন। দেলপোস বাগানে সস্ত্রীক লর্ড কারমাইকেলের অবস্থানের সুব্যবস্থা হইয়াছিল। সহরের স্টেশন এবং পথ প্রভৃতি সুসজ্জায় অপরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সস্ত্রীক লর্ড কারমাইকেলের যথেষ্টরূপ অভ্যর্থনা-অভিনন্দন করিয়াছিলেন। লেডি কারমাইকেল বর্দ্ধমান ফ্রেজার হাঁস-পাতালের অংশস্বরূপে এক নূতন রোগিণী-চিকিৎসা প্রকোষ্ঠের ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন। এই সম্পর্কে ইনি সংক্ষেপে বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। তাহাতে ইনি বলিয়াছেন,—“এই নূতন প্রকোষ্ঠে ব্যয় পড়িবে বিশ সহস্র টাকা। বর্দ্ধমানের মহারাজ বাহাদুর দিয়াছেন, দশ হাজার টাকা; বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট দিয়াছেন পাঁচ হাজার; আমি আমাদের এই বর্দ্ধমান ভ্রমণের স্মৃতিরক্ষার স্বরূপ গবর্ণর স্বয়ং দিতেছেন—অবশিষ্ট পাঁচ হাজার টাকা” লেডি কারমাইকেলের নামেই এই নূতন প্রকোষ্ঠের নামকরণ হইয়াছে। বর্দ্ধমান টাউনহলে বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড এবং মুসলমান সমিতি লাট বাহাদুরকে

অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। লাট বাহাদুরও স্বপাসভব আশা ভাষায় সে সকলের উত্তর দিয়াছেন। রায় ললিতমোহন সিংহ শাহাদুর, রায় বাহাদুর লালো জ্যোতিঃপ্রকাশ নন্দি এবং রায় মণিলাল সিংহ বাহাদুর প্রভৃতি লর্ড বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। লর্ড কারমাইকেল সের আফগানের সমাধি এবং এক শত আট শিবমন্দির প্রভৃতি দর্শন করিয়াছেন। আতসবাণী প্রভৃতিরও প্রদূর উৎসব হইয়াছিল।

চীনের কাগজের কাপড়।

পৃথিবীর মধ্যে চীন দেশেই সকলের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পুরাতন কাগজ বিক্রয় হয়। বিগত ১৯১১ সালে একমাত্র নিউ চ্যাং বন্দরে ৫ লক্ষ ৪০ হাজার মণ পুরাতন কাগজ বিক্রীত হইয়াছে। অমুগত্বানে জানা গিয়াছে যে, চীনাগণ এই কাগজের অপব্যবহার করে না। এক প্রকার কীটের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইহারা গৃহপ্রাচীর সমূহ কাগজের দ্বারা নুড়িয়া দেয়। এই সকল কীট কাগজ ভেদ করিতে পারে না; ফলে এই উপায়ে ভোঁদাদিগের মূল্যবান শোষাক পরিষ্কৃত রক্ষা পাইয়া থাকে। কাগজের ক্রমাল, কাগজের আমা, কাগজের ওয়েষ্ট কোট প্রভৃতি নানা প্রকার জব্বা চীনাগণ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই সকল জানা, ওয়েষ্ট কোট প্রভৃতির উপর তাহার অল্প জামা ব্যবহার করিয়া থাকে। চীনাগণের বিশ্বাস, কাগজ খুব দীর্ঘনিবারক। তাই তাহারা কাগজের পারিচ্ছদের পক্ষপাতী।

বাণিজ্য সংবাদ।

মহীশূর গবর্ণমেন্ট চন্দন কাঠের ব্যবসা নিজেই হস্তে রাখিয়াছেন। এই ব্যবসা যে কিরূপ লাভজনক, বিগত ১৯১১—১২ খ্রীঃ-বর্ষের বিবরণ হইতে তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। এই এক বৎসরে মহীশূর হইতে ১২,৫৪,১৫৫ টাকার কাঠ বিক্রয় হইয়াছিল। প্রতিমণ চন্দন প্রায় ২০ টাকার বিক্রয় হইয়াছিল, ইহার পূর্বে বৎসর উহার মূল্য অপেক্ষাকৃত কম ছিল। কাঠের মূল্য ও বিক্রীত কাঠের পরিমাণ ক্রমেই বাঢ়িয়া বাইতেছে।

নানা গুণব।—গুণব উঠিয়াছে, বড়লাই লড় হাড়িগের কৰ্ম্মাবসানের পর সম্রাট বংশ-ধর কেহ ভ'রতের ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি কৰ্ম্মগ্রহণ করিবেন। আর কোন রাজনীতি-কুশল অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভারতের গবর্নর জেনে-রেল হইবেন। এখনকার মত এই দুই পদ আর এক ব্যক্তিতেই স্তম্ভ থাকিবে না। রাজ-প্রতিনিধি দিল্লী সহরেই অবস্থান করিবেন; আর গবর্নর জেনেরল শান্তকালে কলিকাতায় এবং অন্ত্র সময় মধ্যপ্রদেশ বা অন্য কোন শৈল-নিবাসে অবস্থিতি করিবেন। গবর্নর জেনেরল যখন কলিকাতায় থাকিবেন, তখন বঙ্গের গবর্নর থাকিবেন ঢাকায়।—গুণব, রাজপ্রতিনিধিরপদ কোন সম্রাট বংশধর গ্রহণ করিবেন, আর তিনি দিল্লী সহরেই অবস্থান করিবেন বলিয়াই দিল্লী সহরে নতন রাজধানী নির্মিত হইতেছে। দেখা যাউক, কার্য্যতঃ কতদূর কিরূপ হইয়া উঠে।

নববর্ষ ।

সুসাগতঃ নববর্ষ! সহস্র বর্ষান দৌষ্টময়, মনোহর, নধুর উজ্জ্বল, উদ্যম, উৎসাহ, প্রেম, সুখ, শান্তি সহ কৰ্ম্মময় রূপে আজি এস মরলোকে।
কিরে যাক ধরা হতে শোক, তাপ ক্রেশ, অশান্তি, কলহ, হুঃখ, তব আগমনে।
ডুবুক অতীত স্মৃতি বিস্মৃতির জলে
সিগুক অতীত বর্ষ কালাত্মক-মাকো ॥
মঙ্গল কামনা জুড়ে করিয়া ধারণ
গাহ নব আশা গীতি ধরণী মণ্ডল
রহুক মগন মদা মহাকর্ম্ম-মাকো
রাখিবা অনন্ত স্মৃতি গন্ধিত ভোমার।
আগচ্ছ! আগচ্ছ! বর্ষ কপি আবাহন
দাঁড়ায়ে প্রকৃতি রাণী করিতে বরণ।

শ্রীসন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলে লাভ।—“বেঙ্গলীতে প্রকাশ,—
হগলী শ্রীরামপুরের বঙ্গলক্ষী কাপড়ের-কলের
কর্তৃপক্ষগণ প্রকাশ করিয়াছেন, গত জ্য-

য়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত এই ছয়মাসে ইহার
অন্যদারগণকে শতকরা পাঁচ টাকা হারে
লাভ দিবেন। এই কলের কাপড়ের কাটিতি
দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।” নিশ্চিতই
আনন্দের কথা।

বিজ্ঞান-বার্তা।

বাঁচার বৈজ্ঞানিক কারখানার কার্য্য করেন,
অনেক সময়ে তাঁহাদিগের জীবন বিপন্ন হইয়া
থাকে। যদি এমন দেখা যায়, হঠাৎ বৈজ্ঞানিক
প্রবাহে কোন লোকের দেহ অবশ হইয়া
গিয়াছে, তবে তাহাকে মৃতজ্ঞানে অকস্মাৎ
স্পর্শ করিও না, তাহা হইলে আরও বিপদ
হইবে। এ অবস্থায় আহত ব্যক্তির গাত্রে
কোট কিয়া সেইরূপ কোন স্থল পরিচ্ছদাগ্র-
ভাগ ধরিয়া তাহাকে বৈজ্ঞানিক তার হইতে
বিচ্ছিন্ন করিয়া লইও। গাত্রে কোন প্রকার
পরিচ্ছদাদি না থাকিলে চেষ্টা করিয়া কোন স্থল
বস্ত্র সংগ্রহ করবে; তার পর তাহারই সাহায্যে
লোকটাকে প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে।
কাপড় সর্বাবস্থায় সম্পূর্ণভাবে শুষ্ক হওয়া
প্রয়োজন। শুষ্ক ও স্থল বস্ত্রের মধ্যদিয়া
বৈজ্ঞানিক প্রবাহ পরিচালিত হইতে পারে না।
ডাক্তার মর্টন বলিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক প্রবাহে
লোকের প্রকৃত মৃত্যু হয় না। কৃত্রিম প্রণালীতে
শ্বাস প্রবাহের উপায় করিতে পারিলে
এরূপ লোককে জীবিত করা অসম্ভব নহে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত-
প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। পাট ও গ্লিসি-
রিন কিছুদিন এক সঙ্গে রাখিয়া দিলে উহা
খানির জায় একটা পদার্থে পরিণত হইবে।
এই তিনিসটাকে জলের সহিত উত্তমরূপে
ধৌত করিয়া মোডিয়াম পেরক্সাইড নামক
রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে শুষ্ক বেশমের
আকারে পরিণত করা যায়। এইরূপ
কৃত্রিম উপায়ে রেশম উৎপন্ন করিতে পারিলে
উহা নিশ্চয়ই সুনন্দ হইবে।

সম্মী।

স্বাস্থ্যবার্তা।

ডাক্তার গোবিন্দবেরী বলিয়াছেন, সম্পদ
ভাষা গায়ে দিয়া থাকা ভাল নয়। ইহাতে
স্বাস্থ্যহানি হয়। ধোঁয়া গায়ে থাকা খুব
ভাল। আমাদের মনে হয়, ডাক্তার গোবিন্দ-
বেরীর কথা যুক্তিযুক্ত। প্রকৃতির নিয়ম
নজরন করিয়া শরীরকে স্বাভাবিক নিয়মের
অধীন করিলে উহাতে মঙ্গল হইতেপারে না।

বঙ্গের বিদ্যালয়সমূহে সম্রাট পঞ্চম জর্জের
তৈলচিত্র বিনামূল্যে পাঠাইয়া দেওয়া হই-
তেছে। এই তৈলচিত্র হইতে সম্রাটের মূর্তি
বালকদিগের হৃদয়ে আঁক হইবে।

বঙ্গের রেশম-শিল্প।

কৌষেয় শিল্পে বঙ্গ এক সময়ে অধিতীয়
ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রেশমের জন্যই
বঙ্গে আসিয়া বসিয়াছিলেন। ঐ কোম্পানির
রেশমকৃষ্টিও চারিদিকে বিস্তারিত ছিল। বঙ্গের ও
ভারতের প্রথম গবর্নর জেনেরল ওয়ারেন
হেষ্টিংস মুরশিদাবাদ কাসিমবাজারের কৃষ্টিতে
ছিলেন। বেশমের একচেটিয়া উপলক্ষে ইউ-
রোপীয় কর্ম্মচারীদিগকে এদেশের লোকের
সহিত অনেক বিবাদ বিসংবাদ কার্য্যে
হইয়াছিল; বাবুড়া, বীরভূম, প্রভৃতি স্থানে
যুদ্ধের ন্যায় দাঙ্গা হাঙ্গামা করিতে হইয়া-
ছিল। বঙ্গের রেশম এখন ইউরোপের
বাজারে অধিতীয় বলিয়া আদৃত হইত। এখন
কৌষেয় শিল্পে ইউরোপের ইটালি ফ্রান্স
এসিয়া জাপান প্রবান হইয়াছে। চীনা-
সহরে আদি শিল্পী চীন এখন পূর্ববং প্রাধান্যে
বঞ্চিত। কিন্তু বঙ্গের মত হীনতা, চীনেরও
হয় নাই। গবর্নরমেণ্ট বঙ্গের কৌষেয় শিল্পে
উৎসাহ দিতেছেন, অর্থে সামর্থ্য সাহায্য
করিতেছেন। মুরশিদাবাদ, মেদিনীপুর, রাজ-
সাহী প্রভৃতি জেলায় কৌষেয় কার্য্যের
উৎপাদন পক্ষে উন্নতি সাধনের চেষ্টা হই-
তেছে, কৌষেয় শিল্পেরও উন্নতি চেষ্টা হই-
তেছে। কৌষেয় শিল্পের শিক্ষালয়ও হই

একটা হইয়াছে। রাজসাহী ও মুরশিদাবাদের ন্যায় মেদিনাপুরের সবটুকু অঞ্চলে কোষের শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। কীট-পোষণ সর্বত্রই একটা মুখ্যকার্য বলিয়া পরিচিত হইতেছে। বাজার দোষেই রেশম-শিল্পের অবনতি হইয়া থাকে। কোষের কীটকে নানানোপে রুখ হইতে হয়; রুখ কীট পুষ্ট রেশম দেয় না; রোগহস্ত কীটের রেশমও দুষ্ট হয়। কীটনাশিতর জন্যই বস্ত্রের কোষের শিল্প চর্চাশাস্ত্র হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট অন্যান্য দিকে উদ্যোগ না হইয়াও, বীজদোষনিবারণের এবং সুকীটপোষণে অধিক নানোপোগী হইয়াছেন। সরকারী কীটনাশক সুকীটনাশ উৎপাদিত, ও পোষিত হইয়া, চারিদিকে বিতরিত হইতেছে। অনেক কোষের কৃষক এখন সুকীট পাইয়া, কোষের শিল্পের উন্নতি করিতেছে। উত্তর বঙ্গের মালদহ ও রাজসাহীর নাগ বগুড়াও এক সময়ে রেশমে শ্রেষ্ঠ ছিল, সেই বগুড়ায় আবাত রেশমশিল্পের উন্নতি দেখিবার জন্য গবর্ণমেন্ট উৎসুক হইয়াছেন। কীটোৎপাদন ও কীটপোষণের অন্য বগুড়ায় উন্নত ব্যবস্থা হইতেছে। নীজক্ষেত্রের জন্য ১৬ বিঘা জমি লওয়া হইতেছে, ঐ ক্ষেত্রের তুঁতপাতা কোষের কীটানীবা পোষিত হইয়া ডিম প্রসব করিবে, উৎকৃষ্ট পত্র পোষিত কীটানীবা উৎকৃষ্ট ডিম্ব দিবে, উৎকৃষ্ট ডিম্বের উৎকৃষ্ট কীট আবির্ভূত হইয়া, উৎকৃষ্ট পত্রচূর্ণে পোষিত হইবে; শেষে সকলেই উৎকৃষ্ট রেশম প্রদান করিবে। পরন্তু ঐ কীটনাগার উৎকৃষ্ট কীট বিতরিত হইয়া, কোষের কৃষকদিগের সাহায্য করিবে। বঙ্গ কোষের শিল্পের পুনরুন্নতি দেখিলে, গবর্ণমেন্ট তুষ্ট হইবেন; আমরাও একান্ত আনন্দিত হইব। দৈঃ চঃ।

Agricultural Notes.

কৃষিকথা।

উচ্চশ্রেণীর কৃষিপদ্ধতি চালাইবার জন্য আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় অনেকে আপান

ও বিলাত যান, কিন্তু ভারতে উন্নত প্রণালীর কৃষিপদ্ধতি চালাইবার মূলে যে কি মজা আছে, সেটা কেহ চিন্তা করিয়া দেখেন না। সে বিষয়টা না ভাবিলে উন্নত প্রণালী ত দূরের কথা যে পদ্ধতি আমরা এখন জানি, তাহাই অচল হইয়া দাঁড়ায়। এদেশের প্রধান শস্ত ধান। অথবা যে দেশ বর্ষায় জল প্রাবিত হয়, সে দেশের লোকে এসকল কথা বুঝিলে না, কিন্তু যে সকল স্থানে নদী নালা নাই, ক্যানেল নাই, সে সকল স্থানে জলকষ্টেই শস্ত মরিয়া যায়। এদেশের কৃষকেবা যাহা জানে, তাহাতেও কাজ চলিতে পারে, কিন্তু আকাশের জলের প্রত্যাশায় উন্নত এবং অবনত সকল প্রকার কৃষির অবস্থাই সমান হইয়া দাঁড়ায়। কৃষির উন্নত প্রণালী প্রচলনের প্রয়াস অবশ্য দেখিতে শুনিতে বেশ বটে, কিন্তু জলকষ্ট নিবারণের চেষ্টা আগে না হইলে সকল চেষ্টাই বিফল হয়। যে দেশের কৃষির অসুবিধা আমাদের দেশের কৃষির অবস্থা কিরূপে চাহিতেছি, সে দেশের জমির অবস্থা অল্পরূপ, এক চকে—এক মাঠে এক জনের প্রচুর জমী থাকে। তাহাও কলের লাঞ্জে চাস করে, তাহাদের সমস্ত ক্ষেত্র জলকষ্ট নিবারণের জন্য চাষি ধারে পরিখাবেষ্টিত, জলের ক্ষয় ভাবিতে হয় না। এদেশে বর্ষমান, বাকড়, বীরভূম, হুগলী এবং অনেক জেলার অনেক স্থানে জমী শুষ্ক, আদৌ সরস নহে। সে সকল স্থানে ক্যানেলাদি না হইলে শুষ্ক বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করিলে যে কি হইবে, তাহাও আমরা বুঝিয়াই উঠিতে পারিতেছি না। সুতরাং এইরূপ দেশে কৃষিসম্বন্ধে যে সকল গবেষণা কৃষিবিষয়কপত্রিকাদিতে বাহির হইতেছে, তাহা কেবল বৃথা বাগাড়ম্বরে পরিণত হইয়া যায় মাত্র। এদেশের জলকষ্ট নিবারণের উপায় অগ্রে করিতে হইবে, পরে অন্য কথা। যে সকল স্থান সরস, কোন নদী বা ভীরভূমি, সে সকল স্থানের কৃষির অবস্থা ভাল করিতে বড় প্রয়াস পাইতে হয় না, সেদিন

আমাদের মাননীয় গবর্ণর মহোদয় স্পষ্টই এই কথা বলিয়াছেন যে, শিক্ষিত সম্প্রদায় মাঝেই বুঝিতে পারেন যে, জলকষ্ট নিবারণের জন্য গবর্ণমেন্ট যখন তখনই সাহায্য করিয়া উঠিতে পারেন না অর্থাৎ সেরূপ কার্যে গবর্ণমেন্টের তহবিলের অবস্থা বুঝিয়া করা না করা সম্ভব হইতে পারে।

দেশের লোককে নিজেও কিছু করিতে হয়, বাঙ্গালার অনেক বড় জমিদার, অনেক রাজা আছেন, তাহারা একত্রিত হইয়া ধৌত উপায়ে টাকা তুলিয়া ক্যানেলাদি করিলে তবে যদি কখন এই জলকষ্ট নিবারিত হয়। যদি তাহাও অসম্ভব হয়, তবে মাঠের পুকুরগুলিও জীর্ণ সংস্কার করিয়া তাহাতে জলরক্ষা করিতে পারিলে কথঞ্চিৎ হিতসাধন হইতে পারে। তবে দেশে ক্যানেলের প্রাচুর্য হইলে চানের অবস্থা যে কতটা উন্নত হয়, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ক্যানেল হইলে প্রজারা তাহার কর দেয়, নানাবিধ ফসল জন্মিতে পারে, প্রজার কব দিতেও কষ্ট বোধ হয় না। উন্নত প্রণালীর চাষের কথা তুলিলে আমরা আশ্চর্য্য হই যে, কেমন করিয়া জলাভাবে কৃষির অবস্থা উন্নত করা যাইতে পারে।

এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় বাহারা এদেশের কৃষির অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে কোন অসুস্থকান করেন না, তাহারা অল্প বিলাত, আপান ও আমেরিকার কৃষিক্ষেত্র মনে করিয়াই বোধ হয় এইরূপ গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়েন। কিন্তু এদেশের অতি অল্পগোকেই এক মাঠে ২১৪ বিঘা জমি থাকে, এমাঠ একবিঘা, ১ কোশ দূরে অন্য বিঘা—এরূপ স্থলে কি বিলাতে চাষের পদ্ধতি চালান সম্ভব?

২য় অসুবিধা, মাঠের মধ্যে কেহ আপনার গম্ভীরক বেড়া দিয়া আটক করিতে সক্ষম হয় না। মাঠের সমস্ত লোক একই প্রকার চাষ করিতে না পারিলে তাহার ফসল রক্ষা করা দায় হয়। এতগুলি কথা ভাবিতে হইবে ত?

কাজে কাগজে কলমে লিখিলে কি হইবে? পরামর্শ ত দেন অনেকে, কিন্তু সকল পরামর্শ মত কাজ হয় কৈ? এত আর সখের চাষ নয় যে দু-বালুতি জল দিলেই চলিবে? ভারতের চাষ বড় কঠিন, জলাভাবই চাষের প্রধান গলদ।

সাহিত্য সংবাদ ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

পূজা—১ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
১৩০৯ অগ্রহায়ণ। ১৩৪ নং বহুবাজার হইতে প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২ টাকা। আলোচ্য সংখ্যায় “জাতীয়তা বা জাতিশাসন” প্রবন্ধটি চিন্তা শীলতার পরিচায়ক। “নির্দ্বন্দ্বিতা কৌতুক” পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয়ের নির্দ্বন্দ্বিতা কালে লিখিত ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত, ভাবময় এবং ছন্দস্বন্দ্বী, অস্বাদন-ক্রমঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ, “অনুচিকিৎসা” গবেষণা-পূর্ণ। শ্রীযুক্ত কুমুদকান্ত বসু মহাশয় “বেদ কি অপৌরুষেয়, প্রবন্ধ লিপিতেছেন—বেশ। শ্রীমতী গিরিজামোহিনী দাসীর “শ্রামার প্রতি রাধিকা, সুমধুর কবিতা, এতদ্বিন্ন অপরাপর প্রবন্ধ গুলিও বেশ। প্রবন্ধ নির্দ্বন্দ্বিতা অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। পূজার “রুচি, প্রবন্ধটি পাঠকগণকে স্থানান্তরে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমরা সর্বাঙ্গকরণে সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

বঙ্গদর্শন। (নব পর্যায়) দ্বাদশ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা। প্রবন্ধ পারিপাট্যে বঙ্গদর্শন উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্র। সমস্ত প্রবন্ধই গভীর গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ মাসিক পত্রিকাটী সুখপাঠ্য বলিয়া মনে হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩০ আনা, ২০ নং কর্ণওয়ালিসট্রীট মজুমদার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

সাহিত্য সংবাদ—দ্বিতীয় বর্ষ; ৩য় সংখ্যা—হাবড়া, পৃথিবীর ইতিহাস কার্যালয় হইতে প্রকাশিত, বার্ষিক মূল্য ২ টাকা মার্জ। আলোচ্য সংখ্যায় নাস্তিকের ঈশ্বর ভক্তি, সুন্দর, ক্রমঃ প্রকাশ উপজ্ঞাস, “ব্রহ্ম দেশের ইতিবৃত্ত” বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। তারদেবী ক্ষুদ্র গল্প। গোড়া জৈবিক ব্রাহ্মণ, কুরু ভারত, পৌরাণিক ভ্রমোল, অতি গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত চর্চাশাস নাহিড়ী মহাশয়ের উপদেশ মত যখন “সাহিত্য সংবাদ” পরিচালিত হয়, তখন “সাহিত্য সংবাদের” গৌরব বৃদ্ধি হইবারই কথা। সাহিত্য সংবাদে অনেক জিনিবার ও শিখিবার বিষয়ই থাকে। বেশ কাগজ।

ব্যবসায়ী, ১ম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা।

এ সংখ্যায় “ঢাকাই মসলিন” প্রবন্ধটি উল্লেখ-যোগ্য। একরূপ কাগজে ব্যবসায় সঙ্গদ্বন্দ্বিতা প্রবন্ধের প্রাচুর্য না দেখিলে সুখ হয় না। উদ্দেশ্য ঠিক রাখিল ব্যবসায়ী ক্রমে সুখপাঠ্য হইতে পারে। আমরা ব্যবসায়ীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

কলেরা চিকিৎসা।

ডাক্তার শ্রীধারেন্দ্রনাথ হালদার প্রণীত, জেলা নদীয়া আনুলবেড়িয়ার মেডিক্যাল স্কুল হইতে প্রকাশিত। “কলেরা চিকিৎসা”র প্রথম সংস্করণেই আমরা ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তক-খানিতে বহু আধুনিক নতন বিষয় সংযোজিত হইয়া এবং সুন্দর অ্যান্টিক কাগজে রোগের উপসর্গ এবং চিকিৎসার নামগুলি বড় বড় অক্ষরে দেওয়ায় পুস্তক খানি আরও সুন্দর হইয়াছে। ডাঃ ধীরেন্দ্র বাবু সূচিকিৎসক, “চিকিৎসা প্রকাশ” নামক চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক, “কলেরা চিকিৎসা” তাহার বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফল-স্বরূপ। আমরা প্রত্যেক গৃহস্থকে এবং পল্লীগামের প্রত্যেক চিকিৎসককে এক একখানি রাখিতে অনুরোধ করিতেছি।

বিষয়গুলি অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। পুস্তকের কলেবর ও কাগজাদি মূল্যবান দেওয়া স্বত্বেও মূল্য সেই ১০ আনাই রাখা হইয়াছে, ইহা আরও প্রশংসার কথা।

ঠাকুর মা।

শ্রীমত নাথ চক্রবর্তী প্রণীত, এবং “শিল্প ও সাহিত্য” বিভাগ হইতে শ্রীযুক্ত গ্যামলাল চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১০ আনা মাত্র। এখানি ঠাকুরমা এবং নাট নাট বিমলার কথোপকথনচ্ছলে নরনারীর বহু অবস্থা জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ একখানি উৎকৃষ্ট হিন্দুস্তানী পাঠ্য পুস্তক। বালিকা বয়স হইতে প্রাপ্তি অবস্থা পর্যন্ত স্ত্রীলোকের যাহা কিছু সাংসারিক বিষয় জানা আবশ্যক, ঠাকুর মার উপদেশে তাহার কোনটাই বাদ পড়ে নাই। সংসারে আমরা পদে পদে আধুনিক বিলা-সনো মহিলাগণের সর্ববিসয়ে অনভিজ্ঞতার জন্য অনেক সময় বিব্রত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িতে বাধ্য হই, “ঠাকুরমা” আমাদের আধুনিক মহিলাগণের পরিচালিকা স্বরূপ হইলে সংসারে যে শান্তি বিস্তার করিতে পারিবে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। প্রত্যেক সংসারে “ঠাকুরমার” আদর হওয়া উচিত। বস্ত্রভালয়ের কর্তব্য, গর্তাভ্যাস কর্তব্য, শিশু পালনের কর্তব্য, সামাজিক সমবেত মণ্ডলীর মধ্যে কর্তব্য, সেকালের শিশু চিকিৎসার নুষ্টিগোপ, আদর্শ হিন্দুরমণীর যাহা কিছু জিনিবার, শিখিবার, বলিবার, কহিবার, তাহা সমস্তই “ঠাকুর মা” অতি সরল কথোপকথন-চ্ছলে শিক্ষা দিয়াছেন। “ঠাকুর মা” অত্যা-বশ্যকীয় উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীপাঠ্য মধ্যে গণ্য হওয়া বাস্তবীয়।

তোষিণী—বালক বালিকার উপযুক্ত মাসিক পত্রিকা, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। তোষিণী নামের সার্থকতা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। সুন্দর সুন্দর বহু চিত্র দিয়া

বালক বালিকাগণের শিকার অনেক প্রবন্ধই তেজিগীতে স্থান পাইয়াছে। ভাষা আরও প্রাঞ্জল হইলে ভাল হয়। বহুকাল পূর্বে “সখা ও সার্থী” নামক মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়া কিছুদিন পরে বন্ধ হইয়া যায়। হত-তাপ্য দেশে গ্রাহক ও পাঠকের সহায়ত্বই এবং উৎসাহ দানের অভাবে কোন কাজেরই স্থায়িত্ব হয় না। বিলাতের ছেলে মেয়েদের জন্য অসংখ্য কাগজ, কিং এদেশে এক-খানি কাগজ চালানই ভার। আমরা সর্বা-স্ত্রকরণে তেজিগীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

চিত্র—কলিকাতা ৭নং ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটস্থ এসিস্ট জুয়েলার শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী দত্ত মহাশয় আমাদের একখানি সুন্দর সুরঞ্জিত বিলাতি চিত্র উপহার দিয়াছেন। ইহাদের দোকানে সোণার ও অড়োরার সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার, বড়ি, চেন, মূল্যবান আংটি বিক্রয় হয়, ইহারাই গিনি সোণার উপর মিনের কাজ করিয়া বশবী হইয়া-ছিলেন এবং এলাহাবাদ শিল্প প্রদর্শনীতে সুবর্ণ-পদক পাইয়াছিলেন। আমরা “কাজের লোকে” তাহা প্রকাশ করিয়াছিলাম। ভদ্রতা এবং জ্ঞান নিষ্ঠতার জন্য বহু কালের প্রতিষ্ঠা আছে, নতুন করিয়া বলিবার কিছু নাট।

জাতীয় মঙ্গল—শ্রীযুক্ত মহম্মদ মোজাম্মেল হক প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ১০/০ বাঁধান ১০/০। জাতীয় মঙ্গলের প্রত্যেক কবিতাই সরল এবং সরস, যদিও মুসলমান সমাজের নিঃস্বর্ণ্যতা দূরীকরণোদ্দেশ্যে প্রায় সমস্ত কবিতাই লিখিত হইয়াছে, তথাপি ইহা সকল সমাজেরই অবশ্য পাঠ্য, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। জাতীয় মঙ্গলের কবিতা দেখুন :—

“কর্মের যুগে তুমিট একা

প্রেম-পীতি আর গেয়েনা ;

অমন করে ঘারে ঘারে

“দাও” বলে হাত পেতো না।

হায়, হায়, কবে এদেশের লোকে আত্ম-নির্ভরতা শিখিয়া প্রকৃত কর্মী হইবে জানি না।

কবিতাগুলির পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। মুসলমান যুবকের এমন মধুর বাঁকীলা কবিতা-রচনার ক্ষমতা নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য। পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ ভাল; ৫৬ নং রয়েড্ স্ট্রীটে গ্রন্থ-কারের নিকট প্রাপ্য।

লর্ড কারমাইকেল এবং তাঁহার উদারতা।

আমরা বড় সৌভাগ্যবলেই একরূপ শাসন কর্তা পাইয়াছি। প্রজার অকালমৃত্যুতে ব্যাপিত হইয়া পল্লী স্বাধোন্নতির জন্য তিনি বন্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহা গতবারে আমরা দেখাইয়াছি, আজ তাঁহার আরও কয়েকটা উদারতার পরিচয় দিব। লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর স্বচক্ষে পল্লীচিত্র দেখিতে মানস করিয়াছেন। একদিন হাইকোর্টের ভূত-পূর্ব জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহা-শয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সারদা বাবু অবশ্য তাঁহার সহিত ইংরাজীতে কথা কহিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি বলেন, “দেখুন, সারদা বাবু ! আপনারা ইংরাজিতে কথা কহিয়া থাকেন, ইহাতে আমি চম্বিত।” সারদা বাবু এই কথা শুনিয়া যেন কিছু অপ্র-তিভ ভাবে বলেন,—“কেন ?” ইহাতে লর্ড কারমাইকেল বলেন,—“আমার বাংলা শিখিতে এবং বাংলা কহিতে বড় সাধ। আপনারা যদি সকলে ইংরাজিতে কথা কহেন, তাহা হইলে আমার বাংলা বলিবার পক্ষে সুযোগ কিসে হইবে ?” এই কথা শুনিয়া, সারদা বাবু অবশ্য আনন্দিত হইয়াছিলেন। এ প্রমাণ পাঠিয়া কে না আনন্দিত হইবে ? এক দিন প্রয়াগের “পাইওনিয়র” বলিয়াছিলেন, এ দেশের শাসকবৃন্দের এদেশীয় ভাষা শিক্ষা করা অতি অবশ্য কর্তব্য কর্ম।

সারদা বাবুর সহিত লাট বাহাদুরের পল্লী-গ্রাম সম্বন্ধে অনেক অনেক কথাবার্তা হইয়া-ছিল। সারদা বাবু বলেন—“আপনি আমাদের

পল্লিগ্রামগুলি স্বচক্ষে দেখুন।” লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর বলেন—“আমার তাই ত সাধ। চলুন, একদিন আপনার সহিত আপনাদের গ্রাম দেখিবার আসি।” ইহাতে সারদা বাবু বলেন—“আমাদের গ্রামে বাইলে তত সুবিধা হইবে না ; কেন না আমাদের চেষ্টায় আমা-দের গ্রামের অবস্থা বেরূপ একটু উন্নত হইয়াছে, তাহাতে আপনার ষাঁটি পল্লীগ্রামের ধারণা পঠিবার সুবিধা হইবে না।” লাট বাহাদুর বলেন—“ভাল ! অতঃপর একদিন আপনার সহিত পল্লীগ্রাম দেখিবার ব্যবস্থা করিব।”

একরূপ সহায়ত্বভিত্তিক শাসক বাঙ্গালার ভাগ্যে এই নতুন। একরূপ মহত্ব আমরা যেন আর কখনও দেখি নাই। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া দীনের হৃৎ-মোচনে নিয়োজিত রাখুন। দীন পরিত্যক্ত উপেক্ষিত পল্লিবাসীর মুখের পানে তাকায়, এমন লোক এদেশে বিরল। তাহারা পক্ষিপ্লবপূর্ণ জল পান করিয়া কঠোর সংক্রামক পীড়ার হাতে নিঃশব্দে আত্ম-সমর্পণ করে, কেহ দেখেও না, জানিতেও পারে না ! হে মহান ! তাহাদের কিছু উপায় করিলে বাস্তবিকই তুমি নররূপী দেবতা—দীনের হৃৎ-মোচনার্থে বাঙ্গালার সৌভাগ্য ক্রমে ত্রাণকর্তা রূপে বঙ্গসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছ।

পেটেন্ট ঔষধ।—আমেরিকা নিউইয়র্ক সহরের বিখ্যাত ছইশত পেটেন্ট ঔষধ বিক্রে-তার নামে গ্রেগোরী ওয়ারেন্ট জারি হইয়াছে। অভিযোগ,—জাল ঔষধে লোক ঠকান। অনেক নামজাদা বড় বড় পেটেন্ট ঔষধ বিক্রেতাও ওয়ারেন্টের আগলভুক্ত হইয়া-ছেন। নিউইয়র্ক সহরে হলস্থল ব্যাপার পড়িয়াছে।

গাছ 'স্থ্যবিজ্ঞান।

Science. Perspiration.

বর্ষা।

শিষ্য— আচ্ছা গুরুদেব, মানুষের বর্ষা হয় কেন ?

গুরু। পরিশ্রম এবং উত্তাপদ্বারা বর্ষা হয়। মানুষের চর্মের উপরিভাগে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কূপ আছে, এইগুলিকে লোম কূপ বলে। এই লোম কূপ গুলি বৃথা নাট, শরীরের মধ্যস্থ রক্তে জলের প্রয়োজন আছে, এই লোম কূপ দ্বারা রক্তে জল মিশ্রিত হয়। এবং শরীরের চর্মের উপরিভাগে নীতল এবং আর্জ করিয়া থাকে। উত্তাপ ও পরিশ্রমে শরীরের মধ্যে এক উত্তাপ হইতে থাকে, তাহা বাহিরের নীতল বায়ু সম্পর্কে জলীয় পদার্থে পরিণত হয়, তাহাকেই আমরা বর্ষা বলিয়া থাকি। এই বর্ষার সহিত শরীরের অনেক অনেক অনাবশ্যকীয় পদার্থ ও বাহির হইয়া যায়।

শিষ্য। কিন্তু পীড়ার সময় অতিরিক্ত বর্ষা ভয়াবহ হয় কেন ?

গুরু। অতিরিক্ত বর্ষা হইলে রক্তের জলীয় অংশ বাহির হইয়া বাইলেরক্ত গাঢ় হইয়া যায় এবং রক্তের গতি মৃদু হইয়া অথবা নিশ্চল হইয়া হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

শিষ্য। অকস্মাৎ বর্ষা বন্ধ হইলে পাড়া হয় কেন ?

গুরু। অকস্মাৎ উত্তপ্ত শরীরে নীতল বায়ু লাগিলে চর্মের উপরস্থ পুরোক্ত লোম কূপ গুলির ক্রিয়া বিকার উপস্থিত হয়, সুতরাং আবন ক্রিয়ায়ও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে, ভিতরের জলীয় অংশ বাহির হইতে না পারিয়া কুসকুস প্রভৃতি স্থানে জল সঞ্চার হইয়া কাশী, সর্দি, এমন কি সংস্ফাটিক পীড়া সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

"Because the effect of cold arrests the action of the vessels of skin

and suddenly throws upon the internal organs the excretory labour which skin should have sustained.

শিষ্য। গুরুদেব, গাত্রে ঠাণ্ডা লাগিলে লোকের কুসকুসের প্রদাহ বা বেদনা হয়, বুকে বা শ্বাস প্রাশ্বাসে কষ্ট হইলে লোকে বলে, ঠাণ্ডা লাগিয়া হইয়াছে, গাত্রে ঠাণ্ডা লাগিলে কুসকুসে বেদনা হইবে কেন, বুঝিতে পারি না।

গুরু। যেহেতুক শরীরের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটা জিনিস দ্বারা শরীরের জলীয় অংশ নিক্রান্ত হইয়া থাকে। কুসকুস এবং চর্ম দ্বারা আবন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাহিরের নীতল বায়ু সম্পর্কে যখন আবন ক্রিয়ায় প্রতিরোধ হয়, তখন গাত্রেও বেদনা হয়, এবং কুসকুসেও বেদনা হয়। কারণ পূর্বে যে বলিয়াছি, চর্মের যেমন pore বা ছিদ্র বা লোম কূপ আছে, কুসকুসেও সেইরূপ ছিদ্র আছে, নীতল বায়ু দ্বারা সেই সকল ছিদ্র গুলির জলীয় অংশ নিকাশের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং সেই জলীয় অংশ কুসকুসের ভিতরেই থাকিয়া প্রদাহ উৎপন্ন করে।

শিষ্য। কেন তাহাতে বেদনা উৎপন্ন হইবার কারণ কি।

গুরু। চর্মের দ্বারা আবন পথ অবরুদ্ধ হইলে কুসকুসকে একা সেই আবন ক্রিয়া চালাইতে হয়, যে কার্য্য দুইজনে হইত, এক জনে তাহা করিতে বাইলে over worked হইয়া পড়ে সুতরাং প্রদাহ তাহার অবশ্যস্বাভাবী পরিণাম।

শিষ্য। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকায় শরীরে কি উপকার হয়।

গুরু। স্বাস্থ্য ভাল থাকে। প্রতি মুহূর্তেই অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আবর্জনা চর্মের উপরে লাগিয়া ঐ আবন ক্রিয়ায় ব্যাঘাত জন্মায়, সুতরাং ঠাণ্ডা লাগিয়া যে সকল উপসর্গ হইতে পারে, অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলাদি দ্বারাও লোম কূপ বন্ধ হইয়া সেই সকল উপসর্গ এবং

শারীরিক যন্ত্রের ক্রিয়া বিকার উপস্থিত হইতে পারে। পরমেশ্বর শরীরের যন্ত্রগুলিকে এমন স্বাভাবিক শক্তি দিয়াছেন যে, প্রত্যেক যন্ত্র নিজে নিজের ময়লা পরিষ্কার করে এবং সেই সকল ময়লা লোমকূপ ও কুসকুস প্রভৃতি দ্বারা বাহির হইয়া যায়। ধূলাদি দ্বারা পথ অবরুদ্ধ হইলে, সে সকল আবর্জনা শরীরের মধ্যেই থাকিয়া শরীরের সমস্ত যন্ত্রকে ময়লা যুক্ত করিলে আর কল চলিবে কেন? সেইজন্য বাহ্যচর্ম পরিষ্কার থাকিলে ভিতরের ময়লা আপনা হইতে বাহির হইতে পাইবে। বুঝিয়াছ ?

শিষ্য। এখন বুঝিয়াছি, কিন্তু পরিশ্রম দ্বারা কেমন করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, সেই রহস্যটা বুঝাইতে হইবে।

গুরু। যে হেতুক শরীরে যে সকল যন্ত্রে জীবনী শক্তি রক্ষিত হয়, পরিশ্রম দ্বারা সেই সকল যন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়—"Exercise assists all the functions upon which life depends.

শিষ্য। কেমন করিয়া তাহাত ভাল বুঝাইলেন না।

গুরু। বুঝাইয়া দিতেছি। তুমি একথা বুঝিতে পারত যে, পরিশ্রম করিলে রক্তের গতি বৃদ্ধি হয়? সেই রক্ত শ্রমদ্বারা শরীরের সর্বস্থানে বাটয়া শরীরের প্রত্যেক অংশে বণ্টিত হইয়া যন্ত্র গুলিকে বলবান করে। অস্থি শক্ত হয়, পেশি দৃঢ় হয়, শ্বাস প্রাশ্বাসের ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়, মস্তিষ্কে বলাধান হয়, পাকস্থলীর ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়, তখন শরীরের জড়তা বিনষ্ট হইয়া স্বাস্থ্যের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে থাকে। শ্বাস প্রাশ্বাস বৃদ্ধি হইলে আমরা অকসিজেন বায়ু ভিতরে অধিক লইতে পারি, এবং কার্বন গ্যাস ও সেই পরিমাণ পরিত্যাগ করি। এই সকল কারণে শরীরের অবস্থা ভাল হইয়া থাকে। আরও ভাবিয়া দেখ, পরিশ্রমে বর্ষা নির্গত হইয়া শরীরের আবর্জনা নিকাশ হইবার পথ পরিষ্কৃত হইয়া শরীরে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করিয়া তুলে।

বাহারা অলস, তাহার। অসুস্থ হইবেই, কারণ শারিরিক যন্ত্র সমূহ নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া থাকিলে অকর্মণ্য হওয়া উঠে এবং নানা ব্যাধির আক্রমণ হইয়া দাঁড়ায়। তাহাদের অধঃস্বাস, চিত্তাশ্রিত নষ্ট হয়, কারণ মস্তিষ্কের শক্তি হ্রাস হইয়া পড়ে। শ্রম ব্যতীত জীবনের সুখ হইতেই পারেন। নিঃশ্রম পরিণামে বৈশ্বাস সেট জন্য দারিদ্র্যবান লোকের অতি আশঙ্কনীয় উপকরণ। শ্রমে বিমূগ্ধ হইবে না।

শ্রম। আশ্রম উপদেশে পদা হইল। শ্রম আমি তোমাকে বিষয়টি মোটামুটি বুঝাইলাম মাত্র, মানুষ যদি শ্রম-ব্যয়ের বিধান সমূহ বুঝিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইয়া যায়। সময় সময় আমি তোমাকে বুঝাবার চেষ্টা করিব।

শ্রম। জীবনের প্রতি ভগবানের কি অপার করণ!

শ্রম। নিঃসন্দেহ।

বঙ্গের স্বাস্থ্য সমিতি।

গবর্ণমেন্ট সন ১৮৮২র বর্ষবর্ষ হইয়া গ্রাম্য স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু শুদ্ধ গ্রামে গ্রামে বাইরা গ্রামবাসীগণ কেমন করিয়া সুস্থ থাকিতে পারে বলিয়া নেড়াইলে স্বাস্থ্যের অবস্থা উন্নত হইবে না। বৃদ্ধা অর্ধবয়স্ক এবং পুত্রশ্রম হইয়া হস্ত শেষে বিষয়টি চাপাই পড়িয়া বাইবে। সেই জন্য আমাদের কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে। পল্লী-বাসীগণ বড় সংকীর্ণ মন, স্বার্থপর। আমার বাড়ীর পার্শ্বে পচা সারডোবা আছে, আ-গাছা, বাশবন আছে, সরল উপদেশে যে কেহ সহসাই তাহা কাটিতে যাইবে, বা পচা সারডোবা বা পুকুর বুজাইয়া সাধারণের স্বাস্থ্যের দিকে তাকাইবে, বিধাতা সে সুবুদ্ধিটা আমাদের ঘটে দেন নাই। আমাকে বাধ্য না করিলে আমি তাহা করিব না, এইরূপই পল্লী-গ্রামের নীতি ও রীতি। সুতরাং পল্লী স্বাস্থ্যের

উন্নতি করিতে হইলে বাধ্যতামূলক নিয়মের আবশ্যক হইবে। গ্রাম্য পুকুর, গ্রাম্য পয়ঃপ্রণালী এবং গ্রাম্য রাস্তাগুলির সংস্কার এই ত্রিগুণ গ্রাম্য স্বাস্থ্যোন্নতির প্রধান উপকরণ। এই কার্যগুলি গ্রামের ক'হারও দ্বারা সম্ভবে না, তাহা পূর্বেই বলাইয়াছি, লোকের চক্ষু গন্ধা, বিবাদ বিন্যাসের ভয় প্রভৃতি এইরূপ কার্যের বিশেষ অন্তরায়।

এই সকল কার্য গবর্ণমেন্টের সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নহে। সেইজন্য বাধ্যতামূলক কিছু হওয়া আবশ্যক আছে। অলস তাহাতে যে সাধারণকে অগ্রবিস্তার করিয়া না হইতে হইবে, এমন নহে, তবে নানা প্রকার ব্যাধির হস্তে সবংশে নিরুৎসাহ হওয়ার অপেক্ষা ক্রমে তাহা হিতকর বলিয়াই বোধ হইবে। ধরুন, গ্রামের জনীদার বা ভালুকদারের পুকুর, ডোবা, গাছ পালা কোন প্রকার বাটার নিকট আছে, গ্রামে কাহারও এমন সাহস হইবে না যে, প্রবলের বিপক্ষে বা তাহার বার্ষিকানিকর কোন কথা বলিতে পারে, যদি সে ভাড়া করিতে চায়, তাহা হইলে নানা প্রকারে তাহাকে লাঞ্ছনা গল্পনা সহ্য করিতে হইবে। এমন কি, গ্রামে তাহার বসবাসই কঠিন হইয়া উঠিতে পারে। সেইজন্য এরূপ কার্যে গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ না করিলে কোন ফলই হইবে না। এইরূপ অবস্থায় গ্রামের লোকের হাতে গ্রামের উন্নতির ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে কোন কার্যই সুদৃশ্য হইবে না। যদি তাহা হইবার হইত, তাহা হইলে গ্রামবাসীগণ তাহা এতকাল নিজেই করিতে পারিত, গবর্ণমেন্টকে মনোযোগ দিতে হইত না।

ম্যালেরিয়া এবং অপরাপস সংক্রামক পীড়া সমূহের প্রধান কারণ দূষিত পানীয় জল এবং দূষিত পয়ঃপ্রণালী। রাস্তার দুইধারে জল আটক হইয়া নানা প্রকার দূষিত পদার্থ পচিয়াই মসকাদি জন্মে ও বায়ু দূষিত হয়। কাজেই সংক্রামক পীড়ার প্রাদুর্ভাব তাহা

অবশ্যবাহী বল। এই সকলের প্রতিবিধান করিতে হইলে পানীয় জল এবং গ্রাম্য পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার প্রথমেই না করিলে কোন ফলই হইবে না।

লোকাল বোর্ডের টাকার সম্ভাবহার প্রার্থনীয়। ভোট ভিক্ষা করিয়া সাধারণের প্রতি-নিধি মেসুরগণ বাস্তবিক কোন গ্রামের কিছু করেন কি নিজেদের গ্রাম্য রাস্তার সংস্কার করেন, তাহা উচ্চ কর্মচারীগণের বিশেষ দৃষ্টি রাখার আবশ্যক। বহুকাল গোড়শেপানির স্থায়ী হইয়াছে, তবে এতকাল আর কোন গ্রামেরই রাস্তাঘাট সুচারু সংস্কার হইল না কেন, ইহার কারণ কি? এই শুষ্ক রহস্যের প্রতি আমরা আমাদের সদাশয় গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, এবং যদি কোন রহস্য থাকে, তবে তাহার প্রতিবিধান করিলে তবে গ্রাম্য স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে।

Homeopathic.

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত-প্রণালী।

(লেখক—ডাঃ অশুভল চন্দ্র বিদ্যাস, হড়া-ব্রাহ্মপাড়া।)

যাঁহারা পল্লীগ্রামে থাকিয়া হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা করেন এবং পাড়া প্রতি-বেলী ও দেশের গরিব লোকদিগকে ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ করেন, তাঁহারা যদি ব্যাক ডাইলিউশন আনাইয়া ঘরে ক্রম প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করেন, তাহাতে তাঁহাদের খরচও খুব কম পড়ে, এবং সস্তা প্রস্তুত হওয়াতে ঔষধের কাজও খুব ভাল হয়। ভাল জায়গা হইতে ঔষধ কিনিতে হইলে নিম্নক্রম ১০ চারি আনা, ১২ ক্রম হইতে ৩০ ক্রম পর্যন্ত ১০ আনা, তদুর্দ্ধে ১০, ৫০, ১০০ টাকা পড়ে এবং ২০০ ক্রমের উপর আরও দরবেশী। কিন্তু ব্যাক ডাইলিউশন ভাল যায়গা হইতে আনাইয়া ঘরে ক্রম প্রস্তুত করিয়া লইলে ১০, ৫০, ১০০, আনার বেশী খরচ পড়ে না।

হুগলী একজিবিশনে দেৱ চা সৰ্বেৰাচ পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত, এজেন্সীৰ জন্ম ৩৩৫ নং পো: আ: আবেদন কৰুন।

স্বাধীন) sugar of milk এর দ্বিতীয় মোড়াটা উগাতে ঢালিয়া উপরোক্ত নিয়মে ৬ মিনিট মাড়িয়া ও ৪ মিনিট টাচিয়া আবার ৬ মিনিট মাড়িয়া ৪ মিনিট টাচিয়া লইলেই ২x প্রস্তুত হইল। দ্বিতীয় মোড়াটা মাড়িতে ও ২০ মিনিট সময় লাগিবে, এইরূপে ২টা সুগার অফ মিল্কের মোড়া মাড়িতে মোট ৪০ মিনিট সময় লাগিবে।

কিন্তু টাইটরেসন প্রস্তুত করিতে হইলে যত বেশীকণ মাড়া ও টাচা যায়, ততই ভাল। এইজন্য প্রতিবারই সুগার অফ মিল্ক ও ভাগ করিয়া ১ বটা মাড়িয়া প্রস্তুত করাট উচিত।

ওষুধ প্রস্তুত করিতে শাতু নির্মিত ছুরি বা খল কদাচ ব্যবহার করা উচিত নয়, কাঁচের খলই ভাল।

শততমিক পদ্ধতিতে চূর্ণপ্রস্তুত।

প্রথম ৩৩ গ্রেণ করিয়া ৩টা sugar of milk এর মোড়া করিবেন, এক গ্রেণ ওষুধ খলে ঢালিয়া তাহাতে ১টা সুগার অফ মিল্কের মোড়া দিয়া ডাটার দ্বারা পুরোঁক নিয়মে ৬ মিনিটকাল বেশ করিয়া মাড়িয়া ও ৪ মিনিট কাল স্প্যাচুলার দ্বারা টাচিবেন, আবার ঐটাকেই ৫ মিনিট কাল মাড়িয়া ও ৪ মিনিট কাল টাচিয়া লইবেন, এইরূপে প্রথম ৩৩ গ্রেণের মোড়াটি ২ বারে ২০ মিনিট কাল মাড়িয়া দ্বিতীয় ৩৩ গ্রেণের মোড়াটি ঐরূপে ২ বারে ৬ মিনিট করিয়া ১২ মিনিট মাড়িয়া ও ৪ মিনিট করিয়া ৮ মিনিট স্প্যাচুলার দ্বারা বেশ করিয়া টাচা হইলে তৃতীয় ৩৩ গ্রেণের sugar of milk এর মোড়াটি ঐ নিয়মে দ্বিবার ৬ মিনিট করিয়া ১২ মিনিট বেশ করিয়া মাড়িয়া ৪ মিনিট করিয়া ৮ মিনিট কাল স্প্যাচুলার দ্বারা ভাল করিয়া লইবেন। এই নিয়মের শততমিক ক্রম পর পর যত ইচ্ছা প্রস্তুত করিতে পারেন। অর্থাৎ ১৮ হইতে ২৮ ২৯ হইতে ৩৮ ইত্যাদি ইত্যাদি।

মাদার টিংচার হইতে ৩x পর্যন্ত ঔষধ প্রস্তুত করিতে যে যে spirit ব্যবহার হয়,

তাহা ঔষধের বিবরণে বলিব। সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

কৃষি-প্রসঙ্গ।

(সংগ্রহীত)

জার্মানীতে কৃষিশিক্ষা।

সেক্সনি-দেশ জার্মানী সাম্রাজ্যে; ইহা জার্মানীর একটি সমৃদ্ধ দেশ। এইস্থানে সুবিখ্যাত লিপজিক বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত; ইহার সংশ্রবে, কৃষি বিজ্ঞা-শিক্ষার নিমিত্ত, একটা স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। এই বিভাগে প্রায় চারিশত ছাত্র কৃষি বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত একটা আরণ্য বিদ্যালয় (Forest School) একটা পশু চিকিৎসালয় (Veterinary College) এবং বিভিন্ন ১৫টা কৃষি-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। প্রশিয়-দেশও জার্মান-সাম্রাজ্যে। এইস্থানে দুইটা কৃষি কলেজ (ইহার প্রত্যেকটাই প্রায় এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুল্য) দুইটা আরণ্য বিদ্যালয় এবং ১৬টা উচ্চ-শ্রেণীর কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। বহুদিন আরও ২২টা নিম্নশ্রেণীর কৃষি বিদ্যালয়, ১৩৮টা শীত বাসরীয় কৃষি বিদ্যালয় (Winter Schools) এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কৃষি-বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত ১৭৭টা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বিশেষ কৃষি বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ গো-পালন বা ডায়েরী ফার্ম প্রদত্ত হইয়া থাকে।

সমগ্র ইমপেরোপে বার্লিন ইনস্টিটিউট (বার্লিন কৃষি বিদ্যালয়) কৃষি শিক্ষার আদর্শস্থল। কারণ কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা প্রদানের বাবতীয় উপকরণ ইহাতে রহিয়াছে। এই বিদ্যালয় পরিচালন কার্যে সরকারী (State Fund) প্রদত্ত ২৭০০০ পাউণ্ড এবং ছাত্র বেতন ও অগাধ উপায়ে সংগৃহীত ১০০০ পাউণ্ড সর্ব-সাকল্যে ৩৬০০ পাউণ্ড বা প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা বার্ষিক ব্যয়িত হইয়া থাকে।

কৃষি-বিদ্যা-শিক্ষায় ও কৃষি উদ্বাস্তসন্ধান কার্যে কেবল গবর্ণমেন্ট নহেন, স্থানীয় কৃষি-সমিতির কার্য ও সাহায্য বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। কৃষি-সমিতি, কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে অর্থ-সাহায্য-প্রদান এবং উপযুক্ত বেতনভূক কৃষি-শিক্ষক প্রেরণ কুরিয়া, দেশে কৃষিতত্ত্ব প্রচারের সাহায্য করিয়া থাকেন। কৃষি-শিক্ষকগণ, কখনও কলেজ-কৃষি-বিদ্যালয়গণে, কখনও বা স্থানীয় ক্ষুদ্র কৃষি-বিদ্যালয়গণে সন্নিহিত সংশ্লিষ্ট রহেন। কোন কোন স্থানে ইহার সমিতির সভ্যদিগকে, খুড়িয়া ফিরিয়া কৃষি-কার্যের উপদেশ প্রদান করেন। ক্রমশঃ

সমগ্র জার্মান-সাম্রাজ্যে, ৭০টা কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্র আছে; তন্মধ্যে এক মাত্র প্রশিয়া-দেশেই ৪৬টা এবং সেক্সনি-প্রদেশে পাঁচটা কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্র বহিয়াছে ভিন্ন ভিন্ন টেটের সংশ্রবে, এই কৃষি-বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হইতেছে। বার্লিনে একটা শস্ত-চিকিৎসা-বিদ্যালয়ও আছে।

প্রশিয়-রাজ্যের মূলভাগ, জার্মানী আজ কাল প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন। যে দেশে বাণিজ্যে লক্ষী বাস করেন, সেই জার্মান-সাম্রাজ্যও কৃষি-বৃত্তি বিড়ম্বিত নহে। পক্ষান্তরে, ভারত-বর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ হইলেও, ভারতবর্ষে কৃষি-বৃত্তি অনাদৃত; কৃষক সমাজ-বিস্তৃত। ভারতবর্ষের আয়তন জার্মান-সাম্রাজ্যের প্রায় চতুর্দশ গুণ অধিক; অথচ, জার্মানীর তুলনায় ভারতবর্ষে কৃষি-শিক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থাই নাই।

কৃঃ সঃ

ভারতে উকিল সুল মাস্টারের আর কেবল চাষ আবাদই বেশী, সেইজন্য সেইরূপ বিজ্ঞা-লয়েরই আয়োজন অগ্রহ বেশী—ক্রমে এ দেশে শস্ত চাষ উঠিয়া গিয়া উকিলের চাষই অধিক হইবে। দেশ আর চাষই মোটে থাকিবে না। এ দেশের শিক্ষিত সমাজের চাষের প্রতি ভয়ানক ঘৃণা; সেইজন্যই কৃষক বালক আজ উকিল, মাস্টার এবং কেবলী হইবার জন্য বদ্ধ পরিকর।

কঃ সঃ

AGRICULTURAL SUGGESTIONS.

কৃষি শিক্ষা এবং গবেষণা।

Philippine Agriculture Review

ফিলিপাইন এগ্রিকালচার রিভিউ নামক পত্র আমেরিকার কৃষিসম্বন্ধীয় একটি প্রসিদ্ধ বাহ্যিক উল্লেখ্য, তাহাতে আলোচিত হইতেছে যে, আমেরিকার কৃষি বিভাগে প্রায় ৬০০ এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহার প্রায় ৩০টি বিভিন্ন স্টেটে প্রায় ১০০০০০ কৃষকে কৃষি বিধি শিক্ষা দিয়া বেড়াইতেছে। এই সকল এজেন্টস্ বা কৃষিবিভাগের বহুদশী শিক্ষকগণ অতি দূরতম গ্রামসমূহে যাইয়া তাহাদিগকে যাহারা সুদূর পরীতে থাকিরা উন্নত প্রণালীর কৃষিবিষয়ক কোন সন্ধান জানিবার সুবিধা পায় না, এই সকল কৃষকদিগকে শিক্ষা দিবে। ইহা দ্বারা এই একটু বিশেষ সুবিধা হয় যে, কৃষকেরা অতিজ্ঞ কৃষিতত্ত্ববিদগণের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়া বহু বিষয়ের সংশয় মিটাইয়া লইতে পারে। এই উপায়ে আমেরিকার পল্লীগ্রাম সমূহের কৃষির বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে। হইবারই কথা। আমরা “কাজের লোকে” বাঙ্গালার কৃষিবিভাগকেও একবার বলিয়াছিলাম যে, যন্ত্রের কৃষির উন্নতি করিতে হইলে শুধু গবর্ণমেন্টের আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের গবেষণার কাগজ মুদ্রিত করিয়া রাখিলে চলিবে না, গ্রাম্য শিক্ষকগণকে কিছু কিছু দিয়া নৈশ-সন্মিলনী বসাইতে হইবে। তাহার সন্ধ্যার সময় গ্রাম্য কৃষকসমূহী একত্র করিয়া গবর্ণমেন্টের কৃষিবিষয়ক গবেষণাগুলি বুঝাইয়া দিতে পারিলে, তবে এদেশের কৃষকগণের বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ দ্বারা সুফল হইতে পারিবে। নচেৎ এই বিভাগে অজস্র অর্থ ব্যয়ে এখন বাহা হইতেছে, তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে প্রচার বিশেষ উপকার বোধ হই-

বার সম্ভবপর। আমরা বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের আশ্রয়ে এই Suggestionটির একটি মনোযোগ আকর্ষণ প্রার্থনা করিতেছি। গ্রামে গ্রামে অতৈবনিক মেথর নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা বাহা আছে, তাহা দ্বারা বেশের লোকে অল্প ও উদ্যোগী না হইলেও কতক কাজ হইতে পারিত, কিন্তু এদেশের লোক যে অতৈবনিকভাবে অনেক কর্তব্য পালনে সক্ষম নহে, তাহা গবর্ণমেন্টেরও বোধ হয় অনিদিষ্ট নাই। এদেশের অতৈবনিক সভা, অতৈবনিক বিচারক পাওয়া যায় বটে এবং তাহাদের দ্বারা সুফলও হইতেছে, সন্দেহ নাই। লোকে স্বতঃস্ফূর্ত হইয়াও সে সকল কার্যে নিযুক্ত হইবার জন্ত লালারিত হইয়াও থাকেন, কারণ এই সকল কার্যে মানসস্বল্প আছে—কিন্তু চাষকে শিক্ষা দিয়া নিজেদের কৃষিবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে কাহাকেও স্বতঃস্ফূর্ত হইতে দেখা এদেশে বড় সহজ সাধ্য নহে। সেইজন্য গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষকগণকে এই কার্যের জন্য সামান্য সামান্য সাহায্য করিলে সুফল হইতে পারে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখেন, ইহাই প্রার্থনা। কৃষির উন্নতির জন্ত আমেরিকার প্রজা জনকৃষের সদৃশ—ভারতের জমী উর্বর ও শস্যপালনী, কিন্তু এদেশে অসংখ্য জমি পতিত হইয়া থাকে।

ইংলণ্ড প্রবাসী বাঙ্গালীর খাঁটি মত।

লণ্ডন।

সঙ্গীতবীর বিলাতস্থ পত্রলেখক লিখিতেছেন:—

“আমার পূর্বে পত্র হইতেই বোধ হয় জানিতে পারিয়াছেন যে, আমার সমুদ্রপীড়া হয় নাই। ওনিয়াছিলাম যে, ইংলিশ প্রণালী পার হইবার সময় সমুদ্রপীড়া না হইয়া যায় না, কিন্তু আমার তাহা হয় নাই।

লণ্ডন সহরটি অতি বিস্তীর্ণ। বিলাত আসিবার সময় ইহার অনেক প্রাঙ্গণ ও নিয়া-ছিলাম, দেখিয়া কিছু মনে হইতেছে যে, আমায়গকে লোকে বড় ঠকানই ঠকার। টেম্‌স নদীটা একটা নালা, গিরিধির উল্লী নদীর আধখানা, কি তাহার একটু বেশী। টাওয়ার ব্রিজটা ‘টর’ ব্রিজ (খেলিবার পোল)। পার্লামেন্ট গৃহ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বড় ত নহেই, ছোট হইলেও হইতে পারে, ইহার উপর ঘুমার কালা হইয়া গিয়াছে। বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ, ঠিক পাটের গুদাম! তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক পুলিশমানকে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ কোন আরগার দেখাইয়া দিতে বলায়, সে কিংসংক্ষণ আমার প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহার পরে বলিল, সম্মুখেই। কে যে বেশী আশ্চর্য্য হইয়াছিল, বলা যায় না।

এখানকার ঘুমার কথা আর কি বলিব। বেলা দুইটার সময় বিজ্ঞানালয়ে কাজ করিতে হইলে, চারিধারে ইলেকট্রিক লাইট আলিয়া, টেবিলের উপর টেলিফোন আলিয়া কাজ করিতে হয়। মিঃ ডি, এল, রায় লিখিয়াছেন, “বিলেত দেশটা মাটির,” তিনি একদম ভুল লিখেছেন। বিলেত দেশটা ধোঁয়ার এবং কাজে ও কথাও তাহাই।

অনেকে বিলাতের অনেক স্থান ও জাঁক-জমকপূর্ণ বিনয়ণ প্রকাশ করেন। তাহার বলেন যে, স্থান টেম্‌সের বাকান তীর, তার উপর এমন বিশাল পার্লামেন্ট গৃহ, কিন্তু দেখে যে কি রকম ভক্তি চটরা গিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। বাকিংহাম প্রাসাদের স্থাপত্য ঠিক গিটিকেনের মত। কোণার বা আকবরের কতেপুর সিক্রী, কোথায় বা দিল্লী! অবশ্য খুবই লম্বা চওড়া, যেমন কলিকাতার ট্রাণ্ড মোড়ের ধারের পাট গুদাম।

এখানে দেখিবার জিনিষ অনেক আছে, তাহার মধ্যে একটি লণ্ডনের পুলিশ। কলিকাতার পুলিশের পোষাকটা স্থানীয়।

লণ্ডনের ফ্রান্সো-ব্রিটিশ একজিবিশনে দেব চাঁ পুরস্কৃত পোঃ-বক্স নং ৩৩৫, কলিকাতা।

চেহারাগুলো দেখলে মনে হয় যে, যত উচ্চা লোক পুলিশের দলে বাইরা টেকা দিতেছে। বোম্বাইএর পুলিশ এক হস্তকর চিহ্ন—ঠিক যেন যাত্রার দলের জুড়ি বা উকিল। মিসরের পুলিশের শরীর ও পোষাক খুব ভাল। কিন্তু সেটা ডাকাতের ধরণের। আর লণ্ডনের পুলিশ—আচ্ছা এমন মোটা মোটা নাহস মুহুস চেহারা দেখা যায় না। সে যেন যত বাড়ীর আত্মরে ছেলে (যথা যাত্রার রামশশী,—“ক্ষীর সর ননী ছানা দিব কার চাঁদবদনে” ইতি কোশল্যা বিলাপ) ধরে এনে পুলিশ করেছে। বাহা ইউক, অধিকাংশ পুলিশ খুব ভদ্র, আর অনেক জানে শুনে ও খবর রাখে।

এডিনবরা ভারতীয় ছাত্রের

প্রতি ব্যবহার।

আমি এখানে পৌঁছিয়া এডিনবরা বাইবার অল্প যোগাড় দেখিতেছিলাম, কিন্তু অনেক বারণ কন্ডায় এগনো যাই নাই। ডাঃ মিত্র বলিলেন যে, সেখানকার কর্তৃপক্ষ ভারতীয় ছাত্রদিগের প্রতি বড় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। কিছু অভিযোগ করিলে বলেন, আমরা ভারতীয় ছাত্রদিগকে চাই না, তোমরা কেন এখানে আগিয়া জোট। তিনি আরও বলিলেন যে, “নিহাৎ দায়ে না পড়িলে এডিনবরায় কিছুতেই যাওয়া উচিত নয়।”

তাহার পর আরও কয়েকটি ছেলের সঙ্গে দেখা হইল; তাহারা চিকিৎসা বিষয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন, তাহারাও সেই কথা বলিলেন। একজন পঞ্জাবী ছেলেকে ক্রমাগত ক্লাসে অনুপস্থিত করার মে বড় কর্তা-ডিন ‘অফ’ ক্যাকালটির কাছে অভিযোগ করে। তিনি অধ্যাপকের কৈফিয়ত চাওয়ায় তিনি উত্তর দেন, “তাহাকে অনুপস্থিত করার কারণ এই যে, আমি এই হাসপাতালে ভারতীয় ছাত্রকে পড়িতে দিতে চাই না।” ইহাতে সেই ছেলেকে হাসপাতাল ছাড়িতে হয়। এই সকল দেখিয়া আমার এডিনবরা বাইবার ইচ্ছা নাই।

আমি লণ্ডনেই পড়া আরম্ভ করেছি। এডিনবরা হইতে যঃ চিঠি লিখিয়াছে, এখানে কিছুতেই আসিও না; এখানকার কর্তৃপক্ষ বড়ই খারাপ ব্যবহার করিতেছেন। তিনি আরও বলেন, যদি অপর যারগার থাকিবার স্থান থাকে, তাহা হইলে এ স্থানে না আসাই ভাল। আমার মতে আমি আমার কোন বন্ধকে এ স্থানে আসিতে বলিতে পারি না, কারণ এই স্থানে ছাত্রদিগকে তরানক অপমান করে। তাহার পর স—র—এডিনবরার F. R. C. S. তিনি বলিলেন, ডাক্তারলোকের ছেলের সেখানে যাওয়াই অসম্ভব। আমি কিছু ঠিক না করিয়া যুরিফা বেড়ান অপেক্ষা এখানে থাকাই ঠিক করিয়াছি, কারণ সময় বেশী ছিল না। গুনিলাম, গিড্‌সেও ঐরূপ কাণ্ড এবং খরচা আরও বেশী। এখানে পরচ যে খুব বেশী তাহা নহে, কারণ অনেক এখানে আছেন, তাহাদের খরচা ৮ পাউণ্ড—১২০ টাকা অপেক্ষা বেশী নহে। তবে এখানকার স্কুলের বেতন বেশী ও ফরাসী ও জার্মান ভাষা পড়িলে আরও ৭৫ টাকা লাগে। আমি সায়েন্স পড়িতেছি। আমার ক্লাসে ভারতীয় ছাত্র একটিও নাই। এডিনবরা অপেক্ষা লণ্ডন অনেক ভাল, আর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধির মান্ত অস্ত্রাঙ্গ স্থান অপেক্ষা অনেক বেশী।”

EDITOR IN COUNCIL.

সম্পাদকীয় মন্তব্য সভা।

—:—

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ নাথ, গ্রাহক নং ১৩২৫
আমি অনুরোধে বড় কষ্ট পাইতেছি, আহাের পর বুক জালা করে, মাথা ধরে, বুক বেদনা হয়, অথচ কোঠ বন্ধতা আছে। প্রতিকারের কোন সহজ উপায় জানা থাকিলে দয়া করিয়া “কাজের লোক” প্রকাশ করিলে আমার এবং অনেকেরই উপকার হইতে পারে।

উত্তর। “Prepared Chalk” ডাক্তার-খানার পাওয়া যায়, এই প্রকার অনুরোধে ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। আহাের করিয়ৎকণ পরে ১০ গ্রেণ পরিমিত ২.১০ দিন মধ্যে মধ্যে খাইয়া পরীক্ষা করিতে পারেন।

—অরীক্ষ কুমার সেন—আপনাকে উত্তরে জানাইতেছি যে, ল্যাম্পে যদি ধূম নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে পলতেটিকে খুব কড়া ভিনিগারে ভিজাইয়া শুক করিয়া ব্যবহার করিলে ধূম হইবে না।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ রায় (গ্রাহক)

প্রশ্ন :—নকল মধু (Imitation Honey.) কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়।

উত্তর। “কাজের লোক” ইহা ইতি-পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, যদি আপনি অনুসন্ধানের জন্ত কষ্ট স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হয়েন, তবে অগত্যা ই পুনরায় বলিতে হয়।

সাদা চিনি ৪ পাউণ্ড, ইহাতে প্রায় ২ কোয়ার্ট পোতল জল দিয়া অগ্নিতে আন্ডাজ ১০ মিনিট কাল সিদ্ধ করিয়া ইহার গাদ কাটিয়া ফেলুন, তাহাতে প্রায় ১ পাউণ্ড আসল মধু দিয়া নাড়িয়া গরম অবস্থাতেই ঢাকিয়া ফেলুন, কেহ কেহ ইহাতে এক ফোঁটা গোলাপী আতর অথবা পিপারমেন্ট অয়েল দেন। কিন্তু তাহা হইলে মধু বগ্ধ থাকে না। ইহাকেই ইমিটেশন হনি বা মধু বলে। ইহাতেও উপকার হয়, থাইলে অনিষ্ট হয় না।

বেকারের উপায়।

HOW TO EARN IN LEISURE HOURS.

বিশ্রাম সময়ে উপার্জন পস্থা।

—:—

মিঃ জন্ ম্যাকডোনল্ড আমেরিকার নিউ অর্গিনের জনৈক ক্রোড়পতি, তিনি তাহার সমাধির উপর নিম্নলিখিত কয়েকটি মূল্যবান কথা লিখিয়া দিবার আদেশ করিয়া যান।

১। স্বরণ রাখিও যে, পরিশ্রম জগতে আপনায় অতিশয় স্বাক্ষর একটি উপকরণ।

২। সময় মূল্যবান—এক মুহূর্তও নুণা নষ্ট করিও না। এতোক মিনিটের হিসাব না রাখিলে কখনও বড় হওয়া যায় না।

৩। কদাচ যে কাজ নিজে করিতে পার, তাহা করিতে অপরকে আদেশ করিও না।

৪। লোকের নিকট তুমি যেক্রপ ব্যবহার আশা করিবে, সেইরূপ ব্যবহার নিজেও করিবে।

৫। যত ক্ষুদ্রই হউক, কোন বিষয়কেই উপেক্ষা করিও না।

৬। নিজের জীবনে যত বেশী পার, অপরের ভাগ করিতে চেষ্টা করিও।

৭। পোষাক পরিচ্ছদে অপব্যয় করিও না, অথচ নীচতাব্যঞ্জক পরিচ্ছদও করিও না।

৮। যতক্ষণ জীবন, ততক্ষণ পরিশ্রম করিতে হইবে। বড় হইতে হইলে শ্রম কাতরতা সম্ভবে না। “Labour then to the last moment of your existence.”

সুতরাং বিশ্রাম সময়ও কিছু কিছু উপার্জন না করিলে নাহয় নীমাপদ পেষনের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে অবস্থার উন্নতি করিতে পারে না। হে ধীমান! কষ্টে পরাভূত হইও না। অর্ধোপার্জনে মূলধন অপেক্ষা শ্রমশীলতা এবং একাগ্রতারই অধিক আবশ্যক, একথা বহুবারই বলিয়াছি। কিন্তু কিছুই ত করাইতে পারিলাম না। কৈ—কেহ কিছুই ত করিলে না—সময়ের মূল্য ত বুঝিলে না। বড় পরিতাপের কথা সন্দেহ নাই। অনায়েবল জন্ম ফ্রিডলী মহোদয় সেইজন্য বলিয়াছিলেন—

‘It is a mistaken notion, that capital alone is necessary to succeed in business. If a man has head and hands suited to his business,

It will soon procure him capital’ অর্থাৎ কাজ করার পরে যে কেবল মূলধনেরই আবশ্যক, ইহা ভ্রান্ত ধারণা, যদি কারবারের উপযুক্ত মস্তিষ্ক এবং হস্তপদ থাকে, তাহা হইলে মূলধন আপনা হইতেই যোগাড় হইয়াই যার। তিনি বলেন যে, আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল “আত্ম নির্ভরতা” “self-reliance” আমার জীবনে আমি যতগুলি কৃতী পুরুষের জীবনী পয়্যালোচনা করিয়াছি, তাহাতে আমার ক্রম বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, ঐ সমস্ত বড় লোকের প্রায় দশ জনের মধ্যে নয় জন ব্যক্তি শুধু মস্তিষ্ক এবং হস্ত পদের সাহায্যেই বড় হইতে পারিয়াছিলেন—হির লক্ষ্য—শ্রমশীলতা, সময়ের সদ্ব্যবহার; এই সমস্ত সদগুণই তাহাদিগকে উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহিত করিয়াছিল। সকলেরই মূলধন থাকে না। পরিশ্রমের বিনিময়ে মূলধন আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। বিশ্রাম সময়ে আমরা অনেকবারই অনেক কর্মণীয় কার্য দেখাইয়াছি, কিন্তু হয় যে! এ যুগ আমাদের যে ভাবনার নয়! তথাপি আমরা দেখাইব; যদি কোন দিন কোন বাঙ্গালী সচেতন হইয়া দেখিয়া তাহার গন্তব্য পথ হির করিতে পারে। তুমি পড় বা না পড়, কম বা না কম, সে লক্ষ্য “কাজের লোক” আর রাখিবার আশা রাখে না—সে আশা যে ছরাশা, তাহা অনেক দিনই বুঝিয়াছি। কেবল রেকর্ড করিয়া যাওয়া মাত্র। ভাই! তুমি সমাজের সংস্কার করিতে যাইবে, গাল গল্প করিবে, বক্তৃতা দিবে, উপদেশ দিবে, কিন্তু নিজের সংস্কার করিতে পারিবে না; যে হেতুক সময়ের মূল্যবোধ ত তোমার নাই। তুমি ভুবিতেই ভালবাস, তোমাকে রাখে কে? তুমি আয়াস না হইলে বাঁচিতেই পার না, পেট ভরিলেই তোমার আনন্দ! তুমি ত দেশের বা দেশের কোন সংবাদই রাখিতে ভাল বাস না। এ রোগের ওষুধ নাই। তুমি বলিবে, এত পারি না, এত ভাল লাগে না; কিন্তু তুমিত

বুঝিতে চাহিবে না, যে তোমার উপর আমার আরও দশজন নির্ভর করি; তোমার অবজ্ঞাতার আরও দশজন অসজ্ঞ হই, সেজন্য আরও দশজন অধঃপাতে যার। যদি আমরা সকলেই এইরূপেই অধঃপাতে যাই; তাহা হইলে গোটা দেশটাকে দীনতারই ত গ্রাস করিবার কথা। কিন্তু সে কথা তুমি বুঝিলে ভাবনা কি? একবার চিন্তা করিয়া এইটুকু দেখিবে কি?

বিশ্রাম সময়ে।

১। বাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা পুস্তকের ক্রেতা সংগ্রহ করিতে পারেন, পুস্তকের কমিশন হইতেও যথেষ্ট অতিরিক্ত উপার্জন করা যায়, আমেরিকার অনেক নর নারী বিশ্রাম সময়ে এই কাজ করিয়া থাকেন।

২। কোন অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের অনুবাদ করিয়া সংবাদ পত্রের আফিসে দিলে অর্থ পাওয়া যায়।

৩। Short-hand শিখিয়া বিলক্ষণ উপার্জন করা যায়।

৪। হোমিওপ্যাথিক পড়িয়া পনের উপকার এবং উপার্জন করা যায়।

৫। ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট রূপে সকল দেশেই ভদ্র সম্মানগণ উপার্জন করিতেছেন। শিক্ষিত অথচ বেকার হইলে এই কার্য করিলে উপার্জন হইবে। ক্রমশঃ

পাটের কলে লাভ।—বরাহনগর পাটের কলে গত বৎসর শতকরা ১০ টাকা লাভ হইয়াছে। চট্টের কাটতি অসম্ভব বৃদ্ধি হওয়াতে পাটের কলের বেশী লাভ হইতেছে। দুঃখের বিষয়, কোন বাঙ্গালী পাটের কল স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন না।

হুগলি একজিবিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্ম ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন

সার সংগ্রহ।

—:—:—

বস্ত্র পক্ষী ও পশুরক্ষা বিধায়ক আইন

১৯১২ সালের ৮ আইন।

যেহেতু কোন কোন বস্ত্রপক্ষী ও পশুকে রক্ষা ও নিরাপদ করিবার উৎকৃষ্টতর বিধান করা বিহিত; অতএব এতদ্বারা নিম্নলিখিত-মত বিধান করা গেল:—

(১) এই আইন বস্ত্রপক্ষী ও পশুদিগের রক্ষাবিধায়ক ১৯১২ সালের আইন নামে অভিহিত হইতে পারিবে।

(২) ইহা ইংরাজাধিকৃত বেলুচিস্তান, সীওভাল পরগণা এবং স্পিটি পরগণা সমেত সমগ্র ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে প্রচলিত হইবে।

আইনের প্রয়োগ (১) তফসীলের নির্দিষ্ট পক্ষী ও পশুরা যখন তাহাদের বস্ত্র অবস্থার থাকে, তখন সেই সকল পক্ষী ও পশুদিগের প্রতি এই আইন প্রথমতঃ বর্তিবে।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বিবেচনায় তফসীলের নির্দিষ্ট ভিন্ন অপর যে কোন প্রকারের বস্ত্রপক্ষী বা পশুকে রক্ষা কিম্বা নিরাপদ করা বাঞ্ছনীয় হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া সেই প্রকারের বস্ত্রপক্ষী কিম্বা পশুর প্রতি এই আইনের বিধান প্রবর্তিত করিতে পারিবেন।

শিকার বন্ধ রাখিবার কাল:—এই আইন যে প্রকারের বস্ত্রপক্ষী কিম্বা পশুর প্রতি প্রযুক্ত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া, এমন কোন প্রকারের বস্ত্রপক্ষী বা পশুর নিমিত্ত বা সেই প্রকারের জী বা অপরিণত-বয়স্ক বস্ত্রপক্ষী বা পশুর নিমিত্ত, তদধীন সমস্ত প্রদেশের মধ্যে কিম্বা তাহার কোন অংশের মধ্যে, সমস্ত বৎসর বা তাহার কোন অংশ

শিকার বন্ধ রাখিবার কাল বলিয়া ব্যক্ত করিতে পারিবেন; এবং এই আইনের অঙ্গগত পরবর্তী বিধানসমূহের অধীনে, তজ্জন শিকার বন্ধ রাখিবার কালের মধ্যে, ও ঐ বিজ্ঞাপনের নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে—

তজ্জন কোন পক্ষী কিম্বা পশু ধৃত করা, অথবা ঐরূপ শিকার বন্ধ রাখিবার কাল আরম্ভ হইবার পূর্বে ধৃত করা হয় নাই, এমন তজ্জন কোন পক্ষী বা পশু বধ করা বাইতে পারিবে না।

ঐরূপ শিকার বন্ধ রাখিবার কাল আরম্ভ হইবার পূর্বে ধৃত কিম্বা নিহত হয় নাই, এমন তজ্জন কোন পক্ষী বা পশু কিম্বা তাহার মাংস বিক্রয় করা কিম্বা ক্রয় করা কিম্বা বিক্রয় ক্রয় করিবার জন্য প্রস্তাব করা কিম্বা অধিকারে রাখা চলিবে না।

ঐরূপ শিকার বন্ধ রাখিবার কালের মধ্যে ধৃত কিম্বা নিহত তজ্জন কোন পক্ষী হইতে পালক সমূহ সংগৃহীত হইয়া থাকিলে তজ্জন পালকসমূহ বিক্রয় করা কিম্বা ক্রয় করা কিম্বা বিক্রয় বা ক্রয় করিবার প্রস্তাব করা কিম্বা অধিকারে রাখা বাইতে পারিবে না।

দণ্ড:—যদি কোন ব্যক্তি বিধান লভ্যন করতঃ কোন কাণ্ড করেন, কিম্বা করিবার চেষ্টা করেন, তাহার পক্ষাণ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তি পূর্বে এই ধারামতে দোষী সাব্যস্ত থাকিলে, ঐ ধারামতে তাহার বিরুদ্ধে পুনরায় অপরাধ প্রমাণিত হইলে, প্রথমবারের পর প্রতিবার ঐ অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার জন্য তাহার এক মাস কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

বাজেয়াপ্ত করণ:—এই আইনমতে দণ্ড-নীয় কোন অপরাধ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইলে, যে ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন, তিনি, যে পক্ষী কিম্বা পশুসম্বন্ধে ঐ অপরাধ কৃত হইয়াছে, সেই

পক্ষী বা পশু কিম্বা সেই পক্ষী বা পশুর মাংস বা অন্ত অংশ, সরকারে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

তজ্জন অপরাধের নিমিত্ত অপর যে দণ্ডের বিধান আছে, ঐ বাজেয়াপ্ত করণ তদতিরিক্ত হইতে পারিবে।

অপরাধের বিচারাদিকার:—প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণে কোন আদালত এই আইনের বিরুদ্ধে কোন অপরাধের বিচার করিবেন না।

অব্যাহতি প্রদান করিবার ক্ষমতা:—যে স্থলে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের মতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উপকারার্থ এই পথ অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় হয়, সে স্থলে ঐ গবর্ণমেন্ট যে সকল সঙ্কেত ও সর্গু ধার্য্য করেন, তদধীনে, যে কাণ্ডা বিধি অনুসারে অবৈধ বলিয়া ব্যক্তি করা হইয়াছে, তাহা করিবার অধিকারদায়ক লাইসেন্স কোন ব্যক্তিকে প্রদান করিতে পারিবেন।

রক্ষণ:—আত্মরক্ষার্থে কিম্বা অপর কোন ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য কোন ব্যক্তি কোন বস্ত্রপশু ধৃত বা বধ করিলে, কিম্বা সরল বিশ্বাসে সম্পত্তিরক্ষার্থে কোন বস্ত্রপক্ষী কিম্বা পশু ধৃত কিম্বা নিহত হইলে, এই আইনের কোন কণা তৎপ্রতি প্রয়োজ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

রহিতকরণ:—বস্ত্রপক্ষী রক্ষাকরণবিষয়ক ১৮৮৭ সালের আইন এতদ্বারা রহিত করা হইল।

বস্ত্র পক্ষী যথা:—বস্ত্র পেক, বাটার্ড, পাতিহাঁস, চরগ (হিন্দী), বস্ত্রকুকুট, তিত্তির-পক্ষী, সাও গ্রাউজ (বস্ত্র তিত্তির), চিত্রিত কাপা-খোঁচা, স্পারফাউল, বস্ত্র মোরগ, বক, ক্রোঞ্চ (egrets), রোলার এবং মাছরাঙা।

বস্ত্র পশু যথা:—কুম্ভসার, গর্দভ, বাইসন, মহিষ, হরিণ, গ্যাজেল, নামজ হরিণ, ছাগল, খরগোষ, বৃষ, গণ্ডার ও মেঘ।

অপূর্ব মিলন।

কি সে মধুময় স্মৃতি! স্মৃতির সে মধুময় আগরণ প্রাণে একটা অবসাদ ডেকে আনে। একটা অব্যক্ত অমৃতত বেদনার প্রাণটা আকুল আবেগে কেঁদে উঠে। সে স্মৃতির লক্ষ্যে মন একবার আকৃষ্ট হ'লে আপনা ভুলে সেই ভয় স্মৃতিকে বুকে নিয়ে সেই পথে মন উধাও হয়।

কৈশোর জীবনের এক মধুময় প্রভাতে একদিন আজিমগঞ্জের প্রশান্ত জনপথের উপর দিয়া আমরা হইটী বন্ধু সেই জনবহুল পথ অতিক্রম করিয়া গ্রামের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চলিতেছিলাম। আমাদের গন্তব্যের কোনও নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। বেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া সরাসর কত জনপথ অতিবাহিত করিয়া দেশের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলাম। বিগত কয়দিনের পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়ায় একটু বিশ্রাম লইবার বাসনা হইল। কিন্তু বাটী হইতে গোপনে পলাইয়া আসিয়া চোরের মত মন হইয়াছিল। সেই কারণে কোলাহল মুগ্ধিত নগরের মধ্যে বিশ্রাম করিবার জন্য আশ্রয়স্থলের বাসনা ত্যাগ করিলাম। পরে দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল; পরপারে বালুচড় গ্রাম, ঐ স্থানে আসিয়া আশ্রয় অবস্থান করিব। এখন আমাদের এ বিষয়ের কথাবার্তী চলিতেছিল, তখন উভয়েই অত্যধিক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু উপায় নাই, পলায়িত ফেলার মত মন কিছুতেই দৃঢ়তা আনিতে পারিতেছিলাম না। কাজেই আর সে নগরে থাকা হইল না।

সাত পাঁচ ভাবিয়া উভয়ে সেই নদী তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এক্ষণে পার হইবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছি। এই সময় আমার বন্ধু পরেশ বলিল, “এস হে একটা

নৌকা ভাড়া করা যাক নতুবা আর ভিন্ন উপায় নাই।” আমার কিন্তু মন তাহাতে নানিতে ছিল না। বিদেশে আসিয়াছি, হ' পরমা বাহাতে সশ্রম করিতে পারি, আমার সেই চিন্তা। সে কারণ আমি বলিলাম, “না হে পরেশ। এসো! শেরারের নৌকা দেখা যাক, পেরো নৌকায় পার হইলে সস্তা হইবে।” পরেশ আমার কথায় সম্মতি না দিয়া সে চুপি চুপি আমাকে যাহা বলিল, সে কথা ভাবিতে এখনও দেহে রোমাঞ্চ আসে, বুক ছক ছক কাঁপিয়া উঠে। সে বলিল, “ওহে না, তুমি জান না। এখানে ভয়ানক ঠেলাফের উপদ্রব! বিদেশী লোক পাইলেই মারিয়া ধরিয়া তাহাদের নিকট যত কিছু থাকে কাড়িয়া লয়। ঐ সম্ভাবনাতে দেশে বৈশ্য ভাগ পেরো নৌকাতেই যাবে। বিদেশী লোকের অত্যাচারে ঘোরে।” কাজেই আমি আমার সশ্রম করিবার সে বাসনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু আজিমগঞ্জ হইতে বালুচড়ের পরপারের ব্যবধানের এত সঙ্কীর্ণতা দেখিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না যে, এইটুকু পথের মধ্যে কেমন করিয়া লোকের জন্মাদি কাড়িয়া লইতে যোক সামর্থ্য হয়। তথাপি আমার একান্ত আনন্ডাসহেব আমি শেরারের নৌকায় পার হইবার বাসনা একেবারে ত্যাগ করিলাম। পরে, একপাশে নৌকা ডাকিয়া মালীকে পার কাঁচা দিতে বলিলাম। একপাশে নৌকা আনন্দা ভাড়া করায় এবং আমাদের বিদেশী গোপনা মালী তাহার রোজগারের শুভ স্বপ্নে গটুকুর সদ্যবহার করিতে তুলিল না। তৎক্ষণাৎ ডবল চাক্ষু করিয়া বসিল। একবারে বলিল: বসিল “সকলের অপেক্ষা কম দাম চাহিতেছি।” আমাদের বুঝিতে আর কিছু থাকী রহিল না। অধিকন্তু মালীর সরল চাহনীর সে হাবতাবটুকু তাহার গোপন ছুরির

মত বেশী চাক্ষুর কথা প্রকাশ করিয়া দিতেছিল। আমরা বুঝিয়াও তাকা সাজিলাম। কারণ প্রাণে ভয়, পাছে পথিমধ্যে কোনও গোলযোগ বাধায়। সেট সময় আমাদের বিশেষ ভ্রমণেছু ভরসা বর্জিত ক্ষুদ্র চরুকল বাঙ্গালী প্রাণটুকুর কথা মনে আগিতেছিল। ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কায় হৃদয়ের স্পন্দনটুকু যদি গৃহ বহিষ্কৃত হইবার পূর্বে অমৃতত করিতাম, তাহা হইলে কোন আত্মশুক গৃহের বাহির হইত? এই সব কত কি মনে আগিতেছিল। কিন্তু এই এত চিন্তার প্রবল স্রোতের মধ্যে জনবৃন্দদের মত আর একটা ছোট রকমের স্মৃতি আগিতেছিল। সেটা adventureless বাঙ্গালী জীবনে ব্যতিক্রম ঘটনা সন্ধ্যা করা। মনে হইতেছিল, তাহা হইলেই বাটী বাইরা জলধর সেনের মত ভ্রমণ কাহিনী লিখিয়া ফেলিব হ'লই বা সে আজিমগঞ্জ আর বালুচড় ভ্রমণ। মনে করিতে লাগিলাম, বাইরা লিখিব, কল্যাণমির নিকট হইতে কিছু দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করতঃ প্রবাসের উপযুক্ত প্রান্তরে প্রান্তরে কত পর্বত, নদী, বন, উপত্যকার উপর দিয়া, কখনও বা বালারুণ কিরোগোস্তাসিং মধুময় সূর্যালোকে কত দুর্ভেদ্য পর্বত পিণ্ডিগ পু পু প্রাহুর অতিক্রম করিলাম। কখনও বা অন্তঃসমনো-মুখী দিনমনির পর্বতান্তরালে গাত্র ঢাকা দেওয়া সন্ধ্যার মঙ্গীর্ণ রক্ত যবনিকাশাশী দীরে দীরে পৃথিবী বক্ষে ছড়াইয়া পড়া— চাঁদের আলো, সূর্যের কিরণ পাখীর কাকলী, পর্বতের বনসমিষ্ট মনোহর দৃশ্যবলির কথা কত কি লিখিব। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, এমন করিয়া প্রাণে দাগা দিয়াছে, ক্ষুদ্র বাঙ্গালী জীবনে বালুচড় ভ্রমণে একটা মালীর দ্বারা কোন কিছু ঘটবার ভবিষ্যদাশঙ্কায় হৃদয় চরুকলতা, মুহু মুহু বন্ধের সবেগ স্পন্দনটুকুর কথা কিছুই লিখিব না। লোক জানিবে,

আমি একটা উদ্যানক রকমের ব্যক্তি। জীবনে কত ভ্রমণ করিয়াছি। কি সুন্দর আমার adventureময় জীবন! হায়, এরূপ চিত্তপ্রসাহ বাঙ্গালী জীবনে না থাকিলে যে কষ্ট হইত, তাহা সেই সৃজনকর্তা শ্রীভগবানই জানেন, আর বিশেষ ভ্রমণে ফেরৎ মঠোন্নয়েরাই বলিতে পারেন। যাক্ কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিলাম।

আমরা ত সেই ডবল ভাড়া দিয়া কোন ক্রমে প্রাণটুকুকে হাতে করিয়া সজোরে চাপিয়া ধরিয়া নদীপাশ হইলাম। এপারে পৌছিয়া মাঝীর দাম চুকাইয়া দিলাম। অবশ্য এইখানকার আর একটু বিশেষ ঘটনা বলা উচিত। তীরে দাঁড়াইয়া যখন দেখিলাম, বেশ লোকজন চলা ফেরা করিতেছে, তখন প্রাণে বেশ একটু ভরসা হইল। কাজেই বাঙ্গালীর প্রাণে ভরসার উত্তেজনার বস্তুটাও সংগে ক্ষীণ হইয়া উঠিল। তখন আমাদের মজাগত রীতি ত্যাগ করিব কেন? কাজেই গম্ভীরভাবে মাঝীকে বলিলাম,—“দেখ বাবু মাঝী! তুমি ভাড়াটা বড় বেশী লইতেছ। আমার তো এদিকে প্রায়ই যাওয়া আসা আছে, আমি দর বেশ জানি। তোমার ১ আনা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।” মাঝী আমার কম্পিত কণ্ঠের সে ছোট ছোট কথা বেশ বুঝিয়া লইল যে, বাবুর এ ধাপ্পা, আর গরু চতুর বাঙ্গালীর চাতুরী—তায় মাঝী ১ আনা ছাড়িতে বলিয়াছি। সে আমার কদয়ের বলটুকু সহজেই অনুমানে করিয়া লইল। কাজেই বলিল “দেখুন, আপনাদের বলে তাই এত সস্তায় দিয়াছি। নতুবা আরও চারি আনা বেশী লইতাম। আমি দর করিতে আসি নাই। ভাল চাহেন তো দাম চুকাইয়া দিউন, নতুবা আমি লোক ডাকিব। সকলে শুনিবে, ভদ্রলোক হইয়া আপনাদের বিরূপ ব্যবহার।” মাঝীর

কথার আমার চমক ভাঙ্গিল। সত্যই যে, আমি ভদ্রলোক তাহা এতক্ষণে মনে পড়িল। কাজেই ভদ্রলোকের মত আর বিরক্তি না করিয়া হুড়হুড় করিয়া তাহার দাম চুকাইয়া দিলাম। আমার সমতিব্যাহারী বন্ধুটায়ও যে, ইহাতে সম্মতি আছে, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কারণ মাঝীর সেই তেজগর্ক কথার অনুরোধে তিনি আমার গা টিপিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ দাওনা হে, হাঙ্গামে দরকার কি, চুকাইয়া দাও। মোট কথা আমরা যে, হাঙ্গামাপূত্র সরল সত্য বাঙ্গালী, এইটুকুই আমরা যেন অসভ্য অর্থগণু সেই হিন্দুস্থানী মাঝীকে শেষ বুঝাইয়া দিলাম।

আমরা যখন বালুচড়ে আসিয়া পৌছিলাম, তখন প্রায় এগারটা বাজে। গ্রামখানি গওগ্রাম বটে! কিন্তু আজকালের পল্লী-গ্রামের মত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্জিত নহে। আমরা পারে নামিয়া জনশূন্য নির্জন বিশ্রামোপযোগী কোনও বৃক্ষতল খুঁজিতে ছিলাম, ইচ্ছা ছিল, সেইখানেই যা হয় কিছু পাক করিয়া হুঁমুঠা আহার করিব। পূর্বদিন হইতে অনাহার বশতঃ ক্ষুধারও বেশ উদ্বেক হইয়াছিল, সহজ কথায় বলিতে গেলে পেট বাপাত্ত করিতেছিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল সেই গ্রামের মধ্য দিয়া যাইয়া অবশেষে একটা পুষ্করিণী তীরে আসিয়া পৌছিলাম। পুষ্করিণীটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পাড়ের তিন পাশে কদলীবৃক্ষ-রাজি মাতার মত ডেউড় পুত্রসহ দোলায়মান পত্র বিস্তার করিয়া অবগুষ্ঠনবতী রমণীসদৃশ সলজ্জ দাঁড়াইয়া আছে। পুষ্করিণীটাতে নামিবার বেশ সুবিধা। সান বাধান ঘাট। ঘাটের সম্মুখে প্রকাণ্ড চুইট বৃক্ষ। একটা বট ও একটা বকুল। প্রকাণ্ড বহল শাখা বিস্তৃত বট ও বকুলের ঘনচ্ছায়া তলদেশে

ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়াই আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া লইলাম যে, নিশ্চয় কোনও ধনী বাগান ও ঘাট নিজের বেড়াইবার উদ্দেশ্যে এরূপ মনোরমরূপে সৃজন করিয়াছেন। কাছাকাছির মধ্যে একখানিও লোকালয় দৃষ্ট হইল না। আমরা এই স্থানটিকেই নির্জন বুঝিয়া সেই বৃক্ষচ্ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পরে উভয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া উপবেশনপূর্বক পথশ্রম ক্লান্তি অপনোদনার্থে সেইখানে একখানি ময়লা কাপড় বিছাইয়া শয়ন করিলাম। বহুদিনের পথ-শ্রমক্লান্তি, তায় অনশন পীড়িত। এমন শ্রিত ছায়াতলে শয়ন করিয়া অল্পক্ষণ মধ্যে উভয়েই ঘুমাইয়া পড়িলাম। সেই শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থার বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর কুজিত সুন্দর সে মলয় স্পর্শনসুখ এখনও বিন্দু বিন্দু অল্পভূত হইলে প্রাণ পূর্ণ সুখে পুলকিত হয়। শ্রম-জনিত ক্লান্তির কারণে আবেশাবসাদে অঙ্গ চলিয়া পড়িয়া মৃত্তিকাশয্যার অপাক চালিয়া দিয়া নিস্তার অলস ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করার সন্নিমল সে সুখ বুঝি জীবনে আর ঘটিবে না। কতক্ষণ এমনভাবে ঘুমাইয়া ছিলাম জানি না। যখন উঠিলাম, দেখি সূর্য্যের সে প্রথর কিরণ আর নাই। দিনের উত্তাপ একেবারে অপসারিত। তখন অতিরিক্ত ক্ষুধার উদ্বেক হইয়াছে। কাজেই বন্ধুকে বলিলাম, “তাই! পরশ কিছু খাবার দে?” সে বলিল, এখন আর খাবার কি আছে, তবে তাহার নিকট কাগজে মোড়া খানিকটা গুড় ছিল। সে তাহাই একটু আমাকে দিয়া বলিল “এই লও, একটু খাও। থেয়ে এক অল্পলি জলপান করে কতকটা ক্ষুধার উপশম করা।” আমি ত স্বর্ণ হাত বাড়াইয়া পাইলাম। মিতেকে Thanks (ধন্যবাদ) দিয়া তাহার সেই বন্ধু প্রদত্ত গুড়খণ্টকু সাগ্রহে হাতে লইয়া

একেবারে উদরসাৎ করিলাম। পরে পুকুরে নামিয়া খুব খানিকটা জল অঞ্জলি করিয়া তুলিয়া পান করিলাম। তখন এত তৃষ্ণা যে, মনে হইতেছিল, পো মহিমের মত মুখ ডুনাইয়া পান করিলে বৃষ্টি আরও পেট ভরিবে, বেশী তৃষ্ণা হইত। কিন্তু তাহা পারিলাম না। কারণ সভ্য বাঙ্গালী, তার সহরে বসিত স্বপ্নময় বাবু জীবন।

কিরৎকণ পরে ছই বন্ধুতে কিছু শুক কাষ্ট সংগ্রহ করিলাম। পুকুর পাড় হইতে কতকটা মৃত্তিকা তুলিয়া আনিয়া তথায় শুকাইয়া একটা উনান প্রস্তুত করিলাম। পরে উনান ধরিলে কাপড়ের খুঁটে বাধা করিয়া মুষ্টি চাউল ছিল, ঐগুলি ফুটাইয়া লইলাম। অদূরে পরিদৃষ্টমান সেই কলা গাছগুলি হইতে একছড়া কাঁচকলা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া একত্রে কোনক্রমে সেই চাউল ও কলা মিক করিয়া ছই বন্ধুতে আত্মারে বসিলাম। বলিতে তুলিয়া গিয়া-ছিলাম যে, এ সময় দ্বিতীয় ভাগের উপদেশ-পূর্ণ ছড়াটা না বলিয়া পরের দেব্য গ্রহণ করিলে চুরি করা হয়, একথা যেচ্ছায় বিশ্বস্ত হইয়াছিলাম। কারণ তখন ক্ষুধার বশতগায় এমনই কাতর যে, শিকাজীবনের মার্জিত Moral Courageটুকু একেবারেই ছিল না। থাক্ ছই বন্ধুতে আলুনি সেই কাঁচকলা ভাতে আর মিক চাউল (ভাত) জ্বলা তো কোনক্রমে উদরসাৎ করিলাম। হায় অদৃষ্ট! মুখে কি আর সে রোচে! কিন্তু উপায় নাই, কি করিব। নিকটে কোনও দোকান পশারি নাই যে, একটু সবণ বা আর কোন কিছু আহারীয় সামগ্রী ক্রয় করিব। কাজেই মধু অভাবে গুড়ংদণ্ডাৎ এই ধারণাটুকু পোষণ করিয়া কোন প্রকারে পেট ভরাইয়া লইলাম। আমার সেই গুড় ও জ্বলেই পেট একরকম ভরিয়া গিয়াছিল।

তবে সারাদিনের মত না খাইলে নয়, কাজেই কিছু আহার করিলাম।

এমনই ভাবে তারগত জীবন লইয়া দিনের পর দিন-ভো কাটিতে লাগিল! সমস্ত দিন আমরা প্রায় বাহিরে বাহিরে থাকি—সন্ধ্যার প্রাকালে প্রত্যহ সেই নির্জন স্থানে বাজার হইতে তৈজসাদি আহারাди সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রন্ধনাদি করি ও আহার করি। পরে রাতে সেই বৃক্ষতলে সানের উপর নিদ্রা যাই। সান বাধান ষাট অত্যাচ্ছ পাঁচল দেওয়া, তার ঠেসান দিবার মত হেলান একটু দেওয়া দেওয়া। এমনি ভাবে তো দিনের পর দিন করিয়া তিন দিন কাটিয়া গেল। আমাদের সঙ্গে বেশী কাপড় ছিল না। মাত্র একখানি গামছা ও একখানি ব্যড়তি কাপড় স্নানাদি করিবারার্থে লইয়াই বাহির হইয়াছিলাম। কাজেই এক কাপড়, বড় ময়লা হইয়া যায়। সে কারণ আমরা রাতে প্রত্যহই কাপড়ে সাবান দিয়া থাকিতাম। কোন কোন দিন পরিধিত পিরাণীও কাচিতাম।

আমরা এই বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছি, সে আজ চতুর্থ দিবস। বসন্তকাল রাত্রি আন্দাজ দশটা বাজে। অবশ্য সঠিক সময় বলিবার উপায় নাই। কারণ আমাদের নিকট ঘড়ি ছিল না। আজ পূর্ণিমা নিশি, চন্দ্রমা বোলকলায় পূর্ণ হইয়া সুবিমল সিন্ধু জ্যোৎস্না কিরণ পৃথিবীকে ছড়াইতে অদূরে ষ্ঠেবর্ণ আকাশে উদ্ভিত হইয়াছে। পৃথিবী আজ জ্যোৎস্না কিরণে উদ্ভাসিত। অদূরে সরোবরটিকে বেশ স্বচ্ছ দেখাইতেছে, তার মলয় সমীরণ বহিয়া পুষ্করিণীর বারিরাশিতে হিলোল আনিয়াছে। আমার বন্ধু পরেশ বাটের সিঁড়িতে বসিয়া কাপড়ে সাবান দিতেছে, আর শুন শুন করিয়া গান গাহিতেছে। পরেশের পলাটা অতি সুমিষ্ট ছিল।

তাহার সেই দুরাগত শুন শুন স্বরলহরী, আমার কর্ণে মধুর লাগিতেছিল। তাই আমি নিষিষ্টমনে বসিয়া তাহার গীত শুনিতে ছিলাম। আর বসিয়া বসিয়া দৈনন্দিন ঘটনা 'ডায়েরী' লিপিবদ্ধ করিতেছিলাম। এমনি ভায়ে বেশ খানিকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে।

কতকক্ষণ তা বলিতে পারি না। ইষ্ঠাৎ কর্ণে শুক পত্রের মধুর শব্দ প্রবেশ করিল। চকিতে একবার চারিদিকে লক্ষ্য করিলাম। কিছুই দৃষ্ট হইল না। তখন একবার পরেশের দিকে চকিত নয়নে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম পরেশ পূর্ণের মত তেমনি নিষিষ্ট ভাবে বসিয়া বসিয়া কাপড় কাচিতেছে, আর শুন শুন গান গাহিতেছে। তখন আমি ভরসায় বুক বাধিয়া ও কিছু নয় তাবিয়া আবার লেখার মনোনিবেশ করিলাম। পুনরায় নিষিষ্টে অংগত করিয়াছি, সে বোধ হয় ছই মিনিটও অভিবাহিত হয় নাই, আবার সেই মধুর ধ্বনি। ক্রমেই যেন সে শব্দ নিকটবর্তী হইতেছিল। তখন আমার বন্ধুটা বারেক সবেগে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। প্রাণে ব্যাকুলতা বেশ একটু সাদা দিতেছে অমৃতব করিলাম। মূহুর্তে সে ব্যাকুলতাটুকু ভয়ে পরিণত হইল। তখন কি এক অজানা ভয়ে যেন বন্ধুটা কাঁপিয়া উঠিল। আরার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। স্পন্দিত অমৃতসিক্ত ব্যাকুল চাহনীতে নিম্নে একবার চতুর্দিকে লক্ষ্য করিলাম। কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কাজেই অনিচ্ছা-সবে ভ্রমমনে 'ডায়েরিতে কি লিখিয়াছি, সে লেখাটুকুর দিকে দেখিতে লাগিলাম। আমার সামনে একটা ছোট লঠনের ভিতরে মোমবাতি জলিতেছিল। ঠগনের সে অল্প পরিমিত অস্পষ্টালোক আমার নিকট হইতে পাঁচ হাত দূর ব্যাপিয়া পড়িয়াছিল কি না সন্দেহ আমি সেই অস্পষ্টালোকে জ্যোৎস্না

সাপায়ে যতদূর লক্ষ্য হয়, বেশ করিয়া লক্ষ্য করিয়া একবার দেখিয়া লইলাম। একবার লেখার দিকে, আর একবার সেই সতৃষ্ণ চাতালী দৃষ্টিত প্রান্তরদিকে পড়িতেছিল। মন কিছুতেই স্থির হইতেছিল না। কারণ তব পত্রের সেই মর্ম্মর ধ্বনি তখনও কণ কুণ্ডরে স্পষ্ট ধ্বনিত হইতেছিল। সহসা দেখি এক অবগুষ্ঠনবতী রমণী অদূরে দাঁড়াইয়া আমাকে হাত ছানি দিয়া আহ্বান করিতেছে। দেখিয়াই আমার বক্ষটা পূর্ণাবেগে স্পন্দিত হইয়া আমার চিত্তকে ভর বিহ্বল করিয়া তুলিল। আমি অমনি পরেশ, পরেশ! বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলাম, আমি প্রাণের আবেগে এত ক্ষোরে চিৎকার করিয়াছিলাম যে, অল্প সময় হইলে বোধ হয় সে ধ্বনি সুদূর প্রান্তরে গিয়া পৌঁছিতে পারিত। কিন্তু তখন আমার চিত্ত তরে এমনই বিহ্বল যে, আমার জননের দ্বার, কণ্ঠের আওরাজ কে যেন রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। আমার চিৎকার ধ্বনি পরেশ ভিন্ন বৃষ্টি আর কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তবে যে ধ্বনি কম্পিত রুদ্ধ ব্যাকুলতা জড়িত। পরেশ ছুটিয়া আসিল। আমি তখন ধর ধর করিয়া কানিতেছি। আমার চিৎকারে দূরস্থিত সেই অবগুষ্ঠনবতী রমণীটো ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। পরেশ ছুটিয়া আসিয়া আমার ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিল। আমি তখনও প্রকৃতিস্থ হইতে পারি নাই। কি খটিয়াছে, তাহা সনিশেষ স্বরণ করিতে পারিতেছিলাম না। কাজেই পরেশকে প্রত্যুত্তর প্রদানে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। এমন সময় চাহিয়া দেখি, সেই রমণী আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। তখন আমি অদৃশ্য সঙ্কেতে পরেশকে দেখা দিয়া দিলাম, এই সেই!

ক্রমঃ:

Cocoanut Sugar.

নারিকেলের চিনি।

তাল এবং খজুর গাছের ভায় নারিকেল গাছেও রস হয়। সেই রস কয়েক ঘণ্টা থাকিলেই গাঁজিয়া উঠিয়া যায়। ইহা ভয়ানক মাদক গুণবিশিষ্ট "Imperial Institute Bulletin" নামক পত্রে প্রকাশ এই তাল প্রকৃতির রস কয়েক সপ্তাহ পড়িয়া থাকিলে আসেটিক অ্যাসিড জনিত গাঁজলা উঠিতে থাকে, এইরূপ তাড়ি ভিনিগার-রূপে পরিণত হইয়া থাকে। অগ্নির উত্তাপে চড়াইয়া জলীয়ংশ উড়িয়া যাইলেই চিনি ভায় একটা তালানি পড়ে, ইহাকে "জাগারী" বা পাম-সুগার বলে। নারিকেল হইতেও এইরূপে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এইরূপ চিনি কাচ হইলে রস সংগ্রহ করিয়া তাল বা নারিকেলের রসকে বাগ্‌ডাঃ সঙ্গে এক প্রকার তালীর মত থাকে তাহা সকলেই দেখিয়াছেন, সেই কালীয়ারা ছাকিয়া ইহাতে কিঞ্চিৎ চূন এবং Vitreous Indica নামক এক প্রকার উদ্ভেদের ছাল দিয়া রান্না হয়। এইরূপ প্রক্রিয়ার পর নারিকেলের রস আর গাঁজিয়া উঠিতে পারে না। তাহার পর মুহু জালে চড়াইয়া খেজুরের গুড় করার মত জাল দিলেই গুড় হইয়া যায়। তাহাকে নারিকেলের মালাতেই ঢালিয়া ফেলিয়া গোলাকার জমাট যে এক প্রকার বস্তু হয় তাহাকে আমাদের দেশে নবাত বলে তাহাই হইয়া থাকে। ইহাকে নারিকেলের পাতা চড়াইয়া বিক্রয় করা হইয়া থাকে। যে দেশে নারিকেলের গাছ অধিক তাহারা এই উপায়ে গুড়কে তাল রিকাইন করিয়া চিনি প্রস্তুতের প্রণালীতে চিনি করে। আট গ্যালন রস হইতে ২ গ্যালন জাগারী উৎপন্ন হয়। জাতা প্রকৃতি দেশে ঐ জাগারীকে গাঁজাইয়া (By fermentation) তাহার পর চোলাই করিয়া হারসার প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। নারিকেল গাছ হইতে প্রায় একশত প্রকার কাজ হয়, তাহা আমরা সিংহলের ইতিহাস প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম,

তাহা বোধ হয় পাঠকগণের স্বরণ থাকিতে পারে। এখন নারিকেলের মাখন হইতে কোকোটাইন নামক এক প্রকার নিশ্চল উদ্ভিজ্জ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা সমস্ত ইংল্যান্ডেই ব্যবহৃত হইতেছে। কোন পাঠকের "কোকোটাইন" আবশ্যক হইলে আমাদিগকে লিখিতে পারেন। মূল্য ১ পাউণ্ড ৮/০ অর্থাৎ পণ্ডীচেরী হইতে কলে আবেদন হইয়া এই সকল চিনি আনীত হইয়াছে।

জোৎস্না।

কে তুমি গভীর রাতে ছিলে গো দাঁড়ারে, জানালাটা খুলে দিতে, ছুটে এলে এ গৃহেতে, "চখে" মুখে হাসিরাশি দিলে গো ছড়া'য়ে। তোমার পরশ পেয়ে, সকলে দেখিছে চেয়ে, মধুবতা গৃহখানি দিল যে ভরা'য়ে। ফুলদানে ফুল ঢুটী উঠিছে হাসিয়ে।

চিত্রিত ও পরীদল গলা ধরাধরি, পাখা ভল্লো যার চলে, কোণা কোন ভুমণ্ডলে, এলসিত তেলরাশি ফুলমালা পলি। হেনরা তুলসীর হাসি, বুঝিবা নামিয়া আসি, টাঙাইবে পুতুমাঝে, চিত্র পরিচয়। "মাগনে দারতে যাবে, করতল ভরা"।

এখানে ক্ষুণ্ণ তবু তোমার মাধুরী, কখন কল্লের মুখে, তেরিলে অনন্ত সুখে, পাপিয়া ঝকার দিত, সাধা গলা ধরি'। হাসিত তারকা ধলি, হাসিত স্নেহ কলি, হাসিত নলিনী কলে স্বরগেতে পরা। গাতিতেন কবি শত স্ততি বাদ করি'।

যমুনার কালো জল যাইতেছে বহি' তরঙ্গ ভঙ্গিম জলে, ঐ হাসি ঢেলে দিলে, তরাতে হেবিত মাঝি, সাগর গুমে চাহি'। অলস নয়ন তুলে, মল্ল পরাণ খুলে, কতই আদর দিত, কত গান গাহি'। আনন্দে নাচিয়া জল ধীরে যেত বহি'।

কোথা ত'তে এস তুমি সৌন্দর্যের কণা? কি এক স্বপন ঘোরে, প্রাণ মন নাও তরে, জাগাও হৃদয়ে ভাব কি এক অজানা। শোক স্মৃতি রেখে ফেলে, যাহারা গিয়াছে চলে, তাহাদের আঁধি হ'তে এস কি ভোচনা? তাই কি তোমার হাসি, লাগে চেনা চেনা?

সমাপ্ত।

ঐহেমলিনী মিত্র।



The Hon'ble Maharajah Manindra Chandra Nandi Bahadur of Cossimbazar,
Member of the Council of His Excellency the Right Hon'ble
the Viceroy and Governor General of India.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য্য মাসিক পত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

সপ্তম বর্ষ,
২য় সংখ্যা ।

New Series,
February 1913.

*

নূতন সংস্করণ ।
ফেব্রুয়ারী, ১৯১৩।

{ Vol. VII.
No. 2.

সং পথে থাকিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াও বরং
অসং পথে থাকিয়া লাভ অপেক্ষাও ভাল।
কেননা তাহাতে ক্ষয়টাই তবু শান্তিতে থাকে।

"Second thoughts are always
best" অকস্মাৎ বাহা মনে আসে, তাহাই
করা উচিত নয়, বিষয়টাকে দ্বিতীয়বার চিন্তা
করিলেই ভাল মন্দ বুঝিতে পারা যায়।
প্রত্যেক বিষয় করিয়া ফেলিয়া আহম্মক
হওয়া অপেক্ষা করিবার পূর্বে দ্বিতীয়বার চিন্তা
করিলে নিরাপদে থাকা যায়।

মনের অন্ধকার অপেক্ষা গাঢ় অন্ধকার
আর কোথাও নাই। পার যদি, জ্ঞানালোকে
সেই অন্ধকার দূর করিবার জন্য প্রয়াসী
হইও।

জীবনের দৈনিক ঘটনাবলী লিখিয়া তাহার
বিচার করিতে হয়—ইহা দ্বারা গণন থাকিলে
সংশোধিত হইতে পারে।

কাল্পনিক আশার বশবর্তী হইয়া কখন
নিশ্চিত বিষয় পরিত্যাগ করিতে নাই।
করিলে প্রায় ঠিকিতে হয়।

মিতব্যয়িতা নিজস্ব টাকশাল—হিসাব
করিয়া চলিতে জানিলে, টাকার ভাবনা কি,
অভাব হইতেই পারে না।

যে লোকের শত্রু বেশী, তাহার সং এবং
ভয় হওয়ারই দরকার। কেননা মহত্ব এবং
সত্যতার নিকট শত্রুগণ কতক্ষণ দাঁড়াইতে
পারে? শত্রুগণ হিতসাধনের চেষ্টায় থাকিলে,
একদিন এমন একটা ঘটনা আসিতে পারে,
বাহাদুরী সমস্ত শত্রু তোমার চরণে গুলিইবার
অন্ত লালায়িত হইয়া পড়িবে।

যে ধার্মিক, তাহারই নিজস্ব সুখ হয়।
কেননা এমন কোন অসৎ কাজই সে করে
নাই, বাহার জন্য তাহাকে শয্যা গুইয়া
ভাবিতে হইবে।

সুপ্রভাত কাহার? যে ব্যক্তি শ্রমশীল।
"Morning is welcome to industri-
ous" যে ব্যক্তি অলস, বিলাসী—সে প্রভা-
তের শুভাগমনে আনন্দ অনুভব করে না।

"Gold is the dust that blinds
all eyes" সুবর্ণ অর্থাৎ অর্থ ধূলিকণার তায়
প্রায় সকলেরই চক্ষুকেই অন্ধ করিয়া দেয়।
কথাটা ঠিক।

মিথ্যাবাদীর অসম্ভব স্মরণ শক্তির আবশ্রুক,
নচেৎ সে কথার মিল রাখিতে না পারিয়া
ধরা পড়ে।

পৃথিবীতে বস্তু প্রকার মানক দ্রব্য আছে,
তাহার মধ্যে আফিংএর নেশাই গুরুতর,
কত গুলিখোর প্রতিনিয়তই মৃত্যুর দিকে
অগ্রসর হইতেছে—বুঝিয়াও অভয়া ছাড়িতে
পারে না। ঠিক যেন যমের টান—তী পুত্র মাতা
পিতা সে কিছু চায় না—গুলিই তাহার ধর্ম

মোক কাম—কি ভীষণ আশ্চর্য্য!—ইহাদের
পরের কথা সহ্য হয় না, কিন্তু নিজেদের নিজেদের
সর্বনাশে কুস্তিভ নয় বরং যত্নবান—কি মোহ
যোর—পাশের ভীষণ পরিণাম!

এক কোয়ার ফুট মাত্র মোচাকে ৯০০০
গর্ত থাকে, খণ্ড ভগবানের কারুকার্য।

গড়ে সমস্ত মানুষের মস্তিষ্কের ওজন $৩\frac{১}{২}$
পাউণ্ড, জীলোকের ২ পাউণ্ড ১১ আউন্স
সুতরাং মেয়ে মানুষের মাথা হালকা হইবারই
কথা।

Special for "Businessman."

HOME INDUSTRIES.

গাইন্ড্র সহজ-শিল্প।

Smelling Salt.

স্মেলিং সল্ট।

—১৫:—

মাথা ধরিলে, অধিকক্ষণ মানসিক পরি-
শ্রমের পর শিরঃপীড়া হইলে, মুর্ছা ভাঙাইবার
জন্ত প্রত্যেক সংসারে স্মেলিং সল্ট একটা
থাক। মন্দ নয়, তাহা ছাড়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিবিশার
বাজার পড়িয়াছে, তাহাতে স্মেলিং সল্টের যেন
প্রত্যেক ঘরেই আবশ্যক হইতেছে। বিক্রয়
করিবারও ইহা একটা ভাল ভিনিস।

প্রস্তুত প্রণালী—

কার্বনেট অফ্ আমোনিয়া—১ পাউণ্ড
লাইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছোট ছোট মালটপার্ড
শিশিতে পুরিতে হইবে, সেই জন্ত শিশির
মুখের আয়তন বৃদ্ধিরা খণ্ড খণ্ড করিতে
হইবে।

এই খণ্ডগুলিকে একটি কাচ পাত্রে রাখিয়া
অয়েল লাভেগার ২ আউন্স, এসেন্স অফ্
বারগামট্ ১ আউন্স, লবঙ্গের তৈল ২ ড্রাম,

এই সকল দ্রব্য দিয়া খণ্ড খণ্ড আমোনিয়া-
গুলিকে শোষণ করাইয়া শিশিতে পুরিয়া কর্ক
বদ্ধ করিতে হইবে। তাহার পর লেবেল
দিয়া বিক্রয় করিতে হইবে। মূল্য ৮ আনা
করিলেই যথেষ্ট লাভ হইবে। ষ্টেশনারি
দোকানে বিক্রয় হইয়া থাকে। মাল মসলা-
গুলি কলিকাতার ভাল ঔষধ বিক্রেতাগণের
নিকট পাওয়া যায়।

SEALING WAXES.

বাতিগালা প্রস্তুত প্রণালী।

একটি ডামার পাত্রে বাতিগালা ৪ আউন্স
দিয়া গলাইয়া ভিনিস টার্পেন্টাইন ১০ আউন্স
দিয়া মিশ্রিত করিবে, একটু পরে ইহাতে
১ আউন্স চিনের সিন্দুর দিয়া নাড়িয়া যখন
একটু শীতল হইতে থাকিবে, তখন একটা প্লেট
তক্তার উপর কেলিয়া ডলিয়া গোলাকার বাতির
মতলগা করিয়া ইহার উপর নিজের নামের লীল
করিয়া ৬ ইঞ্চি পরিমিত লম্বা রাখিয়া কাটিবে।
১২টা করিয়া এক একটা কাগজের বাস্কে
রাখিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করিতে পারিবে।
এইটা হইল, লাল বাতি গালা। বাতি গালা
নানা রঙ্গের হয়, যথা—সবুজ, নীল, কাল
ইত্যাদি। এই প্রকার বাতি গালাই উৎকৃষ্ট
কিন্তু সুলভ করিবার জন্ত নানাপ্রকার উপায়ে
রজনাদি মিশাইয়া সুলভ করা হইয়া থাকে।
সে সকল প্রক্রিয়াও পরে পরে দেখান
বাইতেছে।

২য় প্রকার।

ধুনা ৪ পাউণ্ড,

পাতগালা ২ পাউণ্ড,

প্রথমে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ভিনিস
ট্যাপিন ১১০ পাউণ্ড ও মেটে সিন্দুর ১১০
পাউণ্ড দিয়া পুরোক্ত প্রক্রিয়ার বাতি প্রস্তুত
করিতে হইবে।

৩য় প্রকার।

উৎকৃষ্ট চাঁচ গালা ৪ আঃ

ভিনিস টার্পেন্টাইন ২ আঃ

মাগনেসিয়া ১১০ ড্রাম

দিয়া গলাইয়া ইহাতে কলোফোনি ১১০
আউন্স ও সিন্দুর ১১০ আঃ দিয়া পুরোক্ত
প্রকারে প্রস্তুত করিতে হইবে।

ইহাতে সিন্দুর দিলে যেমন লাল হইবে,
কাল করিতে হইলে ভূষা দিলে কাল হইবে।
কিন্তু সবুজ ও নীল করিবার প্রক্রিয়ার
প্রার্থক্য আছে।

নীল।

পাত গালা ৪ আঃ

ডামার ধুনা ৪ আঃ

বর্গাজী পীচ ২ আঃ

ভিনিস টার্পিন ২ আঃ

আলট্রামেরিন ৬ আঃ

অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া পুরোক্ত প্রক্রি-
য়ার প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

ভিনিস টার্পিন প্রস্তুত প্রণালী।

কুঠির্বর্ণ ধুনা ৪৮ পাউণ্ড, অগ্নির উত্তাপে
গলাইয়া ইহাতে ২ গ্যালন টার্পিন তৈল
মিশ্রিত করিলে, ভিনিস টার্পিন প্রস্তুত হয়।
ইহা বাজারেও ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

HOUSE-HOLD INFORMATION.

পশমী কাপড় কীট দ্বারা দষ্ট না

হইবার সহজ উপায়।

১। সিন্দুক বা কাপড়ের পাটের মধ্যে
স্পিরিট টার্পেন্টাইন কাগজে মাখাইয়া
খণ্ড খণ্ড করিয়া কাপড়ের পাটের মধ্যে মধ্যে
দিয়া রাখিলে, কীটদষ্ট হইবে না। কিটিংস
পাউডার ছড়াইয়া কাপড় রাখিলেও পোকা
লাগিবে না। ১ কোটা কিটিংস পাউডারের
(Keating's Insect Powder) দাম ১০।৮০
আমাদিগকে লিখিলেও পাঠাইয়া দিতে পারি,
ইহা দ্বারা ছারপোকা মরিয়া যায়।

২। বস্তাদিতে তৈল বা আলকাতরা
লাগিলে উঠাইবার উপায়।

এক সের আন্দাজ জলে আধ ছোটাক
আন্দাজ পটাস্ এবং লেবুকে ছোট
ছোট ফালি করিয়া কাটিয়া নিংড়াইয়া

সেই রস উত্তমরূপে মিশাইয়া ছাঁকিয়া বোতলে পুষ্টি রাখিতে হইবে, তাহার পর সূতা বা রেশমী কাপড়ের বে বে স্থানে দাগ লাগিয়াছে, সেই সেই স্থানে উক্ত আরক লাগাইয়া রগড়াইয়া ধোত করিলে দাগ উঠিয়া যাইবে।

রেশমী কাপড়ের দাগ তুলিতে হইলে তত সেই অংশে স্পিরিট তারপিন তৈল লাগাইয়া রগড়াইলেই দাগ উঠিয়া যায়।

HOME INDUSTRY—2.

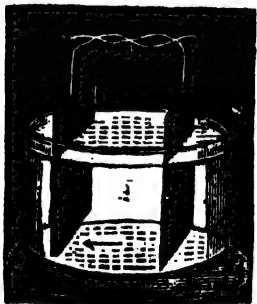
ELECTRO-PLATING.

গিলটি করার কাজ।

(২)

আমরা জাহাজারীর সংখ্যার ব্যাটারীর কিয়দংশ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আজ আরও কিছু বিবরণে বিষয়টি বুঝাইবার চেষ্টা করিব। পাঠকগণের প্রতি অনুরোধ, যেন একটু খৈখ্যাবলম্বনপূর্বক বিষয়টি বুঝিবার জন্য কষ্ট স্বীকার করেন, তাহা হইলেই শ্রম সকল হইবে।

গতবারে আমরা বুনসেন এবং ডানিয়েল ব্যাটারীর বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কেহ কেহ তাহা বুঝিতে পারেন নাই লিখিতেছেন, সেইজন্য চিত্রদ্বারা বুঝাইব—এখন বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না।



ডলটা কোষ।

দশ ভাগ দিয়া তাহাতে একখানি তামার পাত এবং একখানি দস্তার পাত ডুবাইয়া দিয়া হইবার হইতে তামার তার দুইগাভিকে কেমন করিয়া সংলগ্ন করা হইয়াছে, তাহা দেখিতেছেন। ডলটা কেশের দোষগুণ গত বারের কাগজে

বুঝাইয়াছি, এখন আর তাহার পুনরুৎপন্ন করা নিশ্চয়োজন।

দ্বিতীয় প্রকার।

ডানিয়েল ব্যাটারী।



ডানিয়েল ব্যাটারী

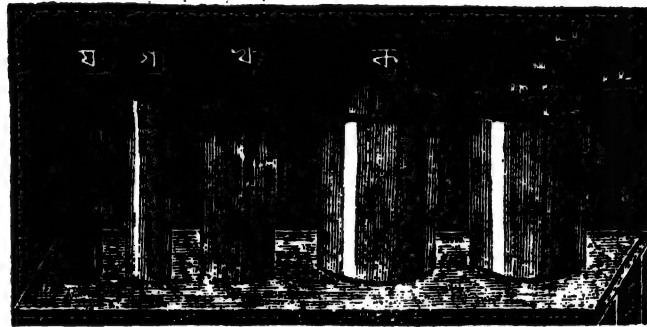
পর একটি তামার ফাঁপা চোং বসান হইয়াছে, চিত্রে ত চিহ্নিতটি তামার চোং। তাহার গায়ে ছোট ছোট চিত্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিতে পাঠ্যেছেন।

ইহার প্রথমেই একটি কাজের জার। ইহার মধ্যে কি কি আছে?

প্রথমে উত্তর জল ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার

তাহার পর একটি মাতীর পায়ে গন্ধক জাবক অর্থাৎ সলফিউরিক অ্যাসিড্ ১ভাগ ও জল দশ ভাগ দিয়া লোষণ করিয়া ঐ পূর্বোক্ত তামার ফাঁপা চোংের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে চিত্রে (ম) চিহ্নিত দেখুন, পাতটি মাতীর পাত ইহার ভিতরে গন্ধক জাবক প্রদত্ত হইয়াছে।

তাহার পর ঐ মাতীর পাতটির মধ্যে একটি দস্তার দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। এই দস্তারদণ্ডের মস্তকে বে বাকান তাম্রখণ্ড দেখিতেছেন, তাহা হইতে রেশম মণ্ডিত তাম্র তার এবং তাম্রের ফাঁপা চোং হইতে ঐরূপে রেশমী মণ্ডিত তাম্র তার একত্র যোগ করিবারাই ব্যাটারীর কাজ আরম্ভ হইবে। একথা পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। এইরূপে ডানিয়েলের ব্যাটারী প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।



৩য় প্রকার—বুনসেন ব্যাটারী।

বুনসেন ব্যাটারী দ্বারা কাজ ভাল হয়, তাড়িতের পরিমাণ অধিক হয় বলিয়া অনেকে বুনসেন ব্যাটারীই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এই চিত্র সমষ্টির ডান ধারে তারসংলগ্ন বে গোলকার পাতটি দেখিতে পাঠ্যেছেন, এইটি একটি সম্পূর্ণ (Complete Battery) বা বুনসেন তাড়িতকোষ। ইহার ভিতরে কি কি থাকে, তাহা বুঝাইলেই, আপনি বুনসেন ব্যাটারী বুঝিতে পারিবেন, দয়া করিয়া মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। এই সম্পূর্ণ ব্যাটারীর পার্শ্ব ক চিহ্নিত ফাঁপা জিনিসটি

একটি মাতীর জার বা কড়ি মাতীর জার—ইহার ভিতরে মুহু গন্ধক জাবক ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। মুহু গন্ধক জাবক কি? দশ ভাগ জল, আর এক ভাগ সলফিউরিক অ্যাসিড্। পূর্বোক্ত অনেকবারই একথা বলিয়াছি। তাহার পর দস্তার পাত দ্বারা প্রস্তুত একটি ছই মুখ খোলা দস্তার চোং বসান হইয়াছে। এই এই চোংটা মুষ্টিকার জার অপেক্ষা অর্ধ ইঞ্চি বা এক ইঞ্চি পরিমাণ উচ্চ রাখা উচিত। জারের মধ্যস্থ গন্ধক জাবকে ঐ দস্তার ছ মুখ খোলা চোংটা ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যথা ক চিহ্নিত জিনিসটি। বেশ।

হুগলি একজিবিশনে দে'র চা নর্বেজ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্য ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন

আমাদের উপরোক্ত চিত্রে (গ) চিত্রিত একটি দ্রব্য দেখিতে পাইতেছেন। ইহা একটি মার্টার পাত্র (অবশ্য পোড়ান)। এই পাত্রটাও নলের মত ফাঁপা। ইহার এক মুখ খোলা এক মুখ বন্ধ, লম্বা ভাঁড় বিশেষ। ইহার মধ্যে তীব্র সোরা দ্রাবক বা Nitric acid নাইট্রিক অ্যাসিড প্রদত্ত হইয়াছে। সাবধান, এই নাইট্রিক অ্যাসিড হাতে লাগিলে পুড়িয়া যাইবে। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

এই মৃত্তিকার চোং বা নলটার মধ্যে এক খণ্ড অঙ্গার দাগ (যথা (ঘ) চিত্রিত দ্রব্যটি) ইহা একটি অঙ্গার দাগ সুতরাং আপনি দেখিতেছেন, ডানিয়েলের ব্যাটারীতে যেমন তাত্র খণ্ড বা দণ্ড দেওয়া হয়, ইহাতে সেইমূলে অঙ্গারদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। এইবার সম্পূর্ণ চিত্রটি দেখুন। তাহাতে দেখিতেছেন, এই অঙ্গার দণ্ডের উপর একটি স্কুতে রেশম মণ্ডিত ভামার তার সংলগ্ন এবং দস্তার চোংয়ের উপর হইতে ও স্কু দ্বারা ভামার তার সংলগ্ন করা হইয়াছে, এখন এই দুইটি তার একত্র সংলগ্ন হইবামাত্রই তাড়িতশ্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। এখন আমরা উপরের চিত্রে কি কি দিলাম, আর একবার দেখি, যথা—প্রথমে মার্টার জার—তাহার ভিতর—গন্ধক দ্রাবক, —তাহাতে ডুবান হইয়াছে—দস্তার ফাঁপা ছ মুখ খোলা চোং, তাহার পর দেওয়া হইয়াছে। মার্টার পাইপ—তাহাতে দেওয়া হইয়াছে, নাইট্রিক অ্যাসিড, তাহার পর দেওয়া হইয়া অঙ্গারদণ্ড সুতরাং বুঝিতে বাকী রহিল না যে বুনসেন ব্যাটারীতে কি কি আছে। অঙ্গার এবং দস্তার উপরে সংলগ্ন ভামার তার একত্র সংলগ্ন করিলেই তাড়িত প্রবাহ বহিতে লাগিল।

অধিক পরিমাণ তাড়িত আবশ্যক হইলে এইরূপ অনেকগুলি ব্যাটারীকে পরস্পর পরস্পরে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়, ইহা দ্বারা তাড়িতের প্রবাহ অধিক ক্ষমতামণী হইয়া থাকে।

কিন্তু গিলটীর কার্যে একটি বুনসেন ব্যাটারী দ্বারাও কাজ হইতে পারিবে। সাধারণতঃ এদেশের মুসলমান গিলটী ওয়ালারা একটি মাত্র ব্যাটারী দ্বারা কার্য্য করিয়া থাকেন। পাঠকগণ এরূপ ব্যাটারী নিজেরা না করিয়া লইলেও ক্রয় করিতে পারেন। ৮।১০ টাকার অধিক ব্যয় পড়ে না। এইরূপ ব্যাটারী দ্বারা ইলেকট্রিক বেল, গিলটী করা, এবং ইলেকট্রিক লাইটও জ্বালান যায়। যদি আমাদের বাগনা হয়, আমরা পরে তাহার আলোচনা করিতে পারি। এখন কেবল কেমন করিয়া গিলটী হয়, তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)

INDUSTRIAL OPENINGS.

“ক্যাপিটাল”এর ইঙ্গিত।

ভারতের অসংখ্য দ্রব্যের বিদেশে কাট্টি আছে, কিন্তু পরিচালনের কথা, ভারতবাসী সে সকল সন্ধান জানে না। জানিবার অজ্ঞ কোন চেষ্টাও করে না। দেশজাত দ্রব্য রপ্তানী করিয়া অজ্ঞ দেশের অর্থ করায়ত্ত বাহারা করিতে জানে, তাহারাই সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকে এবং এই উপায়ই উচ্চ শ্রেণীর ব্যবসায় মধ্যে গণ্য। নিম্নলিখিত ইঙ্গিতগুলি ক্যাপিটাল পক্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা পাঠকগণের অবগতির অজ্ঞ তাহার সারাংশ প্রদান করিলাম।

ক্যাপিটাল বলিতেছেন :—কদলীখাত Bannana Meal জর্ম্মানীতে বিশেষঃ খাতের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। কদলীর পুষ্টিকারিতা গুণ অধিক বলিয়া জর্ম্মানী এবং অস্ত্রাজ্ঞ দেশে কদলীর বিশেষ আদর হইতেছে। কলাকে শুক করিয়া ইহার চূর্ণ প্রস্তুত করিতে একটু অসুবিধা আছে, ইহাকে শুক এবং চূর্ণ করিতে যথা-যোগ্য যন্ত্রাদি আবিস্কৃত হইলেই কদলীর ঐ সমু-

দয় দেশে যে বখেট কাট্টি হইবে, তাহা বলাই সাহস্য মাত্র। পশ্চিম আফ্রিকাতেও কলা জন্মে, শুনা যায়, সেখানকার কলা শুক করিবারও সেইরূপ অসুবিধা আছে। কেবল ওয়েট ইণ্ডিয়ান কদলীর সে অসুবিধা, মাই সেইজন্য আমেরিকার কদলীর কাজ বেশই চলিতেছে, কিন্তু ভারতীয় কলাকে শুক করিবার যন্ত্রাদির উন্নতি সাধন করিতে পারিলেই ভারতের কদলীতে যে টান পড়িবে না, তাহা কে বলিতে পারে? সেইজন্য ভারতের কদলী হইতে একদিন প্রচুর অর্থগণের সম্ভাবনা আছে।”

এইরূপ এদেশের অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ আছে, যাহা দ্বারা এদেশের সুন্দর আয় বৃদ্ধি হইতে পারে।

ক্যাপিটাল বলিতেছেন যে,—

“But there are many possible minor industries in India that are only waiting for a commercial Napoleon to lead them on to the Victory.”

“অর্থাৎ ভারতে এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু শিল্প আছে, সেই গুলিকে পরিচালিত করিয়া জয়লাভের অজ্ঞ কোন ব্যবসায়ীনেপোলিয়ন আবশ্যক মাত্র।”

কিন্তু হায় এদেশে সেইটারই অভাব। এদেশে গলাবাজী, পরামর্শ, জ্ঞান, কল্পনা সমস্ত পাওয়া যায়, কিন্তু অর্থের সংব্যবহার করিতে বা দেশের জিনিসকে ব্যবসায় বাণিজ্যে লাগাইতে তেমন নেপোলিয়ন পাওয়া যায় না প্রকৃতই এদেশে তাহা দুর্লভ।

দৃষ্টান্ত দ্বারা ক্যাপিটাল দেখাতেছেন যে প্রতিবৎসর আমরা প্রায় ২০ লক্ষ টাকার উপর মস্ত্র আনয়ন করিয়া থাকি। কিন্তু বঙ্গোপসাগরেও উৎকৃষ্ট মস্ত্র পাওয়া যায়। এদেশেও অস্ত্রাজ্ঞ দেশের মাত্র মাত্র তিনের মধ্যে করিয়া এখানকার অভাব পূর্ণ করিলেও জগতের অত্যন্ত মস্ত্রভূক দেশে রপ্তানী করা যাইতে পারে, লোনা মাছ, শুক মাছ

কলিকাতার বাজারে কম বিক্রয় হয় না। ইহা ভারতের একটি অর্থকরী কাজ তাহার সন্দেহ নাই। এইরূপ কার্য যৌথ মূলধন দ্বারা চালাইতে পারিলে অংশীদারগণ নিশ্চয়ই উচ্চহারে লাভ পাইতে পারেন, * * * কিন্তু এইরূপ ব্যবসারে অগ্রসর হইবার পূর্বে আধুনিক উন্নত প্রণালীর সমস্ত আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি লইয়া নামিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

আমর একটি কারবার একদিন ভারতে উচ্চশ্রেণীর আয়কর কাজ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এদেশের আত্ম বহুকাল বিদেশে সাধারণে বিক্রয় হইয়া থাকে। কেহ সাহস করিয়া নাছিলে ইহাতে যথেষ্ট লাভ করিতে পারিবে। এই জিনিসের জন্ম জগতের সর্বত্রই উৎকৃষ্ট বাজার পাওয়া যাইতে পারিবে। ভারতের কাঁচা আম বিলাতে রপ্তানী হইয়া যায় এবং সেখান হইতে সুদক্ষ লোক দ্বারা চিনি এবং গিরপ মণ্ডিত হইয়া জগতের নানা-স্থানে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। এখানে আধুনিক উন্নত প্রণালীতে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত প্রস্তুত হইয়া অল্প দেশে রপ্তানী হইয়া যাইলে প্রচুর অর্থগণের সম্ভাবনা। প্রিসার্ভড (Preserved) আম অপেক্ষা কাঁচা আমের রপ্তানী প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি হইতেছে। (কাজের লোকের পাঠকগণকে আমরাও বহুবার এই কথা বলিয়াছিলাম)। ক্যাপিটাল বলিতেছেন যে, স্বাভাবিক খনিজ জল একটি উৎকৃষ্ট অর্থকরী দ্রব্য। একবার এই কার্যে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য একটি বুলেটিন বাহির হইয়াছিল, কিন্তু এখনও এই কার্যে প্রকৃতই লাভ হইবে কিনা বলিয়া লোক ইতঃপ্তত করিতেছে।

আমাম এবং পূর্ববঙ্গের মধ্যে অনেকস্থানে এই প্রস্রবণ জাত খনিজ জল (Natural mineral water) পাওয়া যায়। ভারতের সিনারেল ওয়াটার আমদানী কর্তৃক প্রভৃতি

দেশের খনিজ জল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। প্রত্যেক বোতলেই ১ টাকা লাভ হইতে পারে, তাহার সংশয় নাই, এই সকল জল বিদেশে রপ্তানী করিলে অর্থগণের একটি অসীম পন্থা আবিষ্কৃত হইতে পারে।

এই কার্য করিতে হইলে সুদক্ষ লোকের আবশ্যক এবং কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রস্রবণ হস্তগত করিয়া সুদক্ষর বিভাজন প্রচার দ্বারা ভারতের এই খনিজ পানীয় বিক্রয় করিতে হয়, ভারতের খনিজ পানীয় যে প্রতিটি কাউন্ট্রি, ভলি প্রভৃতি জার্মান এবং ফ্রান্স দেশীয় খনিজ জল অপেক্ষা উপাদেয় এবং হিতকর তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

সম্ভ্রান্তগুলি সমুদয়ই সুন্দর, কিন্তু এদেশের লোকে অন্ধ, চক্ষুতে ধোঁচাইয়া অন্ধুলি দিলেও যে চৈতন্য হইবে না, এরোগের প্রতিকার নাই। এইগুলি কোন দিন না কোন দিন পাশ্চাত্য কর্মবীরগণই যে করিবেন তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। ভারতবাসী কেবল পুঁচু পুঁচু চাহিয়া বিশ্বব্যবসায়িত নেত্রে দেখিয়া তারিফ করিবে মাত্র।

ভারতবাসী বিশেষ বঙ্গসন্তান কেবল গলাবালীতে, সমাজ সংস্কারের জন্য নিখুঁটে লাঙ্গল নাড়িতে সুদক্ষ। নারীর বোম্বাটা টানাটানি, আর বিধবা বিবাহ এই দুইটাই ভারত উদ্ধারের অদ্বান্ত পন্থা স্থির করিয়াছেন। ভারতের যত কিছু উন্নতির মূল বাবুরা ঐ দুইটাইতেই সন্ধান পাইয়াছেন। গোয়ালার গরুর মত পড়িয়া পড়িয়া লাজ নাড়ার ত কোন বজাটই নাই—জালা কি কম?



The Causes of Merchantile Failure.

ব্যবসার ধ্বংসের কারণ।

কি কারণে ব্যবসাদার অকৃতকার্য হয়, সংক্ষেপে আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। আমেরিকার একবার এই সম্বন্ধে বিশেষরূপ অনুসন্ধান হইয়াছিল। মিঃ বোতার বলেন, কারবারের সংকল্পের অপূর্ণতাই অকৃত-কার্যতার মূলকারণ। আমেরিকার দেউ-গিরার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল দেখিয়া ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান হইয়াছিল। সেই অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশ পায় যে, শতকরা ৩ জন মাত্র ব্যবসায়ীর ব্যবসা স্থায়ী হইতে দেখা যায়। জনৈক ভক্তলোক এ কথাই যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহান হইয়া অনুসন্ধানের জন্য তাঁহার জনৈক ব্যবসায়-তত্ত্ববিদ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, বর্তমান সময়ে শতকরা ৫ জন মাত্র লোকের ব্যবসায় স্থায়ী হইয়াছে দেখা যায়। কোন ব্যাকের ডাইনেস্তর বলিয়া ছিলেন—“Bankruptcy is as certain as death, they fall single and alone and are thus forgotten”—অর্থাৎ “দেউলিয়া হওয়া মৃত্যুর ছায়া অনিশ্চিত; তবে ইহা একাকী এবং সর্বদাই এক জনের উপর পতিত হইয়া তাহাকেই ধ্বংস করে, কাজেই মানুষ চক্ষে দেখিয়াও নিজে সতর্ক হইতে ভুলিয়া যায়।” গবর্ণর ব্রিগ্ এবং তাঁহার সেক্রেটারী পরিষ্কাররূপে তাঁহাদের মন্তব্যে প্রকাশ করেন যে, পলীগ্রাম হইতে যে সকল ব্যক্তি রাজধানীতে সৌভাগ্য লাভের আশায় আসে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন ব্যবসারে অকৃতকার্য হয়। এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশেও ঠিক সেইরূপ অবস্থা। প্রায় শতকরা ৯৯ জন ব্যবসায়ীর নং ৩৩৫, কলিকাতা।

পড়ন ঘটনা থাকে, কৈ ৪০ বৎসর একটা বাঙ্গালীর ব্যবসা সমান চলিয়াছে, এরূপ আদর্শ দেখাও দেখি? নিশ্চয়ই তাহা দেখাওতে পারিবে না। যত দিন যায়, ব্যবসা ততই খারাপ হয়—ক্রমে লোপ পাইয়া থাকে। ইহার কারণ কি? সেইটাই এক্ষণে আলোচ্য বিষয়।

বাঙ্গালীর লোক এখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে নারাজ। অতি অল্প পরিশ্রমে—লঘু কাজ করিয়া রোজগার করিতে চায়—এই কারণেই আমেরিকার যুবকগণেরও অতি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার উত্তমশীল, অকস্মাৎ দেশের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই রক্ষা। আমাদের অতি অল্পত দেশ, সর্বদাই তত্ত্বাগত—আত্মচারা—নিষ্কোণ, কে তাহাদিগকে আগাইয়া চৈতন্ত-সম্পাদনে তৎপর হইবে? ব্যবসায়ে অবনতির প্রথম কারণ, ব্যবসায় বুদ্ধির অভাব। আমাদের ব্যবসায়ের মাথা নাই। উইলিয়াম ম্যাথিও নামক গ্রন্থকার পণ্ডিত বলিয়াছেন—“No man can succeed in his calling for which his providence did not intend him.” সকলেই চিত্রকর, সকলেই গায়ক, সকলেই বীর, সকলেই সাহসী হওয়া সম্ভবপর নয়। ভগবান যাহাকে যেমন বুদ্ধি দিয়াছেন, সে সেইরূপ কার্যে প্রবেশ করিলে পারদর্শিতা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যাহার যে বিষয়ে বুদ্ধি নাই, সে সেকাঙ্গে অকৃতকার্য হইবে, ইহা নিশ্চিত। তেমনি সকলে ব্যবসাদার হওয়াও সম্ভবপর নয়। ব্যবসায়-বুদ্ধিও ঈশ্বরদত্ত, সকলের সে বুদ্ধি থাকে না, কিন্তু অনেকেই অপরের অমুকরণে ব্যবসায় করে, ফল অকৃতকার্যতা। পণ্ডিতবর বলিয়াছেন—“The first and most obvious cause of failure is the lack of business talent.” বাঙ্গালী ভাবে, ব্যবসায় যে সে করিতে পারে, কিন্তু তাহা

হইবার নয়। বাহ্যিক বাহ্যে আন্তরিক ক্রটি, সে যদি সেই কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেইব্যক্তি কৃতকার্য হওয়া সম্ভব। মৌলিক ব্যবসায়-বুদ্ধি আমাদের নাই, আমরা সেজন্য ভাবিয়াও দেখি না—অমুকরণ করাই আমাদের লক্ষ্য।

দ্বিতীয় কারণ—রাতারাতি বড়লোক হইবার ইচ্ছা, “an excessive haste to be rich”। এই দোষেই আমাদের দেশের ব্যবসায়ী হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, দারুণ অর্থ-পিপাসার ক্রেতার শোণিত শোষণ করে, ফলে অচিরে কারবার ধ্বংস মুখে পতিত হয়। ব্যবসায়ের স্থায়িত্বের ভিত্তি লোকের বিশ্বাস। অর্থ-পিপাসার যখন ব্যবসায়ী উন্মাদ হয়, ক্রেতার প্রতি তখন মনোযোগ থাকে না, সেই কারণে ফল বিষময় হয়। ২৪ বৎসর বেশ চলে, কিন্তু ক্রমে কারবার অচল হয়।

৩য় কারণ—“Speculation” বা চান্স—একটা ব্যবসায়ে যখন ছ পয়সা লাভ হয়, সেই পয়সা লইয়া অল্প কারবার করিতে থাকেন। কাজেই আদি ব্যবসায়ের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, এদিকে পুরাতন কাজের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, নতুন কার্যে সম্যক মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে, সুতরাং তাঁতিকুল ও বৈষ্ণব কুল ছুই যায়। তখন সর্বনাশ হয়, যথাসর্বস্ব হারাইয়া অকুল পাথারে ভাসিতে থাকে।

চতুর্থ কারণ—সর্বদাই ব্যবসায় পরিবর্তন। আজ একটা কারবার করিতেছি; কাল অন্যটা ধরিলাম, এইরূপে প্রত্যেক বার নতুন কাজ, আর তাহার পরিবর্তন, এই করিতে করিতে কোনটার সফলতা হয় না, ব্যবসায়ে বহুদর্শিতাও লাভ হইতে পার না, সুতরাং ব্যবসায়ী কারবারের ভাল মন্দ বুঝিতেও পারে না। এই প্রকারের লোক শীঘ্রই ধ্বংসমুখে পতিত হয়, একটা বিষয়ে ঐকান্তিকতার সহিত লাগিয়া না থাকিলে সে কার্য কদাচই সফল হয় না।

চতুর্থ দোষ—যৌর স্বার্থজ্ঞান। এইটাই বড় সাংঘাতিক। ইহা যারা শত্রু বুদ্ধি হয়। “Selfishness is Self-defeating” স্বার্থপরতাই আত্ম-পরাজয়। এই স্বার্থপরতার, ব্যবসায়ের কর্মচারীগণ শত্রু হয়, প্রতিবাদী ব্যবসায়ী শত্রু হয়; অচিরে স্থগিত ও পরিত্যক্ত হইয়া অপবনের ভার সন্তকে লইতে বাধ্য হয়, সেই সঙ্গে সাধারণের সহানুভূতি না পাইয়া কারবার নষ্ট হইয়া যায়।

পঞ্চম কারণ—নীচতা—meanness; ইহা স্বার্থপরতার সহচর। ইহাও কারবার নষ্টের এইটাই বিশেষ কারণ। ব্যবসায়ীর এই স্বভাব থাকিলে সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। কারবারও সাধারণের ঘৃণার জিনিস হইয়া দাঁড়ায়।

ষষ্ঠ কারণ—বিলাসিতা Extravagant living. পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীগণ সর্বদাই জাঁকজমকশূন্য—অপব্যয়শূন্য; কিন্তু এদেশীয় ব্যবসায়ী, বাবুর একশেষ—কার্যস্থলে গদিরান হইয়া মুখে নল লাগাইয়া তামাক খায়। বাগান-বিহার, থিয়েটার, নাচ-গানে, অজস্র অর্থ ব্যয় করেন, গাড়ী, ঘোড়া, চাকর-নফর, কাপড়-চোপড় যাহা কিছু লাভ হয়, ছ’ দিনে উড়িয়া যায়। তারপরে শুনা যায়, হাজার হাজার টাকা দেনা, এত বড় লোক দেউলিয়া আসামী! বুকেই? বেশ। S. P.

HOME STORES AND THEIR
CLAIMS ON HOME
PATRONAGE.

গ্রাম্য দোকানদার এবং
তাহাদের সহানুভূতির দাবী।

এ দেশের সহরের দোকানদারও যেমন বাহিরের খরিদদার খরিবার জন্য বিজ্ঞাপনাদি দিতে অক্ষম। সেইরূপ পল্লী দোকানদার-গণও স্থানীয় সহানুভূতি পায় না। গ্রামে কাপড়

ও মসলাদির দোকান থাকিতেও অনেক লোকই ব্যয় বাহ্য্য করিয়া সহর হইতে জিনিস খরিদ করিয়া লইয়া যায় ও গ্রামের দোকানের অবস্থা মন্দ হইয়া পড়ে। এক্ষণ হইবার কারণ কি? কারণ পরে বুঝাইব। কিন্তু গ্রাম্য দোকানদারের দাবী কি আগে সেইটা দেখা যাউক। গ্রামের দোকানদারগণ বলে যে, আমরা বারমাস গ্রামে পড়িয়া থাকি, আমা-দিগকে সাহায্য করা উচিত, কিন্তু এই যুক্তি কখন মানুষকে করায়ত্ত করিতে পারে না। মানুষ চায় সুলভে, সহরের মত টাটকা ভাল জিনিস। এদেশের গ্রাম্য দোকানদার তাহা করে কি? সে সহর হইতে বত সুলভ বস্তাপটা, ভেজাল দ্রব্য সব্বত্র গত্ত করিয়া লইয়া বাইবে, সহরের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন জিনিসে ধুলা মিশাইয়া, তাহাতে জল দিয়া ভিজাইয়া তারি করিয়া লোককে প্রভাবিত করিয়া বিক্রয় করিবে, এইরূপ দোকানদারগণের স্বগ্রামে বাস হইলেও কোন জন যে সেখানে স্বচ্ছন্দ্য করিবে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার গ্রাম্য দোকানদারের মস্তিষ্ক নাই। সেইজন্য সে স্থানীয় লোকের সচাত্ত্বতি পাইতে পারে না।

গ্রাম্য দোকানদারের ব্যয় কম, সে অন্যায়সে সহরের খুজরা দোকানের অপেক্ষা সুলভে নিশ্চয়ই বিক্রয় করিতে পারে, করাও উচিত। কিন্তু সেই স্থানে সে একটা দর চড়াইয়া জাল ঢালাই নিজে প্রস্তুত করে, এবং লোককে তাহা দেখাইয়া বলে—এই তাহার কেনা নাম, ইহার উপর ১০ আনা লাভ লইতেছি। এই-রূপে গ্রাম লভকরা ৩০ টাকার হিসাবে লাভ করিয়া সেই সকল সহরের দোকান-দারের পরিত্যক্ত দ্রব্য নিরীহ স্থানীয় লোককে বিক্রয় করিয়া তাহাদের সর্বনাশ করিয়া শেষে গণেশ উলটাইয়া সরিয়া পড়ে।

এইরূপে কোন কারবারই বড় বেশী দিন স্থায়ী হয় না। কারণ অবিলম্বে সে স্থানীয় লোকের বিশ্বাস হারাইতেই বাধ্য হয়। কেনন

করিয়া এদেশের কারবারের পাপের প্রতিকল হয়, তাহা বুঝাইতেছি। সহরের দোকানদারকে বাহিরের পাইকারের উপর অধিক নির্ভর করিতে হয়, তাহা বলাই বাহ্য্য মাত্র। বখন গ্রাম্য ব্যবসায়ের অবস্থা মন্দ হয়, তখন সহরের দোকানদারেরও কপাল ভাদে, সেখানে না চলিলে সহরের মাল কাটে না। বহুদিনে সে সকল মাল নষ্ট হইতে বসে, তখন সে সুলভে কতি স্বীকার করিয়া বিক্রয় বা না বেচিতে পারিয়া গণেশ উলটাইতে অর্থাৎ ফেল হইতেই বাধ্য হয়। সুতরাং দেশের সমস্ত কারবারই দিনগত পাপে ক্ষয়ের ভায় কোন প্রকারে পড় পড়, মর মর অবস্থায় চলিতে থাকে। গ্রাম্য দোকানদার যদি বুদ্ধিমান হয়, তাহাইলে সে বখাস্তব সহরের খুচরা দোকানদার অপেক্ষা সুলভে বিক্রয় করিতে পারে, তখন স্থানীয় সাধারণের সহায়-ভূতি ও সাহায্য পাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় না। সুতরাং গ্রাম্য দোকানের অবস্থা উন্নত করিতে হইলে কি কি করিতে হইবে?

১। ভাল টাটকা মাল রাখিতে হইবে।

২। সহরের খুচরা দোকান অপেক্ষা সুলভে বিক্রয় করিতে হইবে।

৩। মাল যাহাতে পড়িয়া না থাকে, প্রাণপণে তাহার উপায় করিতে হইবে।

চালান জাল করিয়া কেনাদারের চালাকী এখন কেহ বিশ্বাস করে না—ও সকল বোকার চালাকী এখনকার চালাক্যুগে চলে না, এটা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে। এইরূপ সং এবং প্রকৃষ্ট পছা অবলম্বন করিলে ক্রমে গ্রাম্য ব্যবসায়ীর অবস্থা ফিরিবে, তখন Consumerএর বা কাউন্সিলারীর দল বৃদ্ধি হইলেই সহরের কারবারগুলির অর্থ বাচ্ছল্য হইবে, দেশে তখন দেশীয় ব্যবসায়ীর অবস্থা ভাল হইবে। প্রত্যেক সপ্তাহেই সহরের বাজার দর এবং স্থানীয় দোকানদারের দর

পাশাপাশী টালাইয়া রাখিলে স্থানীয় লোকের চিন্তাকর্ষক হইবে।

নিতান্ত মানুষী অর্থাৎ পুরাতন প্রথায় দোকান করিলে এখন আর কারবার চলান দার হইবে। সুবাবস্থা কর, গ্রামেই বা কি আর সহরই বা কি, সকল স্থলেই ব্যবসায় বানিজ্য লাভ হইবে। তোমার কথায় ত আমি নিজের ক্ষতি করিয়া তোমাকে সাহায্য করিতে পারি না, আমার সুবিধা ও দরে সুলভ হইলেই আমি অবশ্যই গ্রামেই খরিদ করিব। আমেরিকান দোকানদারগণের মত হইতেছে “Selling will be easier if the price is easy” নাম যদি সুলভ হয়, ব্যবসায়ও সুবিধা হইবে। পরিতাপের কথা, এদেশের ব্যবসায়ী এই নীতি জানে না, এবং এই জন্তই এত দুর্দশা। বুঝে তাই?

ইহার কোন মানে নাই যে

“চক্ষের চসমা বখাযোগ্য নির্বাচিত হইলে কেন সুখ প্রদ হইবে না। সুস্থতা ও স্বচ্ছন্দতা চসমা নির্বাচনের উপরই নির্ভর করে, বহু দর্শিতায় এই দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রান্ত। প্রায় ৪০ বৎসরের উপর আমরা এই কাণ্ডে রহিয়াছি এবং আধুনিক সমস্ত চক্ষু পরীক্ষার বস্ত্র দ্বারা অতি সযত্নে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত চসমা ঠিক করিয়া দিই। আপনার কুস্তি হইবার কোন কারণই নাই, বখন ইচ্ছা মফঃসল হইতে লিথিয়াই হউক বা আমাদের নিকট আসিয়াই হউক, আমাদের সহিত অতি অবশ্য পরামর্শ করিবেন।

দে, মল্লিক এণ্ড কোং

চসমা বিক্রেতা।

২নং লাল বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

EDUCATIONAL AND INDUSTRIAL NOTES.

শিল্প বাণিজ্য সম্বাদ।

বোম্বে পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট।

ভারতীয় শ্রমিক ডেভিড, অনন্যবল খ্যাকার সে, ভারতীয় শ্রমিকী ব্রোপ এবং আরও অন্যান্য গণ্য মাত্র বাজিগণ কাট্‌গী সিমেন্ট এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানী লিমিটেড নাম দিয়া বোম্বে পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট প্রস্তুতের এক প্রকাণ্ড কারখানা খুলিয়াছেন, এই কারখানার পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট, উৎকৃষ্ট প্রকারের টালী এবং পাইপ প্রভৃতি প্রস্তুত হইবে। জবলপুরের মার্কেল রফ নামক যে পাহাড় আছে, তাহা হইতে Soap Stone এবং চারনাক্রে প্রভৃতিও এই কারখানার প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে। মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট গত ১৯১১ সালের মার্চ পর্যন্ত ১২৬৬৪৪ টন হইয়াছিল, তাহার মূল্য লক্ষ টাকা। ভারতে সিমেন্টের কাট্‌গী খুবই, বিলাতি ইঞ্জিনিয়ারগণের পরামর্শে এইরূপ কারখানা খোলা হইয়াছে এবং একজন সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারও নিযুক্ত হইয়াছেন। বোম্বের মে: ম্যাকডোনাল্ড এণ্ড কোং ভারতীয় এবং ইংলণ্ডের সিমেন্টের ফারম ইহাদের এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতে প্রস্তুত সিমেন্ট সম্ভবতঃ মূল্যে সুলভ হইলে কাট্‌গী আরও বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা।

পাথুরে কয়লা। আসামের পূর্বোত্তর ভাগে পাথুরে কয়লার বিস্তর খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাফাই চা-বাগানের নিকট পাথুরে কয়লার কাজ ত বহুদিন হইতেই চলিতেছে। এই খনির লাগাও আরও বহুদূর পর্যন্ত সুদক্ষতার অস্তিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। এই সাফাই আসাম-বেঙ্গল রেলপথের এক ষ্টেশন; সুতরাং এই

ষ্টেশনের নিকটবর্তী স্থানেই কয়লার কাজ অধিকতর সুবিধাজনক হইবার সম্ভাবনা। অতীত স্থানেও কয়লার সন্ধান হইয়াছে। আসামী কয়লা কিছু নরম, তবে ষ্টেমের কাজের ভার উপযোগী; কোক-হিসাবেও মন্দ নহে। ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলে আসামী কয়লার প্রচুর প্রচলন ইতিমধ্যেই হইয়াছে। কলিকাতা অঞ্চলে এখনও আসামী কয়লার আমদানী নাই, তবে আজকাল কয়লার বাজারে বেকুপ টান, তাহাতে মনে হইতেছে,—এ অঞ্চলেও অচিরকালেই আসামের কয়লার আবির্ভাব হইবার সম্ভাবনা।

২০০০ গুটিপোকায় তবে ১ পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন করিতে পারে।

১ পাউণ্ড পরিমিত মাকসার আল প্রস্তুত করিতে ২৭৬০০ মাকসার পরিশ্রম আবশ্যক।

১৩০০ খুঁটাক্ষে কটুকির আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

মানুষের স্বাভাবিক হৃদস্পন্দন দৈনিক ৯২১৬০ বার। ভয়ে রাগে আরও বাড়িয়া যায়। বেশী বাড়িলে মরিয়াও যায়।

AGRICULTURAL NOTES.

জমীতে চূণ পরীক্ষার উপায়।

কোন ক্ষেত্রে চূণের অভাব হইলে তাহার উর্বরতা শক্তি কমিয়া যায়। ক্ষেত্রে চূণ আছে কিনা, তাহা পরীক্ষার সহজ উপায়, ক্ষেত্রের ২৪ স্থানের ২৪ কোদাল মাটি তুলিয়া তাহাকে শুষ্ক করিয়া খুব সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করিতে হইবে, এবং সমস্ত পৃথক পৃথক স্থানের মাটি একত্র মিশাইয়া একটা

লৌহের হাতীর লইয়া ২৪ আউন্স আঙুণে চড়াইয়া তন্নীভূত করিয়া ফেলিতে হইবে। সেই তন্নগুলি যখন শীতল হইবে, তখন একটা কাচের গ্লাসে যথেষ্ট পরিমাণ জল দিয়া সেই চূর্ণগুলি ফেলিয়া দিয়া একটা কাটি দ্বারা বা কাচের দণ্ড দ্বারা নাড়িতে হইবে, এই যে আটার মত দ্রব্যটি হইল, ইহাতে ১ আউন্স হাইড্রোক্সিক অ্যাসিড বাহা মিউরেটিক অ্যাসিড অথবা স্পিরিট অফ সল্ট নামে বিক্রয় হয়, তাহাই মিশাইতে হইবে, এবং খুব ঘন ঘন নাড়িতে হইবে। যদি এই পদার্থটি ফুটিতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ক্ষেত্রে যথাসম্ভাব চূণের অংশ বিস্তারিত আছে। আর যদি না ফুটিতে থাকে বা অতি সামান্য ফুটে, তাহা হইলে ইহার চূণ নাই বা চূণের অংশ অতি সামান্য আছে বুঝিতে হইবে, সুতরাং চূণ দেওয়া আবশ্যক আছে।

AGRICULTURE AND POULTRY-KEEPING.

পক্ষী বিষ্ঠা এবং উর্বরতা।

যে সকল ক্ষেত্রের নিকট মুরগী পাল্যবত প্রভৃতি পক্ষী পালন করা হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্বে জমীর উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়, বেলজীমের National Poultry Organisation Society নামক সোসাইটির পক্ষে মি: এডওয়ার্ড ব্রাউন এক, এল, এস্ এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি দেখাই-তেছেন যে, হাঁস মুরগী পাল্যবত প্রভৃতির বিষ্ঠা নিকটবর্তী জমীতে পরিত্যক্ত হওয়ার পার্শ্ব-বর্তী জমীর উর্বরতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

বাঙলায় তুলার আবাদের চতুর্থ

বিবরণী—১৯১১-১২

বাঙলার জলদি তুলার পরিমাণের অর্ধেক রচিত হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণা, আনু-মানভূম এবং সিংভূম জেলাতে জলদি তুলার জন্ম, তবে তাৎপ অধিক নহে। আলোচ্য



**The Hon'ble Maharajah Ranajit Sinha Bahadur of Nashipur,
Member of the Councils of Their Excellencies the
Viceroy and Governor-General of India and the
First Governor of the Presidency of Fort
William in Bengal, &c., &c.**

বর্ষে জল হাওয়া জলদি তুলার চাষের অল্পকুল ছিল না। জল হাওয়া নাবী তুলার চাষের অল্পকুল ছিল। নাবী তুলার চাষের প্রধান কেন্দ্র—সিরগ। প্রধানকার চাষের অবস্থা ভাল। কটক ও হারবকে নাবী তুলার চাষে। হারবকে অতি বৃষ্টিতে এবং কটকে অনাবৃষ্টিতে তুলার আবাদের কিকিং কতি হইয়াছে, কিন্তু মোটের উপর তুলার আবাদের অবস্থা ভাল। জলদি তুলার আবাদী জমির পরিমাণ—৫২,৯৬২ একর; নাবী তুলার জমির পরিমাণ ৩২,০২২ একর, উৎপন্ন—১১,৪২৬ বেল নাবী তুলার জমিবে বলিয়া অল্পমান করা হয়।

ভারতে ধানের জমির পরিমাণ

১৯১১—১২ সালে—ধানের আবাদী জমির পরিমাণ সমগ্র ভারতে ৫,৬৪,৪৩,০০ একর। ইহার পূর্বে বৎসর অপেক্ষা ১৫,৮৬,০০০ একর কম জমি। ধানের আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ কম। শতকরা ৬৬ ভাগ ধানের জমি বঙ্গদেশে ও আসামেই অবস্থিত।

ভারত হইতে চা রপ্তানি—

ইউরোপ ও আমেরিকার আবাল বৃদ্ধ বনিতা চা পান করিয়া থাকেন। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে, ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী প্রত্যেক লোকের জন্য গড়ে প্রায় ৪ পাউণ্ড চা প্রয়োজন। এই চা ইউরোপ ও আমেরিকার জন্যে না। এসিয়া মহাদেশ হইতে প্রতি বৎসর ২৭ কোটি টাকার চা রপ্তানি হয়; সিংহল হইতে যে পরিমাণ চা ইউরোপ এবং আমেরিকার রপ্তানি হইয়া থাকে, তাহার মূল্য ১৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। এতদ্ব্যতীত চীন, জাপান, বাতাবীপ ও কম্বোডিয়া হইতে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রেরিত হয়।

হেম্পটন কোর্ট ড্রাক্স বৃক্ষ—

এই বিখ্যাত ড্রাক্স বৃক্ষের বয়স কিকিং-মিক ১৫০ বৎসর। ইহা নৈর্ঘ্যে প্রায় ১৪০ ফীট। ইহার কাণ্ডের পরিধি ৩২ ইঞ্চি। কোন কোন ঋতুতে এই বৃক্ষে বিশত্বাধিক ড্রাক্সগুচ্ছ জন্মে, প্রত্যেক গুচ্ছের পরিমাণ গড়ে ১৭ আউন্স অথবা সর্বোচ্চ প্রায় এক টন। এই সকল কল সর্বোৎকৃষ্ট, ব্রাক্স হামবার্গ জাতীয় এবং প্রধানতঃ ব্রিটেনের ব্যবহারার্থেই রক্ষিত হইয়া থাকে।

লেবুর গুণ—কয়েক জন পাশ্চাত্য ভৈষজ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিত পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, লেবুর রসের কলেরা বীজ নষ্ট করিবার অসাধারণ শক্তি আছে। কলেরার বীজ ইহা দ্বারা ১৫ মিনিটের মধ্যে বিনষ্ট হয়। সচরাচর পল্লীগ্রামে জল ফিণ্টার অথবা উদ্ভূত করিয়া লওয়া হয়, কিন্তু জলে লেবুর রস মিলে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে নিশ্চয় ও পরিশুদ্ধ হয়। পল্লীগ্রামের যে সকল স্থানে অত্যন্ত ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বা যেখানে মধ্যে মধ্যে কলেরা দেখা দেয়, সেই সকল স্থানে জলের সহিত লেবুর রস দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

বরদারাজ্যের সাধারণ পাঠাগারের অভিনব উপায়।

বরদারাজ্যের প্রত্যেক গ্রামে সাধারণ পাঠাগার বা লাইব্রেরী স্থাপনের এক অভিনব উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। রাজ্য মধ্যে প্রত্যেক গ্রামের জন্য ১০০ টাকা বাৎসরিক সাহায্য দেওয়া হইবে, গ্রামের লোককেও ১০০ টাকা তুলিয়া সেন্টাল লাইব্রেরী ডিপার্টমেন্টের হস্তে আগে দিতে হইবে, কমিটি পুস্তক বাছাই করিয়া উপরোক্ত মূল্যের পুস্তক আমবাগিগণকে প্রদান করিবেন এইরূপে প্রত্যেক গ্রামেই সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হইয়া শিক্ষা বিস্তার হইবে। কোন গ্রাম হইতে

সাধারণ ২৫ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিলেও ঐরূপ টাকা বরদা গবর্ণমেন্ট দিয়া আমবাগিগণকে সাহায্য করিবেন। প্রত্যেক জেলাতেও ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যবস্থা জাতীয় প্রশংসনীয়। বরদারাজ্যের লোকহিতকর কার্যাবলী ও উত্তোগ সমস্ত দেশীর রাজ্য অপেক্ষা অধিক।

চুল আমদানী।

ফ্রান্সের গত ১৭ বৎসরে চুলের আমদানী অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৯৪ সালে ১৫০০০০ পাউণ্ড চুল আমদানী হইয়াছিল। ১৮৯৯ সালে উপরোক্ত আমদানী চুলের ডবল অর্থাৎ ৩০০০০০ পাউণ্ড হইয়াছিল, এবং এইরূপ হারেই গত বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। চীন এবং জাপান হইতেই ফ্রান্স প্রায় লক্ষাধিক পাউণ্ডের অধিক চুল আমদানী করেন। এই সকল চুল যে ফ্রান্স সমস্তই নিজের দেশেই ব্যবহার করেন, এমন নহে, চুলের পাট ছাঁট হইয়া প্রায় সিকি চুল রপ্তানী হইয়াও বিদেশে যায়। তাহা হইলেও পরচুলের ব্যবহার ফ্রান্সে কম নহে, ফ্রান্স হইল কাসানের দেশ।

ভারতবাসী সৌন্দর্য বাড়াইবার জন্য পরচুল ব্যবহার করে না। পরচুল যাত্রা বিয়েটারেই ব্যবহৃত হয়। একবার বহুপূর্বে আমরা “কাজের লোকেই” প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, মৃত ব্যক্তিকে চীনে গোর দেওয়ার পরই অনেক লোক চুল চুরি করিবার জন্য কবর খুঁড়িয়া শবদেহ বাহির করিয়া চুল কাটিয়া লইত, মৃতের প্রতি এই অত্যাচার নিবারণের জন্য চীন গবর্ণমেন্টকে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। চীন ও জাপান মহিলার চুল স্ত্রীর্ষ এবং পারিপাট্যময়, সম্ভবতঃ উচ্চ মূল্যেও বিক্রয় হয়। জগতে কোন জবাই আর ফেলা যায় না। বিজ্ঞান এবং মস্তিষ্কের প্রভাবে সমস্তই কাজে লাগিতেছে।

EDITOR'S NOTE-BOOK.

বিবিধ সংগ্রহ।

—:~:—

জাপানে প্রমশিল। জাপানীরা কি যুদ্ধ বিজ্ঞা, কি শিল্প, কি বাণিজ্য সকল বিষয়েই পাশ্চাত্য জগতকে পর্যন্ত চমৎকৃত করিয়াছে। জাপানী বাণিজ্যের পসার দিন দিন বাড়িয়া বাইতেছে। অজ্ঞাত প্রবোধ কথা ছাড়িয়া দিয়া রেশম ব্যবসারের কথা ধরিলে দেখা যায় যে, জাপান ১৯০৮ সালে প্রায় এক কোটি ২০ লক্ষ টাকার রেশম বিদেশে রপ্তানি করিয়াছে। উক্ত বৎসরে তাহার আমেরিকা যুক্তরাজ্যে ৮৯,১৬২ বেল, ইউরোপে ৪১,২৬০ বেল রেশম রপ্তানি করিয়াছে।

জাপানীরা খুব অধ্যবসায়ী ও নিপুণ শিল্পী, কত প্রকারের মনোহারী দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাহার কত পরসা বিদেশ হইতে রোজগার করে। জাপানী ছাতা, জাপানী পাখা, জাপানী ল্যানটান, জাপানী কাগজের ক্রমাগত প্রভৃতি কত দ্রব্যই তাহার দৃষ্টান্তহল। জাপানী দেশলাইয়ের বাজ্ঞগুলিই কত সুন্দর, দেখিলেই লইতে ইচ্ছা হয়। ঐ সকল দ্রব্য সত্যার চূড়ান্ত। ইহাদের শিল্প কুশলতা শিখিবার জন্য বাস্তবিক লোভ হয়।

গাঁদা ফুলের উপকারিতা।

—:~:~:—

নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি ১৩১৪ সালের ১লা চৈত্র তারিখের 'বহুমতী'তে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি বিশেষ উপকারী ও প্রয়োজনীয় বলিয়া কোন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া প্রবন্ধটি অবিকল উদ্ধৃত করিয়া "কালের লোক" পত্রে মুদ্রিত হইবার জন্য প্রেরণ করিলাম।

বিশেষ অঙ্গুসন্ধান ও পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, গাঁদা ফুল অনেক রোগের মহোপ-

কারী ঔষধ। ইহার ভায় ফুলত অথচ এরূপ মহোপকারী ঔষধ আরই যেখানে পাওয়া যায় না। গাঁদার পত্র ও পুষ্প উভয়ই ব্যবহার্য উপকারী। ফুলের বীজ (ফুলের যে ককোথ পুতিলে অল্প উৎপন্ন হয়) ব্যবহার্য গুরুদ্রব্য দূর করে। আকবর বাদশাহ আয়ুর্বেদ ও ইউনানি চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশাইয়া এক অপূর্ণ পুস্তক রচনা করাইয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকে গাঁদা ফুলের বীজ গুরু শুভ্রনের জন্য ব্যবহার্য বিধি আছে। একটা গাঁদাফুলের সমুদয় বীজগুলি প্রতিদিন চিনির সহিত সেবনে গুরুমেহের (অজাত সারে গুরু অগ্নন রোগের, বিশেষতঃ নিম্না-বহার) আশ্রয় উপকার হয়।

মেহের সার গুরু বা ধাতু। এই ধাতু যে পরিমাণে দেহে বদ্ধিত হইবে, মানবের সেই পরিমাণে দেহ মন সুস্থ এবং সতেজ থাকিবে। গুরু ধাতুতে জীবনশক্তি বিশেষরূপে নিহিত থাকে বলিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন "গুরু ধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ।" তাহার অর্থ গুরু ধাতুই প্রাণ স্বরূপ। আজকাল মার্কিন দেশে এক অদ্ভুত দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার নাম 'রবার্ট হিউলি লিভ কোডি' এই ঔষধ দেহাত্মক রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে রাজ বন্দা (করকান), মৃগী, শূল, জরা প্রভৃতি রোগে সমধিক ফল হয়। গুরু ধাতু ককো-ভাস্ত্রে প্রবেশ করাইলে এ সকল দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

উপকার ব্যতীত কোন দোষের হইতে পারে না বিবেচনায় এই প্রসঙ্গে ২১১টা জন্ম কথ্যও উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। আয়ুর্-বেদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন মুক্তের ভূরোভূয়ঃ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত—ডাক্তার ব্রাউন সেকার্ড সাহেব শব্দক মুক্তের নির্ধার ব্যবহার করিয়া বুড়াবুড়ার যুবকের ভায় বলশালী হইয়াছিলেন। আয়ুর্বেদ মতেও পাটার মুক্ত দ্রব্যে সিদ্ধ করতঃ স্নেহে ভাজিয়া

ব্যবহার করিলে উত্তমরূপে ফল লাভ করা যায়। এতদ্ব্যতীত গুরু দাক্তার অর্থাৎ খটাস প্রভৃতি জন্ম মুক্তও সমকল বর্ণে। এইরূপ অনেক জন্ম গুরু ধাতু ও আত্যন্তিক প্রয়োগ বিধি চিকিৎসা শাস্ত্রে লিখিত আছে।

একণে বলকথা এই,—বীহার গুরু ধাতু রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন, তাহার এই গাঁদা বীজে আশ্রয় ফল পাইবেন। মেহ, আয়ু, বর্ষ সমস্তই ধাতুর উপর নির্ভর করে। অনিচ্ছা সবে গুরু ধারণ বন্ধ করিতে ইহা একটা বিশেষ কলপ্রদ ঔষধ।

দেখিয়া হুঃ হুঃ, আজকাল অনেক বুঝা পুরুষ ক্রম রোগ প্রাপ্ত হইতেছেন, ইহার কারণ আর কিছু নহে। পক্ষান্তরে আবার ইহাও দেখা যায়, অনেকেরই বীর হইবার চেষ্টা হইতেছে; ইহা অতি সুখের বিষয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্ত্রে বলে, "বীরো জিতেজ্জিয়ো বীরঃ।" বীর ও জিতেজ্জিয় পুরুষই বীর। অতএব এখানে দেখা উচিত যে, সেই বীরতাবরূপ কঠোর ব্রত পালন করিতে গেলে, সর্বাগ্রে গুরুধাতু রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। আমার বিশ্বাস, এই সামান্য ও মূল্যবান গাঁদা ফুলের বীজ ঐ মহা-ব্রতের অনেক সহায়তা করিতে পারে।

মুত্র যন্ত্রের উপর গাঁদা ফুলের জিরা,— মুত্র পরিষ্কার না হইলে গাঁদা ফুল, বিশেষতঃ লাল ও ছোট পাঁচনের ভায় অলপ সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে প্রস্রাব পরিষ্কার এবং যন্ত্রণা দূর হইবে। শোধিত শিলাজতুর সহিত গাঁদা ফুলের রস সেবন করিলে প্রস্রাব মধ্যে অর্থাৎ মুত্রকুক্ষুরোগ অচিরে আরোগ্য হয়।

কত রোগে গাঁদা পাতা,—পৃষ্ঠত্রণ এবং অজ্ঞাত হুই কত গাঁদা পাতা বাটিয়া অন্ন ময়দা বা স্থলির সহিত মিলিত করিয়া কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করতঃ পুলাটস দিলে ত্রণের সমস্ত দোষ দূর হয়। এই পুলাটস দিতে দিতে পৃষ্ঠত্রণ ক্রমশঃ নরম হইয়া আইসে এবং পরে উহা হইতে সমস্ত দুগ্ধিত পদার্থ নির্গত হইয়া গিয়া

দীর্ঘই আরাম হয়। ছোট গোরালে পাতার
এলোপেও বিশেষ উপকার দর্শে বটে, কিন্তু
উহাতে ত্রণ স্থান চুলকার, গাঁদা পাতার
তাহা হয় না। যে কার্বিকলে অর্থাৎ পৃষ্ঠ
ত্রেণে পিত্ত একোপ অধিক থাকে, তাহাতে
ভুলক বাটিয়া তাতার পুলটিল দিয়া, পরে
গাঁদা পাতার পুলটিল দিলে অতি চমৎকার
ফল পাওয়া যায়।

এইরূপ দেহের কোন স্থানে কোন কারণ
বশতঃ বিশেষ আঘাত লাগিয়া যদি ঐ স্থান
অতিশয় ফুলিয়া উঠে এবং তাহাতে অসহ
বর্ণনা হয়, কিম্বা ক্ষত হইয়া শোথ হয়, সহজে
আরাম হওয়া অসম্ভব বোধ হয়; এমন কি
উহা সন্ধি স্থল হইলেও কতিপয় গাঁদা পাতা
সিঁড়ির জলে বাটিয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ স্নাত
মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করতঃ সেই ক্ষতে,
অথবা বেদনামুক্ত স্থানে এলোপ দিতে আরম্ভ
করিলে দীর্ঘই আশাতীত ফল প্রাপ্ত হওয়া
যায়। ক্ষত না হইলে স্নাতের প্রয়োজন হয়
না। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার
এলোপ দিলেই যথেষ্ট হয়।

ক্ষতের জন্ত গাঁদা পাতা জলে সিঁদ্ধ করিয়া
বা উহার টিংচার জলে মিশ্রিত করিয়া ক্ষত
ধোত করিলে অতি দীর্ঘ উপকার দর্শে।
ঔষধের আইডোফরম প্রভৃতি উগ্র ঔষধ সহ
হয় না, তাহাদের পক্ষে এই গাঁদা পাতা
প্রয়োগ অতীব হিতকর।

অনেক দীনহীন ক্ষত যোগী এই সুলভ
ঔষধের উপকারিতা ও ব্যবহার জানিতে
পারিলে উপকৃত হইবেন এই আশার, আমি
এই প্রবন্ধ পাঠাইতে সাহসী হইলাম।
অনেক ব্যয়সাধ্য ড্রেসিং ঔষধের ক্রয় করিবার
সামর্থ্য নাই, তাহাদিগকে এই ঔষধের গুণ
জানাইয়া দিয়া উপকার করা সকলেরই
কর্তব্য। ইহাতে ক্ষতাদি সারিয়া যায় এবং
পুঁথাদি জমিতে পায় না। *

ডাঃ হেমচন্দ্র সেন এম্. ডি।

* এই মহোপকারী ঔষধটি বর্গীর ডাক্তার হেমচন্দ্র
সেন এম্. ডি, লিখিত। ঔষধটি হারাইয়া গিয়াছিল,
বহুদিন পরে পাইয়া একাধি করিলাম। কাসঃ

তৈলপ্রদ ঘাস।

‘কিউ’ হইতে একজন বিশেষজ্ঞ তৈলপ্রদ
ঘাস সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।
তাহাতে ১২ রকম ঘাসের উল্লেখ আছে।
এই ১২টি ঘাসের মধ্যে ১১টি ভারতবর্ষে
পাওয়া যায়। তন্মধ্যে লেবুঘাস (Cymbo-
pagon flexuosus) একটি, বাহা হইতে
কোচিন ও মালাবার উপকূলে লেবুঘাস তৈল
উৎপন্ন হয়। অপর একটি, উহা অপেক্ষা
নিম্নে জাতীয় লেবুঘাস আছে (C. Citra-
tus)। এই ঘাসটাই ভারতবর্ষে অনেক
বাগবাগিচার চাষ করা হয়। বাংলাদেশে বাহা
হইতে রসা তৈল (Rusa) প্রস্তুত হয়। অপর
একটি লেবুঘাস আছে, তাহার নাম (C. Mar-
tini)। খস্খসও একটি তৈলপ্রদ ঘাস
(Andropogon Muricatus)। ইহার মূল
হইতে ভারতবর্ষে আতর ও অশ্রুজ গন্ধদ্রব্য
তৈয়ারি হয় এবং উহা ইউরোপে তৈল উৎ-
পাদনের জন্ত রপ্তানি করা হয়। খস্খসের
বাঙ্গালী নাম বেনার মূল।

নূতন প্রথায় গমের চাষ।

রুসিয়াতে এই নূতন প্রথা প্রচলিত হই-
য়াছে। কোণ আকারে* ১ফুট ১১০ দেড় ফুট
গভীর এক একটা গর্তে একটর হিসাবে গম
বপন করা হয়। গমটি অল্পরিত হইয়া অল্প
বত বড় হইতে ও পাতা বাহির হইতে থাকে,
প্রত্যেক পাতা বাহির হইবার সময়েই গোড়ায়
মাটি চাপা দেওয়া হয়। এই প্রকারে পাঁচ
ছয় বার মাটি দিবার পর গমটি ক্ষেত্রের
সহিত সমতল হয়। এইরূপ করিলে প্রত্যেক
পাতার ও উঁটার সন্ধি স্থল হইতে অসংখ্য
তেউড় বাহির হয় এবং দেখা গিয়াছে যে, এই
প্রথায় বপন করিলে একটা গমের বীজ হইতে
১৯,৬৮০টি তেউড় বাহির হইতে পারে।
জেনারেল লেভিটস্কি ইহার প্রবর্তক। তিনি
“নভো-ব্রুয়া” নামক রুসীয় পত্রিকায় এই
কথা প্রচার করিয়াছেন।

* অর্থাৎ গমটির উপর দুখ চওড়া এবং ক্রমশঃ
অগ্রসৃত হইয়া ক্রমে একটা বিন্দুতে পর্যাবসিত হইবে।

নারিকেল ছোবড়া বা কয়ার।

বঙ্গ বর্ষেই নারিকেল গাছ আছে।
নারিকেল কল আমাদের অনেক কাজে লাগে।
ইহার ব্যবহার বঙ্গের লোকমাত্রেই জানেন।
নারিকেল ফলের শক্ত খাওয়া হয়, উহাতে
তৈল হয়, উহা শুকাইয়া, উৎসবাদিতে
(খুরী) পোড়ান হয়। নারিকেল খোলে
হাঁকা হয়, ছোবড়ার দড়ি হয়, গদী হয়,
পাণোম হয়, ঘোড়ার গাড়ীর গদী হয়, দড়ি
ও কাছি হয়; নারিকেল পাতার কাটিতে
কাঁটা হয় ইত্যাদি বহুপ্রকার কাজে এই উপ-
কারী বৃক্ষ নিযুক্ত। এই নারিকেল ছোবড়ার
স্বত্বকে (আংশকে) ইংরাজীতে কয়ার বলা হয়।

কলিকাতা হইতে প্রচুর কয়ার ইম্পোর্প-
মেন্টের বণিকেরা ক্রয় করিয়া থাকেন।
ইহার বীতিমত বাণিজ্য চলে। আমাদের
দেশে নারিকেল-দড়ি প্রভৃতির জন্ত মালদ্বীপ,
লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে
লাখোদাগণ আহাজে করিয়া গাঁট গাঁট নারি-
কেল ছোবড়া কলিকাতার আমদানি করেন।
উহা দ্বারা এদেশী অভাব মিটাইয়া আবার
উহা কলিকাতা হইতে বিদেশে রানি রানি
রপ্তানি হয়। বিদেশী বণিকেরা উহা ৬ মণ
হইতে ১২ টাকা পর্যন্ত দরে ক্রয় করেন।
হুঃখের বিষয়, এদেশে এত নারিকেল থাকিতে
—উহার ছোবড়া থাকিতে এদেশবাসী উক্ত
ছোবড়া ছুটি পাকাইয়া তামাক খাইয়া দণ্ড
করে। এদেশে যে নারিকেল দড়ি দেখা যায়,
তাহা এদেশের নারিকেল ছোবড়ার নহে।
আমরা ডাব খাইয়া উহার খোলা কেলিয়া
দিই, উহা নষ্ট হয় মাত্র, কোন কাজে
লাগে না।

আপা করি, ইহার কারখানা এদেশে
করিবার জন্ত বাহারা এই কাজ করেন,
তাহারা চেষ্টা করুন। গুলিয়ার, উল্টা-
ডিজিতে নারিকেল-দড়ি প্রভৃতির কয়েকটি

Day's Tea has the highest awards in the Nagpur Exhibition—P. O. Box, No 335 Calcutta.

বাম্পীয় শকট আবিষ্কারক



জর্জ ফিফেনসন।

আমুন পাঠকপাঠিকাগণ! আজ আপনা-
দিককে আর একটা কর্মবীরের জীবনী উপ-
হার দিতেছি। অর্থহীন অবস্থা হইতে নিতান্ত
অশিক্ষিত হইয়াও কেমন করিয়া একজন
সামান্যব্যক্তি প্রতিভাবলে জগতের একটি মহৎ
উপকার কনিয়াছিলেন—তাহা পড়িবার এবং
ভাবিবার বিষয়, সেই অদ্বিতীয় প্রতিভাবান
পুরুষ—মহাত্মা জর্জ ফিফেনসন। ইনি বাম্পীয়
শকটের আবিষ্কারকর্তা—তবে আমি বলিতে
পারি না যে, আপনাদের উপভাস এবং গজ-
পিপাসুপ্রাণে ইহা ভাগ লাগিবে কিনা।
কিন্তু না লাগিলে কি করা যাইবে, আলত-
পীড়িত রোগীর এই সকল কর্মবীরের জীব-
নীই পরম মহৌষধি বটে। কিন্তু রোগী আর
কোন কালে স্বচ্ছার ঔষধ সেবন করে
বলুন! এখক আরম্ভ করা যাক।

ইংলণ্ডের উত্তরপূর্বভাগে টাইন্স নদী-
তীরস্থ বিখ্যাত কয়লার আকর-ভূমি নিউ-
ক্যাসাল নামক প্রদেশে ফিফেনসন জন্মগ্রহণ

করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ড-
প্রদেশের জনপদসমূহের কিঞ্চিৎ সংস্কার-
সাধিত হয়, এবং অর্থ ও বলদবাহিত
যিচক্রবানসমূহেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়।
তৎকালে ভারবাহী অশ্বগণ কর্তৃক ব্যবহৃত
বহন করান হইত। ইংলণ্ডে কয়লার প্রচলন
অতি অল্প দিনের কথা, যখন তথায় আলানি
কাঠ অত্যন্ত হস্তাপ্রাপ্য ও হৃদয় হইয়া উঠে,
তখন তদ্রূপবাসী জনসাধারণের নিউক্যাসল
প্রদেশস্থ বিখ্যাত কয়লার খনির কয়লার প্রতি
মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং প্রচুর পরিমাণে
ক্রয় করিতে থাকে। এক্ষণে এই আকর-ভূমি
উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ মাইল
বিস্তৃত। এই প্রদেশের প্রায় সকল স্থানেই
খনির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই
আকরসমূহেই সকল কর্মচারী কাজ করিত,
তাহারা চুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। কতকগুলি
খনির তলদেশে এবং কতকগুলি উপরিভাগে
কার্য করিত। বাম্পীয় বস্ত্র আবিষ্কার হইবার

পূর্বে কয়লা এবং জল উত্তোলন করিবার
নিমিত্ত গিন্ নামক এক প্রকার বস্ত্র ব্যবহৃত
হইত। এই বস্ত্রটা আকারে ঠিক ঢাকের মত,
সমতলভাবে এবং ইহাতে রজ্জু-সন্নিবিষ্ট
থাকিত, যেসকল বলদ কর্তৃক বাণি বৃক্ষচালিত
হইয়া থাকে, একটা ষোটকের সাহায্যে এই-
রূপ ইহা চালিত হইত, তাহাতে রজ্জু শুটাইয়া
নমের কয়লা উত্তোলন করা হইত।

আকর-ভূমির নিম্নপ্রদেশস্থ কর্মচারীগণ যদিও
অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিল, কিন্তু তাহারা অতিশয়
রুক্ষ এবং অশিক্ষিত ছিল। তাহারা তাহাদের
অবকাশ সময়, কুকুর এবং কুকুরের লড়াই
লাগাইয়া মত্ত পানে সময় অতিবাহিত করিত।

ফিফেনসনের জন্মভূমি হাইগাম নামক
একখান গণ্ডগ্রামে, নিউক্যাসলে হইতে প্রায়
আট মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা সর্বদাই
ভয়রাশি ও কয়লার ধূলায় আচ্ছাদিত
থাকিত, এবং গ্রামস্থ কুটীরসমূহ ভয়-
রাশিতে ও ধূমে পরিপূর্ণ থাকিত। এই স্থানে
অধিকাংশই কয়লা-খনির শ্রমজীবীগণ বাস
করিত। এই গ্রামের ১০০ একশত গজ পূর্বে
একটা টাইল আচ্ছাদিত বাটীতে ১৭১১ খৃঃ
অঙ্গে ৯ই জুন তারিখে ফিফেনসন জন্মগ্রহণ
করেন। ফিফেনসনের পিতা হার্ট একজন
মেঘ-পালকের পুত্র ছিলেন এবং তিনি কার্য-
ব্যপদেশে ইংলণ্ডে আগমন করেন। তিনি
কিছুদিন কয়লার খনিতে মজুরের কার্য
করিয়া কিয়দান পরে একটা বাম্পীয়
যন্ত্রের পরিচালক হইয়া, ইহার দ্বী
মগবেশ অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। জর্জ
ছয়টা ভাতার মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন। জর্জের
পিতার বংশসামান্য আয় ছিল। সুতরাং তিনি
পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষা এবং ভরণপোষণার্থে
বিশেষ কিছু ব্যয় করিতে সক্ষম হইতেন না।
তবে তঁাহার কোন পুত্রই স্বন্দররূপে
বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারেন না। যখন
ফিফেনসনের বয়স ৯ নম্ব বৎসর, তখন জীটান্
পাদরীর নিউক্যাসলে Sunday school
খোলেন। কিন্তু অত্যন্ত দূরতাবশতঃ জর্জ

বিভাগে যাইতে অসমর্থ হইতেন। বাল্যকাল হইতেই জর্জ তাঁহার ছোট ভাই ভগিনীগুলির তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং তাঁহার পিতার খাজানা কার্যস্থলে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। তাঁহার পিতা অবকাশ সময়ে তাঁহাকে ক্ষেত্র এবং পশু পক্ষী এবং পাখীর বাসা দেখাইতেন, কিন্তু পুত্রের পক্ষী লইবার চেষ্টা হইলে তিনি তাঁহাকে বলিতেন, “বৎস ইহা কেবল দেখিতে হয়, ইহা স্পর্শ করিতে নাই।”

পিতার এই উপদেশ-বাণী বালকের হৃদয়ে প্রসূত কলকের অন্ধনের জায় অঙ্কিত হইয়াছিল। তিনি কোন বালককে পক্ষীর ছানা লইয়া যাইতে দেখিলে অমনি তাহাকে বলিতেন, “কেন পক্ষীটা লইয়া যাইতেছ? উহার মাতার খুঁড় কষ্ট হইতেছে, উহাকে বাসায় রাখিয়া আইস। দূর হইতে দর্শন কর, উহাদিগকে স্পর্শ করিও না; আমি বাল্যকালে ঐরূপ করিতাম।”

প্রত্যেক বৎসরের শেষে নিউকাসলে একটি করিয়া মেলা হইত। একবার এই মেলায় জর্জ তাঁহার ভগিনী নেলের সহিত গমন করেন। তথায় একটি মাথার টুপি দেখিয়া তাঁহার ভগিনী নেলের কিনিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাঁহাদিগের নিকট নির্দ্ধারিত মূল্য না থাকায় জর্জ তাঁহার ভগিনীকে বলিল, “তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই মূল্য লইয়া আসিতেছি। এই বলিয়া তিনি ভগিনীকে তথায় দণ্ডায়মান রাখিয়া চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে হাসিতে হাসিতে দৌড়াইয়া আসিয়া বাললেন, “নেল, আমি পোষাকের মূল্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। নেল জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপে? জর্জ উত্তর করিলেন, ভজলোকদিগের ঘোটক রক্ষা করিয়া। অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে জর্জ প্রথম কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। একটি বিধবা স্ত্রীলোকের গরু চরাইয়া তিনি দৈনিক দুই-আনা করিয়া উপার্জন করিতেন; ক্রমে ক্রমে ঘোটক কর্তৃক ভূমি-কর্ষণ করিয়া চারি পেনী

এবং কয়লা হইতে ইষ্টক ও পাথর বাছাই-কার্যে ছয় পেনী করিয়া এবং পরে গিন্ নামক যন্ত্রের অর্থচালক-কার্যে নিযুক্ত হইয়া আট পেনি করিয়া উপার্জন করিতেন। তাঁহাকে তাঁহার পিতার কার্যক্ষেত্রে হইতে দুইমাইল দূরে কার্য করিতে যাইতে হইত। সুতরাং তাঁহাকে অতি প্রত্যুষেই কর্মক্ষেত্রে গমন করিতে হইত, এবং সন্ধ্যার পর প্রত্যাগমন করিতে হইত। তিনি অত্যন্ত লম্বা আকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন এবং নগ্নপদে কর্মস্থলে গমন করিতেন, সেজন্ত অনেকেই তাঁহাকে বিদ্রুপ করিত। পঞ্চদশ-বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি পিতার কার্যে সহকারীরূপে Steam-Engine এর কার্যে প্রাপ্ত হন এবং মাসিক এক শিলিং করিয়া উপার্জন করিতেন। এই সময় হইতে তাঁহার জীবনের উন্নতির পথ পরিষ্কার হইবার সূত্র-পাত হয়; কিন্তু পাছে কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার অস্বাস্থ্য দেখিয়া তাঁহাকে কর্ম হইতে বিচ্যুত করেন, এই ভয়ে তিনি সর্বদাই ভীত হইতেন, এবং অধ্যাক্ষগণের আগমনকালে তিনি প্রচ্ছন্ন ভাবে লুক্কায়িত থাকিতেন। পরে তিনি অপর একটি খনিতে কার্যপ্রাপ্ত হইয়া মাসিক ১২ বারশিলিং করিয়া উপার্জন করিতে লাগিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, “এতদিনে আমি মনুষ্যপদবাচ্য হইলাম।” কয়লার খনির কার্যে এবং বাপ্পীয় রথ-সম্বন্ধীয় কার্যে জর্জের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি কর্মক্ষেত্রে প্রস্তুত বাপ্পীয়যান সকল লইয়া ক্রীড়া করিতেন। ১৭ সতর বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি একটি জল বিস্ফোরক যন্ত্রের পরিচালকরূপে নিযুক্ত হন, এই সময়ে এই সকল যন্ত্রের সংস্কারকার্যের আবশ্যক হইলে তিনি উহার প্রত্যেক ভাগ গুলিয়া ফেলিয়া সংস্কারকার্য সম্পন্ন করতঃ পুনরায় নতুন জায় করিয়া দিতেন। জর্জ বাপ্পীয় রথ পক্ষী পালনের জায় ভালবাসিতেন, এবং ইহার নির্মাণ ও সংস্কার বিষয়ে অল্পদিনেই সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার

বন্ধাদি বিষয়ের পুস্তক পাঠ করিতে অভ্যস্ত আগ্রহ হয়। কিন্তু তিনি আদৌ লেখা পড়া জানিতেন না। এই সময় হইতে তিনি একটি নৈশ-বিজ্ঞান-র প্রবিষ্ট হইয়া বিজ্ঞানভ্যাস করিতে লাগিলেন, এবং গণিতশাস্ত্রেও কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন অংকাশ সময়ে খড়ির দ্বারা পাথর অথবা কাঠের উপর আঁক করিতেন। তাঁহার একটি প্রিয় কুকুর ছিল, সে প্রত্যহ জর্জের নিমিত্ত বাটী হইতে কর্ম স্থলে খাদ্য বহন করিয়া লইয়া যাইত। একদিন তাঁহার কুকুরের সহিত অপর একটি কুকুরের ঝগড়া হয়, অপর কুকুরটা উহার কুকুরটিকে দংশন করিবার চেষ্টা ও ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়। কিন্তু তবুও সে তাহার প্রভুর খাদ্য পরিভ্যাগ করে নাই।

অসীম পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা জর্জ পরিশেষে Brakes-man পদে উন্নীত হন, তদানীন্তন কালে বাপ্পীয় যন্ত্রাদি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ না হইলে কেহ এই পদে মনোনীত হইত না, কিন্তু বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে জর্জ এই পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই কর্তব্য সাধন করিয়াও অতিরিক্ত সময়ে জুতা মেরামত করিয়া কাটাইতেন, এবং জুতা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেন, এইরূপে তিনি সপ্তাহে এক পাউন্ডেরও অধিক উপার্জন করিতে লাগিলেন। এবং এই অতিরিক্ত আয়ের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি Fanny Handerson নামী একটি কোমলচেতা দয়ালু ছদ্ম, এবং সংস্কারবিশিষ্ট রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। জর্জ যখন Brakesman এর কার্য করিতেন, তখন তিনি খনন বিষয়ক একটি কথা লইয়া একজন খননকারীর সহিত বচসা করেন, কিন্তু জর্জ কলহপ্রিয় ছিলেন না। তিনি আক্ৰান্ততার পরে আবার খননকারীর হস্তমর্দন করিয়া তাহার সহিত সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হন। বাল্যকাল হইতেই যে জর্জ ক্রমাগত এবং মনঃস্থ ছিলেন, এই ঘটনা তাহাই তাহার অগস্ত নিদর্শন। (ক্রমশঃ)

ঐসত্যোবুদ্ধিমার বন্দোপাধ্যায়।

আহার এবং মুখশ্রী।

দৈনিক আহারের ব্যবস্থা বিশেষে যে মুখশ্রীর উন্নতি অবনতি হয়, বোধহয় আমাদের প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ তাহা জ্ঞাত নহেন। যাহারা অধিক খায়, (great eaters) তাহারা কখনও “great thinker” চিন্তাশীল হইতেই পারে না। সেইজন্য ইহাদের মুখমণ্ডলে প্রতিভার সমুজ্জল আভা প্রতিভাত হওয়া সম্ভব নয়। মুখ যেন কেমন নিশ্চিহ্ন, বোকাকান্ত গোছের, তাহাদের—ভেমন মুখের সৌন্দর্য থাকে না।

যাহারা মাংসভোজী, তাহাদের মুখেও সৌন্দর্য থাকে না। কেমন একটা Coarseness অর্থাৎ কক্কশতা—মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। তাহাতে যেন মানবের মুখশ্রীর পরিবর্তে পাশবিক ভাবই প্রতিফলিত হয়। সুতরাং এরূপ লোকের মুখের সৌন্দর্য বিহীন মান থাকে না। মত্তপায়ী, উদ্ভিঙ্গ ভোজী, মাংসভোজী, পেটুক, স্বরাহারী সকলেই আহাৰ্য্য দ্রব্যের উপর অনেক পরিমাণে মুখের সৌন্দর্যের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে।

প্রোফেসর কিরকি সাহেব লিখিয়াছেন—বিশুদ্ধ শোণিতই প্রকৃত মুখশ্রী প্রদান করিতে সক্ষম। বিশুদ্ধ শোণিত লাভ করিতে হইলে বিশুদ্ধ আহার, বিশুদ্ধ বায়ু, এবং বিশুদ্ধ পানীয় এইগুলির আবশ্যক। আহাৰ্য্য দ্রব্য সহজপাচ্য হওয়া উচিত। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, বিশুদ্ধ পানীয় জল পানকরা উচিত, নচেৎ বার্ষিক সহস্র সহস্র ‘ভিনোলিয়া’ ‘ক্যালিডোর’ মাথিলেও বাহ্যনীয় মুখশ্রী লাভ করা যায় না। মুখ মণ্ডল প্রতিভা সমুজ্জল অনাকৃষ্ট, সরলতা পরিপূর্ণ আরতলোচন আরক্তিম গণ্ড এগুলি উত্তম পরিপাকশক্তিসম্পন্ন সুস্থ শরীর ব্যতীত লাভ করা যায় না। বিশুদ্ধ শোণিত যদি ধমনীতে প্রবাহিত রাখিতে হয়, তাহা হইলে বিশুদ্ধ পানীয়, বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ আহাৰ্য্য আবশ্যক। তৎসঙ্গে মিঠাচারী হইতে হইবে, বিশুদ্ধ বায়ুতে পরিমিত পরিশ্রম করিতে হইবে, তবে কৌমাৰ্য্যের সরল হাব।

ভাব-মিশ্রিত সত্তা: প্রকৃতিত গোলাপের স্তায় মুখসৌন্দর্য লাভ করা যাইতে পারে। সাবান কোল্ডক্রিম, ক্যালিডোর মাথিয়া সৌন্দর্য লাভ করা যায় না। কেবল বিলাসিতা বাড়ে মাত্র, অপব্যয় হয়।”

আমাদের আহুয়ে, গোলাপেরা কি বলেন? জগতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সৌন্দর্য-তত্ত্ববিদ পাণ্ডিত্যগণের তো এই মত।

গাইস্‌ শিল্প।

ফেরিক অক্সাইড—১ ভাগ, কার্বনেট

অফ ম্যাগনেসিয়া—৫০ ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হইবে, কোন ধাতব দ্রব্যকে পালিশ করিবার সময় জিনিসটাকে পরিষ্কার করিয়া একটা স্ফাক্‌ডাকে ঈষৎ ভিজাইয়া এই চূর্ণে স্পর্শ করিয়া জিনিসটাতে মাখাইয়া শুষ্ক চামড়া দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই চক্‌চকে হইবে। ইহাও পেটেট করিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে।

Varnish for Labels.

লেবেলের জন্য বার্নিশ।

এই বার্নিশ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে। নানাপ্রকার লেবেল ছাপার পর সেই কাগজকে এই বার্নিশ দ্বারা বার্নিশ করিলে স্থল্লর বিলাতি লেবেলের মত হইয়া থাকে।

সাগুরাক	৪ আউন্স
রেজীন বা রজন	২ আউন্স,
কপূর	১ আ:
আলকোহল	২৪ আ:

উপরোক্ত দ্রব্য গুলিকে চূর্ণ করিয়া আলকোহল বা সুরাসারে ফেলিয়া দিলেই গলিয়া যাইবে। ২ দিন এইরূপে রাখিয়া তাহার পর কোমল তুলি দ্বারা লেবেলে লাগাইতে হইবে। ধূলা না লাগে, সাবধানে শুষ্ক করিতে হইবে।

নানাকথা।

সার্কজনীন শিক্ষার প্রসার।—মাজাজের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকল্পে ভারত গবর্ণমেন্ট ২৫ হাজার টাকা সাহায্য প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

নাটক বন্ধ।—বাবু অমৃতলাল বসু প্রণীত ‘চন্দ্রশেখর’ অভিনয় দর্শন করিলে গবর্ণমেন্টের প্রতি লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিলে, এই হেতুতে গবর্ণমেন্ট ঐ নাটকের অভিনয় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

বিদেশী জিনিস বর্জন।—কলিকাতায় দেড় সহস্রাধিক মুসলমান এক সভায় সমবেত হইয়া বলিয়াছেন, তাঁহারা ইউরোপের কোন জিনিস ব্যবহার করিবেন না। সমস্ত ইয়ুরোপ ভূখণ্ড তুরস্কের মঙ্গলসাধনে যেরূপ ওদাসীভূত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার অল্প ব্যক্তিচিত্ত হইয়া তাঁহারা এইরূপ প্রতিজ্ঞার আবদ্ধ হইয়াছেন।

উকীলের সংখ্যা।—মক্কেলের অপেক্ষা উকীলের সংখ্যা এখন অনেক স্থানেই অধিক হইয়াছে; উকীলের ইহাতে কিছু অসুবিধা হউক, আর না হউক, আদালতের কর্তৃপক্ষ ইহাতে কিছু অসুবিধা মনে করেন। উকীলের সংখ্যা কমাইবার জন্য পঞ্জাব চিক-কোর্টের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি এক ইস্তাহার জারি করিয়াছেন। এই ইস্তাহারের মর্ম্ম—১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্য হইতে প্রথম ত্রিশজন ব্যতীত আর একজনকেও উকীলের খাতায় নাম লেখাইতে দেওয়া হইবে না।

হুগলী একজিবিশনে দেব চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্ত ৩৩৫ নং পো: আ: আবেদন করুন।

প্রাচীন কীর্তিরক্ষা।—গৌড়ের প্রাচীন কীর্তিসমূহ রক্ষাকল্পে বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট কর্তৃক হইয়াছেন। বাঙ্গালার গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল ঘোষণা করিয়াছেন, অতঃপর কেবল নিম্নলিখিত প্রাচীন কীর্তির কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না—(১) সাগরদীঘি গ্রামে চাঁদ সদাগরের ভিত্তি; (২) গড়মহলী নামক স্থানে কোতওয়ালি দরওয়াজা; (৩) নাজিরখানি নামক স্থানে গুণমত মসজিদ; (৪) গোমতি ফটক; (৫) লুকাচুরি ফটক; (৬) বাঙ্গালা কোট নামক স্থানে বাইগঞ্জী প্রাচীরের উত্তরাংশ, মধ্যাংশ ও মধ্যবর্তী প্রাচীর।

অভিনব আবিষ্কার।

আমেরিকার ডাক্তার এডিসন সম্প্রতি কিনোটোফন নামক এক প্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে সচল চিত্রপ্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ফনোগ্রাফের সাহায্যে কথা বলা চলিবে। অর্থাৎ যখন যে চিত্র প্রদর্শন করা হইবে, তখন সেই সকল চিত্র ঠিক জীবিত ব্যক্তির ন্যায় কথা কহিবে। কুহুরের ডাক, শিঙ্গা ও বাঁশীর শব্দ পিয়ানো প্রভৃতি বাস্তবের ধ্বনি বেশ স্বাভাবিক হইয়াছিল। এডিসনের এই নুতন আবিষ্কার জগতে নিশ্চয়ই বিস্ময়োৎপাদন করিবে সন্দেহ নাই।

নিউইয়র্কের রক ফেলার ইন্সটিটিউটের ডাক্তার এলেকিস কেরিল জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জীবনীয় ক্রিয়াকে গবেষণা করিয়া "নোবেল" পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি ইনি একটা বিড়ালের হৃদযন্ত্র, পাকস্থলী প্রভৃতি দেহ বিচ্ছিন্ন করিয়া ১৩ ঘণ্টা পর্যন্ত বিড়ালটাকে জীবিত রাখিয়াছিলেন।

সম্প্রতি আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে এক অদ্ভুত অস্ত্রচিকিৎসা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। হারি হেন্সার নামক কোন যুবকের

পাকস্থলীতে বস্ত্রা হওয়ার যুবকের পাকস্থলী বাহির করিয়া ক্রেশের আকারে উহা চিরিয়া ফেলা হয়। ডাক্তার দেখিতে পান, খাদ্য-অব্যয়র গমন পথে একটা বড় রকমের ক্রান্ত হইয়াছে। ক্রান্ত ভাল হইল, কিন্তু ক্ষীণ কমিল না। এই পথে খাদ্যদ্রব্যের গমন-গমন কষ্ট হইতে পারে মনে করিয়া অস্ত্র-চিকিৎসক উহার পার্শ্বে আর একটা ছিদ্র করিয়া উদরর অস্ত্রসমূহকে সেই ছিদ্রপথের দ্বারা সংযুক্ত করিয়া দিলেন। মিং হেন্সার ৩৩ হইয়া তাঁহান বহুবাক্যবিশিষ্ট এক আনন্দভোজ দিয়াছেন।

বণিক্য সংবাদ।—তুলার বিচি হইতে তৈল হয়। আমরা এই কথা বহুদিন হইতে শুনি:তছি, কিন্তু বোম্বাইয়ের উদ্যোগী পুরুষগণ তাহার কারখানা স্থাপন করিয়া তৈল প্রস্তুত করিতেছেন। শ্রীযুক্ত গোকুলদাস পারেশ্ব, মিং কে, জে, বিলিমোরিয়া প্রভৃতি বিখ্যাত লোকেরা ২ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া লাডমারি নামক স্থানে এক কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই কারখানার মূলধন ১০ লক্ষ করার প্রস্তাব দাখিল হইয়াছে। মূলধন বৃদ্ধি করাতে লাভ বেশী হইবে। বোম্বাইয়ের লোকত আর বচনবিশিষ্ট বাঙ্গালী নয়—তাহারা কাজ করিতে চায়।

মাদ্রাজের অন্তর্গত সালেম জেলার ম্যাগনেসাইটের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট অপেক্ষাও ভাল সিমেন্ট প্রস্তুত হইতে পারে। খনি হইতে প্রতি মাসে ৭০ হাজার মণ ম্যাগনেসাইট উৎপন্ন হয়। জার্মেনেরা ইহা ক্রয় করিয়া ইল্যাণ্ডে প্রেরণ করে, তথায় তাহা গুঁড়া করিয়া নানা স্থানে চালান দেওয়া হইয়া থাকে।

আর্জেন্টাইন দেশে এবার অতি বেশী ভূটা জন্মিয়াছে। তাহা বিদেশে প্রেরণ করিতে থলিয়ার প্রয়োজন হওয়াতে, উত্তি হইতে তাহা আমদানি করা হইতেছে। সুতরাং উত্তির চট-নিখাতাগণ দিন রাত্রি পরিশ্রম করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চটের ব্যবসায়ী গণও প্রতি সপ্তাহে ৩০ হাজার টাকা লাভ করিতেছে।

পাটের থলিয়া—বিলাতের উত্তি সহরের পাটকলের মালিকেরা এবার দক্ষিণ আমেরিকা হইতে অমুমান ত্রিশ লক্ষ টাকা মূল্যের পাটের থলিয়ার কন্ট্রাই পাইয়াছেন। এক সপ্তাহে এত অধিক টাকার কন্ট্রাই এ পর্যন্ত আর কখনও তাঁহাদের ভাগ্যে জুটে নাই। এবার জুটিয়াছে বটে; কিন্তু তাহা তাঁহারা ভোগ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। বিলাতের 'টাইমস' বলেন,—ভারতের কোন কোন কলের অধিকারীকেও এই কন্ট্রাইয়ের ভাগ দেওয়া যাইবে। কারণ, এত থলিয়া তৈয়ারি করিয়া দেওয়া উত্তির কলওয়ালাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কথাটা যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও আপাততঃ শুনিয়া সুখী।

আবগারীর আয়।—বিহার এবং উড়িষ্যা গবর্ণমেন্টের অধীন কতিপয় জেলা গবর্ণমেন্টের আর্থিক প্রভৃতি আবগারী আয়ের জন্ত বিখ্যাত। এই জেলা কয়টি হইতেই গবর্ণমেন্টের বার্ষিক ৬৭ সাতষটি লক্ষ টাকা আয় হইত। গত বৎসর এই কয়টি জেলার আবগারী আয় বিলক্ষণ বাড়িয়া গিয়াছে। সাতষটি লক্ষ হইতে একেবারে ৯৯ নিগুনকই লক্ষ টাকা! গ্রামে গ্রামে গুলির আড্ডা, আফিং খোরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। মেসাতেই যে দেশটার আয়ও সর্বনাশ হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

Health and Hygiene.

—:—

এলুমিনিয়াম ধাতু—১৯০৫ সালে উক্ত ধাতুর এরোজেনীয়তা কেবল মাত্র মোটর কারের বাহন্য বশতঃই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে অথবা এরোজনমত উক্ত ধাতু বা পাওয়ার মোটরকার কারিকরণ বাধ্য হইয়া এলুমিনিয়ামের পরিবর্তে এক প্রকার ইম্পাতের পাতলা পাত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, এই ইম্পাতের পাত বেরূপ দৃঢ়, এলুমিনিয়াম সেইরূপ দৃঢ় ব্যবহার করিতে হইলে এলুমিনিয়াম লৌহ অপেক্ষা অধিকতর ভারী হইয়া পড়ে। ১৯০৫ সাল হইতে ১৯১০ সালের মধ্যে এলুমিনিয়াম ২,০০০ টন হইতে ৩৪,০০০ টন বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং মূল্যও ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া ১৯০৫ সালে বেরূপ ছিল, ১৯১০ সালে তাহার অর্ধেক হইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি ইম্পাত ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া মোটরকারে আর এলুমিনিয়াম এরোজন হয় না, কাজেই এই ধাতু এখন তৈজসাদি ও অন্যান্য দ্রব্যে ব্যবহৃত হইতেছে। এক নূতন উপায়ে, এলুমিনিয়ামের পাত পরস্পর সংযুক্ত করিবার জন্য পৃথক “সোল্ডার” (solder) ব্যবহার না করিয়া দুইটা পাতকে গলাইয়া একেবারে একটা পাতের স্তায় করা হইতেছে। এই সমস্ত পাত হইতে নানাবিধ রাসায়নিক তৈজস বিনির্মিত হইতেছে। বিশেষতঃ গৃহস্থ-তৈজসের জন্য বর্তমান কালে এলুমিনিয়াম একটা প্রধান ধাতু হইয়া পড়িয়াছে। ইহা অতিশয় লঘু। ইহা তাম্রাদির স্তায় আদৌ বিযুক্ত নহে। ইহাতে তাম্রাদির স্তায় “ক্লসক” পড়ে না। বস্তুতঃ সাধারণ অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা ইহা অতি সহজে “অক্সিড” হয় না। অধিকন্তু অন্যান্য ধাতব

পাত্রে খাদ্যাদি রাখিলে খাদ্যের বর্ণ বেরূপ পরিবর্তিত হইয়া সেই ধাতুর খাদ্যাত্মিক একটা বর্ণে পরিণত হয়, এলুমিনিয়ামে সেরূপ হয় না। মজ চোলাইএর কারখানার, পদার্থ “গোজাইরা” কেলিবার কারখানার ও অন্যান্য অনেক কারখানার আজকাল এলুমিনিয়ামের প্রচলন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এলুমিনিয়াম পাক-স্থলীর আদৌ অপকারী নহে।

এলুমিনিয়াম ধাতু-পাত্রে

অপকারিতা। কলিকাতাবাসী ভিন্ন

ভারতের নানাস্থানের লোকগণ ইদানীং চলিত এলুমিনিয়াম নামক ধাতু-নির্মিত পাত্র সকল বহুলরূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি ইউরোপের স্নো নামক জনৈক প্রসিদ্ধনামা বৈজ্ঞানিক ডাক্তার বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইহার পাত্র প্রজনকার্যে ব্যবহার করিলে খাদ্য-সামগ্রী সকল বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা। আমরা অতঃপর এসম্বন্ধে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। সর্বপ্রথমে এনামেল পাত্রাদির যখন প্রচলন আরম্ভ হয়, তখন আমরা কেহই ইহার অনিষ্টকারিতা বিশেষ বুঝিতে পারি নাই, পরে এখন বুঝিয়াছি। এলুমিনিয়াম নির্মিত পাত্রাদিরও সেই দশা না ঘটিলেই মঙ্গল। বাহা হউক, আমাদের এই মহানগরে প্রসিদ্ধনামা বৈজ্ঞানিকের অভাব নাই। দয়া করিয়া কেহ একবার ইহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া আমাদেরকে জানাইলে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব এবং সাধরে তাহা পত্রস্থ করিব।

Medical Notes.

চর্মরোগে সলফারেটেড অয়েল (Sulpharated oil)।—ডাঃ Hwerre

সহোদর প্যারিসের থিরাপিউটিক সোসাইটিতে সলফারেড (গন্ধক) প্রয়োগ সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, উত্তাপ সহযোগে কাঠার অয়েলের সহিত গন্ধক মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে ইহার ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় এবং চর্মপথে শোষিত হইয়া কোন প্রকার কুফল উপস্থিত করে না। এইরূপ প্রয়োগ দ্বারা বিবিধ চর্মরোগে বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। (New York Medical Journal)

পাঁচড়া রোগের ফলপ্রসূ ব্যবস্থা-

পত্র।—মার্কস আর্টিটস নামক পণ্ডে পাঁচড়া রোগের একটা সুফলদায়ক ব্যবস্থা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল। যথা—

Re.

বেটা ক্রাকথোল ... ২০ গ্রেণ।
সলফার ... ১ ড্রাম।
বালসাম পেরু ... ১ আউন্স।
জিক অয়েটমেন্ট ... ১ আউন্স।

একত্র মিশ্রিত করিয়া মলম প্রস্তুত করত উক্ত জল দ্বারা পাঁচড়াগুলি উত্তমরূপে মৌত করিয়া এই মলম প্রয়োগ করিবে। কথিত হইয়াছে, এই মলম দ্বারা সর্কাপেক্ষা শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়।

ম্যাগ্নেসিয়াম সলফেটের সুখসেবা

প্রয়োগরূপ (Palatable Preparation of Mag. sulph)।—বিরেচনার্থ সচরাচর ম্যাগ সল্ফ প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার বিকট লবণাখাদ প্রযুক্ত অনেকে ইহা সেবন করিতে চাহেন না, পরন্তু ইহা সেবনে পেটের কামড়ানি ও বমন প্রকৃতি হইয়া থাকে। এই সকল অসুবিধা দূরী-করণার্থ সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ A. E. Halderman

বহোদর মেডিক্যাল কন্সাল্টেণ্টী পত্রে
ম্যাগেসিয়া সলকটের একটা স্বসেব্য প্রয়োগ
রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নলিখিতরূপে
ইহা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। বধা—

Re.

সলকট অব ম্যাগেসিয়া . ১ আউন্স।
লাইকর স্কাফিনকসসেটেটেড ১ ড্রাম।
অরেল এনিসি ২ কৌটা।
অরেল মেহপিপ ২ কৌটা।
জল ২ ড্রাম।

একত্র মিশ্রিত করিয়া একমাত্রা একবারে
সেব্য। নিম্নলিখিতরূপে স্কাফিনের পাচ
দ্রব (লাইকর স্কাফিন কনসেটেটেড প্রস্তুত
করিতে হয়। বধা—স্কাফিন চূর্ণ ১ আউন্স
সোডি বাই কার্ব ২ আউন্স। জল ২
আউন্স। একত্র মিশ্রিত করিয়া ফিল্টার
করিবে।

বিবেচনার্থ সলকট ম্যাগেসিয়া প্রয়োগ
করিতে হইলে উক্তরূপে প্রয়োগ করা সর্ব
বিধেই সুবিধাজনক।

**সর্বোৎকৃষ্ট সংরক্ষক-দ্রব (Pre-
serving solution)।**—কোন কোন দ্রব্যে
উদ্ভিদ বা জন্তব পদার্থ নিমজ্জিত করিয়া
রাখিলে, উহা অনেক দিন অবিকৃত অবস্থায়
থাকে, কিন্তু অনেক স্থলেই কিছু দিন পরে
ঐ সকল দ্রব্যের বর্ণ পরিবর্তন হইতে দেখা
যায়। অনেকই বোধ হয়, মেডিক্যাল
কলেজের মিউজিয়মে বা এসিয়াটিক সোসা-
ইটিয়ে মিউজিয়মে বড় বড় কাচের আঁরে
জরাজীর্ণ দ্রব্যাদির অকৃত জীবজন্তুর রূপ,
শিশু প্রকৃতি দেখিয়া থাকিবেন। এই সকল
জীবজন্তু আদি একপ্রকার দ্রব মধ্যে রাখা
হইয়া থাকে। এই সকল দ্রবে উহারা
অবিকৃত অবস্থায় থাকিলেও কিছুদিন পরে
ঐহাদের বর্ণ পরিবর্তন হইতে দেখা যায়।

সম্প্রতি বার্লিনের জুরোসজিক্যাল মিউজিয়ামের
জ্যাক Mr. Wickers chener মহোদর
একটাক্যাল ড্রাগিট নামক পত্রে একপ্রকার
দ্রবের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি
বলেন যে, এই দ্রবে, কোন উদ্ভিদ বা জন্তু
আদি নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে বহুদিনেও
তাহাদের কোন প্রকার বিকৃতি বা বর্ণ
পরিবর্তন হয় না—ঠিক আসল অবস্থায়
থাকে। নিম্নলিখিতরূপে এই দ্রব প্রস্তুত
করিতে হয় বধা—১০০ গ্রাম এলম, ২৫ গ্রাম
সোডি ক্লোরাইড, ১২ গ্রাম পটাস নাইট্রাস,
৬০ গ্রাম পটাস কার্বনেট, ১০ গ্রাম
আর্সেনিক ট্রাই অক্সাইড, এই দ্রব্য গুলি
৩০০ C. C. স্কুটিত জলে দ্রব কর, অতঃপর
এই দ্রবে ১২০০ C. C. গ্লিসেরিন এবং ৩০০
C. C. মেথিলেটেড স্পিরিট যোগ করিবে।

কাজের জিনিষ।

মুখের মেচেতা নষ্ট করিবার উপায়।—
সাসকো-কারবনেট অফ জিঙ্ক ২ ভাগ, গ্লিসেরিন
২৫ ভাগ, গোলাপজল ২৫ ভাগ, স্পিরিট
৫ ভাগ মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া
লও। পরে ঔষধটি প্রাতে, সন্ধ্যার সময়
ও শুইবার পূর্বে মুখে লাগাইলে মুখের
মেচেতা দূরীভূত হয়।

চর্ম পরিষ্কৃত করিবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।
—নিম্নলিখিত ঔষধটি যদি কোন স্থানে দস-
ডানি লাগে বা ক্ষত থাকে, সে স্থানে লাগান
একবারেই উচিত নহে। এই ঔষধ প্যারিস-
সের বাজারে “Lait antiphelique” নামে
অতি উচ্চমূল্যে বিক্রিত হইয়া থাকে। ইহার
দ্বারা ব্যবসাও চলিতে পারে। ১২ গ্রেণ
করোঁসভ সান্নিমেট, ৩ আউন্স অরেল
ক্লোরাইড ওরটারে গলাইয়া লও, পরে বিত্ত
হাইড্রোক্সাইড এক এসিড তিন ড্রাম চালিয়া

দাও। উত্তমরূপে নাড়িতে থাক। পরে
উহা এক পানে রাখিয়া দাও। বাদান
(ভিক) খেতো করিয়া একটা থলে রাখিয়া
রীতিমত মাড়িতে থাক, তাহাতে ১ আউন্স
গ্লিসেরিন চালিয়া ঐরূপে মাড়িতে থাক,
শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়া মাড়া আবস্তক,
যখন বিচলিত কাদার ভার হইয়া থাকে, তখন
তাহাতে ৫ আউন্স অরেল ক্লোরাইড ওরটার
চালিয়া দাও। এই সময়ে তরকারি ঘোরে
এবং অনেককণ ধরিয়া মাড়া আবস্তক;
এইরূপে মাড়িবার সময় কৌটা কৌটা করিয়া
হুই ড্রাম বেনজিন টিকার চালিতে থাক।
উত্তমরূপে মাড়া হইয়া গেলে তাহাতে
পূর্বোক্ত করোসিভ সান্নিমেট ইত্যাদির
সলিউশন চালিয়া দাও। পরে ইহাকে স্কুটিং
পেপার দিয়া হাঁকিয়া লও। তাহাতে আরও
অরেল ক্লোরাইড ওরটার চালিয়া এক পাইট
কর। ইহা পূর্বোক্ত উপায়ে মুখে এবং
গাত্রে লাগাইতে হইবে। গাজের যেন কোন
স্থানে আঁচড় না থাকে।

চুল উঠাইবার উপায়।—অনেক সময়
চুল উলগত হয় না, যে স্থানে চুল উলগত হইতে
পারে, কিন্তু সম্প্রতি হইতেছে না, সেই স্থানে
ইহা লাগাইলে চুল বাহির হইয়া থাকে।
এসেটিক এসিড ১ ড্রাম, কলোনস ওরটার
১ আউন্স জল মিশাইয়া ছয় আউন্স
করিয়া যে স্থানে চুল বাহির করিতে হইবে,
তথায় সর্বসময়ে লাগাইতে হইবে।

চুলীয় বা ঐরূপ দ্রব্যের ক্ষত অঙ্গ
উপাদান।—উৎকৃষ্ট কঁকর বাণী রীতিমত
পুড়াইয়া লইয়া উত্তম অবস্থাতেই জলে
ফেলিয়া ঠাণ্ডা কর। অতঃপর চালুনিতে
করিয়া হাঁকিয়া মিহি বা মোটা ধুনা ব্রেসপ
ইচ্ছা বাহির করিয়া লও। এই বাণীর ১০০
ভাগের সহিত ৭ ভাগ কিবা ৮ ভাগ পান্থরে

কুল এবং ৩ কিলো ৪ ভাগ কেওলিন মিশাইয়া থাকে। এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টার বতাইকু লাগান বাইতে পারে, ততইকুতে জল মিশাইয়া কাঁধার মত করা পরে বাথাকে অর্থাৎ করিতে হইবে, তাহাতে লাগাইয়া দাও। একবারে অনেক পরিমাণ জলে মাখা উচিত নহে, কেননা দুই এক ঘণ্টা পরে জল মিশ্রিত উক্ত পদার্থ এক দৃঢ় ও কঠিন হইয়া যায় যে, তাহা আর ব্যবহারের উপযুক্ত থাকে না। (বিজ্ঞান)

আইকগণের প্রতি নিবেদন।

১৯১৩ সালের জানুয়ারীর সংখ্যা পাইয়াও অনেকে এখনও কাজেরলোকের বার্ষিক মূল্য পাঠাইতে উদাসীন আছেন। এ বৎসরে ক্রমে ক্রমে “কাজের লোকের” কলেবর বৃদ্ধি পাইতেছে, চিত্রাদি দ্বারা অনেক বিষয় বুঝাইতে হইতেছে সুতরাং অর্থের যে নিতান্তই প্রয়োজন, ইহা আমাদের লক্ষ্যদায় পাঠকগণ যেন প্রণিধান করিয়া মণিঅর্ডার দ্বারা স্ব স্ব দেয় পাঠাইয়া চিত্রাভূষণীত করেন ইহাই সাধুদের প্রার্থনা। নচেৎ মার্চ মাসের সংখ্যা তিঃ পি তে পাঠান বাইবে, যেন গ্রহণ করিয়া উৎসাহিত করেন। কাজের লোকের আইক-

গণের অধিকাংশই লক্ষ্যান্ত রাজ্য জমীদার প্রভৃতি দেশের গণ্যমান্য বরেন্য ব্যক্তিগণ, তাঁহাদিগকে তিঃ পি পাঠাইতে লজ্জিত এবং কুণ্ঠিত হই। দয়া করিয়া মণিঅর্ডার দ্বারা দেয় মূল্যটি পাঠাইয়া দিবার আদেশ হইলে বড় সুন্দর হয়।

বশব্দ

কার্য্যাদক্ষ।

গার্হস্থ্য জাতব্য বিষয়।

পাকা ফলসার মোরস্বা।

মোরস্বার পক্ষে পাকা ফলসাই প্রশস্ত। প্রথমে গরম জলে ফলসা ফলগুলি অল্পক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হয়। পরে তাহা আধ লবণ সিদ্ধ করিয়া লওয়া আবশ্যক। সিদ্ধ হইলে আল হইতে নামাইয়া জল কেলিয়া দিয়া শীতল জলে ধুইয়া লইতে হয়।

যদি একসের ফলসার মোরস্বা করিতে হয়, তবে দুই সের চিনি লাগিয়া থাকে। চিনির একভার বন্দ রস প্রস্তুত করিয়া জলে চড়াইতে হয়। এবং উহা গরম হইলে তাহাতে ফলসা ফলগুলি দিয়া যুত্থাপে দুই একবার ফুটাইয়া নামাইয়া লইলেই মোরস্বা প্রস্তুত হইল।

আশার গৃহস্থ্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূজাবাড়ী।

আজ সপ্তমী, নীলগুহের একটি বাড়ীতে দুর্গাপূজা, বাড়ী নিমন্ত্রিত লোকে পরিপূর্ণ, অন্তরে চারিদিকেই ক্রাবন্তীর গৃহকাণ্ড হইতেছে, কোন স্থানে বজ্রালকার মতিভা ঘুবতীরা পান লাভিতেছেন, পান জালা দত্ত হটক না হটক, গরম খুব চলিতেছে। উঠান ধিয়ারা একাঙ একাঙ রোহিত মণ্ড কুটিতেছে, ও তাহার মধ্যে হুঁ একখানি জপীকৃত আইসের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতেছে। বৃদ্ধা প্রতিবাসিনী ও পুরবাসিনীরা কুটলা কুটিতেছেন, এবং “মেন বো নিজে অমন সুন্দরী, বো করেছে যেন পেঙ্গী,” ইন্দুর ছেলে চাকরী করে এক পরসা মাকে দেয় না, সব বোয়ের হাতে দেয়, “বামুনদের বিধবা মেয়েটা আজও হাতে বালা পরে রয়েছে,” ইত্যাকার আলোচনা করিতেছেন। একটি বড় রন্ধনগৃহে ব্রাহ্মণেরা রন্ধন করিতেছে, তাহার পাশে একটি ছোট রন্ধনগৃহে গৃহস্থায়ীরা বিধবা জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ আশালতা হুধ আল দিতেছে, তা প্রস্তুত করিতেছে, কাহারও কথ পুত্রের সাঙবালা তৈয়ার করিতেছে। গৃহস্থায়ীরা দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ যুত, কনিষ্ঠ তরুণ জীবিত; তরুণ এক কেটলী জল আনিয়া কহিল, “বৌদিদি হুধটা শীত নাবাও, আমার আকিসের হুটী লোক এসেছে, আমার এই জলটা এখনি গরম করে দাও” আশা সখর উত্তর হুধ-পূর্ণ কটাহ নামাইয়া কেটলী বসাইল। গৃহিণী একবার দায়ের নিকট আনিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার দেহ স্থল, বর্ণ গৌর, হাতে মোটা মোটা ভাগা, বালা, মাকে বড় বড় মুক্তার নথ, কহিলেন, “বড় বো।

সকাল থেকে এত বেলা পর্যন্ত কি করছ, আশমন হুখ আল দিতে কি দিন কাটাবে নাকি? হঠপুটে বীথীকার গৃহবাসী আসিয়া কহিলেন, “হ্যাঁগা, আজ কে কে অঞ্জলি দিবে?” গৃহিণী মাথার কাপড় ললাট পর্যন্ত নামাইয়া কহিলেন, “আজ অঞ্জলী দিতে বেলা তিনটা বাজবে, আমার শরীর ভাল নয়, আমি কাল সকাল সকাল হ’বে, কাল দিব, আজ আর পারব না। পীসিমা, কাকিমা, ও বাড়ীর দিদি, আর বড় বৌ আজ দিবে।” গৃহবাসী কহিলেন, “আমিও দিব,” বলিয়া চলিয়া গেলেন। আশা গোর বর্ণ ও কীপকারা, এত বেলা পর্যন্ত উপবাসী থাকিয়া ও অধিতাপে মুখখানি আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে, ললাট হইতে স্বেদধারা বহিতেছে, তরুণ বলিল, “মা? বৌদিদি অত বেলা পর্যন্ত থাকতে পারবেন না, একে এই আশুন তাত, কষ্ট হ’বে।” গৃহিণী বলিলেন, “তুই চুপ কর, ধর্ম্মে কষ্টে যাতে মন হয়, আমি তা’ দেখব না? ২৫।৩০ বৎসর বয়স হইল আবার কি? পূর্বজন্মের পাপের ফল নিজেও ভুগছে, আমাকেও ভোগাচ্ছে।” তরুণ কহিল, তোমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম কেবল উপাস করিবে, একখানা ভাল ধর্ম্মগ্রন্থ পড়তে দাও কি? সাধু লোকের কথা শুনে দাও কি? পূর্বজন্মের পাপের কথা যে বলছ, পূর্বজন্ম বা পাপের কে সাক্ষী আছে বল?” মা কহিলেন, “হ্যাঁ হ্যাঁ তুই ভারী পণ্ডিত হয়েছিনু?” তরুণ মুখ কিরাইয়া হাস্যমুখে কহিল, “বৌ দি!” চুপি চুপি ছোটো সন্দেশ খেয়ে অঞ্জলি দিও।” আশা মুখ নত করিয়া একটু হাসিয়া উত্তপ্ত কেটলী তাহার হাতে দিল। তরুণ লইয়া চলিয়া গেল। বাহিরের কুটনোকোটা মহিলারা কহিলেন, “তাইত, বিয়ে হ’তে না হ’তে রাক্ষসী তাঁকে খাইয়া কেলিল, একমুখে পাঁচটা ভাল কাজ না

করলে পরজন্মের উপায় কি হ’বে? আহা সে ছেলেত নয় বেন কারিক, তাই ডেবেই ত শান্তী অমন আধখানি হয়ে গেছে।” গৃহিণী বস্ত্রাকলে অশ্রুমার্জনা করিলেন।

বেলা ৪টার সময় সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া, আশা অঞ্জলী প্রভৃতি দিয়া বেখানে মেয়েরা পান সাজিতেছিলেন, তথায় গিয়া বসিল, এবং পান সাজিতে লাগিল, আশার নন্দ মেহু কহিল, “বৌদিদি! আমরা পান সাজছি, তুমি তাই উপরের ঘরের সব বিছানাগুলো করে এস, কোথায় বালিস, কোথায় বিছানা, কে কোথায় শেবে, সব ঠিক করে দিও।” আশা উঠিয়া দাঁড়াইতেই গৃহিণী আসিয়া কহিলেন, “হ্যাঁ বড় বৌ! তুমি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ? তাঁড়ার ঘর গোছ করবে কে?” আশা কহিল, “এই বিছানা ক’রে বাছি।” গৃহিণী কহিলেন, “বিছানা রাজে কোরো, এখন আমার সঙ্গে তাঁড়ার ঘরে চলো।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঘরের কথা।

আশালতা দরিদ্রা বিধবা জননীর একমাত্র কন্যা, তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহার স্বস্তর মহাশয় পুত্রের সহিত বিবাহ দেন, বিধবা জননীর যাহা কিছু ছিল, সমস্তই কন্যার বিবাহে ব্যয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে গৃহিণীর যোগ্যবোধ হয় নাই। আশা বিধবা হইবার পরে, শত্রু বা নন্দিনী-গণ অলক্ষণা বলিয়া কেহ তাহাকে দেখিতে পারিত না, স্বস্তর মহাশয় যত্ন বা অযত্ন কিছুই করিতেন না। তরুণ আশাকে যত্ন করিত, কিন্তু তাহার স্ত্রী ছোট বৌ আশাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন না। আশালতা যখন নব-বৈধবোর পর হাতের চুড়ী, গলার হার খুলিয়া খান কাপড় পরিয়াছিল, তখন তরুণ কাদিয়া বলিয়াছিল, “বৌদিদি তুমি এত শীঘ্র এ সাজ

কোয়ানো।” শান্তী বলিয়াছিলেন, “হাতে পুতনা পরে থাকলে ত আর সে কিরে আসবে না, ও না পরাই ভাল।” গৃহবাসী তাবিতা ছিলেন, পুত্রবধু বড় বৈরাগ্যের পরিচর দেয় ততই ভাল। একাদশীর দিন যখন আশা মুখাভূকার হটকট করে, তখন তরুণ অনেকবার নিজল অশ্রুস্রাব করে, “বৌদিদি! তুমি ঠাকুরের প্রসাদী কলকল ও গলাজল খাও, বা পাগ হয়, তা আমার হ’বে।”

আশার জননী কন্যার পীড়নের কথা সমস্তই শুনিডেন, কিন্তু নিজা বর্তমানে জামাতজ্ঞ বিরাগে কন্যার অতুল বিষয়ের উত্তরাধীকারিত্ব গিয়াছিল, তথাপি যদি মন যোগাইয়া চলিলে, কিছু মুক্তকালে দিয়া বান, এরূপ আশাও রাখিয়া ছিলেন, তাহা ব্যতীত তাঁহার পাইতে দিবারও সংহান ছিল না।

তরুণের বিবাহ হইলে যখন গৃহিণী আশার সমস্ত গহনা পত্রাদি লইয়া ছোট বৌকে দিলেন, তখন তরুণ অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন, সে আপত্তি টিকে নাই। তাহা ব্যতীত “বড় বৌ তোমার বেঙনী বেণারসী খানা তোমার আর কি হ’বে ছোট বৌকে দাও না” বড় বৌ তোমার ভেলভেটের জামাটা তুমিত আর পরবে না, ছোট বৌ কে দাও না।” করিয়া তাহার বস্ত্র অলঙ্কার, খেলনা পত্র সমস্তই লইয়া ছিলেন। আশা অনবরত খাটিয়া, সকলের মন যোগাইয়া কিছুতেই পার পাইত না, গৃহের সকল ভারই আশার উপর, গৃহিণী নিয়মিত স্নানাহার করিতেন ও প্রারম্ভ শয়ন করিয়া থাকিতেন—বলিতেন, “পুত্রের মুক্ত্যে আমার দেহ এককালে শক্তিহীন হইয়াছে।” আশা সারাদিন না খাইলেও খাইল কি না দেখিতে কেহ নাই।

হগনী একজিবিধনে খেঁর চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত। এজেলীর অঙ্ক ৩০৫ নং পোঃ আঃ আবেদন করুন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আরতি দেখা।

স্বর্গের প্রত্যক্ষমণ্ডিত কালকারার দলানে
দুর্গার আরতি হইতেছে, দেওয়ালের গায়ে
নানাবিধ ছবি, উপরে বাঁধা ফুলিতেছে,
ধামের গায়ে জয়মন্তিত বেসরী নিশান
উড়িতেছে, উঠানে বাতকবেরা বাত
বাজাইতেছে, বাটী লোকে পরিপূর্ণ, দলানে
জন্মের দিকে জীলোকেরা ও তাহার বিপরীত
দিকে পুঙ্খবেরা দাঁড়াইয়া আরতি দেখিতেছেন,
আশা ছোটবোরের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,
সকল জীলোকেরাই মূল্যবান বা নববস্ত্রে
সজ্জিয়া, অলঙ্কার পরিয়া বেশবিক্রাস করিয়া
আসিয়াছে, ছোটবোরের গলার আশার মুক্তার
সাজনয়, ও আশার পুষ্পহার, হাতে আশার
বালা, চুড়ি, ব্রেসলেট, কর্ণে আশার বামীর
প্রদত্ত মণিময় কর্ণাভরণ, ঐ ইলুমি হুঁটি
দেখিলেই আশার মৃতপতিকে মনে পড়ে,
নিজের পরস্য জমাইয়া ঐ অলঙ্কার কিনিয়া,
তিনি যখন তাহাকে সহজে পরাইয়া
দিয়াছিলেন, সেই দীপালোকিত কক্ষ, নিম্নতর
রাতি, বামীর সেই সহস্র মুখমণ্ডল মনে
করিয়া সে অশ্রুসংবরণ করিতে পারে না।
তিনি একদিন ছুটি হুঁইফুল আশার মাথার
সামনে দিয়া দিয়াছিলেন, অভাগিনী মৃতপতির
প্রেমচিহ্ন সেই বিবর্ণ ফুলিকাগুলি, কাগজে মুড়িয়া
কোহিমুর অপেক্ষাও মূল্যবান ভাবিয়া সমস্ত
রাখিয়া দিয়াছে। আশা চতুর্দিকের বৃদ্ধিগের
সহস্রমুখ দেখিয়া, নীরবে আপন হৃৎগায়ের
বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল, তাহার কপোল
বহিরা মুক্ত অশ্রুপ্রবাহ অবিরত বহিতে
লাগিল। বাটীতে অপর কেহ বিধবা নাই,
তাহার আহ্বানের কোন ব্যবস্থাও হয় নাই, সে
হুঁটি সন্দেশ খাইয়া সমস্ত দিন কাটাইয়াছে,
তাহার উপর অবিরত পরিশ্রম। এক্ষণে মনের
এই অবস্থার সে যেন সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতে
লাগিল, আরতি দেখিতে আর তাহার মন

ছিল না, আপন হৃৎখে দাঁড়াইয়া কাদিতে
লগিল।

গৃহিনীর ভ্রাতৃপুত্র বীরেন্দ্র সতীক নির্মমিত
হইয়া আসিয়াছিলেন, বীরেন্দ্র অশিক্ষিত এবং
সচ্চরিত্র যুবক, দেখতে সুপুরুষ। বীরেন্দ্র
একদায়ে দাঁড়াইয়া আরতি দেখিতেছিলেন,
হঠাৎ তাহার দৃষ্টি আশার প্রতি পড়িল,
আশার অবিরত নয়নধারা দেখিয়া, তিনি
মনে বড় ব্যথা পাইলেন, এই অভাগিনীর প্রতি
সকলে যেরূপ কুব্যবহার করে, তাহা দেখিয়া
অন্তরে ব্যথা পাইলেন, এক্ষণে এই শাস্ত
সহিষ্ণু বিধবার সোদন দেখিয়া তাহার মনে
হুঁইফুলটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, তিনি আরতি
দেখা ভুলিয়া অন্তমনে আশার প্রতি চাহিয়া
নীরবে তাহার হৃৎখ ভাবিতে লাগিলেন।
বাটীর হ্রস্বস্পর্শীর অপর একটি যুবক প্রমথ
দাঁড়াইয়া, এই যুবক যুবতীর সোদন দেখিতে
ছিল, আরতি শেষে সকলে প্রণাম করিল,
আশা ও করিল, কিন্তু বীরেন্দ্র প্রণাম করিতে
ভুলিয়া গেলেন, প্রমথ প্রণাম করিয়া
বীরেন্দ্রকে একটু ধাক্কা দিয়া কহিলেন, “কি
হে, মাকে প্রণামটাও করবে না?” বীরেন্দ্র
চমকিয়া প্রণাম করিলেন।

পরদিন বেলা ছুটার সময় মেরেরা খাইতে
বসিয়াছে, আশা ছারারের নিকট বসিয়া
কলাপাতা কাটিতেছে, বীরেন্দ্র বলিলেন,
“বৌদিদি! সকলে খেতে বসেছেন, আপনি
খাবেন না?” গৃহিনী বলিলেন, “সমস্ত
মাছের রাস্তে ওর আর ভাত রান্না হয় নাই,
ও জল টল খেয়ে থাকবে এখন।” বীরেন্দ্র
বলিলেন, “সেকি নীসিমা! বৌদিদি এই
কয়দিন না খেয়ে কি করে থাকবেন? উনি
কেন নিজের ভাত নিজে রেখে নিন না!”
গৃহিনী বলিলেন, “ও আবার নিজের রাঁধতে
গেলে এদিকে করে কে? চার দিন ভাত
না খেলে কি আর মাছ মনে যার, তা’তে
আবার ওদের মৃত্যু নাই।”

বীরেন্দ্র একটু বিষন্ন হইল, প্রমথ দাঁড়াইয়া-
ছিল একটু মুচকিয়া হাসিল।

আশা একে কীণকারী, তাহাতে সমস্ত
দিন অবিরত পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যাকালে
একেবারে নিশ্চীর্ণ হইয়া পড়িল; সে পুঁহে
আসিয়া অঞ্চল বিছাইয়া ভূমিতে শুইয়া পড়িল,
গৃহিনী আসিয়া কহিলেন, “ও মা! বৌ এর
মধ্যে ও’ল যে? গেরস্ত ঘরের বৌ, একদিন
একটু খাটতে হ’লেই মুড়িল, বাপের বাড়ীতে
ক’টা দাসদাসী ছিল, জানি না।” সেহু
কহিল, “বৌ দিদি! আমার ছেলেরা
কাদছে, এদের খাইয়ে ঘুম পাড়াও দেখি।”
আশা উঠিয়া শিশুদের লইয়া বাহিরে গেল,
বাহিরে ছোটবৌ দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে
কহিল, “তাই! এই ছেলেরা খাবার এনে
দিজি, খাইয়ে নাও না, আমার কেমন অস্থখ
করছে!” ছোটবৌ কহিল, “সমস্ত দিন
গোলমালে আমার বা মাথা ধরেছে, সে
বলবার নয়, কি করে ছেলেরা খাওয়াই?”
আশা অগত্যা চলিল, বীরেন্দ্র সমস্তই দেখিতে
ছিলেন, তিনি আশাকে বলিলেন, “বৌদিদি!
আপনার কি অস্থখ করছে?” আশা বলিল,
“মাথা কেমন করছে, শরীর কেমন করছে।”
বীরেন্দ্র করুণভাবে বলিলেন, “ভাল ঠাণ্ডা
তেল মাথার দিবে মাথাটা ধুয়ে ফেলুন, আর
একটু বিশ্রাম করতে পারলে ভাল হইত।
আমাদের বাড়ীতে দিন কতক যাবেন বৌ-
দিদি? আপনার এখানে বড় কষ্ট হয়, আমি
দেখতে পাচ্ছি।” এই স্নেহবাক্যে আশার
নয়ন দিয়া ঝরঝরিয়া জল পড়িতে লাগিল,
সে চলিয়া গেল। প্রমথ কাল হইতে,
বীরেনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছে, সে নিকটে
আসিয়া বলিল, “আজ কাল বৌদিদির জন্ত
ভাব্যার তবু একটা লোক হ’য়েছে।”
বীরেন্দ্র বলিলেন, “ব্যতিক্রম বৌদিদির জন্ত
আমার বড় ভাবনা হয়।” প্রমথ কহিল,
“তা’র আর আশ্চর্য্য কি?” বলিয়া একটু
বিদ্রুপের হাসি হাসিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পবিত্রতার কলঙ্কনাম।

পরদিন সকল কথাটা মানান্সপে প্রচারিত হইল, খড়ের চণ্ডিমণ্ডপে অনিচ্ছিত, নিষ্কর্ষা ভদ্রবংশীয়, সুবকল এ কথার আলোচনা করিতেছিল, কেহ বলিল, “বীরেন বোয়ের চোখ মুছাইয়া দিয়াছে, এমন দেখিয়াছে।” কেহ বলিল, “বীরেন বোয়ের মাথার নিজের হাতে ভাল তেল মাখাইয়া দিতেছে, অনেকে দেখিয়াছে।” কেহ বলিল, “বীরেন আর বো রাজিকালে পুকুরধারে হাতধরাধরি করিয়া কাঁদিতেছে, আমি বচকে দেখিয়াছি।”

দাশীদল কাজকর্ম সারিয়া স্তম্ভিত বুদ্ধী ও মিষ্টার লইয়া রোয়ে পা চড়াইয়া বলিয়া বাইতে বাইতে আশার কথা আলোচনা করিতেছিল, একজন বলিল, “বীরেনজীমার বৌদিদিকে এবার বাড়ী নিয়ে যাবেন।” অপর কহিল, “বৌদিদির নামে একখানা বাকী লিখে দিবেছেন, আর নিজে গিয়ে একবার গহনা দেখেন বলেছেন, আমি নিজের কানে ওনেছি।” অপর কহিল, “বৌদিদিকে অত খাটান বলে, বীরেনবাবু গির্নামার সঙ্গে মহা কগড়া করেছেন।”

বুড়ীমহলে বখার নামাধি কেশবদন বা বৈষ্ণবচন্দ্রা হইতেছিল, বরষার কুতলীন, জবাকুজব, পয়েটস, কাটা, জরী, ফিডা, সোনার চিকনী, মূল, প্রজাপতি, জমা রহিয়াছে; ২০ খানা আর্শি ও ২৫ খানা চিকনী নীরবে কাঁধা করিতেছিল; একখটা জল ও দশখানি তোরালে কেশ ধারিণীর অবস্থা কেশের বাখাতা সম্পাদন করাইতেছিল, “বৌদি রাজে রাজে মাথার পয়েটস মাখে, আমি সকালে কতদিন পক্ষ পেয়েছি।” শোভা বলিতেছিল, “বীরেনবাবু এইবার নাকি বৌদিদিকে নিয়ে গিয়ে সাধেববাড়ী থেকে চুল ছাটিয়ে দিবেন।” চাক বলিল, ওনুহি নাকি, বীরেন বাবু বৌদিদিকে বিধবা নিয়ে করবেন।”

বুড়ীমহলে বখার হাতের হরিনামের মালা হাতের মধ্যে জড়ভাবে ধৌড়ানোড়ী করিতেছিল, তখারও মালাধারিণীর রসনা, বীরেন ও আশার আলোচনা করিয়া স্বপ্নের পথ পরিষ্কার করিতেছিল; একজন বলিলেন, “ঐ ভক্ত না তরুনের মা বোটাকে দেখতে পারে না; ও চিরকাল অমনি।” অতঃ কহিলেন, “বোটা হুকিরে হুকিরে বোধ হয় মাছও খায়। ও বোয়ের কত কাণ্ড আমি দেখিছি, আমি কথার থাকি নি, না হ’লে লোকে তনুতে পেত।”

অভাগিনী আশালতা কাদিয়া চক্ষু ফুলাইল, নির্মল পবিত্র চরিত্রে একি অস্তার সোবারোপ! রটনাকারীরা জানে না, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কার্যের পিটার সেই রাজাবিরাজের নিকট নিশ্চরই হইবে। গৃহিণী বীরেনের অসাক্ষাতে আশাকে অজ্ঞত ভিতরকার করিতেছেন। তরুণ লোকের অবিচারে মর্দ্যাহত হইয়া সুখখানি হলিল করিয়া আছে। বীরেনজীমার লোকের ব্যবহার দেখিয়া আশাও মর্দ্যাহত!

দশবীর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া বীরেনজীমাকে কহিলেন, “তোমার জিনিস পত্র গুছাইয়া লও, অমুই বাড়ী বাইব।” বালিকা মাঝের নাকের নোলক ফুলাইয়া কহিল, “দিদিকে ছেড়ে যেতে পারবো?” বীরেনজীমাকে আরক্তিম মুখে বলিয়া উঠিলেন, “খবরদার! ঐ নীচ কথার রসনা কলুষিত করিও না, বৌদিদি আমার মা!” বালিকা কণেক তন্ত্বিত থাকিয়া বলিল, “আমার মাপ কর, অত না বুঝে বলেছি।” বীরেনজীমাই বিদ্রুপ অশ্রু মুছিয়া বলিল, “তুমি ছেলেমানুষ, তোমার দোষ কি? আমি কা’র মুখে হাত চাপা দিব। অভাগিনী বৌদিদির কতই আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শেষ।

একাদশীর দিন সন্ধ্যাবেলা আশালতা কর্ণাদি সারিরা, পুকুরশীতে গাভবোত করিতে বাইতেছে। কুবকেরা গর লইয়া চলিয়াছে, নীচবংশীয়েরা সমস্ত দিন শ্রমের পরে ঘরীক কলেবরে গৃহে আসিতেছে, পক্ষীসকল ফুলার কিরিতেছে, অন্তর্গামী সূর্যের হেয়কিরণ তরুণিরে খেলা করিতেছে, আকাশের এক কোনে একখণ্ড সিন্দূরবর্ণ মেঘ করিয়াছে, পুকুরশীত ওপারে বহুদূর প্রসারিত ময়দান; তাহার বহুব্রের তাল খড়ের বৃক্ষাদি দৃশ্যবস্তুত: সূর্য দেখাইতেছে। আশা অজ্ঞমনে একই পদ করিয়া সোপানে নামিতে লাগিল, মরম দিয়া বিদ্রুপ জল পড়িয়া বারিরাশিতে মিলিতোহ, মিথবার প্রতি অক্ষবিশু ও দীর্ঘবাসের অন্তরাধে যে কত বেদনা সূচারিত থাকে, কে লক্ষ্যহীনভাবে তাহার তব মাখে? আশার নয়ন হুটী উপরের মোহিত মেঘে নিবন্ধ, বহুদিন গত রূপস্বরের মেহমতিত সুখছবি স্মরণ করিয়া আশা কাঁদিতেছে, এই কঠোর সংসারের প্রত্যেক খাত প্রতিখাতে কি সে ভীতাকৈ স্মরণ করে নাই? ঐ মেঘের পাতেরই কি তিনি আছেন? তবে বাইনা কেন? এই আসার যেহকে এই কলের নীচে রাখিয়া, ঐ মেঘের পাতের, সেই শান্তির ক্রোড়ে বাইনা কেন? আশা অজ্ঞমনে একই সোপানে নামিল, তাহার চিবুক পর্যন্ত জল উঠিল, সহসা কয়েকটা বুদুৎ উঠিল, পরক্ষণেই জল ওপারে ওপারে তরঙ্গারিত হইতে লাগিল, আশার মোহন সুখছবি আর জলের উপর ভাসিয়া নাই।

বাটির লোকে অনেক খুঁজিয়া আশাকে জল হইতে তুলিল ও বাসের উপর মাদ্রব বিছাইয়া তাহাকে শয়ন করাইল, ওচৈতন্য সম্পাদনে বস্ত্র করিতে লাগিল। আকাশে চান উঠিয়াছিল, মধুর হিমালী জলহলে পড়িয়া

অসুখ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিতেছিল, আমার মুখিত নয়ন স্নানোহর সুখের উপর পড়িয়াছিল; হৃদের কোন স্পর্শহীন বোধ হয় কোন কক্ষক বাণীরবে পানী সুখিত করিতেছিল, বসন্তুলের গন্ধে স্থানটী আমোদিত।

গৃহিণী বলিতেছিলেন, "তোমার কি মরণ আছে, মনুবি? এখনি আমার কোঁড় ফুড়ে উঠবি এখন! ধীরেন চলে গেছে বলে বুঝি সেই খেঁচে প্রাণ বার করা? তা' হোক না, আমি ও ত তা হ'লে বাঁচি। রকমে রকমে চণাটলি, যদি বাঁচি ত এখানে আর রাখব না, আর বাড়ী নিয়ে যাব না। এইখান থেকেই পাকী করে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে তবে যাবে বাব।"

কিন্তু আমার মৃত্যু হইল না, উপভাস জগতে মৃত্যু বত সুলভ, জীবজগতে মৃত্যু তত সুলভ নহে, এখানে মৃত্যু তত সুলভ নহে, পুত্রহারা জননীর ইচ্ছার, পতিহারা পুত্রীর ইচ্ছার, নারিষ্ট সীড়িত হৃদয়ের উজ্জ্বল মৃত্যু আসে না, আমার অসময়ে বিনা আহ্বানে আসিয়া, যুবক যুৱতীর সুখের সংসার ছাড়বার করে, বংশের দ্বলাল মাতার নয়নের মণিকে হরণ করিয়া গর। আমার এখন মৃত্যু হইলে আর অগ্ন্যভাবে তাহাকে কাঁধিতে হইত না, তাহার জননীকে কাঁদাইতে হইত না, কিন্তু তাহার মৃত্যু হইল না, সহসা আশা চকু মেলিল। তরুণ কাঁদিয়া বলিল, "মৌদিরি! কাল আসি তোমাকে তোমার মা'র কাছে রেখে আসব। আমি এখন স্বাধীন হ'ব, তোমাকে মাসে মাসে খরচ দিব, তুমি সেই খানেই থেকো।"

পরদিন আশা শিবিকার উঠিয়া দরিত্র জননীর পাশ্বে ক্রোড়ে আস্র লইতে গেল। সে প্রাণে পদার্থ করিতেই মা দেখিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "আশা! আমি নিজে মা খেয়ে তেলকে খাওয়া'ব, তুমি এই খানেই থাকো!" সমাপ্ত।

শ্রীহেমলিনী মিত্র।

পরিভ্রমণ পদার্থ।

ভারতবর্ষে যেকোন জিনিসের অপরূপ হয়, পৃথিবীর আর কোনও উন্নত দেশে বোধ হয় সেদৃশ হয় না। ইহার কারণ প্রথমতঃ অজ্ঞানতা ও শিক্ষাহীনতা, এবং দ্বিতীয়তঃ জাতি বিচার। দৃষ্টান্তরূপে বলা বাইতে পারে যে, আজ কত শতাব্দী ধরিয়া মৃত পণ্ডিত হাড়গুলি মাঠে পড়িয়া নষ্ট হইয়া বাইতেছে। ইহার ব্যবসারে যে লাভ হইতে পারে, তাহা কাহারও মনে আসে নাই। এই হাড় হইতে যে উৎকৃষ্ট সার ও গৃহস্থালীর কত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, এ দেশের লোকে তাহা জানিত না। ইংরাজগণ আজ যে ১৫০ বৎসর এই দেশ অধিকার করিয়াছেন, তাহার প্রথমতঃ হাড়ের গুণ বুঝিতে পারেন নাই। ২০ বৎসর হইল, ভারত প্রবাসী ইংরাজগণ হাড়ের গুণ বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহার বহন দেখিলেন যে, বিদেশে বহু পরিমাণে এই হাড় রপ্তানি হইতেছে এবং ইহার অনেক ক্ষেত্র আছে, তখনই ইহার মূল্য বৃদ্ধিতে সমর্থ হইলেন। হাড় ভাঙা করিবার জন্য ভারতবর্ষে দুইটি কি একটা কারখানা হইয়াছিল। কিন্তু এই ভাঙা হাড়ও ভারতে বিক্রয় হইল না, বহু পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইতে লাগিল। ইহার কারণ জাতি বিচার। বোধ হয় এইজন্যই বোতাম বা ছুরির বাঁট তৈয়ারী করিতে হাড় ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও আজ বিলাত হইতে আমদানি হাড়ের বাঁটের ছুরি বা হাড়ের বোতাম বিনা আপত্তিতে ব্যবহার করিতেছেন। ইহা হস্তকর বিষয় বটে।

ভারতে খুব ভুট্টা হয়। তাহার শত বাহির করিয়া লইয়া শীত কেলিয়া দেওয়া হয়। ইহা আর একটি অপব্যয়। ভারতে ভুট্টার চাব জাতি বিহীন। করণ রাজা সমুদ্রে প্রায় ৬০

লক্ষ বিঘা জমিতে ৩ ইংরেজাবীন ভারত ১

কোটি ৮১ লক্ষ বিঘা জমিতে ইহার চাব হয়। এই হিসাব হইতে কত পরিমাণ ভুট্টার শীত প্রতি বৎসর নষ্ট হয়, তাহা হিসাব করিয়া দেখিবার বিষয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইয়ুরোপে এই পরিভ্রমণ শীত হইতে গবাদির খাদ্য প্রস্তুত হয়। বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাতে পণ্ডিত বাতের উপযুক্ত জিনিষ প্রচুর পরিমাণে আছে। এগুলিকে প্রথমে গিঁড়িয়া ফেলিয়া তাহার সঠিত স্বাস্থ্য মূল্যের শত মিশাইয়া দিলে, অতি মূল্যবান খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়। কখনোই ভুট্টার শীত হইতে আর মূল্যের স্পিরিট প্রস্তুত হয়। ইহা হইতে বাহারী গবাদির খাদ্য প্রস্তুত করিতেছে, তাহার খুব মনশাশী হইতেছে। আফ্রিকার অন্তর্গত মোজেম্বিকা নামক স্থানে এইরূপ এক পদার্থ হইতে এলকহল প্রস্তুত করিবার জন্য লগুনে এক কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। তাহার বলেন যে, ইহা হইতে যে স্পিরিট প্রস্তুত হইবে, তাহার প্রতি গ্যালন আট আনা মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবেন, এবং মোটরকার প্রকৃতিতে পেট্রলের পরিবর্তে ইহা ব্যবহার করিতে পারা যাইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, পেট্রল অপেক্ষা ইহার মূল্য সস্তা হইবে। মোটরকার পেট্রলের খরচই সর্বাপেক্ষা বেশী। ভারতে শিল্পের আদর থাকিলে, এই ভুট্টার শীত হইতে স্পিরিট প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আরোজন হইতে পারিত।

বর্তমানে ছোলায় গাছ ও তাহার পাতা সবই কেলিয়া দেওয়া হয়; এমন কি ছোলায় খোসা পর্যন্তও কেলা যায়। ইহার সবই গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার পাতা ও ডালে অনেক পরিমাণ নাইট্রোজেন আছে; এবং পত ও ডালের পক্ষে নাইট্রোজেন, খাতের সর্বাপেক্ষা প্রধান জিনিষ। নানাপ্রকার ডাল ও তিল গাছ হইতে ডাল ও তিল বাহির করিয়া লইয়া, আমাদের দেশে তাহার ডালপালা হয় কেলিয়া

যে, অথবা তাহা দ্বারা রক্ষণ কার্য নিব্বাহ করা হয়। ইহাও আর একপ্রকার অপব্যয়। ইহার সকলগুলি হইতেই গরাক্ষির উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। এইগুলি যদি ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে অতিবৃষ্টি বা অল্পবৃষ্টির সময় পশুগণের খাদ্যের অভাব হ্রাস পাইতে হয় না।

কাগজ বা পিচবোর্ড প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে, এরূপ অনেক জিনিষ বর্তমানে নষ্ট হইতেছে। কাগজের কলগুলিগণ তাহার কোন খবরই জানেন না; তাহার কাগজ প্রস্তুত করিতে এক সাবাই বাস ও পাটের পরিভ্যক্ত অংশ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ১৯১০-১১ সালে ভারতে যে ৮০ লক্ষ বিঘা জমিতে ভিসি রোপিত হইয়াছিল, তাহার শিকড় ও বৃক্ষ লকল কোথায় গেল? ভিসি বাহির করিয়া লইবার পর তাহার গাছ হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। ১৯১০-১১ সালে সমগ্র ভারতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ বিঘা জমিতে তিল রোপিত হইয়াছিল, তিলের গাছ হইতে বেশ কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। ভারতের নানা স্থানে এইরূপ কত জিনিষ যে নষ্ট হইতেছে, তাহা রক্ষণ করা নাই; এইগুলি হইতে কতপ্রকারের লাভজনক ব্যবসা হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। (সজীঃ)

পশ্চাত্য জাতির বিবিধ জীবনোপায় পন্থা।

ছবি মেরামত—অনেকে অরেল-পেণ্টিং ছবি মেরামত করিয়া জীবিকা উপার্জন করিয়া বেড়ায়। বেশ ভাল একটা গোল আলুকে বিখণ্ড করিয়া, আগে অরেল পেণ্টিং ছবিখানির সমস্ত ময়লা কাড়িয়া এই এক খণ্ড আলু দ্বারা ছবিখানির উপর হইতে নির-

মিকে পোলাকারে সার্কিং করিয়া যুদ্ধ বর্ষণ করিতে থাকে, সমস্ত ময়লা উঠিয়া গিয়া নুতনের মত হইয়া যায়। ছবির আঁকার বুদ্ধিমা ও শিল্পি হইতে, তদুৎকৃষ্ট চাক্ষু করিয়া সুখে বিনাতিপাত করে।

ফটোগ্রাফ টাচিং—বহু নরনারী ফটোগ্রাফ টাচ করিয়া জীবনাতিপাত করে। ফটোগ্রাফ তোলা হইলে টাচিং পেনসিল দিয়া ইহার কেবল ফটোগ্রাফারদের দোকানে এই কাজ অবসর সময়ে করিয়া বেশ উপার্জন করিয়া থাকে।

পুরাতন পুস্তক ক্রয় বিক্রয়—বহু নরনারী বিশ্রাম সময়ে পুরাতন পুস্তক ক্রয় বিক্রয় করিয়া দৈনিক আয় বৃদ্ধি করে। ইহার বসিয়া থাকিয়া অমূল্য সময় নষ্ট করে না।

গ্রাকোলজী বা হস্তাক্ষর দেখিয়া চরিত্র পাঠ—এই এক অদ্ভুত কাজ অনেক নরনারী করিয়া জীবিকা উপার্জন করে। লোকে ইহাদের নিকট হাতের লেখা পাঠাইয়া দেয়, ইহার সেই লেখা দেখিয়া চরিত্র স্বাস্থ্য প্রভৃতি বলিয়া দেয়। এ সম্বন্ধে ভাল ভাল পুস্তক আছে, ইহার তাহা পড়িয়া শিক্ষালাভ করে, এদেশেও বই পাওয়া যায়। কিন্তু পড়ে কে?

লেটার বাক্স সরবরাহ। পিয়ন ডাক বিলি করিতে যাওয়া দ্বারা দাঁড়াইয়া থাকে। কতকগুলি বিলাতি লোকের কাজ তাহার। ঘরে ছোট বড় নানা রকমের লেটার বাক্স প্রস্তুত করিয়া ঘরে ঘরে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়।

প্রস্তুত দ্রব্য গৃহস্থানে পাইলে সকলেই ক্রয় করে। এদেশের কি সে অভাব নাই। বিলাতের লোক আবস্তকের সৃষ্টি করিয়া কেনা বেচা করিয়া বেড়ায়। এদেশে যে অলস।

থিয়েটারের টিকিট বিক্রী—বিলাতের বহু নরনারী এই কাজ করিয়া জীবিকা উপার্জন করিয়া বেড়ায়। ইহার টিকিট থিয়েটার হইতে লইয়া বাড়ী বাড়ী বিক্রয় করে এবং কমিশন পায়। বিলাতের থিয়েটারে অসম্ভব ভীড় হয়, লোকে ঘরে বসিয়া টিকিট পাইলে তৎক্ষণাৎ ক্রয় করে। এদেশেও কি চলে না? কিন্তু কেবল হাত টানের ভয়ে থিয়েটারের ম্যানেজার কাছাকাড়ি বিশ্বাস করিতে চায় না।

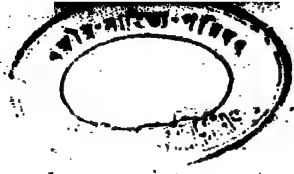
খপরের কাগজ এবং মাসিক পত্রের গ্রাহক সংগ্রহ—এই কাজটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক লোকেই করে। বিশ্রাম সময়ে অনেক মাসিক পত্রের নমুনা লইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইয়া গ্রাহক করে, কমিশন পায়।

কলি করা—ভাল হাতের লেখা হইলে কতক লোক বিশ্রাম সময়ে লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া, আদালতের কাগজ, দরখাস্ত নকল করিয়া বেড়ায়, বিশ্রাম সময়টার বেশ দুপুর সা উপার্জন হয়।

আর এদেশে বিশ্রাম সময়ে গাল গল্প, তাস পাশা, আলবালা তামাকের ব্যবস্থা! তা যার অবস্থা ভাল সেও করে; যার অতি দৈন্য দশা, সেই তাই করে। অর্থ উপার্জন না করিলে যে অবস্থার পরিবর্তন হয় না, বিলাতের লোকে সেটা বোঝে, তাই একতিল সময় নষ্ট করা তাহার পাপ মনে করে। বিলাতি লোকের ঐরূপ অসংখ্য উপায় দেখাইব। শুদ্ধ পড়িয়া যাইবেন না—একটু ভাবিবেন।

কতজন ১০০০ টাকা এবং তদুৎকৃষ্ট বেতন পান, এবং তন্মধ্যে হিন্দু মুসলমান কত জন, নিম্নলিখিত হিসাব হইতে তাহা বুঝিতে পারিবেন। ১৮৬৭ সালে ১০০০ টাকা বেতনের চাকরদের মধ্যে মোট ৬৬৮ ছিলেন, তন্মধ্যে হিন্দু ছিল বার জন, মুসলমান কেই ছিলেন না। ১৯০৩ সালে মোট সংখ্যা ১৩৭০ জন, তাহার মধ্যে হিন্দু ৭১ জন মুসলমান ২১ জন। ১৯১০ সালে মোট সংখ্যা ১৮৮২ জন ইহার মধ্যে হিন্দু ১০০ জন মুসলমান ২৭ জন।

হুগলি একজিবিধানে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্ম ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন



অগ্রিম বারিকল্প ২৪০

Registered No. c. 421.

THE BUSINESSMAN

কাজের লোক ।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য মাসিক পত্র ।

Edited By S. P. Chatterjee.

৭ম বর্ষ
৩য় সংখ্যা।

New Series.
March 1913.



নূতন সংস্করণ।
মার্চ ১৯১৩।

Vol. VII.
No. 3.

(বীরভূমে হইতে সংগৃহীত)

বীরভূমে গালার কারবার ।

(২)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সাহেবী আমল ।

পূর্ব প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, সাহেবী আমলেই ইলামবাজারের গালার কারবার প্রসার ও উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ইংরাজ কুঠিওয়ালদের সাহায্যে অনেক দেশীয় ব্যবসায়ী গালার কুঠি খুলিয়া বিশেষ লাভবান হইয়া-
ছিলেন। ইংরাজ বণিকদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নীল ছাড়াইয়া গালার উপর পড়িবার অনেক পূর্ব হইতেই ইলামবাজারের নিকটবর্তী অনেক-
গুলি গ্রামে গালা তৈয়ারী হইত, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। বীরভূমের অস্ত্র এ কারবার ছিল না। সাহেবী আমলে ইলামবাজার এবং
সন্নিহিত গ্রামসমূহে, যে কেহ দুই পরগা সঞ্চয় করিতে পারিত, সেইই নিজ আলয়ে ক্ষুদ্র
আকারে গালা তৈয়ারী করিবার কারখানা খুলিয়া ফেলিত। অনেকে সাহেবের কুঠিতে
কাৰ্য্য করিত। গালা তৈয়ারী করিয়া চালান

দিবার ভাবনা ছিল না, কারণ ইংরাজ বণি-
কেরা নিজেদের কুঠির উপর গালা রপ্তানি
দিয়া নিশ্চিত থাকিতেন না; তৎক্ষণাতঃ
কর্তৃক প্রস্তুত গালাও তাঁহারা ক্রয় করিয়া
চালান দিতেন। অনেকে আবার কুঠিওয়াল
সাহেবদের নিকট হইতে দাদন লইয়া কার-
বার করিত।

আর্স্কাইন কোম্পানী ।

ধরিতে গেলে Erskine and Co.
নামক একটি সাহেবী কোম্পানীই ইলাম-
বাজার অঞ্চলের সমস্ত বাণিজ্য হস্তগত করিয়া-
ছিলেন। নীলকুঠি লইয়া আরম্ভ করিয়া
ক্রমশঃ লাক্ষা কুঠি, কয়লা ও জমিদারীতেও
এই কোম্পানী প্রচুর অর্থ নিয়োজিত করিয়া-
ছিলেন। বীরভূম জেলায়, ইসলাম বাজার
একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ
ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব সময়ে
আবশ্যক হইলে কলিকাতা হইতে সৈন্য
আসিয়া ইলামবাজার রক্ষা করিত। প্রায় এক
শতাব্দী ধরিয়া, আর্স্কাইন কোম্পানী এই

ইলামবাজার কেন্দ্রের একচ্ছত্র বণিকরাজ্য-
রূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে প্রত্যেক
বাণিজ্যপ্রধান জেলায় একজন করিয়া
Commercial Resident থাকিতেন।
কোম্পানীর তরফ হইতে বাণিজ্য সংক্রান্ত
যাবতীয় বিষয় পর্যবেক্ষণ করিবার তার এই
কর্মচারীর উপর ভার থাকিত। রেসিডেন্ট
নিজেও বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে
পারিতেন।

১৭৮২ খৃঃ অব্দে জন চীপ (John Cheap)
নামক বঙ্গীয় সিভিল-সার্কিসভুক্ত একজন
সাহেব বীরভূমের সর্বপ্রথম রেসিডেন্ট হইয়া
আসেন। বোলপুরের দুই মাইল পশ্চিমে মুকল
নামক গ্রামে তাঁহার সুবহু কুঠি ও কার্য্যালয়
প্রতিষ্ঠিত অবস্থিত ছিল। এখনও মুকলে চীপ
সাহেবের কুঠি বর্তমান আছে; ইহার মধ্যে
“ছোটকুঠি” নামক গৃহ অধুনা রাইপুরের
সিংহ-পরিবারের সম্পত্তি। চীপ সাহেবের
নিজের কারবারের প্রধান কর্মচারীরূপে,
ডেভিড আর্স্কাইন David Erskine
নামক একজন অধ্যবসায়ী ব্যবসায়ী

হুগলী একজিবিশনে দেয় চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্ত ৩০নং পোঃ আঃ আবেদন করুন।

বোগদান করেন। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে ডেভিড্ আর্কাইন বীরভূমে আগমন করেন। তিনি বে-সরকারী বণিক ছিলেন এবং ইংলণ্ডে কোর্ট অব ডিরেক্টরদের নিকট হইতে কোম্পানীর জমিদারী মধ্যে বাণিজ্য করিবার অসম্মতি-পত্র (a free-merchant's charter) লইয়া ভারত-বর্ষে আসিয়াছিলেন। চীপ্ সাহেব ইহার লক্ষ্যায় অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া, বোলপুরের ৭ মাইল পশ্চিমে দারান্দা Daronda নামক স্থানে নীলকুঠি স্থাপন করিবার জন্য ডেভিডের হস্তে ষষ্ঠে মূলদান প্রদান করেন। ডেভিড এই অর্থের সদ্যবহার করিয়া অনেক উন্নতি সাধন করেন। কারবারের উন্নতি ও প্রসার বৃদ্ধির সহিত ডেভিডের ধনসম্পত্তি বাড়িয়া উঠে। তিনি ২১ বৎসরের মধ্যে ইলামবাজারেও নীল কুঠি স্থাপন করেন; অল্প সময়ের মধ্যে ইলাম-বাজারের লাক্ষার ব্যবসায়ের উপর তাঁহার ষাঁক পড়িয়া যায়। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানাগুলি এত করিয়া সুবৃহৎ কারখানার প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিলেন।

ডেভিড শুধু বীরভূমেই নীল ও লাক্ষার কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নহে। বাকুড়া, বর্ধমান ও সাঁওতাল পরগণার নানাস্থানে তাঁহার নীলের কুঠি ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে ডেভিড আর্কাইন অশেষ অর্থোপার্জন করিয়া সমৃদ্ধিশালী বণিক সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দের ১৮ই জুলাই ডেভিডের জন্ম হয়; সুতরাং ভারত-বর্ষে যখন তিনি সর্বপ্রথম আসেন, তাহার বয়স মাত্র ১১ বৎসর ছিল। ১৮০৭ খৃঃ অব্দের ১৩ই এপ্রিল তারিখে, ৬৯ বৎসর বয়স্ক্রে, ইলামবাজারেই ডেভিডের মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বাণিজ্যগুরু জন চীপ সাহেব ৪১ বৎসর রেসিডেন্টের কার্য করিয়া ১৮২৩ খৃঃ অব্দে অবসরগ্রহণ করেন। ১৮২৮ খৃঃ অব্দে ৬২ বৎসর বয়স্ক্রে, গমুটিয়া রেশম কুঠিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ডেভিড আর্কাইন সাহেবের ৭ পুত্র ও দুই কন্যা ছিল; প্রথম জন, দ্বিতীয় জেমস্ এবং সর্বকনিষ্ঠ হেনরী, তাঁহা-

দের পিতার সহিত ইলামবাজারেই বাস করিতেন। কন্যা এবং অপর চারিজন পুত্র কখনও ভারতবর্ষে আসেন নাই। ডেভিডের মৃত্যুর পর জন, জেমস্ এবং হেনরী স্ফটিক-রূপে তাঁহাদের পিতার কারবার চালাইতে লাগিলেন। নীল ও লাক্ষার কারবারে তাঁহাদের আশাভীত লাভ হইতে থাকিলে তাঁহারা অন্যবিধ কারবারে মূলধন প্রয়োগের সুরক্ষা করিয়া ধনাগমের পথ প্রশস্ত করিতে লাগিলেন। কয়লার প্রতি ইহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে Birbhum Coal Co. হীরভূম কোল কোম্পানী নামে এক কয়লার কারবার প্রতিষ্ঠিত হইল। জন এবং জেমস্ কয়লার কারবারের কার্যাব্যক্ষ হইলেন; হেনরি, ইলামবাজারে থাকিয়া নীল ও লাক্ষার কারবার পরিচালন করিতে লাগিলেন। অল্প অল্প করিয়া হেনরী কিছু জমিদারীও কিনিয়া ফেলিলেন। নীল ও লাক্ষা এবং জমিদারী কারবার তখন হইতে Erskine and Co. আর্কাইন কোম্পানী এই নামে পরিচিত হইল। ডেভিডের মৃত্যুর পর ৩৫ বৎসর যাবৎ সৌভাগ্য-লব্ধী আর্কাইন কোম্পানীর ক্রোড়গত ছিলেন।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে, ইলামবাজারেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জনের মৃত্যু হয়; জেমস্ ও অল্পদিনের মধ্যেই জ্যেষ্ঠের অসুগমন করেন। এই সময় হইতেই এই পরিবারের অবনতির সূত্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়। জনের দুই পুত্র ছিল; প্রথম পুত্র, জন, ২৬ বৎসর বয়স্ক্রে ১৮৬২ খৃঃ অব্দে কালগ্রাসে পতিত হয়; দ্বিতীয় পুত্র তাহার ২১ বৎসর পূর্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। জেমস্ ও হেনরীর সন্তানাদি ছিল না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এবং উপযুক্ত ভ্রাতৃপুত্রবয়সের মৃত্যুতে, হেনরী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন, এবং কারবার গুটাইয়া ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প করেন। ঘটনাক্রমে হেনরীর ভাগিনের উইলিয়ম ওয়াকার কার-কুহারসন Farquharson এবং জিহভের Campbell সাহেব একযোগে নীল ও লাক্ষা

কারবারে, হেনরীর অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু নীল, কয়লা ও পালা এবং জমিদারী প্রভৃতির কারবার এমন বৃহৎ ও বিরাট আকার ধারণ করিয়াছিল যে, সর্ববিষয়ের সুবন্দোবস্ত করা সহজসাধ্য ছিল না।

তখন হইতে নীল ও পালার কারবার কারকুহারসন এবং ক্যাম্বেল কোম্পানীর নামে চলিতে লাগিল, কিন্তু জমিদারী আর্কাইন নামেই থাকিল। ওদিকে কয়লার কারবারে নতুন অংশীদার জুটিয়া যাওয়াতে উহার নাম পরিবর্তিত হইয়া নিউ বীরভূম কোম্পানী New Birbhum Coal Co. নামে পরিচিত হইল। অল্প হেনরী আর্কাইনের কয়লার অংশ ছিল। তিনি জমিদারী এবং কয়লার কারবার প্রভৃতি পরিচালনের ভার কারকুহারসন সাহেবের উপর দিয়া ১৮৭০ খৃঃ অব্দের পর বিলাত-যাত্রা করেন। তিনি বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সুতরাং নিশ্চিন্ত হইয়া বিলাতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

প্রথম দুই বৎসর নতুন কোম্পানী বেশ লাভবান হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৭২ খৃঃ অব্দে কারকুহারসন সাহেব পীড়িত হইয়া স্বদেশে যাত্রা করিয়া অল্প প্রকৃত হইলেন। যাইবার পূর্বে তিনি ক্যাম্বেল সাহেবকে প্রধান কার্য-ধক্ষ রাখিয়া গেলেন। এই তিনজন সহ-কারী যাহাতে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া কারবারের বিভিন্ন শাখা পরিদর্শন করিতে পারেন, তাহারও বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তিনি স্কট-লণ্ড গমন করেন। তাঁহার যাইবার কয়েক-মাস পরেই ক্যাম্বেল সাহেব বিবাহ করেন। বিবাহের পর তিনি কলিকাতাতেই বেনী থাকিতে ভালবাসিতেন, ইলামবাজারে কদাচিত আসিতেন। কাজে কাজেই সহ-

* তিনি লণ্ডনেই বাস করিতেছিলেন! প্রায় ১৪ বৎসর পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পত্নী এখনও জীবিতা আছেন। তাঁহার বয়স বর্তমানে ৮৮ বৎসর হইবে। ইনিও লণ্ডনেই আছেন; ইহাদের সন্তানাদি নাই।

লেখক।

কারী তিনজন সর্বোচ্চ হইয়া উঠিলেন। নানাবিধ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল, এবং সহকারীদের ব্যবহারে প্রজ্ঞাপন এবং কারখানার কর্মচারীবৃন্দ এবং অন্যান্য সকলেই উত্তাক্ত হইয়া উঠিল। মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, খাজনা বাকী পড়িতে লাগিল, দানবর্গের মাল আদায় হইল না। সুতরাং কুঠিতে গালা ও নীলের 'বাঁটি' পড়িয়া গেল! চারিদিকে আয় কমিয়া গেল, কিন্তু ইউরোপীয় সহকারীগণের মোটা বেতন প্রভৃতিতে ব্যয় দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কোম্পানী আত্মীয়ের মধ্য দেনাগ্রস্ত হইল।

মেসার্স কোলভিন কোম্পানী Messrs. Coulvine and Co. নামে কলিকাতায় এক বিখ্যাত দালালী ও মহাজনী কারবার ছিল। এই কোম্পানীর নিজেদের জাহাজও ছিল, ইহারাই ফারকুহারসন এবং ক্যামেল কোম্পানীর এমেন্ট বা দালাল এবং মহাজনও ছিল। প্রথমতঃ ঋণ এই কোম্পানীর নিকট হইতেই লওয়া হয়।

ওদিকে সহকারী কার্যাবলীর উৎপাদনে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল; তাহাদের কৌশল, দক্ষতা এবং বাণিজ্য বুদ্ধির অভাবে নানাদিকে কোম্পানীর অজ্ঞত অর্থব্যয় হইতে লাগিল; আয় অর্ধেকের উপর কমিয়া গেল। ঠিক এই সময়ে একটা অভূতপূর্ব সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। চেষ্টা করিলে এই সুযোগেই ফারকুহারসন কোম্পানীর সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইয়া বাইত, এবং কয়েক বৎসরের কতিরও আংশিক পরিপূরণ হইত, কিন্তু ফারকুহারসন সাহেবের লাভের কপাল ছিল না।

আজকাল বাজারে পাভলাগা মণকরা ৩১, ৩২ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বে দর ইহা অপেক্ষা বেশী ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু মণকরা ৮০, ১০০ টাকা দর কখনও শুনা যায় নাই। যাহা হউক, প্রদীপ নিতিবার পূর্বে যেমন মুহূর্তের

জন্ত উজ্জল হইয়া উঠে, গালায় দরও এক সময়ে তেমনি হইয়াছিল। ১৮৭২-১৮৭৩ খৃঃ অব্দে পাভলাগা (Shellac) এবং রংবড়ির (lac-dye) দর অভাববশতঃ রূপে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, পাভলাগার একমণের মূল্য ১৪০ টাকা এবং রংবড়ির ৪০ টাকা হইয়াছিল। গালায় কারবারের এই অভূতপূর্ব সৌভাগ্য দেখিয়া অধিবাসীগণের মধ্যে আশ্চর্য উদ্ভূত হইয়া উঠিতেছিল। পূর্বে বলিয়াছি যে, ইলামবাজার এবং নিকটবর্তী গ্রামসমূহে যে গালা উৎপন্ন হইত, তাহা আর্কাইন কোম্পানী পক্ষে ফারকুহারসন কোম্পানী কিনিয়া কলিকাতায় দালালগণের নিকট প্রেরণ করিতেন। শেষোক্ত কোম্পানীর গুদামে শতশত মণ গালা ছিল। এই সুযোগে সমস্ত বিক্রয় করিয়া দিলে কোম্পানীর আশাতিরিক্ত লাভ হইত। কিন্তু কার্যাবলীর লোভের মাত্রা সন্তোষের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। দেশীয় কারখানার অধিবাসীগণ কুঠির যাবতীয় কর্মচারী এবং কোম্পানীর অপরাপর প্রধান ইংরাজ কর্মচারীগণের মনিবর্দক অনুদ্রোধ, সেই অতিবুদ্ধি কার্যাবলীর লোভাভিষণের নিকট উপেক্ষিত হইল। কার্যাবলী মাল ছাড়িয়া দিলেন না। সুতরাং 'তাঁতিও ডুবিল'। বর্জিত মূল্য এক বৎসরের অধিক স্থায়ী হইল না। ইউরোপে এই একচেটিয়া বাবসায়ের প্রতিকূলে বিজ্ঞানের সাহায্য গৃহীত হইল। গালায় দর্পচূর্ণ হইল, ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে গালায় মূল্য একেবারে কমিয়া গেল, যেমন আকস্মিক বৃষ্টি, হ্রাসও তেমনি আকস্মিক এবং দ্রুত হইল। ক্ষতি হইল চতুর্গুণ।

এই সংবাদ এডিনবরাহ ফারকুহারসন সাহেবের নিকট পৌছিল। তিনি আয় স্থির থাকিতে পারিলেন না। অবিলম্বে স্কটল্যান্ড পরিভ্রমণ করিয়া ভারত-অভিযুগে যাত্রা করিলেন। ইলামবাজারে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, উদ্ধারের আর উপায় নাই; কারবার ঋণ-জালে বনজড়িত; বিবিধ ব্যয়সাধ্য মোক-

দমার কার্যাবলীর কর্মপটুতা পর্যাবসিত; কর্মচারী ও সহযোগী সকলেই বিরক্ত, সর্বোপরি কারবারের আর অর্ধেক অবনত, ফারকুহারসন সাহেব তবুও প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিলেন; তাঁহার অধ্যবসায় ও কার্যকুশলতার স্রোত ফিরিল না। উপায় না দেখিয়া তিনি কোলভিন কোম্পানীর নিকট কুঠি কারখানা বন্ধ রাখিয়া নূতন উদ্যমে কার্যারম্ভ করিয়া দিলেন। সম্ভবতঃ কিছু দিন এইরূপ ভাবে থাকিলে কারবারের উন্নতি হইত; কিন্তু অল্পদিক হইতে বিপদ আসিয়া ফারকুহারসন সাহেবের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। তাঁহার আশা ও উদ্যম একেবারে বিনষ্ট হইল। কোলভিন কোম্পানীকে দেনার দায়ে দেউলিয়া হইতে হইতে হইল। বীরভূম, বাঁকুড়া, মানভূম ও বর্জমানের সমস্ত কুঠি ১৮৮০ খৃঃ অব্দে Official Assignee সরকারী রিসিভারের হস্তে সমর্পিত হইল। বাকি থাকিল আর্কাইনদের জমিদারী; ফারকুহারসন সাহেব আর্কাইনদের আমনোক্তরূপে জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন। সমস্ত সম্পত্তি বিক্রীত হইবার পূর্বেই আর্কাইন কোম্পানীর ভূতপূর্ব দেওয়ান ত্রীযুত ইন্দ্রনারায়ণ খাণ্ডাইত মহাশয়ের স্বল্পে কার্যের ভারার্পণ করিয়া ফারকুহারসন সাহেব স্কটল্যান্ডে প্রত্যাপন করেন। এডিনবরাহগরে তিনি গপরিবারে বাস করিতেছিলেন। বদেষে ফিরিয়া তিনি Representative Church of Scotland এর সম্পাদক ও ধনরক্ষকরূপে কার্য করিতেছিলেন। গত বৎসরের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি পল্লোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র তিনটি কন্যা এবং তাঁহার সহধর্মিণী এখনও জীবিত আছেন। বাঁকুড়ার রায় বগলানন্দ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ফ্যাকটরী-গৃহ ও আবাস-গৃহ ক্রয় করিয়াছেন। জমিদারী কাছারী সরকার বাহাদুর ডাকঘরে পরিণত করিয়াছেন; ডেবিড আর্কাইনের পত্নীর আবাসগৃহ, বীরভূমের

জেলা বোর্ড, ডাক বাংলার অস্ত্র ত্রয় করিয়াছেন। ডাক বাংলার উত্তরে আর্কাইনের পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে সর্বসমেত ৭টা সমাধি এখনও অভীতের কাহিনী স্বরণ করাইয়া দিতেছে।

কারকুহারসন ও আর্কাইন পরিবারের অনেক কথাই বলা হইল। বাজালার ভূতপূর্ব ছোটলাট সারজন উদবরণের সহিত প্রথমোক্ত পরিবারের সম্বন্ধ অতি নিকট ছিল। কলিকাতার পাদরী গিলান (Rev. Gillan) সাহেবের নাম বোধ হয় অনেকের মনে থাকিতে পারে; এই গিলান সাহেব, কারকুহারসন সাহেবের পত্নীর সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। ইহাদের বিবাহের সময় ১৮৬৪ খৃঃ অঙ্কে সারজন ইলামবাজারে উপস্থিত ছিলেন। বাজালার ছোটলাট হইয়া ১৯০২ খৃঃ অঙ্কে তিনি পুনরায় ইলামবাজার পরিদর্শনে আসিয়া ইহার পতন ও ছরবস্থা দেখিয়া যান। ৪০ বৎসর মাত্র সময়ের মধ্যে একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রামের এরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া সন্তুষ্ট সার জন অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন।

আমরা ইলামবাজারের সমুদ্র অবস্থার দুই একটি বিবরণ আলোচনা করিয়া এই বিবরণ সমাপ্ত করিব।

বীরভূমের দক্ষিণ সীমা অজয় নদী। ইলামবাজার এই অজয়ের তীরে অবস্থিত। যখন রেল-লাইন হয় নাই, সে সময়ে ইলামবাজারের গমনাগমনের সুবিধা খুব বেশী ছিল। রেল হওয়ার পরেও তিনটি পাকা রাস্তা ইহার সহিত বীরভূম, বাকুড়া ও বর্ধমানের সংযোগ সাধন করিয়াছিল। একটি পাকা রাস্তা, অজয় পার হইয়া বর্ধমানের কাঁকসা থানা হইয়া, পানাগড় টেশনের নিকট দিয়া গিয়া, বাকুড়া জেলার সোণামুখী ও বিষ্ণুপুর হইয়া বাকুড়ার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। আর একটি রাস্তা পূর্বে বোলপুর হইয়া লাভপুর দিয়া গুলটিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর একটি রাস্তা পূর্বে সাহাপুর দিয়া সিউড়ী পর্যন্ত গিয়াছিল; এখন তাহা ছবরাজপুর হইয়া ঘুরিয়া গিয়াছে।

কলিকাতার মাল পাঠাইতে হইলে পূর্বে বর্ধমান হইয়া এ্যাণ্ডট্রাক রোড দিয়া বাহিরে বাইতে হইত। বর্ধমানে নৌকা করিয়া মাল চালান হইত, অজয় নদীতে বর্ধমানে নৌকা চলে; অজয় কাঁটোয়ার নিকট গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। আর্কাইন কোম্পানীর অনেকগুলি নৌকা নদীতে বাঁধা থাকিত; অহাদের আমলে নৌকা মৈয়মিত এবং তৈয়ারী করিবার জন্যই একটি বস্ত্র কারখানা ছিল।

আমরা যে সমস্ত প্রতিকৃতি পাইয়াছি, তাহার মধ্যে আর্কাইন কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতার পুত্র হেনরি আর্কাইন ও তাঁহার পত্নীর দুইখানি কটো আছে। কটো দুইটি সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধান, এই ফ্রেমও পূর্বে ইলামবাজারে প্রস্তুত হইত। ফ্রেম দুটি স্কোশলে কাঠ ও গালা দিয়া নির্মিত। গালায় নানাবিধ খেলনা ব্যতীত পূর্বে ইলামবাজারে কাঠের বাকস এবং অজ্ঞাত আসবাব পত্র গালা দিয়া রং করা হইত। শুনিতে পাওয়া যায় যে, সাহেব কোম্পানীর আমলে ইলামবাজারের গালায় রং করা আসবাব বিলাতে প্রচুর পরিমাণে যাইত।

প্রথম প্রস্তাবে ইলামবাজারের তথা বীরভূমের গালায় কারবারের অবনতির প্রধান কারণ নির্দেশ করা হইয়াছে। দেশীয় কারখানার অধিস্বামীগণ আরও তিনটি কারণ নির্দেশ করেন; (Shellac) এখন আর কাটতি নাই; ৫০ বৎসর পূর্বে ইহা বহুল পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইত। (২) ইংরাজ কুঠিয়ারদের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহারা অক্ষম। (৩) Lac-dye রং গালায় পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত রংএর প্রচলন।

বাহারা সংবাদ রাখেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, Shellac বা পাত-গালায় এখনও কাটতি যথেষ্ট আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণগুলি ভাবিবার বিষয় বটে।

ঐসত্যোপচর গুপ্ত।

পেপে।

পেপের আটা ক্রিমিনাশক, পেপে গাছকে ছুরিকা দ্বারা একস্থানে একই কাটিলেই ছদ্মবৎ আটা নির্গত হইবে। বিলাতি ডাক্তারগণ বলেন, এই পেপের স্নাতক এক চামচই একজন পূর্ণ বয়স্ক রোগীর পক্ষে যথেষ্ট। বালকগণের বয়সাত্তম্যে অর্ধচামচ সিকিচামচ প্রয়োগ করা বাইতে পারে। প্রয়োগ-প্রণালী—১ টেবেল চামচের ১ চামচ পেপের আটাতে সম পরিমাণ মধু এবং ২ আউন্স গরম জল মিশাইয়া সেবন করাইতে হইবে। ইহার ২ ঘণ্টা পরে রোগীকে ১ আউন্স ক্যাটর অয়েল এক-তাহার সহিত অর্ধ চামচ লেবুর রস মিশাইয়া খাওয়াইয়া দিতে হইবে। ইহা Round Worm বা বৃহৎ পেরীকার ক্রিমিরই উৎকৃষ্ট ঔষধ, এইরূপ প্রক্রিয়ায় সেবন করিলেই মৃতক্রিমি বহির্গত হইয়া যাইবে। উপর্যুপরি ২ দিন এইরূপ ব্যবহার করিলে ক্রিমির সন্দেহ দূর হইবে। ডাক্তার এইচ এইচ গুড্‌ভিৎ বলিয়াছেন, কাঁচা পেপেকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, কাটিয়া দ্রব বা দাদবিশিষ্ট স্থানে ঘর্ষণ করিলে দাদ ভাল হইয়া যাইবে।

১৮৭৫ সালে মিঃ এভাস সাহেব ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে বৃহৎ যকৃৎ এবং প্লীহা রোগে কাঁচা পেপের আটা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি বলেন, এই রূপ রোগীর ৬০ জনের মধ্যে ৩৯ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।

প্রায় ১ টা চামচের ১ চামচ পরিষ্কার ছদ্মবৎ আটাকে সমপরিমাণ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া ৩টা বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায় সেবন করিতে হইবে। বালকগণের জন্য ১ কোঁটা আটা এবং কিঞ্চিৎ চিনি দিয়া খাওয়াইয়া যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। কাঁচা পেপের সারাংশকে সিদ্ধ করিয়া প্লীহা ও যকৃতের উপর প্রলেপ বা কুলটিস দেওয়ার

উপকার হইতে পারে। কিন্তু ডাক্তার এতদূর এইটাই ভেবন নির্ভর করিবার প্রমাণ পান নাই। তিনি বলেন, ডকুরোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ। এইরূপ পেপের আটা সেবনে তেমন কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। কখন কখন পাকস্থলীতে সামান্য উগ্রতা বোধ হইতে পারে। যদি এইরূপ কোন প্রকার উপসর্গ অনুভূত হয়, বা গাটীক অর্থাৎ অন্ত্রের উগ্রতা জন্ম, তাহা হইলে ঐ আটার সহিত অতিশয় অল্প মাত্রায় আক্লি মিশাইয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা আক্লি ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি।

গ্যোমিওপ্যাথিক প্রাক্টিশনার ডাক্তার কান্তিক চন্দ্র দাস মহাশয় একবার লেখককে বলিয়াছিলেন যে, যদি ঐশ্বৰ্য্যগণের কঠিন এবং মুক্তিকাব্যুদ্যত হয়, তাহা হইলে শিশুদের দুগ্ধ উত্তম করিবার সময় কাঁচা পেপে আটা সমেত ১-২ ফেলিয়া সেই দুগ্ধ পান করাইলে শিশুরের ক্রিয়াবিকার বিদূরিত হইয়া হাত পা জালা, কঠিন পিত্তশূন্য মলে মুক্তিকাব্যুদ্যত হইতে পারে। পরীক্ষা করা উচিত।

কাঁচা পেপের মোরক্স প্রস্তুত প্রণালী।

কাঁচা পেপেগুলির জাল ছাড়াইয়া বাখাড়ী বা বাঁশের বাতীর শলাকাবারা সেগুলির গাত্রে বেরূপ কুমড়াই মিঠাই করিবার মত খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া বিদ্ধ করে, সেইরূপ করিয়া নীতল জলে কচলাইয়া ধুইয়া একরূপে সিদ্ধ করিতে হইবে, যেন এককণ্ঠের গলিয়া না যায়। পরে গরম জলটা ফেলিয়া দিয়া পুনরায় নীতল জলে ধৌত করিতে হইবে। তাহার পর ১ সের মুল ও অর্ধসের চিনি চড়াইয়া একতর বঁদ রস প্রস্তুত করিয়া ঐ সিদ্ধ করা পেপের খণ্ডগুলিকে রসে ফেলিয়া দিতে হইবে; যদি দানাইয়া দিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে

রস গাঢ় করিয়া নামাইলেই নীতল হইলেই কমিয়া যাইবে। যদি রসে ভাসমান রাখিবার বাসনা হয়, তাহা হইলে রস তরল রাখিতে হইবে। ঐক্য নীতল হইলে উৎকৃষ্ট গোলাপ জলের ছাপটা দিয়া মুখ চওড়া বোতলে বায়ুরোধ করিয়া পুণিয়া রাখিতে হইবে। ছোট এলচের গুঁড়ো দিলেও মন্দ হয় না; গুঁড়ো জাল হয়, তাহা অল্প রুচি অপেক্ষাকৃত

মোরক্সের কাজটা লাভজনক কাজ, কিন্তু চঃখের বিষয় আবাদের বাঙ্গালীরা এদিকে দৃষ্টিপাত করেন না। হিন্দুস্থানীগণ নানা প্রকারের চাটুনি ও মোরক্স করিয়া ব্যবসা করিয়া থাকেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

“কাজের লোক” প্রত্যেক মাসের ৩০শের মধ্যে বাহির হইয়া গ্রাহকগণের নিকট যায়। পরমাসের ১ সপ্তাহের মধ্যে কাগজ না পাইলে অসম্মিগকে লিখিলেই তৎক্ষণাৎ আমরা পাঠাইয়া দিব। তৎপূর্বে বা দীর্ঘকাল পরে জানাইলে কোন ফল হইবে না। আমরা আর কাগজ বিনামূল্যে দিতে পারিব না। তাহার যথাযোগ্য মূল্য পাইলে তবে পাঠাইতে পারিব। অনেকে কাগজ হারাইয়া ফেলিয়াও এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত করেন।

“কাজের লোক” কার্যাদ্যক্ষ।

দিল্লীতে বোমা।

অতি ঘৃণা, লজ্জা এবং ক্ষোভের বিষয় যে, গত ২৩শে ডিসেম্বর ভারতের নতুন রাজধানী দিল্লী সহরে আশাদের মহামান্য রাজপ্রতিনিধি মহাশয়বোহে যখন নগর প্রবেশ করিতে ছিলেন, সেই সময়ে কোন হঠাৎ এই মহা আনন্দের দিনে দিল্লীর ন্যাশন্যাল ব্যঙ্কের বারাতা হইতে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল। ফলে বড়লাট বাহাদুরের ছত্রধারী অঙ্গদায় তদগোঁই হত হইয়াছিল, লাট বাহাদুর

হৃদয়ে গুরুতর আঘাত পাঠিয়াছিলেন, লাটমহিষী সম্পূর্ণ অনাহত ছিলেন। আমরা ভগবানকে মুক্তকণ্ঠে বড়লাট এং বড়লাট মহিষীর জীবনরক্ষার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শান্তিপ্রাণ ভারতে একি ঘৃণিত পৈশাচিক কাণ্ড হইতে লাগিল। এই ভীষণ লোমহর্ষণ সংবাদে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত লোকেই স্তম্ভিত এং মর্দ্যাহত হইয়াছে।

ভগবানের রূপায় লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর সুস্থ হইয়াছেন। তাঁহার ক্ষতস্থান হইতে প্রেক ক্রু প্রভৃতি বাহির করিতে হইয়াছিল। অস্ত্রোপচয়ের পর তাঁহার অবস্থা প্রতিদিনই ভালই হইতেছিল। এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন।

লাট বাহাদুর ছত্রধারীর পরিবারবর্গকে ১০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন, লাটমহিষীও পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।

৩০০০০ পুরস্কার।

এই ভীষণ কষ্টের নেতাকে ধরিবার জন্য অর্ধ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্যন্ত হত্যাকারী ধৃত হয় নাই। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পুলিশ অল্পসন্ধান চলিতেছে। যে কেহ হত্যাকারীকে ধরিয়া দিতে পারিবে, বাকোন সন্ধান দিতে পারিবে, সে উপরোক্ত পুরস্কার পাইবে।

লর্ড হার্ডিঞ্জের সাইন ও ধৈর্য্য।

যখন বড়লাট বাহাদুর হস্তিপৃষ্ঠে আহত হইলেন, তখন লাটমহিষী বড়লাট বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনাকে কি লাগিয়াছে? বড়লাট বলিয়াছিলেন “Alright go on” “ও কিছুই নয়, চল।”

লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর দেশবাসীর গরম সুহৃদ বলিয়া সমগ্রদেশের জন সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, এরূপ হৃৎটনার

কোন কারণ কেহ ভাবিয়া উঠিতেই পাতিতেছে না। এই উপলক্ষে কোন নির্দেশ নিগৃহীত না হয়, সেজন্য তাঁহার বিশেষ আদেশ আছে। দিল্লীর যে বাড়ী হইতে বোম্বা নিক্সিট হইয়াছিল, দিল্লীর মিউনিসিপ্যালিটি সেই বাড়ী কিনিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে মনস্থ করিতেছেন।

পাটের খলিয়া।—বিলাতের ডব্বী সচরের পাটকলের মাসিকেরা এবার দক্ষিণ আমেরিকা হইতে অসুমান ত্রিশ লক্ষ টাকা মূল্যের পাটের খলিয়ার কন্ট্রাক্ট পাইয়াছেন। এক সঙ্গে এত অধিক টাকার কন্ট্রাক্ট এ পর্যন্ত আর কখনও তাহাদের ভাগ্যে জুটে নাই। এবার জুটিয়াছে বটে; কিন্তু তাহা তাহারা ভোগ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। বিলাতের 'টাইমস্' বলেন,—ভারতের কোন কোন কলের অধিকারীকেও এই কন্ট্রাক্টের ভাগ দেওয়া হইবে। কারণ, এত খলিয়া তৈয়ারী করিয়া দেওয়া ডব্বীর কল ওয়ার্সাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কথাটা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলেও আপাততঃ শুনিয়া সুখ।

আবগারীর আয়।—বিহার এবং উড়িষ্যা গবর্ণমেন্টের অধীন কতিপয় জেলা গবর্ণমেন্টের আফিম প্রকৃতি আবগারী আবাদের জরুরি বিখ্যাত। এই জেলায় কয়টি হইতেই গবর্ণমেন্টের বার্ষিক ৬৭ সাতষট্টি লক্ষ টাকা আয় হইত। গত বৎসর এই কয়টি জেলার আবগারীর আয় বিলক্ষণ বাড়িয়া গিয়াছে। সাতষট্টি লক্ষ হইতে একেবারে ১১ নিরনব্বই লক্ষ টাকা।

পরোলোকগত পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর।

বাক্সালা ভাষার প্রতিভাবান লেখক মনস্বী পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় বিগত ২৩শে নবেম্বর ৪৩ বৎসর বয়সকালে ইহ-লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। দেউস্কর মহাশয় বাক্সালা সাহিত্যের একনিষ্ট সাধক

ছিলেন। ইনি মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহার পিতা সদাশিব গণেশ দেউস্কর সিধোড়ের রাজার সভাপতি ছিলেন। হিতবাদীর তৃত্বপূর্ণ সম্পাদক স্বর্গীয় কাব্যবিশারদ মহাশয় ইহার পরম বন্ধু ছিলেন। দেউস্কর মহাশয় প্রথমে হিতবাদীর প্রথম সংশোধনের কার্যে নিযুক্ত হন এবং পরে হিতবাদীর সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন, এই সময়ের তাঁহার পত্নী বিরোগ হওয়ার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তিনি বায়ু পরিবর্তনের নিমিত্ত পশ্চিমে গিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়, তিনি অল্পকাল মধ্যেই বাক্সালা ভাষায় বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বঙ্গদেশে যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। আমরা সন্মানস্বত্বের সঙ্গে তাঁহার আত্মার শান্তিকামনা করি। শান্তিময় পরাম্বল্য তাঁহার শোক সমস্ত আত্মীয়বর্গের হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করুন।

বহুভাষার নিঃস্ব- হিতৈষিনী সভা।

বিধবার দান।

কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া পরদুঃখ মোচন পরামর্শ। হিন্দু বিধবা বহুভাষার নিঃস্বহিতৈষিনী সভায় এক কালীন একশত টাকা দান করিয়াছেন। ইংলী ব্যক্তিও তিনি সভার অনাথ আশ্রমের বালকগণকে এক একপানি করিয়া শীতবস্ত্র ও মিষ্টান্নাদি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাইত দানের উপরন্তু ক্ষেত্র এবং অবশ্য অনুকূল্য কার্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির স্বযোগ্য কমিশনার মাননীয় মিষ্টার শেলটন্ মহাশয়ের পক্ষ, বেলভিডিয়ার ফিটের সম্পাদিকা ১১শে ফ্রেব্রুয়ারী তারিখে নিঃস্বহিতৈষিনী সভার অনাথ আশ্রম পরিদর্শন করিতে আসিয়া ছিলেন, তিনি সভার কার্যাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি

বলিয়াছেন “এই সভায় তবিত্যক্তে একটি আদর্শ সভা বলিয়া পরিগণিত হইবে।”

বিগত ১লা মার্চ শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় বহুভাষার ২১ নং অস্তর হালদার লেন ৬ বাবলুট মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবন বহুভাষার নিঃস্বহিতৈষিনী সভার একটি বিশেষ সন্মিলন হয়। মান্যবর শ্রীযুক্ত সত্যনাথ বসু এম্. এ, বারিষ্টার মহাশয় সভাপতির আগমন গ্রহণ করেন। সভার স্থলে বহু ভদ্র মহোদয়ের সমাবেশ হইয়াছিল। প্রথমে সভার অনাথ বালকগণ কর্তৃক একটি স্তব পাঠ হইলে সভার কার্য আরম্ভ হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল, আগামী বৎসরের কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচন। শ্রীযুক্ত নির্মল চন্দ্র চন্দ্র এম্. এ, বি, এল, ‘কালের লোক’ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এবং সভাপতি মহাশয় সারগর্ভ এবং হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা জন সাধারণকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ আগামী বর্ষের কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

সভাপতি।

রাম শ্রীশঙ্কর মিত্র বাহাদুর বি, এ।

সহঃ সভাপতি।

পণ্ডিত ক্ষেত্রমোহন বিজ্ঞানরত্ন।

শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র মল্লিক, এম্. এ, বি, এল্;

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত নির্মল চন্দ্র চন্দ্র, এম্. এ, বি, এল্।

শ্রীযুক্ত তপন কুমার দাস।

স্বঃ ধনাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত অম্বকুল চন্দ্র চন্দ্র।

শ্রীযুক্ত আভতোষ বন্দোপাধ্যায়।

তত্ত্বাবধায়ক।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র কুমার বন্দোপাধ্যায়।

সহকারী।

শ্রীযুক্ত রাখারমণ বসু।

হুগলী একজিভিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্ম ৩৩৫ নং পোঃ আঃ আবেদন করুন।

অবৈতনিক শিক্ষকগণ।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত লাল মজুমদার।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, সি, ই।

শ্রীযুক্ত গগন চন্দ্র বড়াণ এম, এ।

শ্রীযুক্ত দিলীপ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

শ্রীযুক্ত হরিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ।

শ্রীযুক্ত অরুণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ।

ডাক্তার অরুণ চন্দ্র বিদ্যাস।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সরকার।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র ঘোষ।

শ্রীযুক্ত লাল ক্ষেত্রী।

শ্রীকালীদাস বসু বি, এ।

এই সম্মেলন প্রণোদিত সভার প্রতি
অসামান্য মনোযোগ এবং সহায়ত
হইতেছে দেখিয়া আমাদের
আনন্দের সীমা নাই। সভাপতি মহাশয়
তাহার সারগর্ভ বক্তৃতার এক স্থানে বলিয়া-
ছিলেন "দেশের দীনতা দূর করিবা, তাহাদের
শিক্ষা ও অবহার উন্নতি করাই আমাদের
প্রকৃত ভারত শাসন। দেশবাসী। এই প্রধান
কার্যে বাহার হাতটুকু ক্ষমতা সাহায্য করিয়া
বল হউন—ইহা ব্রহ্মোন্নতি করিয়া বহুশাখা
প্রশাখায় বিস্তৃত করতঃ দেশের অনাথ পরি-
বারগণের দুঃখ দূর করুন, ইহাই প্রার্থনা বা
অনুরোধ।

কাঃ সঃ

বাম্পীয় শকট আবিষ্কারক



জর্জ ফিটকেন ন।

পূর্ব প্রকাশিতের পর।

জর্জ এইরূপে একজন উপযুক্ত কালের লোক
বলিয়া পরিগণিত হইলেন। শনিবার অপরাহ্নে
বহন অপর কর্মচারীগণ বৃথা আমোদে সময়ের
অপব্যয় করিত, জর্জ তখন বাম্পীয় যন্ত্রের

প্রত্যেক অংশ খুলিয়া পরিষ্কার করিতেন
এবং পুনরায় কাঁচা পোয়াই করিয়া রাখিতেন।
ভারি যন্ত্র প্রবাসস্তার বহন, হাতুড়িচালন
এবং লক্ষ্যবান তিনি চিত্তবিনোদনের
প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই

সমস্ত বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না।
বিশ্ববাস্তবের বস্তুসমূহে তিনি উক্ত বেতনে
একটা বাম্পীয় যন্ত্রের তত্ত্বাবধারক পদ গ্রাপ্ত
হইলেন এবং একটা কুটার নিৰ্ম্মাণ করিয়া
স্বামী জীতে একত্রে স্বাধীনভাবে বাস করিতে
মনস্থ করিলেন। এই সময়ে জর্জ তাহার
পিতামাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বীয়
জন্মভূমি হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী একটা
স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। জর্জের জী
ক্ষ্যানি তাঁহাদের গৃহটী সদাশুদ্ধ পরিষ্কার
রাখিতেন এবং জর্জও তাহার কর্তব্য কার্য
সমাপনাতে জাহাজে মাল বোঝাই ও
খালাস করা কার্যে কিছু কিছু উপার্জন
করিতে লাগিলেন। একদিন দৈবক্রমে
তাঁহার গৃহে আগুন লাগিয়া যাওয়ার নিকটস্থ
প্রতিনিয়োগ অনবরত জল আনিয়া ঢালিতে
থাকেন এবং অগ্নি নির্বাপণে যত্নবান হইলেন।
তাঁহার গৃহে একটা প্রকাণ্ড বাড়ি ছিল,
সমস্ত আসবাবপত্র বাহির হইল, কিন্তু কেহ
বাড়ীকে বাহির করিতে পারিল না। জর্জ
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ
পরে তিনি বাড়ীর প্রত্যেক অংশ খুলিয়া
বাতির করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু তিনি ইতি-
পূর্বে কখন বাড়ির ভিতরকার যন্ত্রাদি দর্শন
করেন নাই। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভাবে
এক সন্ধ্যা অসাধারণ প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের
গুণে তিনি পুনরায় ঐ বাড়ীকে সুন্দরভাবে
সংস্কার করিয়া চালিত করিয়া দিলেন। এই
সময় তিনি একজন ঘড়িনিৰ্ম্মাণকারক
বলিয়া প্রসঙ্গিত করিলেন এবং বহু সংখ্যক
ঘড়িব্যস্ত সংস্কারের নিমিত্ত তাহার নিকট
আনিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয়ার্ধের বিনা-
মূল্যে এবং ধনবান দিগের নিকট হইতে
উচিত মূল্য গ্রহণ করিয়া তিনি বাড়ির সংস্কার
সাধন করিয়া দিতেন। ইহা বাতীত তিনি
জামা প্রস্তুত প্রভৃতি কার্যও সম্পাদন
করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে জর্জের
একটা পুত্র সম্ভব হইল। জর্জ তাহার নাম
রাখিলেন, রবার্ট, কিন্তু পুত্রের জন্মভার

Day's Tea is the best in the market, P. O. Box No. 335, Calcutta.

কয়েক মাস পরেই জর্জের জী ক্যান্স ইহ-
লোক পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে জর্জ
পত্নী বিরহ ব্যথা দূরীকরণার্থে এবং কিছু
দিন মানসিক অবস্থার পরিবর্তন করিবার
নিমিত্ত স্কটল্যান্ডে উঠেন। একস্থানে
জার্ভের যোগাড় করিলেন এবং তাঁহার
পুত্রটী তত্তাবধারণের নিমিত্ত পিতার নিকট
রাখিয়া একটা মায় কাপড়ের পুতলি লইয়া
কর্মস্থলে গমন করিলেন। কিছুদিন পরে
কিঞ্চিৎ অর্থসংগ্রহ করিয়া তিনি পুত্র এবং
পিতা মাতাকে দেখিবার নিমিত্ত স্বীয় দেশে
প্রত্যাবর্তন করিলেন। অথায় আসিয়া তিনি
দেখিলেন যে, কোন দুর্ঘটনা বশতঃ তাঁহার
পিতার চক্ষু দুইটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং
তিনি এক্ষণে কর্মে অপারক হওয়ায় তাঁহা-
দিগকে প্রায় উপবাস করিয়া থাকিতে
হইতেছে।

তিনি স্বীয় পিতামাতাকে এবং
ভদ্রীয় পুত্রকে স্বীয় বাটতে লইয়া গেলেন
এবং তথায় সামান্তভাবে জীবন যাপন ও
গৎসার খাতা নির্বাহ ক্রিতে লাগিলেন।
এই সময়ে মহাবীর নেপোলিয়নের সহিত
ফ্রান্সিদিগের অত্যন্ত যুদ্ধ চলিতেছিল এবং
যে কোন উপযুক্ত লোককে সৈনিক বা
নাবিকের কার্যে সহায়তা করিবার জন্য
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রেরিত করা হইতে
ছিল। জর্জ এই কার্যে মনোনিবেশ হইলেন
কিন্তু তিনি যুদ্ধ পিতামাতা ও মাতৃহীন
পুত্রটিকে পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে যাইতে
স্বীকৃত হইলেন না। দিন দিন ভীষণ অভাব
তাঁহাকে গ্রাস করিতে লাগিল, তিনি কার্যের
অধ্বননে বহুস্থানে আবেদন ও ভ্রমণ করিতে
লাগিলেন। কিন্তু ছয়দুই বৎসর কোনস্থানে
তাঁহার কার্যের যোগাড় হইল না।

এক্ষণে তিনি কার্যের অধ্বনণার্থে
আমেরিকা যাইতে বস্তু করিলেন, কিন্তু
পাথেয় না থাকায় বাইতে অক্ষম হইলেন।
শান্ত্রে লিখিত আছে, উদ্ভোগী পুরুষ নীচুই
জয়লাভ করেন, জর্জকেও কার্যের নিমিত্ত

বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল। তিনি ওয়েস্ট
মুর নামক স্থানে একটা বাপ্পীয় যন্ত্রের
তত্তাবধারকের কার্যে প্রাপ্ত হইলেন।
জর্জের পুত্র রবার্টের দিন দিন বয়স বৃদ্ধি
হইতে লাগিল। পিতা পুত্রকে যথাসাধ্য
শিক্ষাশিক্ষাদানে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি
জীবনের শেষভাগে তাঁহার বক্তাবলীর
এক অংশে লিখিয়া গিয়াছেন "In the
earlier period of my career, when
Robert was little boy, I saw how
deficient I was in education, and
I made up my mind, that he
should not labour, under the same
defect. I would put him into a good
school, and give him a liberal
training I was however a poor
man. I betook myself to mending
my neighbours clocks and watches
at nights, offer of my daily labour
was done and thus I procured the
means of educating my son."

কিলিংওয়ার্থ নামক ভ্রমণকারী খুনিতে জল
নির্গমনের জন্য একটা সুহৃৎ বাপ্পীয় যন্ত্র
স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে খনি হইতে
সুন্দররূপে জল নির্গত হইত না। মহা মহা
রক্ষীগণ দিল্লির চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিতে
পারিলেন না। তাঁহারা বিবেচনা করিলেন,
ইহা অসাধ্য। একদিন জর্জের কর্মচারী
জর্জকে জিজ্ঞাসা করিল, জর্জ তুমি এই
জল নির্গমনের উপায় করিয়া দিতে পার?
জর্জ উত্তর করিল বোধহয় পারি। সুতরাং এই
সংবাদ অধ্যক্ষের নিকট প্রেরিত হইল,
অধ্যক্ষ তৎক্ষণাতঃ তাঁহাকে ডাকাইয়া
পাঠাইলেন এবং বিশেষ ক্রটি হইলে
বিবেচনা করিয়া জর্জকে কাজ করিয়া
দেখিতে বলিলেন। জর্জ তাঁহার কর্মচারী
কর্মচারীগণ সমভিব্যাহারে বাপ্পীয় যন্ত্রের
প্রত্যেক অংশ খুলিয়া ফেলিলেন এবং নিরু-
পিত স্থানে সরিবেশিত করিয়া কয়েকদিনের

মধ্যেই খনির অত্যন্ত বৃহৎ সমস্ত জল নির্গমনের
পথ নির্ধারণ করিয়া দিলেন। সকলেই
বিস্ময়াবিভ হইয়া রহিলেন। অধ্যক্ষ
মহাশয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বেতন
বৃদ্ধি করিয়া দিলেন এবং অধ্যাকার যন্ত্রের
সংকারী অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলেন।
এই সময় হইতে জর্জ একজন ইঞ্জিন ডাক্তার
বলিয়া পরিচিত হইলেন। পুত্রের বিজ্ঞানশিক্ষা
এবং পিতামাতার ভরণ পোষণার্থে জর্জ
অতীব পরিশ্রম করিতে এবং বাপ্পীয়
যন্ত্রের কার্যাদি সমাপনান্তে অতিরিক্ত সময়
নাগরুপ শিল্প কার্যেরদ্বারা অর্থ উপার্জন
করিতে লাগিলেন। পুত্র রবার্ট যখন
নিউক্যাসল প্রদেশস্থ বিজ্ঞানগরে বাইবার
উপযুক্ত হইল, তখন জর্জ তাঁহার নিমিত্ত
একটা অর্থ ক্রয় করিয়া আনিলেন এবং
তাঁহার পোষাক ক্রয় হস্তে তৈয়ারী করিয়া
দিলেন। সে প্রতীহ যখন অর্থ আয়ত্ত্ব
করিয়া রুহৎ খাবারের ও পুত্রকের ব্যাগ
গলদেশে বোকাইয়া বিজ্ঞানগরে বাইত, তখন
পরিপার্শ্ব ব্যক্তিগণ এবং সহপাঠীগণ
তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত। কিন্তু রবার্ট কোন
বিষয়ে লক্ষ্য করিত না। রবার্ট পরিশেষে
বিজ্ঞানগরের একজন সংস্কারক বিশিষ্ট ও
উৎসাহী বালক বলিয়া পরিগণিত হইয়া-
ছিলেন। জর্জ এই সময় হইতে পুত্রকে
যন্ত্রাদি সম্বন্ধে কিছু কিছু উপদেশ দান করিতে
লাগিলেন এবং এই বিষয় সম্যক জ্ঞান
রইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জর্জ
কয়েকদিন জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া
একটা সূর্য্য ঘড়ি (Sundial) নির্মাণ করিবার
প্রস্তাব করিলেন, তিনি একটা কাগজের
উপর প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া পুত্রের দ্বারা
একটা পাঞ্চ খোদাই এবং পালিশ করাইয়া
একটা সুন্দর সূর্য্য ঘড়ি নির্মাণ করিলেন।
এই ঘটনা যন্ত্রটী খনির কর্মচারীগণের
সুন্দর সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিত। ৫ কিলিং-
ওয়ার্থের কয়লার খনির ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা
বাইবার পর জর্জ তাঁহার স্থানে বার্ষিক

হগলী একজিবিশনে দেয় ৮১ সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্ম ৩০নং পো: আ: আবেদন করুন।

১০০ পাউণ্ড বেতনে নিযুক্ত হইলেন। এই সময় তিনি অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পরিশ্রম হইতে কথিত অব্যাহতি পাইলেন।

এই সময় হইতে তিনি অতিরিক্ত সময় বাম্পীয় সত্বের উন্নতি সম্বন্ধে বিস্তারিত পুস্তকাধি পাঠ করিতে লাগিলেন এবং এই সময়ে প্রত্যেক খনিতে পরিচালনা করিবার নিমিত্ত তিনি একটি অফিস ফ্রেম করেন। ক্রিয়াদিন পরে একখানি গাড়ীও ফ্রেম করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইহাতে আরোহণ করিতে খুব সজ্জ্বিত হইতেন, পাছে কেহ তাঁহাকে গর্ভিত মনে করেন।

কয়লার খনি হইতে কয়লা বোঝাই করিবার স্থানে শীঘ্র উপস্থিত করিবার নিমিত্ত তিনি Slowping Road নামক রাস্তা তৈয়ারি করিয়াছিলেন এবং এইরূপে তিনি খনির উপর প্রদেশে বিস্তারিত উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। রবার্ট চার্লি বৎসর বিজ্ঞানপূর্ণ পাঠ করিয়া এডিনবর্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Colliery বিষয়ে বিস্তারিত প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইল এবং পণ্ডিত শাস্ত্রি ব্যাপ্তি লাভ করিয়া পিতার অশেষ সম্ভ্রাম বিধান করিলেন। ১৪ বৎসর দীর্ঘ তান থাকিয়া ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ এলিজাবেথ হিউমস নামক একটি কৃষক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এলিজাবেথ রবার্টকে দায় পুত্র নির্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন এবং জর্জের বুদ্ধ পিতামাতার সেবা করিয়া করিতে লাগিলেন।

অধিকাংশ গভীর খনিতে একরূপ প্রাণ সংহারক বাষ্প জন্মিয়া, তাহাকে আশ্রয় বাষ্প কহে। যদি কোন আলোক এই খনির মধ্যে আনয়ন করা হইত, তাহা হইলে বারুদের ধূমের দ্বারা এক প্রকার ধূমের সঞ্চার হইয়া খনির মুখে কাঠ এবং প্রস্তরাদি জন্মিয়া বাতাস বন্ধ করিয়া দিত এবং অভ্যন্তরস্থ মনুষ্য এবং ঘোটকাদি নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া গাইত।

Government এই বাষ্পদূরীকরণার্থে

একটি খনির আলোক আবিষ্কার জন্য, পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কেহই পুরস্কার লাভে সমর্থ হন নাই। একদিন জর্জ খনির তত্ত্বাবধায়কের সহিত এইরূপ একটি বিপদের পর খনির অবস্থা পরিদর্শনে বহির্গত হইলেন। তাঁহার তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অনেক মৃত শরীর পড়িয়া রহিয়াছে। এবং তাঁহারের পিতা দাতার কন্যা পুত্র প্রভৃতি সকলেই তথায় সমবেত হইয়া কন্দন করিতেছে। কতকগুলি একেবারে মারা গিয়াছে, কতকগুলি অত্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছে। তত্ত্বাবধায়ক কিছুক্ষণ তথায় অপেক্ষা করিয়া সেট লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শনে নিমগ্নভাবে জর্জকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এই ভীষণ ব্যাপার প্রতিরোধ করিতে কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন কি? জর্জ কহিলেন “রোধ হয় পারি।” তত্ত্বাবধায়ক একটি শিশু পুরের মৃত পিতার প্রতি অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং জর্জকে বলিলেন, “মহাশয় আপনার নিকট একান্ত অনুরোধ, আপনি যে কোন উপায়ে এই প্রাণ হস্তারক বায়ু হইতে খননকারীগণের জীবন রক্ষা করুন। এত খননকারীগণের উপর শত শত নব নারী ও বালক বালিকার জীবন নির্ভর করিতেছে। এখানে জর্জ কিরূপে ঐ বাষ্প সমূহ খনিগর্ভ হইতে বহির্গত হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন এবং এমন একটি আলোক আবিষ্কার করিলেন, যে বাহার চলদেশ হইতে বায়ু প্রবেশ করিয়া উপর দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে। তিনি বিবেচনা করিলেন, এইরূপ আলোক নির্বিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারিবে, এবং করিলে আর বিপদ ঘটিবে না।

ক্রমশঃ

শ্রীমন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(“Special for ‘Businessman’.”)

HOME-INDUSTRY.

গার্হস্থ্য শিল্পশিক্ষা।

—:—

ম্যাজিক পালিস পাউডার।

যে কেহ এই জিনিস প্রস্তুত করিয়া অবকাশ সময়ে নিজের আর্থিক দৃষ্টি করিতে পারেন। প্রথম উদ্দেশ্যে আপন ১ ডজন আন্দাজ কাগজের কাডবোডের বাস্তু সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

প্রস্তুত প্রণালী।

হোয়াইটিং—১ পাউণ্ড

ফ্রিম অফ্ টারটার—২ পাউণ্ড

ক্যালসাইন ম্যাগনেসিয়া—৩ আউন্স।

এই গুলিকে পিষিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে। তাহার পর উপরোক্ত কাডবোডের বাস্তু গুলি পূর্ণ করিয়া লেবেল দিতে হইবে—“ম্যাজিক পাউডার” বা ইরূপ যাহা ইচ্ছা বা সুবিধা হয়। আমেরিকায় ইহার অসংখ্য কাহিত। এক এক বাস্তু ২৫ সেন্ট করিয়া বিক্রয় হয়, এখানে স্বচ্ছন্দে ১০ আনা ১০ আনার বিক্রয় করা যাইতে পারে। এই পাউডার দ্বারা স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, পিটল, কাচ, টিন, তাম্রপাতের জিনিস যথবা যে কোন জিনিস যাহার উজ্জলতা বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক, তাহাকে হুন্দর পালিশ করা যাইতে পারিবে, এই চূর্ণ মাখাইয়া সাময়িক লেদার বাকোমল বস্ত্র দিয়া ঘর্ষণ করিবা মাত্র মুহূর্ত মধ্যে হাই পালিস এবং উজ্জল হইবে। দ্রব্যগুলি ভাল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

—:—

ডাক্তার ডিউকস লোমনাশক পাউডার।

চূর্ণ—১০ আউন্স,
হরিতালচূর্ণ—১ আউন্স,
টার্ক চূর্ণ—১৪ আউন্স

একত্র মিশ্রিত করিয়া ঈষৎ জলদ্বারা লোমে লাগাইলে উঠিয়া যায়। কিন্তু এ সকল ব্যবহার করা অনেক হুচিকিসকের মতে বিপজ্জনক।

লিকুইড্ গ্লু বা তরল শিরীষ।

১ পাউণ্ড তাল শিরীষকে গলাইয়া তাহাতে ২ পাউণ্ড নাটটিক ইথার দিয়া “লিকুইড্ গ্লু” “Liquid Glue” নামে ও লেবেল দিয়া ১০ আনা নামে ২ আউন্স শিশি বিক্রয় করা যায়।

FIRE-EXTINGUISHING FLUID.

অগ্নিনির্বাপককারী আরক।

অগ্নি নির্বাপককারী আরক নিত্যন্ত আবশ্যকীয় বস্তু। ইহা হুণ্ড পম্প বা পিচকারী দ্বারা ভরের সহিত মিশ্রিত করিয়া যে ঘরে আগুন লাগিয়াছে, তাহাতে দ্রুত হুইতে দিতে পারিলে আগুন নিবিয়া যায়।

প্রস্তুত-প্রণালী।

জল—৭৫ ভাগ
(Crude Calcium Chloride)
ক্রুড ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড—২০ ভাগ
সাধারণ জল—৫ ভাগ

একত্র মিশ্রিত করিয়া গোতাল পুরিয়া রাখিয়া দাও, বিপদের সময় ইহাদ্বারা মহৎ উপকার হইতে পারে। প্রতি বোতল ১০ ও ১৫ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিলেও ক্ষতি নাই।

CLOTH REVIVER.

কাল পুরাতন গরম ও হুতার পোষাককে নূতনের আয় করিবার আরক, ইহাকে বলে—
“Cloth Reviver”.

ওয়াশিং সোডা—১ পাউণ্ড
কুইক্ জল—১ গ্যালন
সাধারণ আকারের অক্স গলনট চূর্ণ—৪৯

এই সবুইসনে কাপড় চুবাইয়া লইয়া নিংড়াইয়া শুকাইয়া লইলেই উৎকৃষ্ট নূতনের আয় রং হইবে, তাহার পর ইস্তিরি করিয়া নইতে হইবে।

PARISIAN TOOTH-WASH.

প্যারিসের দন্ত-ধাবনের আরক।

খুইট ভাল জিনিস, দাঁত শক্ত ও মুখের বাস্তবিক দুর্গন্ধ নষ্ট কবে।

প্রস্তুত-প্রণালী।

অরিশ কুই চূর্ণ—২ আউন্স,
পেকুভিয়ান বার্ক—১ আউন্স,
ওক গাছের ছাল—১ আউন্স,
জল—১ কোয়ার্ট
আল্কেহল—১ কোয়ার্ট,

কোন একস্থানে উপরোক্ত মাল মসলা গুলি দিয়া ১২ দিন রাখিয়া দাও, তাহার পর ফিল্টার করিয়া ৭ আউন্স বা ৮ আউন্স শিশিতে পুরিয়া লেবেল দিয়া পড়তা দুনিয়া বিক্রয় কর, ভাল জিনিস। পাউডার অনেকট করিয়াছে, কিছু নতুন কর, তবে ত কিছু হইবে।

PERFECT TOOTH POWDER.

পারফেক্ট টুথ পাউডার।

কোন সাহেবের, তাহা বলিবার খো নাই, প্রস্তুত-প্রণালী বলিতেছি।

চূর্ণ চিনি—১ আউন্স,
চারকোয়া বা কাঠের বরলা চূর্ণ—১ আউন্স,
পেকুভিয়ান বার্ক বা
সিকোনার ছাল চূর্ণ—১ আউন্স,
ক্রিম অক্টারটার—১ আউন্স,
খুব সুগন্ধাবে চূর্ণ করিয়া ছাকিয়া কোটার করিয়া বিক্রয় কর। খুব ভাল দাঁতের মাজন। মাল মসলা ডাক্তারপানার পাওয়া যায়।

PEARL POWDER.

পারল পাউডার।

পারল পাউডার বলিয়া একটা পাউডার বাহা ক্রীত হইতে এদেশে আসিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহাতে কি আছে জান? কেবল খড়ির ভূঁই স্বল্প চূর্ণ ভাল পুশসারে সুগন্ধিত করা হয়। লেবেল কোটা ইহারই বাহা মূল্য পড়ে, কিন্তু বিক্রয় হয় ১০ আনা ১০ আনা, ইহাও দাঁতের মাজন। সৌখিন নামে দেখে আসিয়াও কিনি। বিলাসিতার ক্রীম কত দেখেন? বেশ।

(GRAHAM'S)

“BLOOM OF ROSE.”

রুম অফ রোজ।

খুব ভাল কারমাইন—৪ আউন্স, আয়োনিয়া (লাইকার) সলুইসন ৪ আউন্স, একত্র একটা গ্লাস ষ্টোপ বোতলে পুরিয়া ২ দিন নীতল স্থানে রাখিয়া দাও, এবং মধ্যে মধ্যে বোতলটা কাঁকাইয়া দাও, তাহার পর ইহাতে ২ পাউন্স ভাল গোলাপ জল, ৮ আউন্স এসেন্স অফ রোজ দিয়া এক সপ্তাহ কোনস্থানে রাখিয়া দাও। ইহার নীচে তলানি পড়িতে পারে, আস্তে আস্তে তলল অংশ চলিয়া লইয়া ১ আউন্স শিশিতে পুরিয়া প্রত্যেক শিশি ১০

আমরা বিক্রয় কর, বেশ লাভ হইবে। ইহা
হুন্দের ছেলেকের, হুন্দের মহিলাপুত্রের গালে
ও ঠোঁটে তুলিবারা লাগাইয়া দিলে সস্তা
একটি গোলপের জায় দেখায়।

এ সকল জিনিসের জন্য হুন্দের শিশি এবং
লেবেল আশুত। কাগজের বাক্সের মধ্যে
১ ডজন করিয়া লাগাইয়া বিক্রয়ার্থ মনি-
হারির দোকানে দিলে বিক্রয় হইবে।

LEATHER WATER PROOFING PASTE.

চামড়া ওয়াটার প্রুফের পেস্ট।

ঘোড়ার সাজ, জুতা, চামড়ার ব্যাগ এই
সকল জিনিসে লাগাইলে জল পড়িলেও
সহসা ভিজিবে না।

প্রস্তুত-প্রণালী

প্যারাকিন্ ওয়াটস—৩ ভাউন্স.

প্যারাকিন্ অয়েল—১ কোয়ার্ড.

উদ্ভাপে এই দুটাকে মিশাইয়া ফেলিয়া
১ সপ্তাহ একস্থানে রাখিয়া দাও। একটু পরে
অবশ্যই জমিয়া যাইবে। তাহার পর চামড়ার
লাগাইয়া দাও, ওয়াটার প্রুফ বাজন সহনীয়
হইয়া যাইবে। ইহাও বিক্রয় হইবে না
কেন? বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণ “অবশ্যের”
সৃষ্টি করিয়া জিনিস বিক্রয় করিয়া বাণিজ্য
করে। কে লইবে ভাবিও না, জিনিস বাজারে
বাহির হইলেই আবশ্যকেরও সৃষ্টি হইবে।
আনন্তে বসিয়া দিন কাটাতে নাই—বেশা
ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজট বা কখন করিবে, আর
কখনই বা উপার্জন করিবে, অনেক উপায়ই ত
দেশের লোককে দেখাইয়াছি, কিন্তু
কে কি করিলেন, তাহা ত বুঝিতে পারি না।
কেহ কিছু বরিলে শ্রম সার্থক হইত।

EDITOR IN COUNCIL.

সম্পাদকের মন্তব্য-সভা।

জে, সি ভৌমিক (গ্রাহক)

প্রঃ। লৌহ বা ধীরের জিনিসের উপর কাল
লাগায় করিবার উপায় কি?

উত্তর। উপায় আছে। গন্ধক চূর্ণ ১ ভাগ,
টারপিন্ দশ ভাগ, মিশ্রিত করিয়া আগে
জিনিসটার মাখাইতে হইবে। তাহার
পর একটা স্পিরিট ল্যাম্পে যে পর্যন্ত কাল
পালিসের জায় ২০ ন' হয়, ততক্ষণ অগ্নি-
শিখায় ধরিয়া থাকুন, বেশ কাল হইলে
কার্য শেষ বুঝিবেন। পরীক্ষা করুন।

শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়—গ্রাহক

প্রঃ। একটা অবশ্যের শিশুর পেটের অস্থ
হইয়াছে—একটু একটু করিয়া বড়ীর মত
বাছে হইতেছে, ক্ষুধা কম, বাছে ঘাইবার
সময় পোপল বাহির হইয়া পড়ে। শিশু
এলোপ্যাথিক ঔষধ খাইতে চাহে না।
হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আমার আছে,
কিন্তু কি দিই কিছু ঠিক করিতে পারি-
তেছি না। কোন সহায় বলিতে পারেন
কি? বাহ্যের রং মেটেবর্ণ।

উত্তর। হোমিওপ্যাথিক পডোকাইনম (৬)
২১ ডোজ দিয়া দেখিবেন, বোধ হয় পোপল
বাহির হওয়া সারিয়া যাইবে। দাঁতে
পিষ্টা দান, তাই মেটে বর্ণ হয়। যকৃতের
দোষ থাকে যখনঃ এইরূপ হইতে পারে।
জটিকিম্বার দিকে আশু সৃষ্টির আবশ্যক,
এখান হইতে সকল পরামর্শ দেওয়া সম্ভব
নহে।

শ্রীদ্বিজপদ সামন্ত।

প্রঃ। মহাশয়, আমি বড় গরীব, ১০ টাকা
মূলধনে পরীক্ষান হইতে কোন কাজ
আরম্ভ করিতে পারা যায় কি না।

উত্তর। আমরা কয়েক জনকে একটা কাজ

করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম, তাহারি
মূল কাজ করিতেছেন না। আপনিও
তাহা করিতে পারেন। খড়মের মত
বগলোহীন কার্টের চটি জুতার জায়
কাষিসের ফিতে দেওয়া কার্টের জুতা
বহু ভ্রমলোকে ব্যবহার করিতে নারাজ;
কারণ ঠক্ ঠক্ শব্দ হয়। তলার একটু
কেটু রবর দিলে এইরূপ শব্দ হয় না।
দেশে আম, সেমুল প্রভৃতি কাঠ সস্তা,
দেশের মিস্ত্রি দিক্কা সেটরূপ করাইয়া
কলিকাতায় চালান দিলে খুবই বিক্রয়
হইবে ও হইতেছে। চটি জুতার দাম
হইয়াছে ১০, ২০। মধ্যবিত্তলোকে আর
চটা ব্যবহার করিতে পারিয়া উঠিতেছেন।
কার্টের সেইরূপ করিলে ১০ ৮০ আনার
অনেকেই কিনিবে। দশ টাকা মূলধন
লইয়া কাজ চালান যায়। ১৫ ফি X ৮ ইঞ্চ
কার্টের তক্তার ১০জোড়া হইবে, খরচা ৮০
আনা ৮০ আনা পড়িতে পারে। ডবল
লাভ কেন করা যাইবে না, আমরা ত
বুঝিতে পারি না। চেষ্টা করিতে পারেন।

মজলিস্।

জগবন্ধু বড় সরল লোক, একদিন তাহার
এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। বন্ধু আদর
আপায়নের পর বলেন, “তাহার নাকটা এত
লাল দেখা চি কেন?”

জগবন্ধু হাসতে হাসতে বলেন, ও কিছু নয়
৩টা বন্ধুরের কল! বন্ধু আশ্চর্য্য হয়ে বলেন,
“সে কি রকম?”

“ঐ আমরা একটা বন্ধু ছিলাম, তিনি বড়
ব্রাণ্ডপ্রিয়, এক সময় বড় দুর্ভাগ্য হয়ে পড়ে-
ছিলেন, বন্ধু আর ব্রাণ্ডি খেতে পারেন না
তাই আশ্চর্য্য চেকে দিওন, ঐ চাক্তে চাক্তে
ক্রমে আমিও পাকা চাকনদার হয়ে গেলাম।
সেই বন্ধুরের ফলস্বরূপ নাকের ডগটা লাল
হয়েছে আর কি?”

হুগলী একজিবিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, একজেন্সির জন্য ৩৩৫ নং ওঃ আঃ আবেজন করুন।

• বন্ধ সহোদর “বল্লেন বটে! তবে বিনা পরসায় না কটা রসিরে নিরেছ ভাল।”

—

সম্রাট নেপোলিয়ন যে বৃদ্ধ বীরই ছিলেন, তাহা নহে, সময়ে সময়ে তাহার রসালাপেরও পরিচয় পাওয়া যায়। নেপোলিয়ন যখন অল্প বয়সেই একজন গোলন্দাজ সৈন্তের অফিসাররূপে কার্য্য করিতেছিলেন, তখন জনৈক প্রসিদ্ধ সেনানায়ক অহঙ্কারে আরও ছাতি ফুলাইয়ে “বল্লেন আমার দেশবাসী কেবল গোরবের জন্তই যুদ্ধ করে, কিন্তু কয়ালীরা টাকার জন্ত যুদ্ধ করে মাত্র” এই কথা নেপোলিয়ানের চক্ষু হইতে গেল অগ্নিক লিঙ্গ বাহির হইয়া গেল “বল্লেন ঠিক, ঠিক, যাদের যাহা অভাব, তার জন্ত তাহারা যুদ্ধ করিবে বৈকি, ফ্রান্সের ত আর গোরবের অভাব নাই। প্রসিদ্ধ সেনানায়ক নির্দাক।

—

লর্ড রবার্ট যখন মাল্ভারের প্রধান সেনাপতি, অর্থাৎ কমান্ডার-ইন-চীফ ছিলেন, তখন তাহার সঙ্গে জনৈক সেনা-নায়কের বন্ধুত্ব হয়। তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাপন করিলে বন্ধুটির মহারানী কুইন ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। বন্ধুত্ব তিনি মেডেলাদি পাইয়াছিলেন, তাহার বক্ষস্থল নানাপ্রকার সজ্জায় সুশোভিত। কিন্তু তাহার বাম হস্তটা কাটা। দয়ার মূর্তি মহারানী দয়া-পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, “কোন যুদ্ধে তাঁর হাতটা কাটা গেছে?” সেনানায়ক একই ভোতলা ছিলেন, অতি কষ্টে বল্লেন, “Ra—Ra—Ra—Ra—It was Rabbit Shooting mad'm” অর্থাৎ খড়-গোশ মারতে!

—

আদেশ পালনের দৃষ্টান্ত।

লর্ড কিচনার বিবাহিত সেনাগণের প্রতি বড় নেক্ নজর রাখিতেন না। শুধু তিনি কেন, অনেক উচ্চ কর্মচারী সৈন্যগণের

বিবাহে আপত্ত্য করিতেন। এইরূপ মতের জনৈক ভারতবর্ষের কোন সেনাদলের কর্ণেল ছিলেন, তাহার অধীনের একজন লেপ্টেন্যান্ট যুবক অফিসার অল্প হইয়া শৈলাবাসে বায়ুপরিবর্তনের জন্ত আগমন করেন। বিধাতার নির্দক, সেখানে এক সুন্দরী যুবতীর প্রেমপাশে আবদ্ধ হন, ভাগ-বাসাটা এক প্রগাঢ় লইয়া উঠিল য. শেষে বিবাহ অনিবার্য হইয়াই উঠিল।

৩ দিকে কোন স্ত্রে যুবকের উচ্চকণ্ঠ-চারী কর্ণেল সাহেব বাপারটা শুনিতে পাইলেন; পূর্বেই বলিয়াছি, কর্ণেল সাহেব বিবাহ-বিরোধী, তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাফ করিলেন, মাত্র তিনটা কথা—Join at once”

যুবক টেলিগ্রাফ পাঠিয়া বসিয়া পড়িলেন, কি সর্বনাশ! ৫ দিন পরেই বিবাহ—এখন কেমন করিয়াই বা গাই। তিনি টেলিগ্রাফ-খানি লইয়া তাহার প্রপঞ্চিনীর নিকট যাইয়া কাগজ খানি হাতে দিয়া চোরটীর মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। বালিকা মনোযোগের সহিত পাঠ করিল, হর্ষে তাহার স্থূলিত গণ্ডস্থল আক্ৰিম হইয়া উঠিল। তাহার এই শোচ-নীয় সময়ে একপ হর্ষোৎকট মুখ দেখিয়া লেপ্টেন্যান্ট বলিলেন, একি ব্যবহার? সুন্দরী হাসি মুখে বলিলেন, তবে যে ভূমি বলিতে, তোমার কর্ণেল সাহেব বিবাহ-বিরোধী, তিনি ত যত শীঘ্র পার বিবাহ শেষ করিতেই বলিয়াছেন। যুবক কিন্তু আশ্চর্য হইতে পারিলেন না কিন্তু সুন্দরী অবিলম্বে আয়োজন করিয়া বিবাহ শেষ করিয়া ফেলিলেন। পরদিন কর্ণেল সাহেবকে টেলিগ্রাফ করিলেন “Your orders were obeyed, we are joined at once” অর্থাৎ আপনার আদেশ পালন করিয়াছি, আমরা তৎক্ষণেই পরস্পরের পাণি-গ্রহণ করিয়াছি। কর্ণেল নিশ্চয়ই এইরূপ অদ্ভুত আদেশ পালনের নমুনাগ অবাক হইয়াই থাকিবেন।

—

“It is better to be faithful than to be famous” নাম কিনিবার জন্ত কুড়ি করা অপেক্ষা লোকের বিশ্বাসী থাকটা ভাল।

—

যদি শিব গড়িতে বান্দর গড়িয়া ফেল, তবে শিব নাই, গড়িলে কে আর তোমার শিব দেখিতে ব্যস্ত বল।

প্রার্থনা।

দাও মোরে প্রভু, করমের বোঝা,
তুলে দাও মোর শিরে।
রহিব সতত যাহে নত শিরে
চাতিব না পিছু ফিরে ॥
একটু ভ্রম দাও মোরে নাথ
যাহাতে বাণিত বগ।
চক্ষু হয়ে তোমারি চরণে
করিব কাঁচর লক্ষ্য ॥
দিশা অবসানে জনিকের তরে
দিও নাথ শান্তি সুখ।
পান করি তাহা দূরে যাবে প্রভু
সারা দিবসেরি সুখ ॥
বিতর করণা তোমারি আশিষে
দূরে যাক রোগ শোক।
জীবে মরণে হই যেন নাথ
তোমারি কাছের লোক ॥

সন্তোষ।



হগলী একজিবিসনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্ত ৩৩৫নং পো: আ: আবেদন করুন।

স্বপ্ন দেখি অসম্ভব ভরসাকে পোষণ করে, আর বড় হইলে পিতাকে শোকা করে।

“Never quit certainly for hope.”
নিশ্চিত বিষয়কে সফল আশার আলোতনে পরিভাগ করিতে নাই, তাহা হইলে ঠিকিতে হয়।

প্রকৃত প্রয়াসী হইও না—যদি তোমার কোন কসমতা থাকে, তাহার অপব্যবহার করিও না—সেই কসমতা পরহিতে ভুত করিলেই লোকপ্রিয় এবং অসমর্থ লাভ করিতে পার।

জান বাহাকে আজ্ঞার দিয়া রাখা বিবেচনা করিয়াছ—কোন বিশেষ অপরিহার্য কারণ না হইলে কণ তাহাকে দলিত করিও না। নিজের মতকে অস্বীকার মনে করিও না। ভুল করিতেছ, তাহা যদি তুমি না বুঝিতে চাও, তবে তুমি মাহুদ নও, পণ্ড বিশেষ।

গো-বধ করিয়া জুতা দানের কল নাই। একজনের ভাল করিতে যাইরা অপরের ক্ষমকে আঘাত করিও না বরং তুমি পরহিত পূহার তান না করিলে ভাল করিতে।

জগতের ভাল করিতে বাসনা যদি প্রকৃতই তোমার থাকে, আগে বিশ্বাসের শিক্ষা কর। প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী জগতের কাহারও অনিষ্ট করে না, সকলেই তাহার চক্ষে সমান—তাহার বশোলিঙ্গা থাকে না। সে সর্বদাই প্রকৃত এবং প্রশান্ত হৃদয়। বশের জন্ত তোমার লালারিত হইবার আশঙ্কক নাই, লঙ্কাজ কর, আপনা হইতে তুমি বশবী হইয়া বাইবে। যদি তাহা তোমার বোধগম্য করিবার শক্তি না থাকে, তবে নিশ্চয় তুমি

ভুল, অসমর্থ, অসজ্ঞান, প্রায়শ্চেষ্টে ঘুরিয়া বেড়াই যাক।

Saying and doings are two things—বলা এক, করা অন্য—বলিয়া বহি কথার ঠিক রাখিতে পার, তবেই তুমি মাহুদ—লোকে তোমাকে এবং দেবতাকে তখন কোন পার্থক্য দেখিবে না।

তোমার যেমন কসমতা, আগে সেইরূপ কাঁধেই হস্তক্ষেপ করিবে, বড় কাজ করিতে হইলে ছোট হইতেই ত আরম্ভ করিতে হয়। বামনের চাঁদ ঘরিতে হস্ত প্রসারণ করা উপহাসাঙ্গম প্রণয়নতা, মনিবীগণ বলেন,—“Venture a small fish to catch a great one”

সৌভাগ্য অন্ততঃ একবার প্রত্যেক মানবের দ্বারেই আঘাত করে, সে আগ্রহ, সেই অভ্যাগতকে উপভোগ করিয়া থক হয়, যে নিরীক, অলস, সে দ্বারে আঘাত শব্দ শুনিয়াও উপেক্ষার অত্যাধনা করে না।

চারিটা জিনিস শূন্য হইলেই শোচনীয় অবস্থা হইয়া দাঁড়ায়। কি কি? মাহুদের মাথা—মতিভ্রম হীন হইলেই গোলমাল, ঠাট্টা তামাসা বেহুল ও বিবেচনাশূন্য হইলেই অনর্থপাত।

হৃদয়—সত্যভাষী হইলেই অশেষ অনিষ্টের কারণ হয়, আর—পকেট খালি হইলেই শোচনীয় অবস্থার পড়িতে হয়, সুও ঘুরিয়া যায়। স্তব্ধতা প্রাপণে এই ঠট্টাকে খালি করিতে নাই।

জ্ঞানের অভাবই কেবল মাত্র শত্রু, মানবের সকল অবস্থাতেই জ্ঞানের উপ-যোগিতা। জ্ঞান দুবককে পরিপূর্ণ করে, বুদ্ধকে আনন্দিত করে, উন্নত অবস্থাকে

অলঙ্কৃত করে, পরিচরিত হইয়া রাখিতে পারে।

জানী বুদ্ধিতেই সতর্ক হয়, কিন্তু অজানী চৈকিয়া শিকাগাত করে। অতি বড় দুর্ভ-অভাবে পড়িলে শিকাগাত করে, কিন্তু পণ্ড প্রকৃতির দ্বারা অতিক্রম হয়।

বীর্য তাহাকে বলি,—শত্রুকে কঠোর করিয়াও যিনি তাহার হিত বাতীত অহিত চিন্তা করেন না—তিনিই প্রকৃত বীর। প্রকৃত বীর সর্বদাই কমানীল।

উচ্চ কাজে, অসামর্থ্যের বাক বিভণ্ডার জীবনের অনুরূপ সময় নষ্ট করিও না। ইহা পাপ—ইহাই প্রকৃত আত্মনাশ।

কণতত্ত্ব জীবন কেবল কর্ণের দ্বারাই অসমর্থ লাভ করে, বাকবিত্ততা, পরহিংসা, পরচর্চার হুর্লভ সময় কাটাইলে ভাল কাজ কখন করিতে পারিবে? ভাল কাজ কর—অমর হও, জগত তোমার কীর্ষি-কলাপ ঘোষণা করিয়া থক হউক।

জগতে অসংখ্য লোক, বিভিন্ন তাহাদের প্রকৃতি—নিজের জ্ঞান বাহার হুর্লল, সেই পরের কথার পরের প্রশংসা বা অপ্রশংসার টাল খাইয়া যায়। অদৃঢ় জ্ঞান প্রশান্ত, অচল, অটল—সুখে দুখে পুরকারে ভিন্নভাবে কদাচ বিচলিত হয় না। জ্ঞানকে এমনিই করিয়া লইতে হয়। সামান্য একটু অম্মাতে যদি ভাবিয়া পড়, তেমন জ্ঞান কি রাখিতে আছে। এমন আঘাত প্রতি মুহূর্তেই ঘটিতে পারে, কেননা ভিন্ন প্রকৃতির লোক লইয়াই যে সংসার করা। এ সংসারে থাকিতে হইলে দাত প্রতিদাত যে অনিবার্য—সেই জ্ঞান জ্ঞান দৃঢ় করিতেই হইবে, নচেৎ চিরকাল জীবন মনোভ্রমে রক্ত হইবারই কথা। বুঝেছ।

ELECTRO-PLATING—II

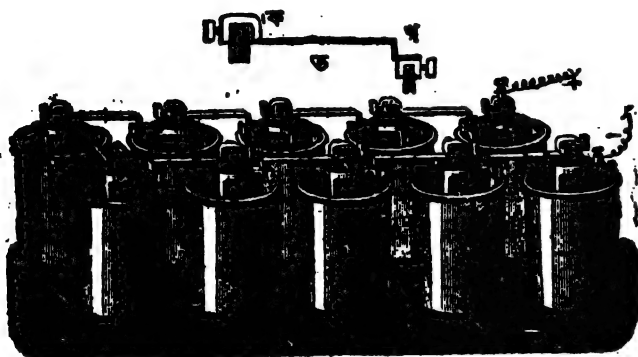
গিল্টির কাজ ।

(৩)

গতমাসে পাঠকগণকে ব্যাটারী বা তড়িত কোষের চিত্রাংলী দ্বারা যথাসাধ্য সহজে তড়িত-কোশ প্রস্তুতের কথা বুঝাইয়া ছিলাম, এবারে এই ব্যাটারী সম্বন্ধে আরও কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝাইয়া কেমন করিয়া যে এই গিল্টির কাজ সামান্যরূপে

চালাইবার উপায়ের কথা যথাসাধ্য বুঝাইয়া দিব ।

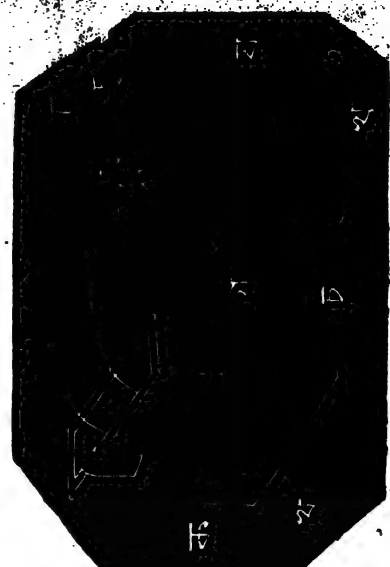
পূর্বে বলিয়াছিলাম, একটি ব্যাটারী দ্বারা তড়িত কাজ চলে । কিন্তু ব্যাটারীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইলে তাহা ব্যাটারীকে একত্র যোগ করিলে এই ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে । নিম্নে যে চিত্র প্রদর্শিত হইল, ইহা দ্বারা বুঝিতে পারিবেন যে, কেমন করিয়া ব্যাটারীগুলিকে পরস্পর যোগ করিয়া তড়িত সমষ্টি করা হইয়াছে ।



তড়িত কোশ সমষ্টির চিত্র ।

উপরোক্ত চিত্রে দেখিতেছেন যে, ক, ত, খ নামক তাত্র তার দ্বারা ১ম কোশের দস্তার সহিত, দ্বিতীয় কোশের অঙ্গারের বা কার্বনের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় কোশের দস্তার সহিত তৃতীয় কোশের অঙ্গারের সহিত সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এইরূপ ভাবে যোগ করিয়া দেওয়ার তড়িতের গতি একমুখীন হইয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত ব্যাটারীগুলির তড়িতের গতি একদিকেই থাকিত হইয়াছে । বলা বাহুল্য যে, এইরূপে সমস্ত ব্যাটারীর তড়িতের সমষ্টি খুবই ক্ষমতামণী হইয়াছে । উপরোক্ত বিষয়টি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে হইলে পাঠকগণকে একবার বুনসেনের ব্যাটারীর প্রতি বাহা গতবারে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়াছি, তৎপ্রতি দৃষ্টিনিষ্কপ করিতে অনুরোধ করিতেছি । বুনসেনের ব্যাটারীতে কি কি

পদার্থ পর পর সাজান আছে, তাহা দেখিলেই বুঝিবেন যে, পূর্বে কথিত আমার পাত ক্রমপে প্রথম ব্যাটারীর দস্তার ফাঁপা চোলের সহিত দ্বিতীয় ব্যাটারীর অঙ্গার বণ্ডের যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । একটু মনোযোগ সহকারে দেখিলেই অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন । ব্যাটারী সম্বন্ধে মোটামুটি বাহা বুঝাইবার আজ তাহা শেষ করিলাম । এখন গিল্টির কাজ আপাততঃ মোটা মুটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব । ব্যাটারীর সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কতদূর, তাহা আগে না বুঝাইলে আপনাদের ধৈর্য থাকিবে না, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি । সেই জন্য আমি আজ একটু আভাস দিতে বাধ্য হইলাম । তবে এই কাজটির হুস্ন তত্ত্বগুলি আমি একে একে অতি সরল ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব ।



একশ্রেণে একবার উপরোক্ত চিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিষ্কপ করুন । উপরোক্ত চিত্রের একধক্কর যে গোলাকার পাত্র দেখিতেছেন । এইটী বুনসেনের ব্যাটারী এবং অন্যদিকে যে চতুর্ভুজ পাত্রটি দেখিতেছেন, এই পাত্রটিতে গিল্টি করা হইবে । ধরুন, আপনি একটি রৌপ্যের অলঙ্কারকে সোনার গিল্টি করিতে বাইজেন, তখন আপনাকে কি করিতে হইবে ? ব্যাটারীর অঙ্গার দণ্ড হইতে যে তামাক তার আসিয়া চতুর্ভুজ পাত্রে আসিয়াছে, সেই তারের মূখে রৌপ্যের অলঙ্কারটিকে বান্ধিয়া ঝুলাইয়া দিতে হইবে ।

এবং ব্যাটারী দস্তার ফাঁপা চোলের মাথা হইতে একটি তাত্রতার আসিয়া চতুর্ভুজ পাত্রের মধ্যে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে একখণ্ড সোনার পাত সংলগ্ন আছে । ঐ পাত্রের মধ্যে ক্লোরাইড অফ্ গোলাডের সলুইশন প্রস্তুত করিয়া দেওয়া আছে । কিয়ৎকণ পরেই দেখিবেন, রৌপ্যালঙ্কারের গায়ে সুবর্ণের একটা অতি হুস্ন আবরণ তড়িতশক্তি প্রভাবে সুবর্ণবর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়া লাগিয়া বাইজছে । তাহা একটী অতি হুস্ন লেয়ার বা আবরণ মাত্র । এখন কথা হইতেছে যে, ঝুলাইয়া দেওয়া যে

সোনার সোণে, তাই হইতে স্বর্ণ বখন কর
হইয়া গোপে, লাগিতেছে, তখন পুনরায়
সোনার স্বর্ণে সোনার অরক-বিগার আরোহণ
কি? সেই আরোহণের কথা বুঝাইয়া বিয়াই
আজিকার অবস্থার উপসংহার করিব।

ভাঙিত শক্তিকে বেরন স্বর্ণখণ্ডের ক্ষতি
অংশ সোণের গারে লাগিয়া গিলটি করিয়া
কেনিতেছে, তদ্বিধে ঐ সোণে সলুইশন বা
স্বর্ণের তরল আরকের সোনা স্বর্ণখণ্ডের
ক্ষতি অংশ পূরণ করিয়া দিতেছে। তাহা
হইলেই দেখা যাইতেছে যে, স্বর্ণখণ্ড কিছুই
কর হইতেছে না, একতরফে সোনার
অরকটাই কর হইতেছে। এইত গিলটি
করার মোটাটুকু আভাষ। এখন এইটুকুকে
নিঃস্বল্পে বুঝাইবার জন্য অনেক কথাই
বলিতে হইবে। কিন্তু সে কথা আজিকার
নহে, বারান্তরে বুঝাইব। কারণ তাহা
আরও ভিত্তিহীন বুঝাইতে হইবে, অন্য বিদায়
এবং করিতেছি।

THE RESPONSIBILITIES OF DIRECTORS.

ডাইরেক্টর হওয়ার দায়িত্ব।

কোন বোধ কারবার করিতে যাইলেই
তাহার কতকগুলি ডাইরেক্টর নির্বাচন করা
হয়। এদেশে সেই ডাইরেক্টর নির্বাচন
অবস্থা এবং সামাজিক প্রতিপত্তির প্রতি দৃষ্টি
রাখিয়াই নির্বাচিত হয় মাত্র। বাস্তবিক সেরূপ
কারবারে তাহার অভিজ্ঞতা সন্দেহ কোন
বিবেচনা বা বিচার করা হয় না। এইরূপ
সম্ভ্রান্ত অবস্থা দেখিয়া ডাইরেক্টরের পদে বসাইয়া
দিলে প্রথমে বহুলোক তাঁহাদের মুখপানে
জ্বালাইয়া বিদ্যাস করিয়া কারবারে টাকা ভ্রম
করে, তাহার পর ডাইরেক্টরগণের উপযুক্ত

অভিজ্ঞতার অভাবে বখন অশ্রদ্ধারূপে কিছু
না পাইয়া ভ্রম অর্থও হারাইয়া হতাশ হয়,
তখন যে লোকে কি অশ্রদ্ধা যত্নবা এবং
গালাগালি ও তৎসনা বর্ণন করিতে থাকে,
এবং চারিদিকে হারাকার পড়িয়া যায়, তখন
সে ভ্রম দেখিলে ডাইরেক্টর হইবার কতদূর
প্রযুক্তি বাস্তবিকই নিবৃত্ত হইয়া যায়। জনৈক
অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ বলিয়াছেন যে,—

“Indeed the common theory of
a director is that he acts more or
less like head of the Government
department bringing a sound
general knowledge of business to
the conduct of particular concern.
Taking the advice of permanent
officials but deciding board
questions of policy himself” অর্থাৎ
বাহার ডাইরেক্টর হইবেন, তাঁহাদের ঠিক
গবর্ণমেন্ট আফিস সমূহের উচ্চ কর্মচারীর মত
হওয়া চাই। কারবারের বাহারা স্বামী
কর্মচারী, তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া কারবারের
বোর্ডের উদ্দেশ্য মত নিজে সমস্ত বিষয়ের
নিশ্চয়তা করা চাই। ইহাই ডাইরেক্টর হইবার
মূল সূত্র।”

এইটুকু করিতে যাইলেই, মনের বল,
সংসাহস, কার্যে সম্যক অভিজ্ঞতা, সত্যনিষ্ঠা,
নিজের দায়িত্বজ্ঞান এই গুণগুলি অপরিহার্য
হয়। কাহারও স্বার্থ প্রণোদিত পরামর্শ বা
চাটুখানো গলিয়া যাইলে চলিবে না, অধীনস্থ
কর্মচারীগণের আপত্তির বিরুদ্ধে বুদ্ধিবার
ক্ষমতা ও মানসিক বল থাকা চাই। পত
সহস্র লোকে বাহাদের নাম দেখিয়া কত
উৎসাহে টাকা ভ্রম করে, তাহাদের যদি
কাজ বুদ্ধিবার ক্ষমতা, বা দেখিবার সময় না
থাকে, যদি সংসাহস বা প্রকৃত নৈতিক বল
না থাকে, তাহা হইলে এরূপ দায়িত্বপূর্ণ
কার্যে শুধু কাঠপুতলিকার জায় বসিয়া

বোকেস সন্ধান করা কি লজ্জাকর এবং
নিতান্ত উপেক্ষার কথা নহে।

জনৈক প্রাচীনা অর্থতত্ত্ববিদ বলিয়াছেন,
“The real truth is that a good
director is almost as rare as a good
cabinet minister” অর্থাৎ ভাল উপযুক্ত
ডাইরেক্টর একটা উপযুক্ত মন্ত্রীর জায়
প্রকৃতই দুর্লভ। এটাই আসল সত্য কথা।
কিন্তু হা হতোমি—এদেশে ডাইরেক্টরের
বাহার বর্ষার বেগের হাতের জায় এত স্থলত
যে আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। এখানে যে সে
এই উচ্চ আসনে বসিতে কুণ্ঠিত হয় না।
আরামী বাদামী, কিছুই দেখিতেও যায়
না, দেখিতে জানেও না। কেবল খাতিয়ে
জন্ম এবং চাটুখানো ঘোহিত হইয়া
ডাইরেক্টর হয় এবং দুদিন পরে বখন
কারবারের গণেশ উলটাইয়া যায়, কত দীন
কত মণ্যবৃত্তি ব্যক্তি বখন তাহাদের কটো-
পাঙ্কিত অর্থ নষ্ট বলিত কটে আর্জিনাদ করিয়া
দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করে, সেই সময় এই সকল
অনৈতিক ডাইরেক্টরগণ কিছু তহরপাত না
করিয়াও কত কালের অর্জিত সুনাম ও স্রবণ
হারাইয়া বাহারা হইয়া সরিয়া পড়েন।
লোকের টাকা বাউক, সুনাম বাউক, কিন্তু
তাহার সঙ্গে আরও কি যায়?—“জাতীয়
“সোভাগা” ক্রমাগত গণেশ উলটানর ধুম”
লোকে বখন সং এবং অসং সমস্ত লোককেই,
সমস্ত কারবারটাকেই একটা বিভীষিকা স্বরূপ
দেখিতে থাকে, আর কেহ বোধ কারবারের
দিক মাড়াইতেও যায়না—অথচ প্রত্যেক স্রস্তু
দেশ ও জাতি বোধ কারবার ব্যতীত অবস্থার
উন্নতিই করিতে পারে না। তাই এই বলিতে
ছিলাম, এই সঙ্গে শুধু টাকা এবং মান যায় না,
ইহার সঙ্গে অনেক চলিয়া যায়।

সেইজন ডাইরেক্টর হইবার সময় বৃত্তিতে
হয় যে, আমি কি কি করিতে যাইতেছি।
আমার দায়িত্ব কত, কিন্তু অতি পরিচালনের
কথা, এদেশের ডাইরেক্টরগণ একটু প্রযুক্ত

শিপিয়ার প্রভ—একটু মান জাহির করিবার জন্য সমগ্র দেশ এবং জাতীয় উন্নতির স্থলে সুষ্ঠুভাবে করিয়া বসেন, ইহা নিতান্তই সম্ভব ব্যাপার। বাহ্যতে অভিজ্ঞতা নাই তেমন কাজও কি বাইতে আছে? এইটুকুই আজ সফল করিয়া মাত্র। দারীত জ্ঞান এদেশের কতদিনে হইবে?

আশ্চর্যের বিষয়, অনেক ডাইরেক্টর হইবার পূর্বে কর্তৃক উদ্দেশ্যও বৃত্তিতে বা ওলিতেও পার না, জাপাকাগজে নাম উঠে, আর অমনি আফ্রান্দে আটখানা হইয়া যান। জালা কি কম? এইরূপে এই দীন দেশের কটোপাখিত অর্থ নষ্ট হইয়া যায়। অবশ্য সকল কারোই যে এইরূপ হইয়া যায়, তাহা নাও হইতে পারে। কিন্তু লাল বাতি আলারও অভাব নাই। এদেশের লোকের বোধকারবারে দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু অনেকে বা খাইয়া হতশ হইয়াছে, বোধ করিবারে অনেক তক্তের দ্বারা গাফিল নষ্ট হইয়া যায়—কে কার খোলা কাটে, তাহার ঠিক থাকে না। পাশ্চাত্য জাতির ভার গুণ এদেশের লোকের এখনও হয় নাই, তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে।

ভারতে দেশলাইয়ের কারখানা।

ভারতে দেশলাইয়ের কারখানার আর বৃদ্ধি কোন ক্রমেই উন্নতিই হইতে পারিল না। আমদানি দেশলাই দেশ ছাড়া পড়িয়াছে। দেশলাই প্রত্যেক লোকের নিত্য আবশ্যকীয় সামগ্রী, এই কার্যের এদেশে উন্নতি হইলে যে দেশের অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য হইতে পারিত, তাহার সংশয় নাই, কিন্তু সেদিকে এদেশের দৃষ্টি পড়িল না। সেদিন লাহোরে দয়াল সিং কলেক্টর প্রোক-

সর এন্ড এন্ড এফসি, M. A. B. Sc. ক্রিস্টিয়ান কলেজ হলে দেশলাই সম্বন্ধে একটি জনগণিত বক্তৃতা করিয়া বুঝাইয়া ছিলেন যে, দেশলাই প্রত্যেকের সমস্ত জীবনই এদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, দেশলাইয়ের কাঠাদি ভারতের হিমালয় এদেশে, বর্ষা এবং পূনা প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে আছে। মূলধনও অভাব বিদেশীর ধনীগণের তুলনায় কম হইলেও, যৌথ উপায়ে এদেশেও সংগ্রহ করা অসম্ভব নহে। ভারতে মজুর বখেট এবং জুলত। কেবল শিক্ষার অভাবে বিশুদ্ধ মাত্র, মিথাইয়া পড়াইয়া লইলেও এদেশের শ্রমজীবীও দক্ষ হইয়া উঠে। কিন্তু এদেশে Experts অর্থাৎ বাহ্যিক অভিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত, তাহাদের পরিচালনের দক্ষতার অভাবেই এদেশের দেশলাইয়ের কার্য সুচারু চলিতে পারে না। তত্ত্বের কলফরাস প্রভৃতি আমদানী করার পক্ষে বহুবার পড়িয়া যায়, কিন্তু গবর্ণমেন্ট সাহায্য করিলে এদেশের দেশলাইয়ের কারবারেও বখেট উন্নতি হইতে পারে। গবর্ণমেন্ট বনবিভাগে দেশলাইয়ের উপযোগী বৃক্ষরোপণ করিলে, বধা সম্ভব জুলতে রেলওয়ে দ্বারা মাল মসলা আমদানীর তাগীর হার কমাইয়া দিলে, এই সকল অসুবিধা দূর হইতে পারে। ভারতে কিরূপ ভাবে দেশলাইয়ের আমদানী বৃদ্ধি পাইতেছে, পাঠকগণ নিম্নলিখিত মোটামুটি হিসাব দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

১৮০৭৮ সালে বিদেশ হইতে আমদানী দেশলাই ছিল। ৪২১৭৮২০০০ পাউণ্ড, ১৯০৮ ১৯০৯ সালে ৪২৮৬৭১০০০ পাউণ্ড, ১৯০৯ ১৯১০ সালে ৫০৩৬৮৭ পাউণ্ড, ১৯১০-১১ সালে ৫৫১৪১১০০০ পাউণ্ড ১৯১১-১৯১২ ৫৮৩৮৮৪০০০ পাউণ্ড, পাঠক দেখিতেছেন, দেশলাইয়ের আমদানী ভারতে কিরূপ দ্রুত বৃদ্ধি হইতেছে। সমগ্র পৃথিবীতে ২ হাজার লক্ষেরও উপর দেশলাই দৈনিক ব্যয়। ভারতে গড়ে প্রত্যেক লোকে দৈনিক একটি

দেশলাই ইচ্ছাযেপেয়ে অসংখ্য ক্রয় করে। ৪০টা দেশলাই ব্যয় করে। কারণ এই সমস্ত দেশে সিগারেট ও চুড়চুড়িয়ার ধূমপানের মাঝাটা অধিক। এই সকল গণনা হইতে সহজেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, এদেশে দেশলাইয়ের কারখানার উন্নতি হইলে দেশের কত অর্থ রক্ষা হইতে পারিত, দেশের লোকে অর্থের সম্ভাবনার ত জানেই না, অধিকতর বৈদেশী দেশলাই ক্রয় করিতেও চাহে না। তাই মনে হয়, এ দেশের দেশলাইয়ের কারখানার উন্নতি বৃদ্ধি হইয়া পরাহত।

কেমন করিয়া আমি ব্যবসার করিয়াছিলাম।

(১)

বালকলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া যখন কলিকাতা স্থলে আসিয়া খার্ডক্লাসে ভর্তি হইলাম, তখন বয়স প্রায় ১৫ বৎসর। ক্লাসে আমার নাম হইয়া গেল “বুড়ো ছেলে”। যদিও চুল পাকেন নাই, দাঁতও পড়ে গাই—ভ্রামোচ্ছল বর্ণ—পাঁড়গেয়ে ছেলে, কিন্তু গোপের মেখা দিরাছে, ইহাতেই মাটির মহাশয় হইতে সমস্ত মহাশয় যে আমার কি লক্ষণাবলী দেখিয়া আমাকে “বুড়ো ছেলে” নাম দিয়াছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু আমার নাম শ্রীমান রমেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় হইলেও সে নাম লোপ পাইয়া বুড়োছেলেই সাব্যস্ত হইয়া গেল।

কোন রকমে ঠাট্টা লাঞ্ছনা গল্পনার মৎসর খানেক কাটিল, যখন আমি দেকের ক্লাসে প্রমোদন পাইলাম, তখন মহলা একদিন আমার পিতাঠাকুর মহাশয়ের একখানি পত্র পাইলাম। পিতা লিখিতেছেন—

“রমেন, আগামী শনিবারে অতি অবশ্যই ১২০ টার ট্রেনে বাড়ী আসিবে, আসিবাম সময় কর্দ্দমত জিনিসগুলি লইয়া আসিবে,

বাড়ীতে কয়েকটা ভ্রমলোক আসিবে, যেস
কোন জনেই আসিতে অস্বস্ত করিও না।”

পরদিন টাক আসিল, দুগে বিহার হইয়া
হাঁড়টা ট্রেনে বেলা ১২ঃ০০টার ট্রেনে আমার
গ্রামাভিমুখে রওনা হইলাম। গাড়ীতে
উঠিয়া ভ্রমলোক আসিবে, আমার বাইবার
আবতক ইত্যাদি সানাবির ভাবিতে লাগি-
লাম। বেলা ৪ঃ০০ টার সময় ট্রেনে
সামিরা আমার গ্রামাভিমুখে ঘুরে মাথার
মিনিলপত্র চাপাইয়া দিয়া পরব্রজে হাটিতে
লাগিলাম, সন্ধ্যা ১০টার সময় বাড়ী
পৌছাইলাম।

(৩)

পরদিন বাড়ীতে মহালম্বারোহ, আমার
পিতা আমার বিবাহের জন্য একটা কথা
দেখিয়া আমার সব্ব করিয়াছেন, আজ তাহার
পাকা দেখা। আমি এই অভাবনীর বিশেষ
কথা শুনিয়া বলিয়া পড়িলাম, আমার পড়া
শুনায় সময়, সবে মাত্র আমি সেকেন্ড ক্লাসে
উঠিয়াছি, এই কি আমার বিয়ে করিবার
সময়? আমার বয়সে মেট্রোপলিটন কলেজে
কত ছেলে বি, এ পড়িতেছে। আমি বাবাকে
ভয় করিতাম, তাহার নিকট ঘেঁষিতে পারি-
লাম না। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক, এ সকল
কথা বুঝিতে চাহিবেন না। জননীকে কাতর
কর্তে বলিলাম “না আমি বিয়ে করিব না,
আমি সবে মাত্র সেকেন্ড ক্লাসে উঠিয়াছি,
এখন আমার বিয়ে করা কোন ক্রমেই সাজে
না। জননী পিতাঠাকুরকে বলিলেন, কিন্তু
পিতা বলিলেন “কেন, ওর মত বয়সে আমি
বিবাহ করিয়া যে ভারের অধ্যাপক হইতে
পারিয়াছি, বিয়ে করে কি লেখাপড়া হয়
না? ভ্রমলোকদিগকে কথা দিয়াছি, এখন
কার কেমন করিয়া সত্যত্ব করিয়া পর-
কালের পথ কড় করিব? সে কথা শুনিব
না? বিশেষতঃ ছেলে দুপাতা ইংরাজি পড়েই
এরমধ্যেই পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলা করবে।”
ইহার উপর আর বক্তৃতা নাই, তর্ক নাই,

পাকা দেখা—ভারপর বিবাহ পর্বাত হইয়া
গেল, আমি কলিকাতার ফিরিয়া আসিলাম।

পিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক ছিলেন; বর্তমান
সময়ে সংস্কৃতের বা সংস্কৃত পণ্ডিতের আর
ভেদন আর নাই, কোন সকলে সংসার
চলিতেছিল মাত্র। যে সময় পাণ্ডিত্যের আর
ছিল, তখন আমার পিতাঠাকুর বখেই অর্থ
উপার্জন করিয়া বোল দুর্গোৎসবাদিও করিয়া
ছিলেন, বহু আগন্তুককে অন্ন ও বিভাশিকা
দিয়া ছিলেন, বাড়ীতে টোল ছিল অনেক
ছেলেকে অন্নদান ও শিক্ষাদান করিয়াছিলেন।
তাহারা এখন বড় বড় পণ্ডিত, আরও অনেক
গুলি তাই ছিলাম, সকলেই অন্ন বরসে ইহ-
লোক পরিভ্রমণ করিয়াছিল, কেবল আমি
একমাত্র সন্তান জীবিত ছিলাম।

আমি এখন কাউন্সিলে উঠিলাম, অকস্মাৎ
একটা টেলিগ্রাম পাইলাম যে, তদন্তেই
আমাকে বাড়ী যাইতে হইবে। গ্রামে ভ্রমণক
মহামানীয় প্রেক্ষাপ, পিতা মাতা উভয়েই
সংস্কারপন অবস্থায় পড়িয়া আছেন। পত্র
পাঠ মাত্র আমি মালগাড়ীতে ছয়গুণ ভাড়া
দিয়া—যখন বাড়ীতে পৌছাইলাম, তখন দেখি-
লাম, জননী গত হইয়াছেন—পিতা তখনও
জীবিত আছেন বটে, অবস্থা নিতান্তই আশা-
শূন্য,—রজনী : দ্বিপ্রহর অতীত হইতে না
হইতে তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন,
আমার শিক্ষা-দীক্ষা আশা তরসার উপর চির-
দিনের জন্য বহনিকা পড়িয়া গেল। আমি
সমস্ত সংসারটা অন্ধকার দেখিলাম। স্ত্রী
নিতান্ত বালিকা—আমিও সংসারের কোন
কিছুই বুঝিতাম না। পিতৃমাতৃদ্বয় হইতে
কেমন করিয়া যে আমি উদ্ধার হই, সেই
দারুণ চিন্তার আমি অবসর হইয়া পড়িলাম।
পূর্বেই বলিয়াছি, কোনরূপে পিতা সংসার
চালাইতে ছিলেন মাত্র।

প্রতিবেশীগণ এত বড় পণ্ডিত, এত বড়
বিখ্যাত লোকের সুবোধসর্গ জ্ঞান না করিলে
তাল দেখার না ইত্যাদি উপদেশ অতি

অবাচিতভাবেই দিতে সূচিত হইলেন না—অল্প-
শেষে বাড়ীটুকু দ্বিত বৎসক রাখিয়া ৫০০ টাকা
সেবা করিয়া পিতৃ-মাতৃ দ্বয় হইতে স্বর্ণ
পাইলাম। প্রায় অল্প পাড়ারিয়ার হিসাবে
সমারোহেই সম্পন্ন হইয়া ছিল, জাতি কুটুম্বকে
আমাদের ক্ষুদ্র কুটুম্বানি সুখমিত হইয়া ছিল
সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

শিক্ষার জন্য মজুত টাকা।

রাজধানীর একাউন্ট্যান্ট জেনারেলের নিকট
নানা কারণে ১ কোটি ৮ লক্ষ ৩০ হাজার
৪ শত টাকা বা কোম্পানীর কাগজ পঞ্জিত
আছে। তন্মধ্যে শিক্ষার জন্য কে কত টাকা
টাকা দিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য
অনেকেরই কৌতূহল হইতে পারে, আমরা তাই
তাহার তালিকা নিয়ে প্রকাশ করিতেছি।

মলিন ফণ্ডের দ্বারা আনানতি ১০,৫৭,০-
০০০ ও অস্থায়ী আনানতি ১০,৪০০ টাকা
হিন্দু কলেজের ১,২৬,৬০০, বার্ড বৃত্তি ১৫০০,
দুর্গাচরণ লাহা ফণ্ড ৫০,৮০০ চুলিলাল দীল
৫০০০০, বেসল ফেমিন অরফান ফণ্ড ৩৫০০০
একাউন্ট্যান্ট জেনারেলের নামে জমা আছে।

গোপাললাল ঠাকুরের ১৪০০০, হুড্‌সন
ফণ্ডের ৪৭০০, ওয়েন ফণ্ডের ১২৬০০,
মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১২৬০০,
এজরা হাসপাতালের ২০০০০, কেরান ফণ্ডের
১১০০, গেইলার ফণ্ডের ২০০০, রবার্টসের
১০০০, আলোরারের মহারাজের ১৫০০,
বর্জমানের মহারাজের ৫০০, আবদুলগণি
বৃত্তি ৭৫০০, গুডব বৃত্তি ৪০০০, এক, সি,
চাটার্জি বৃত্তি ৫০০০, লেডি এলিগট বৃত্তি
২০০০, গোরালিয়ার প্রাইজ ৩০০, গুডব
প্রাইজ ৭০০, এডিনবারা প্রাইজ ৮০০,
ডোলানাথ বহু প্রাইজ ১০০০, মে প্রাইজ
১৬০০, ম্যাকনামারা দোণা থেডেল ৬০০,

Day's Tea has the highest awards in the Nagpur Exhibition.—P. O. Box, No 335 Calcutta.

This Form printed at the Durbar Press by S. B. Nath.

মেডিকেল কলেজ সেরিটান ফণ্ড ৮০০০
মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের নামে জমা
আছে।

প্রিন্স গোলান মহশয়ের ৭৬০০ টাকা
মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ও জেনারেল
হাসপাতালের সার্জন সুপারিন্টেন্ডেন্টের
নামে গচ্ছিত রাখা হইয়াছে।

অধিকাচরণ চৌধুরী ১৪০০ টাকা কলি-
কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টারের নামে
জমা রাখা হইয়াছে।

গোয়ালিয়ারের সিদ্ধিয়ার দান ৩৫০০,
অন্তরচরণ পাল আইজ ১০০, অমলকৃষ্ণ দাস
আইজ ১০০, যদুলাল মল্লিক আইজ ২০০,
বীরেন্দ্রনাথ মিত্র ফ্রি ট্রুয়েন্ট ফণ্ড ৩০০০,
গিরিশচন্দ্র দেব আইজ ৫০০, গোয়ালিয়ার
মেডেল বা আইজ ৬০০, রামমুখ্য ভট্টাচার্য
আইজ ১০০০, হরিশ্চন্দ্র কবিরাজ আইজ ৪০০,
প্রেন্সিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপালের নামে
জমা আছে।

কাউয়েল বৃত্তি ১৫০০, হীরাদাল মুখো-
পাধ্যায় ফ্রি ট্রুয়েন্ট ৭০০, গোয়ালিয়ার
আইজ ৫০০, দারভাঙ্গা আইজ ও বৃত্তি
৫৪০০ বর্দ্ধমানের মহারাজের সংকৃত উপাধি
পরীক্ষার ৫০০০, মাধব গিরির বৈদিক অধ্যা-
পক ও বৃত্তি ১৩৫০০, সত্যী দেবী ফ্রি ট্রুয়েন্ট-
সিপ ৬০০, মহেশ্বরী দাসী বৃত্তি ১৬৬০০,
প্রমথকুমার ঠাকুর বৃত্তি ২৮০০, মহারানী
স্বর্ণময়ী বৃত্তি ৮৭০০, ক্ষেত্রমণি দেবী আইজ
১৫০০ রাণী মধুমতী দেবী বৃত্তি ৮৫০০,
রাজকৃষ্ণ রায় দর্শন ও সাহিত্য বৃত্তি ৩০০০,
হরকুমার ঠাকুর আইজ ২২০০ হরকুমার
ঠাকুর টোলার বৃত্তি ৫০০, অন্তরচরণ মল্লিক
বৃত্তি ৩৩০০, বিজয়মোহিনী মেডেল ৫০০,
করালীচরণ সরকার বৃত্তি ৫১০০, সংকৃত
কলেজের প্রিন্সিপালের নামে গচ্ছিত আছে।

সিদ্ধিয়ার ও ভূপালের ১০০০, গোয়ালিয়ার
আইজ ৬০০, নরমান শ্রুতিকণ্ঠ ৪ হাজার,
দারভাঙ্গা বৃত্তি ১৫৫০০, ভার চার্লস এলিট

ফণ্ড ২শত, নবাব আবদুল লতিফ রিপন আইজ
৩শত টাকা কলিকাতা মাদ্রাসার প্রিন্সি-
পালের নামে জমা রাখা হইয়াছে।

আইন শিক্ষার জন্য এসমকুমার ঠাকুরের
৬৫০০, নীতলাহম্মদী বক্স মেডেল ৩শত,
বেখুন স্কুলের ১৭১০০, আমির ই কবি
(মাদ্রাসা) ১৭২০০, ভৈরবচন্দ্র মেডেল ২০০
উদ্রো বৃত্তি ফণ্ড ৫শত, হরকুমার ঠাকুর সংকৃত
বৃত্তি ৬৭০০, মৌলবী সৈয়দ আব আবদুল
রিপন আইজ ৫শত, প্রিন্স আহান কাদের
রিপন আইজ পাঁচ শত, সৈয়দ আলি খাঁ
বাহাদুরের রিপন আইজ তিন হাজার পাঁচ
শত, মহম্মদী গিটারারী সোসাইটির রিপন
আইজ এক হাজার, সাহেবজাদা মহম্মদ
নাসিরুদ্দীন হাইদার রিপন আইজ তিন
শত, নবাব জেইমল আবদিনি রিপন আইজ
পাঁচ শত, নবাব আলানউল্লা রিপন আইজ
তিন হাজার পাঁচ শত, সাহিবজাদা মহম্মদ
রহিমুদ্দিন রিপন আইজ এক হাজার, কাসিম
আরফ রিপন আইজ পাঁচ শত, মর্জা আবদুল
করিম রিপন আইজ ৩০০, কব্বা বাজার স্কুল
মেডেল তিন শত, তারিখীচরণ সরকার ফ্রি
ট্রুয়েন্ট এক হাজার, অভ্যুচন্দ্র দাস আইজ
তিন হাজার পাঁচ শত, দৌলৎচন্দ্র রায় মেডেল
দুই হাজার, বরিশাল কালীপুর আইজ ২ শত
এলিট মেডেল ৪০০, উমেশচন্দ্র পাল ফণ্ড
২ শত, সার এণ্ড ফ্রেজার মেডেল পনর
শত, কৃষ্ণদাস কুঁহু মেডেল পাঁচ শত, দত্ত বৃত্তি
পাঁচ হাজার, টোলার ছাত্রদের আইজ দুই
হাজার, রামগোপাল সেন ফণ্ড পাঁচ শত টাকা
শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের নামে জমা আছে।

ক্রসের দান ১০,৪৬,২০০ টাকা ক্রস
ইনিষ্টিটিউটের সেক্রেটারীর নামে আছে।

বেখুন আইজ ফণ্ড ১৯০০ বিভাগাগর
বৃত্তি ১৫০০, গোয়ালিয়ারের মহারানী সখিরা
রাজা সাহেবা আইজ ৪০০ মোহিতবালা
আইজ ৫০০ বেখুন কলেজের লেডি প্রিন্সি-
পালের নামে গচ্ছিত আছে।

শিববঙ্গবঙ্গলা বৃত্তি ২৪০০ পত্রিকিৎসা
বিভাগের প্রিন্সিপালের নামে জমা আছে।
বেনীমারব ফোব বৃত্তি ৬০০, কবিরপুর
স্কুলের ফ্রি ট্রুয়েন্টসিপের জন্য করালীপদ
রায়ের ৩০০, টাকী বালিকা বিভাগের জন্য
বটিবর রায় চৌধুরী ৩০০০, এডেনব্রু স্কুলের
জন্ম শ্রীমাম ভট্টাচার্যের আইজ ৪০০, প্রেন্সি-
ডেন্সী বিভাগের স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টরের
নামে জমা আছে।

টাকি গবর্ণমেন্ট স্কুলের জন্য রাজমোহন
রায় চৌধুরী ৭৫০০ টাকা, টাকী স্কুলের হেড
মাস্টার, ভোলানাথ পাটজৈব জন্ম ৫০০ টাকা
বারাকপুর স্কুলের হেড মাস্টার, খগেন্দ্রকুমার
মেডেলের জন্য ২০০ টাকা বাকুইপুর স্কুলের
হেডমাস্টার ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত
ছাত্র বৃত্তির জন্য ১৬৫০০, বিপ্রদাস ও শিব-
দাস বেনোপাধ্যায় মেডেলের জন্য ৭০০ ও
বিপ্রদাস বেনোপাধ্যায় পাটজৈবের জন্য ৭০০
টাকা বারাকপুর হেড মাস্টারের নামে জমা
আছে।

শ্রীশচন্দ্র রায়ের বৃত্তি ৬০০ টাকা হরিনাতি
স্কুলের সম্পদসমূহের নামে জমা আছে।

কৃষ্ণ-গণ কলেজের ৪৫৬০০, মোহিনী-
মোহন রায় আইজ ৩৯০০, বিশ্ব ও ম্যাক-
ডোনাল্ড প্রদত্ত ৫০০ সিভিলাইন ফণ্ড ২০০,
কৃষ্ণগণ কলেজের প্রিন্সিপালের নামে জমা
আছে।

ম্যাকজি মেডেলের ৫০০ টাকা বহরমপুর
কলেজের ডিরেক্টরের নামে জমা আছে।

বিশোদন স্কুলের পাঁচ হাজার টাকা হেড
মাস্টারের নামে রাজীবলোচন বৃত্তি এক হাজার
পাঁচ শত, বহরমপুর কলেজ বাটার ফণ্ড
চৌদ্দ হাজার বহরমপুর হোটেল ফণ্ড
চৌদ্দ হাজার মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নামে,
—ভুবনমোহন বৃত্তিকেশী মেডেলের ৫ শত
টাকা বাকুড়ার হেড মাস্টারের নামে,
উত্তরপাড়া স্কুলের ৮ শত টাকা তথাকানু হেড
মাস্টারের নামে, রাণী কাত্যাবনী ফ্রি ট্রুয়েন্ট-

লগুনের ফ্রান্সো-ব্রিটিশ একজিবিশনে দেয় চা পুরস্কৃত, পোঃ-বক্স নং ৩৩৫, কলিকাতা।

সিন ২ হাজার ৫ শত, থোয়েট বৃত্তি ৩৩
বার হাজার ও অমিরারী বৃত্তি ৫ হাজার
হুগলী কলেজের প্রিন্সিপালের নামে, মেও
বৃত্তি ৩৩ ১৯ শত, মোহিনীমোহন রায়
প্রাইজ তিন হাজার, রাজসাহী কলেজের
প্রিন্সিপালের নামে, রাজসাহী কলেজের
এক লক্ষ উদয়প্রিয় হাজার ২শত টাকা তথা-
কার কলেজের নামে, রাজকুমার সরকার
প্রাইজ এক শত, রাজসাহী জেলাবোর্ডের
নামে, রঙ্গপুর স্কুলের ১৮ হাজার ২ শত টাকা
হেড মাস্টারের নামে, হরিনোহিনী দেবী
প্রাইজ এক শত রাজসাহীর ইন্সপেক্টরের
নামে, জেলাও প্রাইজ ১ হাজার, মামলোচন
ঘোষ প্রাইজ এক হাজার, পোপ কণ্ড পনর
শত, লুইস মেডেল পাঁচ শত, ডেনেলী, ৫ শত
রাজা কালীনারায়ণ বৃত্তি ৬ হাজার, শ্রীনাথ
কণ্ড দুই শত টাকা, ঢাকা কলেজের প্রিন্সি-
পালের নামে, মৌলবী ওবেদুল্লাহ কণ্ড পাঁচ শত
ঢাকা মাদ্রাসার সেক্রেটারীর নামে জমা
আছে।

উপরের তালিকা পাঠ করিয়া একটা
নূতন খবর পাইলাম। লর্ড রিপনের বৃত্তি
রক্ষার জন্য মুসলমানেরা যে অনেকগুলি বৃত্তি
স্থাপন করিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতাম
না। সন্নিঃ।

শিক্ষা।—১৯১০—১৯১১ সাল পর্যন্ত
সমগ্র ইংরাজ শাসনাধীন ভারতে ৬৩৯ লক্ষ
ছাত্র সংখ্যা। ইহার মধ্যে ৫৫ লক্ষ পুরুষ,
৮৯ লক্ষরও উপর স্ত্রীলোক।

খাস বাঙ্গালার শিক্ষিতের সংখ্যা।

১৯১১ সালের লোক-গণনার দ্বারা হইয়াছে
যে, বাঙ্গালা দেশের মোট লোক সংখ্যা
৬২৬^২/_{১০} লক্ষ, ইহার মধ্যে লিখিতে পড়িতে জানে
৩০ লক্ষ মাত্র, বাকী লোক নিরক্ষর। সমগ্র
ভারতবর্ষে ছেলেদের বিদ্যালয় সংখ্যা দেড় লক্ষ,
বালিকা বিদ্যালয় পনর হাজার মাত্র।

ELECTRIC CALLING BELL.

বৈদ্যুতিক ডাকিবার ঘণ্টা।

বোম্বের করাচি বন্দর হইতে মেসার্স
ইন্টারন্যাশনাল ইলেকট্রিক এন্ড ট্রেডিং কোম্পানী
আমাদিগকে ১ সেট কলিংবেল উপহার
পাঠাইরাছেন। কলিংবেলের আবশ্যিকতা
এই যে, প্রত্যেকবার লোক ডাকিতে হাঁকা-
হাকি ডাকাডাকি করিতে সময় নষ্ট হয় এবং
বিষয়ক হইয়া উঠিতে হয়। এই কলিংবেলে
৪০ ফুট রেশম মণ্ডিত নিরাপদ তার ও খুব
নিরাপদ স্থায়ী ড্রাইব্যাটারী, তার খাটাইবার
হুক প্রভৃতি বেওয়া আছে। আপনার বিতল
না বিতল বা হুমহুমিত কক্ষ হইতে তোবাখানা
বা সদরদ্বার পর্যন্ত সংলগ্ন করিয়া রাখুন,
এবং আপনার কক্ষের তার সংলগ্ন বোতাম-
টিতে অঙ্গুলী দিয়া একটু টিপুন, হুয়ে তোবা-
খানা বা সদরদ্বারে সংলগ্ন ঘণ্টা ক্রমাগত বন্
বন্ শব্দে বাজিতে থাকিবে এবং পরমুহর্তে
লোক আসিয়া আপনার নিকট উপস্থিত
হইবে। বিপদের সময় হুয়ে অপর
বাড়ী পর্যন্ত সংলগ্ন রাখিলে, না চোঁচাচোঁচী
করিয়া লোক ডাকিয়া সাহায্য পাইতে
পারেন। সুতরাং ইহা সংসারে একটা
থাকাও মন্দ নহে বরং হিতকর। পূর্বে এই
রূপ বেল বা ঘণ্টা বড় লোকে ব্যবহার করিতে
পারিতেন, ১২/১৪ টাকা ব্যয় পড়িত।
আলোচ্য ঘণ্টা উৎকৃষ্ট এবং বহুদিন স্থায়ী এবং
সম্পূর্ণ নিরাপদ ব্যাটারী সংযুক্ত, সমস্ত ঠিক
করা, হাতে পড়িবামাত্র বালকেও নিরাপদে
ব্যবহার করিতে পারিবে। আমাদের আকস্মিক
ইহা সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছি, এই ব্যাটারী
দ্বারা অস্ত্রান্ত কাজ হয় যথা—গিল্টি করা
ইত্যাদিও চলিতে পারে। আমাদের গ্রাহক-
গণ কেহ লইতে ইচ্ছা করিলে সমস্ত
সরঞ্জাম সমেৎ তার ডাক মাণ্ডল ৬ টাকা
পাইবেন, বড় স্কন্দর, বড় আমোদজনক গার্হস্থ্য
আস্বাদ্য। আমাদের নিকট লিখিলে আমরা

আপনার অর্ডারটা পাঠাইয়া দিলে আপনার
আরও একটু সুবিধা, একটা ইলেকট্রিক
পকেট ল্যাম্প বিনামূল্যে পাইবেন।" দেখিতেও
অতি সুন্দর।

আমরা ইহা ব্যবহার করিয়া বিশেষ সন্তো
হইতেছি।

(সংগৃহীত।)

আচার্য্য বনুর নূতন আবিষ্কৃত গাছের হস্তলিপি।

কেমন করিয়া গাছ আপনার জীব-
নের ইতিবৃত্ত কাগজ কলম
ধরিয়া লিখিয়া দেয়।

আচার্য্য বনুর নূতন আবিষ্কৃত "প্ল্যান্ট
অটোগ্রাফ" নামক বস্তুটির এই কাজ। এই
বস্তুটি আপনা আপনিই কলে চলে। গাছের
যে কোনও অংশের সহিত ইহার সংযোগ
করিয়া দিলেই আপনা আপনি যেথাপাত
করিয়া—গাছের তৎকালীন সমস্ত জ্ঞান
করায়। এই আবিষ্কারটি তাহার অস্ত্রান্ত
পূর্ব আবিষ্কারগুলির ভিত্তির উপর তত্ত।
যথা—

তাহার প্রথম পুস্তকের—

"জড় ও জীবের সাদা দিবস ক্রমতা"—
"Response in the living and the
non-living."

দ্বিতীয় পুস্তকের—

"উদ্ভিদের সম্বন্ধে এই তথ্য বিশিষ্টভাবে
অনুশীলন।"—Plant Response."

তৃতীয় পুস্তকের—

"উদ্ভিদের আত্যন্তরিক তড়িৎপ্রবাহ পরি-
বর্তনের অবস্থা।"

এতগুলি পুস্তকের এতগুলি তথ্য—বিশদ-
রূপে বস্তু সংযোগে আপনা আপনি যেথাপাত
করিয়া অক্ষনই এই বস্তুটির সুখ্য উদ্দেশ্য।
সারাদিন সারারাত্রি কেহ ছোঁয় নাই, কেহ
দেখে নাই, কেহ শুনে নাই—কাগজে আপনিই
যেথাপাত হইয়া রহিয়াছে।

কোব পরাম্পরায় সফল হইতেই পারে
নয় সকলজন হয়—এইটি স্মৃতি যেন প্রাণী
পেতেরই সফল সফলনের সফল—কোবল প্রভেদ
এই যে, মানব জন্মের সুখ এক কেন্দ্র হইতে
সফল সফলন করে, উদ্ভিদের কিন্তু প্রতি
কোব এক একটি ছোট ছোট জনদের সফল
ব্যবহার করে।

কোনও প্রকার উদ্ভেদক প্রয়োগে যে
গাছের অত্যন্ত উদ্ভেদনা হয়—তাহা একটি
অন্য বিকল্প উদ্ভেদক দেখা দিয়া অস্বস্তিত হয়।

ভেদনি অবসানের দেখা নিয়মিত দিকে যায়।
মহিলা সিকনের উদ্ভেদনার উদ্ভিদের দেখা
অসম্ভব হইয়া থাকিলেও সফল উলম্বন করে।
আর অতিরিক্ত বিব প্রয়োগে উদ্ভিদের সাড়া-
স্বরূপে দেখা দিতে কথিত হয় ও পরে হঠাৎ
অকস্মিক সফলিত হইয়া চিরকালের সফল সাড়া
দেখা যায়। এইটিই উদ্ভিদের
সুফলার্থে। ঠিক যেন জীব জগতের সুফল-
কালের সুফলার্থে "খেলুনির" সফল।

ওধু তাই নয়—এই সকল জ্ঞান কর্ম
জগতেও আমাদের কত সাহায্য করিতে
পারে। জীবিতে তড়িৎ চালনা করিলে বা
গাছের গোড়ার গরম অল দিলে উদ্ভিদের
আরও শীঘ্র বৃদ্ধি হয়। ওধু তাই নয়—জীব-
জগৎ ও মানব দেহে ও মনেও এই সকল আবি-
ষ্কারের কতক প্রয়োগ হইতে পারে। মানব-
দেহে আরুণিকারে ও পাগলাখী ইত্যাদি মান-
সিক বিকারেও এই আবিষ্কারের অনেক
সহায়তা হইতে পারে। শিশুশিক্ষা শাস্ত্র
সম্বন্ধে শিশুর দেহ মনের উদ্ভেদনা অবসাদ
ক্রান্তি প্রভৃতি মানসিক অবস্থা এই বস্তু এমন
জ্ঞানরূপে জ্ঞাপন করা যায় যে, সেটি শিশু-
শিক্ষা কার্যে অতিশয় সাহায্য করে। অবশ্য
শিশুর শক্তি অপচয় হয় না।

এই সকল বিশাল তত্ত্বগুলি এতদিন কেহ
এত বিশদভাবে জানিত না। কেহই জানিত
না যে, বিভিন্ন কিসিমে এই পৃথিবীতে এত
মহিমা সফল ও সাহায্য আছে।

প্রভৃতি মানসিক কর্মশাস্ত্র ও মানস শাস্ত্র,
বিশেষতঃ কবিরের উচ্চ কর্মশাস্ত্র—এই সকল
কথা বহু পুরাকালেও ব্যক্ত হইয়াছে সত্য।
কিন্তু কেবল কর্মশাস্ত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করা
হাফা তাহার কেহই এই তত্ত্ব সঙ্গ্রহণ করিতে
পারেন নাই। আচার্য বহুর এই সকল বস্তু
বিশেষতঃ "Plant Autograph" নামক বস্তু,
তাহা আগুন আগুনিই প্রত্যক্ষ দেখা যায়।

এই সব কর্মশাস্ত্রে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া ও
ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আচার্য
বহু দেখাইয়াছেন যে, আমাদের এ দেশের

লোকের মতের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ কর্মশাস্ত্র
আছে, তাহা বিজ্ঞান জগতে বড়ই কাঙ্ক্ষিত
হইতে পারে ও হইতেছে। ভারতবর্ষের
এই উচ্চ চিন্তার শক্তি বড়ই প্রবল। তবে
এতদিন কেবলই একঘেঁসে তাহা কাল্পনিক
তত্ত্বচিন্তার সময় কাটিয়াছিল বলিয়া এই
সকল জ্ঞানের তত্ত্ব অতিব্যক্তি হইতে পার
নাই। এখন পাশ্চাত্য জগতের অকল্পিত
প্রচারে তাহাদের সেই শক্তির ঠিকানা করিয়া
দিরাছেন, তিনি আশা করেন, সময়ক্রমে
ভারতের লোকের উচ্চ বিজ্ঞান জগতের নেতা
হইবে।

ONLY FOR THE READERS OF "BUSINESSMAN"

STOP Bawling out & getting angry.
SAVE Brains and Temper.
TIME Saved money saved.



This Electric Call Bell Set

Will call your people from any distance within your compound, by your simply pressing the Button on your side. 40 feet, double wire, is provided in the set. The Set is sent ready connected & with full clear instructions. Even a boy can fit it up with ease.

Guaranteed Perfect and Satisfactory
The complete set
Rs. 6 only POST FREE.

ELECTRIC CO.,

GIVEN AWAY.

GIVEN AWAY.

ABSOLUTELY FREE !

This Electric pocket lamp



Storm & Water Proof, requiring no matches or oil, and absolutely dangerless is given away absolutely free to every purchaser of our above mentioned ELECTRIC CALL BELL SET. Offer good only for a short time. Just press a button.

and get a dazzling flood of light in front of you. Superior

No. 7 Rs 2/8 Post Free,

write at once.

The Lamp alone

Rs. 1/8 only POST FREE.

wanted Agents everywhere,

The articles could be seen working in the "Businessman" office and orders placed with them for the same.

Dept. B. Camp KARACHI,

হুগলি একজিবিবিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্য ৩৩৫ নং পোঃ বকসে আবেদন

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা।

Registered No. C. 42.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক
সচিত্র সাহস্রাহ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

সপ্তম বর্ষ,
৪র্থ সংখ্যা।

New Series,
April 1913.

*

নতুন সংস্করণ।
এপ্রিল, ১৯১৩।

{ Vol. VII.
No. 4.

“কাজের লোক” সম্বন্ধে অন্যান্য প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের মন্তব্য।

REIS AND REYET বলিয়াছেন,—

“The January and February numbers of the “Kajer-loke” a Bengali monthly are to hand. It is just seven years old, and has kept up its reputation as a publication of useful hints on diverse industries. If they are taken up by young men in the right way there is very likely to be a new opening for earning an honest livelihood. It is difficult to point to one subject in preference to another which is without a practical end if followed up. There are good, interesting moral sayings of great men grouped together under catching heads which are very entertaining as well as profitable. Science in Bengali has yet to be made popular. It will be no exaggeration to “Kajer-loke” one of the first in making science industrially and commercially useful to society. The end of science could not be better served than by utilising nature around to practical purposes.” * *

“INDIAN NATION” বলিয়াছেন—

“The January and February number of the *Kajerloke* or *Businessman* to hand are as usual full of interesting, practical and profitable reading, and thoroughly maintain the reputation the journal has enjoyed for the last six years. The fact open to remark, however, is that the journal although almost the only one of its kind, does not possess the encouragement and public patronage which its single handed and devoted conductor so eminently deserves. With its nominal annual subscription of Rs. 2-8 the Journal should find its way like almanacs to every home.” * * *

“হাকিম” বলিয়াছেন,—

“কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক বাঙালি মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত সারদাক্ষরমাধব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা ১৭ নং অক্ষর

দপ্তর লেন হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা ৭ম বর্ষের ১ম সংখ্যা আরম্ভ। প্রাপ্ত হইয়া ইহার আগাগোড়া অতি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়াছি। দেখিলাম, ইহার আগাগোড়াই কাজের কথাতে পরিপূর্ণ। ব্যবসানিষ্ঠিতাই যে এদেশের অবনতির প্রধান কারণ, তাহা পাঠককে বুঝাইয়া দিয়া ব্যবসায়ের সহজ সুগম পন্থা দেখাইয়া দেওয়াই “কাজের লোকের” উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য সম্পাদক আজ ছয় বৎসর ধরিয়। বেকশ অবচলিতভাবে দেশের কাজে নিয়োজিত থাকিয়া স্বার্থভাগ ও পরিশ্রম করিতেছেন, তজ্জন্ত তিনি বঙ্গবাসীর স্বার্থই ধস্তবাস্তব পাড়। ইহার প্রবন্ধগুলি অতীব সমরোপযোগী ও ব্যবসা কার্যে অবশেষেই সুবঙ্গবাসীর পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় হইয়াছে। ইহা পাঠে পাঠক ব্যবসাকার্যের নতুন পন্থা ও নতুন উপদেশ প্রাপ্তে স্বতঃই কার্যে প্রণোদিত হইবে, আশা করা যায়। আমরা আরও আশা করি, “কাজের লোক” নিজস্ব বজীর পাঠক মাজেরই নিকট সমধিক আর্থিক হইবে এবং ইহা বারি দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।”

Day's Tea has the highest awards in the Nagpur Exhibition—P. O. Box, No 335 Calcutta.

SOME MAXIMS AND MORALS OF BUSINESS.

অর্কড ওয়াশিংটন বলিয়াছিলেন, “under-take not what you can not perform, but be careful to keep your promise” অর্থাৎ যে কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবে না, সে কার্যে হস্তক্ষেপও করিবে না। বাহ্য স্বীকার করিবে, তাহা সম্পন্ন করিবে।

Lawrence (লরেন্স) বলিয়াছিলেন, “আমি প্রথম বৎসর কাজ করিয়া ১৫০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৪৬০০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার পর বৎসরের কাজে ৪০০০ ডলারের উপর অর্থাৎ প্রায় ১৬০০০ টাকা লাভ করিয়াছিলাম, সহসা এত বৃদ্ধির কারণ, আমার কারবারের আদৌ অনাবশ্যকীয় ব্যয় ছিল না। আমার জীবনে আমি কখন মজি চারি আনা পরস্রাও অনাবশ্যকীয় কার্যে ব্যয় করি নাই; এবং দ্বিতীয় বর্ষের কার্যে বতকণ না ঐ ৪০০০ ডলার না করিতে পারি, ততদিন বিলাসিতা অপব্যয় সমস্তই বিসর্জন দিয়া কঠোর তপস্যার নিযুক্ত ছিলাম। তবে আজ আমি এত ধনের অধীশ্বর হইতে সক্ষম হইরাছি।”

এমন লোক সমগ্র ভারত খুঁজিয়াও কেহ দেখাইতে পারেন কি? এদেশের ব্যবসায়ী বিলাসী, বাবু, অপব্যয়ী রুক্ষ, কর্কশ বিষয় বুद्धিহীন, তোবামোদপ্রিয়, এবং লক্ষ্য হীন—সেইজন্য যখন কারবারী লোক মরিয়া যান, প্রায় এক কপর্দকও থাকে না, অধিকার জড়িত দেখা যায়।

আর্থার (Arthur) বলিয়াছেন, we have heard literary lips say “Commerce is a dirty thing” অর্থাৎ সাহিত্য

সেবীগণ বলেন, ব্যবসায় বাণিজ্য আবর্জনা-ময় কাজ। তা হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের বুদ্ধিতে ভুল হয় যে, এইরূপ শ্রেণীর বাহারা ব্যবসায়কে ঘৃণা করেন, তাহারা অধিকাংশই ব্যবসাদারের অর্থের উপরই নির্ভর করেন। বড় বড় কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বিতে ব্যবসা-য়ের প্রচুর অর্থ নিহিত হইয়াই সেগুলি সংস্থাপিত হইয়াছে।

Lord Chesterfield লর্ড চেষ্টার ফিল্ড বলিয়াছেন “Do not be in hurry to get rich, gradual gains are the only natural gains” হঠাৎ বড় লোক হইবার বাসনার অসম্ভব লাভের লভ্য ব্যস্ত হইও না। সচরাচর ক্রমে ক্রমে লাভ করাই স্বাভাবিক লাভ।”

এদেশের অনেক ব্যবসায়ী হঠাৎ বড় লোক হইবার আশায় প্রথম কোপে বাহাকে সম্মুখে পায়, তাহারই গলা কাটরা থাকে, কি জানি যদি এ খরিকার কাল না আসে। সুতরাং কোনরূপে প্রতারণা করিয়া অবশ্যই কিছু লইতেই হইবে, এই এদেশের অনেক ব্যবসায়ীরই নীতিন। ফলে ইহারা স্থায়ী স্বরূপ করিতে পারে না। আত্মজীবন সে ব্যবসায়ীদের অভাব ভিন্ন, স্বচ্ছলতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যবসায়ীরও নীতিজ্ঞান থাকার বিশেষ আবশ্যক আছে, ব্যবসায়কে স্থায়ী করিতে হইলেই নীতিবান হইতেই হইবে। হাত টানেই ত সব মাটি হয়। সেইজন্য রেভারেন্ড উইলিয়াম আর্থার বলিয়াছেন—“your duty as tradesman is so to frame your method of Business that it shall serve the interests of the public in highest degree” বুঝে তাই, আমার দেশের ব্যবসায়ীর? তোমার লাভ অপেক্ষা সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ যে তোমার ব্যবসায়ের

একটি অপরিহার্য উপাদান, সেটা কখন মনে ভাব কি? কবে চৈতন্য হইবে?

A Money Wisdom.

একটি অর্থনীতি।

অর্থ সুবিবেচনার সহিত কারবারে স্তব্ধ হইলে, সে টাকাত কিরিয়া আসেই, অধিকন্তু আরও কিছু বেশী টাকা ধরিয়া আসে।

কিন্তু কেমন করিয়া যে টাকা স্তব্ধ করিলে, টাকা বৃদ্ধি হইতে পারে, সেই টুকুই বিশেষ চিন্তার কথা।

অনেক সময় দেখা যায়, একই প্রকার কারবারে দুই বা ততোধিক জনও টাকা স্তব্ধ করিয়াছে, কিন্তু কাহারও অর্থ বৃদ্ধি পায়, কাহারও সর্বনাশ হয়। এ দোষটা কারবারের বলা যায় না, দোষ ব্যবসায়ীর, নিশ্চয়ই এমন কোন গলদ থাকে, বাহাতে সর্বনাশই হইয়া পড়ে। কারবারের দোষ হইলে, উত্তরেই কতিপয় হইতে পারিত।

বর্তমান যুগে কোন একটা কারবার ব্যতীত অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য করা কঠিন কথা। ব্যবসায় বাণিজ্যেই অবস্থার পরিবর্তন হয়, তাহা প্রমাণের লভ্য বৃদ্ধি অনাবশ্যক। বর্তমান যুগের ব্যবসায়ের বর্তমান যুগেরই উপকরণ মাল মসলার আবশ্যক, নচেৎ মাসুলী সেকালের পদ্ধতিতে ব্যবসায় চালাইতে গেলে একটা তরানক ভুল হয়।

বর্তমান যুগের বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতি এবং সংরক্ষণের উপকরণ কি? পাশ্চাত্য-জাতি বাহারা ব্যবসায় বাণিজ্যকেই শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহারা বলেন, কারবারে বর্তমান যুগে উন্নতি লাভের এক মাত্র অপরিহার্য উপকরণ—বিজ্ঞাপন “Advertising”

সেকালের ব্যবসায় সমালোচনা করিলেই

দেখিতে পাওয়া যায় যে, কারবারের "সুখ" একটা উৎকৃষ্ট উপকরণ ছিল, বর্তমান যুগেও সেই সুখই উপকরণ বটে, তবে পার্থক্য কি? সেই টুকুই বুঝিবার এবং বুঝাইবার কথা। সে কালের লোকে সরল বাহ্যিক-আড়ম্বরপূর্ণ ছিল, সুখই মুখে মুখে ঘোষিত হইয়া বিজ্ঞাপনের কাজ করিত, এখন সমগ্র জগৎ আড়ম্বরে পরিপূর্ণ—বড় কোলাহলময়, বিজ্ঞাপনের উচ্চতরী ধ্বনি বাতীত কাহাকেও কারবারের সুখ বা কিসের কারবার, তাহা বুঝাইবার বা বুঝানিবার উপায় নাই। সেইজন্য বিজ্ঞাপন প্রচারের পন্থাই উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। দ্রব্য-সম্ভার ধরিয়া যত ব্যয়, বিজ্ঞাপনেও আর তত ব্যয় করাও টাকা ভ্রমের মধ্যে গণ্য হইল। কারণ তাহা না হইলে ক্রীত দ্রব্য-সম্ভার লইয়া চূপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইত—কেহ জানিতে ও শুনিতে পাইত না, জিনিসের আবশ্যকতা বৃদ্ধি না—ব্যবহার করিতেও শিখিত না। সেই জন্য বাণিজ্যকুশল পাশ্চাত্যজাতি—বিজ্ঞাপনে ব্যয়ের টাকাটা Investment মধ্যে গণ্য করিয়া লইলেন এবং এতদ্বারা এই উপায়ে বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতি হইল যে, বিজ্ঞাপন বাতীত যে কোন কাজই চলিতে পারে না—ইহাই প্রবৃত্তি সত্য মধ্যে দাঁড়াইল।

অস্তিত্ব দেশের তুলনার বর্তমান যুগ ধর্ম্মায্য-ব্যবসায় বাণিজ্যক্ষেত্রে এদেশ নিতান্তই নাবালক অথবা শিশুর মধ্যে এখন গণ্য। সেইজন্য আমরা বিজ্ঞাপনে ব্যয়িত অর্থকে Investment মধ্যে গণনা করিতে সক্ষম না হইয়া এটা বাজে খরচ মধ্যে ধরিয়া বসি।

কিন্তু বাহ্যিক বিজ্ঞাপন-পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহারাই শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি করিতেছেন ইহাও অনেকেই দেখিতেছেন। আমেরিকান ব্যবসায়ীগণ বলেন,—

"The man who does the best advertising usually does the best

business or planning to do best business later."

অর্থাৎ যিনি ভালরূপে বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচুর করেন, তিনি ব্যবসায়ের এবং ভবিষ্যৎ ব্যবসায়ের উন্নতি করেন। সুতরাং বর্তমান যুগের এ দেশের প্রত্যেক ব্যবসায়ীর ইহা জানা উচিত যে, কোন কারবারই এখন আর কোন প্রকার না কোন প্রকার বিজ্ঞাপন ব্যতীত দাঁড়াইতেই পারে না।

কিন্তু বিজ্ঞাপন দিতে হইলেও মৌলিক হইতে হইবে—যদি তাহা হইতে না জানা থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞাপন বিষয়ক প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে, এবং এইরূপ প্রবন্ধাদি পাঠ করা একটা অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে ধরিয়া তবে এ কার্যে নামা উচিত।

"A sound advertisement will cause interest and make business."

Advertising world.

"The best way to get a man interested is to put something interesting in the advertisement."

এই সকল অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর এবং জগতের অধিতীর বিজ্ঞাপনদাতার মন্তব্য।

আমাদের দেশের ব্যবসায়ী এই সকল রহস্তে আদৌ অভিজ্ঞ নহেন, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। সে কালের ব্যবসায় নীতি অবলম্বনে এখন আর ব্যবসায় বাণিজ্য চালান প্রকৃতই অসম্ভব। বাহিরের ক্রেতা না ধরিতে চেষ্টা করিলে শুধু পণ্য সম্ভার সাজাইয়া হাঁটুতে হস্ত বেটন করিয়া পথের পথিকের মুখের দিকে তাকাইয়া আশা এবং নৈরাশ্রের সহিত যুঝিতে থাকা বাস্তবিক কি শোচনীয় অবস্থা!

এ দেশের অনেক ব্যবসায়ীর এইরূপ অবস্থা। তাহাদিগকে কিছুতেই বুঝাতে পারা গেল না যে, বিজ্ঞাপনে টাকা খরচ করা একটা Investment.

ভারতে সিমেন্টের কারখানা।

ইতিপূর্বে "কালের লোক" একবার এ বিষয় পাঠকবর্গকে জানাইয়াছিলাম।

সম্পতি বোম্বাইয়ের তাতা সন এণ্ড কোম্পানীর চেয়ার মেনেট প্রস্তুত করিবার জন্য এক কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের গবর্নর লর্ড সিডেনহাম এই কোম্পানীর সর্ব্বব্যবস্থার কারখানার ভিত্তি স্থাপনকালে বলিয়াছেন, "পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানবুদ্ধি ও প্রাচ্যদেশে কর্ম্মশক্তির সম্মিলনে ভারতের দেশীয় রাজসমূহের পরিভ্রান্ত জিনিসের সন্ধ্যাবহার হইতেছে, ইহা বড়ই আনন্দের কথা। এই সর্ব্বব্যবস্থার কারখানার জন্য বেরূপ সহজে টাকা পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে শিখিবার বিষয় অনেক আছে। আমার মনে হয়, বোম্বাই প্রদেশ বাতীত অন্যান্য প্রদেশও ইহা হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারেন। আমরা অনেক সময়ে ভারতীয় শিল্পের অবনতির কথা শুনিয়া থাকি। ইংলণ্ডেও যখন শিল্পোন্নতি আরম্ভ হয়, তখনও লোকে এইরূপ অবনতির কথা বলিত। বর্তমানে ভারতবর্ষে বেরূপ শিল্পোন্নতি হইতেছে, ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসে কখনও এরূপ শিল্পোন্নতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। সমস্ত দেশের জাতীয় উন্নতির সময় কোন না কোন উপায়ে শক্তির অপচয় হইয়াছে। কিন্তু এই সে শক্তির অপচয় হইয়াছে, আমরা যদি কেবলমাত্র ইহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া ভারতবর্ষে কি অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইতেছে বলি, তাহা হইলে আমরা বর্তমানের কৃত-কার্য্যতা ও ভবিষ্যতের আশার পূর্ণ না হইয়া থাকিতেই পারি না। পাঁচ বৎসরের কিছু অধিক কাল আমি ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেছি। এই পাঁচ বৎসরে ভারতের

অর্থ ও শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে জ্ঞান করিয়া আমাদের ইহাই দৃঢ়-প্রতীতি হইয়াছে যে, এই সময়ের মধ্যে বহুদূর আগা করা যাইতে পারে, ভারতের পক্ষে ততোধিক শিল্পোন্নতি হইয়াছে। ভারতের লোক প্রধানতঃ কৃষির উপর নির্ভর করে। যদি এই সকল লোক অকস্মাৎ কৃষিকর্ম পরিত্যাগ করিয়া শিল্প ও ব্যবসারে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে কৃষির অবনতি ঘটবে; কলে খাদ্যশস্ত্র হ্রাস হইবে। ইহার পর এই সকল শিল্প ব্যবসারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সহরের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে। আমরা অত্যানি তাহা পারিয়া উঠি নাই। অপর পক্ষে চিন্তা ও জীৱতা সহকারে অগ্রসর না হইলে নানারূপ অসুস্থতা করনা অর্জিত হইতে হইবে এবং শিল্পের উন্নতি সাধন দূরে থাক, উহাতে জাতীয় জীবনের অবনতি হইবে। ভারতে ব্যবসায় ও বাণিজ্য মূলধনের অভাব নাই—বর্তমান কোম্পানী উহার অত্যন্ত প্রমাণ।

আমরা কিন্তু লর্ড সিডেনহামের সমস্ত কথা সার দিতে পারিলাম না। লর্ড সিডেনহাম ভারতের অতীত শিল্পগৌরবকে খাট করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ভারতীয় শিল্পের সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইলে তিনি কখনই ভারতের ইতিহাসে বর্তমান যুগকে শিল্প সম্বন্ধে প্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারিতেন না। যে কর্মকণ্ঠ শিল্পিগণের দ্বারা ভারতের তাজমহল সজ্জা হইয়াছিল, আজ তাহার কোথায়? যে বস্ত্র শিল্পের দ্বারা পৃথিবীময় অগণিত নরনারীর শোভা সম্পাদন হইত, সে বস্ত্রশিল্প কোথায় গেল? বিগত কয়েক বৎসরে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি হইয়াছে, একথা আমরা স্বীকার করি, ভবিষ্যতে যে উন্নতি হইবে তাহাতেও আমাদের সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যতের তুলনায় অতীতকে বিস্মৃত হইলে চলিবে কেন? লর্ড সিডেনহাম আশঙ্কা করিয়াছেন, ভারতের শিল্প শিল্পীদের উন্নত হইলে কৃষির অনিষ্ট হইবে।

ইহাও সত্য নহে। এখনও ভারতে অসংখ্য লোক আছে, কৃষি বাহাদিগের প্রধান অবলম্বন নহে। আমাদের সর্বপ্রধান দরকার হইতেছে, শিক্ষা ও শিল্প ব্যবসারের বিস্তার সাধন। শিক্ষা ভূমি প্রস্তুত করিবে, শিল্প উহারই উপর বিশাল হস্তা নিৰ্মাণ করিবে। উহাতে ভারতের কৃষি সমস্যার কতিবুদ্ধি হইবে না। ভারতের পল্লীভূমির গৌরব ও ঐশ্বর্যের কিছুই ব্যতিক্রম হইবে না। লর্ড সিডেনহাম এদেশের পল্লীভূমি বিশেষভাবে জানেন না, তাই পল্লীভূমির ঐশ্বর্য ন্যায়ের আশঙ্কা জীত হইয়াছেন। ভারতের শিল্পগৌরব বৃদ্ধি হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

সঙ্গীতনী বলেনঃ—নূতন আদমজ্ঞানি অল্পসারে সমগ্র ভারতবর্ষে ১ বৎসর হইতে ৫ বৎসর, ৫৭৫ বৎসর হইতে ১০ বৎসর বরফা পরিণীতা বালিকা ও বিধবার সংখ্যা দেওয়া হইল—

বয়স	পরিণীতা বালিকার সংখ্যা	বিধবার সংখ্যা
১—৫	৩০২,৪২৫	১৭,৭০৩
৫—১০	৫০০,০০০	১১২,০০০

মূলভাবে দেখিতে গেলে ১ বৎসর হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষে ৮ লক্ষ ২ হাজার ৪শত ২৫টা বালিকা পরিণীতা—ইহার ১ লক্ষ ২০ হাজার ৭ শত ৩টা বালিকা বিধবা। অল্প বয়সে যে সকল বালিকার বিবাহ দেওয়া হয়, তাহাদিগের মধ্যে গড়ে প্রতি ৮ জনের মধ্যে একজন বিধবা হইয়া হইয়া থাকে। ভারতের বালিকাদিগের এই হুঃখের চিত্র যতদিন ভারতের ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত না হইবে, ততদিন ভারতের দুর্গতির অবসান হইবে না। বরং মহাপ্রলয়ের জন্ত টাকার জোগাড় করিতে না পারায় ১৫ বৎসরেও বালিকার বিবাহ হইতে পাইতেছে না। সুতরাং ক্রমে বিধবার সংখ্যা কমিতে পারে, কিছু দিন পরে মোটে হরত বিবাহই হইবে না, তা আর বিধবা ত হ্রের কথা।

বাল্যায় ঋণদান সমিতি।

সেদিন বাল্যায় প্রাদেশিক ঋণদান সমিতির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। লর্ড কারমাইকেল, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মোলবী এ, কে, কল্লল হক, নবাব সৈয়দ নবাবালি চৌধুরী, মিঃ এ, কে, গজনবী, মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত অটলবিহারি সিংহ, শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র রায়, মাননীয় নবাব সৈয়দ হোসেন হায়দার চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র দত্ত প্রভৃতি সভার কাণ্ডো যোগদান করিয়াছিলেন। বাহাতে সমিতির সন্তান-গণের শিক্ষা, নীতি ও সমাজ বিষয়ক উন্নতি হয় এক বাল্যায় দেশে একটা প্রাদেশিক ব্যাক্তি হইতে পারে, তাহার আলোচনা হইয়াছিল। গো-মহিষাদি পশু রক্ষা করে সন্তান স্থাপন, পল্লীগ্রামের দরিদ্র লোকদিগের মধ্যে গৃহ-গৃহে অর্থ সঞ্চয়ের জন্ত বাল্য ঋণদান এবং জমিদার ও মহাজনদিগের বর্তমান ঋণদান প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা হয়, বাল্যায় কৃষকজুলের প্রধান অবলম্বন গো-মহিষাদি রক্ষার উপায় করিতে পারিলে অতি ভাল কাজ হইবে। ইহার জন্ত আগেই সর্বতোভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন।

বেকারের উপায়।

জিনিসের ব্যবহার জানিলে অনায়াসেই অর্থ সংস্থান করা যায়। সমগ্র সত্য জগতের এখন লক্ষ্যই হইতেছে, to do some from nothing, বাহা পরিত্যক্ত, মূল্য দিরা কিনিতে হয় না, তাহা হইতে মূল্যবান কিছু করা।

প্রত্যেক দেখুন,—তাগাড়ের পরিত্যক্ত অপদার্থ হইতে, হাড়ের গুড়া, সাবান, মিসারিং অস্ত্র শস্ত্রের বাট, সেলুলয়েড, প্রভৃতি বিবিধ জব্য প্রস্তুত হইতেছে এবং অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। তেমনি অনেক জিনিস

আছে, তাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না কিন্তু একটু চাক্ষিক্য করিয়া সত্য-অগতের-চাতে দিলেই তাহার প্রাক্কর অত্যন্ত হয় না। তাহারও দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। আপানে বাশের কাজ হয়, মানাপ্রকার আপানী পাখা, আপানী ছাতা, আপানী বাস্কেট, আপানী বাশের কত ভর বেতের সামগ্রী অগতের মানা স্থানে রপ্তানী হইয়া যায়—আপানের আর মুক্তি হয়। কলিকাতার বাজারে আমরা দেখিতেছি, আপানী খড়কেও আমদানী হইতেছে এবং দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট ছোট আঁটবান্ধা বস্ত্র শালাকা সুন্দর একটা কাগজের বাক্সে করিয়া বিক্রয় হইতেছে, লোকে সাধরে ক্রয় করিতেছে। দিয়া পকেটে ধার, ঠিক দেশলাইয়ের বাক্সের মত, তাহাতে এক গ্রোস খড়কে "Tooth Pick" বিভ্রম, মূল্য ৫ পরস। আপানে বাশের কাজের যে সকল ছোট ছোট পড়ে, সেগুলিকে টাচিয়া ছুলিয়া এই এক নতুন কাজ চলিতেছে।

এদেশের খড়কে কুঁচী কাটা। স্বাভাবিকই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; কেহ অনারাসে কুঁচী কাটি সমান আকারের কাটিয়া ছোট বাক্সে পুরিয়া অনারাসে একাজ করিতে পারেন। অতি গরিবের ঘরেও ৩.৫ গ্রোস বৎসরে দেশলাই কাটে, খালী বাক্সগুলি সংগ্রহ করিয়া উপরে নাম টিকানা বিশিষ্ট লেবেল আঁটিয়া পরসায় ২টা অনারাসে বিক্রয় করা যায়। অথচ খালি দেশলায়ের বাক্স গুলির সুন্দর সজুপায় হইতে পারে। লেবেলে অল্প লোকের বিজ্ঞাপন লটলে এক কপর্দকও যায় হয় না। কাটুতি অনেক হইবে, সুতরাং বিক্রয়েও লাভ আছে। কেহ পরীক্ষা করিতে পারেন। আমরা নিজেরা পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছি, ইহা একটি বেশ লাভজনক কাজ। ক্ষুদ্র কাজ বলিয়া অনাহু্য করিবেন না, ক্ষুদ্রের সমষ্টিই যে বৃহত্তরীতি, সেটা মনে রাখিতে চাইবে।

সংবাদপত্র পরিচালনা।

Journalism বা সংবাদপত্র পরিচালনার কাজ লিখিতে হইলে এবং ভাষা জ্ঞান থাকিলে এই একটা ভাল কাজ, ইচ্ছাতে অর্থ এবং সম্মানও বধেই। দুঃখের বিষয়, এদেশের অনেক যুবক সুশিক্ষিত হইয়াও কোন উপার্জন পছন্দ খুজিয়া পান না, অথচ সুকবি না থাকার কোন চাকুরীও পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে। সংবাদ পত্রের কাজ লিখিতে হইলে প্রথমতঃ সংবাদ পত্রে সত্য সংবাদ দিয়া জন সাধারণে পরিচিত হইতে হয়। এক বা দুইখানা কাগজে প্রথমে নিরমিত লিখিতে আরম্ভ করিতে হয়, কপি রাখিয়া সংবাদ পত্রে লিখিয়া পাঠাইলে বখন ছাপাই হয়, তখন মিলাইয়া দেখিতে হয় যে লিখিত প্রবন্ধ অধিকল ছাপা হইয়াছে। কি কিছু পরিবর্তন করিয়া মুদ্রিত হইয়াছে এইরূপ করিতে করিতে লিখিবার শক্তি আপনা হইতেই জমিতে থাকে, ক্রমে সুলেখক হইতে পারা যায়। অল্প কথার পাঠকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখিতে হয়। প্রক সংশোধন লিখিতে হয়। ক্ষুদ্র উপন্যাস, সংবাদ, প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে হয়। প্রথম প্রথম কাজটা কঠিন বোধ হইতে পারে কিন্তু অভ্যাসবশতঃ ক্রমে পথটা সরল বলিয়া বোধ হয়। কাজ খুব ভাল এবং সম্মানের, কৃতকার্য হইতে পারিলে, অর্থ উপার্জনও হইয়া থাকে। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এদিকে দৃষ্টিপাত হওয়া উচিত।

অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিলে সংবাদ পত্রে লিখিবার বহু উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। মানাহানের লোকের আচার ব্যবহার, শিল্প, বাণিজ্য সামাজিক তথ্য ইত্যাদি সাধারণ পাঠকের চিত্তাকর্ষক সুতরাং সেই সময়ের বিষয়েই প্রথম প্রথম হস্তক্ষেপ করা উচিত। পারকপক্ষে রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বাওয়া উচিত নয়, তাহাতে

বিপত্তি আছে, এবং বিষয়ও কঠিন। সংক্ষেপে বৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল মাত্র। তাহা জ্ঞান থাকিলে কোন সংবাদ পত্রের অফিসে থাকিয়া সম্পাদকীয় কার্যাগাণী লিখিলে আরও সুবিধা হইতে পারে।

অপ্তে উপার্জনের অসংখ্য পন্থা, অল্পস বাক্য বাগিন্স না হইলে এবং সময়ের মূল্য জ্ঞান থাকিলে সৎ উপায়ে উপার্জন করিয়া ভবিষ্যৎ জীবন স্থাপন করা বাইতে পারে। "where there is will, there is way" ইহাতে বিশ্বাস থাকিলে রাতা দেখিতে পাওয়া বাইবে, তাহা অতিশয় সত্য কথা।

ELECTRO-PLATING.

বা

গিল্টিং কাজ।

(৩)

আমরা ইতিপূর্বে যে সকল ব্যাটারীর বর্ণনা করিয়াছি, উহার প্রত্যেক Cellর দুই দিকে যে তার লাগান থাকে, উহার এক দিককে positive ও অপরদিককে negative pole বলে। দ্বিতীয় দিককে Negative ও তামার বা কার্বনের দিককে positive pole বলে। অনেকগুলি cell একত্র করিলে তড়িৎ শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। কিন্তু একত্র সংযোগ করিবার সময় একটীর positive pole অপরটীর negative এর সহিত দ্বিতীয়টীর positive তৃতীয়টীর negative এর সহিত এইরূপ তৃতীয়টীর positive চতুর্থটীর negative সহিত ক্রমা-বয়ে এই প্রকারে সংযোগ করিতে হয়। এখন দেখ এইরূপ ভাবে সংযোগ করিলে প্রথমটীর negative ও শেষটীর positive pole অসংযুক্ত অবস্থায় থাকিবে। ঐ দুইটা অসংযুক্ত poleএ cellর সংখ্যা অল্পমান

শক্তি বৃদ্ধি হয়। এই তড়িৎ শক্তি দ্বারা উত্তাপ, আলোক, গতি, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি সম্পন্ন হয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ গিল্টির কার্যও এক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া।

Electro-gilding আবিষ্কারের পূর্বে পারদ ও স্বর্ণ সংযোগে গিল্টি করা হইত। পারদ সকল ধাতুর সহিত সহজে মিশিয়া যায়। সেই জন্য পারদ মিশ্রিত স্বর্ণ কোন কোন ধাতব পদার্থের উপর ঘর্ষণ করিলে উহার গায়ে আবরণের ভাৱ লাগিয়া যায়; পরে ঐ ত্রুটি উত্তর করিলে পারদ গলিয়া বাহির হইয়া যায় এবং স্বর্ণ পাংলাভাবে ঐ ঐ ত্রুটির উপর লাগিয়া থাকে। রূপার গিল্টিও এইরূপভাবে হইত। কিন্তু এই প্রক্রিয়া অধিক ব্যয়সাধ্য ও আবাস্যক। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ব্রুগ্নেটেলি (Brugnattali) নামক ভেন্টার (Valta) জনৈক ছাত্র প্রথম সিদ্ধান্ত করেন যে, কার সংযুক্ত স্বর্ণ মিশ্রিত ত্রুৎ ও বেটারির সাহায্যে গিল্টি করা যাইতে পারে। ডি না রিড ইহা প্রথমে কার্যে পরিণত করেন। পরে এলকিংটন, কলজ ও অন্যান্য কয়েকজন উদ্ভাবক এই প্রক্রিয়ার উন্নতিসাধন করেন।

আমরা রূপা ও সোণার গিল্টির বিষয়ই লিখিব। কারণ এই দুইটাই সচরাচর আবশ্যক হয়। যে ধাতু দ্বারা গিল্টি করিতে হইবে, প্রথমে সেই ধাতু মিশ্রিত জল বা বাথ প্রস্তুত করিতে হইবে অর্থাৎ রূপার গিল্টি করিতে হইলে রূপার জল বা Silver bath প্রস্তুত করিতে হইবে।

কিভাবে Silver bath বা রূপার জল প্রস্তুত করিতে হয়।

রূপার জল নানা প্রকারে প্রস্তুত হয়; তন্মধ্যে ডবল্ সায়েরাইড অফ সিলভার ও পটাসিয়াম double cyanide of silver and potassium সর্বোৎকৃষ্ট, এবং উহাই সচরাচর কারিকরেরা ব্যবহার করিয়া থাকে।

হুগলি একজিবিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্য ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন

ইহা প্রস্তুত করিবার জন্য বিত্ত নাইট্রিক এসিড্ ও বিত্ত রূপার পাত বা শুঁড়ার প্রয়োজন। বাজারে ডি, ওয়াশিং কোম্পানির বিত্ত নাইট্রিক এসিড্ অনেক মসলার দোকানে অথবা ডাক্তারখানার পাওয়া যায়। বিত্ত রূপার পাত বা শুঁড়া সেক্সার দোকান হইতে প্রস্তুত করাইয়া লওয়া যাইতে পারে। বড়বাজারে সোণা রূপার দোকানে গিল্টি করিবার জন্য পাংলা সোনা ও রূপার সৰু সৰু পাতও বিক্রয় হয়। এক্ষণে উক্ত নাইট্রিক এসিডে একচতুর্থাংশ জল মিশাইয়া লও, ঐ মিশ্র পদার্থ একটা কাচ পাত্রে করিয়া জ্বলন্ত গরম কর (অর্থাৎ ১০০ ডিগ্রিফারেনহাইট), এবং রূপার শুঁড়া বা পাত ধীরে ধীরে উহাতে দিতে থাক, যেন অধিক ঘোরে ফুটিয়া না উঠে। পাত্রটি উদ্ধৃদিকে লম্বা হইলে ভাল হয়, কারণ তাহা হইলে ফুটিবার সময় উৎলিয়া পড়িয়া যাইবে না। এ দেশে সাধারণতঃ রূপার পাতই ব্যবহার হয়, শুঁড়া ব্যবহার হয় না। যদি অধিক ফুটিয়া উঠে এবং উৎলিয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখ, তাহা হইলে একটু ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিবে। একেবারে অধিক রূপা দিবে না, অল্প অল্প করিয়া দিবে, এবং বতকণ পর্যন্ত এসিডে রূপা গলিবে, ততক্ষণ দিবে। যখন দেখিলে, আর রূপা গলিতেছে না, তখন ঐ রৌপ্যমিশ্রিত এসিডকে আশ্রয় উত্তাপে মারিয়া ফেল। খুণ সামান্য থাকিতে আগুন হইতে নামাইয়া রাখ। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাণ্ডা হইলে দানা বাধিয়া যাইবে। এই পদার্থকে নাইটেট্ সিলভার বা লুনার কটিক্ বলে। ইহা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু গিল্টির জন্য বরষে প্রস্তুত করিলেই ভাল হয় এবং ভাল ভাল কারিকরেরা উহা বরষেই প্রস্তুত করিয়া থাকে, সেই জন্য উহার প্রস্তুত প্রণালী উপরে বর্ণিত হইল। নাইট্রিক এসিডে রূপা গলাইবার সময় কঁাকা আরগার গালান আবশ্যক, কারণ উহার বাষ্প আবাস্যক। কিন্তু রৌপ্য-

মিশ্রিত এসিড্ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া নাইটেট্ সিলভার প্রস্তুত করিবার সময় অন্ধকার স্থানে করা উচিত বা অন্ধ কাচ কিবা পোসিলেন্ পাত্র ব্যবহার করা উচিত। সূর্যালোকে উহা কাল হইয়া যায়। ইহা গায়ে লাগিলে সেই স্থানে কাল দাগ হয়। সুতরাং অতি সাবধানে ব্যবহার করিবে, হাত দেওয়া উচিত নহে। নাইটেট্ সিলভার সহজেই জলে দ্রব হইয়া যায়। পরে ডিষ্টিল্ড ওয়াটার বা পরিষ্কৃত জলে নাইটেট্ সিলভার দ্রব করিয়া সলিউশন্ অফ সিলভার নাইটেট প্রস্তুত কর। সাধারণতঃ এক পাইন্ট পরিষ্কৃত জলে ৭ পেনিওয়েট নাইটেট সিলভার দ্রব হইতে পারে। ডিষ্টিল্ড ওয়াটারের পরিবর্তে অল্প জল দিলে সলিউশনটা সাদা ছুয়ের মত হইয়া যায়। এখানকার কারিকরেরা কলের জলই ব্যবহার করিয়া থাকে; কিন্তু ডিষ্টিল্ড ওয়াটার ব্যবহার করাই ভাল। আর একটা কাচপাত্রে এক পাইন্ট জলে ২ আউন্স পটাস্ সায়েরাইড্ নামক পদার্থ গুলিয়া আর একটা সলিউশন্ প্রস্তুত কর। ইহাকে সলিউশন্ অফ পটাসিয়াম সায়েরাইড বলে। সচরাচর কারিকরেরা উহাকে পটাসের জল বলে।

সতর্কতা।

এই পদার্থ প্রবল বিষধরী, সহজেই মারাত্মক হয়, সুতরাং খুব সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। এমন কি ইহার আত্মপা লওয়া উচিত নহে, আত্মপা মারাত্মক হইতে পারে। ইহা লইয়া কাজ করিবার সময় একটি এমোনিয়া বা সোলিং সন্টের শিশি নিকটে রাখা আবশ্যক। যদি হঠাৎ ইহার আত্মপা মাথা ধরে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ এমোনিয়া আত্মপা করিলে সাহায্য যাইবে। এক্ষণে নাইটেট্ সিলভারের জল একটি প্রণালী পাত্রে রাখিয়া উহাতে পটাসের জল ধীরে ধীরে ঢালিতে থাক ও সিলভারের জলটা নাড়িতে থাক, দেখিতে পাইবে, সাদা

দ্বিধা মত পদার্থ তলার খিতাইতেছে। বহু-
কণ পদার্থ ঐরূপ পদার্থ খিতাইতে থাকিবে,
ততকণ পদার্থ পটাসের জল একটু একটু
করিয়া চালিতে থাক। যখন দেখিবে, বাহা
খিতাইবার খিতাইয়াছে, আর অধিক খিতাই-
তেছে না তখন পটাসের জল ঢালা বন্ধ
করিবে। এই সাদা দ্বিধা মত খিতান
পদার্থের নাম সারেনাইড অফ সিলভার।
পরে ঐ পাত্রটি কিছুকণ স্থিরভাবে রাখিয়া
যখন সমস্ত সিলভার সারেনাইড তলার
খিতাইবে, তখন ধীরে ধীরে উপরের জলটি
একপভাবে চালিয়া ফেল, যেন খিতান পদার্থটি
গুলিয়া উহার সহিত বাহির হইয়া না যায়।
একপে ঐ খিতান পদার্থ পুনরায় জল মিশ্রিত
করিয়া গুলিয়া ফেল এবং কিছুকাল স্থিরভাবে
রাখ, তাহা হইলে পুনরায় সিলভার নাই-
টেট তলার খিতাইয়া পড়িবে। পরে পুনরায়
পূর্বের ভায় ধীরে ধীরে উপরের জলটি
কেলিয়া দেও। এইরূপ ৩৪ বার কর।
শেষবারে সমস্ত জলটুকু সাবধানে ঝরাইয়া
ফেল। ২ভাগ সারেনাইড সিলভার, ২ভাগ
পটাস সারেনাইড ও ১৫০ ভাগ জল মিশ্রিত
করিলে রূপার জল বা সলিউশন অফ সিলভার
সারেনাইড প্রস্তুত করা হইল। আমাদের
দেশের কারিকরে রূপার ঠিক ঐরূপভাবেই
করে না। তাহার সলিউশন অফ নাইটেট
সিলভারে খানিকটা লবণ ফেলিয়া দেয়,
কিন্তু একপে পরে ক্লোরাইড অফ সিলভার তলার
খিতাইয়া পড়ে। পরে উহার জল কেলিয়া
দিয়া পুনরায় ৩৪ বার জল ঝরাইয়া পূর্বের
ভায় ধৌত করিয়া ফেলে, অবশেষে উহার
সহিত পটাসের জল মিশায়। কিন্তু প্রা-
কৃত মৌক্ত এগুনীতে প্রস্তুত রূপার জল
সর্বোৎকৃষ্ট।

যে জিনিষ গিল্টি করিতে হইবে, উহা
প্রথমে পরিষ্কার করিয়া ছাই বা হুংকি
দ্বারা মাখিয়া ফেল। পবে ডাইলিউট
জল মিশ্রিত সাইট্রিক অ্যাসিডে কিছুকণ

ডুবাইয়া রাখ, যখন দেখিবে, কোর্স ময়লা
নাষ্ট, তখন তুলিয়া লও এবং ডিষ্টিল ওয়াটারে
তাল করিয়া ত্রিশ দিবা পরিষ্কার করিয়া ফেল।
পরে পরিষ্কার কাপড় বা করাতেব শুদ্ধ
দ্বারা তাহার গাত্রেব জল শুখাইয়া ফেল।
একপে যে ত্রাবাটী গিল্টি করিতে হইবে
উহাকে negative pole এ সংযোগ করিয়া
সিলভার বাথের মধ্যে ঝুলাইয়া রাখ এবং
এক টুকরা রূপার চাবুর positive pole এ
বাধিয়া উক্ত রূপে জল মধ্যে, ঝুলাইয়া দেও।
পরে সলিউশন অফ সিলভার সারেনাইড
নিম্নিষ্ট হইয়া negative pole এ সংযোগ
করিয়া উপর রূপা লাগিয়া যায় এবং posi-
tive pole সংযোগ মৌখ্য খণ্ড ক্ষয় হইয়া
হাইড্রোসারেনিক এসিডের সহিত মিশ্রিত
হইয়া পুনরায় সিলভার সারেনাইডের সলি-
উশন প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিয়ৎকাল পরে
যখন দেখিবে, উপযুক্ত পরিমাণ রূপা ধরিয়াছে,
তখন একটি কাচ বগু বা কাঠদণ্ডের সাহায্যে
নেগেটিভ পোলের তারটা ধরিয়া বাথ হইতে
তুলিয়া ফেলিবে। কড়া ক্রেনের দ্বারা
ঝাড়িবে ও পুনরায় রূপার জলে ডুবাইয়া
দিবে। মাঝে মাঝে এইরূপ করিবে। যখন
দেখিবে, বেশ পুরু হইয়া রূপা ধরিয়াছে,
তখন উহা তুলিয়া বাতাসে শুখাইয়া ফেলিবে।
পরে ইম্পাত নির্মিত বার্মিশার দ্বারা উহাকে
বার্মিশ করিতে হইবে। বার্মিশারগুলি সাধা-
রণতঃ ইম্পাত নির্মিত। উহাদের মূখ মোটা
ও মন্থণ, এবং ধরিবার জন্য কাঠের বাঁট
আছে। ভিন্ন ভিন্ন ত্রাব্য বার্মিশ করিবার জন্য
সরু, মোটা, বাঁকা, সোজা, গোল, খাঁজকাটা
প্রভৃতি নানাপ্রকারের বার্মিশার আছে।
নিম্নে উহার কতকগুলি প্রতিকৃতি দেওয়া
হইল।

বার্মিশার দ্বারা যদিলে গিল্টি উজ্জ্বল ও
মন্থণ হয়। উহাকে বার্মিশ করা বলে।
ইহাই সাধারণ রূপার গিল্টি হইল।
উহাকে আরিয়ার মত উজ্জ্বল পালিশ করিতে

হইলে রূপ নামক পদার্থ দ্বারা কলে পালিশ
করিতে হয়। ঐ কল পা দিয়া বা হস্তদ্বারা
অথবা ডাইনামো দ্বারা চালান খাটতে পারে।
উহাতে একটি বকিং হইল আছে। উহা
এক প্রকার মোটা কাপড় নির্মিত। কাপড়
গুলি গোলাকার করিয়া কাটা। অনেকগুলি
কাপড়ের চাকা একত্র করিয়া মগা চাকড়া
দিয়া সেলাই করা থাকে। ঐ চাকড়ার মধ্যে
স্থলে ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্র দ্বারা কলের
একটি বগু বা রডের সহিত উহা সংযোগ করা
যায়। কল চালাইলে বকিং হইলটী সত্যোরে
ঘুরিতে থাকে। উহাতে রূপ মাখাইয়া পরে
যে ত্রাবাটী পালিশ করিতে হইবে উহার উপর
ধরিলে খুব উজ্জ্বল পালিশ হয়।

সোনার গিল্টি করিতে হইলে সলিউশন
অফ ডবল সারেনাইড অফ সোল্ড এণ্ড
পটাসিয়াম বা সোনার জল প্রস্তুত করিতে
হইবে। রূপার জলের ভায় ইহাও প্রস্তুত
করা যায়। সোনা সাধারণ এসিডে গলে
না। এক ভাগ নাইট্রিক এসিড ও তিন
ভাগ মিউরিটিক মিশ্রিত করিলে দ্রাবকরাজ
বা Aqua regia প্রস্তুত হয়। ঐ
দ্রাবকরাজ একটি কাচ পাত্রে করিয়া মুহু-
উত্তাপে উত্ত করিয়া উহার মধ্যে বিণ্ডক
সোনার পাত টুকরা টুকরা করিয়া ক্রমে
ক্রমে কেলিয়া দিতে থাক। বহুকণ সোনা
গলিতে থাকে, ততকণ এইরূপ কর।

৪ আউন্স দ্রাবকরাজে এক আউন্স সোনা
গলিতে পারে। পরে উত্তাপ দ্বারা উহার
রূপীয় অংশ শুখাইয়া ফেল। জল থাকিতে
থাকিতে নামাইয়া রাখ। পরে উহা শীতল
হইলে জমিয়া পীতবর্ণ শুদ্ধার মত পদার্থ
হইবে। উহাকে ক্লোরাইড অফ গোল্ড
বলে। উহা জলে দ্রবনীয়। একপে ক্লোরাইড
অফ গোল্ড জলে গুলিয়া উহাতে অধিক পরি-
মান জল মিশ্রিত কর। পবে পটাসের জল
উহাতে জল জল করিয়া চালিতে থাক।
দেখিতে পাইবে, এক প্রকার পীতবর্ণ পদার্থ

তলার ভিত্তিতে। যখন দেখিবে, আর অধিক খিতাইতেছে না, তখন পটাসের জল ঢালা বন্ধ করিবে। উহাতে আরও একটু পটাস সায়েনাইড্ মিশাইয়া লইবে। ইহাই সোণার জল প্রস্তুত হইল। এক্ষণে ব্যাটারির পজিটিভ্ পোলে এক টুকরা সোণার পাত বাঁধিয়া ও নিগেটিভ্ পোলে গিল্টি করিবার জন্যগুলি বাঁধিয়া পূর্বের ভাৱ সোনার জল মধ্যে ঝুলাইয়া রাখে। অজ্ঞাত প্রক্রিয়াগুলি ঠিক রূপার গিল্টির মত। আমাদের দেশের কারিকরেরা কিন্তু এক্ষণে গিল্টি করে না। তাহার নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করে। লিউসন্ অক পটাস সায়েনাইড্ একটা কাচ পাত্রে করিয়া আঙুণে চড়াইয়া রাখে। পূর্বে ব্যাটারির positive pole এ এক টুকরা সোণার পাত বাঁধিয়া উক্ত পটাসের জলে ডুবাইয়া রাখে এবং negative pole শুধু তারটীও ঐ জলে স্পর্শ করাইয়া রাখে। এই-রূপে দেখিতে পাইবে, সোণার পাতটি ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া পটাসের জলের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। যখন দেখা যায় যে যথেষ্ট সোণা পটাসের জলের সহিত মিশিয়াছে, অর্থাৎ negative pole এর তারে সোণা ধরিতেছে, তখন ঐ তারটি তুলিয়া উহাতে গিল্টি করিবার জন্যটি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেয়। যখন দেখে সোণা ধরিতেছে, তখন উহা তুলিয়া ক্রস দিয়া ধুইয়া ফেলে। যদি সোণা অধিক ধরাইতে ইচ্ছা করে, আরও ২১ বার ঐরূপ করিয়া ধরায়।

বলা বাহুল্য সোণার গিল্টি করিবার জন্যগুলিও রূপার গিল্টির বিবরণোক্ত প্রক্রিয়াভূমায় পরিষ্কার করিতে হইবে। সোণার গিল্টির জন্য গিল্টি করার পর ক্রস দিয়া পরিষ্কার করিয়া লয়; কলে প্রায় পালিশ করে না। পালিস আবশ্যক হইলে রুজ দিয়া হাতে পালিস করিয়া লয়। কারণ সাধারণতঃ কারিকরেরা সোণা কম করিয়া ধরায়; সুতরাং কলে পালিস করিলে উহা

উঠিয়া ধাইতে পারে এবং সোণা ক্ষয় হইয়া অনেক ক্ষতি হয়। প্রথমোক্ত প্রকারে সোণার গিল্টি অতি উৎকৃষ্ট ও বহুকালস্থায়ী। কিন্তু উহাতে সোণা অধিক লাগে ও পরিশ্রম অধিক, সুতরাং উহাতে খরচ অত্যন্ত অধিক হয়।

সোণা ও রূপার গিল্টি করিবার প্রকরণ বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে আমাদের আর এক বিষয় বলিবার আছে। সাধারণতঃ যে সকল জন্য গিল্টি করা হয় সেগুলি প্রায় তামা বা নিক্তল নির্মিত। কেহ কেহ রূপার জিনিষেও সোণার গিল্টি করিয়া থাকে; তাহাও পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে হইবে। কিন্তু লীসা, মত্কা, রাং বা লৌহ নির্মিত ব্যবহার উপর সোণা বা রূপার গিল্টি পূর্বোক্ত প্রকারে ভাল ধরে না। সুতরাং ঐ সকল জন্য গিল্টি করিতে হইলে, অগ্রে উহার উপর তামা ধরাইতে হইবে। যে প্রক্রিয়া অনুসারে তামা ধরাইতে হয়, উহাকে ইলেক্ট্রো কপারিং বলে। ঐ প্রক্রিয়াটি নিম্নে বর্ণিত হইল। ৪ আউন্স পটাসের জল প্রস্তুত কর; উহাতে আরও এক বোতল (কোয়ার্ট) জল মিশাও। আর একটা পাত্রে পটাসের পরিবর্তে তুতে দিয়া ঠিক ঐরূপ পরিমাণ জল প্রস্তুত কর। এক্ষণে তুতের জলে পটাসের জল ধীরে ধীরে ঢালিতে থাক, ও নাড়িতে থাক। যতক্ষণ তলার সবুজ রংয়ের গুড়া খিতাইতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত এইরূপ কর। পরে উপরের জলীয় পদার্থ ধীরে ধীরে ঢালিয়া ফেল। উহাতে আরও অধিক জল মিশাইয়া ছাকিয়া লও, ঐ গুড়া পদার্থের নাম কপার সায়েনাইড্। এক্ষণে ৪ গ্যালন জলে ২ পাউণ্ড পটাস সায়েনাইড্ গুলিয়া উহাতে বতটুকু সায়েনাইড্ কপার দ্রব হইতে পারে মিশাও। পরে আরও ৪ আউন্স পটাস সায়েনাইড্ উহাতে মিশাও ইহাই তামার জল প্রস্তুত হইল। এখন পূর্বের ভাৱ ব্যাটারির positive pole এ

একখণ্ড তামা ও negative pole এ গিল্টির জন্যটি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখ। ঠিক রূপার গিল্টির ভাৱ তামার গিল্টি হইতে থাকিবে। তামার জলের পাতটী আঙুণে বসাইয়া রাখিলে ভাল হয়। তামা ধরাইতে একটু জোর ওড়িৎ প্রবাহ আবশ্যক অর্থাৎ ব্যাটারির সেল কয়েকটি বেনী করিলেই হইবে। তামার গিল্টির পর উহার উপর ইচ্ছামত সোণা বা রূপার গিল্টি করা যাইতে পারে।

ভারতের আর ব্যয়।

রাজস্ব-সচিব সার গাইফিট উড উইলসন অতি সক্ষম ও ভারবান পুরুষ। ইনি ভারতের পক্ষ সমর্থন করিতে কাহারও সুখাপেক্ষী হন নাই। যখন প্রয়োজন হইরাছে, তখন গবর্ণর জেনারেলের কার্যেরও প্রতিবাদ করিয়াছেন, যখন উচিত মনে করিয়াছেন, তখন অজ্ঞাত মন্ত্রীর বিরুদ্ধাচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি ভারতের হিতকর স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। ইহার কার্য কাল শেষ হইল, সুতরাং এই বৎসরেই তিনি কর্তব্য ত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিবেন। ১৯০৮ সালের শেষভাগে তিনি রাজস্ব মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ১৯১৩ সালের শরৎ-কালেই তাঁহার কার্যকাল সময় উত্তীর্ণ হইবে। গত শনিবার ভারতের আর ব্যয়ের হিসাব ব্যবস্থাপক সভার উপস্থিত করিবার কালে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, সেই দিনই প্রকৃত-পক্ষে তাঁহার কার্যকাল শেষ হইল। তিনি শোকাক্ত হইয়া এই কথা বলিয়াছেন, আমরাও তাঁহার কথা শুনিয়া শোকবদ্ধ হইয়াছি।

১৯১২—১৩ সালের আর ব্যয়।

রাজস্বমন্ত্রী ইহা প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯১২ সালের মার্চ মাসে এইরূপ অনুমান করা হইয়াছিল যে, এক বৎসরে ভারতের

আর আর ১১৯ কোটি টাকা হইবে। কিন্তু এই মার্জ মাসে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আর প্রকৃতপক্ষে ১৩০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা হইয়াছে।

রেলওয়ে, অতিফেন এবং আমদানি ও রপ্তানি শুক হইতে বেনী আর হওয়ারভেই ভারতের রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়াছে। বাজলা ও ব্রহ্মদেশ হইতে অত্যধিক চাউল বিদেশে রপ্তানি হওয়ারভে রপ্তানি শুক বেনী হইয়াছে।

সংকার্যে ব্যয়।

ভারত গবর্ণমেন্টের খুব সচ্ছল অবস্থা হওয়ারভে বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষার জন্য এক-কালে ২৪০ কোটি, নগর সমূহের বাহোয়াজির জন্য ১৪০ কোটি, ব্রহ্মদেশে বাতারাভের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য ৩০ লক্ষ, আসামের উন্নতি সাধনের জন্য ২০ লক্ষ এবং ভারতের সমস্ত প্রদেশের সাহায্যার্থ ১ কোটি, এই মোট ৫৪০ কোটি টাকা দান করা হইবে। ৫৪০ কোটি টাকা দান করিয়াও ভারত গবর্ণ-মেন্টের হস্তে ৫ কোটি টাকার বেনী সঞ্চিত থাকিবে।

দিল্লীর ব্যয়।

বর্তমান বর্ষে দিল্লীর অস্থায়ী গৃহ নির্মাণে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। নূতন দিল্লী কোথায় কিরূপে নির্মিত হইবে, তাহা অজ্ঞাপিতও নির্ণীত হয় নাই। গুনা ব্যয়, নীতাই এই প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। ১৯১৩—১৪ সালে দিল্লী নির্মাণের জন্য ২ কোটি টাকা ব্যয় করার কথা হইয়াছে।

১৯১৩—১৪ সালের আনুমানিক

আয় ব্যয়।

আগামী এপ্রিল মাসে যে বৎসর আরম্ভ হইবে, সেই বৎসর ১২৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা আর এবং ১২৫ কোটি ৫৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। সুতরাং আর অপেক্ষা ব্যয়

২ কোটি, ৯ লক্ষ ৪৫ হাজারের বেনী হইবার সম্ভাবনা। বর্তমান বর্ষে ১১৯ কোটি, ৪০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। সুত-রাং দেখা বাইতেছে, আগামী বর্ষে বর্তমান বর্ষ অপেক্ষা আর ৬ কোটি টাকা বেনী ব্যয় করা হইবে।

সংকল্পে দান।

আগামী বর্ষে শিক্ষার জন্য ১ কোটি টাকা দান করা হইবে। এই এক কোটি টাকার মধ্যে বড় বড় প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকে ৮৫ লক্ষ, ভারত গবর্ণমেন্টকে ৭ লক্ষ দেওয়া হইবে, ৮ লক্ষ ভারত গবর্ণমেন্টের হস্তে মজুত থাকিবে।

কৃষির জন্য ১০ লক্ষ ও চিকিৎসার জন্য ১০ লক্ষ মজুর করা হইবে। এই ২০ লক্ষের মধ্যে ১৫৪০ লক্ষ বড় প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

রেলওয়ে।

১৯০৯—১০ সাল হইতে ১৯১১—১২ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর বার কোটি টাকাও রেলওয়ের জন্য ব্যয় করা হইত না। বর্তমান বর্ষে ১৩৪ কোটি টাকা ব্যয় করার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পনের কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। আগামী বর্ষে রেলওয়ের জন্য আঠার কোটি টাকা মজুর করা হইবে।

রেলওয়ে গবর্ণমেন্টের একটা বৃহৎ লাভের পথ। বর্তমান বর্ষে রেলওয়ে হইতে শতকরা ৫৮৯ টাকা লাভ হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট শত করা ৪ টাকা হারে টাকা ধার করিয়া রেল-ওয়ে করিতেছেন, সুতরাং প্রতি শতে ১৮৯ টাকা লাভ থাকিতেছে। রাজস্বমন্ত্রী বলিয়া-ছেন, যে রেলওয়েতে লাভের সম্ভাবনা, কেবল তাহাই নির্মাণ করা উচিত। নতুবা রেল-ওয়ের লাভ লোকসানে পরিণত হইবে।

খাল ও বাঁধ।

১৯১২ সালের ৩১এ মার্চের মধ্যে ছোট

বড় ৫৮,৫৩৪ মাইল দীর্ঘ খাল কাটা হইয়া-ছিল। বর্তমান বর্ষের শেষ পর্যন্ত ৫৯০০০ মাইল দীর্ঘ খাল কাটা হইবে। এই খালের দ্বারা ১৪৭০ লক্ষ বিঘা জমি কৃষি কার্যের উপযুক্ত করা হইয়াছে। খাল হইতে শত করা ৮৮১ টাকা লাভ হইতেছে।

অপার চেনাব খাল ১৯১২ সালের ১২ই এপ্রেল খোলা হইয়াছে। সোয়ার বাগ্গি দোয়ার খাল আগামী এপ্রিল মাসে খোলা হইবে। ১৯১৪ সালের পরিকল্পণে অপার ঝিলম খাল খোলা হইতে পারে। ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে অপার সোয়ারি নদীর খাল খনন শেষ হইবে। সফর ও রোবি খাল মজুর করাইবার জন্য ভারত সচিবের নিকট পত্র লেখা হইয়াছে। কাবেরী জলাধার ও সরদা গঙ্গা ও যমুনা খাল কাটার আরোজন শেষ হইয়াছে, কিন্তু যে সকল দেশীয় রাজ্যের মধ্যে উহা নির্মিত হইবে, তাহাদের সহিত অজ্ঞাপি বন্দোবস্ত ঠিক হয় নাই। এই বৎসর ভারত-সচিব নীরা নদীর খাল কাটিতে অসুমতি দিয়াছেন। নীরার খাল কাটিতে দুই কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণা নদীরও বাঁধ বাঁধিয়া গভীর জলাশয় সতলজ গোলা ও উপত্যকার খাল ও যমুনার বাঁধ নির্মাণ করার প্রস্তাব হইয়াছে। ৮৪ কোটি ঘন ফুট জল আটকাইয়া রাখা বাইতে পারে। এমন স্রবৎ জলাশয় জগতের আর কোথাও দেখা বাইবে না। গোলা খাল নির্মাণ করিতে দুই কোটি, সতলজ খাল নির্মাণে ৯ কোটি, যমুনা বাঁধ তৈয়ার করিতে ৫ কোটি টাকা খরচ হইবে।

ঋণ গ্রহণ।

১৯১৩—১৪ সালে আর অপেক্ষা ব্যয় বেনী হইবে। ট্যাক্স স্থাপন করিয়া আর ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা বাইত, কিন্তু তাহাতে লোকের মনে অসন্তোষ জন্মে। রাজস্বমন্ত্রী ভারতবর্ষে ৩ কোটি টাকা ধণ করিয়া ব্যয় নির্বাহ করিতে সক্ষম করিয়াছেন।

আমাদের মন্তব্য।

ভারত গবর্ণমেন্ট পত্রাব, বোম্বাই ও রাজ্যে খণ কাটিয়া অহুর্কর ভূমি উর্কর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বহু নদ নদী থাকিতে বাঙ্গলা দেশে অহুর্কর ভূমি নাই বলিলে বড় অসুবিধা করা হয় না। কিন্তু সেই নদ নদী ক্রমে মজিয়া যাইতেছে। আর কিছুদিন পরে জলাভাবে অনেক স্থান কৃষির অযোগ্য হইবে। এখনই কি তাহার প্রতি-কার করা উচিত নয়? নদমান, বীরভূম বাহুড়া জেলার অনেক স্থানে জলাভাবেই প্রতি বৎসরই শত মরিয়া যায়। গবর্ণমেন্টের এবিধে দৃষ্টিপাত হইলে ভাল হয়।

HEALTH AND HYGENE.

স্বাস্থ্য বিষয়ক

বিবিধ সংগ্রহ।

আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের প্রতিনিধি সভার কোন সভ্য খাণ্ডস্বা বিত্ত রাখা সম্বন্ধে এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, টিনে বন্ধ করা যে খাণ্ডস্বা বিশেষে চালান যায়, তাহা অত্যন্ত জঙ্কার-জনক অবস্থার তৈয়ারী হয়। বাহারি বেই স্থানে বন্ধ করে, তাহারি নানা প্রকার রোগপ্রসূ। তাহারি যেরূপ স্থানে কার্য করে, সে স্থানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা অসম্ভব। এই সকল স্থানে নানা প্রকার ফল ও শাক পল্লী টিনে বন্ধ করা হয়। মিস চেম্বারলেন নামক কোন মহিলা কর্ণ-চারীরূপে এই সকল স্থানে প্রবেশ করিয়া এই সকল তথ্য বাহির করিয়াছেন। বাহারি বিশেষের টিনে বন্ধ করা খাণ্ডস্বা পরিভোর-রূপে ভক্ষণ করিতেছেন, তাহারি সাবধান হউন।

ঐবধ বাখতার করার পরও যে সকল কত সহজে ভাল হইতে চাহেনা, তাহা ডাঃ লাকেরিয়ের ও সুবিধের সাধারণ ইন্সপেক্টি-সেন্ট ল্যাম্পের আলোকে ভাল করিয়াছেন। একটি ৩২, মোম বাতির আলোক সম্পন্ন ল্যাম্পের পশ্চাতে আলোক প্রতিফলিত করি-বার জন্য একটি রিফ্লেক্টর বসাইয়া তাহার সম্মুখে কতস্থান প্রায় ২০ হইতে ৩০ মিনিট পর্যন্ত রক্ষা করিতে হয়। তাহা হইলে ভাল হইয়া যায়।

বাঙ্গলার সূতিকাগার।

বাঙ্গলা দেশে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা কম নহে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন, বাঙ্গলাদেশের সূতিকাসমূহ বেক্রম অবস্থায়, তাহাতে এই সূতিকাগারই অনেক শিশু মৃত্যুর কারণ। কলিকাতার প্রতি বৎসর অনেক শিশু মৃত্যু মুখে পতিত হইয়া থাকে। আমরা নিম্নে এক বৎসরের তালিকা প্রদান করিলাম। প্রতি ১০০০ শিশুর মধ্যে এই বৎসরে ইংরেজ শিশু ৫৮, ফিরিজি শিশু ৫০৬, হিন্দু শিশু ৩১৫ ও মুসলমান শিশু ৩১৩ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। হিন্দু মুসলমান ও ফিরিজির মধ্যে গড়ে প্রতি ৪ জনের মধ্যে এক জন শৈশবে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। ডাক্তার মেক্লেরড বলিয়াছেন, কলিকাতার যে সকল শিশুর মৃত্যু হয়, তাহাদের শতকরা ৪০টির মৃত্যুর কারণ ধূমপান। অপরিচ্ছন্ন সূতিকাগারের দূষিত বায়ুতে শিশুগণ এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। কুসংস্কারাপন্ন লোকে ইহাকে “পেচোর পাণ্ডা” বলিয়া থাকে। ডাক্তার জাভাস’ বলিয়াছেন, কলিকাতা ইডেন হাস্পাতালের একটি শিশুরও এই ধূমপান হইতে দেখা যায় না, কারণ সেখানে সর্বদা মুক্ত বায়ু চলাচল করিতে পারে। এই ত গেল সহরের কথা। পল্লী গ্রামের অবস্থা আরও ভয়ানক। অনেক সময়ে গৃহ প্রাঙ্গণে তুণ দ্বারা সূত্র এক খানি কুটীর প্রস্তুত করা

হয়। ইহার একটি মাত্র দ্বার, তাহাও দিন রাত বন্ধ রাখিবার ব্যবস্থা। এই ঘরে গাঙ্গা-রাজি আগুন জলে। বড় বায়ুতে খাজী, শিশুও প্রায়ই এক মাস বাস করিতে হয়। কোন এসিড ডাক্তার লিখিয়াছেন, “আমি বহন প্রথম ডাক্তারী ব্যবসা আরম্ভ করি, তখন একটি নবজাত শিশুকে দেখিবার জন্য কোন সম্মান পরিবারে গমন করি। অন্য হইতেই শিশুটির জন্মের বিরাম ছিল না। আবার মাস, খুব গরম পড়িয়াছে। আমি দেখিলাম যে, ঘরটিতে শিশুকে রাখা হইয়াছে, উহার দ্বার জানালাগুলি বন্ধ। ঘরের মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত আছে। শিশু-টির গামর দামাছি হইয়াছে। পিপাসার তাহাঁর তালু বিত্তক প্রায়। শিশুটি যে গরমের জন্য কাদিতেছে, এই সহজ কথা বুঝাইবার জন্য সে দিন আমাকে বিশেষ চেষ্টা পাইতে হইয়াছিল।” বাঙ্গলার শিশু মৃত্যু হ্রাস করিতে হইলে এই সকল সূতিকা-গারের উন্নতি সাধন ও জীলোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে। দেশের লোক ইহার জন্য যত্নবান হউন। সজীবনী।

Bleaching Powder as the substitute for soap.

ডাক্তার জি, এক্ লাটার বলেন যে বাহারি কল কারখানার ধাতু সংশ্লিষ্ট কাজ করে অর্থাৎ বাহারি তামা, দস্তা, সিনা, পারা, আর্কিমি, আর্সেনিক, রিসমথ প্রভৃতি লইয়া নাড়া চাড়া করে, তাহারি প্রায় হাত ধুইতে সাবান ব্যবহার করে অথবা শুধু হাত ধুইয়া তামাক খায়, ও আহালাদি করিয়া থাকে, সেই জন্য এই সকল বিধাত ধাতু কিংবা পরিমাণে ক্রমে ক্রমে উন্নয়ন করিয়া বিধাত হইয়া পড়ে এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য সাবান অপেক্ষা “ব্লিচিং পাউডার” ব্যবহার করিয়া হস্ত ধোত করিলে কোন অনিষ্টেরই সম্ভাবনা থাকে না। ব্লিচিং পাউডার ডাক্তার দ্বারা

ক্রম করিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা বয়সি ধৌত করা হয়। ইহা দ্বারা সাবানও প্রস্তুত হয়। পরীক্ষা করিয়া হির হইরাছে যে, ইহা বিবদোষ নষ্ট করিয়া চৰ্মকে পরিষ্কার করে।

AGRICULTURAL NOTES.

কৃষি সংবাদ।

পাটের আবাদ।

পাটের আবাদ।—এবংসর রাজসাহী জেলার অভিন্নিত জিলা হাজার বিঘা জমিতে অনেক চাষীই বিশেষ লাভ পাইরাছে। আগামী বৎসর আবার ইহার অধিকও পাট হইবার সম্ভাবনা। রেলি ব্রাভার্স এবং ডেভিড কোম্পানি প্রভৃতি পাট-বাবদারীরা এখন হইতে রাজসাহী ভালাইদারির বাজারের মাঠে হারী আকিস ও প্রেসমিল প্রভৃতি বসাইবার উত্তোগ করিতেছেন।

তামাক চাষ।

ত্রিহস্ত-পুথার সরকারী কৃষিকলেজকর্তৃ-পক্ষগণের তত্ত্বাবধানে হির হইরাছে, বিহারে সিগারেট-তৈয়ারির উপযোগী উত্তম তামাক উৎপাদিত হইতে পারে। এ অঞ্চলের নীলকর সাহেবেরা এইরূপ তামাকচাষের বহুল প্রবর্তন করিতে পারেন কিনা, এক্ষণে তাহারই পরীক্ষা ব্যবস্থা হইতেছে।

কমলালেবুর-চাষ।

ভারতবর্ষে ৯ হাজার বিঘা জমিতে কমলা-লেবুর চাষ হয়, কিন্তু কত কমলা জন্মে, তাহার হিসাব পাওয়া যায় না। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়াতে ৪৮ লক্ষ বিঘাতে কমলা-লেবুর চাষ আছে। তথায় গত বৎসর ২০০ কোটি ৬০ লক্ষ ৬০ হাজার কমলালেবু জন্মিয়াছিল। এই কার্যে ১৮ লক্ষ লোক লাভিত্তেছে।

ক্যালিফোর্নিয়া ব্যতীত ইটালী, স্পেন,

পালেস্তাইন, জাপান কিউবা, আমেরিকাতেও অনেক কমলালেবু জন্মে।

আলুর বীজ রক্ষা করিবার উপায়।

পুসার কৃষিবিদ্যালয়ের প্রধান কীটতত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিত (Imperial Entomologist) অধ্যাপক ম্যাক্সওয়েল লেফরয় (Prof. Maxwell Lefroy) কৃষিবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তিনি সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তিনি চলিয়া যাবার ভারতবর্ষ বাস্তবিক দৃষ্টিগ্রস্ত হইরাছে।

তিনি উক্ত বিদ্যালয়ে আলুগীকে কীটের বিষয় আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনেকগুলি পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে অনেকগুলিতে কৃতকার্য হইয়া উত্তম ফললাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যে ক্রিয়াগুলি সহজ-সাধ্য তাহাই নিম্নে আলোচিত হইতেছে।

প্রত্যেকবারে পঁচিশ সের বাছা আলু পরীক্ষা আরম্ভ করা হইরাছিল।

(১ম) পঁচিশ সের বীজ আলু বাছিয়া চাটাই বা মাহুরের উপর ছড়াইরা রাখা হইরাছিল। ৩ মাস ১৫ দিবস পরে দেখা গেল যে ৫ সের নষ্ট হইরাছে এবং শুষ্ক হইরাছে বলিয়া ওজনে আরও প্রায় ৫ সের কমিয়াছে। অবশিষ্ট ১৫ সের ১ ছটাক আলু উপযুক্ত সময়ে বপনের পর তাহা হইতে ৩ মণ চক্কির সের আলু উৎপন্ন হইরাছে।

(২য়) পঁচিশ সের বীজ আলু বাছিয়া চাটাই এর উপর জাপথালিন (Naphthalene) ও বালী দিয়া রাখা হইরাছিল। ৩ মাস ১৫ দিবস পরে দেখা গেল ৩ সের নষ্ট হইরাছে এবং শুকাইয়া গিয়া ১৫ সের ৮ ছটাক অবশিষ্ট আছে। বপনের পর তাহা তাহা হইতে ৫ মণ বাইল সের উৎপন্ন হইরাছে।

(৩য়) পঁচিশ সের বীজ আলু চাটাই বা মাহুরের উপর কাঠকরলা বিছাইরা রাখা

হইরাছিল, ৩ মাস পনের দিবস পরে দেখা গেল যে তিন সের ছই ছটাক নষ্ট হইরাছে এবং শুকাইয়া গিয়া তের সের বীজ ছটাক অবশিষ্ট আছে, বপনের পর তাহা হইতে তিন মণ ছত্রিশ সের উৎপন্ন হইরাছে।

ইহা ব্যতীত তিনি অনেক স্থানে অনেক প্রকার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য ও অধিক ফলদায়ক উপায়গুলিই বর্ণিত হইল।

বাছারা আলুর চাষ করিয়া থাকেন ও বাছাদিগকে কীটের উৎপীড়নে অধিক কতি-প্রস্ত হইতে হয়, তাহারা সকলেই উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই সুফল লাভ করিবেন।

মানবজীবনে বায়স্কোপের কার্য্য-কারিতা।

বেলগ্রেভস্থিত আমেরিকান রাজদূত রিপোর্টে প্রচার করিয়াছেন যে, উক্ত নগরের যুবকগণ আমেরিকার আদর্শ কার্য্য ও পোষাক পরিচ্ছদের বড়ই পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। স্থানীয় দোকানসমূহে আমেরিকার টুপী, জুতা এবং পোষাক পরিচ্ছদের অত্যন্ত বিক্রয়াদিকা হইরাছে; এমন কি তাহারা আমেরিকার লোকের জার কেশেরও বিজ্ঞাস আরম্ভ করিয়াছেন। এক্ষণ হইবার একমাত্র কারণ এই যে, বর্তমানে বাবতীর বায়স্কোপ চিত্র প্রদর্শিত হইতেছে, তাহার সমস্তই আমেরিকার প্রস্তুত হইরাছে। ইহা হইতে আমরাও একটি বিষয় শিক্ষা করিতে পারি। যদি আমাদের দেশের কর্তৃপক্ষগণ বিদেশের কৃষি বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের বায়স্কোপ কিন্ত্র এ দেশে আমদানি করিয়া জনসাধারণ এবং কৃষিকুলকে চিত্র প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমাদের কৃষকগণ অনায়াসে উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিতে পারে।

গবর্ণমেন্ট ও সুগী।

গবর্ণমেন্ট চাকার সুগী পোষার ব্যবস্থা

করিবেন। এই কার্যের জন্য ৬০০ টাকা
বছর করা হইয়াছে।

জলকষ্ট নিবারণের জন্য গবর্ণমেন্টের অর্থ দান।

পল্লীগামের জলকষ্ট নিবারণের জন্য
মাদ্রাসা গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড
সমূহের হস্তে নিম্নলিখিত অর্থ দান করিয়া-
ছেন :—বর্ধমান তিন হাজার ; বীরভূম দুই
হাজার তেইশ ; বাঁকুড়া এক হাজার দুই শত
আঠানব্বই ; মেদিনীপুর এক হাজার ছয় শত
উনত্রিশ ; হুগলী এক হাজার ৮ শত আঠার
হাওড়া এক হাজার এগার ; চব্বিশ পরগণা
দুই হাজার নয় শত সাতানব্বই ; নদীয়া
দুই হাজার নয় শত ত্রিশ ; মুর্শীদাবাদ
১৯৫৫ ; বশোহর তিন শত ছাব্বিশ ; খুলনা
দুই হাজার আট শত আটত্রিশ ; ঢাকা ৩,০০০ ;
ময়মনসিংহ ৩,০০০ ; ফরিদপুর ৩,০০০ ;
কুমিল্লা দুই হাজার নয় শত আঠার ; চট্ট-
গ্রাম ১,৯৩০ ; ত্রিপুরা ১০৪, নোয়াখালী
৩,০০০ ; রাজশাহী ৩,০০০ ; দিনাজপুর
১,৭৭৫ ; জলপাইগুড়ী ১,৮১২ ; রংপুর ৪৩০ ;
বগুড়া ৪১৫ ; পাবনা এক হাজার এক শত
একুশ ; মালদা এক হাজার একানব্বই টাকা
গবর্ণমেন্ট মোটের উপর ৪৮,০০৪ টাকা দান
করিয়াছেন।

বাঙ্গলার পাটের চাব।—আগামী পর-
কালে বে পাট উৎপন্ন হইবে, এখন হইতেই
তাহার জন্য টাকা দান করা হইতেছে।
অনেকে ১০৪০ পর্যন্ত মণ দিতে স্বীকার
করিয়াছে। বিগত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কিন্তু
পাটের মূল্য ৫০০ টাকার অধিক উঠে নাই।
পাটের চাবে কৃষকের বৎসে নগদ টাকা
আগিতেছে।

ধনের সম্ভাবহার।

আমেরিকা যুক্তপ্রদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন-
কুবের কর্ণেল এটের টাইট্যানিক আহাজের
সহিত জলমগ্ন হইয়াছেন। বিগত নবেম্বর

মাসে কর্ণেল এটের জ্যেষ্ঠপুত্র মিঃ ডিন্সেট
এটের সাবালক হইয়াছেন। ইহার বিস্তার
মূল্য বাইশ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে ৩০ কোটি
কিবা তাহার কিছু কম হইবে। ইনি স্থির
করিয়াছেন, এই বিপুল সম্পদ তিনি কৃষি-
কার্যের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। মিঃ
এটের বলিয়াছেন, “হাঁ, আমি কৃষি কার্যের
উন্নতি সাধন করিব। রাইগ বেকে আমার
বিশ হাজার বিঘা জমি আছে। আমার পিতা
ইহার কিছুই উন্নতি করেন নাই। আমি
এখানে কৃষি সম্বন্ধে সর্ববিধ পরীক্ষা করিব
এবং জগতে সেই সকল পরীক্ষার ফলাফল
প্রচার করিব। বিখ্যাত কৃষিকৃষি পণ্ডিত-
গণ এই আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে কার্য করিবেন।
মিঃ এটের উপযুক্ত আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন,
তিনি তাহার জমির দ্বারা সমগ্র জগতের
মঙ্গলসাধন করিতে চান, জগতের ধনকুবেরগণ
এই যুবকের নিকট শিক্ষালাভ করুন। এ
দেশের ধনকুবেরগণ কখন যত্নেও এমন কথা
চিন্তাতেই আনিতে পারিবেন না। আমরা
বুধি, গাড়ী ঘোড়া, মটর ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘোড়া পোকা।

বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ ঘোড়া সম্বন্ধে এক পত্র
মুদ্রিত করিয়া তাহা প্রকাশার্থ আমাদের
নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এই পোকা
পাটের পরম শত্রু; এই পোকায় বিবিধ
নাম যথা :—ডাকরা, তিরিং, ছাতা পোকা
বা বাগদি পোকা। ল্যার্ভ, আফ্র ও
প্রাপ্ত মানে এই পোকা পাটের অল্প বা
তাহার ডগা খাইরা ফেলে। এক একটা স্ত্রী
পোকা পাট গাছের পাতার নিরপূর্ণে রাজি-
কালে এক শত হইতে দুই শত ডিম পাড়ে।
ডিমগুলি ক্ষুদ্র, গোলাকার দেখিতে ক্ষুদ্র এক
কোঁটা জলের মত। দুই তিন দিন পরে
এই ডিম হইতে ক্ষুদ্র সবুজ বর্ণ পোকা বাহির
হয়, সেই পোকা পাটের কচি পাতা খাইরা
ফেলে। পনের দিনে এই পোকা দেড় ইঞ্চি
লম্বা হয়। তখন ইহা মাটির নিচে প্রবেশ

করে এবং ভটিতে পরিণত হয়। প্রায় এক
সপ্তাহ পরে পোকা বাহির হয়। পাট কাটা
শেষ হইরা গেলে ইহা মাটির নিচে বাইরা
থাকে এবং পর বৎসর পাটের সময় আমার
বাহির হয়। এই পোকা অল্প কোন শত্রু
খায় না।

ইহা ধরিয়া মারিয়া ফেলা অপেক্ষা ইহা
নষ্ট করার আর কোন প্রকৃষ্ট পন্থা এ পর্যন্ত
বাহির হয় নাই। পাট গাছে এই পোকা
হইলে লম্বা দড়ি কেরোসিন তৈলে ভিজাইরা
দুই জন তাহার দুই পার্শ্ব ধরিয়া গাছের
উপর দিয়া টানিয়া লইরা গেলে, পাটপাতার
কেরোসিন তৈল লাগিবে। নিষাদ প্রযুক্ত
পোকাক পাতা খাটবে না। পোকা মারি-
বার এক উপায় এই যে পাট কাটার পরেই
জমি চাষ করিলে পোকাকুলি মাটির উপর
উঠিবে। তখন পাখীরা আসিয়া ইহা খাইরা
ফেলিবে।

সমালোচনা।

হাকিম—ইউনানী হাকিমি চিকিৎসা
বিজ্ঞান বিবরণক মাসিক পত্র বার্ষিক মূল্য
এক টাকা প্রত্যেক সংখ্যা ৮০ আনা মাত্র।
১৯৪১৯৫ মেহুরাবাজার হ্রীটহ ইউনানী
মেডিক্যালহল হইতে হাকিম মসিহর রহমান
কর্তৃক সম্পাদিত। প্রথম বর্ষ প্রথম ও
দ্বিতীয় সংখ্যা। ডাক্তারী এবং কবিরাজীর
জ্ঞান রোগ বিশেষে হাকিমি চিকিৎসাও
একটা উৎকৃষ্ট চিকিৎসা, এমনও বেথা
গিয়াছে। আলোচনার অভাবে হাকিমি
চিকিৎসা জনসমাজে এখন অনেকটা
অগ্রসিক হইরা দাঁড়াইয়াছে। “হাকিম” সেই
নষ্ট প্রায় চিকিৎসার পুনরুদ্ধারের জন্য বঙ্গ-
সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আলোচ্য
সংখ্যায় ইউনানি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস,
ত্র্যযুক্ত ওষধ প্রস্তুত প্রণালী, রোগের লক্ষণ,
সহজসাধ্য মুষ্টিরোগ প্রকৃতি জন্ম এবং সরল

হুগলি একজীবিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্য ৩০৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন

বাক্যটির "হাকিম" আন্দোলিত হইতেছে। আমরা সর্বাতঃকরণে এই নব সহযোগীর উন্নতি এবং দীর্ঘজীবন কামনা করি। বেঙ্গল নিরামিত এবং সুন্দরভাবে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক সম্পাদক দ্বারা "হাকিম" পরিচালিত, তাহাতে বঙ্গদেশের হিন্দু এবং মুসলমানের সমান শ্রদ্ধা ও সহায়ত্ব আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন।

তথ্য।

বঙ্গে শিক্ষার ব্যয়।

১৯১২—১৩ সালে শিক্ষার জন্য ৭৮,৪৫,০০০ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, কিন্তু সংশোধিত হিসাব অনুসারে ৭৬,৬৯,০০০ টাকা ব্যয় হইবে; কিন্তু ১৯১৩—১৪ সালে ১,৩৪,৮৮,০০০ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে পিতা পুত্র।

তুরকের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে এগিরাস নামে একটা ক্ষুদ্র জেলা আছে। এইখানে বখন প্রবল যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন গ্রীক সেনাপতির পুত্র এক সৈন্যবলের অধিনায়ক স্বরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন করিতে-ছিলেন। যুবকের নাম লেপ্টেন্যান্ট কেলারিস। একদিন রাত্রিকালে খুব বড় রকমের যুদ্ধ হইবে—কিন্তু যুবক অসুস্থ শয্যাশায়ী। তিনি বলিলেন, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিব। কেহই যুবককে বাধা প্রদান করিতে পারিল না। সেই রাত্রিতে শত্রুপক্ষের এক জলির আঘাতে যুবকের মৃত্যু হয়। পর দিবস প্রাতঃকালে সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে তাহাকে সেই শোচনীয় সংবাদ প্রদান করা হইল। সেনাপতি অবিচলিতচিত্তে পুত্রের মৃতদেহ অবলোকন করিয়া তাহার কপোলে

হৃদয় করিয়া বলিলেন, "আজ তোমার পিতা বলিয়া আমার হৃদয় দুঃখে পাকিত হইলেও, সেনাপতি স্বরূপে তোমার জন্য গৌরব অমূল্য করিতেছি। লেপ্টেন্যান্ট কেলারিস, তোমার কর্তব্য সম্পন্ন হইয়াছে, এখন শান্তি লাভ কর।" ইহার পর পিতা পুত্রের অস্ত্রাণ্ট ক্রিয়াম অমূল্যতাই প্রদান পূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রের অভিমুখে অব্য পরিচালনা করিলেন।

জাপানে ডুবুরি রমণী।

জাপানের অসংখ্য রমণী ডুবুরির কার্য করিয়া থাকে। ১৩ বৎসর বয়স হইতে তাহারা এই কার্যে প্রবৃত্ত হয় এবং বৎসরের সমস্ত সময়ই কাজ, কুতীর সমন্বিত সমুদ্র গর্ভ হইতে গুজি উত্তোলন করিয়া সাহসের পরিচয় প্রদান করে। দুর্দান্ত অলশত্ব দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহারা প্রবল বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। অনেক প্রসিদ্ধ ডুবুরি রমণীর গাত্রে এই সকল ভীষণ জ্বর আক্রমণের চিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। জাপানের রমণীগণ এই কার্যে পুরুষের অপেক্ষাও অধিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

তুরক নারীর স্বদেশ-প্রেম।

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী কনষ্টান্টিনোপলে নারীদের এক মহাসভা হইয়াছিল। স্বদেশ রক্ষার জন্য নারীগণ কি করিতে পারেন, তাহা নির্ধারণ করাই সভার উদ্দেশ্য ছিল। নারীগণ উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। নারীগণ বেশের হৃদনে অতি সামান্য বেশে সভার উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাদের গাত্রে যে বৎসামাত্র অলঙ্কার ছিল, সকলেই তাহা স্বদেশের রক্ষার জন্য দান করিয়াছিলেন। তাহা বিক্রয় করিয়া ২০ হাজার টাকা হইয়াছে। নারীগণ

তাহাদের কথা লক্ষ্য দান করিতে সক্ষম করিয়াছেন।

নারীগণ সৈন্যদিগকে সবেধন করিয়া এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন। তাহারা সৈন্যদিগকে লিখিয়াছেন, "যদি তোমরা মনে ভয় দিয়া পলাইয়া আইস, তবে আমিও নারীদের দেহ পদতলে দলন না করিয়া কখনও আপনাদের বাটীতে প্রবেশ করিতে পারিব না। নারীগণ তাহাদের স্বদেশ, ধর্ম ইত্যাদির জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন, পুরুষগণ কি রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিবেন?"

রমণী ও আশ্রম বিশ্ববিদ্যালয়।

আশ্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের রমণী ছাত্রীরা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্রাতি ২,৯৫৮ জন ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের আলিকাতুল হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এগিরাস বিশ্ববিদ্যালয়ে ১,০৬২, তিনটি ব্যাচেরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ২৭৯, দুইটি বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৪১৭ এবং অবশিষ্ট ৩০০ রমণী আশ্রম দেশে ছড়াইয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২,৫০০ রমণী বিশুদ্ধ আশ্রম বংশ-সম্পত্তা। ২,৯৫৮ জন ছাত্রীর মধ্যে ১,৬৩৫ জন সাহিত্য এবং ইতিহাস, ৫০০ গণিত এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান, ৬০৫ জন চিকিৎসা বিজ্ঞান, ৩৯ জন আইন বিজ্ঞান, ২৮ জন দস্ত বিজ্ঞান ৭ জন ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী এবং ১১ জন ধর্ম-নীতি বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছেন।

বাজলা গবর্ণমেন্টের শিক্ষার জন্য

ব্যয়।

বাজলা গবর্ণমেন্ট বর্তমান বর্ষে নিম্ন-লিখিত অতিমাত্র ২৫ হাজার, সাহায্যকৃত ইংরেজী স্কুলের জন্য বার্ষিক ১,৫০,০০০, দরিদ্র ইউরেনীয়ানদের জন্য বার্ষিক ৪০,০০০, কল

কাঁচা বিবিভাগের জন্য বার্ষিক ৬৫০০০, কাঁচা বিবিভাগের জন্য বার্ষিক ৪৫০০, কলিকাতা ও ঢাকার বাহির হাজীবান নির্ধারিত একক ৪ লক্ষ, কলিকাতা বিবিভাগের জন্য একক ৪ লক্ষ, কলিকাতার হাজীবানির জন্য একক ১০ লক্ষ, ঢাকা বিবিভাগের জন্য একক ১০ লক্ষ, ভারতগবর্ণমেন্ট হইতে শিকার অন্য প্রাপ্ত একক ৭৫ লক্ষ, ভারত গবর্ণমেন্টের প্রাপ্ত বায়েয়ার জন্য একক ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন।

HOME INDUSTRIES.

গাইড্‌স্‌ শিপ্পাশিক্ষা।

WATER-PROOF-SOLUTION.

জল সহনশীল আরক।

ইহা কোন দ্রব্যে মাখাইয়া দিলে সহসা তাহাতে জল ধরে না, চামড়ার জিনিস, কাপড় ইহাখারা "ওয়াটার প্রুফ" করিতে পারা যায়।

প্রস্তুত প্রণালী।

(১ম প্রকার)

ইঞ্জিরা রবার, ফুটন্ত মসিনা তৈল, এই দুইটি দ্রব্য এইরূপ আরক প্রস্তুতে আবশ্যক হইবে। প্রথমে রবার গুলিতে টুকরা টুকরা করিয়া খুব ক্ষুদ্র হইলেও ক্ষতি নাই, এইরূপে কাটিয়া লইতে হইবে। তাহার পর এই রবারগুলির ১ আউন্স আন্দাল ওজন করিয়া লইয়া ১ পাইট মসিনার তৈলতে দিয়া ফুটাইয়া গলাইয়া কেলিতে হইবে। তাহার পর ইহাতে আর ১ পাইট ফুটন্ত তৈল ঢালিয়া দিয়া খুব ঘন ঘন নাড়িয়া মিশাইতে হইবে। এখন নীতল হইবে, তখন ব্যবহারোপযোগী হইবে।

জগলি একজিবিবনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্য ও পোঃ বক্সে আবেদন

(২য় প্রকার)

মোটাকের মোম ২ আউন্স
হলুদে রঙের রজন ৩ আউন্স
১ পাইট ফুটন্ত তৈলে গলাইয়া কেলিলেই নীতল হইলে ব্যবহারোপযোগী হইবে।

৩য় প্রকার।

শ্বেত মোম ১ আউন্স
স্পারমান্সেট ১ আউন্স
ডেডার চক্কী ৪ আউন্স

১ পাইট অলিভ বা সুইট অয়েলে গলাইয়া কেলিলেই প্রস্তুত হইবে।

ব্যবহার বিধি:—এই সলুইশনগুলি যে জিনিসে লাগাইয়া ওয়াটার প্রুফ করিতে হইবে, তাহাকে সামান্য উত্তপ্ত করিয়া লাগাইতে হইবে, তাহার পর বাতাসে শুক হইলে আর ইহার উপর জল লাগিবে না।

WATERPROOFING FISHING LINES.

মাছধরা সূতাকে ওয়াটার প্রুফ করিবার উপায়।

মাছধরা সূতা ক্রমাগত জলে ভিজিয়া পচিয়া যায়, কিন্তু ইহাকে ওয়াটার প্রুফ করিতে পারিলে সহজে ইহাতে জল ধরে না, স্ততরাং পচিয়া যায় না।

প্রস্তুত প্রণালী।

ফুটন্ত মসিনা তৈল ২ ভাগ
গোল্ড্‌ সাইজ ১ ভাগ

ফুটাইয়া একত্র মিশিয়া বাইলেই মাছ ধরা সূতাতে ফানেল দ্বারা লাগাইয়া বাতাসে রাখিলেই শুক হইয়া যাইবে। গোল্ড্‌ সাইজটা কি? তাহা বলিতেছি,—

লিনসিক্স বা মসিনা তৈল ১ আউন্স
গম্‌ এনিমি ৩ আউন্স

গম্‌ এনিমিকে ক্ষুদ্র চূর্ণে পরিণত করিয়া তৈলের সহিত ফুটাইয়া খুব ঘন করিতে হইবে এবং আনকাতরা অপেক্ষাও ঘন হইবে। তাহার পর মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া ইহাতে লিনসিক্স দিয়া ফুটাইয়া ঘন করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে, ইহাকে তরল করিতে হইলে টারপিন তৈল সংযোগ করিলেই তরল হইয়া ফুলিতে ভাল সরিষে। ইহার নাম "গোল্ড্‌ সাইজ" সম্ভবতঃ গম্‌ এনিমি (Gum Animi) রং ও বর্ণের দ্বারা দোকানে পাওয়া বাইতে পারে। Gold Size বিক্রয় হয়, পাওয়া বাইতে পারে।

জাপানিজ গোল্ড্‌ সাইজ।

ফুটন্ত তৈল ৩ কোয়ার্টস্
লিনসিক্স ১ পাইন্ড
গম্‌ শেল্লাক ১ পাইন্ড

একত্রে সমস্তগুলি গলাইয়া কেলিয়া অগ্নির উত্তাপ হইতে নামাইয়া ইহাতে ১ কোয়ার্ট টারপিন তৈল দিয়া ছাঁকিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিতে হয়।

Business Terms.

Teacher and pupil.

বর্তমান সময়ের ব্যবসায়ী কার্যই প্রায় ইংরাজী নিয়মে পরিচালিত, কালের লোকে ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে, কিন্তু ব্যবসায় প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য কতকগুলি ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় Terms অর্থাৎ চলিত কথা শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। বাহ্যিক ব্যবসায়ের অথবা ব্যবসায়ের

সারীর কাথো নিরোজিত আছেন, তাঁহার সম্ভবতঃ অনেক কথাই জানেন, কিন্তু বাস্তবিক প্রথম শিক্ষার্থী তাঁহারে ব্যবসার সবকীর সচরাচর চর্চিত কথা জানা আবশ্যক, নচেৎ তাঁহার কোন বিদেশী ব্যবসারীর সঙ্গে কোন কাজ কর্ত্ত করিতেই পারিবেন না। সেই জন্য ক্রমে ক্রমে শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে কখনকালে কতকগুলি বিশেষঃ প্রচলিত বিষয় শিক্ষা দিবার প্রয়াস পাইলাম। যে সময়টুকু ইহাতে নিরোজিত করিলাম, সম্ভবতঃ তাহার পাঠকগণের বিরক্তিকর হইবে না।

শিক্ষক এবং ছাত্র।

ছাত্র। তার "Acceptance" কাহাকে বলে।

শিক্ষক। কোন বিল, অথবা ড্রাকট বা চেক কাহাকেও দিলে, তাহার টাকা চুকাইরা দিতে স্বীকার করিলে Acceptance বলা হয়। অর্থাৎ কাহার নিকট প্রাপ্য টাকার বিল করিলাম, তিনি তাহার কোন প্রতিবাদ না করিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন, এইস্থলে এই স্বীকারকে Acceptance বলা হয় বুঝে।

ছাত্র। আজ্ঞা হাঁ। "Account" কাহাকে বলে?

শিক্ষক। Account অর্থাৎ হিসাব—যেনা পাওনার হিসাব নিকাশের কাগজ পত্রকে "আকাউন্ট" বলে।

ছাত্র। Current account কাহাকে বলে।

শিক্ষক। Current account বলে ক্রমিক হিসাব নিকাশের কাগজ পত্র।

ছাত্র। ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

শিক্ষক। কোন একটা হিসাবে আগা গোড়া যেনা পাওনা লাভ ও ক্ষতির হিসাব নিকাশ দেখান। ইহাকে কয়েন্ট আকাউন্ট বলে।

ছাত্র। আজ্ঞা Aquittance কাহাকে বলে?

শিক্ষক। ইহা একখাটা প্রাইই বুলি বারং কের কাহারও প্রাপ্য টাকা শোধ করিলে সেই ব্যক্তি যেনাদারকে যে লিখিত ছাড় পত্র বা রসিদ দিয়া দায়িত্ব হইতে মুক্ত করে, তাহাকে অ্যাকুইট্যান্স বলা হয়।

ছাত্র। Advance কাহাকে বলে?

শিক্ষক। অগ্রিম দান, কোন জিনিস ডেলিভারি দেওয়ার পূর্বে যে টাকাটা কারি-কর বা কোন ব্যবসায়ীকে দেওয়া হয়। তাহাকে আড্‌ভ্যান্স বা অগ্রিম দান বলা হয়।

(ক্রমশঃ)

সংপ্রসঙ্গ।

জীবনের অন্ধকারময় ভবিষ্যৎকে আলিঙ্গন করিতে বাসনা থাকিলে প্রকৃত মনুষ্য এবং সাহসের আবশ্যক হয়। সাহসী বীর ব্যতীত কেহ ভবিষ্যতের অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া সাক্ষ্য—বাহাকে বলে "সিদ্ধি" সেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

কবি লংকেনো সেই অন্য বলিয়াছেন—

Go forth to meet the shadowy future without fear, and with a manly heart."

ব্যবসার হটক, বাণিজ্য হোক, ধর্ম, হটক, কর্ত্ত্ব হটক, ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকারময় তাবিরা ভগ্নোৎসাহী হইলে সিদ্ধিলাভ হয় না, সাধনাতেই বসিতে পারে না, তা' সিদ্ধি ত হরের কথা।

Dickenson একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ

লেখক, অবশ্য বিলাসপ্রিয় ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন,—

It is too common with all of us but it is specially in the nature of a mean mind to be overawed by fine clothes and fine furnitures.

অর্থাৎ ইহা প্রায় আমাদের মধ্যে এবং বিশেষরূপে নিকট প্রযুক্তি লোকের মধ্যে সৌধীন পোষাক পরিচ্ছদ এবং সৌধীন আস-বাব পত্রে সচরাচর আশঙ্কি অধিক। অর্থাৎ বিলাসিতা প্রযুক্তি বেশী। আমাদের মধ্যেও ক্রমে এই রোগ সংক্রামিত হইতেছে ইহা সকলেই দেখিতেছেন, কিন্তু কর্ত্ত্ব ইংরাজের উদ্দেশ্যে বিলাসিতার পক্ষপাতী নহেন।

"No man should marry till he can listen to a baby crying in the next room and not feel like breaking the furniture".

"পার্শ্বের কামরার ঠিক তৈজসপত্র ভাঙার মত ছেলের কান্না সহিবার বার কক্ষতা নাই, তার বিবাহ করা উচিত নয়।"

আত্মাহাম লিনকলনঃ—ইনি আমেরিকার জনৈক জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন যে, বাগ্মীতা একটা মহা-শক্তি—বক্তৃতায় জাতিকে কর্ত্ত্ব প্রযুক্তি দেয়, মানবকে সাহসী করে—এই বাগ্মীতাই রোমের ধ্বংসের কারণ, এই বাগ্মীতাই জনগণে খ্রীষ্টধর্মকে আজও জীবিত রাখিয়াছে।

"Oratory is the great power that moves nation to do and dare, it was oratory that wrecked Rome and make Christianity live.

A. Lincoln.

অর্থ ম্যাকডোনাল্ড ক্রু কচ্ বালক
বধন তাহার পাঙ্ককি কবে করিয়া পার্শ্বতা
পথ অতিক্রম করিতেছিল, সেই সময় বলিয়া-
ছিল যে,—

to have what we desire that
is riches, but to be able to do
without it that is power—

‘মানুষ বাহা পাইবার বাসনা করে’ তখন
তাঁহা পার, এটা হ’লো ধনের কাজ, মানুষের
কোন ক্ষমতার পরিচায়ক নহে, কিন্তু ধনের
অভাবে বাহা ইচ্ছা তাহাই পাইব, এইরূপ
করিতে পারারই নাম “ক্ষমতা” প্রচুর অর্থ
থাকিলে ও সমস্তই পাওয়াই যায়, কিন্তু অর্থের
অভাবে কোন কাজ করিয়া বাসনা পূর্ণ
করাইত বাহাদুরী” বলা বাহুল্য, এই বালক
প্রকৃতই অতি দীনতার মধ্য হইতেও তাহার
এই ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়া-
ছিল।

আমেরিকানগণ বলেন :—

Have a plan and stick to it
একটা মতলব স্থির করিয়া সহিষ্ণুতার সহিত
তাঁহাতেই লাগিয়া থাক দেখি, সিদ্ধ মনস্কাম
কইবে, ইহা অসত্য ; কিন্তু অনেকে ধৈর্য
রক্ষা করিতে পারে না—চকল অসহিষ্ণু, ফল
ধরিবার আগে হতাশ হইয়া বুক কাটিয়া ফেলে
শেষে যোগজট ভগবীর জার ধ্বংসস্থে পতিত
হয়। অকস্মৎ মতলব পরিবর্তন করাও সাং-
যাতিক ; কিছুতেই কোন কাজেই সে সফলতা
লাভ করিতে পারে না।

রেলওয়ের জন্ত গবর্ণমেন্ট অনেক টাকা
ব্যয় করিনেছেন। পূর্ব বাহুল্য কি তাহার
অংশ পাইতে পারে না? ভৈরব—নেত্রকণা
—ময়মনসিংহ রেলওয়ে, ময়মনসিংহ হইতে

টাঙ্গাইলের মধ্য দিয়া গোয়ালন্দে অপর
পার পর্যন্ত রেলওয়ে ঢাকা হইতে গোয়ালন্দ
পর্যন্ত রেলওয়ে, সারাদাট হইতে পাবনা ও
দিরাঙ্গগঞ্জ পর্যন্ত রেলওয়ে, নাটোর হইতে
রামপুর বোরালিয়া পর্যন্ত, কাঁধি রোড

হইতে কাঁধির সমুদ্র তীর পর্যন্ত, মেওদর
হইতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত, হাজারিবাগ পর্যন্ত
রেলওয়ে নিৰ্মাণ করিতে আর বিলম্ব করা
উচিত নয়।

only For the Readers of “Businessman.”

STOP Bawling out & getting angry.
SAVE Brains and Temper.
TIME Saved money saved.



This Electric Call Bell Set

Will call your people from any
distance within your compound
by your simply pressing the Button
on your side, 40 feet, double wire,
is provided in the set. The Set is
sent ready connected & with full
clear instructions. Even a boy can
fit it up with ease.

Guaranteed perfect and Satisfactory

The complete set
Rs. 6 only POST FREE.

ELECTRIC CO.,

GIVEN AWAY !

GIVEN AWAY !!

ABSOLUTELY FREE !

This Electric pocket lamp



Storm & Water Proof,
requiring no matches
or oil, and absolutely
dangerless is given
away absolutely free
to every purchaser of
our above mentioned
ELECTRIC CALL
BELL SET. Offer go
only for a short time.
Just press a button

and get a dazzling flood of
light in front of you. Superior

No. 7 Rs 2/8 Post Free.

write at once.

The Lamp alone
Rs. 1/8 only POST FREE.

wanted Agents everywhere.

The articles could be seen
working in the “Businessman”
office and orders placed with them
for the same.

Dept. B. Camp KARACHI.

Day's Tea has the highest awards in the Nagpur Exhibition—P. O. Box, No 335 Calcutta.



বাষ্পীয় শকট আবিষ্কারক জর্জ টীফেনসন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খনির আলোক প্রস্তুত হইলে জর্জ ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং হুই জন সঙ্গী সমস্তব্যবহারে খনির ভিত্তর উপস্থিত হইলেন এবং তদীয় পুত্র রবার্ট উপস্থিত হইলে খনির যে স্থানে অধিক পরিমাণে দূষিত বায়ু একত্রিত হয়, তথায় ঐ আলোকটী স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। যখন জর্জ আলোক হস্তে অসীম সাহসিকতার সহিত ঐ বায়ুর প্রতিকূলে অগ্রসর হইলেন, তখন তাঁহার অসুচরবর্ণ ও সঙ্গীগণ আসন্ন বিপদ মনে করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু জর্জ নির্ভীক স্থানে আগোকটী সন্নিবেশিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন যে, বায়ু মণ্ডলী স্তপাকৃতি ভাবে আলোকের মধ্যে একত্রীভূত হইতেছে এবং বাষ্পের আধিক্যে আগোকটী কণিক উজ্জ্বল ও কণিক নিশ্চয় হইতেছে। তিনি বিবেচনা করিলেন, যদি এই-

বায়ু আলোকটী তথ্য হইয়া সকলের জীবন নাশ করিবে, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ পুঞ্জীভূত বাষ্পসমূহ অগ্নোৎসর্গ উপরদেশ দিয়া বহির্গত হইয়া যাঁতে লাগিল, জর্জ বলিয়া উঠিলেন, এত বাব ঠিক হইয়াছে। তখন তাঁহার সঙ্গীগণ অগ্রসর হইয়া দেখিল যে, প্রকৃতই ঐ আলোক বায়ুর প্রতিকূলতাচরণ করিয়া আর বাষ্পের উদ্ভাবন বা ধূমউল্লীর্ণ করিতেছে না। তখন সকলে জর্জের বুদ্ধিমত্তা ও অদ্ভুত বিচক্ষণতা দর্শন করিয়া চমকিত হইলেন এবং ধন্তবাদ দিতে লাগিলেন। কিন্তু হৃদাঙ্গব্যবহৃতঃ জর্জ গবর্ণমেন্ট হইতে পুরস্কার লাভ করিতে পারিলেন না। কারণ সেই সময়ে Royal Societyর সভাপতি বিখ্যাত বিজ্ঞান-বিদ Sir. H. Davy ঐ রূপ একটি Safety lamp নির্মাণ করিয়া গবর্ণমেন্টে হইতে ২০০০ পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করিলেন। জর্জের বন্ধুবর্গ এবং খনির কর্মচারীগণ একটি বহু

মূল্য বটীকাবস্ত্র কৃতজ্ঞতার চিত্র বরণ কর্তৃক দান করিলেন। এইরূপে খনির আলোক আবিষ্কারে অসংখ্য অসংখ্য প্রাণীর পাণ রক্ষা হইল।

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, নিউক্যাসাল একটি বিখ্যাত কয়লার আকর ভূমি, কতকগুলি তাহাজ টাইন নদী দিয়া উক্ত প্রদেশে হইতে কয়লা বহন করতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করিত। প্রথমে যথু্য কিছা পর্দত দ্বারা খনি হইতে কয়লা জাহাজে বোঝাই করা হইত, তৎপরে অশ্ববানের ব্যবহার হইয়া ছিল। কিয়ৎদিন পরে Walt নামক বাষ্পীয় যান কারকের ছাত্র উইলিয়ম নামক জনৈক ব্যক্তি প্রথমে একটি শকটনির্মাণ করেন, কিন্তু পথের অপ্রশস্ততা ও অসমতা প্রযুক্ত তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে তথ্যমনোরণ হইয়াছিলেন। জর্জ এই বিষয়ে বিস্তার চিন্তা করিয়া এবং যজাদি ক্রয় করিয়া তাঁহার খনি হইতেই একটি বাষ্পীয় শকট আবিষ্কার করিতে কৃত সৎকল্প হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রম ও চিন্তাশীল তারপর "My Lord" নামক প্রথম বাষ্পীয় শকট আবিষ্কার করিলেন এই বাষ্পীয় শকট ৩০ খানি মাল গাড়ীর উপযুক্ত মাল বোঝাই নইয়া ৮টা মাল গাড়ীসহ বটীর ৪ মাইল করিয়া চলিতে লাগিল। কিয়ৎ দিন পরে জর্জ উত্তম উত্তম যজাদি সংগ্রহ করতঃ বাষ্পীয় শকট আবিষ্কার করিলেন এবং উত্তম রেলপথ নির্মাণ করিবার নিমিত্ত বহু পরিকর হইলেন। প্রথমে রেলপথ ঢালালোঁহে নির্মিত হইতে লাগিল বটে, ইহাতে বাষ্পীয় শকটের প্রভূত অনিষ্ট সাধন হইলে লাগিল দেখিয়া জর্জ পিটা লোহের রেলপথ নির্মাণ করিবার নিমিত্ত পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং ঐ পিটা লোঁহ বাহাতে সমতল ও মন্থন হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহু পরিশ্রমে এইরূপে জর্জ লঘু সমতল, রেলপথ প্রস্তুত করিলেন। এই সময়ে জর্জ তাঁহার সহচরগণকে বলিয়া ছিলেন, "Now my friends, I will tell

you that I think you will live to see the day, though I may not live so long, when Railways will come to supersede all other methods of conveyance in this country, when Railways will become the great highway. The time is coming, when it will be cheaper for a working man to travel on a Railway than to walk on foot. I know there are great difficulties, but what I have said will surely come to pass." ভবিষ্যতে অর্জের এই বাক্য অকস্মেৎ অকস্মেৎ প্রতিফলিত হইয়াছে এই বাষ্পীয় যান আবিষ্কারের পর হইতে জনসাধারণের কি প্রভূত উপকার সাধিত হইতেছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। টংলওথ উত্তরে ডাবলিংটন নামক প্রদেশে একজন ধনী এবং পণ্যপকারী ব্যক্তি বাস করিতেন, তিনি কতকগুলি কমলার খনির অধ্যক্ষ এবং প্রভূত সম্ভতিসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি ডাবলিংটন হইতে ইক্টন নামক স্থান পর্য্যন্ত প্রায় ১২ মাইলের মধ্যে বাহাতে ঐ স্থানের বন্দর হইতে মাগ পত্রাদি নির্দিষ্টে সরবরাহ করিতে পারা যায়, তৎকালে একটা ট্রামওয়ে স্থাপন করিবার মনস্থ করেন, কিন্তু ইহাতে ব্যবসায়ীগণ তাঁহাদের বিশেষ ক্ষতি বোধে সম্মত না হওয়ায় এবং ভূমির অধিকারীগণেরও অসম্মতিতে তিনি মনোগত অভিপ্রায় কার্যে পরিণত করিতে অসমর্থ হইলেন। কিয়দিন পরে যখন কর্তৃপক্ষ ঐ ট্রামওয়ে নির্মাণের অনুমতি প্রদান করিলেন, তখন জর্জ উড নামক জনৈক সহকারীকে সঙ্গে লইয়া বোটক ব্যতিত বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে মাগ-গাড়ী চালিত করিবার নিমিত্ত সেই ধনীলোকদিগের নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা অর্জের বিশেষ পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বাৎসরিক ৩০০ পাউণ্ড বেতনে ভরি ভরীপ করিবার

তার অর্পণ করিলেন। অর্জ আত্মহের সহিত এই চক্র প্রমাণা কার্যে নিযুক্ত হইলেন। এবং তাঁহার পুত্র রবার্টকে সহকারীরূপে সঙ্গে লইয়া দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রমের সহিত কাণ্ড করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহু অনাহারের এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে তারিখে, জর্জ মগা উৎসবের সহিত বাষ্পীয় ট্রাম চালিত করিলেন। এই বাষ্পীয় ট্রাম প্রথম চালিত হইবার দিন অসংখ্য অসংখ্য দর্শক মণ্ডলীর সমাবেশ হইয়াছিল। নানাদেশ হইতে দলে দলে লোক আসিয়াছিল। প্রথম বাষ্পীয় যান তৎপরে ৬টা মাগে পরিপূর্ণ মাগগাড়ী তৎপরে অংশীদারগণের বসিবার গাড়ী তৎপরে ২১খানি আরোহী পরিপূর্ণ গাড়ী সর্বশেষে কমলার পরিপূর্ণ ৬খানি গাড়ী এইরূপে সর্বশেষে ৩৪ খানি লইয়া বাষ্পীয় যান প্রথম চালিত হয়। এই সময়ে বাষ্পীয় যান নির্মাণ করিবার নিমিত্ত জর্জ একটা Factory কারখানা করিবার মনস্থ করিলেন। তিনি সেক্টলাম্প নির্মাণ করিয়া ১০০০ পাউণ্ড প্রদান লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে ১০০০ পাউণ্ড গ্রহণ করিয়া Newcastle একটা ৫৫২ Engine factory নির্মাণ করিলেন এবং নতুন নতুন Engine প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। একসময় পরে 'experiment' নামক বাষ্পীয় যানের সাহায্য নিয়মিত রূপে passenger carriage চালিত হইতে লাগিল এবং টিকেনসন জমিতে অভূত engineer বলিয়া বিখ্যাত এবং যশস্বী হইলেন।

মানচেষ্টার এবং লিভারপুল শহরের খুব নিকটে এবং দেশ হইতে ইংলণ্ডের এর মধ্যে গুব বৃহৎ দেশ বলিয়া বিখ্যাত। Manchester তুল্য ব্যবসায় বিখ্যাত স্থান। ইহার পৃথিবীতে প্রায় সকল স্থানেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইস্থান ও Liverpool তুল্য আমদানী করিবার স্থান হইতে তুলা প্রায় সকল দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। Manchester স্থল-

পথে Liverpool হইতে ৩৬শ মাইল এবং জলপথে প্রায় ৫০শ মাইল। কিন্তু তৎকালে স্থল পথে গমন-গমন করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য এবং ব্যয় সাপেক্ষ বিবেচনা করার অধিকাংশ মাল পত্রাদি জলপথেই আমদানী ও রপ্তানি হইত। Canal এর অধ্যক্ষগণও দ্বিগুণ, ত্রিগুণ কখন বা চতুগুণ মূল্য লইয়া নৌকা বা জাহাজ বোপে মাল সরবরাহ করিত।

এইরূপে Liverpool হইতে Manchester এ মাগ কিম্বা তুলা প্রেরিত হইলে প্রায় পৌছিতে ২১ দিন লাগিত। তুলা ব্যবসায়ীগণ নানা উপায় নির্ধারণ করিতে লাগিল এবং বহু গবেষণার পর কতকগুলি ভদ্র মহোদয়ের সাহায্যে, কত অমিদার, কৃষক, প্রভা ও জনপল্লিবাসি প্রভৃতির সহিত বহু জিবান বিসম্বাদের পর William James নামক জনৈক ভদ্রলোক অর্জের সহিত পরামর্শ করিয়া বাষ্পীয় যান চালিত করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু বহু শত্রুশত্রুর বিরুদ্ধে ইহার পদে পদে ভগ্ন মনোরথ হইতে লাগিলেন। কিন্তু টিকেনসন ইহাতেও নিরুৎসাহ না হইয়া বরং অধিক উত্তমের সহিত কার্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে Joseph Sandar নামক জনৈক Liverpool বাসী ৩০০০০ পাউণ্ড টাকা সংগ্রহ করিয়া টিকেনসনের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার উত্তম কর্মদক্ষতা, ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ঐ অভিলষিত রেলপথের Engineer পদে মনোনীত করিলেন। এইরূপে লীভ্রই রেলপথ প্রস্তুত হইয়া গেল। কিন্তু পাল মের্ট এই রেল পরিচালন বিষয়ে অদক্ষতা প্রকাশ করিলেন, অধিকন্তু তাঁহাকে উন্নয়ন বিবেচনা করিয়া উন্নয়নপ্রমো পাঠাইবার উত্তোষ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অর্জ ইহাতেও ভগ্ন মনোরম হইলেন না। কিয়দিন অনেক তর্ক-বিতর্কের পর পাল মের্ট ৫০ তে দরখাস্ত মঞ্জুর হইল, এট দরখাস্ত মঞ্জুর করিতেই প্রায় ২৭০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল।

একদে ডাইরেক্টর দিগের প্রথম meeting এ একজন Engineer নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব চলিতে লাগিল এবং বহু প্রস্তাবের পর টীকেন সনকে বাৎসরিক ১০০০ পাউণ্ড মাহিনায় Engineer পদে মনোনীত করিলেন। Liverpool ও Manchester এর মধ্যবর্তী পথে chatmoss নামে একটা বৃহৎ জলাভূমি ছিল। এই জলাভূমির উপর দিয়া Railway লইয়া বাইতে জর্জকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। এই জলাভূমিটি উপরে তুলে আচ্ছাদিত থাকিত। কত শত শত লোক এবং গো-মহিষাদি এই জলাভূমিতে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। একবার James নামক জনৈক ব্যক্তি এই জলাভূমির এক অংশ জরীপ করিতে গিয়া পিচ্ছিল মৃত্তিকা সন্ধ্যা নিহিত হইয়া উত্থান শক্তি বিরহিত হইয়াছিল, এবং তাহার পাদদেশে এবং কাঁটপ্রদেশে রজ্জু সংলগ্ন করিয়া মৃত্তিকা মধ্য হইতে উত্তোলন করিতে হইয়াছিল। এই জলাভূমির সর্বত্র নানারূপ অমূল্য জনশ্রুতিও শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপে বহু অব্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে জর্জ chatmoss এর উপর দিয়া রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া এবং অসংখ্য নানা প্রভৃতির উপর সেতু নির্মাণ করাইয়া নবীন উদ্যমে বাষ্পীয় যান চালিত করিতে লাগিলেন। এতদ্বারা এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিয়া গভীর রাত্রে গৃহে প্রত্যাপ্রমত্ত করতঃ তাঁহাকে হিসাব পত্রাদি পরীক্ষা করিতে হইত। এতদ্বারা তাঁহাকে কতকগুলি Engineering শিক্ষার্থী ছাত্রকে ক্রীতিমত্ত এ বিষয়ে শিক্ষাও দিতে হইত।

এই সকল ছাত্রগণ পরিশেষে এক এক জন Engineer বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন টিকেনসন একটা Locomotive engine আবিষ্কার করিয়া পাঁচ শত পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করিলেন, এবং এইখানেই তাঁহার ভাগ্য লম্বী হুগসন হইলেন। তাঁহার বাষ্পীয় যান জগতে সর্বত্র পরিচালিত

হইয়া কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, নিধন সকলেরই প্রভূত উপকার সাধন করিল।

জর্জ টিকেনসন এই সময়ে একজন বিখ্যাত ধনী এবং ভাগ্যানান পুরুষ বলিয়া পরিচিত হইলেন এবং তিনি Chesterfield নামক প্রদেশের নিকট Tipton hall নামক একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা ত্রয় করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ করল। এবং চূর্ণের ব্যবসায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি গৃহে সামান্ত লোকের দ্বারা ব্যবস্থান করিতেন এবং বুদ্ধাবস্থায় তিনি পুনরায় বাল্যকালের দ্বারা কুরু, বিড়াল প্রভৃতি লইয়া আনন্দে দিন যাপন করিতেন। বুদ্ধাবস্থায় তিনি কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেন এবং তাঁহার গৃহের প্রাঙ্গণ ক্ষেত্রে বাধাকপি শাক-সবজি ইত্যাদি উৎপন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাঙ্গণস্থ দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দ্রাক্ষফল London agricultur exhibition এ প্রথম পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধবয়স পর্যন্ত তাঁহার শরীরে অসীম বল ছিল। ১৮৮ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তারিখে ৬৭ বৎসর বয়সে ১০ দিনের অরে টিকেনসন ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কি Liverpool, কি London সকল স্থানেই তাঁহার প্রস্তুত মূর্তি স্থাপিত করিয়া জনগণ স্তুতি রক্ষা করিয়াছে।

জর্জ টিকেনসনের জীবনী হইতে আমরা কি কি শিক্ষা লাভ করিতে পারি?

১। শারীরিক শ্রমশীলতার আবশ্যিকতা, বড় হইতে হইলে যে কত কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়, জর্জ টিকেনসনের কঠোর শ্রমশীলতাই তাহার উৎকৃষ্ট আদর্শ। Harthert spencer বলিয়াছিলেন যে, "to be a good animal" is an important element of success in life,, জীবনে সাধনার সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে ভাল জীব অর্থাৎ স্বাস্থ্যবান শরীরের বিশেষ আবশ্যক। আমাদের দেশের ছেলেরা পঠদশার প্রমত্ততর; উপার্জন সময়ে বাবু, ফলে অল্প দিনেই নষ্টস্বাস্থ্য হইয়া জীবনীলা

সংবরণ করিয়া বসেন, কাজ করিবেন কখন? হৃদয় দেহ ব্যতিত সাধনার সিদ্ধিলাভ বাস্তবিকই অসম্ভব। জর্জ টিকেনসন কঠোর পরিশ্রমের উৎকৃষ্ট বোধধারণ না করিতে পারিলে কখনও সমগ্র জগতের এত উপকার করিতে পারিতেন না।

জর্জ টিকেনসন—এত কঠোর পরিশ্রমেও তথাপি প্রকৃতির কার্য কলাপের প্রতি অমনোযোগী ছিলেন না। সামান্ত পুষ্পালাত পত পক্ষীতেও তিনি ভগবানের অপূর্ণ মহিমা দেখিতে পাইতেন। সকলকেই প্রেমের চক্ষে দেখিতেন। তাহার মহত্ব—অবস্থার উন্নতি হইলেও তিনি শৈশবের বন্ধু গণকে সমানু সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। কদাচ অনাস্থ্য করেন নাই। যখন অতি দুঃখেও সময় বড়ী মেয়ামত করিয়া জীবন কাটাইতেন, সে সময়ও তিনি দরিদ্রের কার্য করিয়া কখনও মজুরী গ্রহণ করেন নাই। প্রতিবর্ষীগণের প্রতি তিনি চিরদিনই সদ্যবহার করিতেন। জর্জ কখন কর্তব্য কার্যে অবহেলা করিতে জানিতেন না। এই মহৎগুণের জন্য তাঁহার কৃত সমস্ত কার্যই তাঁহার জীবনের ইতিহাসে বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া লোক শিক্ষা প্রদান করিতেছে।

টিকেনসনের দৈর্ঘ্য অধিষ্ঠার, তিনি তাঁহার জীবনে কখন পরপ্রত্যঙ্গী কল নাই—নিজে কঠোর পরিশ্রম করিয়া নিজের অভাব মোচন করিয়াছেন কিন্তু তথাপি কাহারও গণগ্রহ হইতে চাহেন নাই। কঠোর চেষ্টার নিকট দারিদ্র্যতা নতশির হইয়াছিল! আশ্চর্যমণ্ডিত স্পৃহাও তাঁহার অধিষ্ঠার, যে সময় তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, সে সময় এখনকার তুলনায় অতি সামান্ত সংখ্যক বিদ্যালয় ছিল, দীনবালক টিকেনসন কঠোর পরিশ্রমে স্বীয় চেষ্টার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের সম্বন্ধে কোন ইংরাজলেখক বলিয়াছেন, ভারতের ছেলেরা শ্রম কাতর, মিচেন্ট, সেই জন্ত সময়ভাবের ওজর করে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, ইহাদের প্রকৃতই

ইচ্ছার অভাব, সেই জন্য বলস, অকর্মণ্য,
The excuse generally made is
want of time but the real cause
is want of inclination.

অর্জু টিকেনসনের অপেক্ষা এদেশের অনেক
ছেলের অবস্থা ভাল নহে কি? কিন্তু অর্জু
দারিদ্রতার সহিত যুদ্ধ করিয়া যে অমরকীর্তি
রাখিয়া বাইতে পারিয়াছেন, ভারতের কোন
লোক তাহা পারিয়াছেন কি? ঘরে বসিয়া
স্বীয় অধ্যবসায় ও প্রতিভা বলে তিনি ইঞ্জিন
ও রেলওয়ের সৃষ্টি করিলেন আর এদেশের
বহু প্রতিপালিত বহু বালক বড়
বড় ইঞ্জিনিয়ার হইয়াও কোন কিছু আবিষ্কার
করিতে পারিয়াছেন কি? ঐ একই কথা
“সমস্যাভাব, কিন্তু সমস্যাভাব যে উন্নতির
অস্তরায় নহে—অর্জু টিকেনসনের জীবনই
তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। উন্নতি করিবার দৃঢ়
সুখের প্রতি লক্ষ্য থাকিলে সমস্যার অভাব
হয় না, ইহা সুনিশ্চিত। আমাদের দেশের
ছেলেরা কবে ইহা শিক্ষা করিবে? *

(সমাপ্ত।)

শ্রীসত্যোব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভবিষ্যৎ বাণীর ক্ষমতা।

আমেরিকার Rancola নামক
স্থানের পথ প্রান্তে একজন হোটেল
ওয়ারার দোকানে এক দিন প্রাতঃকালে
একজন ভ্রমণকারী Gipsy আসিয়া হোটেল
ওয়ারার সম্মুখস্থ দোকানকে দেখিয়া অকস্মাৎ
বলিল, এই বালক কালে রাজত্ব বর্গের
দ্বারা সমৃদ্ধ হইবে এবং ইহার মৃত্যুরক্ষ
সমস্ত জাতিই লোক প্রকাশ করিবে,

বেঙ্গিয়ার এই ভবিষ্যৎ বাণী শুনিয়া
হোটেল ওয়ারা তাহাকে একপাত্র সুরা পান
করিতে দিলেন। বাগকের নাম “জিনপিসে

* পরবর্তী সংখ্যায় বহাঙ্গী গাভ্রোনের জীবনী
পাঠকগণকে উপহার দিবার বাসনা রহিল।

ভাঙি” কালে দ্বিতীয় সংস্করণবিশারদ
হইয়া রাজত্ববর্গের নিকট সমাদৃত হইয়া
ছিলেন এবং মৃত্যুর পর সমস্ত জাতিই শোক
করিয়া ছিল।

এই ঘটনার দশবর্ষ পরে একজন বলিষ্ঠ যুবক
নিজে দাঁড় টানিয়া নির্ভরশীল নামক আমে-
রিকার এক নগরে অবতীর্ণ হইলেন, ইনি শ্রম-
জীবী বালক। কৃষি ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে
করিতে তাহার জনৈক সহচর বলিলেন, এই
সহরে জনৈক মহিলা অদৃষ্ট গণনা করিতে
পারেন, চল উভয়ে যাইয়া তাহার নিকট অদৃষ্ট
গণনা করিয়া আসি। উভয়ে এই যুবকার
নিকট উপস্থিত হইলেন। যুবককে দেখিয়া যুগ্ম
বলিলেন, যুবক তুমি এখন হীন অবস্থায়
রহিয়াছ, কিন্তু তোমার এ অবস্থা থাকিবে না।
তুমি অতি উচ্চ পদে আরুঢ় হইবে, কিন্তু
রক্তপাত—না—আর—তোমার কিছু বলিবে
না, সহচর উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, আশা
চল চল, আমাদের নায় শ্রম-জীবির আগার
অদৃষ্ট করিবে।

কিন্তু এই ঘটনার ৩০ বৎসর পরে
Abraham Lincoln আমেরিকার প্রেসিডেন্ট
হইয়া ছিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের
পদও সম্রাটের সমতুল্য পদ। কিন্তু গণনা
কারিণীর শেষ কথাও ফলিয়াছিল, ৫০ বৎসর
পরে যুধ নামক একজন অভিনেতা দ্বারা ইনি
নিহত হইয়াছিলেন সেই সকল ঐতিহাসিক
সত্য ঘটনা, অগতে অবিস্মৃত নহে।

প্রকৃতির আরোগ্যকারী ক্ষমতা।

জীব বোগে তর্জ্জ্বিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত
হয়, অষ্টার তাহা অভিপ্রেত নহে—জীব দেহে
সামান্য কখন যদি কোন উপসর্গ উপস্থিত হইয়া
রোগ উৎপত্তি হয়, তাহার প্রতিকারেরও
যথেষ্ট উপকরণ জীব দেহে এবং প্রকৃতি অর্থাৎ
স্বভাবই তিনি তাহা দিয়াছেন—যদি আমরা
প্রকৃতি এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া
থাকিতে পারি, তাহা হইলে আমরা স্বাধী

আরোগ্য লাভও করিতে পারি। কিন্তু তাহা
না করিয়া সামান্য রোগে ঔষধের ব্যবস্থা
করিয়া সামান্য উপসর্গকেও কঠিন করিয়া তুলি
অহরহ ঔষধ সেবনে আমরা মৃত্যুর দিকেই অগ্র-
সর হই। সম্রাট নেপোলিয়ন সেইজন্য তাহার
চিকিৎসক দিগকে বলিয়াছিলেন—“Doctor,
no physicking, we are a machine
made to live. We are organized
for that purpose and such is our
nature, do not counteract the living
principles. Let it alone, leave it to
liberty of defending itself—it will
do better work than your drugs.”

অর্থাৎ ঔষধের আবশ্যক নাই
আমরা স্বাভাবিক স্বরূপেই সৃষ্ট। সে
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্পূর্ণ সুস্থ শরীর এবং
আমাদের প্রকৃতি ও তদনুসরণ। জীবিত
থাকিবার সে সকল মূলসূত্রে বাধা দিওনা, সেই
সকল জীবন ধারণের মূলতত্ত্বগুলিকে দেহ
রক্ষার জন্য ব্যক্তিভেদে দাও, তাহা হইলেই সে
গুলি জন্মের ঔষধ অপেক্ষা ভাল কাজ
করিবে,।

বাহ্যের প্রকৃত তথ্য না জানিয়া আমরা কৃতক
গুলি কাল্পনিক উপায়ের দিকে অগ্রসর হইয়া
মিথ্যা কাল্পনিক স্বাস্থ্যতত্ত্বের আশ্রয় লইয়া
জীবন হারাই। স্বভাবের আরোগ্যকারী
ক্ষমতাকে আমরা কার্য্য করিবার অবসর দিই
না, এইজন্য অনেক সময় মৃত্যুকে অকালেও
খালিসন করিতে বাধ্য হই।

অনেক পণ্ডিত, পক্ষী, পরিহৃৎকে কেহ ঔষধ
দেয় না, তাহারা অনায়াসে জীবিত থাকে।
মানব তাহার অতি প্রিয়জীব, স্বভাবের উপর
নির্ভর করিয়া সে কি বাচিতে পারে না? কিন্তু
আমরা নিজ বুদ্ধির দোষে রোগকে জটিল
করিয়া তুলি, উপসর্গের কারণ দূরীভূত করি
না, চাপা দিয়া যাই মাত্র।

কবি লংকেলো বলিয়াছেন :—

“Joy temperance and repose,
stamp the door on doctors nose,”

‘অর্থাৎ সর্জন্য সদাশয় সংযমী হও, স্বা-
যোগ্য বিশ্রাম লও এবং ডাক্তারের নাকের
উপর দরজা বন্ধ করিয়া নীরোগ হইয়া
বসিয়া থাক’।

অসুস্থতা বশতঃ এপ্রিলের “কাজের লোক”
এংশে বাহির হইতে পারে নাই। ক্রটি ক্ষমা
করিবেন। কাঃ সঃ।



অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৥০ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক
সচিত্র সাহস্র্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

৭ম বর্ষ।
৫ম সংখ্যা।

New Series,
May, 1918.



নূতন সংস্করণ।
মে, ১৯১৩।

Vol. VII.
No. 5.

INDIAN LABOUR IS NOT CHEAP.

ভারতের শ্রম সুলভ নহে।

পাশ্চাত্য জাতি এবং পাশ্চাত্য শিক্ষিত-গণ গ্রাহ্যই বলিয়া থাকেন, ভারতে মজুরীর মূল্য সুলভ। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ভারতের শ্রম অন্য দেশের তুলনায় বাস্তবিকই এখন আর সুলভ নহে, বরং আগতের সমস্ত দেশ অপেক্ষা মহার্ঘ্য। সমস্ত দিনের মজুরী অল্প দেশের তুলনায় উপরে উপরে দেখিতে সুলভ বোধ হইতে পারে, কিন্তু ভারতীয় শ্রমজীবির কর্তব্য জ্ঞান এবং অপরূপ অল্প একদিনের কার্য্য চারি দিনের শেষ হয় না, অথচ ভাল হয় না। ধরুন, কেবল চীনে মিস্ত্রি কিম্বা গোরা মিস্ত্রিকে কার্য্যে নিযুক্ত করিলে সে দৈনিক ২২ টাকা মজুরী লইয়া থাকে বটে, কিন্তু কাজ এত সুন্দর এবং সে দৈনিক কাজ এত তৎপরতার সহিত সম্পন্ন করিয়া দেয় যে, আমার দেশীয় শ্রমজীবী তাহা ৮

দিনেও সম্পন্ন করিয়া দিলেও মনঃপুত ত হয়ই না, বরং এমন ফাঁকী দিয়া যায় যে, দুদিন পরে তাহা কার্য্য বিশেষে বাতিলও করিয়া ফেলিতে হয়। সুতরাং চীনে মিস্ত্রির দৈনিক ২২ মজুরীর সহিত দেশীয় শ্রম জীবির দৈনিক ১০ হিসাবে ৮দিন মজুরীর তুলনা করিলেই উপলব্ধি হইয়া যাইবে যে, দেশীয় শ্রমজীবির- মজুরী কত মহার্ঘ্য। দেশীয় মজুরগণ ফাঁকী দিতে চায়, ইহাদের নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ইহাদের উপর নজর না রাখিলে ইহারা বসিয়া গান জুড়িয়া দেয়, তামাক খায়—কাজ করে না। এই দোষে ইহাদের দীনতা হয় হয় না, লোকেও ইহাদের উপর নির্ভর করিতে চায় না।

সেকালের শ্রমজীবির ধর্ম্মজ্ঞান ছিল, তাহার শ্রমশীল, সত্যপ্রিয় ছিল—যাচা করিত, তাহা এত নির্দোষরূপে করিত যে, এখনও পাশ্চাত্য জাতি এক একটা দেব মন্দির প্রভৃতির কার্য্য কোশল দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া যায়। এখন এ কালের শ্রমজীবী কর্তব্য ও দায়িত্ব জ্ঞানহীন,

প্রভাবক, অলস, সেই জন্য সকল কার্য্যেই অকর্ম্মণ্য হইয়া বাইতেছে ও দীনতার করাল গ্রাসে আত্ম সমর্পণ করিতেছে, আর তাহারই ফলে এ দেশের দেশীয় শিল্প উন্নতি লাভ করিতেছে না, করিতে পারেনও না। সুতরাং ভারতের শ্রম ভারতবাসীর দোষেই সুলভ নহে, বরং মহার্ঘ্য। অনেকে মনে করেন এবং বলেনও বটে যে, ইহার নিরক্ষর মূর্খ, ইহাদিগকে শিক্ষিত করিতে পারিলে ইহারা নষ্টকর্তব্যজ্ঞানশিলা করিয়া আবার কর্ম্মী হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত লোকেরই বা এরূপে যে কতদূর কর্তব্যজ্ঞান বা ধর্ম্মনিষ্ঠা বাড়িয়াছে, তাহাও ত বুঝা যাইতেছে না।

আসল কথা তাহা নহে। সেকালে ধর্ম্ম ও পাপ পুণ্যে যে একটা প্রভা এবং আস্থা ছিল, সেইটা ক্রমেই এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া বাইতেছে—লোকে যথেষ্ট হইয়া বাইতেছে, সমাজ শাসনের বাগ মানিতে চাহিতেছে না, রাজদণ্ডেও শিকা লাভ করিতেছে না। পূর্বেও অশিক্ষিত নিরক্ষর শ্রমজীবী ছিল, কিন্তু ধর্ম্ম জ্ঞান ছিল, তাহার ধর্ম্মে অল্প বিশ্বাস রাখিত। এখন আমরা নিজে

Day's Tea has the highest awards in the Nagpur Exhibition—P. O. Box, No 335 Calcutta.

বুদ্ধির দৃষ্টি করিয়া শাস্ত্র ও ধর্ম পুস্তকের নিবেদন
সঙ্গেও অভ্যাসের দ্বারা করিয়া লইতে শিখি-
তেছি, সুতরাং পাপ পুণ্যে আত্মা কনিতেছে,
এবং কর্তব্য জ্ঞান ও সেই পরিমাণে কমিয়া
বাইতেছে। সেই ভুলই জাল জুরাচুতী,
প্রভাষণ, মনহত্যা। যমজই এত বুদ্ধি
হইতেছে।

প্রতি ক্ষেত্রেই দেখিতে পাইবেন, শিক্ষিত
হইয়া আমাদের নীতি জ্ঞানের কিছুমাত্র
উৎকর্ষতা সাধিত হয় নাই। আমাদের পাটো-
য়ারী বুদ্ধিই বাড়িতেছে মাত্র। ইহার কারণ
আমি কিছুই নহে, কেবল ধর্মাদর্শ জ্ঞানের
অভাব মাত্র। অজ্ঞানের যে একটা পার-
লৌকিক দণ্ডের ভয়, সেটা এদেশের লোকের
এখন নাই। দেশকে উন্নত করিতে হইলে ধর্ম
ভাব, ধর্ম ভয় একান্ত আবশ্যিক, সে যে
কোন ধর্মই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায়
না, ধর্মভরটা সকল ধর্মের মধ্যেই আছে।
লোকে সেই ধর্ম ভয়ের জন্ত ভ্রান্তপথ
অবলম্বন করিয়া চলে, কর্তব্যাকর্তব্য বিচার
করে, সমাজ স্থাপনে চলিয়া যায়। কোন
আব হাওয়ার যে এ দেশের সেই
পুরুষাত্মক ধর্মভর অভাবিত হইয়া পাশ-
বিকতা বুদ্ধি পাইতেছে বলিতে পারি না,
কিন্তু ইহার প্রতিবিধান না হইলে দেশের
শ্রমজীবির অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে,
দেশের শ্রমসাধ্য শিল্পের আরও অবনতি
হইয়া আরও দৈনন্দিন উপস্থিত হইবে।
এই সকল গুলি চিন্তা করিয়া দেখিলেই
ভারতের শ্রম মহার্ঘ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।
অবশ্য অশিক্ষিত দেশবাসীর শিক্ষার বিষয়ে
আমরা কিছু বলিতেছি না, বরং আমরা
শিক্ষার সাজুকুলে এবং পক্ষে, কিন্তু এ
দেশের শিক্ষার নৈতিক উন্নতি হইতেছে
কৈ? কর্তব্য জ্ঞান বাড়িতেছে কৈ? দেশের
প্রতি প্রকৃত ভক্তি কৈ? দেশের কথা
ভাবিতে শিখিয়াছে কৈ? উচ্চ শিক্ষার স্বার্থ
জ্ঞান কমিয়া দ্বিধা-প্রেম উপস্থিত হয়, সে সকল
হইয়াছে কৈ? যদি সম্ভাব্য ভ্রম সম্ভানগর

শিক্ষিত হইয়া দেশের ধর্ম ও ধর্মভরকে
ভ্রান্ত বিশ্বাস বলিয়া উপেক্ষা করিতে শিক্ষা
করিয়া থাকি, শ্রমজীবী শ্রেণী যে তাহা হইবে
না, তাহা কে বলিতে পারে? পাশ্চাত্য
দেশের শ্রমজীবী অশিক্ষিত হইলেও তাহার
কর্তব্য জ্ঞানশীল, বাহ্য করিবে, যত টুকু
খাটিবে, তাহাতে চোকা পাহারা না বসাইলেও
তাহা করিবে।

এদেশের বর্তমান সময়ের শ্রম
জীবির সে কর্তব্য জ্ঞান নাই সেই জন্ত
প্রকৃতই শ্রম কাতর এবং অকর্মণ্য হইয়া
পড়িতেছে। দেশের মজুরী বাড়িয়াছে, কিন্তু
কাজ হইতেছে না, শিল্প কোশল সমূহ লোপ
পাইতেছে, গৃহস্থ এবং শ্রমজীবী উভয়েরই
সর্বনাশ হইতেছে। ইহার প্রতিকারের জন্ত
প্রত্যেক লোকেরই চেষ্টা করা উচিত।
সমাজ সংস্কারের কবির লড়াই অপেক্ষা শ্রম
জীবীদের সংস্কার হইলে দেশের মত উপকার
হইবে। আসল কথা, এ দেশের বাহারা
সংস্কারক, তাহার। এ সকল চাহেন না। দিয়া
ধন অর্থে পরিপুষ্ট হইয়া পাশ্চাত্য প্রণালীতে
নর নারীকে স্বাধীন করিতে চাহেন, এই মতের
সহিত ভারতের অসংখ্য মধ্যবিত্ত এবং
শ্রমজীবির যে কোন সম্পর্ক নাই, এ কথা
তাঁহারা ভাবিতে চেষ্টাও করেন না। দেশের
উন্নতি অবনতি কাঁহাদের উপর নির্ভর করি-
তেছে? শুদ্ধ শ্রম জীবির উন্নতি অবনতির
উপর,—ভারতের শ্রমজীবির কার্যকুশলতা
এবং কর্তব্যজ্ঞান বুদ্ধির উপর। তাহাদের
উন্নতির জন্ত যে কোন মহাপুরুষ চেষ্টা
করিবেন, তিনিই ধন্য, তিনিই প্রকৃত দেশ
হিতৈষী, প্রকৃত সাধু।

পরিচালিত ভেদন লোক এ দেশে অতি বিরল।
তাই বলি, বাস্তব আলোচনা পরিচালনা
করুন, শ্রমজীবিরিগকে গ্রামে গ্রামে প্রাণ
পণে বুঝাইতে চেষ্টা করুন, তাহারিগকে
সহপদে, সমাজ শাসনে শিক্ষিত করিবার
চেষ্টা করুন, দেখিবেন, স্কুল ফলিতেছে।
কিন্তু কে করিবে? আমরা যে ধর্ম-হীন!

EDITOR IN COUNCIL.

সম্পাদকের মন্তব্য সভা।

মিঃ মহম্মদ ইজ হারুল হক, মহাশয় বেণ্ড
সরাই হইতে লিখিতেছেন—“তাহার সভা-
নের বয়স ১৮ বৎসর, একবার অর হইয়া
বামপদে অতিশয় বেদনা হয়, এবং অর ১০৫
ডিক্রি পর্যন্ত হইয়াছিল, অর আরোগ্য
হইলেও পা ফুলিয়া আছে, অনেক
বলিতেছেন, তাহা স্লীপ বা গোদ।
কালের লোকের মধ্য দিয়া তিনি, হোমিও
প্যাথিক, অ্যালোপ্যাথিক কবিরাজী, হাকিমী
চিকিৎসকগণের নিকট জ্ঞাপন করিতেছেন,
যে, কেহ যদি অল্পগ্রহ করিয়া কোন টোটকা
বা প্রকৃত কার্যকারী চিকিৎসার ঔষধ
বিনা স্লোই হউক বা মূল্য গ্রহণ করিয়াই
হউক, ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সম্ভানটাকে
আরোগ্য করেন, তাহা হইলে তিনি চিরায়-
গৃহীত বোধ করিবেন। দয়া করিয়া কেহ
এসময় কোন পরামর্শ দিলে কালেরলোক
সম্পাদকের নামে অথবা মিঃ মহম্মদ ইজ
হারুল হক, বেণ্ডসরাই B. & N. W. R.
এই ঠিকানায় লিখিয়া পাঠাইলে অল্পগৃহীত
হইব।

মহম্মদ ইজ হারুল হক—

কলিকাতার বাজারে কাটের স্লীপার
প্রচুর বিক্রয় হইতেছে, কোন নির্দিষ্ট ক্রেতা
পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু মনিহারীর দোকানে
চাঁদনীর ভিতর খড়মের দোকানে অনেক
ক্রেতা পাওয়া যাউতে পারে। কেন? স্থানীয়
গ্রাম এবং বাজারে দিয়াও দেখিবেন বিক্রয়
হইবে। আমাদের অনেক গ্রাহক এই কাজটার
হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজ নিজ
গ্রামে ও নিকটবর্তী স্থান সমূহে ১/১০
আনার বেশী বিক্রয় করিতেছেন।
তবে কলিকাতার কোন দোকানদারের
সহিত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে পারিলে
যথেষ্ট বিক্রয় হইবে। অসংখ্য নিম্নেই বিক্রয়
হইতেছে। আপনার ডিআইন ঠিক
হইয়াছে।

জগলি একজিবিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্ত ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন।



মহাত্মা গ্লাডস্টোন।

“কীর্তিযশ স জীবতি।”

মার্ক হুস অফ সেলিসবারি বলিয়াছিলেন, “উইলিয়ম এওয়ার্ট গ্লাডস্টোন একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক ছিলেন। তিনি প্রাচীন কালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পাঠ করিয়া উচ্চ নীতিপূর্ণ মনীষিগণের জীবনী তাঁহার নিজ জীবনের সম্মুখে প্রতিবিম্বিত করিতেন। তিনি প্রাচীন হিন্দুগণের কীর্তি রূপ এবং প্রাচীন হিন্দু শিষ্যগণের গুরুগৃহে কঠোর ত্র্যক্ষর্য ব্রতাবলম্বনে শিক্ষা দীক্ষা অতি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন এবং তিনি একুত্তাই অগতের লোকের উপকারের জন্য সতত চিন্তা করিতেন। অগতের কার্য তাঁহার স্বীয় কর্তব্য কার্যরূপে পরিগণিত করিতেন। তিনি বলিতেন, “Duty is a power which rises with us in the morning and goes to rest with us at night. It is the shadow which cleaves to us go where we will;”

and which only leaves us, when we leave the light of life. অর্থাৎ কর্তব্যপারায়ণতা এমন একটি শক্তি, বাহ্য প্রভাত কালে আমাদের নিদ্রা ভঙ্গের সহিত হৃদয় মধ্যে আগরিত হয় এবং সাংসারিক শয্যার গমনকালে সেও বিশ্রাম লাভ করে। ইহা ছাড়ার ন্যায় আমাদের সঙ্গে গমনাগমন করে এবং যখন আমরা জীবনের সুখ্য উদ্দেশ্য বা গন্তব্য পথ পরিত্যাগ করি, তখন সেও আমাদের সঙ্গে পরিত্যাগ করে।”

গ্লাডস্টোনের পিতা এবং মাতা উভয়েই স্কটল্যান্ডবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা জন গ্লাডস্টোন অতি অল্প বয়সে লিথ্ নামক স্থান হইতে Liverpool এ আগমন করেন এবং মেসার্স কোরি এণ্ড কোং Coorie and co নামক একজন ব্যবসায়ীর গৃহে কর্ম করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অদমা উৎসাহ এবং মহান উদ্দেশ্য দ্বারা

তিনি ক্রমশঃ Liverpool এর একজন বিখ্যাত বণিক বলিয়া পরিচিত হইলেন।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Baronet ব্যারোনেট উপাধি লাভ করেন। তাঁহার ব্যবসায় কার্য সমগ্র ইউরোপ এবং ক্রিয়া এমন কি পশ্চিমভারত পর্যন্ত বিস্তৃত হইরাছিল। গ্লাডস্টোনের মাতা স্কটল্যান্ডের উত্তর দেশস্থ ডিংওয়াল নামক স্থানের শান্তি রক্ষকের কন্যা ছিলেন। তিনি তদদেশস্থ Sunday school বা বনিবাসনের ছাত্র ও ছাত্রীগণকে ধর্ম-বিষয়ক শিক্ষা দান করিতেন এবং দীন দরিদ্র অসহায় এবং অসমর্থ রোগীদিগের গৃহে গমন করিয়া তাহাদের সেবা শুশ্রূষা এবং ঔষধ পত্রাদির ব্যবস্থা করিতেন। গ্লাডস্টোন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর Liverpool এ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তাঁহাদের পিতা পুত্র দুইটিকে গৃহের নিকটবর্তী একটি বিদ্যালয়ে পাঠাত্যান করিতে প্রেরণ করেন। এবং কয়েক বৎসর অতীত হইলে তাঁহার Windsor এর নিকটবর্তী এটনের বিখ্যাত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থে প্রেরিত হন। এই বিদ্যালয়ের ইংল্যান্ডের এবং স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ শিক্ষালাভ করিতেন। তৎকালে ঐ সকল দেশের শিক্ষা সমূহ অতিশয় কঠিন বলিয়া বিবেচিত হইত। Latin এবং Greek ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হইত। অল্প শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত না। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এটন বিদ্যালয়ে প্রথম অল্প গণিত শাস্ত্রাভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োজিত হয়। গ্লাডস্টোন এবং তাঁহার ভ্রাতা কিছুদিনের মধ্যে তথাকার শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন। গ্লাডস্টোন “Eloquence” নামক একটি স্বীয় রচিত প্রবন্ধে তাঁহার বালাজীবনের সমস্ত ঘটনাবলী বিবৃত করেন, হৃৎস্পন্দ বিবরণ, আমাদের পাঠক পাঠিকাগণকে সেই প্রবন্ধটি উপহার দিতে পারিলাম না। তিনি এটন পরিত্যাগ করিবার পূর্বে একটি দেওয়ালে তাঁহার নাম অঙ্কিত করিয়া আসিয়া ছিলেন। তাহা প্রায় কুড়ি বৎসর একতাবে অঙ্কিত

লণ্ডনের ফ্রান্সো-ব্রিটিশ একজিভিশনে দেব চাঁ পুরস্কৃত, পোঃ-বক্স নং ৩৩৫, কলিকাতা।

ছিল। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি ডাক্তার Turner এর নিকট কিয়দিন বিদ্যাশিক্ষা করেন। এই নিঃ টরনারই পরিশেষে Bishop of Calcutta হইরাছিলেন। কিয়দিন পরে মাদ্রাচ Oxford এর Christe Church এ ছাত্র শ্রেণীতে নিবিষ্ট হন। Oxford এ আগমন করিয়া তিনি পিতাকে পত্র লিখেন যে, তিনি গণিত শাস্ত্র শিক্ষা না করিয়া Latin এবং Greek শিক্ষার মনোনিবেশ করিতে ইচ্ছা করেন। ইহাতে তাঁহার পিতা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং তিনি সমস্ত লিখিয়া পাঠান,—I did not think a man is a man unless he knew Mathematics. অর্থাৎ মানুষ গণিত শাস্ত্রে দক্ষতা লাভ না করিলে মানুষ্য পদবাচ্য হইতে পারে না। মাদ্রাচ এই সময় হইতে পূর্ণ উৎসাহে গণিত শাস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি দিবা-ভাগে ৪ ঘণ্টা এবং রাত্রিকালে ৩ ঘণ্টা পাঠাভ্যাস করিতেন। তিনি কখনও রাত্রি আগরণ করিয়া পাঠাভ্যাস করিতেন না। প্রাতে এবং বৈকালে কিয়ৎকণ উন্মুক্ত বায়ু সেবন করিতেন। কখনও কখনও নোচালন প্রভৃতি ব্যায়ামাদিও করিতেন।

তাঁহার সকল বন্ধুগণ সরল, পরিশ্রমী, ধর্ম প্রাণ, এবং অধ্যয়নসাগরী ছিলেন। Oxford Union নামে একটি Debating club এ প্রথমে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়া মাদ্রাচ পরে এই ক্লাবের সভাপতি বা প্রেসিডেন্টের পদলাভ করিতে সক্ষম হইরাছিলেন। ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে মাদ্রাচ অতি উচ্চ সম্মানের সহিত Double first class Graduate উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তিনি কোন ধর্ম্মালয়ে বাজকতা পদ লাভ করিবার জন্য উৎকৃষ্ট হন। কিন্তু তাঁহার পিতা এ বিষয়ে অমত প্রকাশ করেন, এবং তাঁহাকে Lawyer হইয়া পার্লামেন্টে প্রবেশ করিতে বলেন। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে ১৩ই জানুয়ারি তারিখে তিনি Lincoln's inn নামক society তে ভর্তি হন, এবং এগারটি terms সংরক্ষণ করেন।

এই সময়ে তিনি ব্যারিষ্টার হইবার জন্য ব্যস্ত হন। কিন্তু কিয়দিন পরে তিনি দেখেন যে, রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁহাকে এত নিমগ্ন থাকিতে হয় যে, অন্য বিষয়ে আর মনোনিবেশ করা বাইতে পারে না। তিনি ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে ব্যারিষ্টার হইবার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করেন।

ইংলণ্ডে দুইটি রাজনৈতিক দল আছে, প্রথমটিকে Conservative এবং দ্বিতীয়টিকে Liberal বলে। প্রথম দলটি দেশের গণ্য মন্ত্র ব্যক্তিদের সম্মেলন এবং পরবর্ত্তী সাধারণ লোকের সম্মেলন। Oxford এর বাবতীয় ব্যক্তিগণ নিদান এবং ধনবান, সুতরাং তাঁহার conservative দলভুক্ত। মাদ্রাচের অবস্থা মন্দ ছিল না, উপরন্তু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিকারী ছিলেন। সুতরাং ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে Duke of New castle তাঁহাকে কনসারভেটিভ দলভুক্ত হইতে আহ্বান করিলেন। মাদ্রাচ তৎকালে Italy প্রদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তথায় পত্র পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে ৯ই অক্টোবর তারিখে তিনি conservative দলভুক্ত হইলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তৎদেশস্থ সংবাদপত্র সমূহ লিখিয়াছিলেন, "He will be classed in future amongst the most able statesman in the British Senate." ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি West Indian Slavery তুলিয়া দিবার জন্য ওজস্বিনী ভাষার বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এইরূপে বহু বক্তৃতা ও তর্কের দ্বারা তিনি তাঁহার দলের মধ্যে এত উন্নতি লাভ করেন যে, তৎকালীন Primeminister (প্রধান মন্ত্রী) (Sir Robert peal) তাঁর রবার্ট পিল ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁহাকে Junior Lord of Treasury এই পদে নিযুক্ত করেন, এবং কয়েকমাস পরে মাদ্রাচ Secretary for the colonies উপনিবেশ সমূহের সম্পাদকতা পদ প্রাপ্ত হন। Gladstone এইরূপে বীর বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভা

দ্বারা একজন বিখ্যাত লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাচ "The state in its relations with the church" নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তক প্রণয়ণে তাঁহার বৎসর গোরব চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইরাছিল। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে জুলাই মাসে ৩০ বৎসর বয়স্ক কালে মাদ্রাচ Miss Catherine Glymne. মিস কাথারিন্ মিন্ নামক একটা কুমারীকে বিবাহ করেন। কাথারিন্ এর বিবাহ সময়ে তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহাকে আহ্বান করিয়া একটা কবিতা রচনা করেন। তাঁহার প্রথম ছন্দটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"High hopes are thine oh! eldest flower,
Great duties to be greatly done;
To soothe in many a toil-worn hour,
The noble heart which thou hast won"

মাদ্রাচের চারিটা পুত্র ও চারিটা কন্যা ছিলেন। তাঁহার প্রথম পুত্র William Henry উইলিয়াম হেনেরী কিছুদিনের জন্য parliament এর সভ্য হইরাছিলেন। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে Henry মানব লীলা সংবরণ করেন।

দ্বিতীয় পুত্র Edward Hawrden এডওয়ার্ড হার্ডডেন কলেজের Rector ছিলেন। তৃতীয় পুত্র Nevile. কলিকাতার একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। চতুর্থ পুত্র John জন Parliament এর সভ্য হন। প্রথম কন্যা Anne. Wellington college এর প্রধান শিক্ষককে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় কন্যা ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তৃতীয় কন্যা Rev. W. drew কে বিবাহ করেন, এবং চতুর্থ বা সর্বকনিষ্ঠা Oxford এর Newnham college এর স্ত্রীলোক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যবন্ধুনার বন্দোপাধ্যায়।

বিবিধ জাতব্য বিষয়।

বিজ্ঞাপন বিধান।

বাঁহারা ইংলণ্ডে গমন করেন, তাঁহারা প্রথমেই ইংরাজ ব্যবসায়ীগণের বিজ্ঞাপন-বাহুল্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া থাকেন। লণ্ডনের রাজপথে যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, সেই দিকেই কেবল বিজ্ঞাপনই দেখিবেন। স্তূপ পল্লীগ্রামও বিজ্ঞাপনের বস্ত্র প্রাবৃত হইয়া গিয়াছে। বাগানে, গাছে, জলাশয়-তীরে, সমুদ্রকূলে, শৈলগাত্রে—সর্বত্রই ছোট বড় নানা প্রকার অক্ষরে নানাবর্ণের বিজ্ঞাপন। অনেক সময়ে বিজ্ঞাপনের দোরাখ্যা প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য নষ্টপথের অনুরাগে থাকিয়া যায়। সংপ্রতি পার্লামেন্টে কাপ্তেন মরে নামক একজন সদস্য বিজ্ঞাপন-বিধান নামক একটি নূতন বিধানের পাণ্ডুলিপি, মহাসভার উপস্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। যাঁহাতে বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপন দিয়া কোন ক্ষয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য নষ্ট করিতে না পারে, প্রস্তাবিত আইনে তাঁহারা ই ব্যবস্থা হইবে। বলা বাহুল্য যে, যে সকল ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপনে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন, তাঁহারা এই প্রস্তাবিত বিধানে আপত্তি করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। বিজ্ঞাপনই ব্যঙ্গ্যারে উন্নতি লাভের প্রধান উপায় এবং ইংরাজও ব্যবসায়ীর জাতি। সেইজন্য এই বিধানটির বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হইবার সম্ভাবনা।

নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের ব্যাঙ্কস টাউন সহরে দশ বর্ষী সময়ের মধ্যে এক গীর্জা নির্মাণ করা হইয়াছে।

করাসী দেশের এক উদ্ভিদ ভূবিৎ গবেষণার কলে অবগত হইয়াছেন, পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলে নানা স্থানে এক অদ্ভুত বৃক্ষ অগ্নিরা থাকে, এই গাছের পাতার সামান্য পরিমাণে ধূলি পড়িলেই বৃক্ষপত্র কাশিতে আরম্ভ করে, যেন কোন ছেলের মত কাশিতেছে।

নিজ।

অনেকে বলেন, রাজে ৬ বর্ষী নিজাই শরীর ও স্বাস্থ্যকার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু মার্কিন যুক্তসম্রাজ্যের নবীন প্রেসিডেন্ট ডাক্তার উডরো উইলসনের প্রত্যাহ অন্ততঃ নয় বর্ষী নিজা না গেলে চলে না। আমেরিকার সকলেই নূতন প্রেসিডেন্টের এই কথার বিম্বিত—চমকিত হইয়াছেন। তা হইবেম বই কি; তাঁহারা যে অর্থের চেটায় নিজাকে একপ্রকার তাড়াইয়াছেন বলিলেই চলে। অনেকের আবার ধারণা, যতক্ষণ শব্দ থাকে, ততক্ষণ নিশ্চিত থাকে,—ততক্ষণ তাহার বিপদের—অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। আমাদের মতে কুস্তকপের মত অতিনিজা যেমন অশেষ অনিষ্টকর, তদনুজি তদধিক অনিষ্টকর। প্রতিদিন রাজি ১০টা হইতে প্রাতে ৫টা—না হয় ৬টা পর্যন্ত—৭.৮ বর্ষী যদি নিজিয়া হয়, তাহা হইলে শরীর মন—দুয়ের পক্ষেই মঙ্গল।

আমরা বাঙ্গালী যুগ্মজাতি বলিলেও চলে। দিন রাজি সন্ধ্যা সকাল কোন বিচারই নাই। কাজও নাই, ব্যস্ততাও নাই।

ভাগ্য-বিপর্যয়।

সংপ্রতি ম্যানচেষ্টারে কাপ্তেন ফিলিপ হেনরি নিকোলাস নামক একজন ইংরাজ ভ্রমলোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইদানীং তিনি স্থানীয় মিউনিসিপালটির চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু এককালে তিনি যে একটা দেশের স্বাধীন রাজা ছিলেন, একথা অনেকেই অবগত নহেন। নিকোলাস ইংলণ্ডের অন্তর্গত ডিভনশায়ারে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সমুদ্রযাত্রার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। একবার তিনি একথানা ইমারে আরোহণ পূর্বক বব্বীপ বোর্ডিং ও সুমাট্রা প্রভৃতি দীপে গমন করেন। বোর্ডিং দীপে অবস্থানকালে বোর্ডিংর স্থলভান হাজি

মহেশ্বর একাকী কিরানি নিকোলাসের কোন কার্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একখানি রত্নখচিত তরবারি এবং “বাজো” উপাধি প্রদান করেন। ঐ উপাধি বোর্ডিং দেশে সর্বাপেক্ষা সম্মানসূচক উপাধি। স্থলভান মহোদয় ইহার পর মিঃ নিকোলাসকে সুসু নামক একটা দীপ প্রদান করিয়া সেই দীপে স্বাধীন রাজা স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। মিঃ নিকোলাস কয়েক বৎসর সেই দীপে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিলে বোর্ডিংর স্থলভান তাঁহাকে আমাতৃপদে বরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন ইংলণ্ডে নিকোলাসের পত্নী বিদ্যমান ছিলেন, এক পত্নী বিদ্যমানে অল্প পত্নী গ্রহণ শ্রুতধর্ম নিষিদ্ধ। রাজবিধান অনুসারে উহা গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য। স্থলভান তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিলে তিনি গোপনে আপনায় রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। অতাবধি তিনি ম্যানচেষ্টারে একজন সামান্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থরূপেই বাস করিতেছিলেন।

সরকারী আদেশ।

ভারতীয় মুদ্রাবন্ধ বিধানের চতুর্থ ধারার প্রথম উপধারায় যে শ্রেণীর পুস্তক সংবাদপত্রের উল্লেখ আছে, সেই শ্রেণীর পুস্তক অথবা সংবাদপত্রের প্যাকেট, জলপথেই হউক, অথবা স্থল পথেই হউক, ইংরাজের অধিকারে প্রবেশ করিলে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অথবা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট, সেই প্যাকেট আটক করিতে পারিবেন, বঙ্গদেশের গবর্নর বাহাদুর এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন। যদি চীক কষ্টমস্ অফিসার অথবা পূর্বোক্ত কোন ম্যাজিস্ট্রেট এইরূপ পুস্তক, সংবাদপত্র বা অন্তর্বিধ কাগজ সংবলিত প্যাকেট প্রাপ্ত হন, তবে তিনি উহা বকীর গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের ইন্টেলিজেন্স শাখার সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকটে পাঠাইবেন।

বঙ্গেশ্বর আরও আদেশ করিয়াছেন যে, সংবাদপত্রের মুদ্রাকরগণকে য য বেলায়

হুগলি একজিবিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্য ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন।

পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকটে (প্রেসিডেন্সী
'ট্যুনি' হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রের পক্ষে
পুলিশ কমিশনারের নিকটে) প্রত্যেক সংবাদ-
পত্রের দুই খণ্ড পাঠাইতে হইবে।

ভারতীয় মুদ্রাবন্ধ বিধানের পঞ্চদশ ধারা
অনুসারে, পোষ্ট অফিস হইতে বিলি হইবার
পূর্বে যে সকল দ্রব্য আটক করা হইবে,
তৎসমুদায় গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের ইন্টেলি-
জেন্স শাখার সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকটে প্রেরণ
করিতে হইবে।

ঈশ্বরের নামে পত্র।

একখানা জার্মান সংবাদপত্রে প্রকাশ যে,
কিছুদিন পূর্বে কবিয়ার কোন ডাকঘরে কোন
ব্যক্তি একখানা পত্র ডাক বাক্সে ফেলিয়া দেয়।
পত্রের খামের উপরে জার্মান ভাষায় লিখিত
ছিল "আমার প্রিয় ঈশ্বর,—মোং স্বর্গ।"
ঠিকানাটা বালকের হাতের লেখা বলিয়া বোধ
হয়। কবিয়ার ডাক বিভাগের কর্মচারীরা
সেই পত্রের ঠিকানা জার্মান ভাষায় লিখিত
ছিল বলিয়া জার্মানিতে সেই পত্র প্রেরণ
করেন। জার্মানির ডাক বিভাগের কর্মচারীরা
সেই পত্রে লিখিত "ঈশ্বরের" অথবা তাঁহার
বাসস্থান "স্বর্গের" কোন সন্ধান না পাইয়া
পত্রখানা কবিয়াতে পুনঃ প্রেরণ করেন এবং
বখারীতি ঠিকানার উপরে লিখিয়া দিলেন "এ
পত্রের ঠিকানা স্বর্গ, সেই স্থানের সহিত
জার্মানির কোন সম্বন্ধ নাই।" বহুকাল পূর্বে
কবিয়া দেশেই এইরূপ একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল,
কিন্তু সেক্ষেত্রে পত্র লেখার ফল আশাতীত
ফলপ্রসূ হইয়াছিল। কবিয়ার কোন ভ্রমলোক
সাম্প্রতিক অপরাধে সাইবিরিয়ার প্রান্তরে
নির্ধাসিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সমস্ত
সম্পত্তি পর্বর্ষমেটে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল।
সংসারে তাঁহার একটা পক্ষমবীর পুত্র এবং
পতিপ্রাণা স্ত্রী র্যাতীত কেহ ছিল না। তাঁহার
পত্নী সেই শিশু পুত্রকে লইয়া একটা জীর্ণ
কুঠীয়ে আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক ভীষণ দারিদ্র্যের

সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।
বালক মধ্যে মধ্যে জননীকে জিজ্ঞাসা করিত,
"মা, আমাদের এত কষ্ট কেন? আমাদের
কি কেহ নাই?" পত্রের কথা শুনিয়া ধর্ম-
প্রাণা জননী সম্মলনয়নে পুত্রকে বলিতেন,
"বাছা, আমাদের ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকে
ডাক" বালক প্রায় প্রত্যাহই জননীর নিকটে
এই কথা শুনিত। একদিন সে জননীকে
জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, ঈশ্বর স্বর্গে বাস
করেন। বালক ঈশ্বরের ঠিকানা জানিতে
পারিয়া সেই দিনই ঈশ্বরের নামে একখানা
পত্র লিখিয়া ডাকবাক্সে দিতে গেল। বাজুটা
একটু উচ্ছ্বাসে ছিল-নাগাল পাইল না।
পথে একজন বৃদ্ধ ভ্রমলোককে গমন করিতে
দেখিয়া বালক তাঁহার হাতে সেই পত্রখানা
দিয়া উহা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিতে অনুরোধ
করিল। সেই ভ্রমলোক পত্রের ঠিকানা
পড়িয়া বিস্মিত হইলেন এবং বালকের নিকটে
তাহাদের সাংসারিক হ্রস্বস্থির কথা ও পত্রের
উদ্দেশ্য জানিয়া বলিলেন, "ঈশ্বরের সহিত
আমার পরিচয় আছে, পত্রখানি আমিই
তাঁহাকে দিব।" এই বলিয়া তিনি বালকের
কুঠীরখানি দেখিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই
বৃদ্ধ ভ্রমলোক রুব সস্ত্রাটের পুরোহিত। পত্র-
খানা পাঠ করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি সস্ত্রাটের
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং সেই বালকের
পিতাকে মুক্তি প্রদান করিবার অল্প সস্ত্রাটকে
অনুরোধ করিলেন। সস্ত্রাট পত্রের মর্ম,
বালকের দুর্দশা ও তাহার জননীর ধর্মপ্রাণতার
বিবরণ অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ বালকের পিতার
মুক্তির আদেশ প্রদান করিলেন। ধর্মবাহক
মহাশয় সেই হৃৎহ পরিবারের সাহায্যার্থ নত-
লক্ষ টাকা টাঙ্গা তুলিয়া সেই বালকের
জননীকে প্রদান করিলেন। ঈশ্বর সেই
অবোধ শিশুর ঐকান্তিক প্রার্থনার কর্ণপাত
করেন নাই কি? ঐকান্তিক ডাকে ভগবান
কর্ণপাত করেন কিন্তু তেমন ডাক ডাকিতে
জানেন করজন?

নূতন আবিষ্কার।

নিম্নাকর গুলি।

আলোকজাগার এক, হামফ্রি নামক এক-
জন বৈজ্ঞানিক বন্দুকে ব্যবহার করিবার অল্প
একপ্রকার গুলির আবিষ্কার করিয়াছেন,
তদ্বারা আহত হইলে সমরক্ষেত্রে সৈনিক
বহুগাতোগের পরিবর্তে মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করিয়া
নিদ্রিত হইবে। শিকারের সময়ে কোন হিংস্র
পশু তদ্বারা আহত হইলে বন্দুকের ধূম লক্ষ্য
করিয়া সে আর শিকারীকে আক্রমণ করিতে
পারিবে না, পলাতক অপরাধীর হস্ত অথবা
পদ লক্ষ্য করিয়া এই গুলি চালাইলে সে অতি
সহজেই ধরা পড়িবে। এই গুলির নাম
"নাকটিক্ বুলেট।"

বৃদ্ধ বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক এই গুলি পরীক্ষা
করিয়া বলিয়াছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে এই গুলি
ব্যবহার করিলে জীবের দয়া প্রকাশ করা
হইবে এবং শিকারের সময়ে ব্যবহার করিলে
ইহা ব্রহ্মহত্যার স্বরূপ হইবে। যদি লক্ষ্যভেদ
না হয়, তাহা হইলে আত্মরক্ষাকারীর পক্ষে
এমন অস্ত্র পৃথিবীতে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়
নাই।

বৈজ্ঞানিক হামফ্রি এই গুলিতে কিঞ্চিৎ
মরফিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। সৈনিকগণ
ইদানীং শিকাকালে যে গুলি ব্যবহার করে,
হামফ্রি সেইশ্রেণীর গুলির ভিতরে মরফিয়া
প্রয়োগ করিয়া এই অভিনব আগ্নেয়াস্ত্রের সৃষ্টি
করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, ইহাতে
প্রাণহানির আশঙ্কা নাই। এই গুলি যেহেতু
মধ্যে এনিট হইলেও অস্থি চূর্ণ হইবে না।

যুদ্ধক্ষেত্রে যদি কোন সৈনিক এই গুলির
দ্বারা সাহায্যরূপেও আহত হয়—যদি তাহার
গাত্রে এই গুলির একটা আঁচড় লাগে
তবে সেই ব্যক্তি সেদিনে আর যুদ্ধ করিতে
পারিবে না, সে তৎক্ষণাৎ ভূমিশয়া গ্রহণ

করিয়া দাঁড় নিত্যই অতিভূত হইবে। যদি কেহ এই গুলির দ্বারা গুরুতররূপে আহত হয়, তবে সে আঘাতের জন্য যত্না অসুতব করিবে না, কারণ দেহমধ্যে মরফিয়ার জিরা উপস্থিত হইবে বলিয়া সে অচেতন হইয়া থাকিবে, তাহাকে তখন অতি সহজে হাসপাতালে পাঠাইতে পারা যাইবে। আঘাত সাংঘাতিক হইলে সে আঘাতজনিত নিত্ৰা-ব্ধনের সঙ্গে সঙ্গে মনোনিয়ম অতিভূত হইবে।

যদি কোন দস্যু বা ডক্করের হস্তে বা পদে আঘাত লাগে, তবে সে করেকপয় মাত্র অগ্রসর হইয়া সূতিকার হাত পা ছড়াইয়া পলায়ন করিবে এবং নিত্ৰা যাইবে। তখন একখানি গাড়ী আনিয়া তাহাকে থানায় লইয়া গেলেই চলিবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিকারী কর্তৃক আহত হইবার পর ব্যাড্র সিংহ প্রভৃতি হিংস্র পশুগণ ধুম লক্ষ্য করিয়া শিকারীকে আক্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু এই গুলির দ্বারা আহত হইলে তাহারাই দুই এক পদ ঘোড়বার পরই নিত্ৰাগত হইবে।

বৈজ্ঞানিক হামফ্রিস এই আবিষ্কার লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে খুব আলোচনা হইতেছে। সমরক্ষেত্রে ব্যবহার করিবার জন্য পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ নিত্য নূতন অস্ত্রের আবিষ্কার করিতেছেন। তাহাতে কেবল নরহত্যার উপায় উদ্ভূত হইতেছে মাত্র। হামফ্রিস গুলিতে গভীর ক্ষত উৎপন্ন না হইলেও ইহাতে জীবনের আশঙ্কা কম হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ক্ষতস্থানে যত্না না থাকিলে দেহমধ্যে অন্য কোন পদার্থ রহিল কি না, ডাক্তারগণ তাহা স্থির করিতে পারিবেন না। হামফ্রিস গুলি সম্ভবতঃ বন্ধুরূপে দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পরিনামে ভীষণ পক্ষ হইয়া দাঁড়াইবে। বাহা হউক, এই গুলি ব্যবহৃত হইবে কি না, বৈজ্ঞানিকদিগের আলোচনা শেষ না হইলে তাহা বলা যায় না।

বাল্যায় পাটের চাব।

আগামী শরৎকালে যে পাট উৎপন্ন হইবে, এখন হইতেই তাহার জন্য টাকা দান করা হইতেছে। অনেক ১০০০ পর্যন্ত মণ দিতে স্বীকার করিয়াছে। বিগত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কিন্তু পাটের মূল্য ৫০০ টাকার অধিক উঠে নাই। পাটের কুবকের হস্তে নগদ টাকা আনিতেছে। সেইজন্য এত বৃদ্ধি।

বর্ধমানের বঙ্গীয় সাহিত্য সভা।

বর্ধমানের সাহিত্যিকগণ এক সাহিত্য সভা সংস্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। হলো কি? এককাল পরে?

চাঁদপুরের হরিণা গ্রামের লরদার খাঁ নামক কোন মুসলমানের জী দুই দিবসের মধ্যে দুইটা কত্কা ও একটা পুত্রসন্তান প্রসব করে। জীলোকটা দ্বিতীয় দিবসে সন্তান প্রসবকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

বানিজ্যবার্তা।

আমেরিকায় ঢালাই লৌহ উৎপন্ন করিবার খরচ খুব অধিক—এইজন্য সম্প্রতি কলিকাতা হইতে ঢালাই লৌহ আমেরিকায় চালান হইতেছে। আমেরিকায় সানফ্রান্সিস্কো বন্দরে অতি শীঘ্র এক জাহাজ ঢালাই লৌহ পৌছিবে—এই সর্ব প্রথম কলিকাতা হইতে আমেরিকায় ঢালাই লৌহ চালান দেওয়া হইতেছে। আমেরিকায় পৌছিতে মণ প্রতি সর্ববিধ ব্যয় ১০ এক টাকা চারি আনার অধিক পড়িবে না। চীনের ঢালাই লৌহ ইহার অপেক্ষা অতি অল্প মাত্র কম মূল্যে আমেরিকায় বিক্রীত হইয়া থাকে।

বোম্বাইয়ে বানিজ্য কলেজ।

ভারতসচিব বোম্বাইয়ে বানিজ্য কলেজ স্থাপন সম্বন্ধে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। আপাততঃ একজন প্রিন্সিপাল, দুইজন অধ্যাপক এবং দুইজন শিক্ষক কলেজে শিক্ষাদান করিবেন। প্রিন্সিপালের বেতন হইবে ১২২৫ টাকা, অধ্যাপকবৃন্দের প্রত্যেকের ৮৭৫ এবং শিক্ষকদিগের প্রত্যেকের ৩০০ হইতে ৫০০ পর্যন্ত বেতন হইবে। প্রথম তিন জনকে বিলাত হইতে আমদানি করা হইবে, ১৩ জন সন্তোষ উপর কলেজের পরিচালন ভার থাকিবে। বাহারি এই কলেজে এককালীন অর্থ দান করিয়াছেন, যে সকল বিখ্যাত ব্যবসায়ীর অর্থে কলেজের ব্যয় নির্বাহ হইবে, তাহাদিগের এবং গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে এই ১৩ জন সভা নির্বাচিত হইবেন। কলেজ সম্পূর্ণরূপে গভর্নমেন্টের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় এই কলেজের “পরীক্ষা-তীর্ণ ছাত্রদিগকে “বেচেলার অব্ কমার্স” এই নূতন উপাধি প্রদান করিবেন। সুসংবাদ সন্দেহ নাই।

ভদ্রেশ্বরে এঙ্গাস জুট মিল নামে একটা নূতন পাটের কল খোলা হইয়াছে। এই কলের মূলধন ৩৭৭ লক্ষ টাকা। আমেরিকায় ধনিগণ এই ৩৭৭ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। এই ৫১৬টা তাঁত বসান হইয়াছে। কলের উৎপন্ন দ্রব্য সমস্তই আমেরিকায় বাজারে বিক্রয় করা হইবে—লাভ পাইবেন আমেরিকায় ধনপতিগণ। এইরূপে ভারতের পরিশ্রমে আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের লক্ষপতিগণ কোটিপতি হইতেছেন—মূলধন ও ব্যবসায় বুদ্ধির অভাবে ভারতবাসিগণ অগতির পন্থাতে পড়িয়া যাইতেছেন, তথাপি বিলাস বিব্রমের কম নাই, বেশ বেশ।

গো-চারণ ভূমি।

গোচারণ ভূমির অভাবে গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুকুলের আহাৰ্য্য তৃণাধির অভাব হওয়াতে গবাদি পশুর ঘোর অবনতি ঘটতেছে। গোলাতির এই শোচনীয় দৃশ্যের প্রতিকার করে সর্বভারতীয় গো-রক্ষণী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাসাকলা উক্ত সভার পরিগৃহীত প্রস্তাবানুসারে বিগত ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর তারিখে ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট গোচারণ ভূমি সংরক্ষণ বিষয়ে একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। উক্ত আবেদন পত্রে এই প্রার্থনা করা হয় যে, প্রত্যেক ৩০০ বিঘা ভূমি বোণা ভূমির উপর বাহাতে নুনকমে ১৫ বিঘা ভূমি পৃথকভাবে গোচারণার্থ নির্দিষ্ট থাকে, গবর্ণমেন্ট গোলাতির উন্নতিকল্পে তাহার ব্যবস্থা করুন। পাঠক অবগত আছেন, ভারত-গবর্ণমেন্ট সভার এই প্রার্থনা পূরণ করেন নাই। কিন্তু ভারতগবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে ঐদান্ত প্রদান করিলেও সভা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সাধনে নিরুৎসাহ হন নাই। সংপ্রতি বাসাকলা মহোদয় এ বিষয়ে ভারত সচিব মহোদয়ের নিকট একটা আবেদন করিয়াছেন। আমরা আশা করি, ভারত-সচিব মহোদয় তাঁহার ভার সত্ত্ব প্রার্থনায় কর্পণাত করিবেন। ভারতের ভার কৃষিপ্রধান দেশে পর্যাপ্ত আহাৰ্য্যের অভাবে গোমহিষাদি পশুগণ ক্রমশঃ ক্ষীণ ও রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, কৃষককুলের ও কৃষিকার্যের ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইবে এবং জন সাধারণেরও ক্রেশের অবধি থাকিবে না। ভারতে গবাদি পশুর সংখ্যা হ্রাস পাওয়াতে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কৃষিকার্যের অবনতি ঘটয়াছে। এ অবস্থার কর্তৃপক্ষ গোলাতির উন্নতি সাধনে নিশ্চেষ্ট থাকিলে বাপার বড়ই সাংঘাতিক হইয়া উঠিবে। পূর্বে এদেশের প্রত্যেক গ্রামেই গোচারণ ভূমি ছিল, কিন্তু অমিয়ারগণ অর্থলোভে সাধারণের ব্যবহার্য্য গোচারণ ভূমি বিলি

করাতো পরীক্ষামসূহে গোচারণ ভূমি এখন আর পরিদৃষ্ট হয় না। ভারতগবর্ণমেন্ট যদি যথা সময়ে অমিয়ারদিগের এই কার্য্যে বাধা দিতেন, তাহা হইলে গোমহিষাদি গৃহপালিত পশুসমূহকে আজ খাতাভাবে এরূপ নিদারুণ ক্লেশ পাইতে হইত না। কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ে উদাসীন থাকিতে এই অনর্থপাত ঘটয়াছে, সুতরাং ইহার প্রতিকার বিষয়ে আলস্য ও ঐদাস্য প্রকাশ করা সদাশয় গবর্ণমেন্টের পক্ষে কোনমতেই শোভন ও সম্মত নহে। আমরা আশা করি, ভারত সচিব মহোদয় ভারতে সাধারণের ব্যবহার্য্য গোচারণ ভূমি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া জন-সাধারণের কৃতজ্ঞতাত্ত্বজন হইবেন।

কেন বিবাহ করিয়াছ ?

পাশ্চাত্য দেশের একটা খেলার কথা আজ বলিব। অনেক ভ্রমলোক বিবাহের পর কিছু কাল পত্নীর সহিত সংসারধর্ম্য করিয়া শেষে জীবনভার দুর্কহ বলিয়া মনে করেন। এমন “দিল্লীকা লাডু” আর করজন খাইয়াছে, তাহা জানিবার জন্ত তিনি বিবাহিত পুরুষদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রে তিনি এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন “আপনি কেন বিবাহ করিয়াছেন?” এই প্রশ্নের উত্তর অনেকেই প্রদান করিয়াছেন। কয়েকজনের উত্তর নিয়ে প্রদত্ত হইল।

“কেন যে বিবাহ করিয়াছি, এই এগার বৎসরকাল আমিও তাহাই ভাবিতেছি।—

(স্বাক্ষর) এক্স।”

“আমার প্রীম মাতার সহিত সত্তাব রক্ষার জন্তই আমি বিবাহ করিয়াছি, কিন্তু উত্তরের মনোমালিন্য এ পর্য্যন্ত দূরীভূত হয় নাই—

ডব্লিউ।”

“সারা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, পাঁচটি মুক সেই মৃত্যুর পাণিগ্রহণের জন্ত উৎসুক হইয়াছিল—বাহার উপর এত লোকের নজর, তাহাকে বিবাহ করা সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।—সি।”

“আমি দুইখণ্ড আট বৎসরকাল কোর্ট-শিপ করিয়াই কাটায়াছিলাম। আমার পিতা একদিন বলিলেন, আট বৎসর কোর্ট-শিপই যথেষ্ট, কাজেই বিবাহ করিতে বাধ্য হইলাম।—বি।”

“স্বন্দরীদিগের মনোরঞ্জনর জন্ত নানাবিধ প্রযত্ন করিয়া এবং গিরেটার ও কন্সল্টে বাইবার জন্ত অর্থ ব্যয় করিয়া অর্থের প্রাচুর্য্য করিতেছিলাম, নিজেও ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই সকল দায় হইতে কিছুকাল উদ্ধার পাওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। এখন বিবাহ করিয়া অর্থের অপব্যয় হ্রাস করিয়াছি।—

জে সি।”

“কেন বিবাহ করিয়াছি, সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কেন আর আমার মনের আশ্রয় জালাইয়া দিতেছেন?—জে।”

“কেন বিবাহ করিয়াছি শুনিবেন? এখন যিনি আমার পত্নী, তখন তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, রমণীকূলে এমন রত্ন সহস্রের মধ্যে একটি মিলিতে পারে। কিন্তু এখন আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে, একের ভিতরেই এমন হাজার রত্ন পাওয়া যায়।—ই।”

দিল্লীকা লাডু কেমন, আগে তাহা জানিতাম না বলিয়াই বিবাহ করিয়াছি।—জি।”

“কেন আমি বিবাহ করিতে গিয়াছিলাম, এই কথা আমার বন্ধুবর্গও আমাকে জিজ্ঞাসা করেন।—সি, এইচ।”

“তখন আমার অনেক টাকা ছিল—টাকা লইয়া কি করিব, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতাম না। তাই বিবাহ করিয়াছি। এখন দেখিতেছি, করিবার জিনিষ অনেক, কিন্তু টাকার কুলাইতেছে না।—বি, ডি।”

“মহুয্যের মধ্যে নর ও নারী এই দুই শ্রেণী আছে। আমার বিপরীত শ্রেণীর একটি সঙ্গীর নিত্য প্রয়োজন হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, তিনি আমার পক্ষে এখনও বিপরীত।—এ।”

“কপালে ছিল, কি করিব?—গি, জে।”

“আমি সন্ধ্যার জন্ত লালারিত ছিলাম, এখন অহোমায়ী সন্ধ্যা দেখিতেছি।—কারল।”

“পাটীগণিতের সমস্ত অঙ্ক শেষ করিয়াও আমি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেছি না। পারিবারিক জ্ঞান ও ভাগের মধ্যে, অনেক বাদ দিতেছি, অনেক বোগ করিতেছি, কিন্তু উত্তর ঠিক করিতে পারিতেছি না।—বুড।”

“পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন আদর্শ পত্নী লাভ করিবার অভিপ্রায়ে বিবাহ করিয়াছি।—সাইমন”

HOME INDUSTRIES.

ইণ্ডিয়া রবার বার্ণিশ

টহাঘারা দুই টুকরা রবারকে জ্বাতিতে পারা যায়, এবং বৃট জ্বতার উপরে লাগাইলে জল সহনশীল বার্ণিশ করাও হইয়া থাকে।

প্রস্তুতপ্রণালী।

রবারের টুকরা ১ আউন্স বেঞ্জোইন (Benzoin) ১পাইট একটা পোতলের মধ্যে দিয়া ৪৫ দিন মধ্যে মধ্যে ঝাঁকরাইলে জ্বব হইয়া যাইবে। যদি অধিক পাতলা হয়, গাঢ় করিবার জন্ত ইহাতে আরও রবারের টুকরা দিতে হইবে। কোন জিনিসে বসাইলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই শুক হইয়া যাইবে। যে সকল রবার ভালকানাইজ করা নহে, তাহাই ব্যবহার করা উচিত।

রঙ্গীন ছাপার উপর বার্ণিশ

করিবার জন্ত বার্ণিশ।

কানাডা বালসাম ১ আউন্স
স্পিরিট টার্পিন ২ আউন্স

গলাইয়া ১টা শিশিতে রাখিতে হইবে।

রঙ্গিন কালিতে ছাপা কোন জিনিসের উপর বার্ণিশ করিতে হইলে প্রথমে Ising glass জলে গলাইয়া ঐ ছাপার উপর একবার

তুলিবারা টানিয়া জমী করিয়া লইতে হইবে শুক হইয়া যাইলেই ক্যামেল হেয়ার বা উষ্ট্রের শোরধারা প্রস্তুত চাপটা তুলি দ্বারা সমান ভাবে মাখাইয়া শুক করিলেই অতি সুন্দর চাক্‌টিকাময় হইবে। ঔষধের লেবেলদি এইরূপে বহলে বার্ণিশ করা যাইতে পারে। উপরোক্ত জ্বাতিগুলি সমস্ত রঙ্গের দোকানে পাওয়া যাইতে পারে।

ছবির বার্ণিশ

ছবির উপর বার্ণিশ করিতে হইলে প্রথমে ৪টা ডিবেকে ডাকিয়া তাহার খেতাংশকে লইয়া তাহার সহিত ২ আউন্স লোক্‌স্‌ অগার চুণের জল দিয়া কেটাইয়া কেটাইয়া মিশাইতে হইবে। বধন বেশ মিশিয়া যাইবে এবং বুঝিতে পারা যাইবে যে, তুলির মুখে সরিতেছে, তখন তুলি দ্বারা লাগাইতে হইবে। যদি পাতলা করিবার ইচ্ছা হয়, চুণের জল মিশইয়া পুনরায় কেটিয়া কার্যোপযোগী করিয়া লইতে হইবে।

গোল্ড ল্যাকার বার্ণিশ

কেমন করিয়া প্রস্তুত হয়।

শুক এসেন্স আর মাথার তেল করিলেই দেশের হুঃখ বুচিবে না, আরও আবশ্যকীয় জন্ম প্রস্তুত প্রণালীও শিখিতে হইবে। গ্রাহক-গণের অনেকেই মাথার তৈল, আর এসেন্স প্রস্তুতের জন্তই বাস্ত, কষ্ট স্বীকার করিয়া অল্প কিছু শিখিতে নারাজ। দেশে মাথার তৈল, কালির পাউডারের অভাব নাই, এসেন্স, তৈল এ সকল বিলাসিতার সামগ্রী, দেশের লোকে বিলাসিতা বৃদ্ধির জন্তই বহুপরিচর। বাক্‌ কেমন করিয়া গোল্ড ল্যাকার বার্ণিশ প্রস্তুত হয় বলিব।

স্পিরিট অফ ওয়াইন ১ কোয়ার্ট, হলুদ চূর্ণ ২ আউন্স, গাছের চূর্ণ ২ ড্রাম, গম সাণ্ড্রিক ৭ মাঃ শেলল্যাক ২ আউন্স, বধন উত্তমরূপে গলিয়া মিশ্রিত হইয়া যাইবে, তখন ছাঁকিয়া বোতলে রাখিয়া দিতে হইবে। টিনের জ্বো, চামড়ার উপর এই বার্ণিশ দ্বারা বার্ণিশ করিলে সোনার মত রং দেখাইবে।

টিনের জন্ত ল্যাকার।

টিনের লঠন প্রভৃতির উপর ল্যাকারিং করিয়া রং করা হয়। সেই ল্যাকার প্রস্তুতের প্রণালী নিয়ে বলিতেছি। উপরোক্ত গোল্ড ল্যাকারিং দ্বারাও এইরূপ রং করা যাইতে পারে, কিন্তু ব্যয় বাহ্যিক হয়। সেইজন্য সুলভ প্রক্রিয়াও প্রদত্ত হইল।

হলুদ চূর্ণ ১ আউন্স খুন খারাগী (Dragoons blood) ২ ড্রাম, স্পিরিট অফ ওয়াইন ১পাইট। প্রস্তুতপ্রণালী পূর্ববৎ। ইহা সুলভ হইবে। লঠনাদিতে লাগান যাইবে।

HEALTH AND HYGINE.

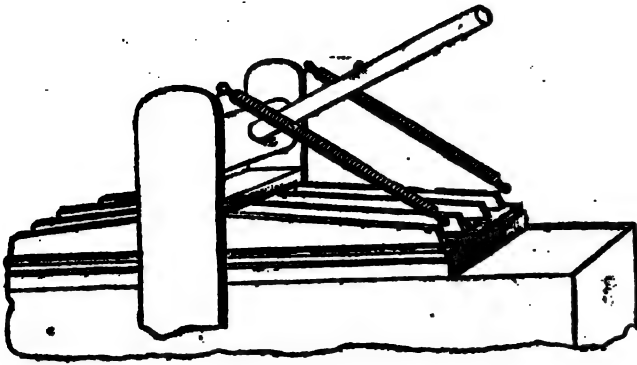
Milk cure for Lead-colic.

দুগ্ধদ্বারা সিস্‌শূল চিকিৎসা।

বাহারা সিসা এবং হোরাইট্‌ লেড্‌ প্রভৃতি লইয়া রঙ্গের কাজ করে, তাহাদের এক প্রকার শূল (Colic) পীড়া হইয়া থাকে। “জর্জাল অব্‌ মেডিসিন” নামক চিকিৎসা বিবরণ পত্রে এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েকটা সিসার রং প্রস্তুতের কালে বহুলোক কাজ করিত। তাহারা অনেকেই Lead colic রোগে আক্রান্ত হইত। কিন্তু ২জন সুস্থকার লোকের কেবল শূল-পীড়া হইতে দেখা যায় নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে, তাহারা প্রতিদিনই প্রচুর দুগ্ধ খাইত। এই মহত্যা নিরাকরণের জন্ত মিলের প্রত্যেককে দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে সুস্থরূপে প্রমাণ হয় যে, দুগ্ধ সিস্‌শূলের উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। তাহার পর হইতে ঐ সকল কলের শ্রমজীবীগণ আর সিস্‌শূলে আক্রান্ত হয় নাই। সেই অবধি কলের স্বত্বাধিকারীগণ বাহাতে প্রত্যেকে ৩ পোরা আন্দাজ দুগ্ধ খাইতে পারে, তাহার জন্ত অতিরিক্ত কিছু কিছু বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার ১৮৬৪ হইতে ১৮৭১ সালের মধ্যে আদৌ কাহারও পীড়া হয় নাই। সুতরাং বাহারা ছাপাখানার বা রঙ্গের কার্যে নিয়োজিত থাকিয়া এই প্রকার শূলরোগে আক্রান্ত হয়, তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করিতে দিলে এই রোগ আরোগ্য হইতে পারে। ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে। এদেশের চিকিৎসকগণের ইহা পরীক্ষা করা উচিত।

(The Decorator's Assistant)

হাগলি একজিবিশনে দে'র চাঁ সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্ত ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন।



HANDICRAFTS.

গার্হস্থ্য শিল্প।

Home-made Handpress.

আমাদের জটনক গ্রাহক কাঠের প্রেস কেমন করিয়া প্রস্তুত হয়, জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সেইজন্য আমরা কেমন করিয়া সহজে কাঠের বা লোহের প্রেস প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। কাঠের প্রেস প্রস্তুত করিতে প্রথমে একখানা কাঠের মোটা ডক্তা চাই, তাহাকে খুব স্নেন ও সমতল করিয়া লইতে হইবে। তাহার দুইদিকে বগু কাট খণ্ড কু দিয়া আঁঠিয়া দেওয়া আছে। ইহার মধ্য দিয়া খিল দিয়া উপরের একটা স্টেট্ দেওয়া থাকে। তাহাতে ২ গাছা স্প্রিং সংলগ্ন। উপরের স্টেট্ খানার একটা হাণ্ডেল, বা হাতল্ দেওয়া থাকে। স্প্রিং দুইটির কোরে উপরের স্টেট্ খানা উঠিয়া পড়িবে। এখন অক্ষর দিয়া কম্পোজ করা চেয়ে আটা মাটিরটাকে যে কাঁদের পুক ডক্তার কথা পূর্বে বলা হইরাছে, তাহার জিতর দুকাইরা দিয়া হাণ্ডেলটা ধরিয়া চাপ দিলেই অক্ষরের উপর প্রবৃত্ত কাগজের উপর চাপ পড়িয়া ছাপা হইবে, হাণ্ডেল ছাড়িয়া দিলেই উপরের স্টেট্ খানা উঠিয়া বাইবে তখন মাটিরটা টানিয়া বাড়ির করিয়া কাগজ তুলিয়া লইয়া পুনরায় কাগজ দিয়া পূর্ন প্রথমত

ছাপিতে হইবে। উপরে একটা কাঠের প্রেসের চিত্র দেওয়া হইরাছে, পাঠক দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। ইহা দ্বারা হ্যাণ্ডবিল, কার্ড মাখিলা, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ছোট ছোট কাজ ছাপা যায়। কাঠের প্রেস যে উপারে প্রস্তুতের কথা বলিলাম, সেইরূপে লোহেরও প্রস্তুত করা বাইতে পারে। কলিকাতার বটু তলায় এখনও কাঠের প্রেসে ছাপা হয় অনেকে দেখিয়া থাকিবেন।

কাঃ সঃ

মেছেতার ঔষধ।

গাঙ্গে মেছেতা (Sun burn) হইলে মুখজী নষ্ট হইয়া যায়। বাহাতে মেছেতা না হইতে পারে তাহার উপায়। মোয়ে সুরিয়া আসিয়া যে জলে মুখ ও হাত ধুইবেন, সেই জলে ৬, ৭ ফোঁটা স্লিসারিন দিয়া মুখ ধোত করিলে মেছেতা পড়িবে না কিবা ৩৫ ফোঁটা স্লিসারিন হাতের তালুতে লইয়া ফোটা কতক জল দিয়া মুখে মাখিয়া তাহার পর মুখ জল দিয়া ধুইয়া ফেলিলে এ রোগ হইবে না।

পানীয় জলে ফোটা কতক নেবুর রস দিলে জলের মধ্যে কোন রোগ বীজ থাকিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। কলুরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের সময় এইরূপ ব্যবস্থা করিলে অনেক নিরাপদে থাকাই সম্ভব।

FOR THE LEISURE HOUR-

সমাজ-ড্রফ্ট।

(পদ)

কলীত্র বিলাত হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাড়ীভাড়া করিলেন; তিনি ধর্ম্মের সন্তান, আপনায় বলিতে সংসারে কেহ ছিল না; পল্লীগ্রামের এক ধর্ম্মান তত্ত্বলোক তাঁহার স্মৃতিরাজ্য ও বিভাভূষণ দেখিয়া, আপন এক মাত্র কল্লার সহিত তাঁহার বিবাহ সেন। বিবাহের পরে কলীত্র একরূপ খণ্ডনের অর্থেই বিভাশিকা করেন; বিলাত বাইবার সময় খণ্ডনের সহিত একটু মনোমালিন্য ঘটে; হনক্কেলন বাবু বিশ্বের উত্তরাধীকারিনী এককাজ কল্যাণ ক্রিয়ণ বালাকে ত্যাগ করিতেও পারিষিবেন না, অথচ কলীত্র বিলাত ফেরত হইলে সমাজে তাহাকে লইয়া চলাও সম্ভব নহে, কাজেই আত্মতার উচ্চ আশায় বাধা দিতে লাগিলেন। কলীত্র একজন বন্ধুর অর্থ সাহায্যে খণ্ডনকে লুকাইয়া বিশেষে গিয়া শিকালত করিলেন। সেখানে গিয়া ক্রিয়ণ ও খণ্ডনকে পত্রাদি দিতেন, এখন কিরিয়া আসিয়া একেবারে তাঁহারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্বোধ বোধ হইল, জাবিরা চিত্তিয়া পত্নীকে একখানি পত্র বিলেন।

কিরণের পত্র পড়িয়া বড় আনন্দ হইল, আনন্দে বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল, সে ঠাকুর ঘরে বেখানে মা সন্ধ্যা করিতে ছিলেন, তথায় গিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইল। মা সন্ধ্যা সমাপ্ত করিয়া বলিলেন, "কিরে কিরণ?" কিরণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "এই কলকাতা থেকে একখানা চিঠি এসেছে, দাবার যদি মত থাকে, তবে এই রবিবারে এসে আমাকে নিয়ে যাবেন।" তনিরা স্বামীর নরনে জল আসিল, এতদিন যে মেহ পুঙ্খলোকে বন্ধে লইয়াছিলেন, সে সংসার অন্ধকার করিয়া চলিয়া বাইবে? কিরণের মুখের দিকে চাইলেন, দেখিলেন,

তাহারও নরমে দুই বিদ্যুৎ অক্ষ বিদ্যালোকে চক্ৰবর্তী করিতেছে।

কিরণের মা রাজে স্বামীর আহ্বান করি-
বার সময়ে সমস্ত জানাইলেন, তিনি গুনিয়া
বিস্ময় মুখে বলিলেন, “সে কি ক’রে হ’বে ?
কিরণকে সেখানে পাঠাইলে আরও বাড়ীতে
আসিতে পারিব না। সমাজ আমাকে এক
ঘরে করবে।”

মা বলিলেন, “তা’লে ঘরে স্বামীর ঘরে
থাকবেনা ?” চরমোহন বাবু বলিলেন,
“কিরণের জন্মিক মক্ষা হ’বেনা। যদি মারা
হাউতে পারে, তবে তাকে পাঠিয়ে দাও।
এ সব কথা আমি অনেক দিন ধরেই
ভাবছি।”

দুইদিন ধরিয়া স্বামী জীতে এ বিষয়ে
অনেক কথা হইল, অবশেষে কিরণকে ডাকিয়া
পিতা বলিলেন, “কিরণ! জীলোকের
স্বামিই সর্ব্বব। কিন্তু এই বৃদ্ধ পিতামাতার
তুইই নরণের স্নিগ্ধ, তাকে ছেড়ে একদণ্ড
থাকিতে পারিব না। আমরা বতদিন আছি,
তুই এখানে থাক, আমাদের সুভার পর
স্বামীর কাছে বাস। আর যদি একান্ত যেতে
চাস, বাধা দিবনা, কিন্তু আমরা স্বামী জীতে
তা’লে পুখে পখে বেশে বেশে বেড়া’ব, ঘরে
আর থাকিব না।” বলিতে বলিতে তাহার
চক্ষে জল আসিল, গৃহিনীও অশ্রুত্যাগ
করিতেছিলেন। চরমোহন বাবু নতশিরা
কিরণকে আবার বলিলেন, “বল্ মা! তোর
মত জানতে উৎসুক হচ্ছি।” কিরণ নত
মুখে বলিল, “তবে বা’ব না।”

কিরণ স্বামীকে পত্র লিখিল, “সে বৃদ্ধ
পিতামাতাকে কেলিয়া বাইতে পারিতেছে না,
কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বেন তাহার ঘোব
না করেন, তাহার প্রাণটা সেখানে পড়িয়া
আছে। তাহার যে দু’ব কষ্ট হইবে, তাহা
কিরণের অবিদিত নহে, তিনি যেন আমার
বিবাহ করিয়া সুখী হন, তবে বেন অজা-
সিত্রীকে একটু মনে রাখেন, আর সুযোগ

যতে বেন এক এক বার গোপনে দেখা
বেন।”

পত্র পড়িয়া কনি সন্ধ্যায় বৃদ্ধিলেন, উত্তর
দিলেন, “বিবাহ করা। তাহার সাধ্যাতীত,
এখানে যেমন কিরণ একাকিনী থাকিবে,
সেখানে তিনিও সেদুপ একক থাকিবেন।
ভগবানের যদি দয়া হয়, তবে মিলন হইতেও
পারে। আর কিরণ বেন তাহার একখানি
কটো পাঠাইয়া দেয়।”

(২)

কিরণ পিতামাতার মুখ চাহিয়া রহিল
বটে, কিন্তু তাহার প্রাণটা সভাই কণির
নিকট পড়িয়া রহিল; হাতে কাজ করিত
আর অন্তরে সর্ব্বদা ফণিকে ভাবিত। এখন
তিনি আকস্মিক কাজ করিতেছেন, এখন তিনি
প্রাতে উঠিয়া চা খাইতেছেন, এখন শয়ন
করিয়া হস্ত আমার কথায় মনে করিতেছেন,
পতির সমস্ত সে বেন নথদর্পনে দেখিত।
না জানি তাহার কতই কষ্ট হইতেছে,
আকস্মিক হইতে আসিলে কে কথা কহিবে,
ঈশ্বরের দিনে ললাটে বর্ণ দেখিলে কে বাতাস
দিবে। দাস দাসীর হস্তে সেই অমূল্য রত্নের
সেবার ভার অর্পিত রহিল, আর এই দাসী
কোথায় পড়িয়া রহিল। স্বামীর আমার কি
মহত্ব, স্বয়ং কত রূপ পাইতেছেন, তথাপি
আর বিবাহ করিবেন না, কিরণের চক্ৰ
ভরিয়া জল আসিল। তিনি একটা এসেন্স
দিয়াছিলেন, অগ্নী বারি ফুটাইয়া গিয়াছিল,
শুভ্র ক্ষটিক আধারটা সে কত বস্ত্রে তুলিয়া
রাখিয়াছিল। তিনি একটি চম্পক পুষ্প
দিয়াছিলেন, প্রহ্নন শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু
কিরণ তাহাকে পরম বস্ত্রে তুলিয়া রাখিয়াছিল,
বাধ মধ্যে সজ্জ রাখিয়াছিল, পাঁচে অভ্রের
আবৃত্তে তাহার জীর্ণ দলগুলি বৃত্তচ্যুত হইয়া
পড়ে; স্বামীর প্রেম চিহ্ন মলিন কুহুমটিকে
বেধিয়া সে কতদিন অশ্রুজল ত্যাগ
করিয়াছে। এখনই প্রহ্ননকে হাতে লইত,
সেইটা বিবার দিনের কথাটা স্মরণ করিত;

প্রিয়তমের হাতের মুখ, সুন্দর দীর্ঘ উন্নত
দেহ, তবু নিবান স্বাধীনতার সেই মিলন
মুহুর্তটা দ্বারে আগমিত করিত। স্বামীর
অন্ত সমস্ত সমস্ত মন কেমন করিলে সে ছুটিয়া
আগিয়া ফুলটিকে দেখিত, এবং হস্তার বন্ধ
করিয়া, নয়ন বৃদ্ধি পাতিকে চিত্তা করিত।
আহা ও পারে তুমি, এ পারে আমি।
প্রেমিক প্রেমিকার সাধের মিলনে কে বাধা
দিতেছে। সংসার সমুদ্রে যে পুষ্প যুগল
পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরম সুখে ভাসিয়া
যাইতেছিল, নির্দয় তরঙ্গে তাহার বিচ্ছিন্ন
হইয়া পড়িয়াছে, আর কি সে প্রিয়জনকে
চরণে নিশিত হইতে পারিবে? ঐ যে তার্কিক
চিরবাহিত, গভীর প্রেমে আকুল আগ্রহে
তাহাকে আহ্বান করিতেছেন, সে ঐ সফল-
মুখ প্রেমিকের মেহপূর্ণ দ্বারে মিলিত হইবে,
কে বাধা দিতেছে! প্রসারিত করে, প্রেমপূর্ণ
দ্বারে ঐ যে মধুর স্বরে ডাকিতেছেন, “এস!
এস!” কেহ বাধা দিওনা গো! তাহাকে
বাইতে দাও।

কিরণ স্বতাবতঃ লজ্জা শীলা, সে পক্ষে
সহস্র মুখে এসব প্রেমের কথা স্বামীকে
জানাইত না, তিনি কাছে থাকিতে সে কখনও
ভালবাসার কথা তাহাকে বলে নাই, লোকের
নিকট এখনও কিছুই বলিত না, কিন্তু বৃত্তচ্যুত
কুহুম কলিকার ভার দিনে দিনে মলিন
হইয়া বাইতে লাগিল।

একদিন কিরণ স্বাধীনকালে পিতামাতার
পাকাচুল তুলিতেছিল, পরিচালিকা দূর্গা
আগিয়া একখানি পত্র দিল, কিরণ মধ্যে মধ্যে
স্বামীর পত্র পাইত, অজ্ঞ তাহার হস্তাক্ষর
দেখিয়া আনন্দে পত্র খুলিল, দেখিল তিনি
অতি কষ্টে লিখিয়াছেন, “আমার বড় অসুখ,
শীত্র আসিয়া শেব দেখা করিবে। কিরণের
মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। ঠাকুরমা
বলিলেন, “কি-য়ে, কার চিঠি?” কিরণ
কথা কহিতেও অক্ষম, কিরণের মা আসিয়া
“কনি ওঁকে টেলিগ্রাম করেছে, কিরণকে

নিরে উনি যেন বান, তার বড় অস্থখ!" বলিতে বলিতে চকু মুছিলেন।

ঠাকুর মা বলিলেন, 'হরমোহন কি বলছে?' বধু বলিলেন, তিনি বলছেন কিরণ গেলেও এদেশে কথা হবে, তিনি একবার লুকিয়ে গিয়ে দেখে আসবেন।" মা চলিয়া গেলে কিরণ কাদিয়া বলিল, 'ঠাকু'মা! আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে একবার বেতে দিন, না হয় ছ'ঘণ্টার জন্যও একবার যাই।' বৃদ্ধা গোষ্ঠীকে সাধনা দিয়া বলিলেন, "অস্থখ হয়েছে, সেবে-বা'বে, কাদিসুনি, আমি তোমার বাপকে বলছি, নিরে বা'বে এখন।"

* * * *

সেই দিনেই হরমোহন বাবু কস্তাকে লইয়া কলিকাতার গেলেন, প্রতিবাসী ও দাসদাসীদের কলকল হইল, তিনি কিরণকে লইয়া ভগিনীর বাড়ী নিমন্ত্রণে বাইতেছেন।

(৩)

একটা সুসজ্জিত কক্ষে ফণীজ চকু মুদ্রিয়া উইয়াছিলেন। হরমোহন বাবু কিরণকে লইয়া গেলে ফণীজ চাতিয়া দেখিলেন, তিন জনেরই চক্ষে জলধারা বহিল। শুশ্রূষাকারিণী নাস' প্রমীলা বলিলেন, "আপনারা দৈর্ঘ্য ধরুন, রোগীকে কাদা'বেন না। এর এখন আরোগ্যের খুব আশা হয়েছে, ভয় নাই।"

ফণীজ মুহূর্তের শব্দের নিকট মার্জনা চাহিল, হরমোহন বাবু পূজ্ঞেয়ে তাঁহার শীর্ণ বাহটা আপন বক্ষে লইয়া বলিলেন, "বাবা! সে কথা কি আমি এখনও মনে করে রেখেছি?"

কিরণ লজ্জা ত্যাগ করিয়া স্বামীর চরণে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, একটু পরে গৃহ নির্জন হইলে ফণী কিরণকে বলিলেন, "কিরণ! আমার কথা তুমি কি মনে করিতে?" কিরণের রুদ্ধ প্রেমোচ্ছাস শত মুখে উৎসারিত করিয়া দিয়া এই বছরদিনের বিরহ কাহিনী বর্ণনা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু লজ্জার কিছু বলিল না, কেবল

মন্তকান্দোলনে সজ্জা আনাইয়া মন্তকটা ককালসার স্বামীর চরণের উপর রাখিয়া অঙ্ক বিসর্জন করিতে লাগিল, অক্ষুটবরে বলিল, "তুমি?" ফণী বহু কষ্টে চরণ সরাইয়া বলিলেন "ও কি! এ দিকে এস, আমি যে তোমার মনে করতুম, তা'র চিত্র ঐ দেখ।" কিরণ দেখিল, মর্ম্মর নির্ম্মিত টেবিলের উপর, মৌপায় আকারে তাহার কটো রহিয়াছে, ছবির উপর ফুলের মালা শুকাইয়া রহিয়াছে, বোধ হয় ফণী প্রতাহই পুষ্পমালা দিতেন, এক ছড়া মণিযুক্ত খচিত নেকলেসও পরাণ আছে। স্বামীর প্রেমের পরিচয় পাইয়া কিরণের ইচ্ছা হইতেছিল, আপন হৃদয়ের রক্তে তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া দেয়।

কিরণ বলিল, "আমি আসিনি বলে তুমি কি রাগ করেছ?" ফণী বলিলেন আমি কি তোমার উপর রাগ করিতে পারি? তুমি যে পিতা মাতাকে ভক্তি করে নিজের স্ত্রী বিসর্জন দিলে, এ জগতে এ আদর্শ বিরল।"

ফণী শীর্ণ হস্তে কিরণের হাত ধানি লইয়া অনেক কথা বলিলেন, কিরণও কতক কথা বলিল। তাহার পর তাহাদের যাইবার সময় হইল, ফণী তাঁহাদের সেদিন থাকিতে অমুরোধ করিলেন, হরমোহন বাবু দেশের লোকের ভয়ে অসম্মত হইলেন। বিদায়ের সময় ফণী বলিলেন, "কিরণ! আমার কবে দেখা হবে?" কিরণ বলিলেন, "জগদীশ্বর যেদিন দয়্য করবেন। ফণী বলিলেন, "সে দিনের জন্য রোজ প্রার্থনা করো, আর আমিও করবো।"

(৪)

হরমোহন বাবুর দেশে খুবই আন্দোলন হইতে লাগিল, যে তিনি ও কিরণ ফণীজের বাড়ী গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের সংশ্রব রাখা হইতে পারে না।

গঙ্গার বাটে নামাবলী আটরিনা ভট্টা-ভগিনী বলিতেছিলেন, "কিরণের বর রোজ আসে, একদিন তোমার আমার সামনে পড়ল, আমরা দৌড়ে পালিয়ে গেল, রোজ রাজে

আসে, ফোরে যায়।" বহু গৃহিণী শিবপূজা করিতেছিলেন, তিনি বিষ পত্র হাতে লইয়া বলিলেন, কিরণও এখন জুতা পরে, গাউন পরে। ওমা! গেরস্তর মেয়ে, পূজা আছে! বিসর্জন দিয়ে এই সখ হ'ল? ঐ সব পাশে দেশে চালের দাম বেড়ে গেছে।" চট্টো-পাখার মহাশয়ের কস্তা মাখার তৈল দিতে দিতে বলেন, "ভাজটা বড় চুট, বাড়ীতে রাত দিন কাজ; একবার বা'র হ'লে রাগ করে। এই নাইবার ছুতা করে এসেছি, বলি কথাটা কি জেনে আসি, তা'হলে সব সত্যি?" বিন্দু দিদি বহুকাল ধরিয়া মালেরিয়া ভুগিতেছেন, তিনি মান করেন না, রোজ জল স্পর্শ করি-বার ছুতার আসিয়া এই সব সমালোচনা প্রভৃতি করেন, তিনি মালা জপা বন্ধ রাখিয়া বলিলেন, "সব সত্যি! আমার বাড়ীর কাছে, আমি শ্রুত কথা জানি, ঐ হরমোহন বাবুটা একেবারে গেছে, ওর বাড়ীতে রোজ পেরোজ রহুন ঝাড়া হচ্ছে, মুরগীর চাব করেছে; বাড়ী শুদ্ধ লোক খার। পূণ্য প্রয়াসিনী নারীগণ যুগ্ম থুথু ফেলিয়া নানারূপে নিন্দা-বাদ করিতে লাগিলেন। গঙ্গা বারি এই মহিলাগণের হৃদয়ের নীচতা ও সত্যবাদিতা দেখিয়া যুগ্ম কলকল রবে বহিয়া চলিতে লাগিল।

মুখোপাখ্যার মহাশয়ের বাহিরের ঘরেও আন্দোলন হইতেছিল, নিজের বাবু বলিতে-ছিলেন, "আর হরমোহন বাবুকে নিরে সমাজে চলা যায়? উনি ওর স্ত্রী, কস্তা সকলে সেখানে ১০১২ দিন থাকিয়া আহাতি করিয়া আসিলেন, আর কি এতে হিন্দুসমাজ থাকে?" মুখোপাখ্যার দেওরালের ছবিতে অঙ্কিত হুর্গার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "মা জননী! হুর্গতি হারিনী! লোকের কি যতি গতি করলে মা? আমার আমার ছেলে কলকাতার দেখে এসেছে, হরমোহন বাবুর মেয়ে আমাই ফিটনে চড়ে সাহেবী পোষাকে হাওয়া খেতে বাচ্ছে। ওদের নিরে আর চলা যায়?"

স্বামী নন্দিত্রী জন্মে খেটকখানার এই প্রভাব হইল, অতঃপর হরমোহন বাবু এক ঘরে হইলেন, তাঁহাকে লইয়া আর আহায়াদি হইবে না। শীঘ্রই ললিত বাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশন হইল, তাৎক্ষণিক হরমোহন বাবুর নিবরণ হইল না। অধিকন্তু লোকের হাসি ঠাট্টা ও অপবাদের আলাপ তাঁহার অধির হইলেন।

কিরণের ঠাকুর মা পুত্রের নিকট কাঁদিয়া বলিলেন, “হাঁ বাবা! এমন করে কি থাকতে পারা যায়?” পুত্র বলিলেন “আমি বুঝতে পারছি, যখন কণীর বাড়ীর থেকে আমরা গাড়ীতে উঠি, সেই সময় আমার পরম শত্রু চাটুর্ঘ্য দেখতে পেয়ে ছিল। সেই এসে প্রথমে আগুন লাগায়, এখন সে অগ্নি শত মুখে জ্বলে উঠেছে। তা’ বা’ক আমি আর কিরণ ছ’বটা কণীর বাড়ীতে ছিলাম, এততে যদি এত কথা হয়, তবে আর কি উপায় আছে? চল সকলে গিয়ে কলিকাতার থাকি। আর সমাজের মুখ চেয়েই প্রাণের কিরণ কণীকে কষ্ট দিচ্ছে, তা’দের নিয়ে ঘর সংসার করি। কিরণকে খন্তর বাড়ী পাঠাব, কণীকে যেমন জামাই আনব, আর আলাদা বাড়ীতে, তুমি, আমি তোমার বৌ সকলে থাকব। যেমন মেয়ে বাগের বাড়ী আসে, কিরণকে আনব।”

বুড়া বলিলেন, “হ্যাঁ বাবা! তা’হলে আমি গঙ্গা নাইতে পারব? হরমোহন বাবু হাসিয়া বলিলেন, “কেন পারবে না মা? অগদী-খরের ঢকে কেহ একঘরে নয়। হিন্দু-মুসলমান, খীটান, জৈন সকলে তাঁ’র চরণে বিশ্রাম পাইবে।”

জননী বলিলেন, “তা’ হলেই হ’ল, গঙ্গাটা নাইতে গেলেই আমার হ’ল।”

(৫)

কলিকাতার আসিয়া বতর বাটা ভাড়া করিয়া হরমোহন বাবু জী ও সাতাকে লইয়া

রহিলেন। কণী আরোগ্য হইরাছিলেন, কিরণ তাঁহার বাড়ীতে গেল।

কণী কিরণের হাত ধরিয়া বলিলেন, “দেখ মোজ আমি জৈবরের কাছে প্রার্থনা করিতাম, যেন শীঘ্র আমার তোমার সঙ্গে দেখা হয়। তবে দেখ, তিনি কত শীঘ্র আমাদের প্রার্থনা শুনলেন।”

কিরণ হাসিয়া বলিল, “হ্যাঁ! তিনি দয়া করে তা’ শুনেছেন, তবে এই হুঃখ যে, আমার বাপ মা এক ঘরে হয়ে রহিলেন, আর নিম্নুক লোকে আমাদের নামে অল্প নিন্দা রটিয়েছেন।”

কণী বলিলেন, “নিম্নুকের নিন্দার কি আসে যায় কিরণ? বড় বড় ধার্মিক মহাত্মা যা’রা পরের ভুল অম্মান বদনে প্রাণ বিসর্জন করেছেন, কি জৈবর প্রেমিক কি আজন্ম ব্রহ্মচারী, নিম্নুকের হাত তা’রা যখন ছাড়তে পারেন নাই; তখন আমরা ত সামান্ত লোক! ধর্ম পথে চল, জৈবরে বিশ্বাস রাখব, নামে কাজ করব, এতে যদি কেহ নিন্দা করেন, তা’তে আমাদের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।”

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন গাঢ় হইয়া আসিতেছিল, সন্ধ্যা গগনে নানাবর্ণের মেঘমালা পবনভরে গীত ধরিতেছিল, গৃহে গৃহে পুরনারীগণ শব্দ বাজাইয়া সন্ধ্যার আরতি করিতেছিলেন। অসংখ্য দীপমালা প্রজ্জ্বলিত হইয়া অন্ধকার দূর করিয়া স্তব্ধময় আলোক প্রকাশ হইল। বিবহ বিধুর জগৎ হুইটী মিলিত হইয়া, অগদীখরের শুভাশীর্ষাদ প্রার্থনা করিল।

কিরণবালা ও কণীজ মধ্যে মধ্যে হরমোহন বাবুর বাড়ীতেও ঘাইতেন।

সমাপ্ত।

শ্রীহেমলিনী মিত্র।

EXPERIENT'S ADVICES.

অভিজ্ঞের উপদেশ।

আকাঙ্ক্ষাতেই অভাবের দৃষ্টি, আকাঙ্ক্ষা কমাইলেই অভাবও কমিবে। “He lacks most, who longs most” অভাব বুড়াইতে হইলেই আকাঙ্ক্ষা কমাইতে হইবে, নিতম্বারী হইতে হইবে। নচেৎ অভাব অভাব বুড়িবে কেন?

পাখী ধরা পড়ে কাদে পা দিয়ে, আর মানুষ ধরা পড়ে কথা করে। মানুষ হাঁ কল্পেই দেশের খপর পাওয়া যায়।

তুমি সব বিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু ভোবামোহ প্রির হামবড়া লোককে কবচ সন্ধান করিতে পার, ইহা বিশ্বাস করিও না। একপ দান্তিক লোক হইতে সমস্ত নিরীহ লোকই হুঃখ থাকিতে চায়, নচেৎ অপমানিত হইয়া পড়িতে হয়।

Industry pays debt, but despair increases them” শিরে ঋণ পরি-শোধ করে, কিন্তু হতাশা ঋণ বৃদ্ধি করে, হা হতাশ করিয়া কি করিবে, প্রমত্ত হও, হুঃখ মোচনের উপায় করিলে তবেই ঋণমুক্ত হইতে পারিবে এবং সুখী হইবে?

কোন ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন “A good wife and health are a man's best wealth, অর্থাৎ স্বামী জী এবং সুস্থ শরীর এই দুইটা মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট ধন স্বরূপ। বাহার এই দুইটাই আছে, সেত রাজাধিরাজ অপেক্ষাও সুখী। সে দীন দরীজ হইলেও তাহার সুখ স্বর্গীয় এবং অসীম।

টাকা আর সময় এই দুইটাই বাছবের পক্ষে সমান মূল্যবান। যে লোক সময়ের অপব্যয়ী, সে টাকারও অপব্যয়ী।

ধার করা অপেক্ষা জর করাই ভাল। লওয়া অপেক্ষা বরং দেওয়াই ভাল বরং এক রাত্রি উপবাস দেওয়া ভাল, তথাপি ১০০ জন ডাক্তার ডাকা উচিত নয়।

"A good temper is the chief ingredient of happiness" খোসা মোজাজ সুখের প্রধান উপকরণ। দিব্যরাত্রি মোজাজ খারাপ করিয়া থাকিলে সুখের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তুমি গরম মোজাজ দেখাইলে কেহ তোমার কাছ দিয়াও বাইবে না। তখন তুমি সমগ্র জাতিটার উপর চটিয়া গিয়া নিজেই জলিয়া মরিবে। স্বভাবের কেমন প্রতিহিংসা বুঝেছ তাই? সুখী হইতে চাও ত সর্বদা সুখে চুপে হাসি মুখে দিন করটা কাটাইয়া যাও। তোমার ও গরম মোজাজে জগতে আসে যার কি?

পরিন্দা পরচর্চা পরপ্রত্যাঙ্গা এগুলি পরিত্যজ্য অভ্যাস। এগুলির কোনটাই তোমার কল্যাণের অধিকার নাই। বাহাদের আশ্রয়ার্থীরা জানে নাই, তাহারা পর পরিত্যজ্য হস্তক্ষেপ করিতে যার, আর অপহৃত হয়।

"True friendship is eager to give"—প্রকৃত বন্ধু দিতে চায়, কখন লইতে চায় না। সহরের বন্ধুনা কেবল লইতেই অভ্যস্ত—সরল পল্লীবাণী সাবধান হইলেও চকু লজ্জার কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। যেহেতুক তাহাদের ছাল পুরু বলিয়া চোখের পরদাও কিছু মোটা।

নিরীক থাকলে কার্যকেও খুঁজ করিবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু পাঁচ কথার লোকে চুটিয়া যায়। বেহেতুক নীতি জ্ঞান সকলের সমান নয়। কাজ কি কথার?

ইংরেজেরা বলেন, "Good and obstinate people make lawyers rich" অর্থাৎ বোকা আর জেদাল লোকে নিজের যথা সর্ব্বত্র ব্যয় করে পথের কাঙ্গাল হয়ে মোকদ্দমা করে, আর তাহার উকিলকে বড় লোক করে, সমগ্র ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর এত বোকাও অনিরাছে যে, তাহার একটা হিসাব দেওয়া কঠিন। ইহাদের মধ্যে ঘুম নাই, দিবসে শান্তি নাই—জানিনা এরূপ লোকের বাচিয়া সুখ কি?

যাহা আইন সঙ্গত, তাহাই যে সম্মান-স্বত্ব হইতেই হইবে, তাহার কোন মানে নাই। আইনে জিতিতে পার, কিন্তু তাহা তত্ত্বজনোচিত সঙ্গত-স্বত্ব কিনা সেটা তাবিয়া দেখা উচিত।

পরমহংসদেব বলেছেন, আলু বেগুন সিদ্ধ হলে যেমন নরম হয়, তেমনি সিদ্ধ ব্যক্তি নরম অর্থাৎ দীন ভাবাপন্ন হয়ে থাকেন।

সংবাদপত্র বা বিজ্ঞাপন দাতা

বিজ্ঞাপন দেওয়া বর্তমান সময়ের ব্যবসায়ের অতি আবশ্যকীয় উপাদান। ব্যবসায় বড় করিতে হইলে বিজ্ঞাপন দিতেই হইবে।

কাগজ ডালরূপে চালাইতে হইলে অর্থের আবশ্যক, অমনি হয় না। এদেশের বিজ্ঞাপন দাতাগণ বিজ্ঞাপন দেয় কমদরে, সুতরাং কাগজের উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে। এইজন্য এদেশের যে কাগজ ৩৪ হাজার ছাপা হয়, তাহাই বড় কাগজ বলিয়া গণ্য হয়। আমেরিকা এবং বিলাতে ৫০ হাজার হইতে

১ লক্ষ এবং ততোধিক গ্রাহক সংখ্যা। ১ লাইন বিজ্ঞাপন ১ বার ছাপা হইলে ৫০ টাকা ব্যয়। এক ইঞ্চি বিজ্ঞাপন ২০ টাকাও একবার ছাপিতে ব্যয় হয়। তাহা দিলেও একবার ১ ইঞ্চি বিজ্ঞাপনে হাজার হাজার অল্পসঙ্খ্য-নের চিঠি আসিয়া পড়ে। বিলাতে ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনের দাম দিতে কাতর হয় না। ও দিকে কাগজের আর বাড়িলে ভাল বিষয় নির্বাচন হইয়া প্রকৃতই সুপাঠ্য এবং অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে সংবাদপত্র ব্যবসায়ীকে এবং ব্যবসায়ী সংবাদপত্রকে সাহায্য করিয়া পরস্পরের শ্রীযুক্তি করিতে থাকে। বিজ্ঞাপন দিয়া তাহাদের অর্থের সার্থকতা হয়; আর এখানে নিজের খেয়ালে নিজের খেয়াল বৎকিঞ্চিৎ বাহা দেওয়া হয়, কাগজ ওয়ালাদের দীনতা ঘুচেনা, কাজেই উন্নতিও হয় না।

প্রাধান্যকার বিজ্ঞাপন দাতা গ্রাহক সংখ্যা দেখিতে চায়—সংবাদপত্রের বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখে না।

কাগজে যদি পাঠ্য বিষয় ভাল থাকে—তাহা হইলে একখানা কাগজ বেশ কুড়ি জনে পড়ে। ছাপা কত ইহা লক্ষ্য নহে, পাঠকসংখ্যাই লক্ষ্যের জিনিস; সেটা বিজ্ঞাপনদাতাগণ ভুলিয়া যান। এই খানেই গলদ হয়। এদেশের ব্যবসায়ীর সে ক্ষমতাও নাই—এটা যে ভাবিতে হয়, তাহা মোটেই জানেন না। জনৈক অতি বড় আমেরিকান বিজ্ঞাপন দাতা বলিয়াছেন :—

ছোট—যাহা সহজে উলটাইয়া পাল্টাইয়া পড়িতে পারা যায়, এমন কাগজ বিজ্ঞাপন দাতার সুবিধা জনক। বড় কাগজের বিজ্ঞাপন কদাচিত পঠিত হয়। একবার কাগজ খুলিয়া পাঠ্য পড়াই দায়, তা বিজ্ঞাপন ত পরের কথা। কাজেই অর্থ ব্যয় অবিকল হয়, কিন্তু আসল টাকাও উঠে না।

মাসিক পত্রিকার বিজ্ঞাপনকারী এবং অন্যান্য সাপেক্ষ, আমি তাহাই অধিক ব্যবহার করি, দৈনিক কাগজে কদাচ বড়

হুগলি একজিবিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর অন্ত ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন।

বিজ্ঞাপন দিই না, কারণ সমরাস্থানে পঠিত হয় না—হোট কম কথার বিজ্ঞাপন দৈনিকে জাল, অথবা খুব বড় বিজ্ঞাপন ও ভাল। সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বিস্তারিত হওয়া মন্দ হয়। ৭ দিন পঠিত হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু কাগজ আমি নিজে আগে পাঠ করিয়া দেখি। যে কাগজে সাধারণ আবশ্যকীয় বিষয় অধিক, আকৃতিতে সুবিধা জনক, সুখ পাঠ্য বিষয় নির্বাচন ভাল—তাহা আমার নিজের পড়িতে যেমন সুখপ্রদ অপরেরও সেইরূপ হইবে এইরূপই আমার বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসে আমি প্রায় অর্ধশতাব্দী কাজ চালাইয়া আশাভীত সুফল পাইয়া থাকি।

বিজ্ঞাপন দেওয়ার যে ব্যবসায়ের উন্নতি হয়, ইহা আমি বিশ্বাস করি। বাহা কিছু ছাপা হয়, তাহা পঠিত হয়, এমন কি রাস্তার ছেঁড়া ছাপা কাগজ পড়িয়া থাকিলেও বখন লোকে তাহাতেও দৃষ্টি নিব্বল্য করিয়া পড়ে, তখন সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন লোকে কেন পড়িবে না?

আমি মনে করি, ব্যবসায়ীর নিজের অমনোযোগিতাই তাহার সর্বনাশের অন্য অধিক দারী, কাগজের দোষ নহে। কাগজকে আমরাই বড় করিতে পারি, ভারমত মূল্য দিলে, স্বেচ্ছায় বিজ্ঞাপন পরিবর্তন করিলে বিজ্ঞাপনে সুফলই হইয়া থাকে, নচেৎ কতিপয় হইতেই হইবে।

পাঠক! কথাগুলি প্রকৃত ব্যবসায়ীর কথা নহে কি? কিন্তু দেখাইলে কি হইবে; এদেশে এসকল উপদেশ অরহে রোগনের জ্ঞান। ব্যবসায় বুজিই যাহাদের নাই, তাহার ব্যবসায়ের এই কুটনীতি কেমন করিয়া ধারণা করিবে? বাহারা বুঝে—তাহারা নিশ্চয়ই উন্নত ব্যবসায় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

HOMEOPATHIC NOTES

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা তথ্য।

পুরাতন শিরশীড়া এবং মস্তকঘূর্ণনে ক্যানাবিসের আশ্চর্য্য ক্রিয়া।

একজন গোরালার বয়স ৩০ বৎসর, সর্দি এবং জরের অন্ত আলোপ্যাথিক চিকিৎসা করার, জ্বর সারিয়া যায়, কিন্তু শিরশীড়া ও মাথা ঘোরা যায় না। ২ বৎসর অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আলোপ্যাথিক চিকিৎসার কিছু হয় নাই। হোমিওপ্যাথিক মতে ২৪ দিন চিকিৎসা করা হইলেও রোগের উপশম হইল না, ইহাৎ রোগী এক দিন বলিয়া ফেলিল যে, “আমার বোধ, হইতেছে আমি এত হালকা হইয়াছি যে, শয্যা হইতে উঠিয়া উড়িয়া যাইতে পারি” আমি তাহাকে Cannabis indica 3 x. ৩ ডোজ দিয়াছিলাম, ইহাতেই রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছিল।

ডাঃ গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষণভেদে লঘুবোধ এখন মানসিক অবস্থার কোন তথ্য খুলিয়া পাই না। ক্যানাবিস ইতিহার রোগী, সদানন্দ সামান্য কারণে উচ্চ হাস্য করে, শিরশীড়া থাকে, মাথার মধ্যে যেন একবার খুলিতেছে ও মুক্তিতেছে এমন বোধ হয়, মাথা ঘোরাও থাকিতে পারে, কিন্তু রোগীর নিজের উড়িয়া যাইবার মত কোন লক্ষণ দেখিতে পাই না। পরীক্ষার অবসর পাইলে পরীক্ষা করা উচিত।

নানাকথা।

ইজিপ্টে প্রাচীন সম্ভাভা।—সমস্ত সম্ভাভগতই ইজিপ্টের ব্যাপার স্বপ্ন দৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতি দেবী ইজিপ্টের প্রাচীন কীর্তি কলাপ সময়ে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে ব্রিটিশ ক্রুজ অফ আর্কিওলজি ইন ইজিপ্ট নামক একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল; এই প্রদর্শনীতে ৭,০০০ বৎসর পূর্বের

পুরাতন দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছে; ইজিপ্টের কেইরো নগরের ৩৫ মাইল দক্ষিণে একটি সমাধিক্ষেত্রে কতকগুলি গৃহস্থ দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইজিপ্টের প্রাচীনমন্টিক্স নামক রাজধানী সংস্থাপনের পূর্বের কোন রাজধানীতে এই সমাধিক্ষেত্র ছিল। পিরামিড নির্মাণের পূর্বে এই স্থানেই রাজধানী ছিল। ৭,০০০ বৎসর পূর্বের সম্ভাভা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তখনকার গৃহস্থ তৈজস বর্তমান যুগের তৈজসের সম্পূর্ণ অল্পরূপ। তখনকার বস্ত্রাদি, খুড়ি, চুবুড়ি, শয্যা, শবধার সম্পূর্ণ বর্তমানের জায় ছিল।

ধাতব পাত্র সহজে পালিশ করিবার উপায়।—সাধারণ প্রস্তরের অতি ক্ষুদ্র চূর্ণের সহিত তারপিন তৈল মিশ্রিত করিয়া কাঁচের জার করত ধাতব পাত্রে লাগাইলে পাত্রে গায়ে “কলক” বা অক্স দাগ (oxides or sulphides) বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠিয়া যায়। এই মিশ্রিত পদার্থ দ্বারা পাত্রটি মার্জিত করিয়া পাত্রে গায়ে হইতে ইহাকে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিয়া অতঃপর শুষ্ক কাপড় বা ভেলভেট দ্বারা বসিয়া লইলে পাত্রে বর্ণ বেশ উজ্জ্বল হয়।

কাচের তত্ত্ববতার অপনোদন।—কাচ একরূপ ভঙ্গপ্রবণ কেন? কাচের উত্তম উপাদান সমূহকে সহসা শীতল করা হয় বলিয়াই কাচ একরূপ ভঙ্গুর হয়। বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন যে, কোন পদার্থ ক্রমাগত নাড়াচাড়া করিলে তাহার অণুগুলি ক্রমশঃ নূনতম তাপে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। কাচেও এইরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায়। যদি সাধারণ লবণের ক্রীণ জলীয় দ্রাবণে কাচকে ফুটাইয়া লওয়া হয়, অতঃপর অতি ধীরে ধীরে শীতল করা হয়, তাহা হইলে ইহার অণুগুলি একরূপ ভাবে সঙ্কীর্ণ হয় যে, কাচের তত্ত্ববতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। সাধারণ কাচের পাত্র একরূপ ভাবে ফুটাইয়া লইলে ইহাধের আবহার ততটা কঠিনক হয় না। বিঃ

কৃষি কথা ।

পাটের আয় :—বিগত ১৯০৭-০৮ খৃঃ অব্দে, সমগ্র ভারতবর্ষে ৩৮,৮৩,০০০ একর জমিতে পাটের চাষ করা হইয়াছিল। তৎপরবর্তী বৎসরে ২৮,৩২,৭০০ একর জমিতে পাটের চাষ হয়। এবৎসরও প্রায় উনত্রিশ লক্ষ একর জমিতে পাটের বীজ বপন করা হইয়াছিল। মোট যে পরিমাণ পাট জন্মে, তাহার ৮০.৪ ভাগই পূর্ববঙ্গে ও আসামে এবং অবশিষ্টাংশ পশ্চিম বঙ্গের নানা স্থানে উৎপন্ন হয়। বিগত ১৯০৭-০৮ খৃঃ অব্দে প্রায় ২২ কোটি টাকার পাট পূর্ববঙ্গ ও আসাম হইতে রপ্তানি হইয়াছে। এই হিসাব দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পাটের চাষে পূর্ববঙ্গ ও আসামের কৃষকেরা বার্ষিক প্রায় ২২ কোটি টাকা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পশু-পালনের ব্যবস্থা—পঞ্জাব গবর্ণমেন্ট মন্টগোমারী জেলার জুইজন জমিদারকে, পশুপালন ও পশুসংরক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে, জুই হাজার বিঘা জমি ইজারা দিয়াছেন। পঞ্জাবের কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর এই স্থানে উৎকৃষ্ট জাতীয় পশু-উৎপাদন-কার্যের তত্ত্বাবধান করিবেন।

তুঁতের চাষ—এই প্রদেশের কোন কোন স্থানে কি পরিমাণ তুঁত বৃক্ষের চাষ হয়, তাহার হিসাব নিয়ে প্রস্তুত হইল :—

স্থানের নাম	...	স্থানের পরিমাণ।
মালদহ	...	৬৯,০০০ বিঘা।
রাজসাহী	...	২৪০০ "
বগুড়া	...	৩২০ "

সরিষা ও সরিষার তৈল—এই প্রদেশ হইতে প্রতিবৎসর যে পরিমাণ সরিষা রপ্তানি হয় এবং এই প্রদেশে যে পরিমাণ সরিষার তৈল আমদানী হইয়া থাকে, নিয়ে তাহার হিসাব প্রস্তুত হইল :—

স্থানের নাম	রপ্তানি	আমদানী।
আপার আসাম	৮৯,১২ মণ	১১৪৮৩ মণ
লোয়ার আসাম	১৩০৪২০ "	১১৪৫১ "
সুরমাভেলি	১৭৫৫ "	২৮৭৯৮ "
বরিশাল	১০৬১১ "	২২৩৫৫২ "
রাজসাহী	২৬৭২ "	২৭২৫৪ "
ঢাকা	৪৩৩৬ "	১২,৩৮২ "
ত্রিপুরা	২২৭ "	৩২৫৫৪ "
চট্টগ্রাম	০	১৮১২ "
মোট	২৪৯০৮৫	৫২৭২৩৩

রপ্তানির অবিকারিত আসাম হইতেই হয়। পূর্ববঙ্গের সরিষা চাষের যে কিয়দংশ অবশিষ্ট হইয়াছে, তাহা উপরের হিসাব দৃষ্টে সন্নিবেহিত হয়। দশবৎসর পূর্বেও আমদানী অপেক্ষা রপ্তানির পরিমাণ এত কম ছিল না।

only For the Readers of "Businessman."

STOP Bawling out & getting angry.
SAVE Brains and Temper.
TIME Saved money saved.



This Electric Call Bell Set

Will call your people from any distance within your compound by your simply pressing the Button on your side, 40 feet, double wire, is provided in the set. The Set is sent ready connected & with full clear instructions. Even a boy can fit it up with ease.
Guaranteed perfect and Satisfactory
The complete set
Rs. 6 only POST FREE.

GIVEN AWAY !

GIVEN AWAY !!

ABSOLUTELY FREE !

This Electric pocket lamp



Storm & Water Proof, * requiring no matches or oil, and absolutely dangerless is given away absolutely free to every purchaser of our above mentioned ELECTRIC CALL BELL SET. Offer go only for a short time. Just press a button

and get a dazzling flood of light in front of you. Superior

No. 7 Rs 2/8 Post Free.

write at once.

The Lamp alone
Rs. 1/8 only POST FREE.

wanted Agents everywhere,

The articles could be seen working in the "Businessman" office and orders placed with them for the same.

ELECTRIC CO., Dept. B. Camp KARACHI.

THE BUSINESSMAN.

কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য বিষয়ক
সচিত্র গাহ'স্থ্য মাসিক পত্র।

Edited By S. P. Chatterjee.

৭ম বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

New Series.
June 1913.



নূতন সংস্করণ।
জুন ১৯১৩।

Vol. VII.
No. 6.

বিশেষ দৃষ্টব্য।

প্রায় ৩০শের মধ্যেই আমরা “কাজের লোক” বাহির করিতে চেষ্টা করি, এবার শরীর অনুহ হওয়ার প্রস্তুত কাগজ বাহির করিয়া বাইতে অকম হইয়াছিলাম। পাঠক-গণ বিলম্বের অন্ত অনেক পত্র লিখিয়া তাগিদা দিয়াছেন, তজ্জন্ত ক্ষুদ্র হইতে হইয়াছে। কিন্তু উপায় ছিল না।

আরও কথা, পাঠ্য প্রবন্ধের উপকরণ বহু কষ্টে সংগ্রহ করিতে হয়। তাগাত সময় সাপেক্ষ। কোনক্রমেই সেই অন্য কথা সময়ে বাহির হইয়া উঠিতেছে না। ইহা নিশ্চয় আমাদের জন্য সন্দেহ নাই।

বিশেষ

“কাজের লোক” সম্পাদক

Bogus Insurance Companies.

ঝুঁটা—ইন সিয়োরেন্স কোম্পানী।

ইনসিয়োরেন্স বা জীবনবীমা কোম্পানী এখন কলিকাতা এবং পল্লী গ্রামের যেখানে সেখানে—কেহ একটাকা, কেহ ১০ আনা পর্যন্ত প্রিমিয়মে জীবন ও বিবাহ বিমা করিয়া জন সমাজের সর্বনাশ করিতেছেন—প্রতিকারের কোন উপায়ই হইল না! ক্রমে ক্রমে এই সকল প্রতারক ইনসিয়োরেন্স কোম্পানীর এজেন্টস্‌গণ পল্লীগ্রামও ছাইয়া কেলিল। এজেন্টস্‌গণ ঠিক আড় কাটার মত নিরীহ নিরীক্ষণ গ্রামবাসীগণকে বাক্য বাণীর আবহ করিয়া সর্বনাশ করিতেছে,

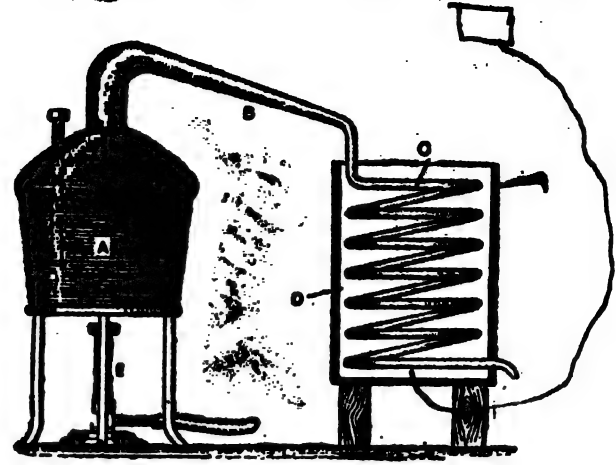
এইরূপ সংবাদ প্রতিনিয়তই শুনিতে পাওয়া যায়।

জীবনবীমা ভাল আদর্শেই করা উচিত, করিবার আগে অনেকই ভাবিতে হয়। কিন্তু কেমন করিয়া যে অজ্ঞাত কুলশীল—অজ্ঞাত স্থানের জীবনবীমা কোম্পানিকে লোকে বিশ্বাস করে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। গবর্ণমেন্টের আও প্রতিকারের অন্ত মনো-যোগ দেওয়ার আবশ্যক হইয়াছে।

এত ইনসিয়োরেন্স কোম্পানী হঠাৎ কেন হয়, সে সকল কোম্পানীর অবস্থা কিরূপ, এগুলি গবর্ণমেন্ট হইতে না দেখিলে প্রতিকারের উপায়ও নাই কেবল নিরীহ লোকে মারা বাইতেছে। আমরা অনেক গুলি ইনসিয়োরেন্স কোম্পানীর বিরুদ্ধে নানা কথা শুনিতেছি, আবশ্যক হইলে পত্রগুলি প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

সং ইন্সিয়ারোল কোম্পানী দ্বারা
জাতীয় ধন বৃদ্ধি হইয়া জাতীয় উন্নতি হইতে
থাকে, প্রত্যেকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে এ দেশে
এরূপ ভাল ব্যবসার বানিয়ে আর কেহ
অর্থভ্রষ্ট করিবে না, সুতরাং এরূপ প্রত্যেক-
গণকে সংযত না করিলে দেশের লোকে
আর ইন্সিয়ারোলের নাম পর্যন্ত যুগে
আনিবে না। দেশের প্রত্যেক লোকের একান্ত
আলোচনা করিয়া গবর্ণমেন্টের মনোযোগ
আকর্ষণ করা উচিত। যৌথ কারবারে লোকে
অনেক স্থলে অর্থভ্রষ্ট করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত
হইয়া যেমন এখন আর কেহ সেদিক দিয়াও
রাইতে চাহে না, ক্রমে ক্রমকালি প্রত্যেক
কোম্পানী দ্বারা এ কাজেরও সেই দশা
হইবে।

অতাবেই স্বতাব নষ্ট হইয়া যায়। এদেশে
লোকে পেটের দায়ে স্বাভাতি ও স্বদেশবাসী-
কেও মারিয়া তাহার শোণিত পানে কুণ্ঠিত
হইতেছে না। এসকল শিক্ষিতের প্রত্যাহা
অশিক্ষিতের ধরিবারও সাধ্য নাই। সাধা-
রণের হঠাৎ বড়লোক হইবার প্রবৃত্তিও এই
সকল প্রত্যাহা কোম্পানীর উৎসাহ দাতা
সন্দেহ নাই এবং সেই উৎসাহেই এত
জীবনবীমা কোম্পানী বাড়িতেছে। সেইজন্য
সাধারণকেও অগ্ররোধ, তাঁহারা যেন বিশেষ
অগ্রসন্ধান না লইয়া জীবন বীমার ফাঁদে
না পড়েন। ভাল কোম্পানী হইলে বীমা
করিতে কোন আপত্তিই হইতে পারে না।
কিন্তু কলিকাতা সহরে যেখানে সেখানে
জীবন বীমার সাইন বোর্ড দেখিয়া আমতা
হাঁসি মাত্র। চাল নাই, চুলো নাই, অনারাসে
ইন্সিয়ারোল কোম্পানী হইয়া বসে। রাজ-
ধানীর বুকের উপর বসিয়া এই সব চলিতেছে
কেহ দেখিয়াও দেখে না। অথাক কাণ্ড
নয় কি?



Home Industries.

গার্হস্থ্য শিল্প।

Distilled water
and

how to manufacture it.

পরিষ্কৃত জল ও প্রস্তুত
প্রণালী।

ডিসটিলড ওয়াটার বা পরিষ্কৃত অর্থাৎ
চোলাই করা জল বিত্তম্ব এবং হাল্কা, এই
কারণে নানাপ্রকার কার্যে ইহা ব্যবহৃত
হয়। ডাক্তারখানার ঔষধ প্রস্তুতের কার্যে
ইহার অতিশয় ব্যবহার দেখা যায়। ইহার
নাম ডিসটিলড ওয়াটার (Distilled
water) বা চোলাই করা জল। জলকে
ভাটিতে চড়াইয়া অগ্নির উত্তাপে বাষ্পাকারে
পরিণত করতঃ তাহাকে শীতল করিয়া এই
ডিসটিলড ওয়াটার প্রস্তুত করা হয়।

বাজারে এই পরিষ্কৃত জলের এক বোতল
১০ আনার বিক্রয় হয়। সুতরাং দুগুবান এবং
ঠোঁহা প্রস্তুত করিয়া ব্যবসার করাও চলে।
এই জল ইহার প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে আল
আলোচনা করা মন্দ হইবে না।

উপরে যে চিত্র প্রদত্ত হইল, তাহাই
ডিসটিলড ওয়াটার প্রস্তুতের যন্ত্র। এখন
এই চিত্রটিকে পাঠকগণকে বুঝাইয়া দিলেই
সমস্ত বিষয় বুঝিতে সক্ষম হইবেন। চিত্রের A
চিহ্নিত গোলাকার কেটলীটির মত যে পাত্রটি
দেখিতেছেন, এইটি ভাটি, ইহার মধ্যে সাধা-
রণ জল দেওয়া হয়, এই জল হইতেই পরি-
ষ্কৃত জল বাষ্পাকারে B চিহ্নিত বকবক বা
বক্রনল দ্বারা গিয়া D নামক চতুর্কোন পাত্রে
মধ্যে যে কুণ্ডলীকৃত C নল দেখিতেছেন,
তাহার মধ্যে চলিয়া যায়, একথা পরে
বুঝাইব। এখন ভাটির দিকটাই বুঝা-
ইতেছি।

B চিহ্নিত পাত্রটি ভাটি, ইহা একটা
লৌহের ক্রেমে উচু করিয়া বসান আছে।
এই পাত্রটি লৌহ বা তাম্র নির্মিত হইতেও
পারে। ইহার মধ্যে সাধারণ জল দিয়া
নীচে যে E চিহ্নিত জিনিসটি দেখিতেছেন,
এটি একটা ল্যাম্প—ভাটির নীচে দেওয়া
হইয়াছে। ইহাকে আলিয়া দিলে ভাটির জল
উত্তপ্ত হইয়া পরম হইয়া বাষ্প হইতে থাকিবে।
ল্যাম্প না দিয়া করলা বা কাঁচের আল দিলেও
ক্ষতি নাই, জল উত্তপ্ত করা লইয়া কথা।

ভাটির উপরে B চিহ্নিত বাকী মীল দিয়া
চতুর্কোন পাত্রের মধ্যে ঢুকিয়া কুণ্ডলীর
মত দিয়াছে, সেবে ঠিক জলের কলের

হুগলি একজিভিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্য ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন।

মুখের মত একটা বাহির হইয়াছে, ইহার নীচে কাচপাত্র বধা বোতল বা কাচের জার দিয়া ডিস্টিলড বা চোলাই করা জল ধরিয়া বোতলে পুরিয়া শীতল মোহর করিয়া বিক্রয়যোগ্য করা হইয়া থাকে। C চিহ্নিত চতুর্কোণ পাত্রটি লৌহ বা মাটির হইতে পারে, ইহা সর্বদাই শীতল জলপূর্ণ। ইহার মধ্য দিয়া D চিহ্নিত কুণ্ডলীকৃত নলটা রখিয়াছে, বলা বাহুল্য, এই পাত্রের জল কোন ক্রমেই ঐ নলের মধ্যে প্রবেশের সম্ভবনা নাই। এই স্থানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল।

যে চতুর্কোণ পাত্রের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে অর্থাৎ বাহার মধ্য দিয়া কুণ্ডলীকৃত নল গিয়াছে, ইহার মধ্যে আধুনিক প্রক্রিয়ার বাহাতে ক্রমাগত শীতল জল দেওয়া যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। নচেৎ বাষ্পের উগ্রতায় জল গরম হইয়া উঠিলে কুণ্ডলীকৃত নলের মধ্য দিয়া যে বাষ্প যাইতেছে, তাহা জলে পরিণত হইতে পাইবে না। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ঐ নল মধ্যস্থ বাষ্পকে জলে পরিণত করা। কিন্তু উত্তম বাষ্প শীতল না হইলে কখন জলে পরিণত হয় না। সেই জন্যই এই পাত্রে শীতল জল দেওয়া আবশ্যিক। এই জলকে ক্রমিক শীতল রাখিতে হইলে, ইহার মধ্যে একটা টিনের নল একে-বারেই তলা স্পর্শ করিতে পারে, এরূপ বন্দো-বস্ত করিতে হইবে, গরম জল স্বভাবতই লঘু, সে নিশ্চয়ই শীতল জলের উপরে থাকিবে, সেইজন্য এই নলটা তলস্পর্শ করিলে ইহার মধ্য দিয়া জল ঢালিলে তাহা গরম জলের নীচেই পড়িবে এবং গরম জল উপরে উঠিবে। এ দিকে গরম জল বাহির হইয়া পড়িবার বন্দোবস্তও চাই। সেই জল যে ধারে ডিস্টিল্ড ওয়াটার ধরিবার পাত্র থাকিবে, সেই পাত্রের বিপরীত দিকে ঐ চতুর্কোণ পাত্রের উপরে একটা ছোট নল, পাত্রে ভিজ করিয়া লাগাইয়া দিলেই উক্ত জল সেই দিক দিয়া বাহির

হইয়া যাইবে, এবং পূর্বোক্ত নল দ্বারা অসার্যসে শীতল জল সরবরাহ করা চলিবে, এখন বুঝিয়াছেন। আরও এখন বুঝুনঃ—

ভাটীর জল গরম হইয়া বাষ্পাকারে বাঁকা নল দ্বারা C চিহ্নিত শীতল জলপূর্ণ পাত্রে প্রবেশ করিল। ভাটীর গরম জলের বাষ্প, নিশ্চয়ই গরম, কিন্তু সেই বাষ্প বহন শীতল জলপূর্ণ কুণ্ডলীকৃত নলের মধ্যে যাইবে, তখনই শীতল হইয়া জল রূপে পরিণত হইয়া যাইবে ইহা স্বাভাবিক। এই বাষ্পজাত জলট— “ডিস্টিলড ওয়াটার”

ভাটীর মধ্যেও একটি ক্ষুদ্র নল থাকে, এই নলের মুখে দেখিতেছেন, একটা প্যাচ ওয়ালা মুখ আছে, এইটা দেওয়ার তাৎপর্য্য, যদি ভাটীর জল কম হয়, তাহা হইলে এই নলের প্যাচ খুলিয়া জল দিলেই হইবে, ভাটী নামাইবার আবশ্যক নাই। এমন বন্দোবস্ত না থাকিলে ভাটী নামাইতে হইত, এবং সমস্ত খুলিয়া জল দিতে হইত। এই ডিস্টিল্ড ওয়াটার যাঁরা প্রস্তুত করেন, তাঁহারা কেবল একটা খালি বোতলে পুরিয়া কর্ক বন্ধ করিয়া এইরূপ লেবেল দিয়া ডাক্তার খানার বিক্রয় করেন। মূল্য প্রতি বোতল ১০ আনা মাত্র। মেঘের জলও এই জলের সমতুল্য। কিন্তু বিস্তৃত ভাবে ধরিবার উপায় নাই। নানা-রকম ঔষধ, এসেন্স প্রস্তুত করিতে ইহার আবশ্যক হইয়া থাকে। ইহাও একটা উপার্জন পন্থা।

বাহাদের অর্থের আবশ্যক, তাহারা এই জলি বুঝে করিবার চেষ্টাও করে— বুঝিয়াছেন? এইরূপ এতকণ লিখিলাম। দেশের হুভাগ্য, দেশের লোকে শিক্ষণিকার প্রয়াসীও নহে, শিক্ষার পুস্তক এবং সংবাদ পত্রের আদরও নাই। আয়াসী প্রাণ, শুদ্ধ আয়াসের পুস্তকাদিই ভালবাসে। প্রেমগীতি উপভাস, গল্প গুজবের মদিয়ার মজিবা থাকিতে চায়। পেটের ভাতের সকলের সংস্থান

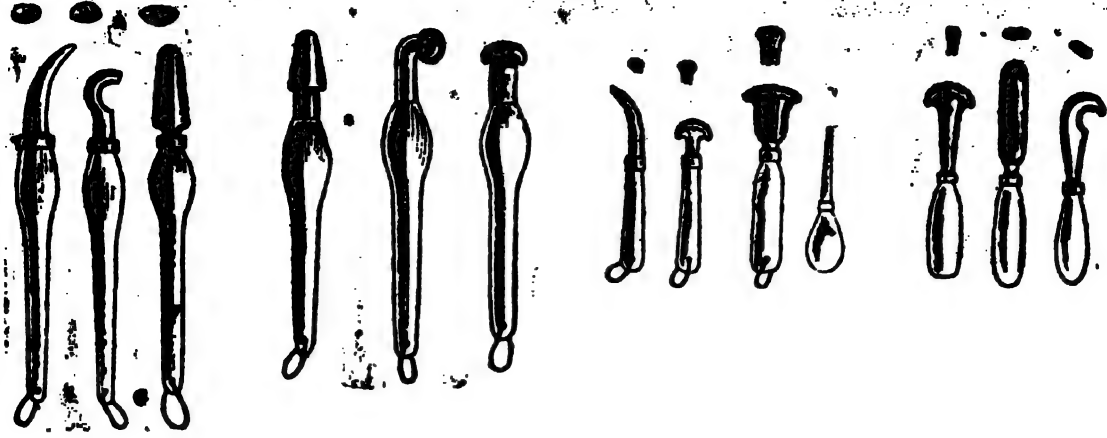
থাকিলে সাহিত্যসেবার অছিলায় এরূপ আয়াস ভোগ সম্ভব হইতে পারিত বটে, কিন্তু অগকটে দেশের শিল্প বাণিজ্য যে লুপ্ত প্রায় হইয়া যাইতেছে, এইখানেইও বড় মূল্য। সং সাহিত্য, লেখার মত লেখা সকলেরই আদরের সামগ্রী সম্ভব নাই, কিন্তু ক্রমাগত অসার গল্প ও উপভাস পড়ারই নাম কি সাহিত্যসেবা? দেশের প্রকৃত সাহিত্যিকগণই তাহার বিচার করি-লেই ভাল হয়।

দেশী মার্কিং ইঙ্ক

বা ধোপার কালী।

কাপড়ে মার্কি করিতে হইলে অর্থাৎ নাম লিখিতে হইলে ভেলার কালী দ্বারা সহজে অথচ স্থলভে তাহা সুসম্পন্ন হয়। ধোপার ভেলাতে ছুঁচ ফুটাইয়া কস বাহির করিয়া কাপড়ে লেগে, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। কিন্তু প্রচুর কস বাহির করিয়া শিশিতে পুরিয়াও বিক্রয় করিতে পারা যায়, সেইরূপ কস বাহিরের প্রণালীই বলিতেছি। ভেলার দোষ, ইহার আটা হাতে লাগিলে ক্ষত হইতে পারে, ইহা দিব্যজ্ঞ জিনিস।

কস বাহির করিতে হইলে একটা জল পূর্ণ হাড়িকে চুলায় চড়াইয়া তাহার মুখে এক-খানা জাকড়া দিতে হয়, সেই নেকড়ার উপর ভেলাগুলিকে দিয়া যেক্রমে মেরেয়া পিষ্টক ভাপায়, সেইরূপে ভাপাইয়া লইয়া একটা সাঁড়াসী দ্বারা প্রত্যেকটিকে চাপিয়া ইহার কস বাহির করিতে হয়। এই কস এক ড্রাম শিশিতে পুরিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে। ভেলার কালী সহজে উঠে না। পেনে করিয়া লইয়াও কাপড়ে দাগ দেওয়া যাইতে পারে।



Electro-plating. গিল্টির কাজ বাণিসার।

(শেষাংশ)

গত বারে আমরা বাণিসারের কথা বলিয়া-
ছিলাম, অনেক পাঠক ভাল বুঝিতে না
পারায় বাণিসার বস্তুগুলির প্রতিকৃতি দিবার
জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, সেইজন্য আমরা

বাণিসারের কতগুলি চিত্র ব্যয় বাহুল্য
করিয়া প্রস্তুত করাইয়া পাঠকগণের সুবিধার
সুবিধা করিয়া দিতে বাধ্য হইলাম। উপরে
যে চিত্রগুলি দেখিতেছেন ঐগুলি সমস্তই
বাণিসারের চিত্র।

গিল্টিভূত দ্রব্য একরকম হয় না। নানান
আকারের দ্রব্যকে গিল্টি করিতে হয়।
ঐ সকল দ্রব্যের মানা প্রকার পাঁচ খোঁজ

ধাকে। প্রত্যেক বস্তুই ঐরূপ উদ্দেশ্য সাধনের
নিমিত্ত ইম্পাত নির্দিষ্ট, তাহা পূর্বেই বলা
হইয়াছে। উপসংহারে আমাদের বক্তব্য
এই, গিল্টির কাজ শীর্ষক প্রবন্ধটি বহুব্যয়
করিয়া সম্পূর্ণ করিতে হইয়াছে। কোন
উত্তোষী যুবককে এ কাজ করিতে দেখিলে
আমাদের শ্রম ও ব্যয় সার্থক হইবে।

নিঃস্ব হিতৈষিনী সভার ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন।

গত ৭ই জুন শনিবার বহুবাজারের নিঃস্ব
হিতৈষিনী সভার ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন
সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অধিরত বর্ষের
অন্ত আমন্ত্রিত বহুলোক উপস্থিত হইতে
না পারাতেও ইংরাজ আর্ট স্কুলের সুবৃহৎ
হলটিতেও আসনান্ধাব হইয়াছিল। জটিল
শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির
আসন গ্রহণ করেন। বঙ্গবাসীর সুযোগ্য
সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারী লাল সরকার
মহাশয়ের মূল্যবান বক্তৃতায়, এবং নারক
সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সম্বন্ধিত বক্তৃতায় প্রোতা মওলী সভার
উদ্দেশ্য বিলম্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়া
সভার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া-
ছিলেন। বারিষ্টার মিঃ এন্স পি দ্বার

মহাশয়ও বঙ্গ ভাষার সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া-
ছিলেন, অবশেষে সভাপতির সারগর্ভ সূত্র
বক্তৃতারপর সভাভঙ্গ হইয়াছিল। মাননীয়
সভাপতি মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, “সভার
আর আর, সূত্র কেন্দ্রের মধ্যে কাজ
করিলেই সফল হইবার সম্ভাবনা। একান্তবর্তী
পরিবারের পূর্ক প্রথার অনেক স্থানে বৈলক্ষণ্য
হইলেও, প্রতিবেশী অন্যভাবে পড়িয়াছে
জানিতে পারিয়াও যে কেহ সাহায্য করেন
না, এমন তিনি মনে করেন না, এখনও
তোমরা সাহায্য অনেকেই করিয়া থাকেন।

বাহাহউক, ৬ বর্ষকাল বালকগণের
সাহায্য ও চেষ্টায় এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া
অনেকগুলি ছাত্র পরিবার এবং বালকগণকে
সাহায্য করিয়া আসিতেছেন দেখিয়া বাস্ত-
বিকই সুখী হইলাম। কিন্তু এতদিনেও
সভা জেরূপ সাধারণ সাহায্য লাভ করিতে
পারে নাই, ইহা নিতান্তই ক্রোধান্বিত কথা।

দেশে বিলাসিতার কত যে অর্থ উড়িয়া
যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, সেইরূপ কার্য
সমূহ হইতে কিকিন্মাত্র দীনদুঃখীর অন্ত
রাখিলে দেশের অনেক সুখ পরিবারের
সাহায্য হইতে পারে। কিন্তু বিলাসপ্রিয়
দেশের লোকের সৈনিক সহজে দৃষ্টি
পড়ে না। বাহা হউক, আমরা বাহা বুঝি-
লাম, তাহাতে সভার কার্যকারী সভ্যগণকে
অনুরোধ করিতে চাই, যে বখাসাধ্য ব্যয়
সংক্ষেপে করিয়া তাঁহারা যেন সভার স্থায়িত্ব
রক্ষার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে একদিন
না একদিন সভার সদহুতানে সাধারণের
মনোযোগ সহানুভূতিও দেখাইতে সক্ষম
হইবে। আরও এক কথা বলিয়া রাখা ভাল,
এদেশের সমস্ত সদহুতানের অধঃপতনের মূল
কারণ সাধারণের অর্থে কার্যকারী সভ্য-
গণের যথেষ্টাচার, এইজন্য এদেশের সমস্ত
সদহুতানই, এমন কি বোধ কারবারাদি

হুগলি একজিবিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর অঙ্ক ৩০৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন।

পর্যন্তও রক্ষা হয় না। কারণ সাধারণ অর্থে যখন এই সমুদয় কার্য্য চলে, তখন সাধারণের মত অবশ্যই গ্রাহ্য করিতেই হইবে। অদূরদর্শী বালক ব্যতীত সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। আমরা এখন পাশ্চাত্য প্রণালীতে সভাসমিতি করিয়া অনেক ব্যয় বাহুল্য করিয়া বসি, শেষে সর্ব্ব্ব হারাইয়া হাল ছাড়িয়া পলায়ন করিয়া থাকি। এই কারণে এদেশের প্রত্যেক সমুদয়ানে দলাদলীরও সৃষ্টি হইয়া পড়ে, এবং সাধারণ সংস্কৃতি নষ্ট হইয়া যায়। অতি সুখের বিষয়, নিঃস্ব হিতৈষিনী সভার মধ্যে এখনও সে রোগ দেখা যায় নাই। উচ্চবংশের সম্মানগণ যখন নিঃস্বার্থভাবে এত পরিশ্রম করিতেছেন, তখন যে একদিন ইহা বহুজনের হিতকরী সভা হইবে, তাহা স্মৃতিচর এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা বেন ইহার কখনও বিঘ্ন না ঘটে। অনেক দেখিয়াছি বলিয়া একথা আগে বলিয়া রাখিতে বাধ্য হইলাম। সমুদয়ানের অসুষ্ঠা একজন, কিন্তু হস্তারক বহুজন। দেশে একরূপ কার্য্যে অর্থের অভাব হয় না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস; প্রিভাট, প্রভুপাশ। বজ্জিত এবং অধ্যাবদায়শীল ব্যক্তি চেষ্টা করিলেই অতি ক্ষুদ্র সাহায্য হইতেও প্রকাণ্ড ব্যাপার করিয়া তুলিতে পারেন। দীনের সাহায্যের জন্ত মান মর্যাদা ভুলিয়া যে কেহ দীন সাজিতে পারেন, তিনিই এইরূপ সমুদয়ানের প্রকৃত অসুষ্ঠা। কিন্তু হায় হায়, এ দেশে সেই লোকই দুর্লভ—

“তাই না ছুটিতে হুল, না ধরিতে বল”

কনক-লভিকা লুটার ভূতল।

ভগবান এই ক্ষুদ্র সভাকে রক্ষা করুন, তাইই প্রার্থনা।

OPENINGS.

নূতন ব্যংসায়ের সন্ধান।

যদি কোন উদ্যোগী ব্যক্তি বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহেন, তবে “Businessman” পত্রের নামোল্লেখ করিয়া পার্শ্বস্থ নম্বর সমেত Director Of Commercial Intelligence, New Imperial Secretariate, Council house Street, Calcutta. এই ঠিকানায় আবেদন করিয়া সর্বিশেষ বিবরণ জানিতে পারেন।

চিনা বাদাম, তিল ও রেড়ী প্রভৃতি।

Triste ট্রিষ্ট হইতে জনৈক পত্র লেখক উপরোক্ত তৈলের বীজের রপ্তানিকারক গণের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে চাহেন।

এনামেল এবং পেণ্ট—
লিভার পুলের কোন ইটনিয়ার বোঝে কয়েক প্রকার রং এবং এনামেল বিক্রয়ের এজেন্ট চাহেন।

আগ্রার কোন মহাজন ঋণিতকি, চীনা এবং মৌজ প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্ত ক্রেতার সন্ধান চাহেন। কলিকাতা এবং বোম্বের হইলেই ভাল হয়। কোন ইংলিস ফার্মের, চায়ের কলের তৈল বাহাকে কামানিয়া বলে, তাহার বিক্রয় এবং রপ্তানীকারকগণের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে চাহেন। B 194

স্মৃত—তুরস্কের অন্তর্গত Scio দ্বীপ নামক স্থানের জনৈক ব্যবসায়ী দ্বত রপ্তানী করেন, এমন মহাজন খুজিতেছেন। B 194
অস্ট্রেলিয়ার Sclang নামক নগরস্থ কোন ব্যবসায়ী, কলিকাতার বাহারী কাচের ও মেটাল বোতাম, সেলুলয়েড

প্রভৃতি আমদানী করেন, তাহাদের সন্ধান চাহেন। (B 204)

চাউল—আমেরিকার Tample Florida U. S. A. নামক স্থানের কোন ব্যবসায়ী বাহারী চাউল রপ্তানি করেন, তাহাদের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক। B 207

অিনুক—বোম্বের কোন ব্যবসায়ী কিছুকি বাহাতে বোতাম ও মুক্তা হয়, এইরূপ কিছুকের খুলির ক্রেতা চাহেন। (B 210)

উষ্ম, অসলা, গাঁদ—
প্যারিশের জনৈক ব্যক্তি ভারতীয় ঔষধ গাঁদ মসলা বিক্রয়ের এজেন্টস হইতে চাহেন। (B 212)

রেশম—কোন ইংলিশ ফার্ম ভারতীয় উৎকৃষ্ট রেশম রপ্তানী কারকের সন্ধান চাহেন। (B208)

উপরোক্ত প্রযুক্তির ব্যবসায়ী এবং রপ্তানীকারকগণ অনায়াসে পুরোক্ত ঠিকানায় দরখাস্ত করিয়া নাম ঠিকানা জানিয়া পত্র ব্যবহার করিয়া বহু নুতন কাজ করিতে পারেন, এইজন্য এই সন্ধান জ্ঞান দিলাম।

আমরা জানিতে চাই।

এদেশের বাবলার ছাপ, হরিতকী বহেড়া ঔষধের গাছ পাছড়া কাহার ক্রয় করেন, এবং কাহার বিলাতে রপ্তানী করেন। যদি কেহ এই সংবাদ আমাদের আফিসে দিতে পারেন, তাহা হইলে চিরবাধিত হইবে। অনেকেরই উপকার করা হইবে।

স্বদেশী জাহাজ।

ইণ্ডিয়ান এবং পেনিনসুলার স্বদেশী কোম্পানী তথানি ১ম শ্রেণীর ষ্টয়ার ক্রয়

করিয়া ইতিমধ্যে কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এই আহাজ-গুলি আধুনিক সমস্ত উৎকৃষ্ট সরঞ্জাম, তারবিহীন টেলিগ্রাফাদি দ্বারা সুসজ্জিত। কিছুদিন পূর্বে কোম্পানী কেবল গোড়া হিন্দু ও মুসলমান, বাঁচার সমুদ্র যাত্রা করিতে চাহেন, তাহাদের জন্যই ব্যবহৃত হইতেছিল এক্ষণে ইহা বিলাতের উৎকৃষ্ট আহাজ ও খাদ্যাদির সহিত পরামর্শ করিয়া উৎকৃষ্ট মাজ সরঞ্জামে সুসজ্জিত করিয়া লইয়া ইংগোরোপীয় যাত্রীও বহন করিতেছেন। গত ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে বহু যাত্রী সমেত জাহাজ নোবে উপস্থিত হইয়াছিল। কোম্পানীর মূলধন ৫০০০০০০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, ইহার অর্ধেক ইতিমধ্যেই চাঁদায় উঠিয়াছে। আমরা কোম্পানীর স্থায়ীক এং কৃতকার্যতার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এক্ষণে কন্ডের উদ্যোগ এবং বাহ্যে জাতীয় গৌরব এবং জাতীয় বৈত্তব বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই। এই কোম্পানী একটি স্বদেশের গৌরব।

সম্ভবতঃ এই কোম্পানী বোম্বের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উদ্যোগে হইয়াছে।

বোম্বের ডাটরাল, পার্শী প্রভৃতি জাতি আজ কাল ভারতের ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে আদর্শ স্বরূপ, তাহা পর মারোয়ারী, বিহারী প্রভৃতিগণ ও ব্যবসায়ের পক্ষপাতী কম নহেন, নষ্ট টকবল আমরা বাঙ্গালী,—হুটী অল্পের জন্য সদানন্দনা পরপর লেহটম কেবল আমাদেরই ঘণা নাট—ভাই এত দুর্দশা, কলকাতার সমগ্র জাতি চক্ষে এত চের। শিকার আমাদের কোন উন্নতি হইতে পারে নাই। এ জাতীয় দুর্দশা মোচন কি সহজে হইবার কথা? অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প এই তিনটিই প্রধান অবলম্বনীয় উপায়, কিন্তু পরিচাপ, বাঙ্গালী বিলাস প্রিয়, এ তিনটিতে তাহার প্রবৃত্তি নাই, করিবে কে? কবে মোহনিত্রা টুটবে? আর বুচিবে! পার্শী, ইংরাজ, ইহুদী, মাদোয়ারী

এত আদর্শ চকের উপর দেখিয়াও বাহাদের চৈতন্য হইল না, তাহারা আবার শিথিলে, ও কাজ করিবে।

তথ্য সংগ্রহ।

বিদ্যুত দ্বারা আইসক্রিম।

মতই বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, ততই আমরা নিত্য অভিনব ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য হইতেছি। আইসক্রিম প্রস্তুতের প্রক্রিয়া কতকটা কুনী প্রস্তুতের ন্যায়। কলিকাতার রাস্তায় একটা কল স্থাপন করিয়া হিন্দুস্তানীগণকে আইসক্রিম বিক্রয় করিয়া বেড়াইতে অনেকই দেখিতেছেন, বর্ণনা নিম্নোয়োজন। এই আইসক্রিম প্রস্তুত করিতে প্রতি ১০০ গ্যালন আইসক্রিমে ১১ টন বরফ এবং প্রায় ৮০ পাউণ্ড লবণ আবশ্যক হইত, তবে কলের অভ্যন্তরস্থ দুগ্ধ এবং ক্ষীর জমাট বাঁধিত। লবণ ও বরফ উভয়ই গলিয়া নষ্ট হইয়া বাইত। এক্ষণে এই অনর্থক ক্ষতি রক্ষার্থে ইলেকট্রিক মটর দ্বারা জমানের কার্য সুসম্পন্ন হইতেছে। এই ইলেকট্রিক মটর আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে কাজটার উন্নতি অবনতি পাঠকগণ নিম্নলিখিত হিসাব হইতেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। ১৯০৬ হইতে ১০ সাল পর্যন্ত ৫৩০০০০০ গ্যালন হইতে ১০০০০০০০ গ্যালনে উঠিয়াছে। ১৯১১ সালে ১২০০০০০০ এক শত ২০ কোটি পর্যন্ত পর্যন্ত উঠিয়াছে, লোক সংখ্যার অল্পপাতে গড়ে প্রত্যেক লোক ৫ কোয়াট আইসক্রিম খাইয়া ফেলিয়াছে, লবণ ও বরফের তুলনার ব্যয় অসম্ভব কমিয়াছে বলিয়া আইসক্রিমের ব্যবসায়ের এত বৃদ্ধি। বলা বাহুল্য এই হিসাবটা মার্কিন দেশের এবং কলের আবিষ্কার স্থান ও মার্কিন দেশ।

মনিবাক্স।

যুবক যুবতী এবং বালক বাণিজ্যগণের মিতব্যয়িগণ শিকার জন্য ইংলণ্ডের ডাক বিভাগে, শ্রমজীবী এং মধ্যবৃত্ত লোকের বাড়ীতে পোষ্টাক্স সেভিং ব্যাক ডিপার্টমেন্ট হইতে যের যের ছোট ছোট কাশবাক্স দেওয়া হইতেছে। লোকে যত ক্ষুদ্রই হউক, না কেন, কিছু বাচাইতে পারিলেই ঐ বাক্সে ফেলিয়া দিবে এবং সেভিং ব্যাক লোক আসিয়া বাক্স খুলিয়া লইয়া বাইয়া সেই সমুদয় লোকের নামে জমা করিয়া লইবে। এইরূপে কিছু কিছু জমিয়া জমিয়া জমাইবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইবে। বাক্সে চাবিটা কেবল পোষ্টাক্সে থাকে মাত্র, ভারতবর্ষের প্রজার জন্যও এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলে হয় না? ধন্যত বিলাসী প্রজারও সঞ্চয় প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইতে পারে।

ভূমির মূল্য।

কলিকাতার স্থলবিশেষে জমীর মূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া আমরা নিশ্চিত হইয়া যাই, আমেরিকার নিউইয়র্কের ১২৮০ বর্গফুট অপেক্ষাও কম একটা জমী দুই লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩০ লক্ষ টাকার বিক্রয় হ তাহা হইলেই বুকুন, প্রতি বর্গ ইকির মূল্য পড়িয়াছে ২৩ শিলিং অর্থাৎ আমাদের ৮০ হিসাবে শিলিং ধরিলে ১৭১০ ইকি পড়িল।

শিশুর মৃত্যুর সংখ্যা।

ইংলণ্ডের হল নামক স্থানের জন্ম মৃত্যু তালিকার বহু গবেষণার সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে,

হুগলি একজিবিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্য ৩৩৫ মণ্ডপো: বক্সে আবেদন করুন।

আগে যে সকল শিল্প বাতৃন্ত্যে প্রতিপালিত হইত, এক্ষণে নানা প্রকার কৃত্রিম খাদ্য ব্যবহার করায় অন্য শিল্পের মুহুর সংখ্যা ভয়ানক বৃদ্ধি পাইতেছে। অসল জননীগণ এখন শিশুকে স্তন্যপান করাত্তেই বিরক্ত, আমাদের গৃহিণীগণও পাশ্চাত্য গৃহিণীগণের মত হইতেছেন, ছেলে কোলে তুলিতে নারাজ। এই সংবাদে চৈতন্য চাইবে ত?—মনে থাকে যেন, মাতৃস্তন্যই শিশুগণের উৎকৃষ্ট খাদ্য।

অনেকে বলিয়া থাকেন, স্তনে দুগ্ধ আর ভেদন জন্মে না। না অম্মিবার কারণও অনেক। প্রসূতির প্রসবের পর কিছু কাল সংযমে থাকার আবশ্যক, এই অসংযত প্রকৃতির জন্য ঘন ঘন স্তন্য উৎপত্তি এবং সেই রূপই মৃতকল্প শিশুর জন্ম। উপযুক্ত দুগ্ধ জন্মে না, প্রসূতির স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, স্তন্যান ক্ষীণ-বল হইয়া পড়িতে থাকে। সেইজন্য নকল কিছু না খাওয়াইলে ছেলে বাচ্চ কেমন করিয়া? এই জন্য আর্থাৎ ঋষিগণ স্তন্যান প্রাপ্তি করিতে আদেশ করিয়া ছিলেন। কিন্তু সে উপদেশ এখন স্তনে কে? স্তন্যানের কল্যান কামনা করিলে জনক জননীর সংযত-প্রবৃত্তি হওয়া নিতান্তই অপরিহার্য। মেকালে এত বিশাসিতা ছিল না, মহিলাগণ সর্ষদাই গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকিতেন। প্রবৃত্তি যে আপনা হইতেই সংযত হইয়া যাইত। মজা দেখুন পল্লীগাম অপেক্ষা সহরেই শিশুমড়ক বেশী হয়। ইহার কারণ ঐ বিলাসিতা, অসংযত প্রবৃত্তি এবং আলস্যপরায়ণতা। দাস দাসীকে স্তন্যান পালনের ভার দিয়া সহরের মহিলাগণ নিশ্চিন্তা!! কাজেই কলংমড়কং।

HOME INDUSTRIES.

গার্হস্থ্য শিল্পশিক্ষা।

বিলাতি সৌন্দর্য্য রক্ষার উপায়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গবেষণায় বিলাতি সৌন্দর্য্য রক্ষার উপায় স্থির করিয়াছেন। সৌন্দর্য্যের অসীম ক্ষমতা, সৌন্দর্য্য শত্রুকে জয় করে, কোন কোন স্থলে অসম্ভব সহায়তাও করে। হৃন্দর মুগ্ধতা সংসারকে আনন্দ সুখের আগ্রহ করিয়া শান্তির সমীরণ প্রবাহিত করিতে পারে। মুগ্ধ সৌন্দর্য্য বিকাশের ভিত্তি, সুতরাং মুগ্ধতা অক্ষুর রাখার আবশ্যক আছে। অনেকেই অন্ততঃ কহিতে পারেন যে, মুখের উপর এক প্রকার তৈলাক্ত চট্টাটে আঠার মত পদার্থ দেখা যায়, এটী জিনিষ মুখের লোমকূপগুলিকে বন্ধ করিয়া দিয়া মুখের উপর কদর্য্য ভাব আনয়ন করে। সেই জন্য সদা প্রস্তুতি গোলাপের আত লুপ্ত হইয়া যায়।

যাহারা মুখ-পরিষ্কার রাখেন, তাহাদের মুগ্ধতা অক্ষুর থাকে। যৌবনেই বর্ষাকোর পক্ষতা আসে না।

পাশ্চাত্য সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিদগণ বলেন, "মেডো ক্রারেট" নামক মদ্য দ্বারা মুখ ধোত করিলে বহুকাল মুগ্ধতা থাকিয়া যায়। মদ্য যে দেশের খাদ্য, সে দেশে মদ্য ব্যবহারে আপত্ত্য নাই। কিন্তু যদি অন্য দেশের অন্য জাতির অপত্য থাকে, তাহা হইলে এই মদ্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারেন। জীলোক এবং পুরুষ অনেকে নিম্নলিখিত ঔষধ দ্বারাও মুখ ধোত করিতে পারেন। যথা—

শুক গোলাপ পাতা ১ আঃ
বেত শিরকা ওয়াইনিক বা ১ "
White vinigar wine
গোলাপ জল ১ পাটট

প্রথমে শুক গোলাপ পাতার তিনিগারি ঢালিয়া দিয়া ১ সপ্তাহ রাখিয়া দিতে হয় তাহার পর ছাঁকিয়া লইয়া গোলাপ জল মিশাইতে হয়, তাহার পর পরিষ্কার বোতলে রাখিয়া বন্ধ করিয়া রাখা হয়। শরনের পূর্বে প্রথমে মুখ ধোত করিয়া শুক কোন বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া একটা কোমল বস্ত্র ঐ লোশনে ভিজাইয়া ব্যবহার করা হয়। ইহা দ্বারা ঐ তৈলাক্ত পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়, ইহা দ্বারা মুখে ভাঁজ পড়ে না। মুখ কসাঁ হয়, এবং ব্রণ সেহেতা নষ্ট হইয়া যায়।

কিন্তু আমাদের দেশে সেকালের আশ পয়সার বেসনেই মুখ পরিষ্কার হইত বটে, কিন্তু সেহেতা পড়া বন্ধ হইত না যদি মুখের তৈলাক্তভাব বড় বেশীই হয়, তাহা হইলে

সল্ফেট অফ জিন্ক ২ গ্রেনস্
কম্পাণ্ড টিং অফ লোভেডার ৪ মিনিম
ডিস্টিলড ওয়াটার ১ আউন্স

এই লোশনও ব্যবহৃত হইতে পারে। এ সকল হইল, বিলাতি পদ্ধতি। কিন্তু আমরা বুন, স্বাভাবিক উপায়ে এদেশের সৌন্দর্য্য রক্ষার একটা উৎকৃষ্ট উপায় আছে, সেটা আমাদের "গঙ্গামান" নিত্য প্রাতে হাটিয়া গিয়া গঙ্গামানে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে দেখিয়াছি। সর্ক প্রকার চন্দ্ররোগই আরোগ্য হয়। এর রং চম্পক কলিকার মত হইয়া য' একথা শুধু হিন্দুর কথাই নহে, বহু ব্রাহ্ম চিকিৎসকও গঙ্গার জলে যে রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা ইহার অত্যাশ্চর্য্য চন্দ্ররোগ আরোগ্য করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। গঙ্গাদকে সর্করোগ সংহারিনী আঁত আছে। এদেশের নরনারীরা এই উপায়েই সৌন্দর্য্য রক্ষা করা উচিত।

গলদ কোথায় ?

স্থলের কথা, এ দেশের অনেকের সং কার্যে আবার প্রবৃত্তি হইতেছে। কিন্তু এদেশে এখন কোন সদহুষ্ঠান স্থায়ী হইতে পারে না কেন—গলদ কোথায় ? যদি আমরা গলদ না দেখিতে পাই, তাহা হইলে এ সকল কার্যেও ভরাদুবি স্থিতিশীল। তাই এই গলদগুলিতে আগে লক্ষ্য রাখার আবশ্যক। যিনি যখন কোন কাজ করেন, তখন তাহার গলদ নিজে দেখিবার ক্ষমতা থাকে না। অপরে দূর হইতে সে গলদ দেখিতে পায় এবং সাপধান করিয়া দেয়। বাঁহারা প্রকৃত জানী, বাঁহাদের হৃদয় প্রশস্ত—তাঁহারা ক্রটি দেখাইয়া দিলে ক্ষম হন না, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই গলদ সারিয়া লইয়া ভরাদুবি হইতে রক্ষা পাউবার চেষ্টা করেন। আর বাঁহাদের আত্মাভিমান বেশী, প্রকৃত মনুষ্যবৃত্তি, তাঁহারা নিজের ক্রটি সারিয়া লইতে নারাজ, আপনার খোঁজালে যাগ ভাল লাগে, আপনার সংকীর্ণ অথবা অনতিক্রম হৃদয়ে যাগ ভাল বুঝেন, তাহাতেই সজ্জ হাকিয়া লোক মত অগ্রাহ্য করিয়া বিপর হয়েন।

এ অগতে দুই শ্রেণীর লোক আছেন, কেহ সদহুষ্ঠান করেন, কেহ তাহাতে সহানুভূতি দেখান। কোন সংকার্যই এঁর উভয় দলের আন্তরিক চেষ্টা ব্যতীত কদাচ সূক্ষ্ম হয় না, হইতে পারেও না। কারণ নিজের চেষ্টা এবং সাধারণ সহানুভূতি এ দুইটি সমস্ত কার্যসিদ্ধির মূল্যবান উপকরণ। সেই জন্য লোকমত অগ্রাহ্য করিলে সাধারণ সহানুভূতি হারাতে হয়,—সহ সাধারণ সহানুভূতি হারাইলেই আসল উদ্দেশ্য এবং আসল কাজ পড়ইয়া স্থায়ী লাভ করিতে পারে না। এই টুকুই শুধু রহস্য, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এ দেশেরও এই স্থানেই গলদ। সংকাজ করিতে হইলেই কেমন এখন পাশ্চাত্য

প্রণালীতে একটা একজিকিউটিব কমিটি গঠিত হয়। কমিটির কার্যকারী সভ্যগণ সমস্ত কাজ, সমস্ত ক্ষমতা নিজের করায়ত্ত রাখেন, সাধারণ মেম্বর অর্থাৎ সভ্যগণ অর্থদ্বারা হটক বা শারিরীক পরিশ্রমেই হটক, সাহায্য করেন মাত্র।

ইহাদের মধ্যে বাঁহারা সাধারণ সভ্য অর্থাৎ চাঁদা ও পরিশ্রম দ্বারা কার্যকারী সভ্যগণকে সাহায্য করেন, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে সমস্ত সদহুষ্ঠানের মূলভিত্তি স্বরূপ। যদি চাঁদা বন্ধ হইয়া যায়, যদি শ্রম সাহায্য বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে কার্যকারক সভ্যগণের হাত পা নাড়া এক দিনেই বন্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু অনেক স্থলেই এঁর কার্যকারী সভ্যগণ ভুলিয়া যান যে, তাঁহারা সাধারণের প্রতিনিধি এবং সাধারণের অনুরাগী বা অবৈতনিক কর্মচারী মাএ। প্রথমে উদারতা দেখাইয়া সাধারণের কার্যভার গ্রহণ করেন মাত্র, কিন্তু সাধারণে নায় অন্যান্যের উপর কথা কহিলেই তাঁহারা অগ্নিশর্মা হইয়া সাধারণতঃ তেমন মেম্বরকে বাদ দিবারই ফিকিরে ফিরিতে থাকেন। এই কারণেই আমাদের দেশের সদহুষ্ঠানেও দগদগি হইয়া দাঁড়ায়, ফলে উভয় দলেই ক্রমে তাক্ত বিরক্ত হইয়া গিয়া মঙ্গল বটে লাগি মারিয়া যে বাঁহা আপনার রাস্তা দেখে এবং এইরূপেই এ দেশের যাবতীয় সদহুষ্ঠান অকালে কাগগর্ভে প্রবেশ করে, গলদ এইখানে।

আমাদের দেশে পূর্বেও বহু সদহুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে—এমন দিন গিয়াছে যে, তাহা আশা-ভীত, কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ আড়ম্বড় থাকিত না। সকলে একমত হইয়া একজনকে মুকবি খাড়া করিয়া বড় বড় কাজ করিয়া গিয়া ছিলেন, তাঁহাদের অভিমান ছিলনা, প্রভুত্ব পিয়াসা ছিলনা, ছোট বড় পদের জন্য এখনকার মত মারামারি ছিলনা। বর্তমানে আমাদের-অন্তঃ-নিজেদের ধারণা যে, আমরা

শিক্ষিত এবং পরিমার্জিত। কিন্তু সে কালের মত এখন যে আমাদের চরিত্র বল বাড়িয়াছে, হৃদয় প্রশস্ত হইয়াছে, এমনটা মনে করি না। আমরা এখন শিক্ষিত হইয়া পাটোয়ারী বুদ্ধিতে সেকালের লোককে পরাস্ত করিতে পারি, একথা বলিতে পারি বটে। কেমন আমাদের বিসদৃশ স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে যে, আমরা যেন সর্বদাই প্রভুত্ব এবং মানের কাঞ্চাল, সামান্য ক্ষমতা পাইলেই প্রভুত্ব দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি, লোকে অর্থ দিয়া, কারমুন দিয়া তাঁহাদের মত উপেক্ষিত হইতে দেখিতে চাহিবে কেন ? তাহা কেহ চায় না—বাঁহাদের সামগ্রী, বাঁহাদের ধন, তাহাদের কথা থাকে না, নেপা আসিয়া দধি খায়, এইটা—ক্রমে অসহ্য হইয়া পড়ে, কাজেই মতভেদ হইয়া ক্রমে উদ্দেশ্য বিফল হইয়া পড়ে। এঁর কারণেই দেশের যৌথ কারবার রক্ষা হয় না—সদহুষ্ঠান স্থায়ী হয় না,—লোকে দান দয়া নিজের মধ্যে সীমা বদ্ধ রাখিতে বাধ্য হয়, এই জন্য এদেশের সংকীর্ণতা বহু মূল হইয়া পড়ে, কেহ কাহাকে ও বিশ্বাস করিতে চায় না। তাই এদেশে কোন সদহুষ্ঠান করিতে দেখিলেই স্থায়ী সম্বন্ধে সন্দেহান হইতে হয়।

লোকের অর্থাৎ সাধারণের সাহায্যে কোন অহুষ্ঠান করিতে হইলে সাধারণের মত অবশ্য গ্রাহণীয়। সেদিকে আগে লক্ষ্য রাখিতে হইবে নচেৎ জানিয়া রাখিতে হইবে সে অহুষ্ঠান নিশ্চয়ই স্থায়ী হইবে না।

জনপ্রিয় লোক ব্যতীত কেহ কখন সাধারণের হৃদয় অধিকার করিতে পারে না—লোকপ্রিয় হইতে হইলে প্রিয়ভাবী বাহাষড শূন্য ? প্রভুত্ব প্রায়স বিবর্জিত হইতে হয়, দীনের সহিত দীন হইয়া মিশিতে জানিতে হয়, নিজে আদর্শ চরিত্র দেখাইয়া অপরের চরিত্র গঠন—করিয়া তবে কার্য সিদ্ধি করিতে হয়, নচেৎ শুদ্ধ তর্জনী সোজা

হুগলি একজিবিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্ম ৩৩৫ নং পো: বক্সে আবেদন করুন।

করিয়া আদেশ চালাইতে এবং প্রত্বে দেখাইতে হইলে কদাচৈ লোকপ্রিয় হইবার আশা করা যায় না। "পরিভাগ, বহন আমরা আধুনিক প্রণালীতে সত্য বা কমিটি গঠন করি, তখন আমরা এগুলিতে আদৌ লক্ষ্য রাখি না।

তাই কোন সদস্যগণ দেখিলে, কোন ব্যবসায় বাণিজ্যের বা বৌথকারবারের অস্থান দেখিলে আগেই ভয় হয় যে, বাস্তবিক এমন সদস্যগণ স্থায়ীভাবে লাভ করিবে কিনা। এরূপ কারণের বাহারা অস্থায়ীতা, তাঁহাদের যথাসম্ভব মার্জিত নীতি জ্ঞান এবং স্বার্থ বিবজ্জিত হওয়াই উচিত। সত্য নির্বাচনের সময় বাহির সত্য নির্বাচন হওয়া উচিত, তাহা হইলে গলদ হইতে পারে না।

Origin of Post offices.

পোস্টাফিসের প্রথম সৃষ্টি।

বহু পূর্বে সভ্যতার আদিম অবস্থায় দূত বা লোক দ্বারায় সংবাদ আদান প্রদান হইত, কোন রাজকীয় ব্যবস্থা ছিল না। সাধারণকে নিজের সংবাদ নিজেই পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে হইত।

এদেশের ডাক বিভাগ ইংরাজের কর্তী। কিন্তু ইংলণ্ডে কোন সময়ে প্রথম ডাকঘরের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা দেখা যাইক। অজ্ঞাত দেশের দ্বার ইংলণ্ডেও লোক ও দূত দ্বারা সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থাই ছিল। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়, ১০৮১ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ এডওয়ার্ডের সময় প্রথম ইংলণ্ডে ডাক বিভাগ রাজকীয় বন্দোবস্ত স্থাপিত হইয়াছিল এবং পোস্ট মাষ্টার নিযুক্ত করা হইয়াছিল যথা—

A system of Post was established in England during the time of Edward the IV about 1481 and postmaster was appointed.

Scrap Book.

কিন্তু এই পোস্ট মাষ্টারদের কার্য তখন অল্প প্রকার ছিল, এখনকার মত ছিল না। এই পোস্ট মাষ্টার মহাশয়গণকে রাজকীয় বার্তা বাহকগণকে বোড়া ও যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইত মাত্র, সাধারণেরও কোন বিশেষ সংবাদ বা দ্রব্য পাঠাইতে হইলে যথারীতি বার বহন করিতে পারিলে এই পোস্টমাষ্টারগণ তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিতেন। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে চার্লস (১ম) সর্ব প্রথম চিঠির ডাক বিভাগ স্থাপন করিয়া দিলেন, কিন্তু তাহা কয়েকটি প্রধান প্রধান রাস্তায় ও প্রধান প্রধান নগরে মাত্র। কোন সময় ঠিক ছিল না, যখনই ডাকের গাড়ী আগিত, ডাক ঘরের কর্মচারী তখনই হাতে চিঠি, প্যাকেট প্রভৃতি তুলিয়া দিতেন। পোস্ট মাষ্টারদিগকে প্রত্যেক রাস্তার জন্ত অর্থ সংগ্ৰহ করিয়া দিতে হইত, এবং তদন্ত ২৯ পেন্স প্রতি মাইলে বায় ধরিয়া লওয়া হইত। কিন্তু এই ব্যবস্থাতেও সুবিধা হইতে পারে নাই। ডাকের ব্রাণ্ড বলেন, Civil war এর সময় সংবাদ আদান প্রদানের ভয়ঙ্কর অসুবিধা হইয়াছিল, ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে Cromwell ক্রমওয়েল জাতীয় সাপ্তাহিক ডাক যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন। ইহা দ্বারা সর্বসাধারণের সুবিধা হইয়াছিল, তাহার পর হইতে ক্রমোন্নতি হইয়া বর্তমান ব্যবস্থা। ইহা দ্বারা যে সাধারণের কত উন্নতি কত সুবিধা হইয়াছে, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। ভারতে ডাকের সুব্যবস্থা ইংরাজ রাজত্বের একটি সুকীর্তি—

কিন্তু এমনও স্থান ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশে আছে, যেখানে ঘোঁটকা দি দ্বারা আজিও ডাক যাতায়াত করে।

মকরদেশে এখনও উষ্ট্রের ডাক ব্যতিত উপায় নাই। কারণ উষ্ট্র ব্যতিত মকরুদি অতিক্রম করা অন্য কোন প্রাণীর সাধ্যও নহে।

Agricultural Notes.

অবশ্য পাঠ্য।

বঙ্গের কৃষি সম্পদ।

সম্প্রতি কলিকাতার ইন্ডেস্ট্রিয়াল হল বাল্লার কৃষিবিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর মিঃ স্মিথ "কৃষিধারা শিক্ষিত যুবকদের জীবনোপায়" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

তিনি বঙ্গের কৃষিসম্পদের নিম্নলিখিত তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

বঙ্গের পরিমাণফল	১৫ কোটি	বিঘা।
চাষী ভূমি	৭১০ ,,	বিঘা
যতভূমিতে ২বার চাষ হয়	১ ,, ৬৫ লক্ষ	বিঘা
১ বার চাষ	১ ,, ২০ ,,	বিঘা
চাষের অযোগ্য ভূমি	৩ ,, ৩০ ,,	বিঘা
চাষের উপযুক্ত বন	১ ,, ৫০ ,,	বিঘা
পতিত জমি	১ ,, ৪২৪০ ,,	বিঘা

চাষের যোগ্য পতিত জমির তালিকা।

প্রেসিডেন্সী বিভাগ	৩০ লক্ষ	বিঘা
বর্তমান বিভাগ	৬০ লক্ষ	বিঘা
রাজসাহী বিভাগ	৮ লক্ষ	বিঘা
ঢাকা বিভাগ	৫ লক্ষ	বিঘা
চট্টগ্রাম বিভাগ	৫ লক্ষ	বিঘা

১৯১২—১৩ সালে বঙ্গের কত জমিতে

শস্ত্র হইয়াছে।

হৈমন্তিক শস্ত	৪ কোটি ৮২ লক্ষ	বিঘা
ভাট্টাই শস্ত	১ ,, ৫০ ,,	বিঘা
আণ্ড শস্ত	১০ লক্ষ	বিঘা
অর্থাৎ বঙ্গ প্রায় ৬ কোটি ৬০ লক্ষ		বিঘা
জমিতে ধান হইয়াছিল।		
পাট	১০ লক্ষ	বিঘা

ইক্ষু	৬ লক্ষ ৬৫ হাজার বিঘা	
ডাইল ইত্যাদির অন্ত্যস্ত		
খাদ্য শস্ত	৪৫ ,,	বিঘা
ডিল সরিষা ইত্যাদি ৬২ ,,		বিঘা
গাঁজা আকিং ইত্যাদি ১৫ ,,		বিঘা
তরকারী ও ফলের বাগান ৩০ ,,		বিঘা

কোন শস্ত হইতে কি হইয়াছে।

ধান প্রতিবিঘার ৪ মণ হিঃ ৫২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা

খাদ্য প্রতি বিঘার ৭ মণ ২৫ ,,	টাকা
পাট ,, বিঘার ৫ মণ ৩৬ ,,	টাকা
ইক্ষু ,, ১০০ মণ ৩ ,, ৫০ লক্ষ	টাকা
ডাইল ইত্যাদি ১ ,, ৮০ ,,	টাকা
সরিষা ইত্যাদি ৬ ,,	টাকা
আকিং গাঁজা ইত্যাদি ৫ ,,	টাকা
তরকারী ফল ইত্যাদি ৫ ,,	টাকা

বনের শস্ত হইতে আর মোট ১৬১ কোটি ১০ লক্ষ। গড়ে বৎসরে ১৭০ কোটি টাকা আর হইয়া থাকে।

মিঃ স্মিথ বলিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিলে পাট শস্ত করা ৭০ গুণ ও অন্ত্যস্ত শস্ত শতকরা ১০০ গুণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, অর্থাৎ কৃষি হইতে ১৭০ কোটি টাকার পরিবর্তে ৩৪০ কোটি টাকা আর করা যাইতে পারে। শিকা গুণে কৃষির কেমন উন্নতি হইতে পারে, মিঃ স্মিথ অর্থগীর দুটো দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলণ্ডই কৃষিকার্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। তখন পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশের ছাত্রগণ ইংলণ্ডের কৃষিকার্য শিখা করিতে যাইত। বর্তমান সময়ে রুশিয়া, ফ্রান্স, আমেরিকা, চীন ও জাপান, এমন কি ইংলণ্ডের ছাত্রগণ কৃষি শিকার জন্য অর্থগীর যাইতেছে। অর্থগীর তুমি উর্বরা নহে, ইংলণ্ডের তুমি অত্যন্ত উর্বরা, সুতরাং কৃষি কার্যে অর্থগীর যে ইংলণ্ডকে হারায়া দিয়াছে, কেবল শিকাই তাহার প্রধান কারণ। ১০০ বৎসর পূর্বে

ইংলণ্ডে যে হারে শস্ত জন্মিত, অর্থগীরে তাহার অর্ধাংশও হইত না। বর্তমান সময়ে ইংলণ্ডে প্রতি বিঘার যে পরিমাণ শস্ত জন্মে, অর্থগীরে তাহা অপেক্ষা বেশী জন্মিয়া থাকে। গম ইংলণ্ডের এক প্রধান শস্ত। অর্থগীর অমুর্কর ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের তুল্য গম জন্মিতেছে।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থগীর ডাক্তার আগব্রট খেয়ার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি শিকা দিতে আরম্ভ করেন, এখন অর্থগীরে কৃষি শিকা দানের জন্য শত শত বিজ্ঞানীয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শিক্ষাই অর্থগীর কৃষির উন্নতির প্রধান কারণ।

কোন বাঙ্গালী যদি ১০০ বিঘা জমি লইয়া চাষ করিতে আরম্ভ করেন, তবে তিনি মাসে ৩৫০ টাকা উপার্জন করিতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালীর সে শিক্ষাহারাগ ও অধ্যবসায় কোথায়?

মিঃ স্মিথ বলিয়াছেন, গবর্ণমেন্ট নামান্নে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন, যদি বাঙ্গালার শিকিত যুবকগণ সেই সকল কৃষিক্ষেত্রে শিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তাহাদের বাসগৃহের সংস্থান করিয়া দিতে পারেন। তাহাদের কেবল নিজের আহারের ব্যয় ভার বহন করিতে হইবে। কৃষিক্ষেত্রে জ্ঞান লাভ করিয়া যদি তাঁহারা কিছুকাল কোন কৃষি কলেজে অধ্যয়ন করেন, তবে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে কৃষিকার্য করিয়া ধনোপার্জন করিতে সক্ষম হইবেন। মিঃ স্মিথ যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা অবহেলা করা উচিত নয়। আমরা দেশের যুবকদিগকে অমুরোধ করি, তাঁহারা কৃষি কার্য শিকা করিয়া অর্থগীরের দরিদ্রতা নিবারণের সহায় হইবেন এবং আপনাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিবেন। নিত্যমাত্র দুঃখের বিষয় কৃষি যে শিক্ষা করিতে হয়, এদেশের শিকিত বা অশিকিত কোন সম্ভাব্যেরই মস্তিষ্কে

স্থান পাইতেছে না। বাসবসুহই আতিথ্যকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিয়াছে।

Business Topics.

ব্যবসায়ী এবং সাধারণ ভ্রমলোকগণের ইহা জানা উচিত, পোষ্টমিনিস্টের একটি নতুন নিয়ম হইয়াছে যে, ডিপোতে মিনিস্ট পাইয়া যদি তিনি বুঝেন যে, প্রেরক তাহাকে ঠকাইয়াছে, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ পোষ্ট মাস্টার জেনারেল সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া ডিপির টাকা প্রেরককে দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। তবে অভিযোগ সঙ্গত এবং সত্য হওয়া আবশ্যিক।

আর একটি নতুন নিয়ম যদি ডালুপেবেল সম্বন্ধে কোন অমুসন্ধান অর্থাৎ টাকা পেমেন্ট হইয়াছে কিনা বা সে ডেলুপেবেল জমা কি হইল ইত্যাদি করিতে হইলে দরখাস্তে এক খামি এক আনার ষ্টাম্প দিয়া দরখাস্ত করিলে তবে অমুসন্ধান করা হয়, নচেৎ হয় না।

লণ্ডনের একটি ক্যাফেটারীর দ্বারা কর্তৃপক্ষের নিয়মিত উপদেশ দশক তুলান আছে।

১। মিথ্যা কথা বলিও না, ইহা দ্বারা তোমার এবং আমার উভয়েরই সময় নষ্ট হইবে। তোমার মিথ্যা কথা শেষ সীমার নিশ্চয়ই ধরিতে পারিব কিন্তু সে সময় শব্দট ময়।

২। তোমার কর্তব্য কর্ণে লক্ষ্য রাখ—যড়ীর দিকে নহে। সুদীর্ঘ দিবসের কাজ সুদীর্ঘ দিনকে ছোট করে, সেই ক্ষুদ্র দিবসের কাজ আমার যুবকে ভারাক্রান্ত এবং লম্বা করিবে, সেটা অবশ্য তুলিও না।

৩। আমাকে আমার অতিরিক্ত কাজ দেখাও, আমিও তোমাকে আমার অতিরিক্ত

হাগলি একজিবেশনে দেয় চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সির জন্য ৩৫৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন।

বিধ। যদি তুমি আমার ব্যবসায়ের লাভ হ্রাস কর, তাহা হইলে আমিও তোমার বেতন হ্রাস করিয়া দিতে সক্ষম হইব।

৪। তুমি নিজের নিকট যতদূর, অপরের নিকট তত নও। হয় তোমার নিজের ঋণ পরিষ্কার করিও, নচেৎ আমার কারখানা ছাড়িও। ঋণ দ্বারা অধিত কর্তব্যকারী কখন পূর্ণ হ্রদরে কাজ করিতে পারে না।

৫। অসং পথ লোকে দৈবাৎ কখন অবলম্বন করে না, তাহা তাহার সম্পূর্ণ অহু-মোদিত এবং বহুদিনের চেষ্টার ফল। কারণ ভাল ভদ্রলোক ভাল ভদ্রমহিলা কদাচ প্রলোভনে অসং কর্ণে প্রবৃত্ত হয় না যে অসং কর্ণ করে, সে আগে হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রলোভনে পাপকে আলিঙ্গন করে ইহাই আমার বিশ্বাস। সেই জন্ত ক্ষমা করা যায় না।

৬। নিজের কার্যে সর্বদা মনোযোগী হইবে, হরত তোমারও এমনি কাজ হইবে, তাহাতে তোমাকে মনোযোগী হইতে হইবে।

৭। এমন কাজ এখানে করিও না যাহাতে তোমার আত্ম-মর্যাদার আঘাত লাগে। আমার বিশ্বাস যে, কর্তব্যকারী আমার জন্ত অপরকে প্রভাৱনা করিয়া লুণ্ঠন করে, সে একদিন আমারও সর্বনাশ করিতে নিশ্চয়ই পারে।

৮। রাত্রে তুমি আমার কর্তব্যকারী নও, এবং তুমি কি কর তাহার সহিত নিশ্চয়ই আমার কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু যদি তুমি রাত্রে অসং আমোদ প্রমোদে রজনী বাপন করিয়া আমার বণার্থ প্রাপ্য কার্যের অর্ধেক অতি কষ্টে সম্পন্ন কর, তাহা হইলে তোমার প্রাপ্য পারিশ্রমিক অর্ধেক পাইতে তুমিও অবশ্যই বাধ্য। কারণ এখানে তোমার হস্তিয়ার আমার কতি। তোমার চরিত্র এবং আমোদ আক্লাদের জন্য আমার কতিগুণ হ্রাস-আঘাত সন্দত নহে।

৯। আমি বাহা তুমিতে ভালবাসি না, বা আমার বাহা তুমি উচিত নয়, তেমন কথা আমাকে বলিও না। আমি আমার টাকার মত কাজের মানুষ চাই, চাইকার বা সহচর চাই না।

১০। আমি পদাধাত করিলে তুমি তাহা করিতে পাইবে না। তুমি জানিও, তুমি যতক্ষণ আমার কার্যে মূল্যবান, ততক্ষণই থাকিতে পাইবে, বশনই তুমি অযোগ্য হইবে, তখনই তোমার মূল্য নাই, সুতরাং যতক্ষণ তোমার সঙ্গত পরামর্শ মূল্যবান ততক্ষণই তুমি আমার প্রিয়। কিন্তু সেই জন্য কদাচ তুমি মাথাগ চড়িয়া আমি বাহা করি, তাহা করিতে পারিবে না। আমার সময় মূল্যবান। পচা ফলের গলিত অংশ বাদ দিয়া সংশোধনের আমার সময় হয় না, সুতরাং আমি পচা ফল একেবারে ফেলিয়া দিই, ইহা অবশ্যই স্বরণ রাখিতে হইবে। সেই জন্য প্রকৃত মনুষ্যের রক্ষার জন্য সর্বদা যত্নবান হইবে।

এই দশটি আদেশ দ্বারা এই কঠোরী সমস্ত কর্তব্যকারী পরিচালিত হইয়া থাকে। স্বত্বাধিকারীও এই আদেশগুলির প্রত্যেক অংশ স্বয়ং পালন করিয়া কর্তব্যকারীগণের প্রগত ভক্তিবাজন হইয়াছেন। কারণ কর্তব্যকারীকে সং করিতে হইলে অধ্যক্ষেণ সততা আগে আবশ্যক। কিন্তু এদেশের স্বত্বাধিকারী ম্যানেজার সে গলদে লক্ষ রাখেন না, নিজের গলদ প্রকাশ হইয়া পড়িলেই কর্তব্যকারী ও অসং হইয়া পড়ে। এদেশের প্রকৃত কাজের লোকও পুরস্কৃত হয় কৈ। সে আদর্শ আগরা দেখাইতে জানি না। কঠোর পরিশ্রম করিলেও পাছে বেতন হ্রাস করিতে হয় বলিয়া তাহা স্বীকার করিতে চাহি না। কাজেই কর্তব্যকারীগণও অসং পথ অবলম্বন করিয়া সর্বনাশ করে।

খেত ইন্দুর।

আফ্রিকার একখানা কাগজে একবার প্রকাশিত হইয়াছিল যে, সাধা ইন্দুরের জ্ঞান-শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অনেক সময় কলকার খনিতে কার্বন মন্ অক্সাইড নামক এক প্রকার গ্যাস জন্মিয়া কলকার খনির অভ্যন্তরস্থ কুণিদের জীবন সংহার করে, এই সাধা ইন্দুর পূর্ব হইতে তাহা জানিতে পারে, এবং ইহাদের শরীরের সমস্ত রক্ত জন্মিয়া বাইবার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন ইহারা মৃতবৎ হইয়া পড়ে। মানুষ অপেক্ষা বহুপূর্বে ইহারা এই বিপজ্জনক গ্যাসের গন্ধ পায়। ইহাদের অবস্থা দেখিয়া মানুষ সতর্ক হইয়া জীবন রক্ষা করিতে পারে। সেই জন্য উক্ত কাগজ বলিয়াছেন, যে গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেক কলকার খনিতে খেত ইন্দুর রক্ষার বাধ্যতামূলক আইন করিয়া দেওয়া উচিত।

(Work)

Unscrewing Fountain Pen.

ক্লুওয়ালা ফাউন্টেন পেন

খুলিবার উপায়। অনেক সময় এইরূপ ফাউন্টেন পেনের মাথার পাঁচ খুলিতে না পারিয়া অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ইহার উৎকৃষ্ট উপায়, এক টুকরা রবারকে হোন্ডারের যে স্থানে ক্রুয়ারা যোগ করা, সেই স্থানে খুব টাইট করিয়া জড়াইয়া দিতে হয়। ২৪ বার এইরূপ করিতে করিতে পাঁচ খুলিয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত। রবার না পাইলে দড়ি এবং ভিজা কাগজ দিয়া জড়াইলেও হইবে। মাস টপার্ড শিশি বোতলের কর্ক বা ছিপি এই উপায়ে অনাৱাসে খুলিতে পার যায়।

Day's Tea has the highest awards in the Nagpur Exhibition—P. O. Box No. 335, Calcutta.

হাসিতে চরিত্র পাঠ।

একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, হাসি দেখিয়া চরিত্র নির্ণয় পরীক্ষিত, পাঠকগণ লক্ষ্য করিতে পারেন। মানুষ হাসিতে আরম্ভ করিলে প্রথমেই স্বর-বর্ণের শব্দ হইতে আরম্ভ করে। হয়ত এঃ হেঃ হেঃ, না হয়, উঃ হুহ না হয়, ইঃ হিহিঃ না হয় ইউ উ—ইত্যাদি, রকমের। কেহ কঃ খঃ জঃ চঃ হইতে আরম্ভ করে না, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। সেইজন্য জনৈক সুক্কদর্শী ইংরাজ বহু গবেষণার ফির করিয়াছেন যে, যে সকল লোক অঃ এঃ আ আদি বর্ণ হইতে হাসি আরম্ভ করে, তাহারা সরল, সৎ, গোল-মাল প্রিয় হইবেই হইবে। যে সময় তাহারা হাসে না, তখন হয়ত গভীর বা বিষাদ পূর্ণ বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত চরিত্র বুঝা যায় না। "People who laugh in ('a,, pronounced as 'Ay.. are frank honest, fond of noise and excitement, though they are often of a versatile and phlegmatic and melancholy persons.

যে সকল লোক ইঃ বর্ণে আরম্ভ করিয়া হাসি জড়িয়া দেয়, তাহারা বাগকের জায় সরল প্রকৃতি, স্নেহশীল, বাধ্য মুহু স্বভাব এবং অব্যবহিত চিন্ত। "are children or simple minded, obliging and affectionate, timid and undecided.

বাহারা "ও" হইতে আরম্ভ করিয়া হাসে, তাহারা বদান্ত এবং সাহসী। "To lough in "O" indicates generocity and daring" কিন্তু যে সকল লোক ইউ—শব্দে হস্ত আরম্ভ করে, তাহারা বড় ভয়ানক, পারক পক্ষে এরূপ বন্ধুর সহবাস পরিত্যাগ করিতে পারিলে ভাল হব। কারণ ইহাদের অব্যবহিত চরিত্র, কোন বিষয়েরই ফিরতা নাই, সেইজন্য গ্রহকার বলিতেছেন "Avoid if possible

all those, who laugh in "U" as they are devoid of principle.

বাহার "Principle, ঠিক নাই, তাহার সঙ্গে প্রেম বা বন্ধুত্ব করা বালির বাঁধের মত কণ্ঠহারী, এই হর্ষ, তখনই রাগ, পরজ্ঞে বেষ, গ্রহকার বলেন, ইহারা অহকারী পরজ্ঞী কাতর, দুঃখ, সনাক্রোধী এবং নীচমণ। আমার প্রিয় পাঠকগণ সুবিধা পাইলে এটা পরীক্ষা করিতে পারেন।

কতকগুলি জিনিসের অন্যান্য নাম নির্ণয়।

Sealing wax অর্থাৎ বাতি গালা, কিন্তু Wax মানে মোম, বাতিগালায় মোম মাত্র নাই, তবে Sealing wax নাম দেওয়া কেন?

Tit-mouse—এক রকম পাখীর নাম, কিন্তু মাউস্ মানে ইন্দুর, তবে টিট্ মাউস্ বলা কেন? কেন না পাখী ত ইন্দুর হইতে পারে না।

EVIDENCES OF

"Kajer loke's" Usefulness.

Telegraph 12-7-13 বলিয়াছেন :—

"Kajer Loke (Business man).— Vol. VII. No. IV of * * dwells upon maxims and morals of business, money wisdom, means of livelihood for the unemployed, electroplating, health and hygiene, agricultural notes and sundry others. The above named subjects give evidence as to the importance and usefulness of the magazine."

নিহার বলিয়াছেন :—

কাজের লোক :—

"কাজের লোকের দামটী পত্রিকাখানির উপযুক্তই হইয়াছে। কাজের কথা ব্যক্তি হইতে অসার কথা একটীও স্থান পায় না। আলোচ্য সংখ্যায় বেকারের উপায়, একটা অর্থনীতি, ভারতে সিমেন্টের কাঃখানা, সিল্টির কাজ, গার্হস্থ্য শিল্পনিকা, সংগ্রাসক, বাষ্পীয় শব্দট আবিষ্কারক জর্জ টীফেনসন প্রভৃতি বিষয়গুলি বিবিধ কাজের কথার পূর্ণ হইয়াছে। এরূপ অতি প্রয়োজনীয় মাসিক যদি সাধারণের নিকট সমাদৃত না হয়, তবে দেশেরই দুঃভাগ্য বলিতে হইবে।"

এইরূপ মন্তব্য বহুসংখ্যক আছে কিন্তু দুঃখ এ দেশে পাঠক নাই।

নিবেদন।

বহু দৈব ছক্কিপাকে এবং এবারেও "কাজের লোক" বাহির হইতে বিলম্ব হইল। জুলাই সংখ্যা ইহার পরেই বাইতেছে, আর তাম্র দিবার আবশ্যক নাই। কর্তব্য-পালনে আমি উদাসীন নহি।

ম্যানেজার।

হুগলি একজিবেশনে দেয় চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সির জন্য ৩০৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক
সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

৭ম বর্ষ।
৭ম সংখ্যা।

New Series,
July, 1913.

*

নূতন সংস্করণ।
জুলাই, ১৯১৩।

Vol. VII.
No. 7.

অভিজ্ঞের উপদেশ।

বহুদূর পরামর্শ মূল্যবান, তাহা কদাচ
উপেক্ষা করা উচিত নয়, বিশেষ কারবারে
বহুদূর পরামর্শই অগ্রগণ্য। অনেক দাত
প্রতিদ্বন্দ্বিতে বাহ্যিক দাঁড়াইতে পারিয়াছে,
তাহাদের পরামর্শ ভাল হইবে বৈকি ?

আমেরিকার নিউইয়র্কের “ইন্টার
কন্টিনেন্টাল কনফেঞ্চনার” নামক মাসিক
পত্রিকা হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি সারগর্ভ
পরামর্শ নূতন ব্যবসায়ীগণের জন্য অমূল্য
করিয়া দেওয়া হইল। যথা :—

১। বন্ধুর সহিত কাজ কারবার করিলেও
অপরিচিতের সহিত যেরূপ পদ্ধতিতে কাজ
করিতে হয়, বন্ধুর সহিতও ঠিক সেই পদ্ধ-
তিতেই কাজ করিতে হয়। চক্ষু লজ্জা করিয়া
অনেক সময়ই সর্বনাশ হইয়া পাকে।
কাজ কাজের নিয়মে হওয়াই উচিত। কারণ

সেটাও কারবারের অঙ্গীভূত আবশ্যকীয়
বিষয়। কারবারে খাতির নাই।

যদি অবস্থার না কুলায় এবং তোমার
দোকান বড় রাস্তা হইতে দূরেই স্থাপিত হয়,
তাহা হইলে জিনিস ভাল এবং দর মূল্য
রাখিতে হইবে। তাহা হইলে গলিতেও
বিক্রয় বাড়িবে।

ভদ্রতা, একদর, মূল্য এবং তৎ-
পরতা এইগুলি ক্রেতার প্রলোভনের
উপকরণ, যে কারবারে এগুলি বিদ্যমান,
সেখানে কখন ক্রেতার অভাব হয় না।
লোকে মাত্র মুগ্ধবৎ সেখানে আসে, তাহা
গলিতেই হউক, আর বড় রাস্তার ধারেই
হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না।

সম্মতিবাদের সহিত বিজ্ঞাপন দিয়াও
যখন তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্রেতাগণ তোমার

দোকানে আসেনা, তখন তাহা বিজ্ঞাপনের
দোষে নহে, নিশ্চয়ই তোমার নিজের দোষে।
কারণ তুমি চাপিয়া বাইলেও তোমার তাহা-
দের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনিত বদ্বন্দ্বিতা এবং
উপেক্ষাই তাহার কারণ। মাত্র নিজের
দোষ দেখিতে পার না। কিন্তু বাহার প্রতি
তোমার গুপ্ত স্বতাবের জরানল প্রযুক্ত হয়,
সে ঠিকই সে উত্তাপ বুঝিতে পারে। তাই
বলি, তাবের ঘরে চুরি চলে না, সে দোষ
তোমার নিজেরই।

যদি তুমি সাধনার সিদ্ধি লাভ করিতে
প্রয়াসী হও, সুযোগের অপেক্ষা করিয়া
বসিয়া থাকিও না, সুযোগও করিয়া লইতে
হয়, এবং এইরূপেই সুযোগ এবং সিদ্ধি লাভ
করাও হয়।

তোমার দোকান অপরিষ্কার এবং অন্ধ-
কার ময় হইলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েরই
দরদর অন্ধকারময় করিয়া তুলে, সেইজন্য

হুগলি একজিবিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজের জন্ত ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন।

বোকাশীল আলোক এবং বায়ু সংকরণ, এই দুইটা বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয়।

ব্যবসা করিতে বলিয়া অনর্থক গোলযোগ তুলিও না। কাঁচকেও আইন দেখাইও না। একবার তুমি “বদ লোক” বলিয়া প্রচারিত হইলে তোমার লজ্জী ছাড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, বৃদ্ধিতে হইবে। কারণ প্রত্যেক এবং বদলোক অপেক্ষা সং লোকের পক্ষেই অধিক লোক সহায়ত্ব প্রকাশ করে, ইহাই স্বাভাবিক।

কাঁচকেও প্রভাবিত করিও না, ইহাই অধঃপতনের মূল—সং উপরে উপার্জন করিলে অধঃপতন না হইয়া ক্রমোন্নতিই হয়।

দাস দাসী সমস্যা।

দাস দাসীর জন্ত আমাদের অবস্থা শোচনীয়। আমরা দাসদাসী রাখিয়া তাহাদের নিকট যে ব্যবহার পাওরা উচিত, তাহা পাই না। তাহারা আমাদের ঘরে উন্নত প্রকৃতি হয়, বাচাল হয়, কর্তব্য কার্য সুসম্পন্ন করে না, যখন ইচ্ছা কাজ বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়, কাজেই আমাদের হৃদিশার সীমা থাকে না।

কিন্তু সাহেবদের বাড়িতে এই চাকর চাকরাণী ঠিক থাকে, যথা সময়ে কর্তব্য কার্য সুসম্পন্ন করে, একখানি চিঠি পর্যন্ত কোন পাজে না রাখিয়া মনিবের হাতে দেয় না, ডাকিবা মাত্রই হুজুর করিয়া সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান হয়। পাশ্চাত্য দেশের দাস দাসী আরও অল্পগত, ইহার মানে কি? কোন স্থানে আমাদের গলদ, বেথা এবং তাহার প্রতি-কারের চেষ্টা করা উচিত।

আমাদের দেশের যে যে বিষয়ের প্রকৃত সংস্কার হওয়ার আবশ্যক, আমরা সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি না, কতকগুলি অনৈক্যতার কারণবশত বিষয় লইয়া, সমাজ সংস্কারাদি কার্যে প্রবৃত্ত হই এবং সময় ও শক্তির অপচয় করি মাত্র।

হিন্দু মুসলমানের বাড়ীর দাস দাসীর পাওনা অধিক, লোক নৌকতায় সামাজিক-তাবি বাপারে তাহারা অনেক পুরস্কার পায়, যেমন খাওয়া পরা পায়, সুত্তরাং তাহাদের ত বিশেষ অল্পগত হইয়া থাকাই উচিত, কিন্তু তবু তাহারা থাকিতে চাহে না।

এই বাপারটার গোড়ার আমাদের কিঞ্চিৎ গলদ আছে। সেইটাই সংস্কার হইলে কতক সুবিধা হইতে পারে।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের নিয়ম, অতি অপরিহার্য নিয়ম, তাহার “Certificate of good behaviour” বা সদ্যবহারের প্রশংসা পত্র না দেখিলে কদাচ কেহ দাসদাসী রাখিবে না। যেখানে সে আগে কাজ করিয়াছিল, সেখানকার প্রশংসা পত্র, এবং কেন সে ছাড়িয়া আসিয়াছে, তাহার সম্ভাবজনক চিঠি না পাইলে কোন দাস দাসী অত্র একজনের চাকরীতে নিযুক্ত হইতে পারে না। এই কারণে দাস দাসীর গুণের কমিয়া যায়, তাহারা যথাসাধ্য প্রভুর মন তুষ্টির জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করে, নচেৎ সে যে দিন বিনা অমুমতিতে চাকরী ছাড়িবে, পরদিন হইতেই সে আর কোনও চাকরী পাইবে না। সে অনাহারে মরিতে বাধ্য হইবে, কেহ তাহাকে রাখিবে না। তাহার ভিক্ষা করিবার যো নাই, বিলাতে সামর্থ্যবান লোকে ভিক্ষা করিতে পায় না, পুলিশে ধরিয়া বিচারালয়ে দেয়, জেল হইয়া যায়। সুত্তরাং জীবিকা নির্বাহের ভাবনা সে দেশে উৎকট। আহুন এইবার একবার আমাদের কোথায় গলদ তাহা দেখাইতেছি। আমাদের দেশে চাকর চাকরাণীর স্বতাব চরিত্র আমরা কিছুই

দেখি না, তাহার নিকট চাকরী করিয়াছিল, সে অল্পসন্ধানও করি না। আপনার চাকর আমি ভাড়াইয়া লই, আমার চাকর আপনি ভাড়াইয়া লয়েন। সুত্তরাং এদেশের দাসদাসী বলে “এক দরজা বন্ধ, হাজার দরজা খোলা।” কাজেই কোন লোকের চাকরীতে তাহার আস্থা থাকিতেই পারে না, সেই জন্য সে অসাধ্য উন্নত, বাচাল, কর্তব্য জ্ঞানহীন অসত্য হইয়া উঠিতে থাকে।

আবার দেশের পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া ভিক্ষা দিবারও নিয়ম নাই। হরি বলিলেই কাঁড়া চাউল; মিলিতে পারে। দৈনিক ১০০ ঘর বেড়াইয়া মুষ্টি ভিক্ষা করিলেও সে ৬৭ সের চাউল পাইয়া থাকে, বিক্রয় করিয়া ১৭ ১৮ দৈনিক পাইয়া থাকে সুত্তরাং ৩০ দিনে তাহার ৩০ টাকা উপার্জন হয়, সে কেন মূনিবের মন তুষ্টির চেষ্টা করিবে বলুন দেখি? কারণ ২০ টাকার চাকরীর বাবু অপেক্ষা তাহার অবস্থা খুশি ভাল। কাজেই সে বাবু মূণের উপর বলিয়া বসে “তোমার মতন বাবু চের দেখিয়াছি।”

অপর দিকেও দেখুন, ভাল দাস দাসী মজুর ইহাদের অভাব এবং বিশৃঙ্খলার আমাদের কাজকর্ম কারবার সমস্তেই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া পড়ে, কিছুদিন এইরূপ হইলেই গৃহস্থ এবং কারবার মাটি হইয়া যায়। সুত্তরাং এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জাতীর নিয়ম নিম্নলিখিত বলা যায় না, বরং অল্পকরণীয় বলা যায়। যদি ইহার এতটুকু না করিত, দাস দাসীর অভাবে থাইতে পাইত না। অল্প কিছুই কাজ কর মাটি হইত। System অর্থাৎ অশৃঙ্খলা জাতিগঠনের অতি অপরিহার্য উপকরণ, বল, বিক্রম, অর্থ, সামর্থ্য থাকিলে কি হইবে? অশৃঙ্খলার অভাবে সমস্তই মাটি।

সে কালেও দাস দাসী ছিল, কিন্তু তাহাদের কর্তব্যজ্ঞানও ছিল, ধর্মার্থ জ্ঞানও ছিল।

এখনকার প্রমুখীলোকের গ্রাম দা আনা লোকের ধর্ম জান নাই, সে সৎ বা অসৎ সমস্ত কাঁধাই করিতে পারে, চাকরিতে না পোষাইলে ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও থাকে। কাজেই মনিব বা চাকরী তাহার পক্ষে প্রজ্ঞা ভক্তির পাত্র হইয়া উঠিতে পারে না।

আমাদিগকে কি করিতে হইবে ?

চাকর চাকরাণী ভাড়াইয়া লওয়ার অভ্যাস পরিভাগ করিতে হইবে। প্রত্যেক চাকরের ভূতপূর্ব প্রভুর সাতিকিকেটের সম্বন্ধ দেখিতে হইবে, তবে চাকর চাকরাণী রাখিতে হইবে। তাহার পর যখন ২৪ বৎসরে সে বুঝবে, প্রশংসা পত্র না পাইলে চাকরী হইবে না, খাইতে পাইবে না, সে মরিবে, তখন তাহার চৈতন্য হইবে। পেটের দ্বারে সে তখন নম্র, ভদ্র, কর্তব্য পরায়ণ হইতেই বাধ্য হইবে।

পাশ্চাত্য দেশে চাকর চাকরাণীগণি শিখিবার বিদ্যালয় আছে। চাকর চাকরাণীর এজেন্সী আছে, এই এজেন্সীকে বলে চাকর সরবরাহ এজেন্সী, ইহার চাকর সরবরাহ করিয়া তাহাদের বেতন হইতে কমিশন কাটরা লইয়া থাকে। সেইজন্য চাকর চাকরাণীগণ সাতিকিকেট বা পত্র পাইলে তাহা এজেন্সীতে জমা দিয়া চাকরী করে, এই সকল এজেন্সীতে কোথায় কাজ খালি আছে, তাহারও সংবাদ আসে। ইহার সেই সকল প্রশংসা পত্র লইয়া তাহাদের বাড়ী ঘর দেখিরা লোকের বাড়ীতে দাসদাসী সরবরাহ করিয়া দেয়। এইরূপেও ঐ সকল দেশের লোকের কাজ চালাইতে থাকে ও বাস্তবিক সুখে থাকে। সুতরাং এ পদ্ধতি সঙ্গ নহে। এ দেশের লোকেও যদি সাতিকিকেটের পদ্ধতি চালাইতে পারেন, তাহা হইলে কেসটার দীনতা ঘূর ঘর, ভিক্ষকের সংখ্যা কমিয়া যায়, লোকে শ্রমশীল হইয়া পড়ে।

Rural Industries.

গ্রাম্য শিল্প।

গ্রাম্য শিল্প দ্বারা ভারতের অনেক অভাব ও দুঃখ মোচন হইতে পারে, কৃষি, রেশমের চাষ, পাট ও শনের বড়ি প্রভৃতি, মাটির কাজ, কাঠের কাজ, হাতের তাঁত এই সকলের উন্নতি হইলে গ্রাম প্রত্যেক গ্রামের অভাবি পূর্ণ হইয়া যায়। অনেক মনে করেন যে, অতিরিক্ত বস্ত্রাদির আবিষ্কার হওয়ার গ্রাম্য শিল্পের উচ্ছেদ সাধন হইতেছে, গ্রাম্য শিল্পীগণ প্রতিদ্বন্দিতায় পারিয়া উঠিতেছে না, এই কারণে গ্রাম্য শিল্পের লোপ সাধন হইতেছে। কিন্তু ইহা ভ্রান্তি মূলক। জার্মানী এবং অস্ট্রিয়া হঙ্গেরীতেও কল কারখানার অভাব নাই, বরং কল কারখানার প্রতিদ্বন্দিতায় জার্মানীই দীর্ঘস্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু সেই জার্মানীতেই হস্ত শিল্পের উৎসাহ প্রদান করা হইতেছে, বাহাতে হাতের কাজ বৃদ্ধি হয় সেজন্য ঐ সকল স্থানের গ্রাম্য শিল্পে নানা প্রকার শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। Leader দেখাইয়াছেন, Indeed observers say, that there is a distinct movement towards more cottage industries in Germany and Austrian Hungary"

সুতরাং ইহা ভ্রান্তি মূলক কথা যে, শুদ্ধ কলকারখানার আধিক্যই গ্রাম্য শিল্পের অবনতি ঘটাইতেছে। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে গ্রাম্য শিল্পের এত উন্নতি কেবল বর্তমান যুগের কো-অপারেটিব ক্রেডিট সোসাইটি দ্বারা আমাদের উন্নতি কল্পনা থাকিলে এই কো-অপারেটিব অর্থাৎ গ্রাম্য ঋণদান সমিতি দ্বারা আমাদের সুক্তির এবং উন্নতির সম্ভাবনা।

ভারতের অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছে, চট্টা না হইলে দীনতা ঘুচিতে পারে না। কারণ

যে সামান্য মূল ধনের অভাবে কোন কাঁধাই কেহ অগ্রসর হইতে পারে না। বাহাতে অতি অল্প সুদে টাকা কর্তৃক লইয়া অতি সুবিধা জনক কৃষিবন্দী বন্দোবস্তে প্রজাগণ টাকা পরিশোধ করিতে পারেন, সেই লক্ষ্য গ্রামে গ্রামে ঋণদান সমিতি গঠনের জন্য গবর্ণমেন্ট বন্ধপরিচর, কিন্তু এদেশের প্রজারা সাহস করিয়া টাকা লইতে চাহে না। সমাশ্রয় গবর্ণমেন্ট প্রজার সুক্তির জন্য তাহার দুঃখ মোচন করিয়া, এই পন্থা অবলম্বন করিলেও দেশের লোকে এমিকে বাইতেছে না। অনেক স্থলে নিরীহ কৃষকগণকে আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও তাহাদের অমূলক ভ্রান্তি অগনোদন করিতে পারি নাই। প্রজারা বলে যে, যদি কিস্তি মত দেয় টাকা দিতে না পারি, তাহা হইলে হস্ত দেবার দ্বারে সমস্ত গবর্ণমেন্টের ঘরে নিক্ষেপ হইয়া বাইবে। কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। প্রজাকে চুদান্ত রক্ত এবং বিষয় গোলুপ মহাজনের হস্ত হইতে পরিভাগ করিবার জন্যই এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রজার উচিত, মূলধনের অভাবে নীরবে নিশ্চল হইয়া সময় কাটান অপেক্ষা কোনরূপকিছু কাজ কর্তৃক করিলে দেশে কৃষি শিল্প, বাণিজ্যের বহুল উন্নতি হইতে পারে, তাহার অমুমান্য সন্দেহ নাই। এই মহচ্ছদ্বেশ সাধনের জন্য গবর্ণমেন্টের পুঙ্ক্তিকানি প্রচার এবং গ্রাম্য শিক্ষিত লোকের তাহা প্রজাগণকে বুঝাইবার আবশ্যকতাই অধিক। নিরক্ষর প্রজাকে এই মহচ্ছদ্বেশ বুঝাইয়া দিতে পারিলে বিশেষ সফল হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

কৃষি এবং শিল্পের উন্নতি ব্যতীত পরিভাগের জন্য কোনই মূল্য উপায় নাই, এ দেশে এখন কেবল কৃষির উপর নির্ভর করা চলিতেছে না, অনাবৃষ্টি অতিদৃষ্টি, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি কৃষির বহুতর ব্যাঘাত আছে, কৃষি সহিত গৃহ শিল্পের চর্চা এবং তাহাদের উন্নতি

হুজিৎ হইলে শিরাজত জ্বা সত্তারের বিনিময়ে
অরের সংস্থান করিতে পারা যায় কিন্তু
কেবল কৃষির উপর নির্ভর করিলে যদি
দৈবচক্রে হুজিৎ উপস্থিত হয়, তাহা হইলেই
অসম্ভাব্যে আশাদিগকে মুক্তার করাল গ্রাসে
আত্ম সমর্পণ করিয়া বসিতে হয়। গবর্ণমেন্ট
এই কথা বুঝিয়াছেন। সেইজন্য গ্রাম্য
ঋণদান সমিতি খুলিয়া গ্রাম্য লোকের এবং
গবর্ণমেন্টের অর্থ একত্র করিয়া গ্রাম্য
ঋণজীবিগণকে সাভাব্যর জন্ত চেষ্টা করিতে-
ছেন। এইজন্য বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিই বলিয়াছেন
যে, ভারতে গ্রাম্য ঋণদান সমিতির প্রসার
বৃদ্ধি হইলে প্রজাগণ ইহার হিতকর মহত্বদ্রষ্ট
বুঝিলে ভারতেও আশাভীত সুফল ফলিবে।
যে কোন উপায়ে গ্রাম্য শিল্পের উন্নতি
ব্যতীত যে অসময়ে আমাদের মুক্তির আর
কোন উপায়ই নাই, ইহা প্রব সত্য। আশা
করি প্রত্যেক পাঠক অতি অবশ্যই এই
গ্রাম্য ঋণদান সমিতির বিষয় বুঝিতে এবং
সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন। এই
গ্রাম্য ঋণদান সমিতির বিষয় জানিতে হইলে
ডাইরেক্টর Co-operative Credit Society,
Writers Buildings, Calcutta এই
স্থানে আবেদন করিলে এতদসম্বন্ধে কাগজ
পত্র পাইতে পারেন।

শিল্প প্রযুক্তি।

—:-(.):-

বহুকাল ধরিয়া প্রযুক্তি অবলম্বন করিয়া
আমাদের শিল্প প্রযুক্তিই নষ্ট করিয়া ফেলি-
রাতি, তাহার উপর নানাপ্রকার বিলাসিতার
প্রলোভনে মজিয়া আমরা এত অারাসী,
এত প্রব কাতর, এত হীনবল হইয়া
পড়িয়াছি যে, কেবল উপন্যাস এবং কবিতা
ব্যতীত কোন গবেষণা-পূর্ণ বৈজ্ঞানিক কি

শিল্প বিষয়ক পুস্তকাধি পড়িতে প্রস্তুত নাই।
প্রযুক্তি নাই, কচী নাই, চাকরীর চিন্তাতেই
স্বস্ত, শিল্পের কথাও মনে আসে না। চাকরী
ব্যতীত যে শিল্প দ্বারা আমাদের অভাব
মোচন হইতে পারে, এ বিশ্বাসই আমাদের
দেশের জ্বরে স্থান পায় না। এইটাই এদেশের
সাংসৃতিক রোগ দাঁড়াইয়াছে। দেশের লোকে
মুগ্ধ কিছু মারিয়া দিয়া অদৃষ্ট কিরাইতে চায়,
এই হইতেছে আসল কথা। কিন্তু তাহা
হইবার নয়, জগতের ভাবও কাজই শিক্ষা
সাপেক্ষ। তাহাতে যদি তোমার প্রযুক্তি না
থাকে, তাহা হইলে তোমার অবস্থা যে
শোচনীয় একথা বহুবারই বহুজনই বলিয়াছেন
নুতন কিছু নহে। কিন্তু কেমন ঘুম ঘোর,
কেমন দুর্বলতা, কেমন মতিচ্ছন্ন, কেমন
হুত্যাগ্য আমাদের প্রযুক্তির পরিবর্তন হইল না।
নিজের অঙ্গের সংস্থান না থাকিলেও ঘরে
হাংকার উঠিলেও আমরা পরোপকারের ও
সংস্কারের ভান করিয়া বুধা বাগাড়ম্বর ও
ভণ্ডামি করিয়া বেড়াই মাত্র। সে আর
কিছু নয়, দেশের হিত চিন্তাও নয়, সে নিজের
নাম জাহির করিবার, সাধারণের সম্পত্তি
গাপ্ করিবার আরোজন মাত্র। এইরূপ
প্রবঞ্চকের দলে ভারতের এক প্রান্ত হইতে
অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছাইয়া ফেলিতেছে। সেই
জন্য যে কোন উপায়ে ছায় উদর পূরণের
জুই লোকে ঘুরিতেছে। শিল্প বা দেশ বলিয়া
ভাবিবার প্রযুক্তি নাই। এইরূপই যদি দেশের
অবস্থা থাকে, তাহা হইলে ইহার দীনতা
ঘুটিতেই পারে না।

বাহার। নিজেদের দশা কিরাইতে জানে না,
নিজের বিষয় ভাবিতে শিখে না, তাহার।
পরহিত ব্রত পালন করিতে কি সক্ষম? কোন
দেশের মুক্তির পথ দেশীয় শিল্পের উন্নতি এবং
দেশীয় লোকের শিল্পে প্রযুক্তির উদ্ভাবনই প্রশস্ত
পন্থা। ইহাতেই দেশের প্রকৃত হিতসাধন সম্ভব।
প্রাচীন, সমগ্র ইরোপ, আমেরিকা, জাপান
প্রভৃতি। বিভাগের শিল্প শিক্ষা, গৃহে শিল্প শিক্ষা

দেশের বাণিজ্য সত্তার এবং সার্ব সত্তার
জন্ত সুবিধা। সুতরাং যে দেশের শিল্প প্রযুক্তি
বর্ত-কম, সে দেশের দুঃখও তেমনি আসমুহ।
কেহ কখনও শিল্পের পুস্তক শিল্পের উন্নতির কথা
চিন্তা করেন কি? কখনও দেশের কথা
ভাবেন কি? বাস্তবিক দেশের দীনতার
করাল গ্রাস হইতে মুক্তির পথ এই পথে—
যদি আজ বার যেমন অবস্থা, কিছু না কিছু শিল্প
শিক্ষা করিত, তাহা হইলে ৩০ কোটি নরনারীর
আবার কখনও অঙ্গের সংস্থানের জন্ত ভাবিতে
হইত মনে করেন? আজ ৭ বর্ষ ধরিয়া কত
কঠোর অবস্থার, কত দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ
করিয়া “কাজের লোকে” যে অসংখ্য উপায়
দেখাইলাম, কৈ কেহ কিছু করিয়াছেন কি?
তাই বলি, প্রযুক্তিও নাই মুক্তির পথও জানি
না। কেবল অসুস্থ করিয়া, সভা সমিতি
করি, পরহিতের ভান করিয়া দেশের লোকের
চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বদুচ্চা ব্যয় করিয়া নিজের
বহুদিক্কার কল্পনার প্রভুত্বপারায়নতা আরা-
সেঞ্জ পরিভূষি করি মাত্র। তুমি যদি দেশের
গুতাকাজী হইতে, তবে প্রকৃত মুক্তির
উপায় করিতে, দেশের শিল্প প্রযুক্তি জাগরিত
করিয়া গবর্ণমেন্টের সহিত এক মতে তাহার
জন্ত খাটিতে। কিন্তু সে ত নয়, তুমি চাও
নাম, তুমি খাট নিজের স্বার্থে, পরহিতকথা
তোমার মুখ, তুমি প্রবঞ্চক, দেশবৈরী
মাত্র।

রেলের আয়।—গত ২৪শে মে পর্যন্ত এক

সপ্তাহে সমগ্র ভারতে মোটের উপর
১২৯১০০ টাকা লাভ হইয়াছে। তন্মধ্যে
ইষ্টইন্ডিয়ান রেল ২১০৪০০০, ইন্টারবেঙ্গল-
টেটরলে ৫২৭০০০ এবং আসামবেঙ্গলরেল
১০৫০০০ আয় হইয়াছে। আসামবেঙ্গলরেল
গড়ে প্রতি মাইলে ১৩০ আয়
হইয়াছে।

Day's Tea has the highest awards in the Nagpur Exhibition.—P. O. Box, No, 335 Calcutta.

সময়ের মূল্য নিরূপণ।

মিষ্টান্ন স্থিতি—সন্ধ্যাগর—দৈনিক কার্য শেষ করিয়া এক খানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিতল গৃহের কক্ষে উত্তম ভাতারনের মিকট উপবিষ্ট—সন্ধ্যা সমাগত—বৈজ্ঞানিক আলোকে কক্ষ উদ্ভাসিত—এমন সময় কক্ষান্তর হইতে এক ঘোড়শী মিঃ স্মিথের কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল।—স্মিথ মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন—মেসি, ঠাহার একমাত্র কস্তা। বৃদ্ধ স্মিতমুখে বলিলেন—“মেরি কি মনে করে”?

মেরি বাণিকাস্থলত কত আবদারের চাপল্য দেখাইয়া বলিল, বাবা আমি কিছু উপার্জন করিতে চাই,—আমি জানি, আমার কাজ করিবার ক্ষমতা আছে, যদি আমাকে কোন আফিসে কাজ দেওয়া হয়, তা’হলে আমি নিশ্চয় উন্নতি করিতে পারি, বৃদ্ধ কস্তাকে বলেন, বেশ, ঘরের কাজ কর’ যদি ভাল না লাগে, তা’হলে আমার আফিসেই তোমাকে কাজ দিব। বাণিকা আনন্দের হাসি হাসিয়া বলে, সন্তি? তা’হলে কত করে মাইনা দেখেন?

বৃদ্ধ—সে কি এখন বলা যায়? তোমার সময়ের মূল্য কসে দিতে হবে।

বাণিকা উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল কেমন করে তা ঠিক করতে পারবেন?

পিতা বলেন, সেটা বড় শক্ত কথা নয়। আচ্ছা, এস এখনই হিসাব করে দেখা যাক, বাণিকা বিস্মিত হইল, সময়ের মূল্য হিসাব ক’রে কি ক’রে দেখা যাবে! বলেন—আমি প্রতি মিনিটে ৩ টাকা দাম ধরতে পারি। স্মিথ হাসিলেন, বলেন তোমাতে তেমন কোন গুণ দেখি নাই, বাহাতে তুমি প্রতি মিনিট ১ ডলার অর্থাৎ ৩০ পাইবার যোগ্য। এস, হিসাব করা যাক, আচ্ছা তোমার জননী আর তুমি না কাল ডাউনটাউনে গিয়াছিলে?

কস্তা। হাঁ আমরা গাউনের জন্ত কিছু কাপড় কিনতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার সঙ্গে এর সংশ্লিষ্ট কি?

পিতা। আমি তখনো, তুমি প্রথম দোকানে গিয়ে দাম বেনী বলে না কি যে অল্প দোকানে গিয়াছিলে?

কস্তা। সত্য, তারা প্রতি গজ ১৫ সেন্ট করে দাম চেয়েছিল, কিন্তু আমরা ৮৭ সেন্ট গজ পেয়েছিলাম বলে অল্প দোকান হতে কিনেছি, আমাদেরকে সাধারণ পোষাকের কাপড় কেনার ঠকান সহজ নয়। আমরা ডাউনটাউনের সমস্ত দোকান ঘুরে ঘুরে শেষে খুব সুবিধা করে কিনে ফেললাম।

পিতা। বেশ করেছিলে। আচ্ছা তোমাদের কত সময় লেগেছিল?

কস্তা। অবশ্য আমরা দিনে খাওয়ার দাওয়ার পর গিয়ে রাত্রি ৮টার ফিরে এসেছি, সন্ধ্যার কিনতে গেলে তাড়াতাড়ির কর্তব্য নয়।

পিতা সহাস্ত বদনে বলেন, নিশ্চয়ই নয়। তা—কত গজ কাপড় খরিদ হলো।

কস্তা বলেন “৬ গজ”

বৃদ্ধ অতি কষ্টে হাস্ত সম্বরণ করে গভীর ভাবে বলেন—তা’হলেই মোট ১৮ সেন্ট লাভের জন্ত তোমরা ২ জনে প্রায় সমস্ত দিন পরিশ্রম করেছ।

কস্তা বলে, নিশ্চয়!

পিতা বলেন, এইখানেই আমাদের সমস্ত পূর্ণ হয়ে এল। তোমরা ২ জনে সাপাদিনে ১৮ সেন্ট লাভ করেছ, তা’হলেই প্রত্যেকের দৈনিক সময়ের দাম হলো ৯ সেন্ট, আর সকালে ঘরে তোমার মা আর তুমি যে গার্হস্থ্য কর্তব্যে পরিশ্রম করেছিলে সেই সময়, শুদ্ধ হিসাব করে খুব বেশী করে বলেও প্রত্যেকে ১২ সেন্ট ৯০পেতে পার। আমি আফ্রিকার সহিত তোমাকে দৈনিক ১২ সেন্ট দিতে—

কিন্তু কথাটা আর শেষ হইতে পাইল না কস্তা হাত পা শিটকে মিটকে আকাট হইয়া গেল।

কস্তার জননী এককণ কোন কথাই কহেন নাই, ঘুরে সোকার উপর বসিয়া সীমন কাখো ব্যস্ত নিবিষ্ট ছিলেন, বলিয়া উঠিলেন—কি ছোট লোক তুমি! (you are a mean thing) ভাবগতিক দেখিরা মিঃ স্মিথ কক্ষান্তরে পলাইয়া সে ব্যতী রক্ষা পাইলেন। পাঠক বৃদ্ধিলেন? অনেকে কল্পনার মনে করেন, না জানি “আমার কত যোগ্যতা, এবং আমি কত মূল্য বান” কিন্তু আমেরিকান, এই মহাজনের এই সময়ের মূল্য নির্ধারণের হিসাব দেখিলেই চৈতন্ত হইতে পারে। মানবের মূল্য তাহার সময়ের কাজ ধরিয়া, রূপে নয়, কথায় নয়, কল্পনায় নয়। সময়ের কাজের উপর কর্তৃত্বের মানবের মূল্য নির্ধারিত হইয়া থাকে মাত্র।

১ সেন্টের মূল্য আমাদের দুই পরমা মাত্র।
সিগ্‌মো গ্রাম।

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

মুখের ত্রণ।

মুখে ত্রণ হইলে মুখস্ত্রী ত নষ্ট হইয়া যায়ই, অধিকন্তু সময়ে সময়ে জুরানক বয়্রণাও হইয়া কষ্ট পাইতে হয়। অনেকে ফেস্ পাউডার, মিল্ক অফ রোজ প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কোন উপকারই হয় না। নিম্নলিখিত ঔষধটী দ্বারা আমি অনেক সময়ে বিশেষ সুফল পাইয়াছি।

গ্লিসারিন	২৫ তোলা
গোলাপ জল উৎকৃষ্ট	১/০ ছটাক
গন্ধক চূর্ণ	ওজন ১/০ আনা

একত্র মিশাইয়া একটা পরিষ্কার শিশিতে ছিপি বদ্ধ করিয়া রাখিরা দিতে হয়। যখন ব্যবহার করিতে হয়, শিশি নাড়িয়া তুলি কিম্বা পালক দ্বারা ব্যবহার করিতে হয়।

গন্ধক চূর্ণ সব্‌লাইমড্ বা এসিপিটেড্ ব্যবহার করা উচিত, বাত্বারে সম্ভবত ইহার ১/১ সের ৪০/০, ৫০ মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে।

চুল উঠার প্রতিকার।

অনেক মহিলার সম্মান হইবার পর চুল উঠিয়া যায়, এবং টাক পড়ার মত হইতে থাকে। নিম্নলিখিত তৈলদ্বারা উপকার হইবার সম্ভাবনা।

জুইট অয়েল বা তিলতৈল ১০ ছটাক
শিরিট গোজমেরি ১০ ছটাক, আরকলের
তৈল ১০ ফোঁটা একত্র মিশাইয়া একটা
অঙ্ককার স্থানে রাখিয়া দিবে, কৈকালে ও সন্ধ্যার
সময় অঙ্গুলি দ্বারা ঘষিয়া ঘষিয়া লাগাইলে কিছু
দিন পরে চুল উঠিবে। আয়ত্নক বুঝিলে
শিরিট গোজমেরি, এবং আরকলের
তৈলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে ও ক্ষতি নাই।

টাক পড়িয়া চুল উঠিলে ক্যাস্কারাইডিস
একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রায় সকল প্রকার
কেশ তৈলে ক্যাস্কারাইডিস থাকে, ইহার চুল
উঠাইবার ক্ষমতা আছে, একথা অনেকবারই
ইতি পূর্বে বলিয়াছিলাম। এই ক্যাস্কারাইডিস
নিম্নলিখিত প্রকারে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার
করিলেও মঙ্গল হয় না।

অভিকলম	২ আউন্স
টিংচার ক্যাস্কারাইডিস	২ ড্রাম
রোজমেরি তৈল	১০ ফোঁটা
ল্যাভেন্ডার তৈল	১০ ফোঁটা

একত্রে মিশাইয়া একটা শীতল নিভৃত স্থানে
শিশি করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। এই তৈল
নারিকেল বা তিল তৈলের সহিত মিশাইয়া
ব্যবহার করিলে আঁত শীঘ্র চুল গড়াইতে
পারে।

পায়ে গুঁরা পোকা লাগিলে সত্ত্ব প্রস্তুত
কলিচূর্ণ লাগাইলে ভাল হইবে, যদি জালা বোধ
হয় বা ফোকার মত হয়, তাহা হইলে রেড়ী বা
জুইট অয়েল বা গিসসরিন লাগাইয়া দিলে
বয়না বাইবে, কিন্তু গুঁরা পোকের বিষ নষ্ট
হইবে।

মৌ-মাছিভে বিক্রিয়া দিলে লাইকার
আমোনিয়াম কিংকিৎ জল মিশাইয়া ডাইলিউট
করিয়া তুলি দ্বারা লাগাইলে তৎক্ষণাৎ বয়না
নিবারিত হইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। কাবাব চিনি এবং মিছরী সমান
হুই তাগে লইয়া একত্র গুঁড়া করিতে
হইবে, পরে আঙ্গুলে করিয়া শিশুদিগকে
চাটিয়া খাইতে দিলে কান্ধী সত্ত্ব আরোগ্য
হইবে।

২। পিপুল, গোলমরিচ, গুঁট, এই তিন
ভাগ মিছরী এক ভাগ লইয়া উত্তমরূপে গুঁড়া
করিতে হইবে, পরে পাতলা ছাকড়ার
ছাঁকিয়া সেই গুঁড়া আঙ্গুলে করিয়া প্রতি-
দিন পাঁচ সাতবার শিশুকে চাটিয়া খাইতে
দিলে দুই তিন দিবসের মধ্যে কান্ধী সারিয়া
বাইবে।

৩। বন পিপুলের ডাটা (যাকে পিপুলের
ছোটা বলে) আদা কিম্বা গুঁট, গোলমরিচ,
তেজপত্র, মিছরী সমভাগে লইয়া একপোয়া
জলদ্বারা একত্র জাল দিয়া আধ পোয়া
থাকিতে নামাইতে হইবে, তারপর প্রতিবারে
৩৪ ঝিলুক প্রাতে ও বৈকালে ৬ মাসের
শিশু হইতে বৃদ্ধকে পর্যন্ত খাওয়াইলে খুব
উপকার দর্শিবে। শিশুদিগের কান্ধীর পক্ষে
এই পাচন বড় উপকারী।

৪। শিশুদিগের উৎপাতের কান্ধী হইলে
একটু চুণ ও লবণ মাড়িয়া গরম করিয়া
গলায় প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

৫। পুরাতন ঘৃত বৃকে মালিস করিয়া
তত্বপরি আকন্দপাতা লাগাইয়া আঙ্গুলের
উদ্রাণ দিলে কান্ধীর উপকার হইবে।

৬। কর্পূর এবং সরিষার তৈল একত্র
মাড়িয়া বৃকে মালিস করিলে কান্ধী আরাম
হইবে। এটি বড় উপকারী।

৭। জ্বেরসঙ্গে পিপুল গুঁড়া, গোলমরিচ
গুঁড়া, মিছরী মিশ্রিত করিয়া জ্ব খাওয়াইলে
বিশেষ ফল হয়।

৮। যষ্টি মধু ও মিছরী একত্র জাল দিয়া
শিশুদিগকে সেই পাচন খাওয়াইলে বিশেষ
উপকার হয়।

৯। শিশুদিগের বেশী রক্তমগ্দি কান্ধী
হইলে এক রতি পরিমাণ সোহাগার ঐষ মধু
দ্বারা পেষণ করিয়া খাওয়াইবে।

১০। জ্বের সঙ্গে মিছরী গোলমরিচ,
আদা একত্রে জাল দিয়া খাওয়াইবে।

১১। বন পিপুলের শিকর ছেচিয়া রস
করিয়া খাওয়াইলে কান্ধীর উপদ্রব কমিয়া
বাইবে।

১২। আদার রস গরম করিয়া খাওয়া-
ইলে গলার ঘুলঘুলী নিবারণ হয়।

বঙ্গবন্ধু।

সাপের কামড়ের ঔষধ।

—•—

The numbers of person and
cattle who die from snake-bite in
India are appalling, and up to the
present, no satisfactory remedy has
been found. The antedotes known
at the moment can not always be
relied upon, even if the means to
give them are always at hand.
But a perfectly simple and often
casily obtainable cure tried in
Brazil, has, according to a corres-
pondent of the "Over Seas Daily
Mail" proved mervellously effective.
In one case an Indian peon, bitten
on the foot by "Yaracao" snake
and brought to the "estancia"
apparently in the last stages of
collapse, bleeding from the gums
and showing other signs of appoa-
ching death from the poison of
that snake, was given a drink of
banana juice from the tree trunk.
In three days he was quite sound.
A child was treated in the same
way and recovered and a bullock,
which had also been bitten by a

লণ্ডনের ব্রাদার্স-ব্রিটিশ একজিবিশনে দেব চাঁ পুরস্কৃত, পোঃ-বক্স নং ৩৩৫, কলিকাতা।

snake, and was apparently dying—unable to move from a position on the ground was made to swallow some of the juice. The swelling subsided and the animal recovered.

পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, কোন ব্যক্তিকে সাপে কামড়াইলে তাহাকে যদি কলাগাছের রস পান করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে অনেক সময় রোগী আরোগ্য লাভ করে। পরীবাণীরা ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পানেন।

সঙ্গিঃ।

বিচিত্র বার্তা।

লণ্ডনে মাটির নীচে রেলগাড়ী যাতায়াত করে। টমাস আলিঙ নামে কোন লোক ৫০ বৎসরে উপর এই ভূগর্ভস্থিত রেলপথে কার্য্য করিতেছে। এই ৫০ বৎসরের মধ্যে সে এক দিনও মাটির উপরে আসে নাই। লোকটা মলিতেছে, ভূগর্ভস্থিত রেলপথে চাকুরী গ্রহণ করিবার পূর্বে তাহার স্বাস্থ্য বড় ভাল ছিল না। মাটির নীচে থাকিয়া তাহার স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

তথ্যসংগ্রহ।

কলিকাতাবাসী কি নির্বংশ হইবে?

পুরুষ জীলোক কলিকাতায় খাস বাসিন্দা ১,৮৪,৪১৩, ৬০, ৩৭৪ বিদেশী বাসিন্দা ৪,৭১,১২৫, ১,৬৮,২২৩, খাস বাসিন্দা অপেক্ষা বিদেশী বাসিন্দার সংখ্যা দ্বিগুণের বেশী। প্রতি বৎসরই বিদেশী বাসিন্দার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

১৯০১ সালে কলিকাতার পুরুষ জীলোক খাস বাসিন্দা ১,৭৮,৯১৬, ১,৪৮,০৬১ ও

বিদেশী বাসিন্দা ৪,০১,৬০২ ১,৫৫,৪৩৭ ছিল।

বিগত ১০ বৎসরে খাস বাসিন্দার সংখ্যা অপেক্ষা বিদেশী বাসিন্দার সংখ্যা বেশী বাড়িয়াছে।

কলিকাতার জন্ম সংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা অনেক বেশী। বিগত দশ বৎসরে হাজার করা ১৭০৭ জনের জন্ম ও ৩৪০৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। অর্থাৎ জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা ১০৪৫, ৫৩৪ বেশী হইয়াছে।

বিদেশ হইতে বহু লোক যদি কলিকাতায় না আসিত, তবে কলিকাতা জনশূন্য হইয়া যাইত।

অনেক লোক কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। ১৯০১ সালে ১৭৯২৩ জন পুরুষ ও ১৮০৯৮ জন জীলোক এবং ১৯১১ সালে ৪৭৯৪৪ জন পুরুষ ও ৪০২০৪ জন জীলোক কলিকাতা ছাড়িয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় শিশুর মৃত্যুই প্রধান ভয়ের কারণ হইয়াছে।

কলিকাতায় যত শিশু জন্মে, তাহার শতকরা ৩১ জন ১ বৎসর বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অর্থাৎ ১ বৎসর বয়স না হইতেই প্রায় ৩ জনের মধ্যে ১ জন ইহলোক ত্যাগ করে। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, প্রতি বৎসর ১ বৎসরের নূন বয়স্ক প্রায় ৪৭৩১ জন শিশুর মৃত্যু হয়। বয়স ১ মাস পূর্ণ না হইতেই ৭০০ শিশু প্রাণ বিসর্জন করে। এই ২৭০০ শিশুর মধ্যে ১২০০ অকাল প্রসব বা দুর্বলতা হেতু এবং ১০০০ মাতা, খাদ্য ও আত্মীয়স্বজনের অজ্ঞতা হেতু ধনুটকার ও আক্ষেপ রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

২২০০ শিশুর জীবন ১ মাস পূর্ণ হইবার পূর্বেই শেষ হয়, ইহার কি কোন কারণ নাই; বঙ্গের স্বাস্থ্য কমিশনার ডাক্তার ক্লেমেন্স তাহার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন।

১ম কারণ বালাবিবাহ।

বালাবিবাহ হেতু পিতামাতার অল্প বয়সে সন্তান জন্মে, সে সন্তান হয়, অকালে জন্মিষ্ট হয়, না হয় এমনি জীবনীশক্তিহীন হয় যে, কয়েক দিনের মধ্যেই ইহলোক হইতে প্রস্থান করে।

২য় কারণ স্বাস্থ্যনাশকর স্মৃতিকাবর।

বাড়ীর যে ঘর বাসের অযোগ্য, যেখানে সূর্য্যের আলো বা আকাশের বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, তাহাই সন্তান জন্মের বাসের জন্য নির্দিষ্ট হয়। যে ঘরে বলিষ্ঠ লোক দুই দিন বাস করিলে দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হয়, সেই ঘর স্বকোমল দেহ, স্বর্ণের শিশুর জন্য নির্দিষ্ট থাকে। সে ঘরে বায়ু প্রবেশের পথ নাই, অথচ দিন রাত্রি আগুন জলে; ধূলায় বরফ লোকের নিশ্বাস রুদ্ধ প্রায় হয়, ভূতের ভয়ে দ্বার প্রায় সর্বদাই বন্ধ করিয়া রাখা হয়, সুতরাং শিশু ২১ দিনের মধ্যে আক্ষেপ রোগে পঞ্চদশ প্রাপ্ত হয়।

৩য় কারণ খাদ্যের অজ্ঞতা।

অশিক্ষিতা খাদ্যী সন্তান জন্মগ্রহণ করা মাত্রই অপরিহার্য বাসের চিন বা ধারাল শাখা দ্বারা নাড়ী কাটে এবং কাটার মুখে ছাই দেয়। ইহাতে ধনুটকার হইয়া বহু শিশু প্রাণত্যাগ করে।

৪র্থ কারণ পুষ্টিকর আহারের অভাব।

দরিদ্রতা বশতঃ অনেককেই গর্ভিণী বা প্রসূতিকে পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিতে দিতে পারে না। সুতরাং দুর্বল মাতার দুর্বল সন্তান শীঘ্রই দেহত্যাগ করে।

৫ম কারণ ম্যালেরিয়া।

ম্যালেরিয়া রোগে মানবের জীবনী শক্তি সংহার করে। যে শিশুর জীবনী শক্তি নাই, তাহাঙ্গের সন্তান কয়দিন বাঁচিতে পারে?

প্রধানতঃ এই ৫ কারণে ১ মাসের মধ্যে ২২০০ শিশুর মৃত্যু হয়।

১ মাস হইতে ১ বৎসর পর্যন্ত ২৫০০ শিশুর মৃত্যুর প্রধান কারণ সর্দি কাশি। অল্পবয়স্ক পিতা মাতার সন্তানদের কুসংস্কার গীড়া অতি সহজেই হয়। শীতকালে বস্ত্রাভাব হেতুও অনেক শিশুর সর্দি কাশি হয়। মন্দ ছুখও শিশুর মৃত্যুর কারণ। শিশুর মৃত্যুর যে কারণ তাহা উপরে উল্লেখ করা গেল। ৪৭০১ জন শিশু এক বৎসর পূর্ণ না হইতেই কালগ্রাসে পতিত হয়—এই অপরূপ কাতার? এই ভীষণ শিশু হত্যার জন্য কে দায়ী?

দরিদ্রতা ও ম্যালেরিয়া সহজে দূর করা না যাইতে পারে, কিন্তু বাড়ীর ভাল ঘরটা কি অনায়াসেই স্ত্রীকাকারের জন্য নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে না? বালা বিবাহ শিশুবধের এক প্রধান কারণ। ইহা কি উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না? বাঁশের চির দিয়া নাড়ী না কাটিয়া একখানা কাঁচি আঙুনে পুড়াইয়া তদ্ধারা কি নাড়ী কাটা যাইতে পারে না?

ঘোর মূর্খতা ও কুসংস্কার এ দেশের কি সন্ধানশই না করিতেছে। শিক্ষাভিমাত্রীরাও এই কুসংস্কারের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছেন না। যে দেশের লোক অবহেলার বিধাতা প্রেরিত হাজার হাজার শিশু বধ করে, সে দেশ স্থপ শাস্তির আশা করিতে পারে না।

১৩২০ সালের ফল গণনা।

১৩২০ সালের ৩০এ ভাদ্র শনির ক্ষেত্রে চিত্রস্থিতি কালে ঈশানকোণে চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হওয়ার এবং চন্দ্রের অবমর্দন অবস্থা প্রাপ্ত ও কপিলবর্ণ মণ্ডল দৃষ্ট হওয়ার স্নেহ, বুদ্ধবারী, কর্দকার, দম্বা, প্রধান দেশ ও রাজত্ববর্গ, পর্জতবাসী, ভারবাহী, পাশ্চাত্যলোক, রাখাল ও উপযুক্ত মনুষ্যগণের বিনাশ এবং ছুর্ভিক্ষ হইবে।

গ্রহণকালীন চন্দ্রের প্রতি বদল, বৃষ, শুক্র, শনির দৃষ্টিবশতঃ বৃষ, বৃষ, তৈল, মহার্ঘ, ওষুধ, অমিতর, শত্রুবিনাশ ও ছুর্ভিক্ষ হইবে। তবে বৃহস্পতির সামান্য দৃষ্টির জন্য বৎসিকিৎসে যোবের হানি হইতে পারে।

তুলাতে বৃষ, বৃষ্টিতে রবি থাকিতে গ্রীষ্ম কালীন শত্রু উত্তম হয়, কিন্তু বৃষ্টিতে রবি তৎসম্পর্কে শাপ গ্রহ শনির পূর্ণদৃষ্টি ও বৃহস্পতির প্রাদৌ দৃষ্টি না থাকায় এবং নবম রাশিতে বৃহস্পতির অবস্থান কালীন রবি অষ্টমহ হওয়ার গ্রীষ্মকালীন শত্রুর অধুতাগ হইবে মাত্র।

কুম্বক্ষেত্রে রবি, বৃষ, শুক্র একত্র হওয়ার সর্বপ্রকার ধাতু মহার্ঘ ও অনাবৃষ্টি হইবে।

রবি, চন্দ্র, বৃষ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনির ক্ষেত্রে থাকার ধাতুদি মহার্ঘ, উত্তর দেশ ও নৈঋতদিকস্থী দেশস্থ প্রজাগণের ভয় ও বিনাশ উপস্থিত হইবে এবং বব, তুলা, মৃগ, বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিলে ১৩২১ সালের শ্রাবণ মাসের পর বিপুল লাভ হইবে।

ধনু রাশিতে সূর্যের অবস্থিতি সময়ে শনিবার অমানিত্তা ও সূন্য নক্ষত্রের বোগ হওয়ার ধাতুর মূল্য বিপণ্য বৃদ্ধি পাইবে। বস্ত্র, পুষ্প, গম, শালি ধাতু, ঘব, মহিষ, খেজুর, মুক্তা, তৈল ও মস্ত্র ছদ্মুলা হইবে।

১৮৩৬ শকাব্দ হইতে পৃথিবীতে সর্বত্র বৃষ্টির সূচনাসময় ও ছুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইবে।

স্পেন, হেন্দ্রী, গ্রীস, ভারতবর্ষ, খোরাসানীয় একচক্ষু মনুষ্য ও চীনবাসীর জাপান বাসীর শুভ।

আয়ারল্যান্ড, পারস্তদেশ, এসিরামাইনায় আর্কিপেলোগো, সাইপ্রাস দ্বীপ, ডবলিন, আরব, তাতার, কবির, প্রসিরা, লোরায় সুইডেন, হামবার্গ, পর্ন্তুগাল, স্পেন দেশের অন্তর্গত গ্যালেসিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া, বয়না ও সরস্বতী নদীর তীরস্থ প্রদেশ এবং হিমালয়-বাসীগণের ক্লেশ।

শ্রীললিতমোহন জ্যোতির্ভূষণ। রত্নপুর।

বিবিধ কথা।

—:০:—

পল্লীগ্রামে পানীয় জল।

পল্লীগ্রামে ভাল জল পাইবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড যে টাকা ব্যয় করিবেন, বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট ৪ঠা অক্টোবর ১৯১১ অব্দের সারকুলারে তাহার এক তৃতীয়াংশ দিতে বীকার হন। ১৯১১-১২ সালে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে জলের জন্য ৩৩ টাকা খরচ হইয়াছে, উপরোক্ত হিসাবে বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত টাকা দিবেন:— বর্ধমান বিভাগ ১০,৮২২; বর্ধমান ৩০০০, বীরভূম ২০৩৩, বাঁকুড়া ১২২৮, মেদিনীপুর ১৬৭৯, হুগলী ১৮১৮, হাওড়া ১০১১ প্রেসিডেন্সি বিভাগ ১১০৪৮; ২৪-পরগণা ২২২৭, নবদ্বীপ ২২৩৩, মুর্শিদাবাদ ১২৫৫, বশোহর ৩২৬, খুলনা ২৮৩৮। ঢাকা বিভাগ ১১২১৮; ঢাকা ৩০০০, ময়মনসিংহ ৩০০০, ফরিদপুর ৩০০০, বাখরগঞ্জ ২২০৭। চট্টগ্রাম বিভাগ ৪৫৬৭; চট্টগ্রাম ১৪৬৩, ত্রিপুরা ১০৪, নোয়াখালি ৩০০০। রাজশাহী বিভাগ ২৬৪১; রাজশাহী ৩০০০, দিনাজপুর ১৭৭, জলপাই-গড়ি ১৮১৯, রঙ্গপুর ৪২০, বগুড়া ৪১৫, পাবনা ১১২১, মালবহ ১৯২১।

মিঃ ই, এচ। পের বলিয়াছেন, দেশের সর্বত্র বারস্কোপের বেরূপ প্রচলন হইতেছে, উহার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত লোক অন্ধ হইয়া যাইবে।

সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিদিন ২ হাজার লক্ষেরও উপর দিবাশালাই ব্যয় হয়। ভারতে গড়ে প্রত্যেক লোক দিনে একটা এবং ইউরোপে প্রত্যেকে গড়ে ৪টা দিবাশালাই খরচ করে। এই অগণিত দিবাশালাইয়ের প্রায় সমস্তই বিদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

হুগলি একজিবিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজীর জন্ত ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন।

দেশের কর্মবীর।

এদেশ কর্মবীরেরই বেশ ছিল, এখনই ঘটন বাগানের দেশ হইয়া দাঁড়াইরাছে, তাই এখনকার লোকে মরিলে তাঁহার জীবনের গন্ধেই নাম পর্যন্ত লোণ পাইয়া যায়, দুদিন পরে তাহার পরিচরও পাওয়া যায় না। সেটাজ্ঞ কাহারও জীবন চরিত থাকে না, থাকিবার কোন আবশ্যকও হয় না। কর্মের দ্বারা নতুন জীবনকে অমরত্ব দিতে না পারিলে মৃত্যু থাকিবে কেন? অনেকে অনেকের মরণের পর জীবনী লইয়া সংবাদপত্রাদিতে আলোচনা করেন বটে, কিন্তু সাধারণে সে জীবনীকে আত্মার চক্ষে দেখে না, কতকগুলি চাটুকাবের চাটুকাব্য বণিয়া দুবে ফেলিয়া দেয়। যে লোক নিজের প্রতিপত্তি ও স্বার্থের জন্ত কখনও কোথাও দান করিরাছে, তাহার সহিত আপামর সাধারণের সংস্রব থাকে কম, চাটুকায় স্ততিবাদক চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিতে পারে বটে, কিন্তু স্থায়ী মৃত্যু কাহারও মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দিতে পারে না। প্রকৃত লোক হিতকর কর্ম বাতীত অমরত্ব লাভ করা যায় না। সে-কালের লোকে অর্থবান হইলে পুঙ্খবিলি দিত, অতিথিখালা করিত, এখনকার লোকে অসার ক্ষণস্থায়ী কার্য দ্বারা লোককে চমক লাগাইয়া নাম কিনিবার প্রয়াসী, কিন্তু হুঃখ—মরণের পর নাম থাকে না, বরং গণদের সমাগোচনা হইয়া থাকে। অনেক দিনের পর সজীবনীতে আজ একটি কর্মবীরের জীবনী দেখিলাম, তাই পাঠকগণকে সেই জীবনীটি উপহার দিতে মানস করিরাছি। এমনই পরসেবা পরায়ণ লোকের আবশ্যক হইরাছে। বাক্যবাণীশ, আত্মস্থপারায়ণ লোকের আবশ্যক কম।

বণিকপতি যাদবলাল রায় চৌধুরী।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইলের অধীন জুরাজনী গ্রাম নিবাসী যাদবলাল রায় চৌধুরী গত ২৭ এ মার্চ রাত্রি ১০ টার সময় বহুমুত্র রোগে প্রাণত্যাগ করিরাছেন। পিতার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইয়া ক্রীপণে তিনি অতুল ঐশ্বর্যশালী হইরাছিলেন, এই পরসেবাপরায়ণ দেশে তাহা বর্ণনা করিবার বিষয়।

ব্যবসার ও বাণিজ্য।

প্রায় ১৬ বৎসর বয়স হইতেই পিতৃহীন হইয়া তিনি একাকী পৈত্রিক ব্যবসাবাণিজ্যের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। সে আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বকার কথা। রংপুর জেলার অন্তর্গত কাকিনা মোকামে তাহার পিতার তামাকের কারবার ছিল। তিনি নিজের বুদ্ধিতে এই ব্যবসায়ে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করেন। এখনও কাকিনা মোকামে 'বড় বাগা' বলিতেই 'ছিদাম-যাদবের গদি' বুঝায়।

৫০ বৎসর পূর্বে পাটের ব্যবসার বিদেশী বা মাড়োয়ারী সওদাগরদের তেমন মনোযোগ আকর্ষণ কবে নাই। সেই সময় যাদব বাবু নিজের উত্তোগে—ইউরোপীয়, বিশেষতঃ 'ডাঙীর,' বণিকদের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পাটের খরিদ বিক্রী সম্বন্ধ স্থাপন করেন। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে যে সমস্ত বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারী সওদাগর, ইউরোপীয় বণিকদের অগ্রগণ্য হইয়া পাটের ব্যবসায়ের সূচনা করেন, যাদব বাবু তাঁহাদের মধ্যে অগ্রতম। এক সময়ে পাটের ব্যবসায়ে যাদব বাবুর এত বেশী প্রতিপত্তি হইরাছিল যে, কলিকাতার বাজারে তাঁহাকে 'দ্বিতীয় রেনীত্রাদাস' বলিয়া সাহেবেরা সম্মান করিত। মফঃস্বলে কৃষক ও পাটের 'ফড়িয়া'গণ (বিক্রেতা) তাঁহাকে এক

চিলিত বে, যাদব বাবু হাটে আসিরাছেন—ওনিগেই তাহার প্রতি মনে হইত। আনা হইতে চারি আনা দাম বেশী চাহিত। তখনকার দিনে মফঃস্বলের কৃষকগণ কলিকাতার বাজারের সংবাদ রাখিত না। তাহার বলিত, 'যাদব বাবু হাটে আসিলেই বুঝিলাম যে, কলিকাতার বাজার শক্ত।'

নিজের ক্ষমতার ও সম্পূর্ণভাবে অস্ত্রের কপর্দক মাত্র সাধারণ নিরপেক্ষ হইয়া চাকুরীজীবী বাঙালী জাতির মধ্যে যিনি তামাক ও পাট এই দুই ব্যবসায়ে একই সময়ে এমন কৃতকার্য হইরাছিলেন, তাহার বুদ্ধি যে অসাধারণ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হুর্দলের সত্যতা।

হুর্দলের পক্ষ সমর্থন করা তাহার জীবনের আর একটি বিশেষত্ব। স্থানীয় জমিদার বা মহাজনদের বিক্ষেপে কোন প্রায়শ্চলিত অভিযোগ আনিতে হইলে হুর্দল ও দরিদ্র কৃষকগণ—বহুই যাদব বাবুর আশ্রয় লইত। কোন অত্যাচার পীড়িত গরীবকে আশ্রয় দেওয়ার কালে তিনি তাহার বিরুদ্ধপক্ষীর জমিদার বা মহাজন যতই প্রবল হউক না কেন, গ্রাহ্য করিতেন না। আর—যাহাকে একবার আশ্রয় দিতেন, হাইকোর্ট পর্যন্ত তাহার পক্ষ হইয়া নিজের বায়ে তাহাকে সাহায্য করিতেন; এরূপ ঘটনা তাহার জীবনে প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ছিল। "বিরামআলী মিকদার বাদী—গোপীকান্ত সাহা বিবাদী," হাইকোর্টের এই বিখ্যাত মোকদ্দমার স্থির হয় যে, জমিদারের অমুমতি ব্যতীত মহাজন তাহার আসামীর জমি দেনার জন্ত নিলাম করিতে অক্ষম। ইহাতে গরীব কৃষকেরা অনেকাংশে মহাজনের কবল হইতে রক্ষা পাইরাছে। কিন্তু এই মোকদ্দমায় যাদব বাবুই দরিদ্র বিরাম আলীর পক্ষ সমর্থন করিয়া—নিজের বায়ে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল দ্বারিকানাথ

চক্রবর্তী এম. এ. বি. এল. বারী মহাশয় গোপীকান্ত সাহা'র বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য গোপীকান্ত সাহা বাবু বাবুর নিকট-আত্মীয় ছিলেন।

কান।

দানের সময় অনেকে ধর্মমতের ও সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতাকে প্রস্তর দেন। তাঁহার প্রবৃত্তি সেদিকে ছিল না। যেমন বরিত্ত কবকের উপকার করিতে তিনি হিন্দু মুসলমান ভেদ করিতেন না—কেবলমাত্র সমুদ্রে নিপন্ন মানবকে দেখিতেন; ঠিক তেমনি দানের সময়ও আপনায় সমাজ বা গণ্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন না,—দেশের এবং দেশের হিতের উদ্দেশ্যে দান সার্বিকতা লাভ করিত। বাবু বাবু ধর্মমতে ব্রাহ্ম ছিলেন না,—কিন্তু একবার টাঙ্গাইল ব্রাহ্ম সমাজে মহিলাদের জন্য একটা 'হল,' তৈয়ারি করার প্রস্তাব করাতে তিনি ৫০০ পাঁচ শত টাকা এককালীন দান করেন।

টাঙ্গাইল রমেশচন্দ্র হলে, স্থানীয় গবর্ণ-মেন্টের কর্মচারীদের তৈল চিত্র প্রভৃতি স্থাপন বিষয়ে—বাবু বাবু কম অর্থ দান করেন নাই।

জয়দেবী স্মৃতিস্মারী দাতব্য চিকিৎসালয় ও নাগরপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়।

বিপ্লব বৎসর পূর্বে তিনি নিজ গ্রামে তাঁহার মাতৃদেবীর নামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। "ডাক্তার চার্লস ইলিয়ট তখন বাঙ্গলা দেশের গবর্ণর ছিলেন। তিনি টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহের রাজকর্মচারীদের নিকট বাবু বাবুর স্মৃতিস্মারীর পরিচয় পাইয়া কলিকাতার বাবু বাবুকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া নিজে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পার্শ্ববর্তী নাগরপুরে আজ ১৩ বৎসর বাবু বাবু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইরাছে,—তাঁহাও যে তিন জনের অর্থে ও ঐক্যে স্থাপিত হইরাছে—বাবু বাবু তাঁহাদের অকৃতম।

অনার্য্যী ম্যাজিষ্ট্রেট।

বাবু বাবু ইংরেজী ভাষা বিশেষ জানিতেন না। তবে বালাকাল হইতেই ইউরোপীয় সদাগর ও কোম্পানীদের সহিত এক ক্রমে ৫০/৬০ বৎসর ব্যবহার করিতে সামান্য কথাবার্তা বলিতে ও বুঝিতে পারিতেন। আরজি মুসাবিদার তিনি এতদূর নিপুণ ছিলেন যে, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও হাইকোর্টের উকীলগণও অনেক সময়ে অবাক হইয়া তাঁহার মুসাবিদার প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি বহুকাল টাঙ্গাইলে, অনার্য্যী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

জমিদারীর কার্য ও মোকদ্দমা।

জমিদারীর কার্য ও মোকদ্দমা তিনি এত ভাল বুঝিতেন যে, বাটীয়া পরগণার এমন জমিদারী সেরেস্তা বা দপ্তর নাই, যেখানে তাঁহার প্রভাব বিস্তার হয় নাই। নিজের বিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তি একাধিক্রমে অর্ধ শতাব্দী বাবু—এবং এমন কি মৃত্যুর ৪ দিন পূর্বেও শয্যাশায়ী হইয়া—নিজের বুদ্ধিতে ও ক্ষমতার একাকী চালাইয়া গিয়াছেন। তজ্জন্ত তাঁহার দ্বিতীয় নারায়ণ গোমস্তার আবশ্যক হয় নাই।

জীবনে মোকদ্দমা এক করিয়াছেন যে, এক শ্রেণীর লোকের নিকট তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত শুধু এই জগতই অস্বীকার থাকিবেন। তিনি প্রায় ৫০ বৎসর বাবু মোকদ্দমা করিয়াছেন এবং ১৯১১ সন পর্য্যন্ত গত ১৭ বৎসরে তাঁহার শুধু মোকদ্দমার ব্যয় ৪ চারি লক্ষ টাকার উপরে পড়িয়াছে।

বিপদে চিত্তবৈরাগ্য ও অসাধারণ সাহস।

বাবু বাবু জীবনে অনেক বড় বিপদের মধ্যে নিমগ্ন বা স্বেচ্ছায় লিপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি কোন বিপদ দ্বারাই অভিভূত হন নাই। তিনি এক সময় নিজ হাতে লাঠি ধরিয়া ৫০ জন লাঠিয়ালকে হটাইয়া দিয়াছিলেন। বিপদে পড়িয়া এক রাত্রে ঘোড়ার চড়িয়া ময়মনসিংহ

হইতে ২২ মাইল দূরী হুগলী আসিয়াছিলেন। একবার তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্যাবিত হইয়া বিক্রম পক্ষীরেণা সামাজিক ভাবে তাঁহাকে 'এক ঘর' করিয়াছিল, বলা বাহুল্য তিনি নিজের চেঁচোর, নিজের জমিদারীকে নাপিত, ধোণা, ব্রাহ্মণ, স্বভাতি আনাহায়াধীন ও স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। নিজের মোটপুত্রের বিবাহের সময় বিক্রম পক্ষীরেণা শত শত লাঠিয়াল লইয়া বরযাত্রীদের বাধা দিয়াছিল। ওনা বার, সেই সময় তিনি নিজে লাঠি এবং রাম দা হাতে লইয়া সর্দির লইয়া ভেলের বিবাহ দেন।

একবার নদীতে তাঁহার একটা কার-বারের স্থান ভাঙিতে আরম্ভ করিলে তিনি প্রায় এক মাস বাঁশ, কাঁই দড়ি গড়া দিয়া এবং নিজে উপস্থিত থাকিয়া নদীর স্রোতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই সমস্ত হটতে আমরা তাঁহার অদমা সাহসের ও উৎসাহের পরিচয় পাই।

Editor in Council.

সম্পাদকের মন্ত্রণা সভা।

শ্রীযুক্ত অন্তর্যাম চট্টোপাধ্যায়।

গুনিতে পাওয়া যায়, মহিলাগণ যে সিন্দূর পরিয়া থাকেন, তাহাতে পারা থাকে, এইরূপ পারদ বিশিষ্ট জবা ব্যবহার করার শরীরে পারদের প্রভাব কার্যকরী হইয়া অনিষ্ট করিতে পারে কি না ?

সিন্দূর থাকিলে বোবা হয় এইরূপ জন-প্রবাদের মূলে কোন সত্য আছে কি না ?

উত্তর। সিন্দূরে পারদ আছে ইহা সত্য, কিন্তু সে পারদ মানব শরীরে অনিষ্টকারক হইলে আর্থাৎবিগণ কদাচ ইহার ব্যবস্থা করিতেন না। সিন্দূরে পারদ এবং গন্ধক

রঙনের ক্রাঙ্ক-ক্রিটিশ একজিবিশনে দেব চাঁ পুরকৃত, পোঃ-বক্স নং ৩৩৫, কলিকাতা।

থাকে, নতুন সংগ্রহে পারদ সাধারণিক জিনিসের
স্বাভাবিক গুণাবলি হয়, বোধ হয় এই জন্ত
কোন বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না, কিন্তু
সিন্দুরে যে পারা থাকে এবং সে পারা যে
ক্ষত রোগের আয়োগ্যকারী তাহা সুপ্রমাণিত।
কেন না পণ্ডরের ক্ষত চিকিৎসার মেটে
সিন্দুরের ব্যবস্থা দেখা যায়, পারদের ক্ষতরোগা
ক্ষমতাই ইহার কারণ। সুতরাং সিন্দুরের
পারাও নির্দোষ নহে।

পারা বাইরা ফেলিলে “মুখ আসিতে”
পারে, সেই জন্ত বোবা হওয়ারও অসম্ভব বা
ভিত্তিহীন প্রস্তাব বলিতে পারি না, সেই জন্ত
ফেলেনদের চক্ষে না পড়িতে পারে, সেজন্ত
লাবধানে রক্ষার ব্যবস্থা, সেকালের ব্যবস্থা—
নিতান্ত অসম্ভব নহে।

সিমস্তিনীদের সিঁতার সিন্দুর দেওয়ার
সিন্দুরই কোন বিশেষ কারণ আছে, নচেৎ
প্রাচীন বিজ্ঞান তত্ত্ববিদ দূরদর্শী অধিগণ ইহার
ব্যবস্থা করিতেন না। মাথার সিন্দুরটা
থাক, এ লইয়া মণা বামাইয়া ইহার সংস্কারের
কারণ অনুসন্ধান করাই।

Handicrafts.

ELECTRIC BELL.

বৈদ্যুতিক ঘণ্টা।

যে সৌদামিনী আকাশের গায়ে চমকিত
হইয়া উঠিলে প্রাণীগণ কম্পিত হইয়া প্রমাদ
গণিয়া থাকে, সেই বিদ্যুত এখন বিজ্ঞান বলে
মরে মরে দাসীর জায় আচ্ছাদিত। বৈদ্যু-
তিক আলোক, বৈদ্যুতিক উত্তাপ, বৈদ্যুতিক
শক্তি, বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক বার্তাবহ
বখা টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদি ক্ষত আর
সাম করিব; বিদ্যুত সাহায্যে না হইতেছে
এমন কক্ষই নাই। জীলোকের অলঙ্কারের
সহিতও বৈদ্যুতিক আলো বোঁগ করিয়া
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হইতেছে।

প্রিয় পাঠকগণ, করেক দাস ধরিয়া বিদ্যুত
সাহায্যে কেনন করিয়া গিল্টি করা যায়,
তাহা বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি, আজ কেনন
করিয়া বৈদ্যুতিক ঘণ্টা প্রস্তুত করা যাইতে
পারে তাহাই বুঝাইবার প্রয়াস পাইব।

এই কার্য শিক্ষা করিয়াও প্রচুর অর্থ
উপার্জন করিতে পারা যায়। এক একটা
বৈদ্যুতিক ঘণ্টা ১০/- ১৫/- টাকাতো বিক্রয়
হয়, কিন্তু ব্যয় সামান্য। সুতরাং বেকার
হইলেও আলস্য ত্যাগ করিতে পারিলে
উপার্জনের অনেক পন্থা দেখান যাইতে
পারে।



উপরে যে চিত্র প্রদর্শিত হইল, ইহা একটি
সম্পূর্ণ কলিং বেল বা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা।
ইহা আমরা অতি সুলভে বিক্রয় করিতেছি,
ইহা বিলাতি আমদানী জিনিস। ইহা ড্রাই
ব্যাটারী বা শুষ্ক তড়িত কোষ দ্বারা পরি-
চালিত। ইহার যাহা হইতে হইটী তার
বরাবর চলিয়া গিয়া একটি বোতামের জায়
জিনিসের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে, ঐটিতে
মেস্কো লিখিত আছে, ঐটিই শুষ্ক তড়িত
কোষ। ইহা হইতে নিগেটীভ ও পজেটীভ
হইটী তার বহির্গত হইয়া ঘণ্টার বোঁগ

হইয়াছে, এবং ঐ তার হইটীভ অল্প দিকে
একটা বোতাম থাকে ইহাকে Push বলে।
এই গোলাকার কাঠ খণ্ডের মধ্যস্থলে একটি
হাড়ের বোতাম থাকে এই বোতাম টিপিলেই
অল্প ঘরে যে ঘণ্টা আছে তাহা টুং টুং করিয়া
ক্রমিক বাজিয়া উঠে। এক বাড়ী হইতে অল্প
বাড়ী পর্যন্ত বোঁগ করিয়া রাখিলে বিনা
চিংকারে নিঃশব্দে লোক ডাকিতে পারা
যায়, চাকর চাকরানী ডাকা যায়। মনে করুন
আপনি পল্লীগামে বাস করেন, আপনার কক্ষ
হইতে আত্মীয়গণের কক্ষে ঘণ্টা সংলগ্ন করিয়া
রাখিয়াছেন, আপনার আত্মীয়ের বাড়ী প্রায়
২০০-৩০০ পদ গজ দূরে। রাজ্যে বাড়ীতে দস্থ্য
পড়িল, আপনি আপনার ঘরের বোতামটা
অঙ্গুলী দ্বারা স্পর্শ করিবামাত্র যত্ন বা আত্মীয়
বুঝিলেন কোন সম্বন্ধে বিপদ উপস্থিত; তৎক্ষণাৎ
তাঁহারা আপনার সাতাষাঠে অগ্রসর হইতে
পারেন, সুতরাং ইহা সভ্য জগতে আবশ্যকীয়
ক্রবোর মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, দিলাতে এবং
কলিকাতার সাহেব মহলে প্রায় সমস্ত
বাড়ীতেই বৈদ্যুতিক ঘণ্টা সংলগ্ন, আগন্তুক
আসিয়া ডাকে, সাহেবেবরা চাকর চাকরানী
ডাকে, আমাদের গৃহে গৃহে এই ব্যবস্থা
করিতে কোন দোষই হয় না বরং দস্থ্য
তত্ত্বের দিনে বিশেষ উপকারই হইয়া থাকে।
তাই আজ এই বৈদ্যুতিক ঘণ্টা প্রস্তুত
প্রণালীতে হস্তক্ষেপ কবিতাম। আশা করি
আমার প্রিয় পাঠকগণ দৈর্ঘ্যাবলম্বনে আমার
শ্রম সার্থক করিবেন। আগামী বার সমাপা,
এ সংখ্যার স্থানান্তর হউল।

কাজের লোক সম্পাদক।

তথ্য সংগ্রহ।

প্রথম।

প্রথম গির্জা।

বাংলা দেশে হুগলী রেলার অন্তর্গত
ব্যাণ্ডেল সহরে প্রথম গির্জা নির্মিত হয়।
১৮২৭ সালে ভিক্টোরিয়া নামে এক জন

পশ্চিমী হুগলীর এক মাইল উত্তরে বাণেশ্বর
সহরে প্রার্থনা করিবার জন্য প্রথম গির্জা
নির্ম্মাণ করেন।

প্রথম টানা পাখা।

আজ কাল “ইলেক্ট্রিক” কান না হইলে
চলে না; কিন্তু ইউরোপীয়েরা যখন প্রথম
বাঙ্গালা দেশে আসেন, তখন হাত পাখা
ঘরাই গ্রীষ্ম অপনোদন করিতেন। চুঁচুড়া
সহরে টানা পাখার প্রথম প্রচলন হয়।
সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে ডাচ্ গভর্নর
সাহেব একদিন ব্যারাকের গৃহে বসিয়া
আছেন; হঠাৎ বাতাসের একটা ঝাপটা
আসিয়া এক খানি খবরের কাগজকে কাড়ি
কাঠে তুলিয়া দোলাইতে থাকে। এ ঘটনা
দৃষ্টে তাঁহার সাথায় টানা পাখার মত একটা
কিছু করিবার পেরাল উঠে। তিনিই পরে
টানা পাখার সৃষ্টি করেন।

প্রথম মুদ্রাবস্ত্র।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী সহরে প্রথম মুদ্রা
বস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। Sir Charles Wilkins
সাহেবই এ বিষয়ের অগ্রণী। সংস্কৃত ও
বাঙ্গালা ভাষায় তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত
ছিলেন। তিনি হালহাড সাহেবের বাঙ্গালা
ব্যাকরণ প্রকাশ করিবার জন্য সহস্রোত্তর
দিন পরিশ্রম করিবার পর, কাঠের খোদাই
বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন। এ কার্যে
তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য তিনি পঞ্চা-
নন কর্মকার নামক এক ব্যক্তিকে খোদাই
কার্য শিখাইয়া লইয়াছিলেন। ইনিই ১৭৮৫
খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন
হেস্টিংস সাহেবের আন্তরিক্যে সর্ব প্রথম
গীতার ইংরেজী অনুবাদ করেন।

প্রথম ছাপা।

বাঙ্গালা দেশে বেশি হালহেডঃ নামক
এক জন সাহেবের নিষিদ্ধ ব্যাকরণই বঙ্গাক্ষরে
মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে সর্ব প্রাচীন। এই
পুস্তকের মলাটের শীর্ষস্থানে বোপদেবের
মুগ্ধবোধের আরম্ভের অঙ্করণে নিষিদ্ধ
আছে :—

“বোধ প্রকাশং শব্দ শাস্ত্রং ফিরিস্তিনামুপ-
কার্থ্য ক্রিয়তে হালেদঙ্গৌ”; মলাটের
মধ্যস্থলে সারস্বত ব্যাকরণের দ্বিতীয় প্রাক, —
ইন্দ্রিয়োপি যতাত্তং ন যতঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়ান্তত্বং যতঃ ক্রমোবন্তুঃ নয়ঃ কথং”
— উদ্ধৃত হইয়াছে।

এ পুস্তক কোন মুদ্রাবস্ত্র হইতে প্রকাশিত
হইয়াছে তাহার কোন নাম নাই। তবে
ইংরাজীতে Printed at Hugly in
Bengal 1778 লিখিত আছে। বেরাকর-
ণিক নিয়মগুলি বুঝাইবার জন্য রাসায়ণ,
মহাভারত, অন্নদামঙ্গল ও বিত্তামঙ্গল হইতে
উদাহরণ সংগৃহীত করিয়াছেন। এ গুলি
বাঙ্গালা অক্ষরে। এই পুস্তকের একটি
উদাহরণও গ্রন্থকার নিজে দেন নাই।

(সুরমা)

বিশ্রাম লাভের উপায়।

বিশ্রামকালে মাংসপেশীর স্বাভাবিক
অবস্থা।

বিশ্রামের সময়ে মাংসপেশীসমূহ সামান্য
সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। টানা দড়ির মধ্যস্থল
কাটিয়া দিলে কণ্ঠিত অংশ দুইটা যেরূপ
পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া যায়, অস্ত্রাঘাতে বা
অপর কোন কারণে বিভক্ত হইলে পেশীর
কণ্ঠিত অংশ দুইটাও ঐরূপ পরস্পর হইতে
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ও ক্ষতের মুখ ফাঁক হইয়া
যায়। কার্য্য করিবার সময় পেশীর স্বাভাবিক
সঙ্কোচন বৃদ্ধি পায় এবং ইহারই ফলে আমাদের
অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি চালিত হয়।

স্বাভাবিক অবস্থায় পেশীসমূহ টানাতানে
না থাকিলে ইচ্ছামতেই আমরা হস্তপদাদি
নাড়িতে পারিতাম না। দড়ির এক প্রান্তে
কোন জব্বা বাঁধিয়া অপর প্রান্তে টান দিলে
দড়ি ঢিলা থাকিলে জব্বাটা নাড়িতে বিলম্ব হয়
কিন্তু দড়ি টানাতাবে থাকিলে আকর্ষণ-বীজ্যেই
তাঁহা নাড়িয়া থাকে। সমস্ত পেশী টানাতানে
আছে বলিয়াই প্রাণিসমূহ শক্তির চর্চায়
আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে
সমর্থ হয়।

পরিশ্রম, ক্লান্তি ও বিশ্রাম।

এই টানের ভাব রাখিবার জন্য যে শক্তির
প্রয়োজন, তাঁহা রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে
উদ্ভূত। এই শক্তি সৃষ্ণনের জন্য পেশী মধ্যে
দিব্যরাত্র রাসায়নিক পরিবর্তন চলি-
তেছে। কার্য্য করিবার সময় পেশীর
সঙ্কোচন অধিক মাত্রায় ঘটয়া থাকে এবং
রাসায়নিক পরিবর্তনও অধিক মাত্রায় লক্ষিত
হয়। অত্যধিক পরিশ্রমে যে শক্তি ক্ষয় হয়,
তাঁহা আমরা ক্লান্তিরূপে অনুভব করি।

শারীরিক পরিশ্রমের ক্লান্তি, বিশ্রামে
দূর হয়। বিশ্রামের সময়ে পেশীর সঙ্কোচন
থাকে না, এজন্য কোনরূপ বিশেষ শক্তি ক্ষয়ও
হয় না। নিদ্রার সময়ে শরীরের অধিকাংশ
পেশীই নিশ্চেষ্ট অবস্থায় থাকে, এজন্য ক্লান্তি
দূর করিতে নিদ্রাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।
পেশীসমূহ নিশ্চেষ্ট হইলে আমাদের শরীর
এলাইয়া পড়ে।

পেশী নিশ্চেষ্ট রাখিবার ক্ষমতা।

ইচ্ছামত পেশী সকলকে নিশ্চেষ্ট রাখিবার
ক্ষমতা সকলের দেহিতে পাওয়া যায় না।
নিদ্রার সময়েও কাহারও কাহারও অঙ্গ
প্রত্যঙ্গাদির পেশী সঙ্কুচিত থাকিতে দেখা
যায়। বলা বাহুল্য, ঐরূপ নিদ্রার সম্যক্রূপে
ক্লান্তি দূর হয় না। হিষ্টিরিয়া রোগীরা পেশী
প্রায় সকল সময়েই অঙ্গ বিস্তার আকৃষ্ট
থাকে। এজন্য হঠাৎ শব্দ হইলে বা অঙ্গ
কোন সামান্য কারণেই তাঁহারা চমকাইয়া
উঠে।

হুগলি এক্সপ্ৰিভিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজীর জন্য ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন।

আমাদের সকলের পেশীসমূহ নিশ্চেষ্ট রাখিবার ক্ষমতা না থাকিলেও অভ্যাস দ্বারা এই শক্তি লাভ করা বাইতে পারে। আরই দেখা যায় যে, সমান পরিশ্রম করিয়াও এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ক্লান্তি দূর করিতে সক্ষম হয়; ইহার কারণ এই যে, প্রথম ব্যক্তির পেশীসমূহকে নিশ্চেষ্ট রাখিবার ক্ষমতা দ্বিতীয় ব্যক্তির অপেক্ষা অধিক; চলিত কথায় বলিতে গেলে, প্রথম ব্যক্তি নিজের শরীর এলাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি বিশ্রামকালেও শরীর আড়ষ্ট করিয়া থাকেন।

পেশী শিথিল থাকিলে তাহাতে কি পরিবর্তন হয়।

পেশীকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট রাখিলে তাহা কোমল ও শিথিল হইয়া যায়। পেশী শিথিল থাকিলে কোনরূপ জোর পাওয়া যায় না এবং অল্প নিম্নতরেই পড়িয়া যায়। শরীরের সমস্ত পেশী শিথিল করিয়া দাঁড়ান অসম্ভব। শয়নাবস্থাতেই কেবলমাত্র সকল পেশী নিশ্চেষ্ট রাখা বাইতে পারে। ঘাড়ের ও মস্তকের পেশী শিথিল করিলে মস্তক নিজের ভারেই বালিশের উপর পড়িয়া থাকে। এই অবস্থায় অপর তাহাকে যেদিকে ইচ্ছা নাড়াইতে পারে। পেশী শিথিল থাকা বশতঃ মস্তকের ভার বাতীত অপর কোন প্রকার জোর বোধ হয় না। শিথিল অবস্থায় চক্ষু অর্ধমুদ্রিত থাকে এবং চোয়াল জঁবৎ নামিয়া পড়ে। শয়নাবস্থায় হস্ত পদাদি শিথিল করিলে, তাহাদিগকে উঠাইয়া ছাড়িয়া দিলেই পড়িয়া যায়। সমস্ত পেশী শিথিল করিয়া রাখিলে সহজেই নিদ্রা আকর্ষণ হয়।

সন্ধ্যাকালে পেশীতে তাপ উৎপন্ন ও পেশী অল্প গুণমুক্ত হয়। ইহা বাতীত কার্য্য ডাইঅক্সাইড বাষ্প ও অজ্ঞাত বিবাক্ত পদার্থ সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশ্রামের সময় পেশীর জঁবৎ কার্য্য গুণ ক্রিয়া আসে এবং

পেশী মধ্যে সঞ্চিত বিবাক্ত পদার্থসমূহ বাহির হইয়া বাতরায় পেশী পুনরায় কর্মক্ষম হয়। উপরি উক্ত বিবাক্ত পদার্থসমূহই আমাদের ক্লান্তি বোধের কারণ। বিশ্রামের সময় পেশীর তাপের কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়। বিশ্রামকালে পেশী শিথিল করিয়া গাজমর্দন করাইলে রস ও রক্ত সঞ্চালনের সহায়তা হয় এবং সঞ্চিত বিবাক্ত পদার্থসমূহ শীঘ্রই বাহির হইয়া যায়। অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর গাজমর্দনের উপকারিতা এদেশে অনেকেই অবগত আছেন।

পেশীর অনাবশ্যক পরিশ্রম।

শরীরের কতকগুলি পেশী শিথিল অবস্থায় রাখিয়া অল্পগুলিকে কার্য্যে নিযুক্ত রাখা বাইতে পারে। চলিবার বা দাঁড়াইয়া থাকিবার সময় বাহ ও হস্তকে অনায়াসেই শিথিল রাখা বাইতে পারে। হস্ত শিথিল থাকিলে চলিবার সময় তাহা ঘড়ির ঘোলকের স্থায় হুলিতে থাকে। বসিয়া থাকিলে পদদ্বয়কে শিথিল রাখা বাইতে পারে। বাইসিকলে চড়িতে গেলে বা ঐরূপ কোন প্রকার কার্য্য নূতন অভ্যাস করিবার সময় প্রথম আমরা অল্পকণ মধ্যেই ক্লান্ত হইয়া পড়ি; ইহার কারণ এই অনভ্যাস বশতঃ প্রথমে আবশ্যকাত্মিতরিত্ত অনেকেগুলি পেশীই চালিত হয়, এজন্য পরিশ্রমের পরিমাণও অধিক হইয়া পড়ে। সকলেই জানেন, আমরা কোন নূতন কাজ করিতে গেলে, অনর্থক হাস পা নাড়িয়া অস্থির হই। অভ্যস্ত হইলে পর অনাবশ্যক পেশীগুলিকে আর পরিশ্রম করিতে হয় না। এজন্য ক্লান্তি বোধও কম হয়।

আমাদের মধ্যে অনেকেই অধিকাংশ সময়ই কতকগুলি পেশীকে অনাবশ্যক পরিশ্রম করাইয়া থাকেন। ইহার ফলে তাহার সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়েন। এই অনর্থক পরিশ্রম বন্ধ করিলে স্বাস্থ্যের বথেট উন্নতি হওয়া সম্ভব।

যে ব্যক্তি ইচ্ছামত বীর পেশীসমূহকে শিথিল করিতে পারেন, তাহার পক্ষে কার্য্য পরিবর্তন করা বিশ্রাম লাভ করার সমান, কারণ এক প্রকার কার্য্য করিয়া যে সকল পেশী ক্লান্ত হইয়াছে, অপর প্রকার কার্য্যের সময় তাহার বিশ্রাম লাভ করিতে পার। ব্যক্তাদের অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার যদি কার্য্যের সময় অনাবশ্যকীয় পেশীসমূহ শিথিল করিয়া রাখেন, তাহা হইলে তাহাদের অনেকে পরিশ্রমের লাভবান হয়।

পেশী শিথিলকরণ প্রক্রিয়া শিক্ষার আবশ্যকতা।

এখন যেকোন দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে জীবিকা অর্জনের লব্ধ অনেককেই অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। চিকিৎসক, ব্যবহার-জীবী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের স্বাস্থ্য এই কারণে অতি শীঘ্রই ভয় হইয়া পড়ে। যদিও ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্রাম ও আমোদ প্রমোদের জন্য কিছু সময় নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন, তথাপি তাহাদের সমাক বিশ্রামলাভ ঘটয়া উঠে না। কারণ বিশ্রামকালেও তাহার মন হইতে চিন্তা দূর করিতে সমর্থ হন না এবং অজ্ঞতা বশতঃ পেশীসমূহকেও আড়ষ্ট অবস্থায় রাখেন।

পেশী শিথিল রাখিবার ক্ষমতা আনুভাবীন করিলে ইহঁরা অনায়াসেই বিশ্রামস্থল লাভে সমর্থ হইবেন এবং স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন। সকল পেশী শিথিল করিয়া ১০ মিনিট কাল বিশ্রামে যে ফল লাভ হয়, শরীর আড়ষ্ট করিয়া রাখিলে এক ঘণ্টা বিশ্রামেও তাহা হয় না। অনাবশ্যকীয় পেশীগুলিকে শিথিল করিতে পারিলে কার্য্যের সময়েও আংশিক বিশ্রাম লাভ করা বাইতে পারে। ইহাতে শারীরিক শক্তির কোনই অপচয় হয় না, কার্য্য করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও সহজে ক্লান্তি অনুভূত হয় না।

ইচ্ছানুযায়ী পেশী শিথিল করিবার ক্ষমতা অভ্যাস সাপেক্ষ। কাহারও কাহারও এই ক্ষমতা স্বভাবতঃই বর্তমান থাকিতে দেখা যায়। কথিত আছে, অঝোরেণে দূর পথ অতিক্রম করিতে হইলে নেপোলিয়ন অখপৃষ্ঠেই নিদ্রা যাইতেন।

প্রত্যাহ ১০১৫ মিমিঃ অভ্যাস করিলে এক মাসের মধ্যেই পেশী শিথিল করিবার ক্ষমতা আয়ত্তাধীন হইতে পারে; অভ্যাস প্রক্রিয়াও বিশেষ দ্রুত নহে। আমরা শিক্ষার্থীর জন্য নিম্নে কতকগুলি প্রক্রিয়ার উল্লেখ করিলাম; ইচ্ছাযে অভ্যাসের জন্য কোনরূপ যন্ত্রাদি বা সরঞ্জামের আবশ্যক নাই এবং সকল প্রক্রিয়া শরন গৃহ মধ্যেই আচরিত হইতে পারে। দুই জনে মিলিয়া নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াসমূহ অভ্যাস করিলে বিশেষ সুবিধা হয়।

বাহু ও হস্তপেশী শিথিল করিবার প্রক্রিয়া।

মেজের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া, হাত ছড়াইয়া দাও। হাত আড়ষ্ট করিয়া না রাখিয়া একবারে এলাইয়া দিতে হইবে। এক্ষণে অপর কোন ব্যক্তিকে আশ্রিত হস্তে হাত উপরে উঠাইয়া ছাড়িয়া দিতে বলিবে। হাত তুলিবার সময় নিজে কোনরূপ সাহায্য করিবে না বা বাধা দিবে না একেবারেই নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে। ছাড়িয়া দিলে যদি হাত ভারি জ্বোরে ভার মেজতে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিবে যে পেশী ঠিক শিথিল হইয়াছে। হাত ছাড়িয়া দিলেও যদি শূন্যই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিবে যে কতকগুলি পেশী আকৃষ্টিত অবস্থায় আছে। যতক্ষণ না সমস্ত পেশী ঠিক শিথিল করিতে পার, ততক্ষণ এই প্রক্রিয়াটি বার বার অভ্যাস করিতে হইবে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হাত নিজেও নয় একরূপ ভাবিলে সহজেই পেশী শিথিল করিতে সক্ষম হইবে।

উরু ও পদের পেশী শিথিল করণ।

পদদ্বয় ও উরুর পেশী শিথিল করিবার প্রক্রিয়া পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ারই অনুরূপ। পা অভ্যস্ত ভারি বলিয়া শূন্য উঠাইয়া ছাড়িয়া দিলে সমস্ত পেশী শিথিল না হইলেও অনেক সময় পড়িয়া যায়। যদি সমস্ত পেশী ঠিক শিথিল হইয়া থাকে, তবে অপর কেহ পা উঠাইয়া যে কোন দিকেই নাড়িতে পারিবে এবং পায়ের ভাব বাতীত তাহার আর কোন জোরই লাগিবে না।

মস্তকের ও স্কন্ধদেশের পেশী শিথিল করণ।

ঘাড়ের ও মাথার পেশী শিথিল করা অপেক্ষাকৃত দ্রুত ব্যাপার। ঘাড়ের পেশী শিথিল হইল কি না দেখিবার জন্য মস্তক তুলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ মেজতে পড়িয়া মস্তকে আঘাত লাগিতে পারে। অপর ব্যক্তি যদি মস্তক হাতে তুলিয়া চাবিদিকে ঘোরায় এবং তাহার যদি মস্তকের ভার বোধ বাতীত অপর কোন প্রকার জোর না লাগে, তাহা হইলে সকল পেশী শিথিল হইয়াছে বুঝিতে পারিবে। একরূপ অবস্থায় অপর ব্যক্তির হস্তে একটা ভারি বণের জায় বোধ হয়। দিনকতক অভ্যাস না করিলে ঘাড়ের ও মস্তকের পেশী শিথিল করা সহজ সাধা হয় না।

বক্ষ, পৃষ্ঠ ও মেরুদণ্ডের পেশীসমূহকে শিথিল করিবার প্রক্রিয়া।

হস্ত, পদ ও মস্তকের পেশী শিথিল করিয়া মেজের উপর চিৎ হইয়া শরন কব। এক্ষণে অপর ব্যক্তিকে দুই হাত ধরিয়া তোমাকে টানিয়া বসাইতে বল। তোমাকে একবারে নিশ্চেষ্ট থাকিতে হইবে। পেশী শিথিল থাকিলে মস্তক পশ্চাতে ঝুঁকিয়া পড়িবে এবং পুনরায় শরন করাইবার সময় প্রথমে মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ পদে ক্রমশঃ পৃষ্ঠদেশের

উপর ভাগ মেজের সংস্পর্শে আসিবে। প্রথম প্রথম সমস্ত পেশী শিথিল হয় না। একত্র পৃষ্ঠদেশ অল্পে অল্পে ভূমি স্পর্শ না করিয়া সরল কাঠখণ্ডবৎ একেবারেই মেজে স্পর্শ করে। এই প্রক্রিয়াগুলি অভ্যাস করিবার সময় যে ব্যক্তি হাত ধরিয়া শোয়াইবেন বা উঠাইবেন, তাহার যথেষ্ট বলের প্রয়োজন। উঠাইবার সময় সমস্ত জোর পায়ের উপর রাখিলে, কোনই কষ্ট হইবে না।

অপর কতকগুলি প্রক্রিয়া।

উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলি অভ্যস্ত হইলে আর অপর ব্যক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

নিম্নে যে সকল প্রক্রিয়ার বর্ণনা করা গেল, তাহার সকলগুলিই নিজে নিজে করা যাইতে পারে।

চিৎ হইয়া শরন করিয়া সমস্ত শরীরের পেশী শিথিল করিয়া দাও এবং ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ করিতে থাক। এখন কেবলমাত্র উরু সজ্জি হলে জোর রাখিয়া আস্তে আস্তে পা উঠাইতে থাক। পেশী শিথিল থাকিলে হাঁটুর কাছে পা আগনি খোঁসড়াইয়া যাইবে। পায়ের গোড়ালি গায়ে আসিয়া ঠেকিলে পর পা সোজা করিতে আরম্ভ কর। মেজের কাছাকাছি আসিলে উরুর পেশীগুলিকে শিথিল করিয়া দাও, পা নিজের ভারে পড়িয়া যাইবে। কেবলমাত্র স্কন্ধের পেশীর সাহায্যে বাহু উত্তোলন করিয়া সমস্ত পেশী শিথিল করিয়া দাও। বাহু নিজের ভারেই পড়িয়া যাইবে।

বিছানার উপর বসিয়া মেরুদণ্ড ও পৃষ্ঠদেশের পেশী শিথিল করিয়া দিলে, দেহ নিজ ভাবেই বিছানার উপর পড়িয়া যাইবে। কয়েক দিন অভ্যাস না করিলে এই প্রক্রিয়া আয়ত্তাধীন হওয়া দ্রুত। বিছানার উপর ঈষৎ পাশ ফিরিয়া শরন করিয়া দেহের সমস্ত পেশী শিথিল করিয়া দিলে দেহ আপনিই চিৎ হইয়া যাইবে।

শরীরের সমস্ত পেশী শিথিল করিবার ক্ষমতা আরস্তাদীন হইলে কতকগুলিকে নিশ্চেষ্ট রাখিয়া বাকিগুলিকে কার্য্য করাইবার অভি্যাস করা আবশ্যিক। সাংসারিক জ্ঞান সমস্ত কার্য্যই অসামান্য কতকগুলি পেশীর সঞ্চালন করিয়া থাকি; সামান্য অভি্যোগেই এই অনর্থক পরিশ্রম হইতে রক্ষা পাইয়া যাইতে পারে। চলিবার সময় সহজেই হস্তপেশীসমূহকে শিথিল রাখা যাইতে পারে।

মানসিক শান্তি ও নিদ্রা।

পেশী শিথিল করিবার ক্ষমতা অভ্যস্ত হইলে মানসিক শান্তিও অনেকটা আয়ত্তাদীন হয়। ভ্রূণ বা অল্প প্রকার মানসিক কষ্টের সময় বিছানায় শয়ন করিয়া সমস্ত পেশী শিথিল করিয়া দিলে মন সমস্ত নিরুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি পেশী শিথিল করিবার প্রক্রিয়া জানেন, তাহার সহজেই নিদ্রা স্বপ্ন হইয়া থাকে।

লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, নিদ্রাকালে অনেকই আড়ষ্ট হইয়া শুইয়া থাকেন; তাহাদের মেরুদণ্ড ও হস্তপদাদি শক্ত হইয়া থাকে, মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ এবং মুখের পেশীসমূহও আবদ্ধিত থাকিতে দেখা যায়। এক্ষণে নিদ্রার যে কতটা বিশ্রামলাভ, তাহা সহজেই অনুমেয়। মেরুদণ্ড সরল রাখিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা পুরুষব্যাক্তক বলিয়া বিবেচিত হইলেও বিশ্রামকালে তাহা নিভান্তই হস্তাঙ্গদ।

উপযুক্ত ব্যায়ামের আবশ্যিকতা।

সকল সময়েই বা সকল অবস্থাতেই পেশী শিথিল করিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত নহে। উপযুক্ত ব্যায়াম ব্যতীত পেশীসমূহ পুষ্টিলাভ করে না; দিবা রাত্র পেশী সকলকে নিশ্চেষ্ট

রাখিলে তাহার দুর্বল হইয়া পড়ে এবং পরোরে যেন বৃদ্ধি হয় ও কার্য্যে আনন্দ করে। পেশী শিথিল করিবার উদ্দেশ্য এই যে, অনর্থক তাহাদিগকে ক্রান্ত না করিয়া আবশ্যিক হইলে তাহাদের দ্বারা অধিক কার্য্য করান যাইতে পারে।

বাহ্য সমাচার।

Credit System.

ধারের কারবার।

কারবারে ধারে ক্রয় বিক্রয় উভয়ই সাংঘাতিক, সেই জন্য ব্যবসায়ীর ধারে ক্রয় বিক্রয় হইতে দূরে থাকাই মঙ্গলজনক—মঙ্গলজনক উভয় পক্ষেই—যেহেতুক ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষেই ধারের কারবারে ধ্বংস হইয়া থাকে।

নগদের এবং ধারের দরের পার্থক্য থাকে, ধারে ক্রয় করিলে নগদ ক্রয়ের মূল্য অপেক্ষা কিছু উচ্চ মূল্যই দিতে হয়, সেই জন্য ধারের কারবার নগদের সহিত কদাচিৎ প্রতিদ্বন্দিতায় পারিয়া উঠে না। কিছুদিন পরে ক্রেতাগণ তাহা বুঝিতে পারে, তাহার অপরের নিকট মূল্যের আধিক্যের কথা প্রকাশ করিয়া অপব্যয় ঘোষণা করে, তাহাব পর কারবার ধ্বংসমুখে পতিত হয়, গণেশ উল্টাইয়া যায়।

ধারে ক্রয়ের মূলে এই দোষ, সেই জন্য ধার করিয়া ব্যবসায় করাও উচিত নয়, পারতপক্ষে ধারে ক্রয় করাও কৰ্ত্তব্য নহে।

ও দিকে ক্রেতা ধারে কিনিলে প্রকৃতপক্ষে হুদ দিয়াই ক্রয় করে, কারণ দোকান-ধারে বিক্রয়ের সময় মূল্য অধিক চাপাইয়া পরোক্ষভাবে স্বল্প পোষাইয়া না লইয়া ছাড় দেয় না। কারণ তাহার টাকার বাজ, টাকা আদায়ের গম্ভীরা বা ধারবানের ব্যয় আছে, তাহা না দিলে ধারের টাকা আদায় হয় না,

তাগাদার লোকে বিরক্ত ও হ্রস্ব, হ্রস্বতাং পুরাতন খরিদদার ধারে কারবার করিলে অনেকেরই বিরক্তি ভাজন হইয়া পড়ে, ইহাও অধঃপতনের অন্ততম কারণ হইয়া পড়ে।

ক্রেতা ধারে কিনিয়া ঋণ জালে জড়িত হইয়া পড়ে, তখনও সেই তাগাদার তাগাদার বিরক্ত এবং হতাশ হইয়া সে দোকান ছাড়িতে বাধ্য হয়, হ্রস্বতাং কারবারের স্থায়ীত্ব উভয় পক্ষেই শিথিল হইয়া যায়, তাহার পর ধ্বংস অনিবার্য্য।

নগদ ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধা।

নগদে স্থূলত দর পাওয়া যায়, স্থূলত্রে অধিক ক্রেতা পাওয়া যায়, মামলা মোকদ্দমা করিয়া টাকা আদায় করা হয় না, লোকের অগ্রিয় হইতে হয় না, বহু সরকার ধারবানের বেতন বাঁচিয়া যায়। সেই জন্য নগদ ক্রয় বিক্রয়ে সমুদ্র সুবিধা হইয়া যায়।

এইজন্য কেনা বেচা উভয় কার্য্যেই নগদই ভাল। অনেকে বলেন, কেনা বেচা তাহা হইলে চলিতেই পারে না। কিন্তু আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। নগদ কারবারে প্রথম প্রথম লোকে অসম্মত হয় বটে, কিন্তু সুবিধা বুঝিলেই খরিদদার কখনও ধারে কিনিতে চাহে না। কত কারবার কত ক্রেতা ধারে ক্রয় বিক্রয় করিয়া সম্মান হারাইয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছে। নগদ কারবারই ভাল, সেই জন্য ব্যবসায় বাণিজ্যের শীর্ষস্থানীয় ইংল্যান্ড জাতীর ধনকুবেরগণ এলিয়াছেন—

Let conscientious merchant resolutely set his face against it (credit), not only for his own sake, but for the sake of his customers.

অর্থাৎ ধারের দিকে অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীগণ অতি অবশ্যই বিষমুদ্বৈবেন, কারণ কেবল তাহান নিজের মঙ্গলের জন্য, তাহার ক্রেতারও মঙ্গলের জন্য ধারে বিক্রয় করা উচিত নয়।

বেকারের উপায়।

১। ফলের চালান।

সকল দেশে সকল ফল জন্মে না।
অল্প পুঁজিতে এক স্থানের ফল অল্প স্থানে
লইয়া স্থানান্তর করবার চালান যায়। সেখানে
অর্ধেক ডাঙার "ফ্রেশ ফ্রুইট্‌স্‌, বাসকেট" যায়।

২। হিন্দুস্থানীয় ব্যবসায় প্রতিভা।

কলিকাতার রাস্তায় বোম্বাই বরফওয়াল
আজ কাল অনেক। ইহাদের অনেকেই
হিন্দুস্থানী। ১। টাকার বরফ লইয়া ইহার
বাহির হয়, সেই বরফের দ্বিক পয়সারও
কম এক খণ্ড বরফকে জ্বাকড়ার মধ্যে করিয়া
লইয়া তাহার সহিত এক টুকরা বাখাড়ীর
শলাকা দিয়া মুণ্ডরের দ্বারা পিটাতে থাকে,
বরফটা গুড়া হইয়া চাপ্টা হইয়া জমিয়া যায়,
তাহার পর জ্বাকড়া হইতে শলাকা সমেত
বাহির করিয়া তাহাতে ফেঁটা কতক লিমন
বা রোজ লিরাপ ঢালিয়া দিয়া ছেলেদিগকে
বিক্রয় করে। ২। টাকার বরফ ৩৪ ঘণ্টার
মধ্যে একটা পাড়তেই বিক্রয় করিয়া ৫৬
টাকা উপার্জন করিয়া চলিয়া যায়। ইহার
বরফ মুণ্ডর প্রভৃতি একটা ছটাকার হাত গাড়ীতে
করিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। এই
উপায়ের প্রথম যে ব্যক্তি আবিষ্কারক, তাহার
প্রতিভা প্রশংসার। অলস না হইলে ক্ষুদ্র
কার্য্য দ্বারা বাহুব অল্প সময়েই কার্য্যিক
পরিশ্রমেও প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে
পারে। তবে ফাঁকা মানের স্পুহাটা পরি-
ভাগ করিতে হয়। এই সাধারণ বরফকে
ইহার "বোম্বাই কা বরফ" নাম দিয়া
ছেলের ঘলে ব্যবসায় চালায়। বাঙ্গালীর
ব্যবসায় প্রতিভা নাই। ক্ষুদ্র ব্যবসায় দ্বারায়
বড় হইয়াই বড় ব্যবসায় চালাইতে হয়, ইহা
বাঙ্গালী বুঝে না।

Editor's Note-Book.

সংগ্রহ।

স্বাস্থ্য-নীতি।

বসিয়া থাকা অভ্যাসটা বড় খারাপ।
ইহাতে কদাপি অভ্যস্ত হওয়া উচিত নহে।
Professor Blackie বলেন,—Sitting in
fact, is a slovenly habit, and ought
not to be indulged, যে সকল কাজ
দাঁড়াইয়া কিবা চলা ফিরা করিয়া সম্পন্ন করা
যাইতে পারে, তাহা কখনও বসিয়া করা উচিত
নহে। শরীরকে বহুক্ষণ চালনার উপর সচল
রাখা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে একটি প্রধান উপায়।

শারিরাবস্থায় নাড়ী যতবার স্পন্দিত হয়,
উপবেশনাবস্থায় তদপেক্ষা ছয়বার, দণ্ডায়মান-
বস্থায় তদপেক্ষাও অধিক স্পন্দিত হয়।

যে বায়ু জীবের জীবন সে বায়ু নিজেই
চঞ্চল। যে বায়ু যত অধিক চঞ্চল সেই বায়ু
তত অধিক জীবনী শক্তিপ্রদ। রুদ্ধ নিশ্চল
বায়ু শরীরের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী
করে। জীবনের (বায়ুর) জায় জীবনের
আধার আমাদের এই শরীরও সতত সম্যক
চলাচলের উপর রাখাই উহার রক্ষা ও পরি-
পূতির প্রধান সহায়।

"Exercise is life"—পরিশ্রমই জীবন।
ফলতঃ কার্য্যিক পরিশ্রম, আহাৰ (বায়ু জল ও
খাদ্যবস্তু), নিদ্রা ইত্যাদির সমবায় জীবনী
শক্তি উৎপন্ন ও রক্ষিত হয়। এই তিনটির
মধ্যে একটির একটু ব্যতিক্রম হইলেই
শরীরের পক্ষে অমঙ্গল।

কোন বস্তু-পদার্থ শরীরে কোন রোগবীজ
প্রবেশ (Inject) করাইয়া দেও, অথবা
ব্যাধিগ্রস্ত কোন গৃহপালিত পশুকে স্বাধীন
ভাবে ছাড়িয়া দাও, দেখিবে অচিরে কোন
অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাহার রোগ-
মুক্ত হইয়াছে। তাহাদের কোন ডাক্তার বা
ঔষধের আবশ্যক করেনা।

ঔষধাদিতে অনেক সময় বরং মন্দ ফলই
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে অনেক সময়
প্রকৃতির স্বাধীনতা খর্ব হয়, এবং রক্তের
রোগোপশমনশক্তি বর্জিত না হইয়া দুর্বল হইয়া
পড়ে। যে সমস্ত সমাজে ডাক্তার ও ঔষধাদির
প্রচলন যত কম, সে সমস্ত সমাজে ব্যাধি ও
মৃত্যুসংখ্যা তত কম দেখিতে পাওয়া যায়।
বীরবর নেপোলিয়ান বলিয়াছেন,—Do not
counteract the living principle,
leave it to the liberty of defending
itself: it will do better than any
drugs.

তার বিহীন তড়িৎবর্তা প্রেরণ যন্ত্রে
চিত্র প্রেরণ।—ফ্রান্সেসকো ডি বার্ননকুসি
নামক ২৫ বৎসর বয়স্ক ইটালীর জটনিক
ব্যবসায়ীর পুত্র তারবিহীন তড়িৎবর্তা প্রেরণ
যন্ত্রে চিত্র প্রেরণ করিবার চেষ্টায় সফলকাম
হইয়াছেন। প্রতিমূর্তি, চিত্র, হস্তাকর
ইত্যাদি প্রেরিত হইতেছে, এবং আসলের
সহিত প্রেরিত চিত্রের প্রায় অধিকল সৌসাদৃশ্য
থাকিতেছে।

জুম্মা।

উৎকৃষ্ট ছাপার

কাজ অতি সুলভে অতি অল্প সময়ে সুসম্পন্ন
করিয়া দিই। চেক্‌, দাখিলা, লেবেল, ক্রীতি
উপহার, বিবাহাদির নিমন্ত্রণ পত্র অতি সুন্দর
ভাবে ছাপাইয়া সমবরাহ করিয়া থাকি।
দরের অল্প পত্র লিখুন।

মানোজার

কাজের লোক

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিবরণক
সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

সপ্তম বর্ষ
৮ম সংখ্যা।

New Series,
August, 1913.

নূতন সংস্করণ।
আগষ্ট, ১৯১৩।

Vol. VII.
No 8.

The Need of Industrial Education In India.

ভারতে শিল্প শিক্ষার আবশ্যিকতা।

ভারতে আসন্ন অতীত, দেশের প্রায়
সব আনা লোকের প্রকৃতই অসাক্ষর, সংসার
হাফাকারে পরিপূর্ণ, ইহা সকলেই অস্থি মজা
পূর্ণ অসুস্থ করিতেছেন। ইহার অর্থাৎ
এই আসন্ন অতীতের একটা কারণ আছে।
এদেশের লোকে শিল্প শিক্ষাকে প্রচার চক
দেখে না, চাকুরীই এদেশের সর্ব্ব।
লোকের জীবিকা নির্বাহের অতি উপায়ের
উপকরণ বলিয়াই ধারণা আছে। শিল্প
শিক্ষা, শিল্প পুস্তক এদেশের লোকের নিকট
অবজ্ঞাত। বাহারা শ্রমজীবী, তাহারা ২৩
সাত চাষের কার্য্যে খাটরা সারাটা বৎসর ভাবুকুট
বৎসর কার্য্যে ব্যস্ত থাকে। এই কারণে
দেশের শিল্প ক্রমে ক্রমে অস্তিত্ব হইতেছে।
কমগত আলতে কাটাইয়া হাস্যে সমস্ত

শক্তি ও প্রতিভা হ্রাস করিয়া আমরা এত
দীন সাহস হইয়া পড়িয়াছি যে, চাকুরী ব্যতীত
আমরা অন্য কোন পেশা অবলম্বন করিতে
সাহস করি না। কিন্তু একবার সমগ্র
পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন দেখি,
দেখিবেন, চারিদিকে নূতন আবিষ্কার, শিল্পের
উন্নতি কয়ে লোকের প্রাণপণ চেষ্টা—শিল্প
শিক্ষার জন্য অসংখ্য বিদ্যালয়। ভারতে
কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত, সাধারণ স্কুল
কলেজের সংখ্যা বহু, শিল্প শিক্ষার জন্য, শিক্ষা-
লয় তত নহে। লোকেরও তাহার জন্য
আগ্রহ নাই, থাকিতেও পারে না; কারণ এ
দেশের লোকে চাকুরীকেই প্রধান করিয়া
লইয়াছে; অনেকে উকিল বারিষ্টার হইবার
অন্তই শিক্ষা করে, শিল্পের প্রতি লক্ষ্য
করে না।

এ দেশের বহন জল বায়ু তাল ছিল, লোকে
বহন স্বাধীন জীবিকার পক্ষপাতী ছিল, তখন
নাস্ত উপেক্ষিত হইত। লোকে কৃষি কার্য্যকেই
তখন স্বাধীন জীবিকার উপকরণ বলিয়া কৃষি
কার্য্যে নিয়োজিত থাকিত। কৃষি একটা উপেক্ষার
বিষয় বলিয়া কেহ মনে করিত না।

কৃষি কার্য্যে এখন হানাপ্রহা আছে, নানার
কারণে এখন ভারতের কৃষিতে আর
লাভও হয় না; তাহার উপর আমরা অগ্রদূত
করিয়া বিলাসিতার চরম দ্বারে উঠিয়াছি,
কৃষি এখন ভ্রমলোকের নিকট অনাদৃত।
যখন এদেশে নানাপ্রকার দৈব বিড়ম্বনার
আমরা কৃষি কার্য্যে হতাশ হই, তখন
আমাদের হৃদিকে অনশনে মরণ ব্যতীত
গত্যন্তর থাকে না, তখন উচ্চ শিক্ষার বা
কৃষি দ্বারা জীবন রক্ষা ভার হইয়া উঠে; কিন্তু
যদি আমরা নানাপ্রকার শিল্প শিক্ষা করিতাম,
আমাদের শিল্পজাত দ্রব্য, নানাদেশে রপ্তানী
হইত, তাহা হইলে শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যে
অন্য দেশের পক্ষ করায়ব করিয়াও অত্যন্ত
দেশের অর্থ সংগ্রহ করিয়া জীবিত
থাকিতে পারিতাম। কিন্তু শিল্পে আমাদের
আদৌ আগ্রহ নাই, দেশের শিল্পীগণ লুপ্তপ্রায়,
তাই কৃষির অভাবে শিল্প কার্য্য দ্বারা জীবিকা
অর্জন করিতে পারি না, হৃদিকে অনশনে জীবন
বিসর্জন করি।

এ দেশে প্রজন্মের অবস্থা উন্নতি করিতে
হইলে, এদেশে শিল্প শিক্ষার উন্নতি হওয়া

হুগলি এক্সপ্লোজিভনে দে'র চা সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্য ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে প্রবেশন করুন।

উচিত; নচেৎ দুঃস্বপ্ন লাভ হইতে পারে না। এ দেশের জীবিকার ২টি মাত্র উপায় ছিল, কৃষি এবং শিল্প—এই দুইটিরই উন্নতি হইয়াছিল যে, বিদেশী বানিকগণকে এদেশে গন্ত সন্তু তের নথী পার হইয়া আসিতে হইত, লোকে শিল্প ব্যাপার এখন অবস্থার উন্নতি করিয়াছিল যে, মুসলমানদের বহুবার সূত্রেও বেশ দীন হয় নাই, এত প্রার্থনা যে, কৃষি শিল্পও বহির্বাণিজ্যের ব্যয় হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। এ দেশের লোক ইঙ্গিত্য থাকে যে, হস্তশিল্প দ্বারা পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক উন্নত প্রণালীর কল কারখানার প্রভুত্ব জবোয় সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারিয়া উঠিবে না, কিন্তু ইহা সত্য নহে, আশ্চর্য্যের কল কারখানার অধিকাংশ থাকিলেও অসংখ্য হস্তশিল্প শিল্পকার বিভাগের সংস্থাপিত হইতেছে। ভারতের কোটি কোটি লোকের এক চতুর্থাংশ লোকে যদি শুধু হস্ত দ্বারা শিল্প কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহা অল্প দেশের কল কারখানা জাত জবোয় আর সমতুল্য হইতে পারে, ইহাও চিন্তা করা উচিত। এ দেশের অল্প কয়েক দূর ও প্রকার উন্নতি করিতে হইলে, এদেশে শিল্প শিল্পকারই অধিক ব্যবস্থা হওয়া উচিত। একথা আমাদের গবর্ণমেন্টও যে না বুঝেন তাহা নহে। সেই জন্য নিম্ন প্রেনীর মধ্যে বাহাতে শিল্পকার বিস্তার হয়, তাহার এত চেষ্টা হইতেছে। নিম্ন প্রেনীর মধ্যে শিল্পকার বিস্তার হইলেই তাহার। নিজেদের প্রকৃত অবস্থা এবং গন্তব্য পথ বুঝিতে পারিবে। কিন্তু দেশের লোকের শিল্প শিল্পকার দিকে যদি আস্থা না থাকে, তাহা হইলে আর কথা নাই।

শিল্প শিল্পকার দিকে আমাদের অনাহার কারণ, আমরা বড় আলাসী—কোন প্রকার প্রসঙ্গ্য কার্য্যে বাইতে আমরা প্রস্তুত নহি। অল্প লামাসে বাহা বৎকিঞ্চিৎ পাই, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া চক্ষু বুজিয়া থাকাই আমাদের

অভ্যাসের মধ্যে দীড়াইয়া গিয়াছে, আশ্চর্য্যের উচ্চ শিক্ষিত করিয়াও কোন ফল হয় নাই, বরং শিল্পকার আমাদের প্রসঙ্গ্য কার্য্যে যুগা হইয়াছে, আমরা নিগালী হইয়াছি; সেই জন্য দাসত্ব করিতে আদি আমদের যুগা হয় না। বড় প্রসঙ্গ্যের বিষয়, ভারতে পাশ্চাত্য জাতির শিল্প শিল্পকার আস্থা এবং উন্নতি দেখিয়াও আমাদের চৈতন্য হইল না। তাই ভারতে কৃষি এবং শিল্পের উন্নতির জন্য প্রকার মঙ্গলের, ও রাজ্যের চিত্তের জন্য শিল্প শিল্পকার বিস্তার সাহায্য। একান্ত আবশ্যক এবং অপরিহার্য্য, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। শিল্পের অবনতি হইয়াই ভারতের সর্বনাশ হইয়াছে।

মধ্য-ভারতে ও মধ্য-প্রদেশে খেজুর গুড়।

গত ১৭ই মে'র "কলকাতা" গ্রন্থক জৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত প্রসঙ্গে, মধ্যভারত ও মধ্যপ্রদেশে খেজুরগাছ হইতে গুড় চিনির ব্যবসা চলিবার সম্ভাবনা নাই, এই কথা তিনি লিখিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে যৌথ প্রণালীতে খেজুর গুড়ের কারবার চালাইবার ব্যবস্থা আমিই করিয়াছিলাম। সে কার্য্য ২৩ বৎসর চলিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। যৌথ বন্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমরা নিজে যে প্রায়েতে চাষবাস করি, সেখানে বিস্তার খেজুর গাছ থাকার, তাহা হইতে আমরা আর প্রতি বৎসরেই খেজুরগুড় ও কখনও কখনও চিনি প্রস্তুত করিয়া থাকি। যৌথ কারবার ১৮৯৯ সালে আরম্ভ করা হইয়াছিল। এদেশের ধনদান লোক ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণ এই নূতন প্রণালীতে গুড় চিনি প্রস্তুত করা সম্ভাবিত নয় মনে করিয়া, ঐ যৌথ কারবারে যোগদান করেন নাই। সুতরাং যৌথ কারবার বন্ধ হইয়াছিল। তজ্জাতি, প্রায়ে প্রায়ে এ কার্য্য

প্রচলিত হইলে, এ দেশের কৃষকেরা, পূর্ব বাহালায় কৃষকদিগের মত, চাষ ও খেজুর গুড়ের ব্যবসা অবলম্বন করিয়া উন্নতি সাধন করিতে পারিবে বিবেচনা করিয়া আমি আজ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে ও চিন্তাতে বিশেষ মনোযোগের সহিত নিযুক্ত আছি। মধ্যপ্রদেশ ইংরেজ-শাসনাধীন। সেখানে আমের অধিকাংশ গণকে মালজমদার বলে। সরকারি তাহাদের ও কৃষকদিগের অবস্থা উন্নত নয়, এবং নূতন প্রচলিত কার্য্যে আদৌ প্রথা বা মনোযোগ হয় না। সেই জন্য আমি কয়েক বৎসর হইতে মধ্য ভারতের রাজাদের দরবারে এই প্রকার প্রার্থনা করিতেছি যে, দরবার হইতে খরচ করিয়া স্থানে স্থানে প্রদর্শন-ক্ষেত্র বঙ্গ (Demonstration farm) খেজুর-গুড় ও চিনি প্রস্তুতের প্রণালী ব্যবস্থাপিত করা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। কেননা, তাহা হইলে এদেশের কৃষি ও শ্রমজীবী লোক সকল এই নূতন কার্য্য প্রণালী দেখিতে দেখিতে শিক্ষিত হইতে থাকিবে। তাহাতে এ দেশের অত্যন্ত মঙ্গল ও আমি সমুদয়ের মঙ্গল সাধন হইবে, কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু চূর্তাগ্রাণতঃ এ পর্য্যন্ত মধ্যভারতের রাজকীয় দরবার এ বিষয়ে কোন লক্ষ্য বা ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন না।

উল্লিখিত ঘটনা সকল হইতে বত্ৰপি কেহ একরূপ অনুমান করিয়া থাকেন যে, এতদেশের খেজুর গাছ হইতে রস নির্গত হয় না, কিংবা ভাল গুড় চিনি হয় না, তাহা অত্যন্ত ভ্রম। আমি এ কথা জানিতাম না যে, শীতকালে এদেশের খেজুর রস গর্জে খোলা হইয়া যায়; অল্পদিন মাত্র রস পরিষ্কার থাকে, সুতরাং এদেশে খেজুরগুড়ের ব্যবসা করিয়া কোন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই; এ কথাও সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক ও কিছুমাত্র অনুমান না করিয়া লেখা হইয়াছে। আমি যৌথ কারবার খুলিবার পর ইন্দোর দরবার, প্রকৃত এ কার্য্যে লাভ হইতে পারে কিনা দেখিবার জন্য,

মৌর্য নানক একটি গ্রামে প্রদর্শনীকেই
খুলিয়াছিলেন এবং আশেপাশেই ঐ কার্যে
নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ১৯০২ সালের
শ্রীতকালে মদীরা হইতে ১১ জন
শিল্পী আনাইয়া আমি ঐ প্রদর্শনীকেই
ব্যবহৃত করিয়াছিলাম। মৌর্য
গ্রামে প্রায় ৮১০ হাজার খেজুরগাছ আছে।
তাহা হইতে প্রায় ১২০০ গাছের মতল
আমি কাষা চালাইয়াছিলাম। ঐ সমস্ত
খেজুর বন জল ও ঘাসে পরিবেষ্টিত।
গাছের তলার ভিত্তিতে কখনও চাষ দেওয়া
হয় না। পূর্ব বাঙ্গলার কৃষকেরা এবং
জমিদারগণ সীতমত খেজুর চাষা বপন
করিয়া ও জমি চাষ করিয়া খেজুরের মতল
প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু এদেশে স্বভাবজ
পর্যাপ্ত পরিমাণে যে সকল খেজুরবন আছে
বিভিন্নমান আছে, এদেশের লোক তাহার
উপযোগিতা না জানায়, ঐ খেজুরবনসমূহের
কোনও আদর নাই ও রক্ষণাবেক্ষণ নাই;
এবং জমি চাষ করা দূরে থাক, গর্মিকালে
খেজুর গাছ সকল হইতে লোকে পাতা
কাটিয়া লইয়া থাকে, সেজন্য খেজুরগাছ
বলহীন হইয়া যায়। তথ্যচ এই প্রকার
গাছ হইতে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে
রস নির্গত করিয়া শুষ্ক ও চিনি প্রস্তুত
করিয়াছি। তাহা বাঙ্গালা প্রদেশ অপেক্ষা
কোনও অংশে নিকট নয়। ইহা শ্রীতপ্রধান
দেশ। বরং বাঙ্গালাতে কখন কখন শ্রীত-
কালে গরম হাওয়া চলিলে আকাশ
সেবাঙ্গর হইলে খেজুর রস খারাপ হইয়া
যায়, কিন্তু সে অবস্থা এখানে কম দেখিতে
পাই এবং এই সকল পাহাড়ী দেশে খেজুর
রস বাঙ্গালা অপেক্ষা জেরাধা মধুর। আমি
দেখিয়াছি যে, পূর্ব বাঙ্গলার ১০১১ সের
রস হইতে ১ সের শুষ্ক প্রস্তুত হয়, কিন্তু
এদেশে ৭ সের রস হইতে ততই শুষ্ক হয়,

তাহা বাঙ্গালার খেজুরগাছ অপেক্ষা অনেক
পরিমাণে উৎকৃষ্ট এবং ঐ শুষ্ক চিনির পরিমাণ
জেরাধা। মিঃ অ্যান্ডেট পুসা (Mr. H.
E. Ansdett of Pusa) সম্প্রতি মৌর্যের
ও মধ্যভারতের শুষ্ক দেখিয়া প্রকাশ করিয়া-
ছেন যে, এদেশের খেজুরগাছ চিনির পরিমাণ
বেশী।

ইন্দোরের সরকারী রিপোর্টে (Indore
State Administration Report of
1903) মৌর্যের কার্যসম্বন্ধে যাহা লিখিত
হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

“বাঙ্গালাপ্রদেশ হইতে ১১ জন শিল্পী
আনাইয়া মৌর্যে গ্রামে গড় বৎসর খেজুর-
বাগান হইতে শুষ্ক ও চিনি প্রস্তুত করা
হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এই
কার্যের জন্য সরকার পক্ষ হইতে নিয়োজিত
হইয়াছিলেন। ইহাতে প্রায় ১০০০ টাকা
ব্যয় ও শুষ্ক চিনিতে ৮০০ টাকা আমদানী
হইয়াছিল। এস ওয়ার, অনেক কড়াই ইত্যাদি
মাল মশলা মজুত ছিল। এদেশের লোকেরা
নতুন কার্যপ্রণালী শিখিবার জন্য চেষ্টা বা
ইচ্ছা করে না। কিন্তু শিখিলে এ কার্য
হইতে লাভ করিতে পারিবে। প্রায় ১৮০
মণ শুষ্ক ও ৫০ মণ চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল
ইত্যাদি।”

উল্লিখিত হিসাবে চিটের পরিমাণ ধরা
হয় নাই। প্রায় ৭০.৮০ মণ চিটে
নির্গত না হইলে ৫০ মণ চিনি প্রস্তুত হয় না।
সুতরাং শুষ্ক, চিটে ও চিনি মিলাইয়া ১ জন
শিল্পী প্রায় অনুমান ৩০ মণ খেজুরগাছ
প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহা হইলে প্রত্যেক
গাছে প্রায় ২৮ মণ, অর্থাৎ ১ টন
শুষ্ক প্রস্তুত করিয়াছিল। ১২০৮১২
সালে নাগপুরের শিল্প ও কৃষি সম্বন্ধীয় যে
প্রদর্শনী (Exhibition) হইয়াছিল, সেই সময়
আমি নাগপুরের সরকারী বাগানে (Agricultural
farm) খেজুর গাছ হইতে ৩ জন

শিল্পী নিযুক্ত করিয়া রস, শুষ্ক ও চিনি
প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সপ্তাহে
পর্যাপ্ত পরিমাণে নাগপুর সহরে রস বিক্রয়
হইত। আদরের সহিত লোকে সমস্ত শুষ্ক
ক্রয় করিত। প্রদর্শনীকেই ঘূর্ণিত চক্ৰ-র
(centripegal) শুষ্ক হইতে চিনি করিয়া
দেখাইয়াছিল। প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষেরা সেই
কর্ত্ত আমাকে বিশেষ আদরের সহিত প্রশংসা-
পত্র ও পারিতোষিক দিয়াছিলেন।

উল্লিখিত কথাগুলি আমার কাল্পনিক
নহে, প্রকৃত ঘটনাগুলি বিবরণ করিলাম।
যতদূর জৈলোক্যনাথ বাবু আমার সহিত
সাক্ষাৎ করেন, তাহা হইলে আমার এতাবৎ
চেষ্টা ও কার্য “বাগকের ক্রীড়া” মনে
করিবেন না। সম্প্রতি আমার বয়সক্রম
৬০ বৎসর। আমার পৌত্রগণ ও দৌহিত্রগণ
বাগকের মধ্যে পরিগণিত; কিন্তু ঐ সকল
বাগকবৃন্দ যেমন তাহাদের পুতুল ও ক্রীড়ার
সামগ্রী লইয়া বস্ত্রের ও আনন্দের সহিত
তদ্রূপভাবে দিনযাপন করে, সেইরূপ সম্প্রতি
আমি, চির-পরিচালিত ওকালতি ব্যবসা প্রায়
পরিত্যাগ করিয়া, খেজুরের শুষ্ক চিনির
ক্রীড়াতে তদ্রূপ হইয়া আছি এবং বাগক-
দিগের ক্রীড়া দেখিয়া অপর-লোকে সিন্দা বা
অগ্রাহ্য করিলে যেমন তাহাদের মন বিচলিত-
হয় না, বরং কতক পরিমাণে আগ্রহান্বিত
হইয়া ক্রীড়াতে অধিকতর মনোনিবেশ করে,
সেইরূপ জৈলোক্য বাবুর উপহাসে আমিও
কিছু আনন্দলাভ করিলাম। সেই জন্য আমি
আপনাদিগকে ও জৈলোক্যনাথ বাবুকে আজ
ডাকযোগে ২ খানি পুস্তক উপহার স্বরূপ
আপনাদের নিকট পাঠাইলাম। ১ খানি
আপনারা লইবেন ও দ্বিতীয়খানি জৈলোক্য
বাবুকে পাঠাইবেন; অবশেষে সাহসনয় নিবেদন
এই যে, বহুকাল এদেশে বাস করিয়া আমি
জীবনের শেষভাগে এই বাহনীর কার্য সম্বন্ধে
যতটুকু চেষ্টা করিতেছি ও করিয়াছি, তাহাতে
আপনারা এ বিষয়ের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান

করিয়া আমার কার্যে বোগদান করিলে বাধিত হইব। কেননা, বালকের অগণ্য মোদনের মত আমার কথার লোকের কর্ণপাত করিতেছে না, অথচ কোন কোন দূরদর্শী ও জ্ঞানী লোকেরা আমার কার্যে উপহাস করিয়া থাকেন। কেবল এইমাত্র ভয়না ও ইচ্ছা যে, কল্পিত উদ্ভোগ ও কার্য সম্বন্ধে আমার জীনে সফলতা লাভ হউক বা না হউক, আপনাদের এ বিষয়ে মহাহুজুতি হইলে স্থানে স্থানে এই প্রত্যাবর্তি প্রতিধ্বনিত হইতে পারে; এবং আপনাদের ভায় সুলেখক মহাশয়েরা এই কার্যের প্রকৃত অঙ্গুলতান করিয়া বখার্ব কথার আশ্বোপন করিলে আমি সার্থক এবেশে আসিয়াছিলাম বোধ করিব।

(বঙ্গবাসী হইতে উদ্ধৃত)

ঐহিন্দ্যাস চট্টোপাধ্যায়

ইন্সপেক্টর, মধ্যপ্রদেশ।

অর্ধবঙ্গবাসী

ভীষণ

জলপান !

অসংখ্য গ্রাম এবং নগর জলপ্লাবিত,

বহু প্রাণীনাশ ! !

গ্রাম অর্ধ বঙ্গদেশে বাপি জলপ্লাবনের বিষয় এখন আর কাহারও অবিধিত নহে; এক্ষণ ভীষণ জলপ্লাবন আর কখন ভাঙতে হয় নাই। বর্ধমান জেলার শিল্পা ও গোহ, গ্রামের নিকট দামোদরের বাধ ভাঙ্গিয়া ভীষণ বেগে জল স্রোত বাধের নিকটবর্তী গ্রাম সমূহে অকস্মাৎ নিপতিত হইয়া মানুষ গন্ধ, খাতের মরাট, শত এবং বাঘভীর খাড়া-জখ্মি সমস্ত ভাসাইয়া, বর্ধমান সহরে প্রবেশ করে, বর্ধমানবাসীজনগণ ভোর ৫টার সময় এই ভীষণ বজ্রাঘাত আক্রান্ত হইয়া কিংকর্তব্য-বিমুদ্র হইয়া পড়ে। সহরের মধ্যে কোন স্থলে ৭ ফুট আট ফুট এবং কোন স্থলে ১৫-১৮ ফুট পর্যন্ত জল স্রোত বহিয়াছিল। বাহাদের সান্নিধ্য ছিল, তাহার কোনরূপে

আকর্ষ কোথাও সাঁতার ধল অভিক্রম করিয়া টেনেবাতিবুধে আসিয়া অতি কষ্টে টেনেবর ওতার দ্বিঃে আশ্রয় লইয়া গ্রাম বাগাইয়া ছিল, বাহাদের সেন্ধান্নার্থ ছিল না, তাহাদের যে কি গতি হইয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে? জন সুখে এবং সংবাদ পত্রে বখন এই সংবাদ কলিকাতা সহরে প্রচারিত হইল, তখন ভীত হইয়া উঠিলাম। এক্ষণ বজ্রাঘাত কোন ধারণা ইতিপূর্বে বখন ছিল না, ভাল বুঝিতে পারিলাম না। পরদিন বেলা ১২ টার সময় টিকিট করিয়া বর্ধমানাতিবুধে যাত্রা করিলাম, ট্রেন বর্ধমান পর্যন্ত বাইবার কথা ছিল না, কিন্তু সেদিন গেল। দেবী-পুরের রেল সংঘর্ষের দৃষ্ট অভিক্রম করিয়া বতাই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই কলো-লারিত জলরাশি দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। এত জল জীবনেও ত কখনও দেখি নাই। দামোদরের লোহিত জল তখনও রেল লাইনের দুই ধার খোঁজ করিয়া অসংখ্য গো, অথ, শৃগাল কুকুরাদি বন্ধে বন্ধে ধারণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে—কর্ণ নধিরকর কলো, সাগর সদৃশ জলরাশি—উত্তর পার্শ্ব কত গ্রাম, কত পল্লী, রেলযাত্রীর নরন তৃপ্তকর ছিল, সে সকলের কোন চিত্র রাখে নাই। জন মানব পরিশূত কোন বৃক্ষে কাক পক্ষীও দেখা গেল না। সঙ্গে ক্লিড মাস ছিল, দেখিলাম, কত গ্রাম পল্লী বেখানে ছিল, সেখানে কেবল খড়ের চাল ভাসিয়া যাইতেছে, সুদূরে কোথাও কোথাও বৃক্ষে মানুষ উঠিয়া বসিয়া আছে, নিকটে খজিগড়, গাংপুর ট্রেনে গ্রামের ইতর শ্রেণীর লোক স্রুহ সক্রম নরনে অনশনে ছেলে পুলে লইয়া বসিয়া আছে, কেননা আজ ২ দিন হইতে হাওড়া হইতে মারোরাড়ী ও বাঙ্গালীগণ সাহায্য করিবার জন্ত ট্রেনে খাড়া লইয়া ঐ নিরাশ্রয় প্রাণীগণকে ট্রেন হইতে ছুঁড়িয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তাহারাই সেই আশায় হা প্রত্যাশ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আশা অনর্থক হয় নাই। একদম মহাশয় মারোরাড়ী

লুটি বৌহমভোগ প্রস্তুত করিয়া অনেক বাক্য হাওড়াতেই বোঝাই করিয়াছিলেন, সেই সময় গাড়ী হইতে প্রচুর পরিমাণে লাইনের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, বৃক্ষস্থ ময়নারা তাহাই কুড়াইয়া লইয়া সে ঘিলের মত বাঁচিয়া থাকিবে। বর্ধমানে বখন পৌছাইলাম, তখন লাইনের জল সরিয়াছে, ট্রেন নিরাশ্রয়ে পরিপূর্ণ। কলিকাতার বহু লোকও দেখিতে গিয়াছিলেন। বহু বেজা-সেবক আপনাদের গ্রাম তুচ্ছ করিয়া তাহাদের সেবা করিতেছে। দামোদরের জল-রাশি অভিক্রম করিয়া বহু কলেকের ছেলে-পল্লীর বিপরগণকে উদ্ধার করিতে গিয়াছেন। সহরের মধ্যে জম্ম করিয়া দেখি কোথাও মাটির ঘরের চিত্রাঙ্ক নাই—কোথাও কেবল ছাউনী বর্ধমান আছে, দেখিলাম। জল সরিয়া যাওয়াতে বাহারী বাঁচিয়াছে, তাহারাই সেই কত সাঁদের বরকরার সৃজিকা তুপের নিকট বসিয়া অস্ত্র বর্ষণ করিতেছে, কি ভরানক দৃষ্ট! বসিয়া অস্ত্র বর্ষণ করিতেছে, কি ভরানক দৃষ্ট!

জেলখানার প্রাচীরটা পড়িয়া গিয়াছে।

কোন কয়েদি পালায় নাই, তাহাভিগকে ছাড়ের উপর তোলা হইয়াছিল। আর পালাইবেই বা কোথা, জলের ভোড়ের চোটে ঘোড়া সমেৎ গাড়ী ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছে। মানুষ ও দুঃস্থ কথা। সরকারী রিপোর্টে দেখিতেছি, স্রুত নরবেহ অধিক দেখা যায় নাই। স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছে বা স্রোতের সঙ্গে দামোদরের বালুকাসি আসিয়াছিল—স্থানে স্থানে ৩-৪ ফুট বালির স্তর পড়িয়াছিল—তাহাতেও প্রোধিত হইয়া থাকিতে পারে। গ্রামে গ্রামে বখন জল সরিবে, বখন আত্মীয় স্বজনের জন্ত করণ ক্রন্দন উঠিবে, তখন বুঝিতে পারা বাইবে—কে সরিয়াছে, কে বাঁচিয়া আছে। রিপোর্টে জানা গেল যে, স্রুতা সংখ্যা অধিক নহে; একবার কেহ বিখাল স্থাপন করিতে পারে না। কোন কোন গ্রামে রাজে বজ্রা পড়িয়াছে—যোর ভদ্রসাজের অধিকার রাজি—তাহাতে সুবলধারে হুই

অকস্মাৎ বস্তা পড়িয়াছে, আলোক পর্য্যন্ত আলিবার উপকরণাদি বানের জলে ভাসিতেছে, চারিদিকে দুস্তর কর্মময় শতক্ষেত্র—একরূপ অবস্থায় কচি কাঁচা ছেলে মেয়ে জীলোক লইয়া তাহার আশ্রয়ক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ইহাই কি বুঝিয়া লইতে হইবে? একরূপ নিতান্ত অসঙ্গত কথায় কেবল জনসাধারণ বাধিত হয় মাত্র। মরা বাঁচার কথা নাড়া চাড়া করা অনাবশ্যক মাত্র।

শত ক্ষেত্রে বালুকার স্তর পড়িয়া গিয়াছে, এ বৎসর শস্তের আশা নাই। প্রাবিত স্থান সমূহের মধ্যে এক দানা খাওয়াপযোগী শস্ত নাই। বুলিলাম, ছুর্ভিক্ষ অনিবার্য। উপযুক্ত প্রতিবিধানের উপায় না করিলে লুণ্ঠন দস্যুত্ব অপরিহার্য। পেটের দায়ে লোকে জেলে খেজার ঘাইতে চাহিবে।

তাহার ২ দিন পরেই তুলিলাম, আমতা লাইন, তারকেস্বর লাইন, মেদিনীপুরের কাঁচি, পাটনার নানাস্থান, বাঁকুড়া, বীরভূমের নানাস্থানে ভীষণ জলপ্রাবনে ঠিক বর্ধমানের মতই অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অসংখ্য লোক গরু মহিষ ছাগল শূগল কুকুর বিড়াল মরিয়াছে—তাহাদের পুতি গন্ধে সাহায্যকারী বেচ্ছা-সেবকদের অগ্রসর হওয়া ভার হইয়াছে। কোন কোন স্থানে কলেরাও দেখা দিয়াছে।

গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে

সাহায্য-ভাণ্ডার গোলা হইয়াছে। অসংখ্য সাহায্যকারী দল বস্তা প্রাবিত স্থানসমূহের নরনারীগণের জন্ত বাহার যেমন সাধা—সাহায্য লইয়া আকর্ষ জলে আপনাপন জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সাহায্য করিতেছেন। কলিকাতার প্রত্যেক আফিস হইতে টাকা উঠিয়াছে। সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটি, রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, বহুবাজার নিঃস্ব ভিত্তিবিহীন সভা, মাজারাড়ী সাহায্য সভা প্রভৃতি অসংখ্য সভা সমিতি এ ক্ষেত্রে প্রাণ দিয়া কাজ করিতেছেন।

ছেলেদের দেবোপম

চরিত্রে এবং মারোয়াড়ীদের মতবে সমগ্র দেশবাসী চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছে। এই মহাপ্রাণতার আদর্শ এ জীবনে আর যেন কখন বাঙ্গালার মাটিতে দেখি নাই। আপনার দেশবাসীর প্রতি এতটা প্রেম আর কখনও শুনি নাই। ভগবান দেশের ছেলেদিগের কল্যাণ করুন।

বর্ধমানের নিকট দামোদরের উত্তর পাশস্থ গ্রাম সমূহ এই বস্তার স্রোতে অধিক বিধ্বস্ত হইয়াছিল। জল খানোজংশনের নিকট পর্য্যন্ত গিয়াছিল। ঠিক গ্রীষ্ম টাঙ্ক রোডের ধারে গলসী—গ্রাম বহু জনপূর্ণ ব্যবসায় প্রধান স্থান; কিন্তু তাহার পাশবর্তী শ্রীধরপুর পর্য্যন্ত জল আসিলেও গলসী গ্রাম রক্ষা পাইয়াছিল, সহৃদয় ব্যবসায়ী ফেলাবাম মণ্ডল এক জন চাউল ব্যবসায়ী। ইনি পাশবর্তী গ্রামসমূহের দুর্দশা উপলব্ধি করিয়া নিজে ৩০০ তোড়া নূতন কাপড় এবং খাছাদি বিতরণ করিয়াছিলেন। তাহার সহিত কলিকাতার অনেক ব্যবসায়ীর সংস্রব আছে, তিনি দীনভাবে তাহাদেরও সাহায্য প্রার্থনা করেন, সেই জন্ত কলিকাতার প্রসিদ্ধ মহাজন গোবুল দাস হংসরাজ এবং অমর চাঁদ মাদোজী কোম্পানী বহু বস্তা নূতন কাপড় এবং খাছাদি লইয়া ইহার সহিত যোগদান করিয়া বিতরণ আরম্ভ করেন। কতক তাহার কলিকাতার স্বেচ্ছাসেবকগণের হস্তে দিয়া স্থানান্তরে গমন করেন। এ সকল সংবাদ বেঙ্গলী, ডেলিনিউজে প্রকাশিত হইয়াছিল; পাঠকগণের অনেকেই অবগত আছেন, আমাদের ক্ষুদ্র পত্রে সকল সংবাদ দেওয়া সম্ভব নহে।

দেশবাসীর বাহা সাধা তাহা করিতেছেন, এক্ষণে লোকে উৎকর্ষিতভাবে গবর্ণমেন্টের সুপের দিকে তাকাইয়া আছে। আমাদের বড় আশা, গবর্ণমেন্ট এমন ছুদিনে নিশ্চয়ই মুক্ত হস্ত হইবেন। লর্ড কারমাইকেল মহোদয়

দয়ার সাগর—নিশ্চয়ই তিনি এ ক্ষেত্রে উদাসীন থাকিবেন না।

চারিদিকের বস্তাক্রান্ত স্থানের রিপোর্ট দ্বারা বুঝিতেহে যে, ১০১২ লক্ষ টাকা উঠিলে হুঃহু অসংখ্য প্রকার দাঁড়াইবার উপায় হয়। দেশবাসী লক্ষ টাকা দিলে গবর্ণমেন্ট আর ১০ লক্ষ টাকা দিলে তবে শোভা পাইবে। গবর্ণমেন্ট অবশ্যই এক্ষেত্রে তাহা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। দেশের আপামর সকলেই এই আশা করিয়া আসিতেছেন। শুনিতেছি, গবর্ণমেন্ট তাকাবির টাকা ধার দিতে মনস্থ করিয়া ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। তাগাবির টাকা গবর্ণমেন্টের নিকট ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ হুদে টাকা ধার করা মাত্র। বাহাদের জমী আছে, তাহারাই এই কৃষিক্ষণ গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু বাহাদের কিছুই নাই, কেবল খাটিয়া পাণ, তাহাদের তাগাবির টাকাই বা গবর্ণমেন্ট দিবেন কেন? আর আসন্ন সপ্তকের সময় সে টাকা লইবেই বা কে? তাগাবির টাকার এটা সময় নয়, এবং তাহাকে সাহায্যও বলা যায় না। এখন আশু সাহায্যের আবশ্যক; নচেৎ লোকেই জীবন রক্ষা হইবে না; সুতরাং প্রার্থনা, তাগাবির কথা এখন ভুলিতে হইবে, কেননা তাহা আরো সময়োচিত নহে।

ধানের বোয়ালী বিতরণ।

জলপ্রাবিত স্থানসমূহের শস্ত সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। দামোদরের পাশবর্তী গ্রামসমূহ মরুপ্রায় হইয়া যাইবে; কারণ দামোদরের জলে প্রচুর বালুকা বিদ্যমান থাকে। এই কারণেই দামোদরের গর্ভ প্রতি বৎসরই বালুকা স্তরে উচ্চ হইয়া উঠে এবং অনারাসে বাঁধ ছাপাইয়া জল বাঁধ ভাসাইতে পারে, দামোদরের জল যে যে স্থানে প্রবেশ করিয়াছে, সে সকল স্থান কিছুদিনের জন্ত মরুপ্রায় হইবে; কারণ বালুকার স্তর পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং এ বৎসর শস্যের বোয়ালী বিতরণে আর বিশেষ সুরক্ষণের সম্ভাবনা নাই।

হুগলি একত্রিংশনে দে'র চা সর্বেচ্ছ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্ত ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন।

জীবিত বঙ্গাঙ্গীড়িত মরনারী এখন অনাহারে
অনগনে মৃতপ্রায়—আশ্রয়হীন। এখন অল্প
প্রতিকার করিতে হইলে তাহাদিগকে আগে
আহার দিয়া বাঁচাইতে হইবে, তাহারা বিবস্ত্র—
অধিকাংশ রোগাক্রান্ত, প্রাণচীন প্রায়,
তাহাদিগকে বস্ত্র দিয়া, তাহাদের তত্ত্ব এবং
ধ্বংস গৃহগুলির সংস্কার করিয়া দিতে হইবে,
তাহাদের কিছু নাই এখন নতুন সংসার
পাঠাইয়া দিতে হইবে। তবে বাঁচিলে
তাহারা সরকারের চির কৃতজ্ঞ প্রজা হইতে
পারিবে; অল্প কোনরূপ সাহায্যই এখন
উপযুক্ত নহে।

দুর্ভিক্ষ অনিবার্য !

সঞ্চিত শত সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। গরু
হাল সব গিয়াছে। চাষ আর করিতে পারে
কি? বোয়ালী লটরা কি করিবে? যদি
তাহাদের সুচারু ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে
দুর্ভিক্ষ মারিভর অনিবার্য। দক্ষ্য ভয় বাড়িবে।
যাহারা জীবিত আছে, তাহারাও মরিবে।
গবর্ণমেণ্টের বহু ব্যয় বাড়িবে। সেই সকল
ব্যয় খতাইয়া দেগিলে সাহায্যই এক মাত্র
উপায় বলিয়া বোধ হইবে। সেই সাহায্য
প্রথম হইতে করিলে সদাশয়তার হৃদয় প্রজা
রাজতন্ত্রিতে আপ্রাণ হইয়া ভারতবর্ষের
বশোপানে নিগম প্রতিক্ষবিনিত করিবে সন্দেহ
নাই।

দেশবাসিন! মুক্তহস্ত হইয়া যথাসাধ্য
রাজ্যকে সাহায্য কর, তোমাদের দেশের
ভ্রাতা ভগিনী, দেশের শিশু কৃষকগণকে রক্ষা
কর, যাহার যেমন সাধ্য, সাহায্য করিয়া দাও
হও, এক বৎসরের অমর্যক বিলাসের অপ-
ব্যয় সংক্ষেপ করিলে, বহু অর্থ নর জীবন
রক্ষার প্রস্তুত করিয়া অমর্যক লাভ করিতে
পারিবে। সহায়ভূতি শিক্ষা কর, হৃদয় অন-
শনে মৃতপ্রায় আশ্রয়হীনের অবস্থা একবার
মুদ্রিত নয়নে ভাবিয়া দেখ দেখি, লক্ষ লক্ষ
হস্ত তোমার নিকট সাহায্য পাইবার জন্য কত

আশায় উত্তোলিত! তোমার মাতৃভূমি তোমার
হৃদয়ের নিকে তাকাইয়া সাহায্য প্রার্থিনী—
তুমি উপেক্ষা করিও না। মুক্তহস্ত হও।

আমরা অতি ক্ষুদ্র—১০০ ভলিউম অতি
শিক্ষাপ্রদ “কালের লোকের” প্রত্যেক
খণ্ড ৩ টাকা স্থলে এক টাকার
দিতে প্রস্তুত, কোন মহাত্মা ক্রয় করিবেন
কি? আমরা সেই টাকা সাহায্য
তাগারে দিয়া দত্ত হইতে পারি। তিনি
১০০ বড় বড় ভলিউম কালের লোক
ষড়্ভা বিতরণ করিয়া দিতে পারেন। কলি-
কাতার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কাপড়
এবং চাউনাদি অনেক স্থানে পাঠাইয়া পরিতৃপ্ত
হইতে পারি নাই।

কবি দ্বিজেন্দ্র লাল।

—*—

একটু ছুটির একটু স্পন্দন—স্বল্প ভরে

যায় পরে সব;

একটু হাসি, একটু ক্রন্দন—খেমে যায়

এই কলরব

ধনের গোরব, যশের গোরব, রূপেরই

গরিমা সগই হয় গো

এক সঙ্গে চোখের নিমেষে ধু ধু ধু

করে পড়ে যায় গো।

—সোমাব রুস্তাম।

জন্ম মৃত্যু ভগবানের বিধান এবং জীব
জগত তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন; কিন্তু
তাঁহার জন্ম মৃত্যু, তাঁহারই মরণ সার্থক, যিনি
আপনার মেধা, আপনার বীণা, আপনার
পুণ্য চরিত্র প্রভাবে মরণের পরেও অমর
ও অবিনশ্বর হইয়া এই বিশ্বে বিরাজ করেন।
ইহঁরাই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ এবং ইহঁাদের
আবির্ভাবে স্বদেশ ও স্বজাতি দ্বন্দ্ব হয়।
সংসারে এই সকল মহাপুরুষের আবির্ভাবে
অতীব বিরল, বোধ হয়, শত লক্ষেও একটা

লক্ষ্য হয় কিনা সন্দেহ। বাহা বিরল, বাহা
দুর্লভ, তাহার অভাবে প্রাণে বিষম বেদনা
অনুভূত হয়, এই নিমিত্ত এই সকল মহাত্মা-
দিগের তিরোধানে প্রাণে বড় আঘাত পাইয়া
থাকি। সে কারণ স্বদেশ প্রেমিক মহাকবি
দ্বিজেন্দ্র বিরোগে আজ বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বণিতা
এত কাতর, এত গভীর শোকাচ্ছন্ন। হৃৎস্বের
সময়, প্রিয় জন বিরোগে তাঁহার চরিত্রাখ্যা,
তাঁহার গুণ ব্যাখ্যা শুনিতে ও শুনাইতে ভাল
লাগে, তাই আজ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে দ্বিজেন্দ্র
কাহিনী কীর্তনে অগ্রসর হইয়াছি।

৮ দ্বিজেন্দ্রলাল ১২৭০ বঙ্গাব্দে ৪ঠা শ্রাবণ
তারিখে নদীয়া জেলার সদর মহকুমা কৃষ্ণ-
নগরের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান চক্রবর্তী বংশে
জন্মগ্রহণ করেন। পদে, সম্মানে, কুল
মর্যাদাতে এই বংশ বঙ্গদেশে বিখ্যাত।
এমন কি ইহঁাদের পূর্ব পুরুষ বঙ্গীয়াস চক্রবর্তী
বাল্লভ শ্রেণীর মধ্যে কুলীনের এক নতুন
দল প্রতিষ্ঠা করেন; সেজন্য ইহঁারা মত-
কর্তার বংশ বলিয়া বাহ্যে শ্রেণীর মধ্যে
সম্মানিত। এই বংশে এক এক জন এমন
মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাহাদের
গুণ কাহিনী শ্রবণ করিলে রোমাঞ্চিত হয়,
উপজ্ঞাসেব বিবর বলিয়া অনুমিত হয়,
কিন্তু তাহা সত্য ঘটনা।

দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা দেওয়ান ৮ কাঙ্কি-
কের চন্দ্র রায় স্বীয় নির্মল চরিত্র,
জ্ঞানপরতা, ত্যাগবীকার, কর্তব্যজ্ঞানশীলতা
জীবনব্যাপী বিশুদ্ধতা প্রভৃতি সদগুণের জন্য
ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর, রামচন্দ্র লাহিড়ী, অক্ষয়
কুমার দত্ত প্রভৃতি সমসাময়িক মনসী মহা-
পুরুষগণের নিকট বিশেষ সম্মানিত হইয়া-
ছিলেন। ইহঁার সম্বন্ধে দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার
'সুধধনী কাব্য' লিখিয়াছেন :—

“কাঙ্কিকের চন্দ্র রায় অমাত্য প্রধান
সুন্দর, সুশীল, শাস্ত্র, বদান্ত, বিদ্যান
সুমধুর স্বরে গীত কিনা গান তিনি
ইচ্ছা করে শুনি হয়ে উজান বাহিনী।”

এই দেওয়ানী সন্থকে সুপ্রসিদ্ধ এড্-কেশন গেজেটে কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল :—“দেওয়ান ৮কার্ডিকের চন্দ্র মায় মহাশয় যেরূপ কার্যমনোবাকো স্বার্থ চিন্তা ছাড়িয়া প্রভুর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি করিয়াছিলেন, প্রভুর গৌরব প্রকাশ জন্য বাগ ছিলেন, তাহা তাঁহার সার্ব শতাব্দী পূর্বে মহারাজার পেশোয়ারগণ এবং হোলকার সিদ্ধিয়া প্রভৃতি সামন্তগণ দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে, মহাত্মা শিবাজী সিংহাসন অটুট থাকিয়া ভারতের ইতিহাস ভিন্নরূপ হইত।” এইরূপ সাধু মহাত্মাগণই দেবতুল্য পূজা ও সম্মানার্থ।

দ্বিজেন্দ্রলালের পিতার আট পুত্র ও দুই কন্যা, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সন্তান ও কন্যা এবং মধ্যম পুত্র অতি শৈশবে কালগ্রাসে পতিত হন। দ্বিজেন্দ্রলালের জ্যেষ্ঠ সহোদর এবং কনিষ্ঠা ভগিনী কয়েক বৎসর হইল, পরলোক গমন করিয়াছেন। এক্ষণে দ্বিজেন্দ্রলালের পাঁচ সহোদর বর্তমান। ইহারা সকলেই কৃষী, বিদ্বান ও সচরিত্র।

পারিপার্শ্বিক ঘটনা বৈচিত্র্য ও চরিত্র সমাবেশের উপর মানব জীবন গঠন ও পরিষ্করণের সহায়তা করে। পিতার নির্মল মধুর দেব চরিত্র ভ্রাতা ভগিনীদিগের পূণ্যায় জীবন, তদুপরি বাসভবনের চতুর্দিকের কাব্যময়ী ভাব, তদুপরি তাঁচা-দিগের বাসগৃহে সাধু ও স্রষ্টাগণের সর্বদা সমাবেশ—প্রতিভাবান দ্বিজেন্দ্রের প্রকৃতি ও প্রতিভা বিকাশের বহু সাহায্য করিয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

দ্বিজেন্দ্রের প্রতিভার নিদর্শন শৈশব হইতেই পরিলক্ষিত হইত। পাঠ্যাবস্থায় তিনি ইংরাজী ও সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা ভাষায় এমন সহজ, শুষ্ক এবং সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতে পারিতেন যে, তাহা শুধু অনেক পণ্ডিতেরও আকাজক্ষানীয়। যখন তাঁহার বয়স পনের বৎসর, তখন তাঁহার সর্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

৮দ্বিজেন্দ্রলাল মায় মহাশয়ের অভিপ্রায়ানুযায়ী মেহেরপুরে একটা সংস্কৃত ও দুইটা বাঙ্গালা বক্তৃতা করেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার সকল বক্তৃতাই এমন সুন্দর হইয়াছিল যে, তিনি নিবন্ধনমণ্ডলীর ভূমণী প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৭৮ খৃঃ দ্বিজেন্দ্রলাল কলকাতার কলেজ হইতে এণ্ট্রেন্স এবং দুই বৎসর পরে এক, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরলোকগত রো সাহেব তাঁহার ইংরাজী কাগজ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন “দ্বিজেন্দ্র ইংরাজীতে যেরূপ সুন্দর পরীক্ষা দিয়াছে, কোন ইংরাজী বালক সেইরূপ দিলে তাহার পক্ষে স্নাতক বিদ্যার বিষয় হইত।” হগলী কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, দ্বিজেন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন এবং তথা হইতে ১৮৮৪ খৃঃ প্রারম্ভে ইংরাজী অনারে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তথ্য স্বাধীন সবেও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল আটশতাব্দ ম্যালেয়িয়া জর নিবন্ধন অনেক সময় অসুস্থ থাকিতেন এবং সেজন্য অনেক সময় পড়া শুনায় বিঘ্ন হইত, তথাপি প্রত্যেক পরীক্ষাতেই তিনি সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

এম, এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার পরই দ্বিজেন্দ্র বায়ু পরিবর্তনের জন্য ছাপরা জেলার রেভেলগঞ্জ স্কুলের হেড মাস্টার পদ গ্রহণ করেন এবং দুই এক মাস তথায় কার্য করার পর কৃষি শিক্ষার্থে সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল পিতা মাতার অনুমতি লইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তথায় বৎসর দুই বাস করিয়া সিমেন্টার কলেজ হইতে কৃষি বিজ্ঞান পারদর্শিতা লাভ করেন এবং এম, আর, এ, এস প্রভৃতি উপাধিনিচয়ে ভূষিত হন।

১৮৮৬ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। ছুঃখের বিষয়, ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ

হয় নাই, বিলাত প্রবাসকালেই তাঁহার পিতৃ-মাতৃ বিরোগ হয়। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার কয়েক মাস পরে ১৮৮৭ সালে এপ্রেল মাসে কলিকাতার স্বনামধন্য চিকিৎসক ত্রিমুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পরম রূপগুণবতী কন্যা সুরবালা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। সুরবালা প্রকৃতই সুরবালা ছিলেন, তাঁহার অীতিপূর্ণ সরল সদয় ব্যবহারে আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি সকলেই মুগ্ধ ও তৃপ্ত ছিলেন, আর তাঁহার পতি তাঁহার পবিত্র প্রেমে আত্মহারা ছিলেন। বোধ হয়, স্বামী জীতে এমন এক প্রাণ এক আত্মা খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতার প্রাণে এত সুখ সহ্য হইল না। তাই ১৯০৩ সালে সেই পরম সাধ্বী সতী স্বামী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, স্বজনকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করেন।

১৮৮৬ সালে ডিসেম্বর মাসে গভর্ণমেন্ট হইতে সার্ভে ও সেটেলমেন্ট কর্ণে নিযুক্ত হন এবং নানা স্থানে ভ্রমণ করতঃ পরিশেষে মেদিনীপুরের অন্তর্গত সূজামুটায় সেটেলমেন্ট কার্যে প্রেরিত হন। এই সময় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার স্বাধীন সত্যাবদীতার জন্য কোনও ছোটলাট বাহাদুরের অগ্রিয়ভাজন হন। উক্ত ছোটলাট বাহাদুর কোন সময়ে সেটেলমেন্ট আফিসার ছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার ধারণা ছিল, তিনি যে প্রণালী ও নিয়মে কার্য করিয়াছেন, তাহাই চিরদিন বাহাল থাকিবে, সুতরাং যখন রিপোর্টে দেখিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল অল্পরূপ নিয়ম ও প্রণালীতে কার্য করিয়াছেন, তখন তিনি তাহা ভ্রান্ত ও অজ্ঞার বিবেচনা করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল নির্ভীক অন্তরে তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, ‘তজ্জর আপনার সময়কার নিয়ম ও প্রণালী অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ভুল।’ শুনিতে পাওয়া যায়, এই নির্ভীক সত্যাবদীতার

জন্ত তাঁহার কর্মজীবনের উন্নতির পথে কিছু অন্তরায় হইয়াছিল, কিন্তু তবুও তাঁহার মতের পরিবর্তন হয় নাই। বাহা হউক, উচ্চ ধর্মাদিকরণের বিচারে দ্বিজেন্দ্র লালেরই মত ও প্রণালী বাহাল থাকে। ১৮৯৩ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটপদে নিযুক্ত হন এবং পরবর্ত্তি বৎসরে আবগারী বিভাগের প্রথম ইন্স্পেকটর পদে তাঁহাকে নিয়োগ করা হয়। পরে ১৮৯৮ সালে তাঁহাকে কৃষি বিভাগের সহকারী ডিরেক্টরের পদে নিযুক্ত করা হয় এবং দুই বৎসর পরে আবগারী কমিশনের সহকারী ও সেই বৎসরের শেষে পুনরায় আবগারী ইন্স্পেক্টর পদে কর্ম করবেন। ইহার তিন বৎসর পরে তাঁহার পত্নী বিরোগ হয়, তখন তাঁহার প্রাণের পুতলী দীর্ঘাণ ও মারা নিতান্ত শিশু। এত মাতৃহারা শিশু পুত্র-কন্যাকে সঙ্গছাড়া করিয়া, তাহাদের লগন পালনের ভার অতের উপর নির্ভর করিয়া নিরন্তর মনোভ্রমণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ও সুপকর নহে উপরন্তু হওয়ার ১৯০৫ সালে পুনর্বার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদ গ্রহণ করেন। খুলনা, মুর্শিদাবাদ, গয়া প্রভৃতি স্থানে কার্যা করিয়া ১৯০৯ সালে চক্ৰি পরগণার সদর মহাকুমা আলিপুয়ে বদলী হন এবং এই স্থানে অগস্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পদে উন্নীত হন। পরে ১৯১২ সালে বাঁকুড়া, এবং প্রদেশ বিভাগের পর তাঁহাকে মুন্সের বদলী করা হয়। কিন্তু তাঁহাকে আর মুন্সের যাইতে হইল না। বোধ হয় তিনি “জননী” ও “ধাত্রী” বঙ্গের ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া বিহারের কোলে যাইতে তাঁহার প্রাণে বাধা লাগিয়াছিল, তাই মুন্সের হাইবার পূর্বে কলিকাতার আসিয়াই হঠাৎ বিষম সন্ধ্যা রোগে আক্রান্ত হন, কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক মিঃ কাল-ভার্টের সূচিকিংসার প্রথম আক্রমণ হইতে রক্ষা পান এবং অনেকটা সুস্থ হন, কিন্তু ভ্রাতৃবরের উপদেশানুসারে এক বৎসর

অবকাশ লইতে বাধ্য হন। কিন্তু এই বিশ্রাম স্ববেও পুনঃ কর্মে প্রবৃত্ত হইবার সাগর্য না হওয়ার গত চৈত্র মাসে কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার জন্মস্থান ককনগরে বেড়াইতে যান। এখন মনে হয় বুঝি, কবি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার দিন ফুটাইয়া আসিয়াছে; তাই বোধ হয়, তাঁহার “জন্মভূমি”র সঙ্গে, তথাকার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদিগের সঙ্গে শেষ দেখা—শেষ আলাপ করিবার জন্য গিয়াছিলেন। ইহার দুইমাস পরে গত ৩রা জৈষ্ঠ (১৩২০ সাল) শনিবার রাত্রি ৯টার সময় বাঙ্গালার আবাল বৃদ্ধকে কাঁদাইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল মহাপ্রস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। “মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে হইতে ঠিক এই সময়েই প্রায় প্রতিদিন ভক্তিরসে আপ্ত হইয়া তাঁহার প্রাণোন্মাদী মধুর কণ্ঠে গাহিতেন।

“পরিহারি ভব সুখ দুঃখ যখন

মা শাস্তিত অন্তিম শয়নে

বরিষ শ্রবণে তব জল কলবৎ,

বরিষ সুপ্তি মম নয়নে

বরিষ শাস্তি মম শঙ্কিত প্রাণে,

বরিষ শাস্তি মম অশ্রু

মা ভাগীরথী জাহ্নবী সুরধুনী

কল্যাণ কল্যাণিনী গঙ্গে।”

তাই বুঝি মা তাঁহার ভক্ত সন্তানের আস্থান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ঘোর দুর্দিনে একরূপ স্বদেশ প্রেমিক মহাত্মার বিদ্যমান জীবন্তক তাহা বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার শাস্তি শুভমর কোড়ে গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল শৈশবে সহজে ও সল্প সময় মধ্যে সুন্দর কবিতা ও গান রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার রচয় যখন কেবল মাত্র ১৪ বৎসর তখন তাঁহার আখ্যাগাথা ১ম ভাগ রচিত হয়। তখনকার প্রসিদ্ধ পত্রিকা কলিকাতা রিভিউ লিখিয়াছিলেন :—

“He seems to have a heart that is capable of inspiration. His manner is poetical. He possesses the true poetic instinct.”

কলিকাতা রিভিউ এই চতুর্দশ বর্ষীয় বালক সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার এক বর্ণও মিথ্যা হয় নাই। ইহার পর বিলাত প্রবাসকালের পূর্বে পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোনও পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। তবে আধ্যাত্মিক নব্যভারত প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। বিলাত প্রবাসকালে দ্বিজেন্দ্রলালের ইংরাজী কবিতা গল্প “লিরিক্স অব ইণ্ড” রচিত ও প্রকাশিত হয়। এই প্রথম কবিতা “Land of the rising sun” সাজাহান নাটকের সর্বজন সমাদৃত সঙ্গীত “আমার জন্মভূমি” রূপে পরিদ্রুতি। দ্বিজেন্দ্রলাল যে আত্মশব্দ স্বদেশ প্রেমিক, শিশুকাল হইতে যে তাঁহার প্রাণ স্বদেশ ও স্বজাতির হৃদয়ে কাদিত, শৈশবেই যে তিনি মাতৃভূমিকে “দেবী,” “মাধনা” ও “স্বর্গ” বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এই ইংরাজী কবিতা পুস্তক এবং আখ্যাগাথা ১ম ভাগ পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। বীরস্বরে এলিময়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এই ইংরাজী কবিতা পুস্তক সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ সার এডুইন আরনল্ড ভূমণী প্রশংসা করিয়া বলেন যে “যদি এই পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম প্রকাশ না থাকিত, তাহা হইলে কোন ইংরাজ কবির রচনা বলিয়া ভ্রম হইত।” বিলাত প্রবাসকালে দ্বিজেন্দ্রলাল যে কেবল ইংরাজী প্রবন্ধ কবিতা রচনা ও প্রকাশ করিতেন তাহা নহে, বাঙ্গালী প্রবন্ধাদিও লিখিতেন। ঐ সকল প্রবন্ধ ও কবিতা তাঁহার ভ্রাতাগণ সম্পাদিত “পতাকা” ও অজান্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইত।

বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার প্রথম পুস্তক “এক ঘরে” প্রকাশিত হয়। ইহা বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিদ্বিগকে এক

যদিও "আধুনিক" কবিতা সম্বন্ধে তাঁর
প্রতিকূল সমালোচনা। কেহ যেন মনে না
করেন যে, বিজ্ঞানলাল অত্যন্ত বিলাত কেন্দ্র-
নির্দেশক "সমাজে উঠিতে" লালিত ছিলেন,
তাই এ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন; তাহা
বহি তিনি চাহিতেন, বিনা আশ্রয়ে তাহা সিদ্ধ
হইতে পারিত। কিন্তু তিনি কখনও তাহা
আঁকড়া করেন নাই। আমরা জানি কেহ
কেহ হই একবার তাঁহার নিকট এ
প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা
গ্রহণ করেন নাই। হরত, বহি হিন্দু সমাজের
পূর্ব দৌরব, পূর্ব ধর্মনিষ্ঠা, পূর্ব সভ্য ও
সাধুতা অক্ষর থাকিত, তাহা হইলে বিজ্ঞানলাল
হিন্দু সমাজের কোঁড়ে আশ্রয় লইতেন।
কিন্তু আধুনিক হিন্দু সমাজ কেবল বাহ্য
আড়ম্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত; তুমি যেরে বসিয়া
বাহা খুঁচি কর না কেন, তবু তোমার আতি
ধাইবে না, কিন্তু সমুদ্র পার হইলেই তুমি
লম্বাচ্যুত হইবে। বিজ্ঞানলালের জ্ঞান
বাণীন প্রকৃতির ব্যক্তি কখন এমন ধর্মহীন,
প্রাণহীন, বাহ্য আড়ম্বর পূর্ণ হিন্দু সমাজের
আশ্রয় তিচ্ছা করিতে পারেন না, বরং অস্ত্রার
জ্বলিচারের প্রতিবাদই করিয়া থাকেন।
বিজ্ঞানলালের "এক ঘরে" পুস্তিকা সেই
উদ্দেশ্যে রচিত ও প্রকাশিত হয়।

ইহার পর বিজ্ঞানলালের "আধিগাথা
২য় ভাগ" প্রকাশিত হয়। এবং তৎপরে
"ককি অবতার" "বিরহ," প্রারম্ভিত" এবং
ব্রাহ্মস্পর্শ" রচিত ও প্রকাশিত হয়। এগুলি
সামাজিক নক্সা। এই সময় হইতে বিজ্ঞান-
লাল হাসির গান রচনা করিতে আরম্ভ
করেন। বিজ্ঞানলালের সামাজিক নক্সা,
হাসির গানের বিশেষ এই যে, তাহা
স্বাভাবিকতা বর্জিত, বিকৃত আবেগপ্রদ,
প্রাণহীন অথচ মর্মান্বিত নহে। ইহার
পর তাঁহার উৎকৃষ্ট নাট্যকাব্য "সীতা"
রচিত হইয়া তাঁহার ভ্রাতাগণ সম্পাদিত
"সবপ্রভা" মাসিক পত্রিকার যাবাবাহিক

প্রকাশিত হয়, ইহা পরে পুস্তকাকারে
প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পর বিজ্ঞানলাল
"রাশিপ্রকাশ" "দুর্গাদাস, জরাজাহান,
সাজাহান, দেবারপতন; প্রকৃতি সর্বজন
সমাদৃত নাটক, মজ, আলোচ্য, জিবেশী প্রকৃতি
কবিতা পুস্তক প্রকাশ করেন। যুতাকালে
বিজ্ঞানলাল নাট্যকাব্য ২৪ খানি প্রকাশিত ও
কয়েকখানি অপ্রকাশিত পুস্তক রাখিয়া-
গিয়াছেন। অপ্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে
"ভীম" ও "সিংহল বিজয়" বিশেষ উল্লেখ-
যোগ্য।

বিজ্ঞানলাল বাঙ্গালীর কি অভাব তাহা
সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার
প্রায় সকল পুস্তকে একই নীতি, একই শিক্ষা,
"জাশা ও প্রীতি"র মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন।
বিজ্ঞানলাল আপো আপো বুঝিয়াছিলেন,
মর্মে মর্মে অশুভব—করিয়াছিলেন বাঙ্গালীর
প্রাণ নিরাশাময়, বাঙ্গালীর হৃদয় শূন্যপরিপূর্ণ,
বাঙ্গালীর গৃহ একতা শূন্য। তাই তিনি
তাঁহার "আমার দেশ" সঙ্গীতে বাঙ্গালীর
অন্তরে আশঙ্কাজ্বল, আশার পরিপূর্ণ
করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালী
"মহাবাত" বিহীন, সাহস, সত্যতা, দেশাতুরক্তি
প্রকৃতি যে সকল সমুদ্রগরানি থাকিলে
প্রকৃতই মাহুয হওয়া যায়, তাহা বাঙ্গালীর
একান্ত অভাব। তাই তিনি বাঙ্গালীকে
আবার "মাহুয" হইবার জন্ত শিক্ষা দিলেন;
তাই তিনি বাঙ্গালীকে ভেদজ্ঞান ভুলিয়া, শত্রু
মিত্র একপ্রাণ হইয়া, তাহা তাহা আপো
আপো মিলাইয়া ধর্মবন্ধনে বদ্ধ হইয়া
"মাহুয"এর মতন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার
জন্ত উপদেশ দিলেন; তাই তিনি মর্মান্বিত
করিয়া গাইলেন:—

যুগে চান যদিও এই চতুর্থ ময় বর্তমান,
বিশ্বময় আগারে তোল

ভায়ের প্রতি ভায়ের টান,

ভুলিরে বারে আশ্রয়,

পরকে নিয়ে আপন কর

বিশ্ব ভোর নিমেষ বহু—

আবার তোরা মাহুয হ'।

শত্রু হয় হোক না বহি,

সেখার পাশ্চাত্য প্রাণ

তাহারে ভালবাসিতে শেখ

তাহারে কর জয় মান

মিত্র হোক—ভগু যে—তাহারে

দুখ করিয়া দে;—

সবার বাড়ি শত্রু সে,—

আবার তোরা মাহুয হ'।

লগৎ জুড়ে দুইটা সেনা

পরস্পরে পরস্পরে মারার চোখ

পুণ্যসেনা নিমেষ কর,

পাপের সেনা শত্রু হোক

ধর্ম বধা সেদিকে থাক,

ঈশ্বরকে মাথার রাখ,

স্বজন দেশ ভুলিয়া যাক—

আবার তোরা মাহুয হ'।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে, এই
সঙ্গীত বাঙ্গালীর প্রতি গৃহে ধ্বনিত হউক,
লক্ষ্যপ্রাপ্ত বাঙ্গালীকে "মাহুয" করিয়া গন্তব্য
পথে পরিচালিত করুক। আশাহীন, উদ্বেগ-
শূন্য, একতা বিহীন বাঙ্গালী জীবন বিজ্ঞান-
লালের এই মহান মন্ত্রে, জাশা ও প্রীতির
মধুর আলোকে উদ্ভাসিত হউক, জুগ
বাঙ্গালীকে উদ্বোধিত করুক।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায়।

(Special)

HOME INDUSTRIES.

গাই-ইন্ড শিল্প।

ডাক্তার ইরাস্‌ মন্‌ উইলসনের কণধান।

অডি কলম—৮ আউল

টীং ক্যামারাইডিস—১ আউল

অরেল ল্যাভেটার

(ইংলিস)—১০ ড্রাম

অরেল মোকবেরি—১০ ড্রাম

লণ্ডনের ক্রাফো-ব্রিটিশ একজিবিশনে দেব চ পুরস্কৃত, পোঃ-বক্স নং ৩৩৫, কলিকাতা।

উপন্যাসক জ্যোতিষ একজন শিশুইলে
উৎকৃষ্ট "Hair Wash" হইবে, ইহা প্রত্যহ
একবার সন্ধ্যার কেশের গোড়ার পৌছিতে
পারেন এমন পরিমাণ ব্যবহার করিলে কেশের
চট্টটে সুচিবে, কেশ বৃদ্ধি হইবে। কেশ
কোনরূপ চর্বিবিশিষ্ট জব্য ব্যবহার করা
অনেক চিকিৎসকের মতে অনিষ্টকর।
করণ, তাহা দ্বারা চুলের গোড়ার কেশকূপ
বন্ধ হইয়া অকালপকতা আনয়ন করিয়া
থাকে, ইহা পেট্টেট করিয়া বিক্রয় করিতে
পারা যায়। কারণ সহজে পচে না।

যোগে ভুগিয়া যখন চুল শুক হইতে থাকে,
চুল উঠিয়া যায়, তখন গ্লিসারিন এক আউন্স,
অর্ধ পাইট গোলাপ অণে মিসাইরা চুল দোত
করিলে চুলের চিকনতা ফিরিয়া আইসে এবং
মাথার চর্মের শুকতা নিবারিত হইয়া মহৎ
উপকার হইয়া থাকে, ইহা পরীক্ষিত সত্য।

Emollient Hair Dressing.

এমেলেন্ট হেয়ার ড্রেসিং।

জন্মে ভুগিয়া, এবং অজ্ঞান নানা কারণে
মাথার চর্ম শুক হইয়া কেশের পরিপোষণ
ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মাথার খুসকী আগাকর
উদ্ভেদ, কেশ পতন, শিরঃশীড়া প্রভৃতি উপসর্গ
উপস্থিত হয়। সেইজন্য তৈলাক্ত কেশ-
বিন্যাস দ্রব্যেরও আবশ্যক হইয়া পড়ে।
পমেটম প্রভৃতি ব্যবহার করা অপেক্ষা নিম্ন-
লিখিত ঔষধটী সেরূপ স্থলে উপকারী হইবে।
এই ঔষধটীর অতিশয় সুখ্যাতিও আছে।

আইসের গ্লিসারিন—১ আউন্স

অভিকলম—১০ সিকি পাইট

লিকুইড্‌ আমোনিয়া ১ ড্রাম

অয়েল অরিয়েনম—১০ ড্রাম

অয়েল রোজমেরি—১০ ড্রাম

টীং ক্যান্থারাইডিস—১ আউন্স

এই তালিকে একজন একটা শিশুকে
পুরিরা খুব ঘন ঘন কাঁকরাইয়া নিশাইতে
হইবে। ১০ মিনিট এইরূপ করিয়া নাড়িয়া
মিসাইরা ইহাতে Camphor julep ক্যানকর
জুলেপ অর্ধ পাইট নিশাইতে হইবে। এবারও
খুব ঘন ঘন নাড়িয়া তাহাতে ১০ ফোঁটা
এসেন্স অফ্‌ মস্ক Essence of musk
বা অল্প কোন সুগন্ধ এগেন্স মিসাইরা প্রত্যহ
একবার বা ২বার কেশে প্রয়োগ করিলে
কেশের চিকনতা বৃদ্ধি হইবে, অকাল পকতা
নিবারিত হইবে, মনেরও প্রফুল্লতা
অগ্নিবে।

Best Camphor Balls.

উৎকৃষ্ট ক্যান্ধর বল।

ইহা অতি উপকারী বিক্রয়যোগী
জিনিষ, কোন স্বদেশী ক্যান্ধরবল এ পর্যন্ত
এদেশে বাহির হয় নাই।

হাতে আগুনে বাত, বাহুল্যের অমঙ্গলতা
ও কোমলতা না থাকিলে, বাহু যুগলের সৌষ্ঠব
থাকে না। ক্যান্ধরবল ব্যবহারে হাতের
তলের আগুনে বাত, অমঙ্গলতা দূর
হইবে এবং হস্ত সুশ্রী হইবে। ইহা মহিলা-
গণের আদরের সামগ্রী এবং উপকারী
ঔষধ।

স্পারমাসেটা—২ আউন্স

রিফাইন্ড হোয়াইট ওয়াক্স

বা পরিকৃত খেত মোম—২ আউন্স

সুইট অলিবাণ্ড তৈল

বা মিষ্ট বাবাম তৈল—১০ পাইট

মৃদু আলো প্রবীড়িত করিয়া ইহাতে
কপূর চূর্ণ ১ আউন্স, এবং বালসম অফ্‌
পেক ১ ড্রাম মিসাইরা বলের মত করিবার
অল্প ছাঁচে ঢালিতে হইবে, তাহার পর

বলের গলনোইয়া বিক্রয় যথাস্থানে দিতে
হইবে। আকর্ষণশীলতার দিক দিয়া হইতে
পারিবে। ইহা Chapped Hands এবং
হাতে বর্ষণ করিতে হয়।

Home Industry.

আউচ ফুল।

আজ পাঠকগণকে একটা কাজ শিখাইব।
সাদা খান কাপড়ে ছাপার পাড় অনেক
দেখিয়াছেন, অনেক পশ্চিম দেশীয় লোকেই
এই কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া
থাকে, বাঙ্গালী কেহ এই কাজটা করে না।
কিন্তু ইহা একটা বেশ লাভজনক কাজ,
পদ্মপ্রাণের অনেক বেকার যুবক সমাজ
পুষ্টি ও কার্যিক পরিশ্রম করিয়া স্বহস্তে
জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন। কিন্তু
এই কাজটা শিখিবার পূর্বে আগে ইহার
আবশ্যকীয় মাল মঙ্গলার কথা কিছু বলিতে
চাই।

আউচ ফুল বা মালঞ্চ ফুল।

আউচ গাছকে পূর্ণবঙ্গের লোকে মালঞ্চ
গাছ বলে। পূর্ণ ও পশ্চিম বঙ্গের নানাস্থানে
আউচ ফুলের গাছ দিনা যত্নেও জন্মিয়া থাকে
দেখিয়াছেন, বঙ্গের প্রান্তরে ইহার সাদা
সাদা বোঁটা লম্বা পুষ্পরাশি প্রফুটিত হইয়া
সৌরতে দীপ্ত আনন্দিত করিয়া তুলে, ইহা
বড় সুন্দর সৌরভময়। এই আউচ ফুলের
মূল হইতে খান কাপড়ের পাড় কবিবার জল
প্রস্তুত হইয়া থাকে।

দেশীয় কারীকরণের প্রক্রিয়া।

এই আউচ ফুলের মূলের ছালগুলিকে
ছাড়াইয়া ইহার টেকিতে কুটিরা চূর্ণ করে,
তাহার পর গরম জলে সিদ্ধ করিতে
থাকে ১/২ সের আদার জলে ১/১ সের
আউচ ফুলের ছাল সিদ্ধ করিতে করিতে ১/১

কান্দাইয়া থাকবে, সেই সময় রাসায়নিক মাটিতে হইবে। এই হইল রকের মূল। এক মজা এই যে কোন কাপড়ে যদি ফটুকিরির জলের ছাপ দিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ছাপ কান্দাইয়া বাইলেই পুনরায় পরিষ্কার জলে ধোঁক করিয়া ঐ কাপড় থানকে আউচের জলে সিদ্ধ করিয়া লইলেই ফটুকিরির ছাপা পাড়গুলি পাকা লাল হইয়া যাইবে। আবার লৌহ বা হিরাকসের জলে ছাপ দিয়া যদি পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ার আউচের জলে ফুটান যায়, তাহা ছাপা গুলি ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া যাইবে। কোন-পাড়ে যদি ফটুকিরি এবং লৌহের ছাপ একত্রেই দিয়া পূর্ব প্রক্রিয়া মত আউচের জলে ফুটান যায়, তাহা হইলে একেবারেই লাল ও কাল ফুল পাতা প্রভৃতি হইতে পারে। বকম, খদির, প্রভৃতির সংগ্রহ জলও দেশী কারিকরগণ করেন বটে, কিন্তু আউচের সংগ্রহী এবং পাকা অধিক, ইহা তাহার। মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করে। সুতার কাপড়ে ছাপ দিতে যেমন আউচ মূল উপযোগী, রেশমী কাপড় যথা গরম তসর এবং পশমী কাপড়ের জন্ত মজিষ্টার মূলও সেইরূপ উপযোগী।

রেশমী কাপড়ে সং করিতে হইলে আউচের স্থান মজিষ্টারও রপের জল প্রস্তুত করিতে হয় এবং ঠিক পূর্বা প্রক্রিয়া মতই রেশম বা তসরের কাপড়ের উপর লোহার জলের ছাপ দিয়া মজিষ্টার জলে সিদ্ধ করিলে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইবে এবং ফটুকিরির জলে ছাপ দেওয়া অংশগুলি লাল হইবে।

দেশী কারিকরগণ বাজারে অনেক কাপড় ধরিত করিয়া ছাপ দিয়া ৩৪ দিবস পরে পরিষ্কার নদীর বা পুকুরের জলে কাচিয়া থাকে, ইহা দ্বারা অতিরিক্ত এবং অসংলগ্ন সংগুলি উঠিয়া যায়, তাহার পর সুতার কাপড় হইলে আউচ মূলের এবং রেশম তসর হইলে মজিষ্টার জলে সিদ্ধ করে।

এই কাজ, দেশে বুদ্ধিমত্তা হইতে দেশী কারিকরগণ এইরূপে পাকা সং করিয়া অনেক অর্থ উপার্জন করিত। এখন বিলাতি ছাপার নানাপ্রকার পাকা সংএর ছিট আসিলেও সকালের ছাপা কাপড় এখনও অনেক সং করিয়া পরিয়া থাকেন। নামা-বলীর এখনও বেশ আদর আছে। বিলাতে ছিট প্রভৃতির যেমন উচ্চ রং ও ছাপা, দেশী বস্ত্রে সেসকল উচ্চ রং না বটে, কিন্তু সং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। দেশের লোকে যদি দেশের ছাপা কাপড় সং করিয়াও এখন হুই এক থানা না পরেন, তাহা হইলে এট কাজগুলি দেশ হইতে একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায়, কথা এই আর কি। যাক্ আর একটা কথা বলিয়া এ প্রবন্ধটা শেষ করিতে চাই। এই কাজ করিতে হইলে এন্গ্রেজতার দ্বারা কাঠের ছাপার ব্লক প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। একথানা চৌকী পাতিয়া তাহাতে ২৩ পুরু কাপড় এক এক খানিকে একবারে চোকির ও কোণের সহিত ৪টা পেরেক দিয়া আঁটিয়া দিতে হয়। এটটা গেন প্যাডের মত হইল, ইহার উপরে গেন কাপড়ের কিনারাটি অকুঞ্চিত ভাবে হাতে করিয়া পরিয়া রাখিয়া ব্লক বা ছাপাটাকে উল্লু করিয়া ফটুকিরি, বা হিরাকসের জলে সিদ্ধ করিয়া পান কাপড়ের কিনারায় ছাপটা এসাইয়া দক্ষিণ হাত দ্বারা ব্লকের উপর চাপ দিলেই কাপড়ে ছাপ পড়িবে। কিন্তু সে ছাপ দেখিতে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু সেই অদৃশ্যমান ছাপা আউচ বা মজিষ্টার জলে ফুটালেই রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা অতিষ্ট ছাপা উচ্চল হইয়া উঠিবে। আজ তবে এই পর্যন্ত থাক।

দেশ বিজ্ঞান।

সে কালে আমাদের দেশে প্রাচীন খেপ-বিজ্ঞানের বিবিধ প্রকার উপকরণ ছিল, সুমুগ্ম কস্তুরী প্রভৃতি। এখন ভারত-মহিলাগণ নানা প্রকার আমদানী প্রযো-মুখী বুদ্ধির লজ্জা ব্যস্ত, বলা বাহুল্য, সেগুলি হইতেই নহে বরং অনিষ্টকর। বাহাদের অমুকরণে আমাদের গৃহলক্ষীগুলিকে আমরা অনিষ্টকর প্রযাগুলি ব্যবহার করাইয়া অকালে মুখী নষ্ট করিয়া দিষ্ট, তাহাদের মনিবীর্ণ ইহা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন না। একজন ইংরাজ কবি বলিয়াছেন।

“A woman's face painted with nature's own hand.”

রমণীর মুখকে রং দিয়া পেণ্ট করিবার আবশ্যক নাই—জীলোকের মুখ স্বভাবের নিজ হস্তেই সৃষ্টিজিত। খোদার উপর খোদকারী করিতে বাইলেই বিপরীত ফল। মুখে পাউডার মাখিয়া সং গাজা কি বিড়ম্বনা! সরলতা, লজ্জা, মধুর হাস্য, স্নেহের শান্তি এবং পবিত্রতা ইহাই নারীর ঢল ঢল মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইয়া যে সৌন্দর্য বিকাশ করে, কৃত্রিম সৌন্দর্য্য সে সৌন্দর্য্য নিকট নগণ্য। যে নারী তাণ বুঝে না, যে স্বামী সে সৌন্দর্য্য কখন দেখে নাট, তাহার কোন জ্ঞানই নাই। এই কৃত্রিম সৌন্দর্য্য প্রয়াসীগণের জন্ত দেশের অনেক অপব্যয় বৃদ্ধি হইয়া দেশের দীনতাই বৃদ্ধি হইতেছে। হায় হতভাগ্য দেশবাসী!

সর্প দংশনের প্রতিকার।

—:—:—

বাঁকড়া হইতে শ্রীমুক্ত ফকিরেশ্বর সেন সর্প দংশনের কয়েকটা ঔষধের তালিকা পাঠাইয়াছেন। সাধারণ গাছ গাছড়া হইতে সেইগুলি সংগৃহীত হইতে পারে। তাহার ফলও তিনি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, আমরা নিয়ে প্রকাশ করিলাম :—

হুগলি একলিখিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্ত ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন।

১। খেত করবীর মূল বা শিকড় (উল্লিখিত বিবরণ) পূর্ণ মাত্রা এক সিকি (ওজন) প্রাপ্ত অবস্থায় বেশী খাওয়ার খাড়াপ। প্রথম অবস্থায় খেত করবীর শিকড় বাটরা ১০ আনা (ওজন) করিয়া বতটুকু মস হইবে ততটুকু খাওয়াইতে হইবে। অথবা ১০ আনা ওজন মস খাওয়াইলে খেতে হইবে।

২। কার্পাস পাতার রস—রোগী যে কোন অবস্থাতেই থাকেন, কার্পাস পাতার রস একতোলা মাত্রা খাওয়াইতে হয় (বিষ নয়)। বত খাওয়াইতে পারা যায়, ক্রমান্বয়ে খাওয়াইতে হয়।

৩। জৈবর মূল বা শিকড়—জৈবরের শিকড় বাটরা তাহার রস দুই তোলা মাত্রা খাওয়াইতে হয়।

৪। বিশল্যকরনী বা আরা পানি—বিশল্যকরনী বা আরা পানের পাতার রস একতোলা মাত্রা খাওয়াইতে হয়।

ঔষধগুলি প্রয়োগ করিবার কালীন একটী পর আর একটা প্রয়োগ করিবে না। এক একটা ঔষধ প্রত্যেক তিন তিন ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিতে হইবে। ঔষধগুলি এখানে কোন এক ভ্রমসন্ধানের নিকট হইতে প্রাপ্ত ও তাহার অসুস্থতাক্রমে আমি সর্বসাধারণের উপকারার্থ প্রচারে প্রেরাসী হইরাছি। উহাতে অনেকের জীবন রক্ষা হইরাছে।

গৃহস্থ।

নিখাস ও হুংপিণ্ডের ক্রিয়া।

সাধারণতঃ শের নিখাসের সহিত প্রাপ্ত বায়ু বহির্গত হইলেই হুংপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয় এবং মাজের মূড়া হয়। কিন্তু কখনও কখনও এরূপ দেখা যায় যে, প্রাপ্তবায়ু বহির্গত হইবার পরও কিয়ৎকাল পর্যন্ত হুংপিণ্ডের স্পন্দন অস্বাভাবিক থাকে প্রকৃতি সংকট ধরিয়া অনেক প্রাণীকে কাটিয়া কেলিবার পরও কিছু কাল তাহা হুংপিণ্ড স্পন্দিত হইতে থাকে, ইহা

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। সংগ্রহিত ইংলণ্ডের অন্তর্গত গিটার শায়ারে একটি ত্রীলোকের সম্বন্ধে এইরূপ ঘটনা ঘটয়াছিল। ঐ ত্রীলোকের নাম কুমারী কেনি আন গডফ্রে। তাহার বয়স ৫৫ বৎসর। সে একদিন সাংসারিক কার্য করিতে করিতে সহসা পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া যায়। চিকিৎসক আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, তাহার নিঃশ্বাস প্রবাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি স্থির করিলেন যে, কুমারী গডফ্রে মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু পরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তাহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইলেও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হয় নাই। তখন তিনি কৃত্রিম উপায়ে তাহার নিঃশ্বাসের কার্য করাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। অজ্ঞান হইবার ১৬ ঘণ্টা পরে তাহার হৃৎপিণ্ডের কার্য বন্ধ হইল। এই বোল ঘটাকাল তাহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়াছিল, অথচ সে মরে নাই। এরূপ ঘটনা প্রায় দেখা যায় না।

মেদিনীপুরে দুধাগার।—নাড়াঙ্গোলের রাজা ত্রীমুকু নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুরের অর্থ সাহায্যে দ্বাবা মূল্যে খাঁটি দুধ সরবরাহ করিবার জন্য দুধাগার স্থাপিত হইয়াছে। মিস জে বসু ও একজন পণ্ড চিকিৎসাবিদ কর্তৃক তার পাইয়াছেন। রাজা তাহার নিজের উৎকৃষ্ট গাভীগুলি দিয়াছেন এবং অনেকগুলি দেশী ও পশ্চিমে গাই রাখা হইয়াছে।

পোষ্টাফিসের বৃহত্ত্ব।

(১)

জনৈক ভ্রমলোক পত্রান্তরে লিখিতেছেন, হুনিয়ার সমস্ত কাজেই একটুও রস ভাষ আছে, কিন্তু ভাষার নীরব কার্যে রস ভাষের বড় একটা প্রাচুর্য দেখা যায় না।

কখনও দেখি নাই। সংগ্রহিত একটা ব্যাপারে কিন্তু হাত সন্ধান করিতে পারি নাই। আমি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কোন ভ্রম লোককে এক খানি পত্র লিখিয়াছিলাম, আর ২ মাস পরে পত্র খানি অসংখ্য ছাপ মারা অবস্থায় কিরিয়া আসিল, তাহার উপর পৃথক পৃথক হস্তাকরে লেখা আছে, "Deceased—present address is not known" "মালিকের মৃত্যু হইয়াছে, বর্তমান ঠিকানা জানা নাই।"

(২)

এক ভ্রমলোক জলযোগে বসিয়াছেন, পাখে ভরলী ভাষা পাখা হতে বাজন করিতেছেন। ভ্রমলোকের হঠাৎ 'বিষম' লাগিল, ভাষা বলিয়া উঠিলেন বাস! বাস!

ভ্রমলোকটি সামলাইয়া বলিলেন, আমাকে কি গল্প ঠাওয়াইলে? ভাষা সম্মত মুখে বলিলেন—এও কি কথা? তা হলে শিখা থাকিত।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরিচারিকা।—মহারাণীর ৬৩ বৎসর রাজত্বকালে ৩৯টি মাত্র পরিচারিকা নিয়োজিতা হইয়াছিল। তাহার অন্য ৮টি পরিচারিকা দিব্যরাজ্যে কাজ করিত, সকল সময়ে দুইটিকে তাহার নিকট থাকিতে হইত। সংবাদপত্র পড়িয়া শুনা, বৈকালে গাড়ীতে সবে যাওয়া, সন্ধ্যাকালে তাহার সহিত খেলা তাহাদের প্রধান কার্য ছিল। বাৎসরিক ৩০০ পাউণ্ড প্রত্যেকের বেতনের অধিকাংশ যেন ভূবার ব্যয় করিতে হইত। কারণ একই পোষাক তাহার প্রত্যহ পরে, মহারাণীর তাহা পছন্দ হইত না। বিবাহকালে তাহাদের ১০০০ পাউণ্ড খোঁজুক যেওনা হইত। বিবাহের পর কাঁধাভাষ্য কালে তাহাদের চাকরীর চাপমাত্রা বরূপ মহারাণীর আলোকচিত্র সহ দীনকথ্যচিত্র ক্রয় করত দিতে হইত না।

ইংলণ্ডের বালককে মাদক দ্রব্য বিক্রয়।

ইংলণ্ডের বালককে মাদক দ্রব্য বিক্রয় আইনানুসারে নিষিদ্ধ। কোম দোকানদার বালককে তামাক, চুরুট, সিগারেট, মদ বিক্রয় করিলে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হয়। 'It is unlawful to sell cigarettes, cigarette-papers, tobacco rolled up in paper, tobacco leaves...to a person who is apparently under sixteen, Penalty for 1st offence fine not exceeding 40 shilling, 2nd offence £5, subsequent offences not exceeding £10, অর্থাৎ ১৬ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালককে তামাক, সিগারেটাদি বিক্রয় করিলে বিক্রেতার ১ম অপরাধের জন্ম ৪০ শিলিং, ২য় অপরাধে ৫ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৭৫ পয়সার সমতুল্য ১০ পাউণ্ড পর্যন্ত জরিমানা দিতে হয়।'

এদেশে সেরূপ কোন আইন নাই। সেই জন্ত পানওয়ালা ও দোকানদারগণ অবশ্যে এই সকল মহানিষ্ঠকর মাদক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া দীন ভারত সন্তানগণের জীবন অকালে নিপন্ন করিয়া দিতেছে। তাহা দেখিলে বাস্তবিক মর্দ্যাহত হইতে হয়। অতএব সিগারেট এবং বিড়ি প্রচলন হওয়াতে আরও সর্বনাশ হইতেছে, সম্রাজ্ঞ লোকের ছেলে হইতে সামান্ত মজুরের সন্তানও বাগ বাইতেছে না। আমরা দেখিয়াছি, তিনুক বালক তিনকালক তুল্য বিক্রয় করিয়া সিগারেট কিনিতেছে, পল্লী ও সহর সমতাবেই আক্রান্ত হইয়াছে, রাখাল বালকগণ মাঠে সিগারেট লইয়া রাইরা মুখে ধূম পান করিতেছে, বাবু, মনিব চাকর, টাকদারী সকলেই সিগারেট এবং বিড়ি প্রেমে মাতোয়ারা, এই সব আদর্শ দেখিয়া কোলের শিশু সন্তানও হাত বাড়াইয়া পাকে, ঠিকই অঙ্কুরগণ করিতে চায়, পাইলে

২টান দিতেও ছাড়েনা। এ সকল আমাদের সাহেবী আনার অফল সন্দেহ নাই। আমরা ত মরিয়াছি। আমাদের পক্ষার্থ নাই, বিভাগের বালকগণের মধ্যে প্রায় শতকরা ৯০ জনেরও অধিক এই ধূমপানের অপরাধী। হকা কলকে নয় যে আড়ম্বরে লোকের চক্ষে পড়িবে। গোপনে পকেটে বার, অনায়াসে দেশলাই জালিয়া ১ বৃহৎ চতুর্ভুজ মাত্র সিগারেট বেমালাম ভস্মীভূত হইয়া ধূমাকারে নাসারন্ধ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়, কেহ টেরও পায় না। এই জন্ত শিশু সমাজে সিগারেটের ভয়ানক আদর। কিন্তু ইংলণ্ডের ও ভারতের বালকের প্রাণে কি কোন পার্থক্য আছে—কিছুই না।

আমরা একই ভাববান প্রজাতিসংল সম্রাজ্ঞের প্রজা—তাহার নিকট ইংলণ্ডের এবং ভারতের প্রজার সন্তান সমান সন্দেহ নাই। তবে এদেশের শিশু ও বালকগণের জীবন রক্ষার জন্ত সেরূপ কঠোর আইন কেন হয় নাই? আমাদের দরিদ্র দেশ, তাহার উপর আমরা প্রায় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য, বিলাসিতার গভীরতম প্রদেশে নিমজ্জিতদিগকে রাজা রক্ষা না করিলে আর কে রক্ষা করিবে? আমরা বিলাসের মত্ততার জ্ঞান কাণ্ড হীন—আমাদের জন্তইত এইরূপ আইন হওয়া উচিত। ব্যাপারটা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ইহার একটা বিহিত বিধান আর না হইলেই নয়। আশা করি, আমাদের পরম প্রজাপ্রদ গবর্ণর বাহাদুর আমাদের প্রাণনার কর্ণপাত করিবেন। আর যে দেখিতে পারা যায় না।

আমরা অঙ্কুরগণের দাস, এই মহানিষ্ঠকর সামগ্রী আমরাই আমাদের সংসারে সুপরিচিত করিয়াছি, দোষ আমাদেরই—কিন্তু আমাদের ত জ্ঞান নাই, তাই রাজার দৃষ্টি আবশ্যক। গ্রামে গ্রামে জলির আড়াল বসিয়াছে, গোপনে জলির ব্যবসা চলিতেছে,

কত সম্রাজ্ঞ বংশের সন্তান এত ছুর খাণি হইয়াছে যে, লোকে তাহাদের ভয়ে নশকিত, ইহার গ্রামবাসীকে ঘরে আশ্রয় দিয়া পোড়া-ইয়া মারিতে চায়—তবে কেহ কিছু বলে না। হে মহান্ তুমি দেশের শাসনকর্তা, এই সকলের প্রতিকার করিয়া অক্ষর কীর্তি অর্জন কর, ইহাই প্রার্থনা।

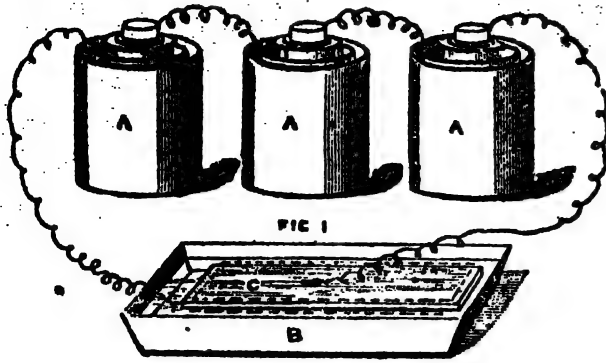
কৃত্রিম মোম প্রস্তুত প্রণালী।

একটা বেশ গ্রাসইপার্ড বোতল সংগ্রহ করিয়া তাহাতে ২ পাউণ্ড অর্থাৎ ১/১ সের নারিকেল তৈল দিয়া অ্যাসিড্ মিউরেটীক প্রায় ১ আউন্স আলাদা দিয়া বোতলটাকে বন্ধ করিয়া রাখিয়া ৪৫ মাস শীতলস্থানে রাখিয়া দিলে তৈলটা জমিয়া ঠিক মোমের মত হইয়া যাইবে। বোতলের মুখ ভাল করিয়া আঁটিয়া রাখিতে হয়, বেন বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে।

রেশম পরিকারের উপায়।

দেশী কুমড়া কাটিয়া তাহার জলে রেশম নির্মিত দ্রব্য কাটিলে পরিষ্কার হইয়া যায়।

রবারের ছিপিতে ছিদ্র করিবার সহজ উপায়।—রবার কর্কে 'ছিদ্র করিতে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়। সময়ে সময়ে ছিদ্র করিবার বস্ত্র এক পার্শ্ববর্তী হইয়া পড়ে এবং ছিদ্রও সোজা হয় না, বক্র হয়। যদি ছিদ্র করিবার "পঞ্চ"তে ও রবারের ছিপিতে সামান্ত এমোনিয়াম জল ঢালিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ছিদ্র করা সহজ হয় এবং ছিদ্রও বেশ পরিষ্কার হয়।



Electro-plating.

গিল্টির কাজ।

পাঠক বোধ হয় বিম্বিত হইবেন নাই যে, ইতি পূর্বে গিল্টির কাজ শিক্ষা দিয়া ছিলাম। এখনও কোন কোন পাঠক পড়িয়া ভাল জন্মদক্ষ করিতে পারিতেছেন না, বলিতেছেন, ব্যাটারীর সহিত যোগ করিয়া কেমন করিয়া গিল্টি করিবার প্রণালি রাখিতে হয়? সেই জন্ত নিম্নে পুনঃবার বার বাহ্যিক করিয়া চিত্র দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন এই চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। গিল্টি করার সমস্ত কথাই ইতি পূর্বে বলা হইয়াছে। তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করুন।

A চিত্রিত তিনটি শেল বা ব্যাটারী। তাড়িতের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্ত অনেক সময় ২, ৩, ৪ পর্যন্ত শেল দিয়া পরস্পরে যোগ করিয়া দিতে হয়। ইহা কেমন করিয়া যোগ করা হয়, সে কথা ইতি পূর্বেও বুঝাইয়াছি। তাহার পর দেখুন দক্ষিণ ধারের সর্ব শেষ ব্যাটারী হইতে রেশম মণ্ডিত তার আসিয়া একটা B ডিসের উপর পড়িয়া আছে, ইহার সুখে এক খণ্ড সোনা বা রূপার গিল্টি করিতে হইলে মৌল্য বাক্স আছে, ডিসটার পূর্ব কথিত সাইনাইড গোল্ডের লোশন দেওয়া আছে। তারে বাক্স সোনা বেঁধন কর হয়, অমনি সাইনাইড গোল্ড তাঁহার সেই কতি পূর্ব করিয়া দেয় একখা

পূর্বেই বলা হইয়াছে। বাম দিকের সর্ব শেষ ধার হইতে যে তারটি আসিয়াছে, যে জব্ব গিল্টি করিতে হইবে, সেটাকে এই তারে বাক্স হইয়াছে, সোনা যাইরা এই জিনিষে লাগিয়া যায়। কেমন করিয়া গিল্টি করিতে হয়, একবার মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেই সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন। আজ আর অধিক বক্তব্য নাই।

কাঃ সঃ

সমালোচনা।

শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ।

বর্তমান জেলাস্তরিত গোমাই নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ “শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল গায়ক” শ্রীবটকৃষ্ণ চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদিত, এবং ৬২নং ঠাকুর কাশল বোডু “সনাতন” পুস্তকালয় হইতে ত্রিনিবারণ চক্রে সেট কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৯০ আনা মাত্র। গীতার বহু মূল এবং অনুবাদ আমরা পাঠ করিয়াছি, কিন্তু ইহার মূল্যতঃ অথচ প্রাঞ্জল ভাষা বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক। গীতার জ্ঞান গ্রন্থের জটিল বিষয়গুলির একরূপ সুন্দর অথচ সরল ভাষায় বাঙ্গালা গীতা এই প্রথম দেখিলাম, এমন কি ইহা মলিলাগণেরও সহজ বোধ্য এবং সুখ পাঠ্য হইয়াছে। প্রত্যেক হিন্দুরই গৃহে সমাদৃত হওয়া উচিত। “কৃষ্ণার্জুন সংবাদ” পাঠ করিয়া বাস্তবিকই বড় আনন্দ উপভোগ করিলাম। ছাপা এবং কাগজ উৎকৃষ্ট।

উদয়সিংহ—শ্রীশ্রমধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত এবং ২০১ নং করণওয়ালি স্ট্রীট হইতে শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১। এখানি নাটক, রাজধানের মাফোরাবি পতি উদয়সিংহের চরিত্রাবলম্বনে রচিত। কোন কোন চরিত্র চিত্রের প্রায় বিকল হয়।

মাই। ভগ্নে প্রকৃষ্ণের “নাটক” রচনার প্রণালি এই প্রথম বলিয়াই অনুমান হয়। কালে সকলকার হইতে পারেন।

ভোবিলী—১৩২০ সাল, শ্রাবণ সংখ্যা। কি ছাপার, কি প্রথম নির্বাচনে, কি চিত্রে “ভোবিলী” বালক বালিকার চিত্তাকর্ষণে সক্ষম হইতেছেন। সখা ও সাধিন পয়ে একরূপ বালক বালিকার সুখপাঠ্য মাসিক আজ পর্যন্ত বাহির হয় নাই। ভোবিলী চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।। টাকা ১০ নং অশোক লেন হইতে প্রকাশিত।

আয়ুর্কেদ বিকাশ—১ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, দীর্ঘ জীবন এবং চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ গুপ্ত কাব্যাতীর্থ সম্পাদিত, এবং টাকা আর্ষা ঠৈবজ্যা নিকেতন হইতে প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২। টাকা মাত্র। এখানি আয়ুর্কেদ বিষয়ক মাসিক পত্র “মঙ্গল” রসগ্রন্থে মতান্তর, দীর্ঘায়ু, প্রাচীন ভারতেই বাহ্য-ভিত্ত, যন্ত্রপ্রসঙ্গ এবং যুগনাভী এই কর্তী বেশ গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। যে কয়েক সংখ্যা আয়ুর্কেদ বিকাশ পাইয়াছে, তাহা পাঠে আনন্দিত হইয়াছি। এইরূপ মাসিক পত্রের যতই প্রচার বৃদ্ধি হইবে, দেশের ততই মঙ্গল হইবে। আমরা সর্বাত্মকরূপে ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

করেকখানি নূতন সংবাদ।

দর্শক—১৪৭নং বারানসী বোমের স্ট্রীট হইতে বহু সুন্দর সুন্দর হার্টটোন, দৃশ্যাবলী, বড় বড় লোকের প্রতিকৃতি প্রভৃতি ছবি দিয়া অতি সুন্দর কাগজে ছাপা হইয়া বাহির হইতেছে। বার্ষিক মূল্য ২। টাকা, নগদ মূল্য ১।০ একরূপ বাঙ্গালা সাপ্তাহিক আর নাই, কখন বাহিরও হয় নাই। সুন্দর আকার, বিষয় নির্বাচনও চিত্তাকর্ষক। বাজে কথা নাই। যেন একটা পরিজ্ঞতা মাখান বলিয়াই বোধ হয়। সুন্দর কাগজ।

পরিচায়ক—ত্র্যাহিক সংবাদপত্র, প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার প্রকাশিত হয় ৭৪।১ জ্ঞান পুস্তক স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালা

সংবাদ পত্রের ক্ষেত্রে ইহাও এই নুতন। সপ্তাহে ২দিন প্রকাশিত হয় এমন কাগজ বাজাল। ভাষায় এই নুতন। বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, মাসিক সংস্করণ ৪ টাকা। কাগজের আকার ভাল, উলটাইয়া পড়িতে বরে আশুপ লাগিবার সম্ভাবনা মাত্র নাই, ৪ শিট কাগজ মকঃবলের সংবাদ বেশ উপাদেয় ধরণে ছোট ছোট প্যারাগ্ৰাফে প্রকাশিত হয়। নিশ্চয়ই ৪৫ হাত লম্বা বিরক্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় না, বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে থাকে, বেশ কাগজ হইয়াছে। মাসিক পত্রিকার সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করত নিশ্চয়ই অপরায় জনক, কিন্তু কাগজ ছাপানি আকার প্রকার ভাল একথা না বলিয়া থাকা যায় না। ক্রটি হইলে তাহা ক্ষমার্য। হইলামই বা আমরা ক্ষুদ্র মাসিক পত্র, নুতন সহযোগীদের দীর্ঘজীবন কামনাতেও দোষ নাই, বেহেতুক আমরা ব্রাহ্মণ।

Health and Hygiene.

স্বাস্থ্য বিষয়ক।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধপ্রকাশক পার্কিন্স (Parker) বলেন,—As we place more confidence in nature and less in the preparations of the apothecary, mortality diminishes. অর্থাৎ আমরা ডাক্তারের ঔষধ অপেক্ষা প্রকৃতির উপর যদি বেশী নির্ভর করি, তাহা হইলে মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস পাইবে।

ড্রাইডেন বলিয়াছেন—

Better to hunt in fields for
health unbought,
Than fee the doctor for,
his noxious drought.

অর্থাৎ বরং অরণ্য ঘুরিয়া বিনামূল্যে স্বাস্থ্য লাভ করা ভাল ওখাপি কি দিয়া ডাক্তারের বিদ্যান দুর্গন্ধময় ঔষধ ব্যবহার করিতে নাই।

শারীরিক বা মানসিকই হউক, আহা-রাস্ত্রে ভরাপেটে কোন প্রকার পরিশ্রমই উচিত নহে। ঐ সময় রক্ত ভুক্তদ্রব্য পরিণাকে নিযুক্ত থাকে বলিয়া পরিশ্রমজনিত শরীর ও মস্তিষ্ক তত্ত্ব ইত্যাদির অভিরিক্ত ক্ষয় পূরণে সম্পূর্ণ সমর্থ হয় না। আহারাদির পর মান-সিক পরিশ্রম করিলে রক্ত চিন্তাশক্তির সাহায্য করিতে যার বলিয়া অনেক সময় ভুক্তদ্রব্য পরি-পাকে ব্যাঘাত জন্মে; আহারাস্ত্রে অনেকটা ভুক্ত জিনিস পরিণাকে নিযুক্ত থাকে বলিয়াই তৎকালে শরীর কতকটা অবসন্ন হইয়া পড়ে।

জ্বরাত্যাগ।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ চির যৌবন লাভ করিবার জন্ত নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। কেহ বলেন, কাম ক্রোধাদি রিপূর বশীভূত হইও না, কারণ ঐ সকল রিপু অতি শীঘ্র মানবের যৌবন নষ্ট করিয়া থাকে। কোন চিকিৎসক বলেন, আহার নিত্রা ব্যায়াম প্রভৃতি নিয়মিত হইলে জরা সহজে কাহাকেও আক্রমণ করিতে পারে না। কোন চিকিৎসক বলেন—তুমি বৃদ্ধ হইতেছ, একথা কখনও চিন্তা করিও না; আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এই চিন্তা যাহার হৃদয়ে অহর্নিশি আগরূপ থাকে, সে যৌবনেই বার্কক্য প্রাপ্ত হয়। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন, মানবের অস্ত্র মধ্যে এক প্রকার জীবাণু উৎপন্ন হইয়া তাহার যৌবন নষ্ট করিয়া দেয়। প্রত্যাহ দধি ভোজন করিলে সেই জীবাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সুতরাং যদি চির যৌবন লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে প্রত্যাহ দধি ভোজন কর। সংপ্রতি একজন ইংরাজ দার্শনিক যৌবন রক্ষার এক নুতন উপায়

আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আহার বিহারের উপর মানবের যৌবন বা জরা নির্ভর করে না। বার্কক্য শারীরিক অবস্থা নহে, উহা মানসিক অবস্থা। মানস ক্ষেত্রে উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অবশেষে শরীরে উহার লক্ষণ প্রকাশ পায়। যদি বার্কক্য প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা না কর, তবে যৌবনজীবন প্রেমের মগ্ন থাক। তিনি বলেন যে, যতদিন মনে প্রেম প্রবল থাকে, ততদিন বার্কক্য তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। যদি যৌবনে একটি রমণীর প্রেম সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে শীঘ্রই তুমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িবে, কারণ একটি রমণীর প্রতি চিরকাল সমান অমুরাগ থাকিতে পারে না; সুতরাং তোমার প্রেম-কুঞ্জবনে নিত্য নব কামিনী কুসুম ফুটাইবার চেষ্টা কর। আর যদি বৃদ্ধ হইতে তোমার আপত্তি থাকে, তাহা হইলে প্রত্যাহ তোমার পত্নী বা প্রণয়িনীর কর্ণ কুহরে নুতন নুতন প্রেম গাথা গান করিতে থাক। মোটের উপর সারা জীবনটা কেবল প্রেম করিয়াই বাও, দেখিবে তোমার যৌবন চিরকাল অক্ষয় থাকিবে। প্রেমের রাজ্যে জরা নাই, তুমি নিত্য প্রেমরাজ্যে বিরাজ কর, জরা তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় এই তত্ত্ব অবগত ছিলেন। যোল শত গোপিনীর প্রেমে দিবারাজি মগ্ন থাকিতেন বলিয়াই বৃষ্টি তিনি জরাধারা আক্রান্ত হন নাই, চিরকালই যুধের গোপাল নন্দ-দুলাল নটরাজ ছিলেন।

নানা কথা।

শব্দহীন বারুদ।

Noiseless Gun Powder.

শব্দহীন বারুদ আধুনিক আবিষ্কার নহে—বহু পূর্বেও লোকে জানিত। ভারতের লোকেও জানিত। সেকালে বারুদ নাম ছিল না। বটে, কিন্তু গুজরাটের গুজ নীতিতে দুর্গ ঘরের নালিক আয়ের অস্ত্র স্থাপনের ব্যবস্থা দেখা

হুগলি একজিবিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্ত ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে স্মারবেদন করুন।

বায়। দশম শতাব্দীর নীচের অল্প বয়সে
অল্প বয়সেই কলিকাতা হওয়া করিয়াছিলেন।
Benvenuto Callini তাঁহার জীবন চরিত্র
তেও তর খণ্ডে নিজে লিখিতেছেন, "when
suffering from fever in Ferarrah
he cured himself by eating Pea-
cock and that he procured himself
the birds surreptitiously by shoot-
ing them with powder invented
by him that made no noise."
সুতরাং বহু পূর্বে যে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল
তাঁহার সন্দেহ নাই।

রামপুরহাটে হুগ্গের কারবার।

রামপুরহাটে হুগ্গের বড়ই অভাব ছিল।
টাকার আটসের হুগ্গ, তাহাও আবার খাটি
জল। এই অভাব দূর করিবার জন্য
রামপুরহাটের অধিবাসী নারায়ণপুর নামক
গ্রামের একটি ভদ্রলোক স্বগ্রামে একটি
গোশালা স্থাপন করেন। তিনি রামপুরহাটে
একটি দোকান খুলিয়াছেন। নারায়ণপুর
হইতে হুগ্গ আনিয়া ঐ দোকানে বিক্রয়
রাখা হয়। পাকি ১/১ সের কাঁচা হুগ্গের
দাম ৮/০ আনা, ও ১/১ সের সিদ্ধ হুগ্গের দাম
৮/১০। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ভদ্রলোকের হুগ্গ
বিশেষ আবশ্যক। এখন আর রামপুর-
হাটবাসীর হুগ্গের অভাব হইবে না। আমরা
অনেকের মুখে এই দোকানের হুগ্গের প্রশংসা
শুনিতছি। এইরূপ গোশালা অন্যান্য স্থানে
স্থাপিত হইলে দেশের একটা মঙ্গলজনক
কাজ হইবে সন্দেহ নাই।

উৎকৃষ্ট ছাপার

কাজের লোক, অতি অল্প সময়ে সুসম্পন্ন
করিয়া দিবে। চেক, দাখিলা, লেবেল, প্রীতি
উপহার, বিবাহাদির নিমন্ত্রণ পত্র অতি প্রসন্ন
ভাবে ছাপাইয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।
দরের অল্প পত্র লিখুন।

ম্যানেজার

"কাজের লোক"

অভাবনীর সুযোগ!—তৎপর হউন! হতাশ হইবেন না!

ইলেকট্রিক কল বেল

বা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা।



উপহারের পকেট ল্যাম্প।



চাকর চাকরানী ডাকিতে আর মাগিয়া খুন হইতে হইবে না। প্রায় ৪২ ফুট লম্বা তার ও
উৎকৃষ্ট স্থায়ী ডাই ব্যাটারি—তাহা লাগাইবার হক প্রকৃতি সময়ে আমরা মায় ভিপি ডাক মাগুন
সময়ে ৬ টাকার আপনার বাড়ীতে ডাকে পৌছাইয়া দিব। অতিরিক্ত তার আবশ্যক হইলে
তাহাও অতি সুলভ মূল্যে দেওয়া হইবে। ইহা এখন প্রত্যেক গৃহে আবশ্যক, বেহেতুক পর-
স্পন্ন প্রতিবাসীগণ এবাড়ী ওবাড়ী যোগ করিলে বিপদের সময় নিজ কক্ষ হইতে অন্ত বাড়ীর
লোককে সংবাদ পাঠান যাইতে পারিবে। জিতল কক্ষ হইতে নিম্নতলের ও জিতল বাড়ী হইতে
বহির্জাতীয় দাসদাসীকে ডাকিতে পারিবেন। ইহা ১৫ টাকার কমে পাওয়া যায় না,
গ্রাহকগণকে ৬ টাকার দিব, শুদ্ধ তাহাই নহে, প্রত্যেক গ্রাহককে একটী অতি সুন্দর
পকেট ইলেকট্রিক লাইট বা বৈদ্যুতিক আলোক উপহার দিতেছি। "কাজের লোক"
আকস্মে আলিলে সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে এজেন্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।

ঘরে বসিয়া উপার্জন পদ্ধি।

"উপার্জন পদ্ধি" সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা হইলে আমাদের লিখিবেন, ঘরে বসিয়া কেমন
করিয়া আপনি অনায়াসে মাসিক ৩০-৩৫ টাকা উপার্জন করিতে পারেন, দেখাইয়া দিব।
একখানি অল্প আনার টিকিট পাঠাইতে হইবে মাত্র।

ম্যানেজার "কাজের লোক"

১৭ নং অক্ষর দস্তের ঘের, বহুবাজার।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক
সচিত্র সাহিত্য মাসিক পত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

সপ্তম বর্ষ
৯ম সংখ্যা ।

New Series,
September 1913.

নূতন সংস্করণ ।
সেপ্টেম্বর, ১৯১৩

Vol. VII.
No 9.

What to do with savings.

সঞ্চিত অর্থ কি করা

উচিত ।

উপার্জন অনেকেই করিতে পারে, কিন্তু উপার্জিত অর্থ রক্ষা করাই কঠিন কাণ্ড । মানুষের চারিদিকে, উপার্জিত অর্থ ছিনাইয়া লইবার এত উৎকট, উপসর্গ সমূহ বিস্তারিত যে, উপার্জিত অর্থ সহজে সঞ্চিত হইবার নয় । বার্নস নামে একজন আমেরিকান বাস্তবিকই বলিয়াছিলেন যে, It is really difficult matter to save and make first thousand" অর্থাৎ ইহা বাস্তবিক জ্ঞাত্য কথা যে, উপার্জিত অর্থ হইতে সঞ্চয় করা, বিশেষ অন্ততঃ হাজার টাকা সঞ্চয় করা অতীব কঠিন । বাস্তবিক প্রথম হাজার টাকা সঞ্চয় করা অনেকের অদৃষ্টেই

ঘটে না, কিন্তু কত হাজার হাজার টাকা মানুষ উপার্জন করিয়া থাকে । এই প্রথম হাজার টাকা করিতে পারিলে, অনেকে বহু টাকা সঞ্চয়ও করিতে পারে । আমরা "কাজের লোকে" অনেকবার দেখাইয়াছি যে, আমরা আমাদের মুখ বৃদ্ধান্তের জন্য বাহ্য উপার্জন করিয়া থাকি, তাহাতে আমাদের অনাবশ্যকীয় বহু ব্যয়ও থাকে । সেইগুলি অপব্যয় । বার্নস প্রভৃতি ধনকুবেরগণ বলেন যে, যদি কেহ প্রত্যহ দৈনিক আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিয়া নিত্য অপরিহার্য এবং আবশ্যকীয় ব্যয় ব্যতীত, আর যেগুলি অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত, সেইগুলি অতি সাবধানে কমান্বার জন্য প্রয়াস পায়, তাহা হইলে সেই লোক সঞ্চয় করিতে পারে । আয় ব্যয়ের হিসাব দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, নিত্য আবশ্যকীয় খরচগুলি ব্যতীত অনেক ব্যয়ই অনাবশ্যকীয় এবং বিলাসিতার জন্য । সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা থাকিলে, এই অপব্যয়গুলি কমান্বার বাজে

পরচ কমিয়া সঞ্চয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । অপব্যয়ী কখন সঞ্চয়ী হইতে পারে না । আমাদের মধ্যে অপব্যয়ীর সংখ্যাই অধিক বলিয়া আমাদের দৈনন্দিন আশুস্ত, আশুস্ত ব্যয় সংকুলানই হয় না, তা সঞ্চয় ও দূরের কথা ।

যদি এই সূত্রে অবলম্বন করিয়া কেহ কিছু কমান্বিতে পারেন, তাহা হইলে সেই সঞ্চিত অর্থ তাহার কি করা কর্তব্য তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য । মানুষ কিছু টাকা কমান্বিতে পারিলেই, সেই টাকার সে কি করিবে, ইহা দশ জন আত্মীয় স্বজনকে জিজ্ঞাসা করে, তখন বাহার যেরূপ জ্ঞান পরামর্শ দেয়, কোন স্থলে ভালও হইতে পারে, কোন স্থলে সর্বনাশও হইয়া যায় । নিজের একটা মতলব ঠিক করাও আবশ্যক, কারণ সকলে টাকার ব্যবহার জানে না, পরামর্শদাতাদের সকলে সঞ্চয়ও করিতে পারে না ; সেই জন্য একজন পরামর্শ সাবধানে গ্রহণ করারও আক

ভুক্ততা আছে। সেই জন্য অতিজ্ঞ অর্থনীতিজ্ঞের পক্ষপাতি গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। পৃথিবীর অর্থনীতিজ্ঞ ধনকুবেরের মত যে, সঞ্চিত অর্থ বসাইয়া রাখিলেই তাহা দ্বারা আর কোন আর বৃদ্ধি হয় না। বলা "In the first place one should never allow any part of his money or property to lie idle" মন্ত্রব বসিয়া থাকিলে যেমন অকর্মণ্য হয়, টাকাকে বসাইয়া রাখিলেও সেই-রূপ অকর্মণ্য হইয়া পড়ে, সে টাকা বৃদ্ধি পাইতে পারে না, ক্রমে বার হইয়া সঞ্চিত অর্থ ফুরাইয়া যায়, যদি টাকাকে সুদে খাটান বার অথবা কোন ব্যবসায় বাণিজ্যে ভুক্ত করা যায়, তাহা হইলে সেই টাকা অবিলম্বে বৃদ্ধি হইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই দ্বিগুণ ত্রিগুণ হইয়া দাঁড়ায়। অধিক টাকার সুদ উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু অনেকে অল্প টাকার যত্নকল্পিত সুদের প্রতি তত মনোযোগ দেন না, সেই জন্য সঞ্চিত টাকাটা বসাইয়া রাখেন, কিন্তু তিনি যদি কোন মহাজনের নিকট টাকা ঋণ করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, ৫ বৎসরের সেই নগণ্য সুদ বৃদ্ধি পাইয়া যে টাকা প্রথমে ঋণ করিয়াছিল, তাহার ডবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং ক্ষুদ্র বড় উপেক্ষায় নয়, ক্ষুদ্রের সমষ্টি দ্বারা তাবৎ বৃহৎ বস্তুরই সৃষ্টি।

সুতরাং সঞ্চিত অর্থকে কোনরূপেই বসাইয়া রাখা উচিত নয়। বসাইয়া রাখিলে সে সঞ্চিত অর্থ ক্রমে নিঃশেষ হইয়া যাইবে ইহা স্পষ্ট।

সেই জন্যই সঞ্চিত অর্থকে রক্ষার ভক্ত কোন ব্যবসায় বাণিজ্যে ভুক্ত করিতে হইবে।

এখন এই সঞ্চিত অর্থকে কোন কার্যে ভুক্ত করিলে তাহা নিরাপদ, কি না, তাহাই বিষয় চিন্তার কথা। অনেকে সঞ্চিত অর্থ নানাকার্যে ভুক্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু তথাপিও অনেক-

স্থলে সর্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইয়া থাকেন, এমনও দেখা যায়।

অনেকে অপরের অজ্ঞকরণে ব্যবসায় করিতে টাকা ভুক্ত করেন, ধরুন দশ জনে ডাক্তার-খানা করিয়াছেন, আমিও সেই দেখাদেখি ঔষধের দোকান করিলাম, তাহাদের কার্যের অজ্ঞকরণে কাজ করিতে লাগিলাম, কিন্তু বাহারা অধিক দিন ধরিয়া কাজ করিতেছে, তাহারা কৃতকার্য হইল, আমি মূলধন হারাইয়া পথের ভিখারী হইলাম। ইহার কারণ অতিজ্ঞতার অভাব, বহু দিন কর্মক্ষেত্রে বাহারা কাজ করিয়া আসিতেছেন, তাহাদের বহুদর্শিতাভূষিত অতিজ্ঞতার একটা মূল্য আছে, বাহারা সঞ্চিত টাকা লইয়া নব্ব্বতে ত্রতী হইতে যান, তাহাদের সে অতিজ্ঞতা পারদর্শিতা এবং বহুদর্শিতা থাকা অনেক স্থলেই অসম্ভব; সেই জন্য অজ্ঞকরণকারীর ব্যবসায় বাণিজ্য সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। আমাদের দেশের নব্য সম্প্রদায় এইরূপেই মূল ও সঞ্চিত অর্থ নষ্ট করিয়া বসেন। বাহাদের অধিক টাকা, তাহারা নানান ব্যবসারে, ভুক্ত করিয়া টাকা বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং তাহা করিয়াও থাকেন। কিন্তু বাহাদের সঞ্চিত অর্থ অল্প, তাহাদের সঞ্চিত অর্থ প্রথমে সেভিংস ব্যাঙ্কে ভুক্ত করাই সঙ্গত। কারণ টাকাটা নিরাপদে থাকিতে পারে, অধিকতর কিছু কিছু সুদও বৃদ্ধি পায়। অর্থ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলে তখন বড় কার্যে ভুক্ত করা যাইতে পারে।

যখন কাহারও ২০ হাজার টাকা কমে, তখন তাহার চারিদিকে অসংখ্য প্রলোভন আসিয়া জুটিয়া যায়, অসংখ্য বোধ কারবারের অংশ বিক্রয়ের জন্য ক্যানভাসের বা দালার আনাগোনা করে, প্রচুর লাভের কথা বলে, এই সকল প্রলোভনে অনেকে টাকা ভুক্ত করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। বিশেষ বিবেচনার সহিত এ সম্বন্ধে হিতাহিত

বিচার করা উচিত, অল্পসঞ্চিত, অল্প আয়ে একরূপ কার্যে টাকা ভুক্ত করা উচিত নয়। অনেক স্থলে এই সকল অর্থ স্পোকুলেশন দ্বারা মূলধন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করে, সকল স্পোকুলেশন লাভজনক হওয়া দূরের কথা, আদৌ সফল হয় না। সুতরাং সেইরূপ কোম্পানী সর্বস্বান্ত হইলে একজনের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ও সেই সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়।

এদেশে যুগেন্দ্রের সময় অনেকেই বোধ কারবারের পক্ষপাতী হইয়া অংশ ক্রয়ের জন্য টাকা বিয়াছিলেন, কিন্তু প্রায় কোন বোধ কারবারই সফলতা লাভ করিতে পারিল না। বাহারা টাকা দিয়াছিল, তাহারা এখন হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল কারণে বাহাদের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ কম, তাহাদের সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিয়া নিজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য দ্বারা সেই সঞ্চিত অর্থকে বৃদ্ধি করাই বিদগ্ধ। বিশেষ: অতিজ্ঞ এবং অর্থনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন, পারিতপকে স্পোকুলেশনের কাছ দিয়াও যাইবে না। সে রূপ সঞ্চিত অর্থের কিয়দংশ কৃষি, গার্হস্থ্য শিল্পে ভুক্ত করিয়াও বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এদেশে অংশীদারী কার্য চলে না, অল্প টাকার কাহারও অংশীদার হইতে যাওয়া বিপজ্জনক।

বাহাদের প্রচুর অর্থ, তাহারা বিবিধ উপায়ে তাহাদের অর্থ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় সে সমুদয় আলোচনার উদ্দেশ্য নহে। বাহাদের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ কম, তাহাদের উদ্দেশ্যেই এই অবস্থার অবতারণা।

অল্প টাকার বড় ব্যবসায়ের অজ্ঞকরণ করিতে বাইরা বার বাহ্য হইয়া শেষে মূলধন পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। এদেশের নতুন ব্যবসারে ত্রতী যুবকগণ যেন একথা চিন্তা করিয়া তবে মূলধন ভুক্ত করেন। নতুন সর্বনাশ হইয়া পড়ে; ইহা বহু স্থানেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

Joint Stock Company.

আমাদের যৌথ কারবার।

১। এদেশের যৌথ কারবারে কেন লাভ হয় না? এদেশের বাহারা যৌথ কারবারের উদ্ভোগী, তাহার সমাজের বাহারা বড় লোক তাঁহাদিগকে ডাইরেক্টর করেন, তাঁহাদিগের কার্য পরিচালনের সক্ষমতা অক্ষমতা বিচার করেন না। এমন কি ডাইরেক্টরগণ যে কারবারের ভার লয়েন, তাহার কথা শ্রমেও ভাবেন কিনা সন্দেহ। এই জন্য কারবারের উন্নতি হয় না, অচিরে লোকের বিশ্বাস হারাইতে বাধ্য হইয়া পড়েন।

২। যৌথ কারবারের মাথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেহ লাভ লোকসানের কোন তথ্যই রাখেন না, আকিসের কেরানীগণ বাহা বুঝাইয়া আসে, তাহাই বুঝিয়া যান।

৩। ব্যয় বাহ্যিক অধিক, লাভ লোকসানের দিকে লক্ষ্য রাখেন না, আকিস সাজান ও কেতা-ছুরত্ব হইলেই হইল।

৪। খাতিরে, উপরোধে যত অকর্মণ্য বস্তা পচা লোককেই আনা হয়। বাঙ্গালীর যৌথ কারবারে তাহার অনায়াসে স্থান পায়, তাহার কলে মরকং অনিবার্য।

৫। পাঁচ ভূতের কাণ্ড, যখন ক্ষতি হয়, তখন গম্ভীর পড়ে, আলা চুকিয়া যায়। সাধারণে এসকল ব্যাপার বুঝিয়াছে, সেই জন্য বড় কেহ ডিভিডেন্ট পাইবার প্রলোভনে আর ভুলে না। তারপর দেশের হাতটান রোগ আছে, যদি দেশের নীতি এবং কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি হয়, ডাইরেক্টরদের দায়িত্ব জ্ঞান বোধ হয়, হাত টান কমে, তবে লোকে বিশ্বাস করিয়া টাকা দিতে পারে।

যৌথ কারবারের উন্নতি না হইলে দেশের ব্যবসার বাণিজ্যের উন্নতি হয় না। সভ্য পাশ্চাত্যজাতি বিশেষ সতর্কতা লবণবন করিয়া অংশীদারগণ বাহাতে কিছু

কিছু ডিভিডেন্ট লাভ পায়, সেজন্য প্রাণ-পণে অতি সতর্কতার সহিত কাজ করে। এদেশে যে মফক, সেই ডফক, এক কপর্দক দিবার জন্য অনেকে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস না করিবার কারণও অনেক। গলদ এইখানে। এখন বড় বড় নামজাদা ভদ্রলোকদের নাম শুনিলে লোকে চমকিয়া উঠে। সুতরাং নাম শুনিয়াই মন প্রাণ তার বাস্তবিকই যাছিল তা অনেকে দিতে চায় না। খুবই লজ্জার কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু বাহারা স্বার্থপর, তাহার চোরার ভ্রাতৃ কণন ধর্ম কথাও শুনে না। শুনিলে তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হয় না। অবশ্য সফল যৌথ কারবারের একরূপ অবস্থা না হইতে পারে, কিন্তু সাধারণে ঠেকিয়া শিথিয়া আর ভাল মন্দ বাছিয়া উঠিতেই পারে না। কাজেই যৌথ কারবারের উপরে এক সাধারণ ঘৃণা জন্মান অসম্ভব নয়; বরং স্বাভাবিক। প্রতিকারের উপায় ঐ আগেই বলা হইয়াছে। দেশের হিতের জন্য এদেশের কেহ কিছুত করে না, দেশ দেশ—সেটা লোক ঠকানির ফন্দি মাত্র। হা ভগবান! এদেশের সর্বনাশ হইবে না ত হইবে কাহার? এত হীন নীতি আর কোন্ দেশে আছে?

গাইস্বে জাতব্য বিষয়।

তামার জিনিসে কলাই করা।

তামার ডেক্টি ও রেকাব প্রভৃতিকে কলাই করিয়া তবে তাহাতে পোনাও, মাংস প্রভৃতি রন্ধন করা উচিত। কিন্তু কলাই চট্টয়া যাইলে, কদাচ সে পাত্রে রন্ধন করা উচিত নয়। সমস্ত খাদ্য বিযাক্ত হইয়া এককালে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কলিকাতার ভবানীপুরে একবার এইরূপ দুর্ঘটনা হইয়াছিল, এবং বড় বড় লোক মৃতপ্রায় হইয়াছিল এবং মরিয়াছিল; সেই

জন্য পল্লীগ্রামের লোকের বাহাদের কলাই করা হইয়া লইবার সুবিধা নাই, তাহাদের কলাই করা জানিয়া রাখা মন্দ নহে।

কলাই করিবার প্রণালী।

প্রথমে বাসনটিকে তেঁতুল ও বাণি দিয়া মাজিয়া খুব পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। তারপর পাত্রটিকে আগুনে চড়াইয়া যখন খুব গরম হইয়া উঠে, তখন তাহাতে নিশা-দল চূর্ণ ছড়াইয়া দিয়া, সেই গরম অবস্থায় রাং দিয়া ঘণিতে হয়। যখন রাং গলিয়া পাত্রে লাগিতে থাকে, সেই সময় জ্বাকড়া দ্বারা ঐ দ্রবীভূত রাংকে বেশ সমভাবে পাত্রে লাগাইয়া দিতে হয়। গরম হইতে নামাইলে শীতল হইলেই তামার ভিতর রাং জমিয়া রূপার মতন হইয়া যায়। তখন ইহাতে রাং হইলে আর তাম্র দ্বারা বিযাক্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। জ্বাকড়া দ্বারা দ্রবীভূত তামাটিকে চারাইয়া সফল স্থানে লাগাইবার কারণ অন্য কিছুই নহে, হাতে তাত লাগে না। এই প্রকার সহজসাধ্য পদ্ধতি দ্বারা বহু মুসলমান এই কার্যে জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে।

How to make curd milk.

দধি প্রস্তুত প্রণালী।

দধি প্রস্তুত করিবার পাত্র ফুটন্ত জলে উত্তমরূপে ধোত করিয়া লইতে হয়। পাত্রে গায়ে কোন প্রকার অপর জীবাণু থাকিলে তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। একটি কনিছে দুগ্ধের সহিত কিছু জল মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। দুগ্ধ জাল দিয়া নামাইবার সময় দেখিতে হইবে, যেন দুগ্ধে জলের ভাগ কিছুমাত্র না থাকে। অতঃপর পূর্বোক্ত পাত্র ঈষদ্ভক দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে এক চামচে দধান্ন মিশাইতে হয়। দধি প্রস্তুত করিবার জন্য যে পুরাতন দধিটুকু দুগ্ধের সহিত মিশান যায়, তাহাকে দধান্ন বলে।

ভূগলি একুশবিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্য ৩০৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন।

মাটির পাজে দধি পাতা ভাল। দধাস
মিশাইবার সময় দধাস পানের গাজে এক
হাসে অল্পে অল্পে মিশাইতে হয়। এবং
অবশেষে একবার সমুদয় দুগ্ধটি সেই চাম্চে
দ্বারা নাড়িয়া দিতে হয়। দধাস মিশাইবার
পর পাত্রটি ঈষৎক স্থানে ঢাকিয়া রাখিলে
এবং ৮ কিংবা ১০ ঘণ্টা নাড়া চাড়া না
করিলে উক্ত সময়ের মধ্যে দধি বসিয়া
বাইবে। মাটির পাজে দধি পাতিলে দুগ্ধ-
স্থিত জলীয়মাণ যাহা দধি বসিবার সময়
বিচ্যুত হইয়া পড়ে, তাহা পানের গাজে
শোধিত হয় এবং দধি বেশ ঘন কাটারিকটার
মত হয়।

দধাস্যাতীত লেবুর রস, তেঁতুল প্রভৃতি
অল্প অল্প সংযোগে দধি পাতা যায়, কিন্তু
দধির অল্প যে জীবাণু থাকে, তাহাই অধিক-
তর উপকারী, সেই দধাস দ্বারা দধি পাতাই
শ্রেয়ঃ।

দধির গুণ।

দধিতে কেসিন বা ছানার ভাগ জমাট
অবস্থায় থাকে বলিয়া দধি পরিপাক হইতে
বিলম্ব হয়, দুগ্ধ ইহা অগেফা শীঘ্র
পরিপাক হইয়া থাকে। দধি কিন্তু অল্প
তুচ্ছ দ্রব্য, পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা করে।
দধি পাতিবার সময় দধাসের পরিমাণ অধিক
হইলে সেই দধি ব্যবহারে অনিষ্ট হয় এবং
একরূপ দধি খাইলে সর্দি, অল্পকালিত রোগ
জন্মিতে পারে। কিন্তু দধি কিন্তু পরম
উপকারী আহাৰ। ইহাতে যে জীবাণু
থাকে, তাহা শরীরের অনিষ্টকারী জীবাণু-
গণকে নষ্ট করিয়া শরীরের সমতা রক্ষা করে।
দধিতে যে অল্প থাকে, তাহার ইংরাজী নাম
Lactic acid। এই ল্যাকটিক অ্যাসেরও
অনিষ্টকারী জীবাণুর ক্রিয়া প্রতিহত করিবার
ক্ষমতা আছে। এই কারণে দধি কিংবা
যোল নিয়মিত ব্যবহার করিলে দীর্ঘ জীবন
লাভ করা যায়, এবং সহজে লোকে জরগ্রস্ত
হয় না। (কবক)

Scientific Talks.

বৈজ্ঞানিক কথোপকথন।

শ্রুত এবং শিষ্য।

শিষ্য। এই সংসায়ে নানা বিষয়ে
ব্যুৎপত্তি লাভের আবশ্যকতা আছে, আপনি
কি ইহা বিশ্বাস করেন না।

শ্রুত। বিশ্বাস করি, তাহা না হইলে
আমরা সংসায়ে থাকিতেই পারি না।

শিষ্য। কেন? অনেকেত জানে না,
তাহারা কি মরিয়া যায়, সংসায়ে তাহারাও
ত আছে।

শ্রুত। আছে সত্য, কিন্তু তাহারা
তাবৎ জিনিসের তথ্য জানিয়া জ্ঞান অর্জন
করিলে বহু বিপদ হইতে রক্ষা পাইত,
হিতাহিত বিচার করিতে পারিত, সভা নষ্ট
হইত, ভগবানের অদ্বুত সৃষ্টি কৌশলসমূহ
দেখিয়া মুগ্ধ হইত, সে একটা অপার আনন্দ।
অজ্ঞান লোকে সে স্মৃতির আশ্বাদন করিতে
পার না।

শিষ্য। ঠিক। আজ্ঞা বলুন দেখি, আমরা
কেন বায়ুকে খাঁস প্রাণায়ামরূপে গ্রহণ করি।

শ্রুত। যে হেতুক বায়ুতে অক্সিজেন
নামক এক প্রকার গ্যাস আছে, তাহা জীবন
রক্ষার জন্য আবশ্যকীয় পদার্থ।

শিষ্য। কেন?

শ্রুত। যে হেতুক ইহা সহজেই রক্তের
কার্বন নামক পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া
কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসের সৃষ্টি করে।

শিষ্য। জীবন রক্ষার জন্য এইরূপ
সম্মিলনের কি বিশেষ আবশ্যক আছে?

শ্রুত। নিশ্চয়ই, যেহেতুক একরূপভাবে
যে আমাদের শরীরস্থ বাবতীয় পদার্থ
অহরহই পরিবর্তন হইতেছে। কঠিন পদার্থ
পরিবর্তিত হইয়া বাষ্পাকারে পরিণত
হইতেছে। সৃষ্টিকর্তা এই উপায়েই বাহ্যতে
শরীরে মহানিষ্ঠকর কার্বন গ্যাস শরীর
হইতে বাহির হইয়া বাইতে পারে, তাহার
বিধান করিয়াছেন।

শিষ্য। আজ্ঞা বলিতে পারেন—আমাদের
শরীরে আমরা একটা উত্তাপ অনুভব
করি কেন?

শ্রুত। অক্সিজেন এবং কার্বন একত্র
মিশ্রিত হইলেই একটা উত্তাপ আপনা
হইতে জন্মিয়া থাকে।

শিষ্য। অক্সিজেন এবং কার্বন একত্র
মিশ্রিত হইলে তাহাকে কি নামে অভিহিত
করা হয়?

শ্রুত। ইহাকে ইংরাজীতে বলে, কমবুস-
শন, অর্থাৎ শারীরিক পদার্থসমূহের অবস্থা-
স্তর এবং উত্তাপ দ্বারা নূতন পদার্থের
উৎপাদন করা।

শিষ্য। অক্সিজেন এবং কার্বন গ্যাস
একত্র মিশিলে কি হয়?

শ্রুত। কার্বনিক এসিড গ্যাস।

শিষ্য। শরীরের মধ্যে আমরা নিশ্বাস
গ্রহণ করিবার কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস
জন্মিলে সেটা কি হয়?

শ্রুত। আমাদের ফুসফুস সঙ্কুচিত
হইলে ঐ বাতাসের সহিত মিশিয়া যায়।
খাঁস টানিলেই আমাদের ফুসফুস বা লাংস
প্রসারিত হয়, নিশ্বাস ফেলিলেই তাহা
সঙ্কুচিত হয়।

শিষ্য। কার্বনিক গ্যাস বায়ু অপেক্ষা
ভারী কি লঘু জিনিস?

শ্রুত। কিন্তু কার্বন খুব ভারী জিনিস,
কিন্তু কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস তত ভারী
নয়। কারণ নিশ্বাস লইবার সময় ইহাতে
বায়ু এবং কতক অংশ অক্সিজেন ও নাই-
ট্রোজেনও বিদ্যমান থাকে।

শিষ্য। বাতাসে কি কি আছে?

শ্রুত। বাতাসে ২০ ভাগ অক্সিজেন,
৭৯ ভাগ নাইট্রোজেন, এবং ১ ভাগ কার্ব-
নিক অ্যাসিড গ্যাস থাকে এবং কিকিং
জলীয় বাষ্পও বিদ্যমান থাকে।

শিষ্ট। আমরা নিখাস পরিভ্রমণ করিলে সেই পরিভ্রমণ বায়ুর অবস্থা কিরূপ হয় বলিতে পারেন?

শ্রুত। পানি, এই বায়ু তখন একের ছয় অংশ অক্সিজেন হারাইয়া একের ছয় অংশ কার্বনিক গ্যাস গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসে। যদি কেহ সেই বায়ু ৬বার মাত্র গ্রহণ ও পরিভ্রমণ করে, তাহা হইলে তাহাতে অক্সিজেন মাত্র আর থাকে না। তখন আর জীবন রক্ষা হইতে পারে না।

শিষ্ট। বলিতে পারেন, এই দূষিত বায়ু বাহিরের বায়ু অপেক্ষা গুরু কি লঘু পদার্থ?

শ্রুত। এই বায়ু বতকণ উত্তম থাকে, ততকণ লঘু থাকে, কিন্তু দীর্ঘতল হইলে ভারী হইয়া সাধারণ বায়ুর নীচে নামিয়া পড়ে।

শিষ্ট। তাহা হইলে ভূমিগর্ভস্থ বায়ুরা পরন করে, তাহাদের সেটা বিধিসঙ্গত ব্যবস্থা কি না?

শ্রুত। না তাহাদের এই ঘনীভূত কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসে ঘোর অনিষ্ট হইতে পারে, সেই জন্য বিহানটা ভূমি হইতে অন্ততঃ ২ ফুট উচ্চ হওয়া নিত্য প্রয়োজনীয়।

শিষ্ট। কারণ?

শ্রুত। কারণ রাতে আমরা গৃহ দ্বার অবরোধ করিয়া শরন করি, বহির্বাযু প্রবেশ করিতে পারে না; সমস্ত কার্বন গ্যাস ঘনীভূত হইয়া ভূমির উপর ভাগমান থাকে, লোকে সেই গ্যাসে শ্বাস গ্রহণ করিয়া কখন কখন মৃত্যুমুখে ও পতিত হইয়া থাকে।

শিষ্ট। ঠিক কথা, বলিতে পারেন, কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস কোথা হইতে উৎপত্তি হয়?

শ্রুত। ইহার অধিকাংশই গাছপালা, পত্রের ত্রিখাস, করলা, কাঠ, বাতি এবং তৈলাদি পোড়ান হইতে জন্মে। বাতি কাঁচাদি পোড়াইলেও অক্সিজেনটা, কার্বনি-

কেন সহিত মিশিয়া জলিয়া থাকে। এবং এই মিশ্রণই কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস। ইহা শ্বাস গ্রহণের অবশ্যগত পদার্থ, এবং জীবন ধারণের পক্ষে ও ঘোর অনিষ্টকর।

শিষ্ট। আচ্ছা কার্বনিকটা কি জিনিস?

শ্রুত। এখানে আরি আর এক দিন তোমার সঙ্গে কথা কহিব, আজ থাক।

Some Curious Facts.

বিশ্ময়কর তথ্য সংগ্রহ।

সুইডেনের স্কর বিধান।

সুইডেনের নিয়ম, সমস্ত মনের বোকান এবং আনন্দ আহ্লাদের স্থান শনিবার হইতে রবিবার পর্যন্ত বন্ধ থাকে, এবং ঐ দুই দিন অল্প সমস্ত আকিস বন্ধ থাকিলে ও সেতিংব্যাকগুলি খোলা থাকে। সমস্ত লোকের ৭ দিনের পরিভ্রমণ লব্ধ বেতন ঐ শনিবারে দেওয়া সুইডেনের নিয়ম, পাছে শ্রমজীবীগণ বেতন পাইয়া আনন্দ আহ্লাদে সমস্ত নষ্ট করে, সেইজন্য সেতিংব্যাক গুলি রাজি দিগ্রহর পর্যন্ত খোলা থাকে, লোকে কিছু কিছু জমা দিয়া স্কর করে। ব্যবস্থা অতি সুন্দর সন্দেহ নাই, আমাদের দুর্ভাগ্যবশে সমস্ত আনন্দ আমাদের স্থান রাক্ষস মূর্তির দ্বারা লোকের অর্থ গ্রাস করিবার জন্য সুখ্যাধান করিয়া থাকে। প্রমাণ—দেশ অলপাবিত, জনসংখ্যা না খাইয়া মরিতেছে, লোকের খিয়েটার ও বারোকেপ দেখিবার স্পৃহা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। কি সহায়তীপুত্র দেশ! এই দেশ আবার “বদেশ একতা একতা” করিয়া চীৎকার করিয়া একদিন গগন মাতাইয়াছিল, বাহাদের এত হৃদীশা, তাহাদের কি এত আনন্দ সাজে? কিন্তু বেজার মিলজ্ঞ আমরা, আমাদের না সাজে কি?

Special for “Businessman.”

কলোটিইপ প্রসেস

ছবি তুলিবার প্রণালী।

প্রথম অংশ।

কলোটিইপ প্রসেস কি?

ছবি তুলিবার নানা প্রকার প্রক্রিয়া আছে। কাগজের উপর ছবি তুলিবার জন্য লিথোগ্রাফি, কটোগ্রাফি, কটোমিকেনিকেল, হস্তাকৃত ব্লক প্রভৃতি নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। লিথোগ্রাফিক প্রসেসে এক প্রকার পাথরের উপর তন্তে চিত্রাদি অঙ্কিত করিয়া তাহা হইতে কাগজের ছবি তুলিতে হয়। কটোগ্রাফিক প্রসেসে কটোগ্রাফ বস্ত্র দ্বারা প্রতিকৃতি তোলা হয়। কটোমিকেনিকেল প্রসেসে বস্ত্র সাহায্যে প্রতিকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুতে বিভক্ত করিয়া তাত্র অথবা দস্তার পাতের উপর ছবি তোলা হয়, তাহা হইতে প্রিন্টিং প্রেস দ্বারা কাগজের উপর ছবি ছাপা হয়; ইহারই অন্য নাম হাকটোন প্রসেস।

কলোটিইপ প্রসেস উপরোক্ত তিনটি প্রসেসেরই সমবায়ে উৎপন্ন। যদিও ইহাতে আংশিকরূপে উক্ত তিনটি প্রসেসেরই সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক হয়, তথাপি ইহার কার্য প্রণালী অতি সহজ—হাকটোন প্রসেসের মত ইহাতে বহুল্য বস্ত্রাদি আবশ্যক করে না, অথবা লিথোগ্রাফির মত অল্প শিল্পী হইবার দরকার পড়ে না; অথচ ছবিগুলি এত সুন্দর হয় যে, কটোগ্রাফের ছবি বলিয়া ভ্রম হয়। লিথোগ্রাফি অথবা হাকটোন প্রসেসের মত ইহাতে প্রেস দ্বারা বতখানা ইচ্ছা ছবি তোলা বাইতে পারে।

কলোটিইপ প্রসেসে ছবি তুলিতে হইলে একটা কটোগ্রাফের ক্যামেরা সাহায্যে কটো তুলিয়া তাহার নিগেটিভ প্লেট (ক্যামেরা

কৃপা একজিবিশনে সের চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্য ৩০৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন।

যারা যে রাসের উপর উঠা ছবি উঠে) ব্যবহার করিতে হয়।

ছবি তুলিবার প্রণালী বর্ণনা করিবার পূর্বে কলোটাইপ প্রসেস কি এবং এই প্রসেসের মূল ভিত্তিই বা কি, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কারণ, মূল ভিত্তি জানা থাকিলে কি কারণে ছবি উঠে, কি কারণেই বা কোন অংশ ব্যবহার করা হইতেছে, তাহা অতি সহজে বুঝা যাইবে। কাহারও কোন অংশ বুঝিতে কষ্ট হইলে, তাহা অতি আজ্ঞাদের সহিত বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে। যে সমস্ত ঔষধের নাম লিখিত হইল, তাহা যে কোন প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতার দোকানে পাইবে।

জিলেটিন অলের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলে কতক সময় পরে দেখা যায়, ইহা ফুলিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, জিলেটিনের অল গ্রহণ করিবার গুণ আছে। আবার যদি একখণ্ড শুষ্ক জিলেটিনকে পটাসিয়াম বাইক্রমেটের জলীয় দ্রবে ডিজাইরা রৌদ্রে শুষ্ক কর, তবে দেখিতে পাইবে, ইহা হইতে অল শোষণ করিবার গুণ বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহাতে অল সংলগ্ন হইতেছে না। এইক্ষেণে আমরা ইহা হইতে এই শিক্ষা করিলাম, সাধারণ জিলেটিনের অল শোষণের শক্তি আছে এবং রৌদ্রে এই শক্তির কোন ব্যতিক্রম হয় না, কিন্তু বাইক্রমেট যুক্ত জিলেটিনে রৌদ্র লাগিলে জিলেটিনের এক নূতন গুণ উৎপন্ন হয় এবং তখন ইহা হইতে অল শোষণের শক্তি বিলুপ্ত হয়।

একণে যদি একখানা কাঁচের উপর বাইক্রমেট যুক্ত জিলেটিন মাখাইয়া অন্ধকারে শুষ্ক কর এবং তৎপর একখণ্ড কাগজ দ্বারা অর্দ্ধাংশ আবৃত করিয়া কাচখানা কিছু সময় রৌদ্রে রাখ, তবে দেখিতে পাইবে, কাঁচের যে অর্দ্ধাংশ কাগজ দ্বারা আবৃত ছিল, তাহা অল দ্বারা দোত করা যায়, কিন্তু যে অংশে রৌদ্র লাগিয়াছে, তাহার উপর অল কোন

কাজ করিতেছে না অর্থাৎ সমস্ত কাচখানা অল দ্বারা দোত করিলে অর্দ্ধাংশে অল লাগিবে, কিন্তু অপরার্দ্ধে অল লাগিবে না। এক্ষণে অল্প একটা বিবরণ দেওয়া যাক।

অল ও তৈল বা চর্কির বিপরীত স্বকীয় তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। যদি একখানা কাগজের একাংশ তৈলাক্ত করিয়া সমস্ত কাগজ খানা অলমগ্ন করা যায়, তবে উত্তোলন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাগজের তৈলাক্ত অংশে অল লাগে নাই, কিন্তু অল্প অংশ অলে ডিজিয়া গিয়াছে। এক্ষণে নিম্নলিখিত বিবরণটা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া ফলাফল দেখ, তাহা হইলে কলোটাইপ প্রসেস অল্পসামান্য ছবি তুলিবার আভাস অনেকটা নিজেই বুঝিতে সমর্থ হইবে।

একটা পাত্রে চর্কি ও ল্যাম্পব্ল্যাক ভাল মিশ্রিত কর। বৃদ্ধাঙ্গুরী টিপ লইবার লত্রে যে এক প্রকার ক্ষুদ্র রবারের রোলার ব্যবহৃত হয়, তাহা একটা সংগ্রহ কর। যদি তাহা না পাও, তবে একটা ক্ষুদ্র কাঠের রোলারের উপর ৩.৪ ডাঙ্ক কাপড় জড়াইয়া লও। রোলারের উপর উপরোক্ত মিশ্রিত পদার্থ মাখাও (যেমন প্রিন্টিং প্রেসে রোলারে কালী মাখান হয়)। একখানা ব্রটিং কাগজ লইয়া ইহার অর্দ্ধাংশে চর্কি মাখাও এবং সমস্ত কাগজখানা অলে ডিজাও। এক্ষণে পূর্বোক্ত কালী মাখান রোলার দ্বারা এই ব্রটিং কাগজের উপর কালী লাগাও এবং ফলাফল কি হয় দেখ।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দাস। (ক্রমঃ)

ভূদ্ধিনে “শ্রাশ্রাশ্রাল ফণ্ড”।

হিতবাদীতে জনৈক পত্রপ্রেরক শ্রাশ্রাশ্রাল ফণ্ড সম্বন্ধে একখানি পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন যে, কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতার যে “জাতীয় ধনভাণ্ডার” স্থাপিত হইয়াছিল, তিথারীরা তিকা-লক্ষ একটি বা দুইটি পরসী দ্বারা যে ধনভাণ্ডার

যের সুউসাদম করিয়াছিল, যথেষ্টদেবকগণ গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে তিকা করিয়া যে ধনভাণ্ডারের গুহ প্রায় এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই ধনভাণ্ডারের অর্থ এখন কোন্ কার্যে লাগিয়াছে? পশ্চিমবঙ্গে যে দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার আংশিক প্রতিকারের জন্য কি ধনভাণ্ডারের অর্থ ব্যয় করা যাইতে পারে না? দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করা হইবে, দেশের দুর্দিনা মোচন করা হইবে, প্রভৃতি কত কথা বলিয়া আমাদের শ্রম পল্লীগ্রামবাসীর নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছিল। আমরাও সে সময় তথাকথিত নেতাদিগের কথায় মুগ্ধ হইয়া যথাসাধ্য অর্থ দিয়াছিলাম, গ্রামের ইতর ভদ্র সকলের নিকট হইতে দুই আনা, চারি আনা টাকা আদায় করিয়াও কলিকাতার পাঠাইয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে এখন অনেকেই নিরাশ্রয়, নষ্টসর্বস্ব হইয়া উল্লুকে গ্রামের অনশনে কালযাপন করিতেছে, তাহাদের শিল্প সম্ভানগণ ক্ষুদ্র জালায় ছুটু কটু করিতেছে, কত দুঃখপোষা শিশু, দুঃখের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এ সময় জাতীয় ধনভাণ্ডারের কর্তারা কি আমাদের দিকে একবার করণ দৃষ্টিপাত করিবেন না? দেশের লোকে বাচিয়া থাকিলে তবে ত দেশের উন্নতি। যদি দেশের লোক মরিয়াই যায়, তবে দেশের উন্নতি হইবে কাহাকে লইয়া?”

কথাটা ঠিক বটে, কিন্তু শ্রাশ্রাশ্রাল ফণ্ডের মঙ্গলগণ এ সকল ছোট কথা করণপাত করিবার আবশ্যক নিবেচনা করেন না। কতবারই এই কথা উঠিয়াছে, কিন্তু কেহ কোন সহজতর পাইয়াছেন কি? এটা ভয়ানক প্রশ্ন! টাকাটা একরকম জাহান্নামে ত গিয়াছেই, কিন্তু ইহা দ্বারা আর একটা দোষ অনিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, লোকে এই শ্রাশ্রাশ্রাল ফণ্ডের টাকাটা হইতেই দেশের

প্রতিভা অথবাটা বুঝিয়েছে। মাত্র এক পরস্যা টাঙ্গা বিলে যে ঘেঁষে লক্ষ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ হইয়া অসুস্থ বোধ কারবার হইতে পারে; সেদেশে এত ঘোঁষ কারবারের চেটায় একটাও সফল হইল কি? কেন হইবে? একটাও না! লোকে বিশ্বাস হারাইয়াছে; অনেকের ঠিক স্বরূপ বুঝিয়া গইয়াছে, আর লোকে বেলভলার সহজে বাইতে চাহিবেনও না। সুতরাং ভাবি ব্যবসার বাণিজ্যের আশার মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। দেশের লোকে কি আবেগ ভরেই তখন বাহার যেমন সাধা দিয়া প্রায় লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল। সেদিনের কথা ভাবিলে আজও শরীর রোমাঞ্চিত হয়, সেই টাকার যদি আজ “লায়েকরা” সদ্যবহার করিতে পারিতেন, তাহা হইলে দেশের লোককে ব্যবসায় বাণিজ্যে বিশেষ উৎসাহিত করাই হইত। সে টাকার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হওয়াতেই লোকের স্বদেশীর আস্থা কমিয়া গেল, লোকে মুখল খোলা আসল মূল্য দেখিয়া তোবা তোবা বলিয়া দূরে সরিয়া পড়িল, এখন যে যাহা কিছু করিতে বাইতেছে, লোকে বলিতেছে ঐ যে আবার সানাচ্ছে বুদ্ধি, বাস্তবিক আমরা বজাপাতিত ব্যক্তিগণের ভিক্ষার জন্ত বাহির হইয়া বহু লোকের নিকট ঐরূপ কথাই শুনিষাছি, লোকে বলে “যাহা আদায় হইতেছে, তাহা কতক বাবুদের আয়াসখানায়, আর কিছু ছুঁড়িক ভণ্ডে বাইতে পারে বটে” হইতে পারে—ঐ সকল ধারণা হয়ত অনেকটা ভিত্তি শূন্য, কিন্তু লোকের ধারণা কত ছোট হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা সকলেরই উপলব্ধি হইতে পারে।

এই ভ্রাশস্তাল ফণ্ডের টাকার একটা হিসাব এ পর্য্যন্ত কেহ দেখিতে পাইল না। কাহার কুর্জ্বাণীনে কিরূপে এই টাকা আছে, তাহাও কেহ শুনিতে পাইল না। কেন একটা বসাইয়া রাখা হইয়াছে,

তাহাও বুঝিতে পারা গেল না, অথচ বছবার সদ্যবপদসমূহ এই বিষয় লইয়া আন্দোলন হইয়া থাকে, কিন্তু কোন উচ্চবাচ্য নাই। আসল কথা, সাধারণের ধনে এদেশবাসী শিক্ষিত লোকের এখনও পোকারী করিবার ক্ষমতা জন্মে নাই। কাজেই লোকে বাহা ইচ্ছা বলিবার সুবিধা পাইয়া এই অতি লব্ধ বিষয়টাকে অতি যুগিত রূপে প্রচার করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে। বাহাদের ঘটে সাধারণ সম্পত্তির একটা সুদূর দিবার সং সাহস বা বুদ্ধিই নাই, তাহার যদি আগে লক্ষ্যইয়া গিয়া হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে তাহারিগকে বলে কি? হিতবাহীর পত্র প্রেরক অতি সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন, ঐ টাকাটায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণকে রক্ষা করা হইলে স্বদেশের অনেক উপকার হইতে পারে। মূলধনের অভাবেই তাহার হস্ত পদ বদ্ধ হইয়া শিল্পের উন্নতি করিতে পারে না। এদেশের বাবু ব্যবসায়ীদের হাতে যে ভ্রাশস্তাল ফণ্ডের কতক টাকা দিয়া নষ্ট করা হইয়াছিল, তাহার জন্ত এখন কেহ দায়ী হইলেন কি? স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে, ইহা কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নয়, সাধারণ সম্পত্তি; অনেকেই দেখিয়াছেন যে, এদেশের বাবু দলের ব্যবসায়ের সময় এখনও আসে নাই, ইহাদের বিলাস এবং আয়াস বুদ্ধি ব্যতীত ব্যবসায় বুদ্ধি এখন জন্মে নাই। ইহার চাছেন, Show and pump খুব জাঁকজমক এবং দেখন ডালী, এই করিতে বাইয়াই মূলধন হারাইয়া সিদ্ধা ফুকিয়া দিয়া গণেশ উলটান। কিন্তু যাহারা প্রমজীবী, পরিপ্রমসহিষ্ণু, অন্ততঃ যে দল বজা প্রাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যের জন্ত ভিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে টাকদি ক্যাচড়িয়া সখ মিটার না, তাহারিগকে কিছু শিল্পের উন্নতি করে দানন করিয়া শিল্প-জাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া এই মূলধনটাকে এত কাল বিত্তন করা বাইতে পারিত। বাবু হইলে, বা ভাল কাপড় চোপড় পরিয়া লোক

ভুলাইয়া বক্তৃতা করিতে পারিলেই যে ব্যবসা দায় হওয়া বাইতে পারে, তাহার কোন মানে নাই। সত্য কথা বলিতে কি, এই শ্রেণীর দেশনারকগণকে প্রকৃতই দেশের প্রত্যেক আর প্রভাব চক্ষে দেখেন না। বাস্তবিক একজ্ঞ লজ্জিত হওয়া উচিত। ঐ ভ্রাশস্তাল ফণ্ডের টাকার যে কখন কোন সদ্যবহার হইবে, সে আশা চুরাশা মাত্র। বাহারী এই ধনের বক্ষ অর্থাৎ গুণের ধনে পোকারীর তার লইয়া বসিয়া আছেন, তাহার নিজেসাই হয়ত জানেন না যে, এই টাকার কি করিতে হইবে। যদি ব্যাকে জমা থাকে, তবে ব্যাক ওয়ালারা নিশ্চয়ই টাকাটার সদ্যবহার করিতেছেন সন্দেহ নাই; সহযোগী হিতবাহীও তাহা দেখাইয়াছেন। অনেকে বলেন যে, ঐ টাকাটা যেমন আছে ঐরূপই থাক, ইহার পর বাঙ্গালার যে জেনারেশন অর্থাৎ বংশাবলী জন্মিলে, তাহার তখন সময় পিত্ত দিয়া প্রার্থনা করিয়া আসিবে যেন, এদেশে আর এমন ভূতের কখন উপদ্রব না হয়। কেন না এই বকের ধনের যে কেহ কোন প্রতিকার করিতে পারিবেন, এমন লোক এদেশে নাই। কি ভয়ানক কথা ভাবুন! সাধারণের এমন কি মুটে মজুরের পর্য্যন্ত পরস্যা হাত পাতিয়া লওয়া হইয়াছিল, অথচ তাহাদের কাতর চীৎকারে কর্ণপাত করিতে এখন উপেক্ষা! এমন দেশের ইতিহাস আর কোন দেশে কেহ শুনিয়াছেন কি? বলা বাহুল্য, এই স্থলেই এদেশের বাবতীর উন্নতির গলদ, সাধারণের টাকা আদায় করিয়া শেষে নেপোর দই খায়, এই দেখিয়াই লোকে দান, দয়া, দাক্ষিণ্য সীমাবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। যন্ত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নৈতিক জ্ঞান! কি কর্তব্য জ্ঞানের বহর গো!

Experts Hints.

অভিজ্ঞের সঙ্কেৎ ।

একটা বোতাকে আপনি জোর করে ধরে ধরে টেনে হিট্‌কে নামাতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাকে জল বাওয়াতে পারেন না। you may lead a horse to water, but you can not make him drink" সে ভায় আপনার দোঁ নইয়াই থাকিবে। কেহ জোর করে কি কাহাকেও কিছু করতে পারে ?

অলস লোকে যে হতভাগা হইবে, ইহাই বাস্তবিক ।

যে সকল লোক সর্বদাই বলে যে, হার হার একগুণ্ডে আমার আপনার বলিতে কেহ নাই, তাহার নিজেই নিজেই বন্ধন করিয়া থাকে, তাহাতে অপরের দোষ নাই। নিজের ব্যবহারে আপনার পর, পর আপনার হয়।

শান্তি পাইলে তাহা আত্মাদে নতনিরে গ্রহণ করাই মনুষ্যের পরিচায়ক। অবাধ্যতার প্রতিকূল শান্তি, সমাজে তাহারও আবশ্যকতা আছে।

যত জানাই তুমি অর্জন কর না কেন, বতকণ সে জান তোমার পারিপার্শ্বিক জনগণের হিতার্থে নিয়োজিত না হয়, ততকণ সে জামের কোন ফলাই নাই।

সমস্ত জানলাভেরই মূখ্য উদ্দেশ্য মনুষ্যের উৎকর্ষতা সাধন, কিন্তু অহরহ জানার্জনে যদি তোমার মনুষ্যত্বই না জন্মে, তাহা হইলে তোমার মূর্খ থাকা সহস্র ভগ্নেই ভাল ছিল।

নিজের বিত্তা বৃদ্ধিই যে অজ্ঞাত, এমনটা মনে করিও না, ইহাই অধ্যাপকদের মূল। তুলনামূলক জ্ঞেয় করিয়া নিজের মত বলাই করিতে প্রয়াস পাইও না। ইহা অপেক্ষা চরিত্রের অতি অমার্জনীয়, হের কলঙ্ক আর কিছু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

Home Industries.

গাছ শিল্প ।

Lavender-Scent Bag.

ল্যাভেন্ডার এসেন্সের ব্যাগ ।

বিলাতে অনেকে এসেন্স ব্যবহার না করিয়া সেন্ট ব্যাগ পকেটে লইয়া বান, তাহাতেও মনোরম সৌরভ উঠে, অথচ মিতব্যয়িতার হিসাবে সেন্ট ব্যাগ ব্যবহার মন্দ নয়, তারপর এই সেন্ট ব্যাগ আমাদের দেশে একটা অভিনব জিনিস ; যদি কেহ করেন, তাহার ইহা দ্বারা উপার্জনও মন্দ হইবে না। তবে এখানে জিনিসগুলি পাওয়া বাইলে যদি কেহ করেন, সেই জন্ত আমরা ইহার প্রস্তুত প্রণালীটি বলিতেছি।

বোটা বিহীন ল্যাভেন্ডার পুন্ড

(ওজন) ১০ পাউন্ড

ওক থাইম (Thyme) চূর্ণ ১০ আউন্স

মিণ্ট পুন্ড চূর্ণ (mint) ১০ "

ক্যারাওয়ে চূর্ণ ১০ আউন্স

লবঙ্গ চূর্ণ ১০ "

সমস্তগুলিকে হামানিভার কুটির অতি সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করিতে হইবে। তাহার পর কাপড়ে ছাঁকিয়া ইহার সহিত সূক্ষ্ম সাধারণ লবঙ্গ চূর্ণ ১ আউন্স দিয়া পুনরায় মর্টারে পিষিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এই চূর্ণগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেশমের ব্যাগ বা বলিরাতে পুরিয়া চারি মুখ সেলাই করিয়া যে সকল আলমারী এবং ড্রয়ারে বস্ত্রাদি থাকে, সেই সকল ড্রয়ারে ফেলিয়া রাখিতে হয়, সমস্ত কাপড় সৌরভে পূর্ণ হইয়া যায়,

যখন পরিষ্কার বাহির হওয়া যায়, তখন চতুর্দিক আশোষিত করিয়া থাকে।

কাণ্ডব্যাগের মধ্যে পকেটে লইয়াও বাহিরে বাওয়া বাইতে পারে। স্পিরিটের এসেন্স অপেক্ষা ইহার ব্যয় কম, অতি কম মূল্যেও বিক্রয় করা যায়।

যদি এই উপারে বিলাতে পুন্ড দ্বারা সেন্ট ব্যাগ করা যায়, তাহা হইলে দেশীয় পুন্ড হইতেও ঠিক এই উপায়েই বা করা হইবে না কেন ? আমার অনুরোধ, কেহ এই পুন্ড শিল্পটি প্রস্তুত করিয়া দেখিবেন।

বিবিধ প্রকার কালী প্রস্তুত প্রণালী ।

(এলসার সাহেবের মত) ।

সাঁফুফ চূর্ণ—৪২ আং

মেনিগাল গঁদ চূর্ণ—১৫ আং

কুটির জল—১৮ কোয়ার্ট

লাইকার আমোনিয়া

(সলিউশন) ২ ড্রায়

স্পিরিট অফ ওয়াইন ২৪ আং

একত্র মিশ্রিত করিয়া পূর্ব আলোড়িত করিতে করিতে ঘন কৃষ্ণবর্ণ হইবে। ইহা কেবল কৃষ্ণবর্ণ কালীর ব্যবস্থা ; ইহা দ্বারা কলম নষ্ট হইবে না।

২। জইবার্ট সাহেবের মত ।

সাঁফুফ চূর্ণ—৫০ ভাগ

জল—৮০০ ভাগ।

২৪ ঘণ্টা ডিলাইরা রাখিবার পর ছাঁকিয়া লইতে হইবে, ইহাতে সবুজ বর্ণের হিমাকস চূর্ণ ২৫ ভাগ, এবং আরবি গঁদ চূর্ণ ২৫ ভাগ দিয়া, যখন ঐ গুলি উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া ঘন কৃষ্ণবর্ণ কালি বাহির হইবে, তখন ইহাতে নিম্নলিখিত মিশ্রণটি মিশাইলে উৎকৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ রাসী প্রস্তুত হইবে। যথা—

নিশাবল—৮ ভাগ

ল্যাভেন্ডার তৈল—২ ভাগ

আরবি গঁদ—২ ভাগ

পরমজল—১৬ ভাগ

ডাক্তার উইলসন সাহেবের মত।
গলনট বা মাকুল চূর্ণ—১ আউন্স
হিরাকস ৩ ড্রাম
আরবী গঁদ ২ ড্রাম
পরিষ্কার জল ১০ পাঃ
এইগুলি সমস্ত একটা বোতলে পুরিয়া
মধ্যে মধ্যে কাঁকরাইতে হইবে। ২১০ সপ্তাহে
কালী প্রস্তুত হইবে।

পার্লমেন্টের উপর লিখিবার কালী।
মাকুল চূর্ণ ১ পাউন্ড
আরবী গঁদ ৬ আউন্স
কটকিরি ২ আউন্স
হিরাকস ১ আউন্স
কাইনো ৩ আউন্স
লগ উড চূর্ণ ৫ আউন্স
পরিষ্কার জল ১ গ্যালন
৩ সপ্তাহে তিসাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া
লইলে উৎকৃষ্ট কালী হইবে।

রু ব্রাক কালী।
উপরোক্ত কোন কালীতে প্রসিয়ান র
দ্রব্য করিয়া মিশ্রিত করিলেই প্রথমে লিখিলে
সবুজ ও লেখা শুক হইলে ঘন কৃষ্ণ বর্ণ দেখায়।
কালীর বিবিধ প্রকার প্রক্রিয়া আছে।
এখন যে সকল কালী প্রস্তুত হইতেছে,
তাহাতে এত হাজার না করিয়া কাল মেজ-
টারের মত এক প্রকার রং বাজারে পাওয়া
যায়, তাহাই কালীর সঙ্গে মিশাইয়া
প্রস্তুত হইতেছে। ভাল অর্থাৎ বাহা দ্বারা
কাগজ ও কলম নষ্ট হয় না, সেরূপ কালী
একটু ব্যয় এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ সন্দেহ
নাই। “কালের লোক” ইতি পূর্বে বহু-
বারই কালীর আলোচনা করিয়াছিলাম।
আমাদের দেশের যে পাকা কালী—
হরিতকী বহেড়া, বাব্‌লার ছাল প্রভৃতি দিয়া
প্রস্তুত করিবার প্রথা ছিল, তাহা উৎকৃষ্ট কালী,
তাহাতে লেখা বহু পত বৎসরের পুখী ও দলিলাদি
এখনও আছে, কাগজ বা কালীর বর্ণ কিছু মাত্র
নষ্ট হয় নাই। তাহার পর বিলাতি আমদানী

কালী পাইয়া বজাট গোহাইবার ভয়ে আমরা
সে হারী উৎকৃষ্ট কালীর কথা তুলিয়া
গিরাছি। এই রূপেই দেশের অনেক জিনিসই
নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অদৃষ্ট আমাদের।

স্বদেশী মেলার উদ্বোধন।

৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ন ৫ ঘট-
কায় সময় বঙ্গলায় গবর্নর লর্ড কারমাইকেল
১৭২ নং বহুবাজার স্ট্রীটে স্বদেশী মেলার
দ্বারদ্বাটন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে
স্বদেশী মেলার প্রাঙ্গণে এক বিরাট মণ্ডপে
এক সভা হইয়াছিল। সুস-জের মহারাজা,
সন্তোষের নবাব নবাবালি চৌধুরী, ময়মন-
সিংহের রাজা, ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যোমকেশ
চক্রবর্তী, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়
সীতানাথ রায় বাহাদুর, ডাক্তার দেবপ্রসাদ
সর্কাদিকারী, শ্রী বাহাদুর মোলবি মহম্মদ
ইউজুক, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি
সভার উপস্থিত ছিলেন। অপরাহ্ন ৫টার
সময় গবর্নর লর্ড কারমাইকেল সভাস্থানে
পৌছিল সভার কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে অভ্য-
র্থনা করেন। অন্তঃপর সঙ্গীত সমাজের
গায়কগণ “উঠগো ভারতলক্ষ্মী,” এই সঙ্গীত
গান করেন। তৎপনস্তর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায় এক বক্তৃতা করেন।

লর্ড কারমাইকেলের বক্তৃতা।
সভার উত্তোক্তগণকে ধন্যবাদ প্রদান
পূর্বক লর্ড কারমাইকেল বলেন, “স্বদেশী
প্রকৃত পক্ষে স্বদেশ প্রেমের নামান্তর—ইহা
স্বদেশ প্রেমের বাহ্য অভিব্যক্তি বলিলেও
অত্যাক্তি হইবে না। স্বদেশের শিল্পজাত
দ্রব্যনিচয় এবং উৎপন্ন দ্রব্যের উন্নতি সাধন
দ্বারা ভিন্ন দেশের পণ্যদ্রব্যের সহিত
প্রতিযোগিতা করাই স্বদেশীর লক্ষ্য। স্বদেশীর
প্রধান কার্য স্বদেশজাত দ্রব্যনিচয়ের

উন্নতি সাধন—এই উন্নতির ফলে স্বদেশী
দ্রব্যসমূহ ভিন্ন দেশের দ্রব্যসমূহের সহিত
করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে।
ইহার সহিত রাজনৈতিক বহিষ্কার নীতি অথবা
কোন রক্ষণনীতির সংশ্রব নাই। স্বদেশীর
উন্নতি হইলে তাহার ফলে যে কেবল দেশের
লোকের উপকার হইয়া থাকে, তাহা নহে,
যাচার। এই স্বদেশীর পরিজ্ঞে সম্পর্শে আগমন
করেন, তাঁহাদিগেরও উন্নতি হইয়া থাকে।

“আপনারা বলিয়াছেন, আপনাদিগের
প্রারম্ভ কোন কোন স্বদেশী প্রচেষ্টা সফল
হইতে পারে নাই। আপনারা ইহার হেতু
নির্দেশও করিয়াছেন। আপনারা ইহার
অন্ত হতাশ হন নাই, প্রকৃত পক্ষে আপনা-
দিগের হতাশের কারণ ও নাই। কোন নতুন
শিল্পপ্রচেষ্টার সফলতা প্রকৃত পক্ষে সহজ সাধা
নহে—ইহার পর যখন বাধা বিঘ্ন অতিক্রম
করিয়া অগ্রসর হইতে হয়, তখন সফলতা
লাভ করিতে বিশেষ ভাবে বেগ পাইতে হয়।
আপনারা অতি অল্পকালেই পরাজিত
হইয়াছেন—ইহা নিশ্চয়, আপনারা যদি ধৈর্য্য-
সহকারে অগ্রসর হইতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই
কৃতকার্য হইবেন। অনেক কারণেই আপনা-
দিগের পক্ষে এই সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের প্রয়ো-
জন হইয়াছে। সমগ্র বাঙ্গলা দেশের মধ্যে
এক মানসিক শক্তির বিকাশ হইয়াছে, সর্ব-
লেই জ্ঞানলাভের অন্ত আকুল হইয়াছে; ইহা
কখনই অস্বীকার করা চলে না। আপনারা
গবর্নমেন্টের সহায়ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন।
আমি বলিতে পারি, আপনারা আপনাদিগের
জ্ঞানের সদাভার করিতে ইচ্ছা করিলে
গবর্নমেন্ট আপনাদিগকে সাহায্য করিবেন।

বাহারা সামাজ্যভাবে শিল্পোন্নতির চেষ্টা
করিতেছেন, আপনারা তাহাদিগকে সাহায্য
করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। অনেক
দেশেই এইরূপ শিল্পোন্নতির চেষ্টা করা হই-
তেছে। ভারতবর্ষে এমন অনেক সহজ শিল্প
আছে, বাহার উন্নতি চেষ্টা করিলে দেশের

প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। আমার মনে হয়, এই সকল শিল্পোন্নতি-র জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন। শিল্পকৌশল

পিতৃপিতামহ হইতে লব্ধ শিল্পজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে এই শিল্পজ্ঞানের দ্বারা ভারতবর্ষের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এই সকল দেশীয় শিল্পের উদ্ধার ও উন্নতিকল্পে আমরা নিজের পক্ষে নিয়মিত ভাবে কার্যারম্ভ করা প্রয়োজন—যাহারা স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয় করিবেন, এবং যাহারা ঐ সকল জিনিস ক্রয় করিবেন, তাহাদিগের সংবাদ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। আমি ভারতবর্ষের অতি অল্প স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি—যে সকল স্থানে গিয়াছি, দেখিয়াছি যে, স্বদেশী শিল্পের উন্নতির জন্য সংকল্পভাবে চেষ্টা নাই। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, অনেক সন্ত্রাস্ত বংশের লোক শ্রমসাধ্য কার্যে অত্যন্ত নছেন, অনেকের মধ্যে এইরূপ ধারণা আছে। সন্ত্রাস্ত বংশের লোকের মধ্যে শ্রমসাধ্য কার্যে অনিচ্ছা কেবল যে ভারতবর্ষেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে—সকল দেশেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য ভারতের বর্তমান অবস্থার অধিকাংশ ভারতবাসীকেই শ্রমসাধ্য কার্যে আপনাদিগকে নিয়োগ করিতে হইতেছে। ইহা নিশ্চয়, বিধিবদ্ধ ভাবে স্বদেশী প্রচার করিতে হইলে সকল সময়েই যে কঠোর শ্রমসাধ্য পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে, এমন কথা নহে। প্রকৃত কথা এই, স্বদেশী প্রচেষ্টা সফল করিতে হইলে আপনাদিগকে জানিতে হইবে, আপনাদিগের দেশে কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, কোথায় এই সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া বাইতে পারে, কাহার এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকেন, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের কিরূপ সুবন্দোবস্ত করা বাইতে পারে। আরও এক কথা, দেশে এমন অনেক জিনিস উৎপন্ন হইতে পারে, দেশের অনেক লোক যাহার সন্ধান না রাখিয়া তাহার প্রয়োজন বোধ

করেন না, কিন্তু এই সকল জিনিস তাহাদিগের দৃষ্টিপথে আনয়ন করিতে পারিলে তাহারা নিশ্চয়ই এই সকল জিনিস ক্রয় করিবেন।

অবশ্য এ কথা আমার পক্ষে বলা উচিত নহে যে, আপনারা কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পোন্নতি-কল্পে আপনাদিগের শক্তির নিয়োগ করিবেন। আপনারা আশা করেন, বাঙ্গালা দেশ একদিন শিল্প বাণিজ্যে জগতের মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিবে। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সুমহান্ আদর্শের প্রেরণার আপনাদিগকে এই মাত্র যে সকল কথা বলিলেন, আপনারা সে সমস্তই শ্রবণ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ একদিন শিল্পবাণিজ্যে জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিবে, আপনাদিগের কেহ কেহ ইহাকে অলীক স্বপ্ন মনে করিতে পারেন। কিন্তু ইহা স্বপ্ন নহে। আপনারা যদি চেষ্টা করেন, কিছুতেই পরাভূত না হন, আপনারা নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবেন। যদি আপনারা কাজ না করিয়া কেবল বৃথা বাক্য ও করুনা টলনা লটরা ব্যাপ্ত থাকেন, আপনারা আপনাদিগের লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিবেন না। যাহারা এ বিষয়ে চেষ্টা করেন, তাহারা ই বাস্তবিক ধন্যবাদ লাভের যোগ্য, কারণ অকৃতকার্য হইলেও তাহারা অস্ত্রের পথ সুগম করিয়া দেন। জগতের শিল্পোন্নতিকল্পে যাহারা প্রথমে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহারা ই নানা প্রকার দুঃখ কষ্ট ও অক্ষমতার মধ্য দিয়া আপনাদের পথ করিয়া লইয়াছেন। জগতের অস্ত্রাত্ম জাতির বহু পরে ভারতবর্ষ সুবৃহৎ শিল্পোন্নতি কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা যদি চেষ্টা করেন, তবে অস্ত্রাত্ম জাতির অভিজ্ঞতার ফলে তাহারা শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইবেন।

আমি আপনাদিগের মানসিক উন্নতির কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আপনারা এখন মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও ব্যবসারে মনোনিবেশ করুন। আপনাদিগের

মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন, যাহারা শিল্প ব্যবসারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাদিগের অনেকের সম্বন্ধে আমি আদৌ কোন সংবাদ রাখি না, রাখাও সম্ভব পর নহে। আমি সর্বদাই ওনিতে পাঠ, দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি-গণের অনেকেই বর্তমান আদর্শজীবী জীবন যাপনের অনুরূপ অর্থোপার্জনে অক্ষম হইয়া আপনাদিগকে নিতান্ত অক্ষম ও বিড়ম্বিত মনে করিয়া থাকেন। ইহাদিগের সম্বন্ধে আমার ইহাই মনে হইয়াছে, এমন এক সময় আসিবে, যখন ইহারা দৃঢ় সংকল্পের সহিত ব্যবসা বাণিজ্যকে জীবিকা উপার্জনের শ্রেষ্ঠ উপায় স্বরূপে অবলম্বন করিবেন। ইহার ফলে দেশেরও প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে। বহু কাল পর্যন্ত কৃষি-কার্যই এ দেশের শ্রেষ্ঠ উপজীবিকা বলিয়া পরিগণিত হইতে। কি করিয়া আপনারা আপনাদিগের দেশোন্নতি করিবেন, আমি অল্প এখানে তাহা বলিতে আসি নাই। যাহারা পুরুষানুক্রমে দেশের কল্যাণকর কার্যে নিযুক্ত আছেন, যাহারা প্রকৃতভাবে বিভিন্ন শিল্প ব্যবসারে আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন, তাহারা ই এ সম্বন্ধে বলিতে পারিবেন। কোন বিদেশী লোক কেবল সমরোপযোগী দুই একটা পরিবর্তন অথবা সংস্কারের সম্বন্ধে পরামর্শ প্রদান করিতে পারেন মাত্র। আর পারেন, শিল্পকার্যে অভিজ্ঞ বিদেশী লোক সময়ে সময়ে পরামর্শ প্রদান করিতে কিন্তু আমি অভিজ্ঞ নহি। সুতরাং আমার নিকট হইতে এ বিষয়ে কিছু আশা করিতে পারেন না।

আপনারা আর এক কথা শ্রবণ রাখিবেন। উপযুক্ত মূল্যদান ব্যতীত কোন কার্য সম্ভবপর নহে। আমি সংবাদপত্রে অনেক সময়ে পাঠ করি, বাঙ্গালা দেশের লোক নিতান্ত দরিদ্র। আমি ইহাও ওনিয়াছি, এই দরিদ্র দেশের অনেক লোক প্রচুর অর্থ উপার্জনও করিয়া থাকেন। যাহারা এইরূপে

অর্থোপার্জন করেন, তাঁহারা যদি এই অর্থের প্রকৃত সদ্যবহার করেন, তবে উহা দ্বারা দেশের দরিদ্রাশ্রয় দূর হইতে পারে। ইয়োয়োরপের মূলধনে বাঙ্গলা দেশের বৃহৎ ব্যবসায়গুণি পরিচালিত হইতেছে। ইহাতে উভয় দেশেরই কল্যাণ সাধিত হইতেছে। বাঙ্গলা দেশের লোকেরা যদি মূলধনের সর-বরাহ করিতে পারেন, তবে বাঙ্গালীরা উহার ফলে লাভবান হইবেন। গবর্ণমেন্ট আপনাদিগের বালকদিগকে শিল্প শিক্ষা প্রদান করিতে পারেন, আপনারা এই সকল শিক্ষিত যুবকদিগকে মূলধনের সাহায্যে শিল্প ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিবেন। আমি গুনিয়াছি, বাঙ্গলায় প্রচুর অর্থ উকীলের কিং প্রদানে ব্যয়িত হয়। বাঙ্গলার জনসাধারণ যেক্রপ সমুদ্রে চিন্তে এই অর্থ প্রদান করেন ব্যবসায়কদিগকে যেমনট সমুদ্রে চিন্তে তা গ্রহণ করেন। ইহাতে কাহারও কোন হুঃখের কারণ নাই। আমি গুনিয়াছি, বাঙ্গলার অনেক প্রতিষ্ঠান উকীল স্বদেশীর পক্ষপাতী, আমি ইহা গুনিয়া প্রকৃতই আনন্দ বোধ করিতেছি, ইহারিগের উন্নতির কথা গুনিলে অধিকতর আনন্দ অনুভব করিব, কারণ তাহারাই স্বদেশী প্রচেষ্টার সফলতাকল্পে অর্থ প্রদান করিতে পারিবেন। আমি গুনিয়াছি, বাঙ্গলাদেশের অনেক লোক প্রচুর অর্থ হুদে খাটাইয়া থাকেন, কিন্তু স্বদেশী শিল্পোন্নতিকল্পে এ পর্যন্ত অতি সামান্যই প্রদান করিয়াছেন, কারণ ব্যব-সারে টাকা খাটান এ দেশের লোকের নিকট বিশেষ লাভজনক বলিয়া মনে হয় না। আপনারা মনে রাখিবেন, অস্ত্রান্ত দেশের শিল্প ব্যবসায়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে আপনারা মূলধনের অসুস্থ লাভ লইয়া শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে অর্থ নিয়োগ করিতে প্রস্তুত হউন, নচেৎ উন্নতির আশা বৃথা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাঙ্গলার ধনী লোকেরা স্বদেশপ্রেমিক এবং বিচক্ষণ,

সুতরাং আমার পক্ষে এক্রপ আশা করা অস্ত্রান্ত হইবে না যে, আপনারা আপনাদিগের সুযোগ ও ক্ষমতার সদ্যবহার করিবেন। এই অস্ত্রান্ত বাঙ্গলা দেশে স্বদেশী মেলার অনুষ্ঠান হইয়াছে।”

সর্বশেষে লর্ড কারমাকেল মেলার দ্রব্যাদি দর্শনের জন্ত বহির্গত হন। তিনি ভারত-দ্রব্য মণ্ডল ও ভারত মহিলা সমিতির বিপণিতে উপনীত হইয়া মহিলাদের হস্ত নির্মিত সামগ্রী দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং উপস্থিত মহিলাদিগকে নমস্কার করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন। লর্ড কারমাই-কেল বেঙ্গল কেমিকেল ও ফার্মাসিউটিকেল ওয়ার্কসের বিবিধ দ্রব্য, ইকমিক কুকার, চতুর্ভুজ নির্মিত দ্রব্য, পটারি ওয়ার্কসের দ্রব্য, পটারি ওয়ার্কসের দ্রব্য ও অস্ত্রান্ত বহু দ্রব্য দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিয়া মেলা ক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করেন।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

আমরা কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রসিদ্ধ ঔষধালয়ের একখানি স্থলর ফটোগ্রাফের আলবম উপহার পাই-রাছি। কবিরাজ মহাশয়ের কয়েক বৎসরের মধ্যেই এত শাখা ঔষধালয় ভারতে প্রধান প্রধান নগর সমূহে স্থাপন করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন যে, দেখিয়া আনন্দ হয়। এই আলবম খানিতে শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের, তাহার সন্তানগণের এবং ভারতের সমস্ত শাখা ঔষধালয়ের কর্ম-চারীগণের প্রতিকৃতি আছে, ছাপা এবং কাগজ অতি সুন্দর, আমরা আত্মক নিগ্রহ ঔষধালয়ের এই ক্রমোন্নতি দেখিয়া বাস্তবিকই সুখী হইরাছি। শাস্ত্রী মহাশয়ের ঔষধাবলীর সুখ্যাতি ও যথেষ্ট আছে।

মাদকদ্রব্যের প্রচলন।—বাঙ্গলাদেশে গাঁজা ও আফিংএর দোকান সংখ্যা, তাহার বিক্রয় যে হাঙ্গ হইতেছে ইহা খুব আনন্দের বিষয়। ১৯০১, ১৯০৬ ও ১৯১১ সালে আফিংএর দোকান সংখ্যা যথাক্রমে ১৬৫১, ১৩১৩ ও ১০২২ ছিল। রাজস্বের পরিমাণ যথাক্রমে ১৭৪ ৬৮৫, ১৫৬৭৭৯ ও ১৫০৭৫৩ পৌণ্ড এবং বিক্রয়ের পরিমাণ ৯২৮৫৭, ৮৪-৪৯০ ও ৬৬৭৮৩ সের হইয়া ছিল। গাঁজার দোকানের সংখ্যা ৩২৭৪, ২১৯৪ ও ২১৬৯, রাজস্বের পরিমাণ ২১৩২২৪, ১৮৭৪৭২ ও ২০৬২৩৩ পৌণ্ড বিক্রয়ের পরিমাণ ২৪৭০২৫, ১৮৬৬২৮ ও ১৫৮৭৯৩ সের। আসামে গাঁজা ও আফিংএর দোকান কমিয়াছে বটে, কিন্তু আফিংএর বিক্রয় বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহা বড়ই শোচনীয় বিষয়। আসামে ১৯০১ ও ১৯১১ সালে আফিংএর দোকান যথাক্রমে ৭৭৫ ও ৪০৯, রাজস্বের পরিমাণ ১১৪০৬৭ ও ১৬৩১৫৭ পৌণ্ড এবং বিক্রয়ের পরিমাণ ৪৮২১৭ ও ৬০২৭৯ সের। ১০ বৎসরে ১২ হাজার সের আফিংএর কাটতি বাড়ি-রাছে, ইহা বড়ই ভয়ের কথা। গাঁজার দোকান ১৯০১ সালে ২২৭ ও ১৯১১ সালে ২৫৭; রাজস্বের পরিমাণ ২৬৩১৭ ও ৪৫৯২৩ পৌণ্ড এবং বিক্রয়ের পরিমাণ ৪২২৬২২ ও ৩৪৫৯ সের। গাঁজার কটতি যে কমিয়াছে, ইহার জন্ত গবর্ণমেন্ট প্রশংসাজ্ঞান হইরা-ছেন। আফিং আসামের বল শক্তি হরণ করিতেছে, অথচ তাহার বিক্রয় বাড়িতেছে। গবর্ণমেন্ট এই জীবনীশক্তি হরণকারী ভয়ঙ্কর বিষের প্রচলন বন্ধ করিবার জন্ত যদি চেষ্টা না করেন, তবে আসামীদের আর কে রক্ষা করিবে? আসামের দ্বিতীয়দিককে আমরা এই অনুমোদন করি, তাহার অবিলম্বে অহি-ফেন সেবনপ্রথা নিবারণ করিবার দলবদ্ধ হউন। দলবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিলে জগতে কিনা সম্ভব হয়?

হুগলি একজিবিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্ত ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন।

সাধুর নাম রেজেটোরী—মহামাভ বোধ-
পুনের মহারাজা বোধনা করিয়াছেন যে,
উহার রাজ্য মধ্যে সমস্ত সাধুকে নাম
রেজেটোরী করাইতে হইবে, এবং ২১ বৎসরের
কম কেহ সংসার ত্যাগী হইয়া সাধুর চেলা
হইতে পাইবে না।

গোমাংসের অপকারিতা।—আফগানি-
স্থানের কোন সংবাদপত্রে একজন মুসলমান
লিখিয়াছেন যে, তিনি আরব, মিশর, তুরক
প্রভৃতি মুসলমান রাজ্যে বহুদিন বাস করিতে-
ছেন, কিন্তু তথাকার কোন লোকেই
গোমাংসের আদর করে না। তত্র মুসল-
মানেরা উহা আদৌ ব্যবহার করে না।
গোমাংস খাইলে অনেক কঠিন পীড়া হয়।
এদেশের মুসলমানগণ এ বিষয়টা চিন্তা
করুন।

কল্প বাজারে বরন বিভাগর। চট্টগ্রামের
অন্তর্গত কল্পবাজারে ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীলোকেরাই
সাধারণতঃ বস্ত্র বরন করিয়া থাকে। সংপ্রতি
চট্টগ্রামের কমিশনার কল্পবাজার পরিদর্শন
করিতে গিয়া তথায় ব্রহ্ম সমসীদিগের বস্ত্র
বরন দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন এবং
তথায় কলের ভীতে বস্ত্র বরন প্রণালী শিক্ষা
দিবার জন্য একটি বরন বিভাগর প্রতিষ্ঠা
করিয়াছেন। বিভাগরের কার্য সুচাঞ্চল্যে
চলিতেছে।

For the leisure hours,

সতীর পুরস্কার।

(১)

প্রভাত হইয়াছে, বোম্বেয়ের বাড়ীর
কামিনী গাছের পাতার মধ্যে মুখ লুকাইয়া
পাশিয়া বধু প্রিয়জনকে অশ্রুত আঁহান
করিতেছে, প্রভাত গগনের নীলবক্ষে শুক-
তারটি জলজল করিতেছে, প্রভাতের বায়ু

বীরে বীরে বহিরা বাইতেছে, আজ পূজার
যজ্ঞ, বালক বালিকাগণ হাস্যমুখে শয্যা হইতে
উঠিয়া যানের পূর্বেই নববস্ত্র পরিবার জন্ত
বাগ্র হইতেছে, বাসীগণ তৈজসপত্র পরিষ্কার
করিতেছে, তাহার ঠুন ঠুন শব্দ হইতেছে,
অনেক প্রবীণা গৃহিণী একবার দুর্গা দুর্গা
বলিয়া গাভোখান করিয়া দেওয়ালে বিলম্বিত
ইষ্টদেবী মূর্তিকে প্রণাম করিয়া, শতনাম
বলিতে বলিতেই, “এখানে সরলা বাসন কেন
পড়িয়া আছে, নিয়ে যান কি!” “এ ঘরটা
কি করে কাঁট দিলে, মেজে বোঁ, যেমন ধুলো
তেমনি যে আছে” প্রভৃতি প্রাতেই বলিয়া
ঋগভার আরোজন করিতেছিলেন।

প্রভা শয্যা হইতে গাভোখান করিয়া
জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বাহিরে
বাগ্ন বাজিতেছিল, প্রভার পাঁচ বছরের মেয়ে
লতিকা ব্যস্তভাবে শয্যাভাগ করিয়া আসিয়া
বলিল, “মা! আমার শীত কাপড় জামা
পরিয়ে দাও” বলিতে বলিতে মাতার মুখ
প্রতি চাহিয়া বলিল, “মা তোমার চোখে
জল কেন? তুমি কি কাঁদছ? তুমি যে
কাল বলেছিলে, পূজার ক’দিন ঋগভা করিতে
নাই, কাঁদতে নাই, তবে তুমি কেন মা
কাঁদছ?”

প্রভা নয়ন মুছিয়া বলিল, না কাঁদিনী,
এস কাপড় পরিয়ে দিই।” বালিকাকে
সুসজ্জিত করিয়া দিলে সে বাহিরে গেল,
প্রভা অন্তমনে শয্যা তুলিতে তুলিতে ভাবিতে
লাগিল, “আজ ১০।১৫ দিন বাড়ী আসেন
নাই, সপ্তাহে ২।২ দিন দেখিতে পাইলেই
কৃতার্থ হই, তাহাও আর ভাগ্য ঘটে না।
লোকে প্রভাহ পতি সেবা করিতে পায়,
যাহাকে সর্বদা দেখিয়া তৃপ্তি হয় না, তাহার
দেখা পাওরাও ক্রমে দুর্ঘট হইয়া উঠিল।
এই পূজার সময় লোকে কত আনন্দ
করিতেছে, আমার মত অভাগিনী আর কে
আছে? তাহাকে লোকে যাতাল বেস্তাপক
বলিয়া খুণা করে, তাহাতে যে আমার কত

কষ্ট হয়, লোকে তাহা না বুঝিয়া আমার
হাসিয়া প্রাণে বাধা দেয়।”

সহস্রাবাহিরে মস্ মস্ করিয়া পদ শব্দ
হইল, একটা কীপকার গোর বর্ণ যুবাশ্রয়
প্রাঙ্গনে পদার্পণ করিলেন, ছোট ছেলে ঘেরিয়া
“কাকা বাবু এসেছেন,” “কাকা বাবু এসেছেন”
বলিয়া আত্মলাভ করিয়া উঠিল। যুবকের
পরিধানে সূচিকণ বস্ত্র, অঙ্গে রেশমী পাঞ্জাবী
রেসমী চাদর, মস্তকের কেন স্তম্ভরূপে
বিস্তৃত, নয়ন কালিমাবেষ্টিত, অঙ্গ অভ্যস্ত
কীর্ণ। সেজ বোঁ এক বুড়ি কুটনা লইয়া
গৃহান্তরে বাইতেছিলেন, তিনি মুহু হাসিয়া
বলিলেন, “এই যে নূতন ঠাকুর পো! এবারে
যে ডুয়ের ফুল হয়েছ, আর দেখাই পাওরা
না।” তিনি মুহু হাসিয়া বলিলেন, “আপনারা
আমার মুখই দেখেন না, তা দেখা পাইবেন
কিভাবে?”

সেজ বোঁ তাহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া
চলিয়া গেলেন, তিনি নয়নের অন্তরঙ্গ হইলে
মেজ বোঁকে বলিলেন “ও মেজদিদি! আজ
নূতন বাবু এমন আনন্দের দিনে সে সকল
ফেলে এখানে কেন গো?” মেজ বোঁ
হাসিয়া বলিলেন, “নূতন বোয়ের কপাল
কিরেছে আর কি।”

প্রভা প্রভাতেই স্বামীকে দেখিয়া অভ্যস্ত
আত্মলাভিতা হইল, কয়েকদিন হইতে সে
স্বামীকে একবার আসিবার জন্য পত্র লিখিয়া
আফিসে পাঠাইবার ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু
অভিমান আসিয়া নিষেধ করিত, কাজ কি?
তিনি তো অদর্শনে তাহাকে দেখিতে উৎসুক
নহেন। তিনি পত্র পাইলেই কি আসিবেন?
ঠাঁর মহামূল্য সময় নষ্ট করাইয়া তাহাকে
পত্র পড়াইবার দরকার কি? আবার প্রবল
ইচ্ছা হইত, না পত্র দিই, আর স্থির থাকিজে
পারি না, একবার অর্ধ ঘণ্টার জন্য আসিয়া
দেখা দাও। তৃপ্তি চাতকিনীর মত প্রভা
তোমার পথ চাহিয়া আছে একবার আসিয়া
প্রভার বাহবন্ধনে ধরা দাও, তাহার আত্ম

চিত্ত শান্ত কর। এই নীরব অভিমান মনেই থাকিত, দেখা হইলে প্রভা লজ্জায় এসব স্বামীকে বলিতে পারিত না, এখন তাঁহাকে দেখিয়া প্রভার নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠিল, সে বাস্তবভাবে মুখ নত করিল।

নূতনবাবু শয্যার উপর বসিয়া বলিলেন, “এদিকে এস, একটা বড় দরবার আছে।” প্রভা বলিল “কি?” তাহার অর্ধ নিম্নীলিত নয়ন ছইটী জীবৎ আর্দ্র, নয়ন জীবৎ রক্তবর্ণ, দৃষ্টি নত, তাহার হৃদয়ে যে স্বর্ষ বিবাদের তরঙ্গ খেলিতেছিল, স্বামী তাহা বুঝিলেন না, বিরক্ত ভাবে বলিলেন, “এইমাত্র ঘরে এসেছি, আর অমনি কান্না, তবে না হয় চলে যাই।” প্রভা মস্তক নত করিয়া রহিল, নূতন বাবু আবার বলিলেন “দেখ আমার কিছু টাকার বড় দরকার হয়েছে, এই পূজার সময় হাতে একটা পরসো নাই, অন্ততঃ পক্ষে ১০০ টাকা যদি আমার দিতে পার, তবে আমার বড় উপকার কর।

প্রভা বলিল “আমি টাকা কোথায় পাব? তুমি কি আমার চাকরী করে টাকা এনে দাও, যে আমি জন্মিয়ে রাখছি।”

নূতনবাবু। আজ্ঞা ও মাস থেকে মাহিনা পেলে তোমার কিছু কিছু করে দিয়ে যাব, দেখো, এবার খুব কথার ঠিক থাকবে, এখন দাঁড়াও। কিছু গহনা দাওনা, আমি এখন বাধা দিয়ে ধার করি, ও মাসে ঠিক এনে দিব।

প্রভা নিজ আন্তরগহীন দেহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, “গহনা থাকলে কি আর এ বেশে থাকি, যখন চেরেছ, তখনি দিয়েছি।” নূতন বাবু বিরক্তভাবে বলিলেন, “আজ তনে কিছু আশা নাই?”

এই সময় লতিকা দোড়াইয়া আসিল ও শিতান্ন কঠালিজন করিয়া বলিতে লাগিল, “বাবা এসেছে? জোঠা মহাশয়, কাকা বাবুনা সবাই বাড়ীতে থাকেন, তুমি কেন থাক না বাবা?”

নূতন বাবু লতিকাকে জোড়ে লইয়া বলিলেন “নূতন বো! এই বে লতিকার গলার হার রয়েছে, এই ছড়াটা মাস খানে-কের জন্ত দাও, আমি ঠিক আবার এনে দিব।”

প্রভা কিছু বলিল না, লতিকা গুলু লইয়া অল্প বালিকাদের সহিত জানালার কাছে খেলিতে লাগিল। স্বামী আবার বলিলেন, “দাও নূতন বো! আমাকে এই পূজার সময় পাঁচজনের কাছে মাটি করোনা।”

প্রভা লতিকাকে বলিল, “লতিকা তোর হারটা দে, বাসে তুলে রাখি।” কত্থা বলিল “কেন মা, পূজার সময় সবাই পরেছে, আমি পরবো না?” মা বলিল, “যদি চোরে চুরি করে, পূজা বাধে তো’কে পরিষে দেব।”

বালিকা নিশ্চিত মনে দাঁড়াইয়া হার খুলিয়া দিল, মাতার হৃদয় শিশু কত্থাকে প্রভারণা করিতে কাঁদিয়া উঠিল, নয়ন অশ্রু পূর্ণ হইল। বাহার আসিবার জন্ত এত আকিঞ্চন, সে আসিল, কিন্তু সন্তোষের পরিবর্তে অশ্রু বারি কেন? নূতন বাবু হার পকেটে ফেলিয়া বলিলেন, “আমি আর ওসব কুসঙ্গে মিশবো না, এই পূজা বাধে দেখো, ভাল হবে।”

স্বামী চলিয়া গেলেন, অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিয়া প্রভা কর্ণান্তরে গেল।

(৩)

সপ্তমীর দিন বড় বো বলিলেন, “হ্যা! নূতন বো! লতিকার হার কোথায় গেলরে?” নূতন বো বলিলেন, “আছে।” বড় বো আবার বলিলেন “খুলে দেখেছ কেন? বাড়ীতে পূজো, পাঁচ জন যাওয়া আসা করছে, আর পরিবার গহনা কি লোকে এ’সময় খুলে রাখে? আমার বোধ হয় তুমি হারিয়ে ফেলে মান্ছ না।”

প্রভা মস্তক নত করিল। মেজ বো বলিলেন, “হারিয়ে গেছে?” প্রভা বলিল “না।” মেজ বো বলিলেন “তবে কি

হয়েছে? সেদিন নূতন বাবু এসেছিলেন বাবু পূজার খরচ চালাইতে সেটা কাঁকি দিয়েছেন।” প্রভা নীরব।

মেজ বো বলিলেন, “নূতন ঠাকুরপোয় কি কঠোর প্রাণ বাপু! সন্তানের গলার হার খুলে ঐ কাজ! আর তোর পতিভক্তিকে ও খত্মবাদ নূতন বো!”

মেজ বো বলিলেন, “আমাদের অমন স্বামী হ’লে আমরা তা’র মুখ দেখতুম না, নূতন নৌয়ের খুন সহ্যগুণ বলতে হবে।” মেজ বোয়ের ভগিনী নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন, তিনি কানের ইয়ারিং ছুলাইয়া বলিলেন, “আমরা বাপু অমন স্বামীকে তক্তি করতে পারি না, তাতে আমাদের পাপই হোক, আর বা’ই হোক।”

প্রভা কর্ণের ছুতা করিয়া সেখান হইতে পলাইল, মি’ড়ির কাছে আসিয়া অপমান লাহিত মস্তকটা তুলিয়া মুখ উন্নত করিয়া দাঁড়াইল, মুক্তবাবু তাহার অর্ধমুক্ত অবগুষ্ঠন মণো প্রবেশ করিয়া মস্তক শীতল করিতে লাগিল, মনে মনে বলিল, “হৃদয়খর। তোমার নিন্দা যেখানে সেখানে, কোথা যাই বল।”

দশমীর দিন লতিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, “মা! আমার সব জামা জুতা পরিষে দিলে, হার কেন দিলেনা, হার পরিষে দাও।” প্রভা কয়দিন ভুলাইয়া রাখিতেছে, আজ আর ছাড়াইতে পারে না, লতিকা তারি কাঁদিতে লাগিল, তখন প্রভা বলিল, “আজ্ঞা একটু ঘুরে এস, আমি কাপড় কেচে এসে বাস খুলে হার দিচ্ছি।” লতিকা চক্ষু মুছিয়া বাহিরে গেল।

প্রভা দ্বারে খিল দিয়া ব্রাকেট হইতে একটা ঔষধের শিশি লইয়া পান করিয়া শয়ন করিল। মুখে অফুটবরে বলিতেছিল, “শুভ্র ঘাটে একা আমি, পায় করে নাও খেয়াল নেয়ে।”

হুগলি একজিবিশানে দে’র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্ত ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন।

(৪)

লভিকা আসিয়া অনেক ডাকিয়াও সাড়া পায় না, দেখিয়া বাড়ীর লোকে সন্দিহান হইয়া দ্বার ভাঙিল। প্রত্যার অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার আনা হইল।

প্রত্যার শাণ্ডী কাদিতে কাদিতে বলিলেন, “নূতন বো! কেন এমন কাজ করলে মা? তোমার লভিকাকে কে দেখবে?” একজন গিন্নি নূতন বাবুকে ডাকিয়া আনিয়া, তিনি আসিয়া মুমূর্ষু পত্নীর শয্যাতে বসিলেন।

প্রত্যা লজ্জা ভাগ করিয়াছে, জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া, অনেক দিনের অনেক কথা, অনেক বৎসরের অনেক বেদনা, প্রাণ খুলিয়া গভীর উচ্চাস ভরে ব্যক্ত করিতে লাগিল। পরিপূর্ণ আবেগে তাহার মরণোন্মুখ বক্ষ ফাটিয়া বাইতেছিল। তাহার হৃদয়কুম্ভে কত মধু ছিল; কেহ তাহা জানিত না, আজ বায়ু প্রবাহে তাহা ছড়াইয়া পড়িল। তাহার মন, তাহার মনোমগ্নতা ভাষার ব্যক্ত বেদনার কথা শুনিয়া সমাগত ব্যক্তি মাঝেই অশ্রু মুছিতে লাগিলেন, নূতন বাবু অকৃত্রিম অনুভূতিতে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

ডাক্তারের চেষ্টায় প্রত্যা জীবন পাইল। নূতন বাবু জননীর চরণে হাত দিয়া বলিলেন, “মা! এই তোমার পায়ে হাত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি সমস্ত অসৎ প্রভুত্ব ভাগ করিয়া প্রত্যার উপযুক্ত স্বামী হইব, অসৎ কার্য্য আর না, আর না।”

বহুদূর হইতে বিসর্জনের বাজনা শুনা বাইতেছিল, শরতের স্নান জোৎস্না প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিয়াছিল, পূজাবাড়ীর উৎসব সঙ্গে একটা মিলন ভাব দেখাইতে ছিল, ঝাড়ের আলো শূভ পূজার দালানে পড়িয়া একটা গভীর ভাব আগাইতেছিল। নূতন বাবু পূজার দালানে প্রত্যার হাত ধরিয়া বলিলেন, “প্রত্যা! আজ থেকে

আমি তোমার সঙ্গে সৎ স্বামীর মত ব্যবহার করিব, প্রতিজ্ঞা করিলাম, আজ বিজয়া দশমীতে লোকে শত্রুকে আলিঙ্গন করিয়া বন্ধু করে, আজ ভগবান তোমার শত্রুকে বন্ধু করিলেন।”

প্রত্যা লজ্জিত ভাবে বলিল, “ওকি কথা, তুমি কোন কালেই আমার শত্রু ছিলে না, চিরদিনই বন্ধু ছিলে।”

সমাপ্ত।

শ্রীহেমলিনী মিত্র।

যবাণী।

হিন্দীতে ইহাকে বলে আয়রান, বাঙ্গালার ইহার নাম যবাণী বা যোয়ান। দেশীয় ঔষধাবলীর মধ্যে যোয়ানকে আর্থা চিকিৎসকগণ উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছেন। সংস্কৃতে ইহার নাম যবাণী, ব্রহ্মবর্তী, ক্ষেত্র যবাণী, যমানিকা, দীপ্যক এবং যবসাহব।

এই যবাণী ক্ষুদ্র ফল বিশেষ, যোয়ান প্রায় অনেকেই দেখিয়াছেন, অধিক বলা নিম্নয়োজন।

আয়ুর্বেদে ইহার গুণ কটু তিক্তরস, উষ্ণ-বীৰ্য্য, লঘুপাক, তীক্ষ্ণ, পিত্তবর্জক, পাচক, কটীকর, ঝাং, কফ ও গুরু হানিকর, বায়ুনাশক। শূল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য এবং গুণ্ডা, প্রীহা, উদর ক্রিমি প্রভৃতি রোগের শাস্তিকারক। এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ইহার সম্বন্ধে কিরূপ পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাই বলিবার জন্ত এই প্রবন্ধের অবতারণা।

ডাক্তার বিডি (Dr. Bidie) বলেন, ইহা অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিলেও মুখে অধিক পরিমাণ লালা নিঃসরণ করিতে সক্ষম। কথা—

“This remedy Dr Bidie remarks, in moderate quantities increases the flow of saliva augments the

secretion of gastric juice, acts as stimulant, carminative and tonic.

ইহা দ্বারা পাচকরস নিঃসৃত হয়, ইহা উত্তেজক, পাচক এবং টনিকের মত কার্য্যকারী। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অগ্নি সৎকোচক ঔষধের সহিত ইহা অতি সুবিধাজনক রূপে গলফতে (relaxed sore throat) ব্যবহার করা যাইতে পারে। ডাক্তার জে, জে, উড প্রভৃতি অগ্নি ডাক্তারগণ এই মতের পোষকতা করেন। দেশীয় চিকিৎসকগণ এক চা চাম্‌চের ১ চাম্‌চ পরিমাণ যবানীতে কিঞ্চিৎ লবণ মিশাইয়া চিবাইয়া জল দিয়া গিলিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ যবানীকে সিদ্ধ করিয়া সেই জল পানেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ঠিক নহে, ডাক্তার ওয়ারিং বলেন যে, এইরূপে ডিককসন করিলে ইহাতে যে তৈলাক্ত পদার্থ থাকে, তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এই তৈলের পরিপাক শক্তির জন্তই যবানীর এত আদর। সিদ্ধ করিলে তাহার সেই শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, বরং চিবাইয়া খাওয়াও অনেকাংশে ভাল।

জোয়ান চোলাই করিয়া লইলে তাহাকে জোয়ানের জল বলে। এই জোয়ানের জল এখন বাজারে পাওয়া যায়। চোলাইয়ের পদ্ধতি অতি সহজ। ৩ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১১০ সের পরিমাণ খোসা ছাড়ান জোয়ানকে ৬ কোয়ার্ড বোতল জলদিয়া দেড় কোয়ার্ড চোলাই করা জল থাকিলেই স্নান হইয়া থাকে। জলে জোয়ান কেঁলিয়া দেওয়াটা ভাল নয়। চোলাই করা পাত্রে লাগিয়া পুড়িয়া পরিপ্ত জলটাতে গন্ধ হয়, গুণেরও লাভ হয়। সেইজন্ত একটা জাকড়ার বাকিয়া ঠিক জলের মধ্যস্থলে তাগাইয়া রাখিতে হয়। ঐ জলের ব্যবহারের পরিমাণ ১ হইতে ৩ আউন্স মাত্রা পূর্ণ বয়সের জন্ত ব্যবস্থা করা উচিত। ডাক্তার উড বলেন অজীর্ণ রোগ,

বিশিষ্টাধির প্রবৃত্তি, পেট ফাঁপা, মূৰ্ছা ভাব
ভুক্ত ভোজনের পর উদরাময়, হিষ্টিরিয়া,
শিশুদের পেট খেচুনি, উদরাময় এই সকল
উপসর্গে ঘোষানের আরক বা জল সহ্য
উপকারী।

ডাক্তার ওয়ারিং এম, ডি, বলেন যে,
যদিও দেশীয় লোকেরা বলে ইহা বিস্মটিকা
রোগেও কার্যকরী, কিন্তু ইহার যে সে গুণ
আছে, এমন কোনস্থলে প্রমাণ পাওয়া যায়
না। সুতরাং ইহার উপর সম্পূর্ণরূপে
নির্ভর করা যায় না। ইহা বায়ু নাশক,
আক্ষেপ নিবারক বলিয়া অত্যন্ত ঔষধের
সহিত দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ ঘোষা-
নের উপর নির্ভর করা যায় না। "It is
not to be trusted to alone but
forms a admirable adjunct to other
remedies"

ডাঃ উড বলেন যে, যাহারা অত্যন্ত
মত্তপায়ী, তাহাদিগকে, যবানীর জল
দিলে মত্ত পিপাসা হ্রাস হইতে পারে। ইহা
কটু এবং উত্তেজক গুণ বিশিষ্ট বলিয়া পাক-
স্থলীতে একটা উত্তেজনকারী ক্রিয়া আনয়ন
করিয়া থাকে, ইহা দ্বারা কোনরূপ মত্ততা
আনয়ন না হইলেও মত্ত পিপাসা নিবারণ
করিয়া মদ খাইবার হৃদয় বাসনাকে অনেক
পরিমাণে সংযত করিয়া থাকে, ইহা আনিও
পত্রীকা করিয়া দেখিয়াছি এবং নিশ্চয় করিয়া
বলিতে পারি যে, ঘোষানের জল (Aqua
Ptychotis দ্বারা বহু মত্তপায়ীকে মদ
ছাড়াইয়া রাখা করা যাইতে পারে।

এখন দেশীয় চিকিৎসকগণ পাশ্চাত্য
চিকিৎসা প্রণালীতে ইহার সহিত লবণাদি
মিশ্রিত করিয়া ইহার ট্যাবলেট বা বটিকা
প্রস্তুত করিয়াছেন। ঘোষানের এত গুণ।
এই ভক্ত প্রত্যেক সংসারে ইহা বা ইহার
প্রকারভেদ যে কোন আকৃতিতে থাকা
আবশ্যকীয়।

Chinese Marriage Superstition.

চীন জাতীর বিবাহ সম্বন্ধীয় কুসংস্কার।

চীন দেশের প্রবাদ, বাড়ীতে কেহ মৃত্যু
মুখে পতিত হইলে ১০০ দিনের মধ্যে সেই
সংসারের যদি কেহ বিবাহ করে, তবে
তাহাদের সাংসারিক সুখ হয় না, গেইজু
কাহারও মৃত্যুর পর ১০০ দিন বিবাহাদি
গুস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারি না। চীন
দেশের প্রথা, কস্তাকে কোন প্রাণীনা প্রথম
দেখিয়া আসিয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে, যদি
কোন নবীনা কস্তা দেখিতে যায়, তাহা
হইলে চীনেদের মতে ভয়ানক অকল্যাণ
হয়। কোন সংসারে কাহারও মৃত্যু হইলে
গতক্ষণ মৃতবেহের কফিন বাড়ীতে
থাকে, ততক্ষণ বিবাহ করিয়া গৃহে
বধু আনিলেও আনিতে পারা যায়, কিন্তু
মৃতদেহ কবর দিবার জন্য বাড়ী হইতে
বাহির হইলে আর ১০০ দিনের মধ্যে বিবাহ
হয় না। চীনের মতে পরিণীতা কস্তা
খণ্ডরালয়ে যাইবার সময় যদি তাহার পাছকার
ঘোড় (heel) মুড়িয়া যায়, তাহা হইলে
স্বামীকুলের অশুভ হইয়া থাকে। কস্তার
খণ্ডরালয়ে গমনের সময় তাহার পাল্‌কীর
পশ্চাতে একটা হাড়ীতে করিয়া চিনি ও
এক টুকরা মাংস বান্ধিয়া দেওয়া হয়,
উদ্দেশ্য—পিশাচাদি কেহ যেন কস্তার অনিষ্ট
করিতে না পারে, এই জন্য তাহাদের উদ্দেশ্যে
এই গুলি পাল্‌কীর পশ্চাতে বান্ধিয়া দেওয়া
হয়। চীনের লোকে ভূত প্রেত মানে এবং
এসবকে তাহাদের ভয়ানক কু-সংস্কার আছে।
কস্তার বিবাহের সময় কস্তাকে এক
ঝুড়িতে বসাইয়া বস্ত্রাদি পরিধান করান
হইয়া থাকে। উদ্দেশ্য—সমস্ত জীবনে তাহার
সর্বাঙ্গীন কুশল হইবে।

চীনাাদের কস্তার বিবাহ হইবার পর ৪
মাস কাল যে বাড়ীতে নতুন সন্তান জন্মিরাছে,
বা কেহ মরিয়াছে, তাহাদের গৃহ প্রবেশ
করা নিষিদ্ধ। একরূপ করিলে দাম্পত্য প্রণয়ে
ব্যাঘাত জন্মে এবং আত্মদন তাহার সুখী
হইতে পারে না।

কস্তার বিবাহের পূর্বে রাজে কস্তা জন্মের
মত তাহার পিতা মাতার সহিত এক টেবিলে
বসিয়া কেবল অর্ধ ভোজন করিতে পারি, তাহার
বিবাহ হইলে আর কখন পিতৃ গৃহে আসিতে
পারি না। পরদিন বাত্মাকালেও কস্তাকে অর্ধ
ভোজন করিয়াই চলিয়া যাইতে হয়। সকল
দেশে একটা না একটা সংস্কার আছে,
পাশ্চাত্য জাতি এবং আধুনিক পাশ্চাত্য
জাতির অশুকরণ প্রিয় শিক্ষিত ভারতবাসীগণও
এই গুলিকে কুসংস্কার বলিয়া থাকেন,
কিন্তু এমন সুসভ্যজাতি ইংরাজদের মধ্যেও
কতগুলি কুসংস্কার আছে। বাগান্তরে
পাঠকগণকে তাহাদের কতগুলি উপহার
দিবার বাসনা রহিল।

স্বদেশী মেলা।

এ বৎসর ৬ই সেপ্টেম্বর বহুবাজার স্ট্রীটে
স্বদেশী মেলা বসিয়াছিল, আমাদের গবর্ণর
লর্ড কারমাইকেল মহোদয় মেলার দ্বার
উদ্বাটন করেন। কয়েকদিন লোক সমাগম
মন্দ হইতেছিল না। মেলার প্রদর্শিত দ্রব্য-
দির মধ্যে এবারেরও কিছু বিশেষ উল্লেখ
যোগ্য দ্রব্য দেখিলাম না। সেই মাথার
তৈল, জুতার কালী ইত্যাদি।

পটারি ওয়ার্কসের দ্রব্যগুলির উন্নতি
হইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, বেশ
হইয়াছে। বেশল কেমিক্যাল এবং কার-
মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস কোম্পানীর, ডাক্তার
বল্লর লেবরেটরীর দ্রব্যাদির উন্নতি
হইয়াছে; এগুলি দেশের গৌরবের সামগ্রী
সন্দেহ নাই। ডাক্তার ইন্সপেক্টর মর্কি

সহস্রের এক পাকে ভাত ভাল ভরকারী,
যাহ সাংস রাজ্যের ইচ্ছিক উন্নতিও বেশ।

বাহারী মেলায় জব্বারি বিক্রয়ের জন্ত
আনিয়াছিলেন, তাহাদের বিক্রয় বিশেষ এমন
কিছু হয় নাই, কারণ দর বিশেষ সুলভ বোধ
হইল না। সাধারণ অভিযোগ দুর্খল্যতা।
সুবেষ সহিত বলিতে হয় যে, মেলায় উদ্দেশ্য
সফল হইতেছে না। এ বৎসরের বিশেষত্ব
এই, গবর্ণর বাহাদুর মেলায় ধারোদখাটন
করিয়াছিলেন। তথাপি মেলায় উত্তোক্তা-
গলকে পশুবাদ। একটা নজা—সংবাদ পত্রে
কখন কখন ক্রটির সমালোচনা হইত বলিয়াই
বোধ হয়, অনেক সংবাদ পত্রকেই কোন
আবাহন নিমন্ত্ৰণও হয় নাই। সত্য হইলে
এটা প্রশংসার কথা নয়—দুর্কল্যতা বিশেষ
মাত্র। ক্রটি দেখাইলে চটিয়া যাইলে সাধারণ
কাণ্ডে অগ্রসর হইতে বাতায়ী হস্তজনক
ব্যাপার। যাক্, যে কোন প্রকারে দেশের
হিতাকাঙ্ক্ষাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা সফল
হইলেই ভাল। কিন্তু এই দেশের তথাকথিত
সেতাদের উপর সাধারণের লজ্জা কমিতেছে।
তবে “বয়েই গেল” বলিলে আর চারা নাই।
এমন কথা সাধারণ লোকেও বলে, তবে
আব নারকত্বের বিশেষত্ব কি, সরার বাড়ী
লাগত নাই। উত্তোক্তিগণের উদ্দেশ্য ভাল,
কিন্তু লোক মতের দিকে দৃষ্টি রাখার অফ-
বতাই যে সাধারণ সত্যমুহুর্তি অন্তরায় এটা
মুঝিলে ভাল হইতে পারে।

উৎকৃষ্ট ছাপার

কাজ অতি সুশুভে, অতি অল্প সময়ে সুসম্পন্ন
করিয়া দিই। চেক দাখিলা, লেবেল, প্রীতি
উপহার, বিবাহাদির নিমন্ত্ৰণ পত্র অতি সুন্দর
ভাবে ছাপাইয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।
দরের অল্প পত্র লিখুন।

ম্যানেজার

“কাজের লোক”

অভাবনীর সুযোগ!—তৎপর হউন! হতাশ হইবেন না!

ইলেকট্রিক কল্ বেল

বা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা।



উপহারের পকেট ল্যাম্প।



চাকর চাকরালী ডাকিতে আর রাগিয়া পুন হইতে কইবে না। প্রায় ৪২ ফুট লম্বা তার ও
উৎকৃষ্ট স্থায়ী ডাই ব্যাটারি—তাহা লাগাইবার হ্রস্ব প্রকৃতি সময়ে আমরা নাম ভিপি ডাক মাসুল
সময়ে ৬ টাকার আপনার বাড়ীতে ডাকে পৌঁছাইয়া দিব। অতিশীঘ্র তাব আবশ্যক হইলে
তাহাও অতি সুলভ মূল্যে দেওয়া হইবে। ইহা এখন প্রত্যেক গৃহে আবশ্যক, যেহেতুক পর-
স্পর প্রতিবাসীগণ এবাড়ী ওবাড়ী যোগ করিলে বিপদের সময় নিজ কক্ষ হইতে অল্প বাড়ীর
লোককে সংবাদ পাঠান যাইতে পারিবে। জিতল কক্ষ হইতে নিম্নতলের ও ভিতর বাড়ী হইতে
বহিরাগতির দাসদাসীকে ডাকিতে পারিবেন। ইহা ১৫ টাকার কম পাওয়া যায় না,
গ্রাহকগণকে ৬ টাকায় দিব, শুদ্ধ তাহাই নহে, প্রত্যেক গ্রাহককে একটি অতি সুন্দর
পকেট ইলেকট্রিক লাইট বা বৈদ্যুতিক আলোক উপহার দিতেছি। “কাজের লোক”
আকস্মে আসিলে সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে এজেন্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।

ঘরে বসিয়া উপার্জন পস্থা।

“উপার্জন পস্থা” সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা হইলে আমাদের লিখিবেন, ঘরে বসিয়া কেমন
করিয়া আপনি অনায়াসে মাসিক ৩০০৫ টাকা উপার্জন করিতে পারেন, দেখাইয়া দিব।
একখানি অর্ধ আনার টিকিট পাঠাইতে হইবে মাত্র।

ম্যানেজার “কাজের লোক”

১৭ নং অক্টোবর রক্তের দিন, মহারাজগঞ্জ

পূজার সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৥০ টাকা ।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

সপ্তম বর্ষ
১০ম সংখ্যা ।

New Series,
October 1913.

নূতন সংস্করণ ।
অক্টোবর, ১৯১৩

Vol. VII.
No 10.

চিরপ্রথামত আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক পাঠক, পাঠিকা, বিজ্ঞাপন দাতা ও পৃষ্ঠপোষকগণের নিকট মহামায়ার পূজার জন্ত অমণ্য কয়েক দিনের জন্ত অবকাশ প্রার্থনা করিতেছি ।

এ সংখ্যায় আমরা শিল্পাদি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করি না । এই মহানন্দের দিনে কঠিন বিষয় সমূহের আলোচনা ভাল দেখায় না । মহামায়ার অনুগ্রহে সকলে এই কয়দিনে আনন্দে অতি বাহিত করণ, ইহাই প্রার্থনা ।

Choicest Prescriptions.

প্রিসক্রিপশন সংগ্রহ ।

Laxative Powder.

বিরেচক চূর্ণ ।

চিনি সূক্ষ চূর্ণ ৭০ গ্রামস্
অথবা ১৭৭ ড্রাম

লিকারিস্ রুট বা ভণ্টি মধুর

মূল চূর্ণ ৫ ড্রামস্

Precipitated sulphur 150 Gr.

Valelline 3 Gr.

উত্তমরূপে মটারে পিষিয়া একটা শিশিতে রাখিয়া দিতে হইবে । ইহা সন্ধ্যায় আহারের

পর জগের সহিত, চামচের এক চামচ খাটতে হয় । প্রাতে মাত্র ২বার বহুনা নিতৌন দান্ত হইয়া যায় । ইহা প্রত্যেক রাত্রে ব্যবহাব করিলেও জোলাপের যে একটা অভ্যাস, তাহা আনয়ন করে না । (Medical council, I. M. R.)

বাতের মলম ।

Rheumatism.

Rx. Salicyl Pulve ½ Dr

Oil Terebinth ½ Dr

Lanoline ½ Oz

Mix. use as ointment first cleaning the skin with soap and water ; use friction 5 minutes.

36-1911. I. M. R.

Ringworm ointment.

দাঁদ ।

আক্রান্ত স্থানের চুল যথা সম্ভব পরিষ্কার করিয়া, প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেই স্থানটাকে মর্দন করিয়া নিম্ন লিখিত ঔষধটী ব্যবহার করিলে ভাল হইবে ।

Re

অয়েল রেশিনী ½ ড্রাম

স্পিরিট ক্যামফর ১ আউন্স

টীং ক্যাম্ফারাইড্‌স্ ½ ড্রাম

74-1911

I. M. R.

দশ লক্ষ টাকা দান ।

আমাদের বন্ধমানের গৌরব রবি ভাস্কর রাসবিহারী ঘোষ বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি কল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভণ্ডে ১০০০০০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, আবশ্যক হইলে আরও দশ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন । ইহারই নাম অথের স্বার্থকতা ! সমগ্র জগতে দশ লক্ষ পড়িয়া গিয়াছে । মহাত্মা তারকনাথ পাণ্ডিত মহাশয়ের দানের কথা ইতিপূর্বে “কাজের লোকের” পাঠকগণ পড়িয়াছেন, বোধ হয় বিস্মৃত হয়েন নাই । দেশের ধনীগণ এই মহাজনদ্বয়ের আদর্শ অনুকরণ করিলে কি দেশের ভ্রংশ দূর হইতে অধিক দিন লাগে ? “কীর্তি যন্ত্র ম জীবিত” এই কীর্তিকে মানবকে অমরত্ব প্রদান করে, ডাক্তার রাসবিহারী, শ্রীযুক্ত তারকনাথ পাণ্ডিত আজ অমরত্ব লাভ করিলেন, দশ, দশ বঙ্গের সুসন্ধান ! ভগবান ইহা দিগকে দীর্ঘজীবন দানে দেশের কল্যাণ সাধন করুন, ইহাই প্রার্থনা ।

হুগলি একজীবিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্ত ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন ।

আগমনী ।

রাগিনী খাওয়া । তারিখ ।

গিরি নদী, গগণ জলনী এসে যবে ।

হরের কবরখান ঘর আলি সমারনে ।

কুশিরে পে গিগুরানী, আনিলার তোর

গৌরী,

আগি সমা, এবং উমা, এসেছে তিন দিনের

তরে ।

আগন্ত ভননা নর, শমন যাবে করে ভর,

আরাধন আরাধন, করে বিধি বিধু হরে ।

তোমার উমার মারা নিষ্ঠুরে সত্ত্ব কারা,

জীব নাম আজ হারা, মহামারা নাম ধরে ।

প্রভাত ভাঙোয়নী, কালী তারা নাম ধরি,

পতিত জন উদ্ধারে কপারমী কপা করে ।

"দীন হাজারী"

বহুকাল

মাতৃ আবাহন ।

মা আমার, জগজ্ঞানপালিনি, আজ
সবংশের পরে, তোমার আবাহনে মন প্রাণ
উজ্জলিত হইতেছে । এস মা, সন্তানের
চির আকাঙ্ক্ষিত দশ ভূমি মা আমার, জ্ঞান,
বুদ্ধি, অর্থ, শক্তি সমভিষাহারে, পতিময়ী
মা আমার, আবার ভারতের হুঃখ দৈন্ত
হারাচার মাঝে, তোমার সেই সন্তিত আনন
সহ, একবার দাঁড়াও । ত্রিশ কোটি নর-
নারী আজ আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত নরনে তোমার
আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে । এস জগদ্ধাত্রি,
এস জগত মন মোহিনী । আজ সন্তানের সকল
পাপ তপ তুলিয়া গিয়া, তোমার সেই সত্ত
বিকসিত কুহর সম সরা প্রসূরিত শমন থানি,
একবার দেখাও । সন্তানের মনে বল দাও,
শাসন দাও । মা ভারতের সব গিয়াছে,
ভারতের আর কিছুই নাই, ভারতের আপনায়
খলিয়া গৌরব করিবার এক রাজ্য পাই

খলিয়া । এবং মা ভারতের সন্তানের মন
আনন্দের নিম্নের আনন্দের মন, আবার
আমাদের কবরে আসিয়া, উমার হস্ত
প্রসন্নময়ী । সন্তানের আগে তোমার আরাধনে
যে এক অকৃত পূজা আনন্দের প্রকার হইতেছে,
তাঁহা অনির্বচনীয়, এম মা ভারতের যবে যবে,
আজ আনন্দোৎসবে বোগধনি করিয়া আবার
বুঝ বনিভা সন্তানের আগে নব প্রাণের
সকার কর, আজ সন্তানের শোক, তার,
ক্লেশ প্রভৃতি মুছাইয়া দিয়া প্রীতি সন্তানে
সন্তানের কবরে, আনন্দের সকার কর, সকলে
আজ এক আগে তোমার চরণে প্রণত হইয়া

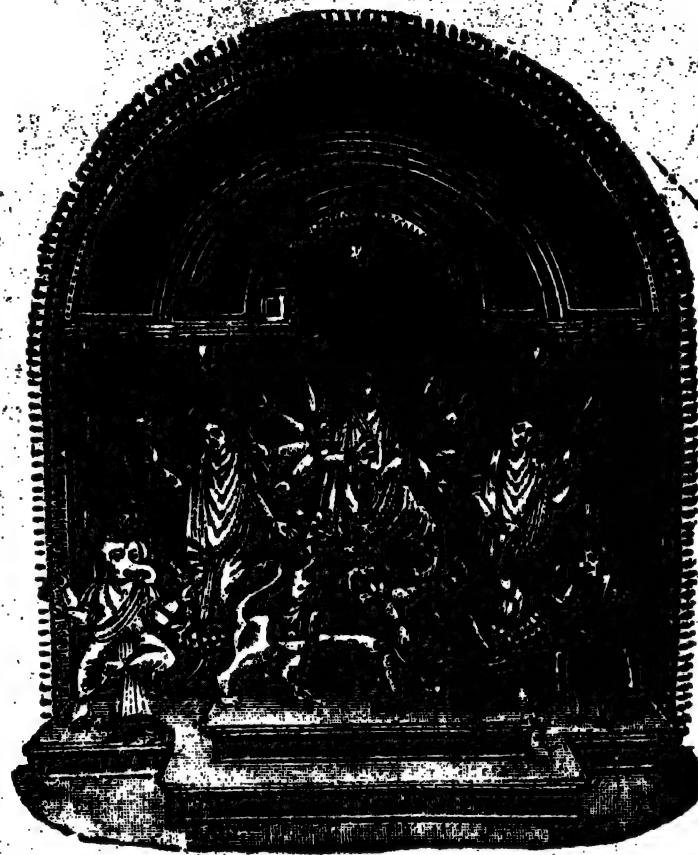
সকলক্ষেণে মল্লো শিব মর্দারী মর্দিক
শরণোৎসবে গৌরীনাথস্বামী নমস্কতে ।
সেই তোমার মধুর স্ততি বাণী আবৃত্তি করক ।

মা, সৎসর পরে তোমার আগমনে
পিতা, পুত্র, স্বামী, স্ত্রী, মাতা কজা, প্রভৃতির
একত্র সমাবেশ, কি স্বর্গীয় মনোমুগ্ধকর দৃশ্য,
নব প্রাণে, নবীন উৎসাহে, মন সজ্জায় সজ্জিত
হইয়া, তোমার সেই চির আরাধ্য হস্ত
বিভোরা, বদন থানি দর্শনাকাজকার ও
তোমার চরণস্নেহ অতীতের শোক,
তাপ, ক্লেশ, নিবেদন করিতে ভারতবাসী
কাতারে কাতারে তোমার আগমন প্রতীক্ষা
করিতেছে । মা শান্তিনয়ী । পতিবিরহ বিধুবা
রমণী, আজ তোমার আগমনে কাতরা,
অতীতের কি এক স্মৃতি, স্মৃতিক সংশয় সম,
তাঁহার কবরের অন্তঃস্থল বিদ্য করিতেছে ।
তাঁহাকে শান্তি দাও মা । পুত্র, কজা তারা
জননী, আজ সন্তান বিহনে নরনের নীরে
গণ্ডেশ প্রাণিত করিয়া, কবরের অস্তঃস্থল
শোক বেগ ধমন করিতে না পারিয়া ক্রন্দনের
রোনে দিক বিগত মুখরিত করিতেছে, তাঁহাকে
প্রাণে শান্তি দাও মা ; তাঁহার কবরে আনন্দ
দাও, ভারতের হুঃখের সংসারে সুখের
হিলোল প্রবাহিত কর । ভারতে গৃহ বিচ্ছেদ
বন্ধ বিচ্ছেদ, অপাড়ি, কলহ, প্রভৃতি দোর

দোর দোর দোর, ভারতের আর সন্তান
হুঃখ দাও, কালস দাও । হুঃখি নারী মা
আমার, ভারতের, গুণতি, শক্তি, করিয়া
ভারতবাসিকে সাহস কর । মা যোগ, শোক
অসীমিত ভারতবর্ষে, হুঃখ দৈন্ত এক ভারত-
বর্ষে, অতীতের স্মৃতি দ্বিজাধিপতী আরম্ভকর,
অতি, চর, কল্যাণসিদ্ধি ভারতবর্ষে, একমাত্র
দশ প্রহরণ করে ভারত করিয়া, গিছে পুণ্ড্র
লক্ষী, কান্তিকর, গণপতি, বনবতীসহ,
ত্রিশরনে ভারতবাসির প্রতি কৃপা কটাক্ষ
করতঃ দেখ যত্র যবে অতর বাণী প্রদান
কর । ভারতকে পাপ হইতে মুক্ত কর,
ভারতকে এই তোমার নিজের বস্ত, ভারতের
হুঃখ দৈন্ত কি তোমার কবরস্থল পূর্ণ করে
না ? পারিনি ! তুমি মা অরপূর্ণ থাকিতে
তোমার সন্তানের অন্ন কষ্ট, আর মা হুঃখ
নিবারিত ভারতের হুঃখে নিবারণ কর ।

মা পিতৃ মাতৃ হীন, অনাথ বালক
বালিকায়ে অশ্রু কে মুছাইবে, তাঁহাদের
পিতা নাই, মাতা নাই, ভনী নাই, বন্ধু নাই,
আজ এই আনন্দের দিনে, তাঁহাদের কবরের
বেদনার শান্তি, কে করিবে মা । তোমার
আগমনে, সারা জগৎ আনন্দে বিভোর,
তাঁদের অশ্রু জলই কি সার হইবে ? তাঁহাদের
নরনের অশ্রু মুছাইবার কি কেহই নাই মা ।
তাঁদের মুখে হাসি দাও, তোমার আনন্দের
দিনে তাঁদের প্রাণে আনন্দ দাও মা ।





মাতৃ-স্তোত্রম্ ।

অরি ভগবন পালিনী,
বেদ বিজ্ঞা প্রসবিনী, মাতঃ সিদ্ধি ঋদ্ধি দারিনী
লক্ষ্মী পুষ্টি তুষ্টি মাতঃ
শান্তি কান্তি সৌম্য মাতঃ
বর্গ মুক্তি প্রদারিনী মাতঃ দশপ্রহরণ-

ধারিনী ॥

মধু কৈটভ নারিনী,
ধনুজগণ বিনাশিনী
পতিত পাবনী, পাপহারিনী, প্রকৃতি পুরাতনী
প্রাণ্যনাথ রূপিনী
দাক ভুত নিবাহিনী

অন্নপূর্ণা ধাত্রী মাতঃ মহিষাসুর মর্দিনী
শরণাগত পালিনী
দুঃখ দৈন্ত নারিনী
আরাহি সারথী, শুভদে বরদে, আরাহি শান্তি-

রূপিনী

বিতর অন্ন সম্রাণে

প্রসাদ মাতঃ দীনদানে,

(জয়) অগদম্বে অধিতে মাতঃ সুব্রহ্মগুণ-

বন্দিনী ।

সেবক

শ্রীমতোব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পূজার পঞ্চরং ।



সদানন্দের নাট্য রঙ্গ ।

কৈলাস—

ভগবতী—আসীনা ।

নন্দী । প্রাণিপাত জননীর পদে । এই মাত্র
আইগাম বঙ্গদেশ হতে নাতঃ—

ভগবতী । কি সংবাদ বল দেখি তুনি,
আছে কি জীবিত কেহ ?

নন্দী । অর্দ্ধ বঙ্গ প্রাণিত বজ্রাণ, গৃহ দ্বার
নাহি কারো—রক্ত বর্ণ বজ্রা জলে
অসংখ্য ভাষিয়া চলিয়াছে জীব দেহ ।
পুতিগন্ধে নরকসদৃশ জনপদ,
কলকল নাদে বজ্রাস্রোত চলি-
য়াছে—যেন দ্রুতর সাগর প্রায় ।
জীবিত বাহারা, সর্বত্র হারিয়ে
লইয়াছে, বৃক্ষশিরে আশ্রয় জননী—
বিহঙ্গম পলায়েছে দেশছাড়ি । ক'রু
ভাষিয়া চলেছে শবদেহ পশু দেহ, সনে
—তম গৃহচাল অগ্ন্য ভাসিছে—
লইয়াছে আশ্রয় মানব তার । গর্ভবতী
বৃক্ষ শিরে বসি প্রসবিয়া সন্তান তাহার,
অশ্রুজলে ভাসিছে জননী । তেন
কঠোর ছদ্দিন বঙ্গের অদৃষ্টে মাতা
হয়নি কখন । ভীষণ সে দৃষ্টাবলী
বর্ণিতে অক্ষয় সবিস্তার !

ভগবতী । হায় বৎস ! পাবানী জননী
আমি তাহাদের, চল শীঘ্র বাই
পশুপতি কাছে কর্তব্য করিতে
নিরুপণ ।

(গ্রহান)

দ্বিতীয় গর্ভাক ।

গণপতি কার্তিকের প্রবেশ ।

কার্তিক । (গণেশের প্রতি) দাদা নন্দী
দাদার কাছে সব শুনলে ? বুঝছ
কি ? পূজো থাবার বেলায় আগে
বাড়িয়ে যাও, এখন উপায় কি
করচ বল দেখি, ইন্দুর বাবাজীর
জলে পড়লেই সর্বনাশ, লোকে
কথার বলে ইন্দুর চোবানী ।

গণেশ । তোম মউরেরও সেই দশা ।
অগাধ জলে নাকানী চোবানী
থেকেই মারা যাবে । ময়ূবত
আর বগ নয়, আর রাজহংশও নয়
যে সঁতার দেবে ।

কার্তিক । উড়ে যাবে, উড়ে যাবে—শী করে
ইংরেজের এরোপ্লেনের মত উড়ে
চলে যাবে । তোমার যেমন
বুদ্ধি দাদা, বেছে বেছে নেওটী
ইন্দুরে চাপতে সাধ হলো । বেটা
প্রেমের জোড়, মুনসিপালের
বাবুরা ইন্দুর মারলে বক্সিস দায়,
এত আর আমার ময়ূর নয় ।

গণেশ । (জুড় হঠাৎ) দাখ কেতো, বড়
ভেদের সঙ্গে ইয়ারকি, উড়ে করে
ধরে এক আছাড়ে অস্ত্র কেউ হলো
মেয়ে ফেলতুম তা' জানিস ।

ভগবতী জয়া লক্ষ্মী সবস্বতী এবং

মহাদেবের প্রবেশ ।

ভগবতী । তুম নাথ—পিতৃ ভূমি মম,
আমি বই জানে না তাহার,
এখনি বাইয়া প্রতিকার করিব
সবার, চল দুরা করি, অস্ত্ররীক
হতে দেখিব সকলে । কুবেরে
পাঠাও সমাচার, রথ লয়ে রয়ে
অপেক্ষায় ।

মহাদেব । ইচ্ছাময়ী ! পূর্ণ হোক ইচ্ছা তব ।
নন্দী ! কুবেরে সংবাদ দেহ অবি-
লম্বে, ভগবতী শূত্র হতে ছেরিবেন
বঙ্গদেশ—বাগনা তাঁহার ।

নন্দী । আজ্ঞা শিরোধার্য্য, প্রাণিপাত বৃগল
চরণে ।

কার্তিক । আমি বাব মার সনে ।

গণেশ । আমিও বাইব ।

লক্ষ্মী ও স্বরস্বতী । আমরাও বাইব ছেরিতে ।

জয়া । দাসী ও বাটনে মার সনে ।

ভগবতী । মাত্র দুরা করি, বিলম্ব না সহে
আর । হায় হায় প্রাণ কঁন্দে
তুনিরা নন্দীর কথা ।

পট পরিবর্তন ।

মর্ত্যলোক ।

(গৃহ শূত্র নর-নারী আকর্ষণ জলে পড়িয়া)

যায় প্রাণ, রক্ষ সনে, কে কোথায় আছি
ওষ্ঠাগত হয়েছে পরাণ ! অনশনে আর নাহি
করিবারে পারি আত্মরক্ষা, জলে জলময়
চারিদিক, দ্রুতর সাগর প্রায়—নাহি জনপদ,
নাহিক আশ্রয়, স্থল,—হায় হায় গেল
ভাবি প্রাণের কুমার অই, অতল সন্নিবে !
কি ভয়ঙ্কর স্রোত—এক প্রলয় বারিষি
গ্রাসিল ভুবন ।

অন্তরীক্ষে।

বহু-কর্ম মারার প্রবেশ।

মহা। কলকাতার লোকে বহুদিন হারিয়েছে
আশ্রয় আশ্রয়, আশ্রয়, শিশু সন্তান
শোষিত শিশু, রক্ত শোষিত শিশু,
হের পাশপাশে থাকিতে পারি না
কছু।

মহা। লোক দেখি। বখা বখা তখা মখা,
তোমার বিহনে আমিও আশ্রয়হীন।
হর অবিলম্বে ক্ষেপে সবাকার আবি-
ভূত, পুত্ৰশ্রোতি নাতক তিমির-
রাশি, উদ্ধারক প্রাণপণে সবে—অগণ-
নৈশুক পুণ্য শ্রোতি তব, শিশুক
সকলে মনুষ্য এই হতে।

মহা। শুন মায়া সহচরী, পারি না যে পশিতে
শিশুস্রোত কছু। স্বার্থের সেচ্ছাকারজনক
পুত্রি গছে পারি না তিষ্ঠিতে। বাগালার
দাতা নাম লুপ্তপ্রায়, দান স্পৃহা যদি
কিছু থাকে, আছে তাহা লুক্কায়িত
মারোরাড়ী হৃদে। চল যাই, তাহা-
বেরে করিগে আশ্রয়, আদর্শ
দেখিয়া শিখে যদি বঙ্গবাসী—জাগরিত
হয় যদি লুপ্তপ্রায় দানস্পৃহা।

(গীত)

জাগোরে জাগো হের হের অই
প্রাণিত ধরনী কি দেখ হার।
তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের মাতা
তব সহোদরা ঐ ডুবে যায় ॥
শুন হে মহান, কম পরিজ্ঞান
প্রাণপণে আজ যে যেথায়।
উঠ উঠ দাতা, কেমনে হেরিবে
অসংখ্য পরাগী ভূমি মরিবে,
নিজ স্বখে ভুলি থেকনা আর,—
কি ছার জীবনে, কি ছার পোরবে
কি ছার ও ধনে, কি ছার হরবে
* মানবের হৃদি নাহিক বার,—
যেসন শক্তি, কম কিছু দান,
রাখ এ বিপদে মনুষ্য প্রাণ,

আমি জাগি গতিবে তার,—

বরগের সুখ মানি কাছে তার,
হে মানব কর উন্নতি আশ্রয়—

বিশ্ব প্রেমস্রোতে ভাস ধরার।
জাগো রে জাগো, হের হের অই
প্রাণিত ধরনী কি দেখ হার ॥
তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের মাতা
তব দারা সূতা সূত ভেসে যায় ॥
(অন্তর্দান)

শূভ্র ভগবতী, অরা, কার্তিক, গণেশ গম্ভী
বরবতী।

অরা। হের হের মাতা জীবন্ত মানবগণ
ভাসি যার উত্তাল তরঙ্গ স্র, হার হার
অসংখ্য মরেছে গাভী বৎসগণ সনে।
মর্ত্তভূমে।

আমি নাহি বাঁচি—যুঝি তরঙ্গের সনে
অনশনে অবসর হস্তপদ, অই! অই! ডুবে গেল
প্রাণের প্রতিমা সুকুমার শিশুগুলি সনে।
হস্তপদ থাকিতেও নারিছ করিতে রক্ষা।

(গীত)

কে আছে—কর পরিজ্ঞান—
মৃত্যু গ্রাসিছে—হের হে মহান!
গেছে গৃহস্থার, কিছু নাহি আব,
অনশনে মরে, হের সুকুমার
ওষ্ঠাগত—এবে প্রাণ—
কে আছে—কর পরিজ্ঞান ॥
মারোরাড়ীগণের প্রবেশ।

মাঠে। মাঠে! বতকণ দেহে প্রাণ, রক্ষিব
বিপন্ন জনে। মারোরাড়ী ভাইগণ! যার
বতটুকু সঞ্চল সামর্থ্য, এস আজ জীবনরক্ষা
ব্রতে করি সমর্পণ, ধন্য করি মানব জীবন।

মহা ও মারার অবির্ভাব।
মহা। হের—হের দেবী, তব পুত্র জ্যোতিঃ
পশিয়াছে সংসারের মাঝে! ঐ হের,
ভারে ভারে চলেছে দাতার
দান, হৃদয়ের পবিত্র স্থখার ধারা—
ছুটিয়াছে শতমুখে পুত্র আকর্ষণ
পুত্র ধারা প্রায়। ধন্য, ধন্য দেবী

মহিমা তোমার, মর্ত্তী আজ দেব
লোকে পরিণত যুঝি।

বঙ্গ-বালকগণের প্রবেশ।

হার হার! এত আশ্রিতাদ শুনি, এত কাত-
রের কর্ত্ত শুনি জাগিল না কেহ? আত্মস্বার্থে
রহিল বুঝে সব?

কি আশ্চর্য! কোন্ দেশ হতে আমি
মারোরাড়ী ভ্রাতা লোক হৃদগণে করিবে উদ্ধার,
আমি আমরা ঘৃণিত বাঙ্গালী বসি বসি দেখিব
তাহাই! এস ছাত্রের জীবন দেশতরে করিলে
অর্পণ। এস যে যেথায় আজ, বন্ধ
প্রাণ মনুষ্যের নলে, তাজ স্বার্থ, চল গিয়া কাঁপ
দিই প্রবল বস্ত্রার স্রোতে, রক্ষা করি আমার
দেশের লোকে, আমার সে অমূল্য, বঙ্গদেশ
মাতা, তাহার সন্তান সবে। তা যদি না
পারিব, বখা উচ্চ শিক্ষা অহঙ্কার।
এস এস ভ্রাতা ভগ্নী যে যেথায় আজ, লয়ে
কিছু সঞ্চল সন্তোষে, পশ্চৎ সলিল মাঝে, অবশ্রুই
উদ্ধারিতে পারিব তা'দের।

অন্তরীক্ষে।

ভগবতী। ধন্য মারোরাড়ী, ধন্য হুখিনী বঙ্গের
সুকুমারগণ! ওরে ওরে লই
আশীর্বাদ, করিছি বর্ষণ অন্তরীক্ষ
হতে তো সবির শিরে।

কার্ত্তিক। মাতা, যাব আমি মর্ত্তলোকে
ইহাদের সনে উদ্ধারিতে ভাসমান
মৃতপ্রায় নরনারীগণে?

ভগবতী। বাছারে আমার, মর্ত্তে কলি যুগে
দেবগণে মুর্ত্তমান হয়ে না পারে
পশিতে! তা হলে কি এতই অনর্থ-
পাত হইত বঙ্গেরে।

কার্ত্তিক। মাতা! তবে কি মরিবে এত জন-
সঙ্ঘ, পশিয়া সলিল মাঝে, অস্ত-
রীক্ষে হেরিবে পশিয়া তাই?

ভগবতী। বৎস—বস্ত্রা নহে শুধু ইহা, মনুষ্য
পত্নীকার তরে লীলাময়-লীলা
ইহা। বহুকণ মায়া, ময়া
আমারই অংশরূপে পশিয়াছে

হুগলি একজিরগনে হের চা মরোরাড পুরুষ প্রাপ্ত, এজেলীর অস্ত্র ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে, আবেদন করুন।

নর নারীকুলে। এই হের বৎস মাত
বস তার, বাসীগণ ও অকাজের
করিতেছে দান। যিশু মূলমান
শ্রীদান এক প্রাণে আগিরাজে
করিতে উদ্ধার। হের বৎস!
রাজাধিবাজ হতে দীন দুঃখী
জাতি স্বর্গ কুলি, বিখ্যেমে মাতি—
বিপ্লবে উদ্ধারিত করিতেছে
রক্ত প্রসারণ। পরীকার হল ইহা—
তাই দেব বাণকের প্রাণ অমর
অক্ষর কীর্তি করিতে অর্জুন
ছুটিয়াছে বাণকের দল! তাই
স্বার্থপর পক্ষপন্য নরকের কীটসম
বিস্ময়ী দল স্তম্ভিত হারছে
এনে মহুঘাত হেরি। সকলিই
লীলামর লীলা, সংসারের রজাঘরে!
বৎস, হির নেত্রে কয় দগধন
পিশাচের অটুহাসি, দেবঘের
মহিমা বিস্তার।

স্বচ্ছ সেবকগণের প্রবেশ।

(গীত)

ভীষন মরণ, সকলি সমান
একগতে কিছু থাকে না আর,
বিপ্লবে তারিতে, যে পারে দিউতে,
সেই তুচ্ছ প্রাণে অমরত তার।
তব দেশ বাসী, আত্মীয় স্বজন
প্ৰাণে করিবে প্রাণ বিসর্জন
কে পারে হেরিতে এ দৃশ্য তাই,—
উৎসর্গিয়া প্রাণ, করি সবে প্রাণ
চল চল তাই করিতে বাই।
স্বকুমার মোরা, তাহে কিবা ব্যর্থ,
মিলিত শক্তিতে পশিব ধরার,
চল চল বাই, এস এস তাই
মুছাইব অন্ধ দুঃখিনী মার।

অর নাহু ভূমি!

(প্রস্থান)

Day's Tea is the best in the market. P. O. Box, No 335, Calcutta.

শুভে পরবর্তী এবং লক্ষ্মী।

পরবর্তী। বহু বহু পরবর্তী, একদিনে বুঝি-
লাম, সুবিকারি পথে অগ্রসর
সবে, মহুঘাত না শিথিলে বদি,
শিক্ষা তবের কিবা প্রয়োজন!
বৎসগণ! জ্ঞানের সাধনা মহুঘাত
লভিবার তরে। বহু হইল
আজ, লভ অমরত রাখিলে
অতুল কীর্তি, ভারতের জীর্ণ
ইতিহাসে—হইল রে নূতন অধ্যায়
সংযোজিত আজ হতে!

লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর বরপুত্র যারা তাহাও কি
রহিবক বসি? দেখি পরীকার শেব,
রাখিবক মাকি গোরব আমার
মোর বরপুত্রগণে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

শুভ পথ। ভগবতী ও জয়া।

ভগবতী। জয়া, এরা কারা, এত দুঃখে উল্লাস
বরান, উপেক্ষার হাসি ছুটিয়া
নয়নে কিস্ত বহে অশ্রু জল।

জয়া। "প্রোক্সেনাল্ সিমপাথাইলার" এই
নামে ভুবনে বিখ্যাত। গুন মাতা
পিশাচ সঙ্গীত ইহাদের।

ভগবতী। সংসারেতে চির পুণ্য জ্যোতি
ত্রিদিবের মত কেমনে সম্ভবে।
আলোক আধার একাধারে নিরা-
জিত, সংসার মাঝারে বাড়াইতে
মহতের মহিমা কেবল?

জয়া। গুন মাতা পরামর্শ ইহাদের।

লট পরিবর্তন।



তজুক পন্নী।

১ম ব্যক্তি। দেশের হজুক দেখলে আনন্দের
সীমা থাকে না। স্বদেশীর পর
হতে একটাও দাঁও গাঁথতে
পারি নাই।

২য় ব্যক্তি। দেখি বদি এই দাঁওটার কিছু
হয়। হজুক হলোই কিকিং না
হয়েই যেতে পারে না, চল মিটিং
করে চাঁদার খাতা নিয়ে
বেরোন-বাক।

(কোরাস্)

আমরা সব হজুক পেলেই, আগিয়ে ছুট,
তাতে আর কেউত অবাক হয় না।

কথাটা—বু—

আমরা চাই কণ্ঠে Something,
Out of anything

এটাই মোদের নিশানা।

আমাদের কেউ প্রপোজ করে,

কেউ বা সপোর্ট করে তাঁরে

বহিঃ (আমরা) বুকি বেশ—

সাধারণে আমর ঘোটে পৌছেও না।

কিন্তু তাকে কিবা আনো বাহ,

আমাদের পক্ষে রাব্বী বৈধ নয়,

মোদের ঘরই বই জননী বলে না।

কি আমি? পেটটা বড় দুখান,

ক' কি ভরা বাঘে বল এখন,

সেই ভাবলে সকল দিক ত চলে না।

আমরা হুট করে বেড়িয়ে পড়ে খুলি কন

বিশ্ব ভোল ফিরিয়ে রাখি উপনতি

চাকর চাকর,

পকেটটা ভারি হলেই আমরা বেমানম

সরে পড়ি, লোকে কত বলে

কিন্তু কথাটা মোটেই কই না।

একল সটকান দেওয়া, লোক মজান,

হাত টানে হ'পরসা বিলকণ আছে জান,

কিন্তু হলে কি হবে সকলের বুদ্ধিতে

এ সকল আসে না।

আমরা লেগা পড়াটা শিপি,

অতি মনোযোগ দিয়ে লোকের চরিত্রটা দেখি,

জবানটা হ্রস্ব কাজেই কথাও কইতে দিই না।

নিজেরাই হাত পা ছুড়ি,

চটাগট টেবিল চাপড়াই, হিরার হিরার করি,

লোকের তাক লেগে যায়,

লোকে চান্দা দিয়ে ফেলে, কথা কইবার

অনসরও পায় না।

তার পর বস্ চূপ চাপ, লাগার হুপ হাপ

হিসেব চার, পালাগালিও দ্যায়

বাস্তবিক আমাদের সে অভ্যাগস নাই,

আর মোটেই কথাটা কই না।

এই রকম আর কি, অধিক আর কি

বলা বেতে পারে,

বিবেচনা কর, কথাটা বোক বিচার করে,

দেশ হিতৈষীতা দেখাতে গেলেই,

সবাইকেই এইরূপই কর্তে হয়,

বিবেচনা কর, কেউ আর পৈত্রিক ধন

এনে কিছু দেয় না।

তাই হুজুক আমাদের জন করেকের লক্ষী,

হুজুক পেলেই আমাদের আত্মাদের লীমা

থাকতেই পারে না।

লোকে আমার বিজ্ঞান করে, তবে

গীট কীটার আমাদেব তফাৎ কি,

তা দে কথার আমরা আর উত্তর দিব কি,

বুলে বড় বেশী তফাৎ থাকে না।



কক।

জৈনক মহিলার গীত

আমি নিশিদিন তোমার ভালবাসি

তুমি অবসর মত বাসিও—ও—ও—

কী। সর্বনাশ! এদের বাড়িতেও আমার

থাকতে আছে, জলপ্লাবনে দেশ যায়

যায়, চারিদিকে হাহাকার, এই সময়ে

এদের ভালবাসার সময় হলো!

(প্রকাজে) থাম মা, রক্ষে কর,

আমাদের প্রাণ কাঁচো, আর তোমা-

দের কি ভালবাসার সময় বাছা?

মহিল। আমি নিশিদিন হেথায় বলে আছি,

তোমার বখান মনে পড়ে আলিও—ও—

কী। রাম রাম! এই এদের দেশের প্রতি

টান, কি সর্বনাশ! আমি পালাই বাগা

চাকরীকে দণ্ডবৎ!

প্রস্থান।

দ্বিতীয় কণ্ঠ্যক।

পল্লী পথ।

কক। তাপ্ তাই রাম, আং যার ব্যাং ব্যাং,

বললে বলে আমিও এক চাল বাই।

মোড়লের পো নাম আহির কর্তে

চান, আমরা তাবড় তাবড় থাকতে

দেশের লোকের সঙ্গে ওরই প্রাণটা

কাঁদলো?

রাম। এ অজ্ঞায় কথা দাদা, সকলের প্রাণ

কি সমান, কার সর্বনাশ, কার পৌষ

মাস। হাছনের চামড়া গারে থাকলেই

কর না দাদা, মজুত থাকে তাই

নইলে মজুত ও যা, পত্ত ও তা! কেন

কত দেশের লোকে, ইংরাজ, মাড়ো-

য়ারী পার্শী এরা এসে আমাদের

দেশের লোকের সঙ্গে প্রাণ দিয়ে ধন

দিয়ে কড়ে, আর আমাদের চারিদিকে

হাহাকার শুনে আমাদের কি কিছু

কর্তে নাই, কেবল কুপের ব্যাং?

আপনার স্বার্থের কুপেই পড়ে আছি

বইত নয়। বাহৌক তবু দেশের মুখ

রক্ষে করছে, নইলে ওর মতন লোক

কি সাহায্য কর্তে পারে। সামর্থ্য অনেক

কেন ছোট থাকতে পারে, কিন্তু

মহুতী ছোট হতেই হবে তার মানে

কি? এরাই বড় দাদা বুঝেছ।

এরূপ কাজে লোকের শিক্ষা হউক,

লোকে সাহুয় হতে শিখুক।

কক। যাও যাও কোথা যাবে দাদা। মজু-

ত সব বেটামই আছে তা জানি।

রাম। ভগবান, তোমার সৃষ্টির তারিক

আছে, তবেই চিড়িয়াখানার নানাল

প্রকার জীবের নানাল জীব

নয় দেখে বাস্তবিক অস্বীক হয়ে

বেতে হয়। গোবিন্দ হে! তোমার

ইচ্ছা।

কক্ষ। গোবিন্দ হে তোমার ইচ্ছা, যেটারা
কলির কাপ্ আর কি!

প্রস্থান।

(অন্তরীক্ষে।)

ভগবতী। আশীর্বাদ করি বৎসগণ! হয়ে
সুসন্তান চির হুঃখ বুঢ়াও মাতার।
আজ খন্ড রাজ্য, খন্ড দেশ, তোমা
দিগে ধরিতা বৃকতে। একদিন
তোমাদেরই মহত্বের গুণে স্বার্থপর
বান্ধালীর দুর্ভিবে কলঙ্ক রেখা।
এই নিদারুণ হুবৎসবে যেই জন
কলঙ্কহীন দীন নিরাশ্রয় জনে
করিলেক দান, সেই জন প্রকৃতই
করিলেক পূজা মোর—সাদরেতে
সেই পূজা করিব গ্রহণ!

অন্তর্ধান।

কার্তিক। গণেশ দাবা দেখচ, ইন্দুর নং
লোপ হয়ে গেছে! যদি তোমার
বুড়ো ইন্দুরটা মরে যায়, তাহলে
replace করার উপায় নাই—
যদি মাঠে জল ঢুকে আঁহা ইন্দুর
বেচারিদের না কি কষ্টই হয়েছে
গো! এত আর আমার মনুষ্য নয়
যে এরোপ্লেনের মতন সাঁ করে-
উড়ে পালাবে। বার কতক কিচ্
কিচ্ করেই ঠাং উচু করে অঁকা
পেয়েগ্যাছে আর কি। ইন্দুর ও
আবার বাহন করে কেউ।

গণেশ। ভাখ কার্তিক এ ঠাট্টা করার
সময় নয়। তুমি সেনাপতিই হও,
আর যাই হও, রাগলে আমি
দাঁত দিয়ে কেড়ে ফেলব!

কার্তিক। ঐ নাও প্রেক্ষাগৃহে সিমপাথাই-
জারদের মত একটু সহায়ভূতি
দেখাতে গেলুম, আর তুমি রাগ
কলে। আঁহা! জলে ইন্দুর গুলো

মাকারী চোখানী খেয়ে মরে না
দাবা! তুমি এক কাজ কর, এক
খানা মটর কার কেন, ও
সেকালের বোব পুরান আর চলবে
না, দিন বড় খারাপ পড়েছে।

Interval.

কৃতিবাস ঞায়চকুর মহাশয়ের টোল।

মোহ মুদার ব্যাখ্যা।

—:—

চলচ্চিত্রং চলচ্চিত্রং চল জীবন যৌবনম্

চলাচল মিদং সর্বং কীর্তি বৃত্ত সমীকতি ॥

অর্থাৎ কীর্তি মুখ্যে ভরানক ফগারে,
একদিন শোচাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে নিজের
বাঁওরায় বসে তামাক খাচ্ছেন, এমন সময়
সেখান দিয়ে রামধন খুড়ো যাক্ষিলেন।
মুখ্যে মশায় ত তখনি উঠেবয়ে চিংকার
আরম্ভ করেন “ও রামধন শুনে যাও, শুনে
যাও।” রামধন খুড়ো কাছে এলেন, কি
ব্যাপার?

মুখ্যে। একটা বৃহৎ নিমন্ত্রণ পত্র এসেছে।

রাম। কি লেখা আছে।

মুখ্যে। বেখই না ছাই।

রামধন। খুড়ো পত্র পড়ে দেখলেন, পত্রে
উল্লিখিত শ্লোকটি লেখা আছে।

রামধন খুড়ো বলেন, মশায় এত নিম-
ন্ত্রণ পত্র নয়, এতে লুচির গন্ধও নাই। এসব
প্রাচীন কালের মুনিদের ভুত ছাড়ান মন্ত্র।

অধ্যাপক মহাশয় বলেন, আরে ছাই এস
মানেই বুঝতে পারেন না। তবে শুধু আনি
ব্যাখ্যা করি।

চলচ্চিত্রং কিনা হে চিত্র! তুমি চল,
চলচ্চিত্রং, ব স্থানে ত হয়ে হল ভূতা, কি
না হে ভূতা তুমি চল, “চলজীবন যৌবনং
জীবন যৌবন তোমরাও চল, ভরানক ফগার
পেকেছে। চলাচল মিদং সর্বং, কিনা

সকলেই বাঁওরা আঁহা কড়ে, কীর্তি বৃত্ত
সমীকতি কি না এমন কীর্তি মুখ্যে সেও
তার বৃহতি ভাব্যা নিমে চলেছে। অতএব
এমন ফগার বাদ দিও না। রাম ধন খুড়ো
হতভম্বা।

আর শুনে। তবে একটু বোসো, মোহ
মুদগরের খাটা ব্যাখ্যা এখানে কোন পণ্ডিতই
জানেন না, ভাল শ্রোতার অভাবে এ সকল
গুপ্ত রত্ন লোপ পেতে বসেছে, রামধন খুড়ো
বলি কাকে?

“কস্ত পিতা, কস্ত মাতা, কস্ত ভ্রাতা সহোদরা
কায়ে প্রাণে নসৎক কাকস্ত পরিবেদনা”

“কস্ত পিতা” কি না “পিতা” কাস্তে
কাস্তে মরে গেলেন, “কস্ত মাতা” “মাও
কাস্তে কাস্তে গেলেন, কস্ত “ভ্রাতা
সহোদরা” কিনা নিজের মার পেটের ভাই,
সেও কাস্তে কাস্তে গেল। কায়ে প্রাণে
নসৎক কি না কারো সঙ্গে প্রাণের সঙ্গে
সৎক রক্ষি না, “কাকস্ত পরিবেদনা কিনা
বাড়িতে একটা কাক আস্তো, সেও তাদের
শোকে প্রাণ ত্যাগ কলে। “ন কস্ত চিত
অতএব কেউ কাস্তে কাস্তে কখনও চিত
হয়ো না। তা হলেই প্রাণ পাখিটা সটকান
দিবে। আঁহা রামধন খুড়ো, এমন ব্যাখ্যা
তুমি জীবনেও আর কোথাও শুনেছ বল
দেখি।

রামধন খুঃ। না বাগাজী এমন সুন্দর
ব্যাখ্যা আমি কেন অনেকেই শোনে নাই।

আবার শুন “বো প ঠাং ভা”

এক দিন বোসদেন পণ্ডিত মশায় গঙ্গা
স্থানে যাচ্ছেন, রাস্তার মধ্যে দেখলেন একটা
লোক কাদার পড়ে আছে, তিনি তাকে
ভিজায়া কলেন, তোমার কি হয়েছে গা?
কাদার পড়ে কেন? লোকটি পণ্ডিত মহা-
শয়কে চিন্তেন, বলেন “ঘোঃ পঃ ঠাংভা”
পণ্ডিত ও অহাক, এর অর্থ বুঝতে পারেন
না। তখন লোকটি বলেন, ঠাকুর আপনি
শ্লোকের টাকা করে শ্লোক ছোট করে

পারেন, এই কথাটার অর্থ বুঝতে পারেন না? বোম্বেয় ক্যা অর্থীং বোম্বেয় হতে গড়ে ঠাঁয় থেকে কেলেছি।

সরদার খুড়ো উৎকট ব্যাখ্যার মধ্য শুনে অবাক।



অজ্ঞান ভিমিরাক্ত জ্ঞানাজন শলাকরা
চক্ষুস্মিলিতং যেন তইয় ত্রীশুরবে নমঃ।

বাগু হে এর অর্থ জান কি? এর ব্যাখ্যা অতি নিশ্চিত, প্রবণ কর।

অজ্ঞান ভিমিরাক্ত, অর্থীং অজ্ঞানীর কাছে যেটা তিন্ মন দশসের, জ্ঞানাজন শলাকরা, কিনা জ্ঞানীর কাছে সেটা সোণার মত হালকা। চক্ষুস্মিলিতং যেন কিনা এই জ্ঞানচক্ষু যিনি উন্মীলন করে যেন, তইয় ত্রীশুরবে নমঃ অর্থীং সেই গুরুকে আমি নমস্কার করি।

দরিদ্র কাশ কাশ আগরুবা বাম ঠ্যাং।

গরানক বৃষ্টি হচ্ছে পথ দিয়ে একটা দরিদ্র জনে ভিজতে ভিজতে যাচ্ছে। বানিকটা গিরে একটা পূর্ণ কুটার দেখতে পেলো। এবং তখন কিরুৎকণের রক্ত আশ্রয় ভিক্ষা

করে। এদিকে নিশা আগন্ত প্রাচ, বৃষ্টি বামেয়া স্তম্ভরং দরিত্রকে সেই রাত্রি তখন অতিবাহিত কতে হলো, কুটারটা একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের, দরিদ্র সমস্ত দিন জলে ভিজছে, রাজ্যে গুরে গুরে কাসতে আরম্ভ করে দিয়েছে, তখন ব্রাহ্মণ রাগান্বিত হয়ে উল্লিখিত শ্লোকটা আবৃত্তি করেন। শ্লোকটার অর্থ কি? গুরুন তবে, "দরিদ্রা কাশ কাশ" হে দরিদ্র কাশ কাশ, তাতে কতি নাই, কিন্তু "জাগরুবা" কিনা যদি আমাকে আগাও তবে উবা কালে উঠে, বাম ঠ্যাং কিনা, বাম ঠ্যাংটা তেনে দিব।

ভেষ্যম্পর্শ।

কলিকাতার রাস্তার এক রাত ভিকারী ভিক্ষা কতে বেরিয়ে খুব-ই সাধু ভাবার গান্ধী ধরেছে।

"মা জারিনী করোনা আমারে, ব্রকনা"
অদ্বিমে দিওনা মোরে রবি সুতের গঞ্জনা।

কলিকাতার মদন বড়ালের লেনে অনেক মেস, একটা মেসের ছেলে উচ্চকণ্ঠে ব্রেস্ ব্রেস্ করে সাবাস দিয়ে উঠলো, রাস্তার একটা লোক চলে যাচ্ছিল, সে ডেপো ছেলেটার ঠাট্টা শুনে বলে উঠলো, অত্যা, ও অজ্ঞান, ভিক্ষে কতে ওর সঙ্গেও অমন কত্রে আছে?

কৌতুক কথা।

—:—

সরদারবা পাঁচ বৎসরের বালিকা। সে ত সংসারের সাত পাঁচ ভাবিতে শিখে নাই, ক্রমাগত আপন মনে কক্ষের এক কোণে বসিয়া টেচাইতেছিল, অদূরে সরদার পিতা বিষয়কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। বালিকার দৌরায়ে কালের ব্যাখ্যাত ঘটতেছিল ধমক

দিয়া বসেন, সখসি কেহ যদি টেচাবি তাহলে মার খাবি, (চুপ) করে বসে থাক, কেবল কিছু দরকার হলে কথা কইবি, সরদার বাপের ধমকে চিন্তিত হইল, একটু চুপ করিয়া জমিল, তারপর বাপে নিকট গলা জড়াইয়া বলে,— আমার কিছু দরকার আছে বাবা

বাপ। কি দরকার সরদার!
সরদার। আদ্রি টেচাব।



আমার স্ত্রী-শাসন।

কে বলে আমিহে— জানিনা রাখিতে
শাসনে আমার স্ত্রীকে-হায়।

কোন দোষে দোষী— হইলে প্রেমসী
(একটা) পালকের বাড়ী মেরেছি তায়।

তথাপিও যদি, ঘোর অত্যাচার
বলেছে প্রেমসী ঘুরায়ে মুখ।

আমি তখন তাহারে— নুতনার হারে
বাঙ্কিয়া দিয়াছি কতই দুঃখ।

তথাপিও যদি, বন্ধিম আধি,
ঘুরায়ে করেছে চপলতা।

আমি কুন্তলের রাশি, দিছি হাসি হাসি
সারাতী গারেতে দিতে ব্যথা।

এত শাসনেও, যদি গো বলিবে
এই শাসনে কি নারী নশ হয়?

তবে লাটী সোটা ধরে, ঠেঙ্গিরা তাহারে
বশ করা কাজ আমার নয়।



কৈলাস শিখর।

তপোবন।

নন্দীর রিপোর্ট।

মহাদেব ও নন্দী।

নন্দী। চারিদিকে কাঁধাকার, অতি শোচনীয়
স্বর্ণস্পর্শী দুর্ভাবলী?

মহা। আর কিছু আছে কি সংবাদ।

নন্দী। এনেছি রিপোর্ট কিছু।

মহা। শতের অবস্থা?

নন্দী। লোকালয় নাই, কৃষিক্ষেত্র অরুচুনি
প্রায়, বালুকার মাটি প্রোথিত
করেছে সব। চুর্ভিক্ষের কয়াল
গ্রাসে কতলোক নিইবে জীবন।

মহা। শিল্প বাণিজ্যের দশা হেরিলে কিরূপ?

নন্দী। কেশটোল, পাটকার কালি প্রচুর
বাজারে, বোধ কারবারের মূলে
চির তরে হইরাছে কুঠার আঘাত,
কেহ কারে বিবাস না করে, যে
অবধি জাতীয় ধনের টাকা চরে-
গেতে গোলমাল, সে অবধি ভুক্তিত
সকলে।

মহা। অহো, সেই জাতীয় ধন, যার তরে
সামাজিক সুটিয়া অকুরগণ দিয়ে
ছিল কঠোর কঠোর পরিশ্রম
তরে?

নন্দী। ই। পিতঃ সেই জাতীয় ধন, প্রায়
লক্ষটাকা, কোথায় যে আছে, কিরূ-
পেতে আছে, কেহ নাহি জানে। হিসাব

চাছিলে উক্ত ধান কেহ নাহি করে
এই হতে এক অবিস্ময় অগ্রেছে
সবার, আর কোন কার্যে এক
কণদিক নাহি চায় দিতে কেহ।
স্বর্ণনাশ সেই দিন হয়েছে বাঙ্গালার
কি বলিব শিত্তঃ।

মহা। স্বদেশী ছক্কর দেখিলে কেমন?

নন্দী। সর ঠাণ্ডা, পাণ্ডাঘাট, তারাই ভতামী
ব্যক্তিচার করি, স্বদেশীর আভ
শ্রদ্ধ করিরাছে ভাল। সদাপর
রাজা ভারতের, নিজের উন্নতি দিকে
দৃষ্টি আছে তাঁর, কিন্তু স্বদেশের
প্রস্তুত জিনিস ল্পর্শ নাহি করে কেহ।
পাণ্ডার দল যত্নের প্রায়, যাহা ইচ্ছা
করে, লোকে তত্তাচার বুঝিয়া
ক্রমেতে বীতশ্রদ্ধ হয়েছ এখন।

মহা। হত ভাগ্য দেশে তারপর আবকারী
সংবাদ কেমন।

নন্দী। খুব ভাল, গাঁজা, জলি বেশ চলিতেছে
পল্লীতে পল্লীতে, উন্মাদ আগার পূর্ণ
বাতুলের দলে, সবা কবে বোম বোম
রবে তোমার মহিমা গান। কত
সংসারই হইয়াছে পিতা আমাদেরই
মত। বলিব কি একাহারী থাকি
যোগাইয়া থাকে, দেশের পরচ,
পুত্রকত্তা পিতামাতা কিছুই নাহিক
দেখে, খুবই উন্নতি বলিতে হইবে
সন্দেহ নাহিক তার।

মহা। ভাল ভাল গুনিয়া হইছ সুখী।
তারপর আচার ব্যবহার বাঙ্গালার
কিরূপ বুলিলে?

নন্দী। ক্রমোন্নতি হইতেছে ভাল। নারীগণ
বোমটার ঢাকিয়া রাখিত সুখ, এবে
সুখটির উড়িয়াছে বজা, সাজিত
কটির বলে বোমটার বিকসিত পুন্ডর
যরান, আওতার পড়ি ফুটে লাক
ভাল, তাই বোমটার শিনাশ লাবন,
অনিয়াবা হইয়াছে। বলে সব

বুদ্ধপরিচয় বলাইতে বোমটা নারীর।
অবরোধ প্রথা লুপ্ত প্রায়, সত্য
বাঙ্গালীর ঘরে নানা বাধিলতা
বজা উড়িছে ক্রমেতে। বলে ভারত
উদ্ধারের শুভ অস্ত্র লুকাইত আছে,
বোমটা তিতর, খুণে লাগি বোমটা
নারীর, বস্তু ভারতউদ্ধার অনায়াসে।

মহা। ষটে ষটে, তার পর?

নন্দী। নারী বুট পায়ে তার, লাকার কাপড়,
আর পশ্চাতে বসিয়া পুকুরেরা
করতালি দেব বন বন—অদ্বুত অপূর্ণ
দুঃস্থ বাস্তবিক বাঙ্গালার ইতিহাসে।
আরও শোন পিতা, অবরোধ প্রথা
শিক্ষিত সমাজে গতপ্রায় বলিয়াছি
আগে, নিষা স্বাধীনতা পেয়ে নারী-
গণ বেড়ার উত্তান মাঝে হাওরা
খেয়ে। এতেও মেটেনি সাধ।
গুনিতেছি গ্রিয়ার পার্কেতে মহিলা-
গণের তরে খাটা খাস হাওয়ার
গুদাম হইবে এবার। মাঠ ঘাট
উত্তানের হাওরা পুকুরের নিখাসেতে
হয় কলুহিত, এই জন্ত বিলুপ্ত
পর্দার মাঝে বাহাতে খাইতে পার,
ধামা ধামা হাওরা সরলা অবলাগণ
সেইরূপ হইবে বাবুয়া। সেখা
উচ্চ পাখে গাখে পিকবনে কবিতার
কোয়ারা ছুটিবে।

মহাদেব। বাঃ বাঃ আছে আইডিয়ার, তারিক
সুন্দর। তার পর আর কিছু
আছে নুতন সংবাদ। রমণীর
পতি ভক্তি আছে কি তেমন
আর?

নন্দী। কেরনে বুদ্ধি পকারন, প্রায় সব,
বিনি সাজা, সাজার ব্যাভার নহে
সেকালের মত? গাড়ীকে উন্নত
নন্দী বলে, যার ছক্কাইয়া নগরে
কোয়ারা ছুটিবে, রকুণে তারার ঘরে

যদি সেইরকম মত বেচারী সে নারী
ভালি। আর দেখে রাত্তরিকই দর
হয় পিতা।

মহাদেব। কেন বল দেখি।

নন্দী। বলে নারীর সম্মান করিতে হইলে
এইরূপই কেতা তার।

মহাদেব। কেন, নারীর সম্মান সে কালেও
ছিল, দেবগণ সাদরে গইরা দেবী
গণে অবাধে ভ্রমিতেন জিহুবন।
নিভাত্ত বাসের মত সঙ্গুর্বে না
বসি, দেবতার ভার পাশে লয়ে
প্রাণের সজিনী, অনার্যাসে পারিত
হইতে।

নন্দী। তাহাতে হইত বটে, কিন্তু সন্তা
নারীগণ বাঙালার ঘেবাধেবি সইতে
না পারে, বেজার গরম হয়ে যায়, ভিলে
যায় বসন ফুল, তাই এ বাবস্থা
পিতা। শুনিলে না, গ্রিয়ার পার্কেতে
নিজক মহিলা খাবে প্রাণ খুলি
হাওরা।

মহাদেব। ধর্ম কর্ম কিরূপ দেখিলে ?

নন্দী। ধর্ম একটা না একটা আছেই সবার,
মোক ধর্ম লুপ্ত প্রায়, স্বার্থ ভ্রমিতেছে
ভাল। আসনেতে যোগ্যসনে বস
এ সকল নাহিক আর, দিক চেরারেতে
আরামে বসিরা চোক বুজি ভাবা,
মাঝে মাঝে প্রেম অশ্রু কোনরূপে
রগড়া রগড়ী করি টানিরা বাহির করা
খুবই সংক্ষেপ রাস্তা হয়েছে ধর্মের।
আগে দেবতার পূজা, পিতৃ শ্রাদ্ধ
হলে দীন হুখী খেত পেত হুটী,
উপলব্ধ করি, এবে সে সকল বাগাই
বুচেছে, মরা বাপ পিত্তি নাহি খায়,
মাটির পুতুল নড়িতে যে এক পাও
মোহি পারে, সে আবার ভরাবে
অপরে। এইরূপ পাঁচ দাত্ত্যবি কেলে
দেখে পৈতৃক বেবভাভালি আত্ম
কুড়ে, কমায়েছে যার তার। সেই

অর্থে বিলাসিতা যার চলিতেছে বেশ
নারী পূজা, জাত দেবী সবে, দেন
ভোগ্য ফলফুল সুখাত্ত সকল যোগ্য
পার চোখা কি সাধুতা করি আনি
দেব শ্রীচরণে ডালি। এদিকে নারীর
পূজার তরে এত আরোজন, কিন্তু
কুকুরেতে তড়া দিলে পলাইয়া যায়
সেই পূজা নারী—পশ্চাতে কেলিয়া
লয়ে পৈতৃক পরাণ। কোন হলে
পুরুষের মত কখন রক্ষিতে নায়ে
বনিতা তাহার—কত গোরবের
আদরের মহিলাকে স্বাধীনতা দিয়া
লাহিত হইলে, শুধু নাকে কান্দে
খালকের মত। অধীন যে জাতি,
স্বাধীন করিতে চাহে নারীগণে!
কি আশ্চর্য্য ইহা হতে আছে
পৃথিবীতে ?

মহাদেব। যদি নাহি পারে রাখিতে বনিতা
লজ্জা, অত্যাচারী হস্ত হতে, তবে
কিবা প্রয়োজন স্বাধীন করিয়া
তার বৃত্তিতে না পারি।

নন্দী। শুধু সাজিতে সাহেব, আর সাজাইতে
বিবি, উড়াইতে অর্থরাশি বিলাসিতা
তরে। দেখিলে হাসিবে পিতা হাঁসা
বসা সব সাহেবের মত, বাপ মলে
কান্দে ও কাদার বলিয়া। এ সকল
বাহারা না করে, কুসংস্কার বলি
চৈতামে বেড়ার সবে।

মহাদেব। কুসংস্কার ?

নন্দী। কাজেই মাথেনা সাবান আর পরে না
গাউন, কিবা হাট কোট বুট।
রমণীর অকল ধরিয়া ফেরে নাক
পাছে পাছে।

মহাদেব। কুসংস্কার কাহাকে বলিতে চাহে
এরা ?

নন্দী। বাহা নহে নিজ স্বার্থ অহুকল
তাহাই এদের কাছে অসভ্যতা
নামে খাত। বাহা হবে নিজ স্বার্থ

অহুকল, তাহাই কুসংস্কার, বলিব কি
আর ?

মহাদেব। বটে! সংস্কার হইতেছে কিছু।

নন্দী। হু একটা বিখ্যার বিষয়, নারী
স্বাধীনতা, দেব দিকে অবজ্ঞাকরণ,
কাজ কাজ না থাকিলে উঠান
করণ।

মহাদেব। উঠান করণ ?

নন্দী। দেখে দীনভার এক দেব, হাংকায়ে
পূর্ব সরা দীনের হুটী, উঠিল
বাড়িক ইন্টার মানেজ হউক,
কায় সাঙ্কু ক্ষেত্র উপনীত হুস
পুঙ্ক লয়ে, কেহ-বলে বাগান করিয়া
কেল খাওয়াইতে হাওরা অবলা
সরলাগণে, কেহ বলে কবে ফেল
না হয় কিছু মিটিং মিটিং এই ই
রকম সব বেখালা খেলার খেলা।
আসল দেশের হিতে নাহিক বাসায়
কেহ মস্তিষ্ক তাহার। দরিদ্র দেখিলে
চাপা দিয়ে চলে যায়, গাড়ী চড়ি
মারিয়া চাবুক—অনুভূত সহানুভূতি
বতর তাহার, বুঝে কেমনে কত
আর দেখাইব পিতা। তারতের রক্ষা
লয়ে বাতুলের অভিনয় দেখিবে বা
তুমি। প্রণাম বিদায় এখন দাস।





কাশী যাই কি মক্কা যাই !

খুঁটা কাজেই দেশ মজালে, এই কি দেশকে ভালবাসা ।
 দেশের গলার হান্ଡেরে ছুরি, মায়া করে যুগলী পোষা ॥
 ছি ছি মুখস কেল খুলে, বকেরা চাল যাওহে তুলে ।
 দেশের মাহুয নাহি হলে, দেশের ভাল বুঝা আপা ॥
 দেশ চার আঙ্গ আসল মাহুয, কথার কাজে বার থাকে হুঁস ।
 ভেঙ্গে বিন্দে বলবে পটল এই বুদ্ধিটা সর্বনাশা ॥
 গরীববিন্দে উল্কে দিয়ে, কন্ টন করে কিছু নিয়ে ।
 সরে পড়া বেজার দুদারের—নিভিয়ে দিয়ে সব ভরসা ॥
 বাদেব নিয়ে চড় গাড়ী, বাদেব লুটে টাকা কড়ি ।
 ভাদেব বেথে কব্বে স্থপা, কথার কথার বলবে চাবা ॥
 এমনি ভালবাসা ভৌমার, দেখতে চারম্মা এদেশ আর ।
 বরং দেশকে তুলে দাঁচি—স্বপ্নের চেয়ে সোয়াস্তি থাপা ॥

উৎকৃষ্ট ছাপার

কাজ অতি শুলভে, অতি অল্প সময়ে সুস্পষ্ট
 করিয়া দিই। চেক, দাখিলা, লেনেন, ক্রীতি
 উপহার, বিবাহাদির নিমন্ত্রণ পত্র অতি সুন্দর
 ভাবে ছাপাইয়া সম্বরণ করিয়া থাকি ।
 যেরূপ জন্ত পত্র লিপুন ।

মালেকার

“কাজের লোক”

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সড়াক ২৫ টাকা ।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র সাহস্য মাসিক পত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

সপ্তম বর্ষ

১১শ সংখ্যা ।

New Series,

November 1913.

নূতন সংস্করণ ।

নভেম্বর, ১৯১৩

Vol. VII.

No II.

আমাদের প্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং
অনুগ্রাহকগণ আমাদের বিজ্ঞার সাধন
সম্ভাবণ অভিধান গ্রহণ করুন ।

প্রায় ৪ সপ্তাহ অবকাশ গ্রহণের পর
আবার আমরা কৰ্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম ।
মহানারার অনুগ্রহে “কাজের লোকের” সপ্তম
বর্ষ পূর্ণ হইতে চলিল, এতদিন যে নিরূপদে
“কাজেরলোক” পরিচালন করিতে সমর্থ
হইরাছি, গ্রাহক এবং বিজ্ঞাপন দাতাগণের
অনুগ্রহই তাহার মূল ত্তি । এই উপল্লাস
প্রাপ্তি বিলাসিতার দেশে এমন কাগজ চালান
বাস্তবিকই দুর্লভ কথা হইলেও, ইহারই মধ্য
হইতে আমরা কয়েক সহস্র গ্রাহক সংগ্রহ
করিতে সক্ষম হইরাছি এবং প্রতাইই গ্রাহক
সংখ্যা কিছু কিছু বৃদ্ধি হওয়ার এখন বিশ্বাসে
দাঁড়াইতে পারিরাছি যে, ক্রমেই দেশের
লোকের শিল্প বাণিজ্যের দিকে অধিক
মনোযোগ হইতেছে । আমরা আবার

নবোজ্জমে যাহাতে গ্রাহকগণের মনোরঞ্জন
করিতে পারি, সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে
পশ্চাৎপদ হইব না । আশা করি, “কাজের
লোকের” প্রতি গ্রাহকগণ ইহার জন্মান্বিত
যে স্নেহ এবং সহানুভূতি দেখাইরা আসিতে-
ছেন, তাহা হইতে কখন বঞ্চিত করিবেন না ।

পল্লীগামের অবস্থা ।

পূজার অবকাশে অনেকেই বিদেশে
গমন করিয়া আসিয়া উপভোগ করিয়া থাকেন ।
কিন্তু পল্লীগামের অবস্থা জ্ঞাত হইতে কেহই
কষ্ট স্বীকার করিতে চাহেন না । তাই
পাঠকগণের মধ্যে যাহারা স্ব স্ব গ্রামে না
কিরিয়া যান, তাহাদের নিকট আজ এই সময়
পল্লীগামের অবস্থা কিরূপ হইরাছে, তাহাই
কথঞ্চিৎ দেখাইবার প্রয়াস পাইব ।

এবারে অতিবৃষ্টির জন্য পল্লী গ্রামের
চরবস্থার সীমা নাই । পল্লীগামের লোক

রোড্‌স্‌ দিয়া প্রাণান্ত হইলেও লোকাল
বা ডিক্টে বোর্ডের পল্লীগামের রাস্তা ঘাটের
প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি নাই, রাস্তা কর্দম এবং
পতাজলে পরিপূর্ণ ! কেহ ঘরের বাহির হইতে
পারে না । এই পতাজল হইতে ম্যালেরিয়া
বিসের উৎপত্তি, ফলে ঘরে ঘরে হাঁসপাতাল
হইরাছে । বহু পল্লীগামে উপযুক্ত চিকিৎ-
সকাভাব, সুতরাং নিত্যই মৃত্যুগাংখা বৃদ্ধি
জানবার্থ ।

সমস্ত দ্রবাই চুস্তাপ্য, তরি-তরকারীর
এত অভাব যে সে অবস্থা বর্ণনাতীত ।
প্রবল ঠিতে তরকারীর আবাদ নষ্ট হওয়ার
গুরু, মাছ, প্রায় অর্দ্ধাংশে জীবনান্ধিত
করিতেছে । গ্রামের যাহারা শিকিত, অবস্থা-
পন্ন, তাহারা দেশে আসেন না, যাহারা
আসেন, তাহারা নিজেদের সুখবুদ্ধিস্বতা
এবং বাবুগিরি এবং জাকজমক দেখাইতেই
বাস্ত, গ্রামের কোন সংবাদই তাহারা লেন
না ।

হুগলি একজিবিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্য ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন ।

অবস্থা মন্দ হইলে ব্যবস্থাও অল্পরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ঝাংরা গ্রামে থাকেন, তাঁহার। স্থপিত গ্রাম্য মলানলি, অতি নীচ খাৰ্চ লইয়া পরস্পর মনোমালিন্য পোষণ করিয়া নরকের কীটের জ্বর অবস্থিতি করিতেছেন। স্বকৰ্ম্মমা মামলার পল্লীবাসিগণ সৰ্ব্বস্বাস্ত, তথাপি স্বকৰ্ম্মমার সংখ্যা অতিনিম্নতাই বৃদ্ধি পাইতেছে। পূৰ্বে যে সকল বিষয় গ্রাম্য সালিসী দ্বারা আত্মস্বরূপে নিষ্পত্তি হইয়া বাইত, এখন তাহাই আদালত পর্যন্ত বাইয়াও নিষ্পত্তা হইতেছে না। ক্রমেই পল্লীগ্রামের অবস্থা ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। ডিষ্ট্রিক্ট বা লোক্যাল বোর্ড দ্বারা পল্লীর অবস্থার উন্নতির কোন সম্ভাবনাই, নাই, একটা গ্রামেরও রাস্তা ঘাটের অবস্থার এত কালেও উন্নতি হইতে পারে নাই, পারিবেও না। এই স্বায়ত্ত শাসনপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে এখানে নিফল হইয়াছে।

পল্লীগ্রামের উন্নতি সাধিত না হইলে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতিও সম্ভব নহে। এত আমদানী রপ্তানীর জন্য সম্ভার অধিকাংশই পল্লীবাসিগণ দ্বারাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু পল্লীবাসীর অবস্থা ক্রমেই এত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে যে, বাণিজ্য ব্যবসায়ের অবস্থাও শোচনীয় হইতে বাধ্য হইবে। সেই জন্য গবর্ণমেন্ট এবং দেশের উন্নতিকামী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ভারতীয় পল্লীর অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

পল্লীবাসিগণ সম্রাটের নিরীহ রাজভক্ত প্রজা, রোগে অনাহারে পল্লীবাসিগণ গ্রাম নিষ্ঠুল হইতে বসিয়াছে। আর জন্মনা কল্পনা লইয়া থাকিবার সময় নাই, আত্মপ্রতিকারের আবশ্যক।

সৰ্ব্বত্র সালিসী বিচারের প্রবর্তন হইলে সামলা স্বকৰ্ম্মমার সংখ্যা কমিবে, এই ধোঁয়ার অপব্যয়ের জন্য দেশের যে কি ভয়ানক সর্বনাশ হইতেছে, তাহা দেশের মোকদ্দমার

তালিকা দেখিলেই উপলব্ধি হইতে পারে। এই সালিসী বিচারে গ্রাম্য ভ্রমলোকগণের স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, নচেৎ উদ্বেগ বিকল হইবে। গবর্ণমেন্ট প্রেসিডেন্ট পকাইত প্রথা প্রচলন করিয়া অনেকটা সেই পথে অগ্রসর হইতেছেন বটে, কিন্তু আমরা মনে করি, প্রেসিডেন্ট পকারেই গ্রাম্য অজ্ঞান সম্ভ্রান্ত ভ্রমলোকের সভা মধ্যে সেই সেকালের পকারেই বিচারের জ্ঞান বসিয়া বিচার করিলে উদ্বেগ স্বরূপে সফল হইতে পারে।

গ্রাম্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গ্রামবাসিগণকে সত্বপূৰ্ণ দ্বারা মোকদ্দমা হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করিতে হইবে। বেশে সময়ে সময়ে অজ্ঞান হইয়া দীনতা বৃদ্ধি হয় সভা, কিন্তু মোকদ্দমার জ্ঞান সর্বস্বাস্ত করিতে পারে না। এই গল্পনাশকর মোকদ্দমার সংখ্যা বাহাতে কম হইতে পারে, সেজন্য গবর্ণমেন্ট এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একযোগে কার্য করা উচিত। রোডসেস দিয়া এত কালেও পল্লীগ্রামের জল নিকালেন কোন বন্দোবস্ত হইল না। বড় বড় সহরের উন্নতিব জন্ত গবর্ণমেন্টের যেকোন দৃষ্টি, পল্লীগ্রামের রাস্তা ঘাটের অবস্থার উন্নতি কল্পে গবর্ণমেন্ট সহস্রাংশের একাংশও মনোযোগ প্রদান করিলেও ভাল হইত। ক্রমেই যেন পল্লীবাসিগণের মনে এই ধারণা বদ্ধ যুগ হইয়া বাইতেছে। পল্লীবাসিগণ অতি নিরীহ প্রাণী, তাহাদের মুখের দিকে কেহ তাকায় না, তাহাদের শিক্ষার উন্নতি নাই, স্বাস্থ্যের জন্য কেবল লেখা লেখিই সার, চৌকিদারী টেক্স দেওয়া হইলেও অনেক স্থলে চৌকিদার নাই, ধনপ্রাণ সর্বস্বাস্ত অরক্ষিত। পল্লীবাসী লিখিয়াও জানাইতে জানে না। নীরবে মৃত যত্ননা সহ করে এবং অনশনে, দারিদ্র্যের কঠোর দংশনে মৃত্যু মুখে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এইরূপ দেশের অবস্থা। আশা করি সদাশয় গবর্ণমেন্ট আমাদের এই কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করিয়া পল্লীবাসীর হৃৎ

মোচনে যত্নমান হইবেন। আমরা বহুবার বলিয়াছি যে, জল জেলা বা লোকাল বোর্ডের রিপোর্টের উপর নির্ভর না করিয়া একটা কমিশন বসাইয়া পল্লীগ্রাম সমুদ্রের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হউন। লোকাল বা জেলা বোর্ড দ্বারা বোর্ড সংগ্রহী ব্যক্তি বিশেষের গ্রামের উন্নতি ব্যতীত একটা গ্রামেরও উন্নতি সাধিত হয় নাই, ইহা মুক্ত কর্তে বলিতে পারা যায়। পল্লীর রাস্তাঘাট ও জল নিকালেন সুবন্দোবস্ত না হইলে ক্রমেই ম্যালেরিয়ার করাল গ্রাসে গ্রামগুলি লীনশূন্য হইতে চলিল।

মহত্ব কাহাকে বলে ?

মহাবীর নোপোলিয়ান বোনাপার্টের

মাতৃভক্তি।

যে সকল প্রাচীনগ্রন্থের মনোবিগল এই নব্বয় জগতে অবিদ্যার কীৰ্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সকলের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার। এক এক জন অসাধারণ মাতৃভক্ত ছিলেন, কি মাদামিডেন অধিপতি আলেকজান্ডার দি গ্রেট, কি প্রাচ্য বীর শিবাজি এবং কি বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট সকলেরই জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জননীর প্রতি তাঁহাদের অচলা ভক্তি ছিল। মাতার প্রতি নেপোলিয়ানের এরূপ অসাধারণ ভক্তি ছিল যে, তিনি বলিতেন, “পুত্রের দোষ গুণ সম্পূর্ণরূপে মাতার নির্ভর করে। আমার মাতা উচ্চ জন্ম না হইলে আমি কদাচই আজ এত উন্নতি লাভ করিতে পারিতাম না।” তাঁহার বিশ্বাস ছিল, করাসি রাণীর উন্নতি কল্পে মাতার যেমন আবশ্যক, এমন আর কোন পদার্থেরই নয়। যখন তিনি অর্ধজগতের রাজরাজেশ্বর পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া সেন্টহেলেনার কারাগারে হুঃসহ কঠোর জীবন অতিবাহিত

করিতেছিলেন, সেই ঘোর ছুদিনেও তিক্ত দীর্ঘ নিখাস ভাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মা আমার কত ভালবাসেন, আমার কত তিনি তাঁহার শেব পরিশেষ বস্ত্রখানিও বিক্রয় করিতে পারেন।" অনেক সময়েই তিনি বলিতেন, মা আমার সহায় সখ্য-হীনা নিরাশ্রয় হইয়াও সংসার পরিচালনের সমস্ত ভার নিজ হৃদয়ে লইয়াছিলেন। এই একবার কোন দিন তাঁহার নিকট হৃদয় বোধ হয় নাই, তাঁহার সেই অসাধারণ বুদ্ধি সমুদ্র অস্ত্র কোন নারীকে নিকট আশা করা যায় না, সমস্ত পৃথিবীতে আমার মাতার তুলনা মিলে না।"

নেপোলিয়ানের আত্ম সম্মান।

অজিয়ার সম্রাট যখন নেপোলিয়ানকে জামাতা রূপে পাইবার জন্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার দেশের অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি নেপোলিয়ানের বংশ মর্যাদা আবিষ্কারের জন্ত ব্যাকুল হন। তিনি যখন জ্ঞানিলেন, কোন উচ্চ বংশে জন্ম হইয়াছে, এ কথা প্রমাণ করা বিবাহের জন্ত একান্ত আবশ্যক, তখন তিনি তেজোদীপ্ত ভাবে বলিয়াছিলেন, "ইতালির কোন যথেষ্টাচারী ভূস্বামীর বংশধর অপেক্ষা কোন সাধু ও মহৎ ব্যক্তির বংশধর বলিয়া পরিচয় দেওয়া আমি অধিক প্রাণের বিষয় মনে করি। আমার বংশ গৌরব আমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সমস্ত ফরাসি জাতি উপাধি দ্বারা আমাকে বিভূষিত করিবে।" তাহাই হইয়াছিল। নেপোলিয়ান সঙ্গার পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

নেপোলিয়ানের স্মৃতি শক্তি।

নেপোলিয়ান তাঁহার গৌরবময় জীবনের অবসান কালে একদিন তিনি তাঁহার অতীত স্মৃতিগুলি মানসপটে সমুদিত করিতেছিলেন। জীবনের ছুদিনে অতীত স্মৃতিগুলি বড়ই মধুর

লাগে, তিনি স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া পুরী কথা ভাবিতে লাগিলেন, সহস্র তাঁহার একটা রমণীর কথা মনে পড়িল। এই রমণী তাঁহার বিদ্যালয়ের দ্বারবানের পত্নী। বালক-দিগকে ফল কুটী প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় করিত। স্ত্রীলোকটি তখন বৃদ্ধা হইয়াছিল, কিন্তু তখনও সে স্থান পরিত্যাগ করে নাই। নেপোলিয়ান ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটবর্তী হইলেন এবং বৃদ্ধাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেখ বাছা, এই বিদ্যালয়ে অনেক দিন আগে একটা ছেলে পাঠ করিত, তাহার নাম ছিল বোনাপার্ট, তাহার কথা তোমার মনে পড়ে কি?

বৃদ্ধা—বেশ মনে পড়ে।

বোনাপার্ট—সে তোমার নিকট যে সকল গ্রন্থি স্কিনিং, সমস্ত দাম তোমার মিটাইয়া দিত?

বৃদ্ধা—সে বড় ভাল ছেলে ছিল গো, আমার এক পরসে সে বাকি রাখিত না। তা, ছাড়া অস্ত্র ছেলেদের কাছে যা পাওনা থাকিত, তাহাও আদায় করিয়া দিত।

বোনাপার্ট—তুমি বৃদ্ধা হইয়াছ, সকল কথা হয়ত তোমার মনে নাই। এখনও হয়ত তাঁহার কাছে কিছু পাওনা আছে, এই টাকার ভোড়াটা তোমার দান করিয়া, আমার দীর্ঘ কালের কোন ঋণ ইহা দ্বারা পরিশোধিত হইবে।

নেপোলিয়ান বাল্যকালে যে বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন, সেই বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক একদিন তাঁহার সেন্টক্লাউডক মরণাভবনে দীনবেশে কিঞ্চিৎ সাহায্যের নিমিত্ত একখানি আবেদন পত্র হস্তে উপস্থিত হন।

নেপোলিয়ানের হস্তাক্ষর অত্যন্ত কদর্য ছিল, তিনি শিক্ষক মহাশয়কে উপহাসস্বলে বলিলেন, "শিক্ষক মহাশয়! আপনি আমাকে হাতের লেখা ভাল করিয়া শিখান নাই; আপনি আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন, আমার হস্তাক্ষর কিরূপ।" শিক্ষক মহাশয় অত্যন্ত

ভীত হইলেন, সাম্রাজ্ঞী জোসেফাইন বলিলেন, মহাশয়! আপনি কিছু মনে করিবেন না, এই হস্তাক্ষরই আমার অত্যন্ত আনন্দদায়ক।" নেপোলিয়ান শিক্ষকের একটা বার্ষিক বৃত্তি বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। * * * একবার কোন বিশেষ কার্যবশত নেপোলিয়ানকে কিছু দিনের জন্ত অক্সোনি নামক স্থানে এক নর-সুন্দরের গৃহে থাকিতে হয়। নেপোলিয়ানের মহৎব্যঙ্গক রূপ ও নবীন বয়স দেখিয়া নর-সুন্দরবনিতা মুগ্ধ হয়; কিন্তু নেপোলিয়ান অধোবস্ত্র নানা পুস্তক পাঠে ব্যাপ্ত থাকিতেন, সুতরাং নরসুন্দরবনিতার সহিত বাক্যালাপের অবসরও পাইতেন না। ইহা শুনে সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠে। ইহার কয়েক বৎসর পরে একদিন কোন কার্য উপলক্ষে নেপোলিয়ান ঐ স্থান দিয়া যাইতে যাইতে নাপিতের দোকানের কাছে আসিয়া দেখিলেন, নাপিতনী দোকানে গিয়া আছে, তিনি নাপিতনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছুদিন আগে বোনাপার্ট নামে এক বালক তোমাদের এখানে দিন কয়েক বাস করিয়াছিল, সে ছোকরাটা কেমন জান কি?" নাপিতনী বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল, তার কথা আর কয়না বাছা, সে বেজায় বেসরসিক, না গর, না হাসি, ইয়ারকি, অজুত! লোকের সঙ্গে কথা পর্যন্ত কহিত না কেবল কেতাব আর কেতাব; কেতাবই তার সর্বস্ব ছিল। "নেপোলিয়ান বলিলেন, বাছা তুমি তাকে বেরূপ হবার আশা করে ছিলে, সে যদি সেইরূপই হ'ত, তবে আজ সে ইতালির সেনাপতি পদে অরূঢ় হইতে পারিত না। আমিই সেই নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। সম্রাট হইয়া নেপোলিয়ান তাহাবেরও বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

নেপোলিয়ানের কৃতজ্ঞতা।

একবার লিয়নে তিনি কঠিন পীড়ার আক্রান্ত হন। বড় বাত্ব পরিপূর্ণ বিবেশে

অতি কষ্টে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, এই সময় জেনিভা প্রবেশস্থ অট্টালিকা সমাপনা মহিলা গুলিতে পাইলেন যে, একটা হোটেলে একজন অসহায় সৈনিক যুবক রোগে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ নেপোলিয়ানের রোগশয্যা পার্শ্বে উপনীত হইলেন এবং বহু দিন পর্যন্ত তিনি যত্নত্যাগ লভ না করেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহার সেবা গ্ৰহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমেই নেপোলিয়ান অল্পকাল মধ্যে রোগ মুক্ত হইলেন।

এই ঘটনার বহু বৎসর পরে যখন নেপোলিয়ান সম্রাট পদে আরুঢ়, সেই সময়ে একদিন তিনি উল্লিখিত রমণীর এক খানি অভিনন্দন পত্র প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে তাঁহার হৃদয়হার কথাও লিখিত ছিল, নেপোলিয়ান পত্রের উত্তর সহ সেই রমণীর সাহায্যার্থে দশ সহস্র ফ্রাঙ্ক পাঠাইয়া দিলেন।

ঐসন্ধ্যাবন্ধুতার বন্দোপাধ্যায়।

রক্ত ওঠায় “আয়্যাপান।”

আমাদের দেশের গাছড়া আয়্যাপানের এত গুণ থাকিতেও আমরা সর্বদাই হা হেরিমেলিস যো হেরিমেলিস করিয়া মরি! কি চিকিৎসক, কি রোগী, সকলেই আমরা শিশির ওষুধ খুঁজিয়া বেড়াই। আয়্যাপানএর রক্ত রোধক শক্তি খুব ভাল, একথা জানিয়াও ইহার উপর নির্ভর করিতে পারি না বা বিশ্বাস হয় না। রোগীদিগকে কোন গাছড়া ওষুধ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে বলিলে তাহারা অগ্রে বলিয়া বসে যে, ওতে কিছু হবে না মোশাই, আপনার ওষুধ শিশিতে থাকে তো বিন্। এ রকম উত্তর অনেকেরই পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবিকই “আয়্যাপান” যে রকম আশ্চর্য রক্ত রোধক শক্তি দেখা

যায় অন্যান্য ওষুধে এরকম আশ্চর্য উপকার পাওয়া যায় কিনা বলিতে পারি না।

আয়্যাপানের আশ্চর্য উপকারিতা।

রোগীদিগী কারু, বয়স আন্বাজ ৪৭।৪৮ বৎসর বিবধা। বিবধা হওয়ার অবধি তিনি বহুতে আতপ চালের ভাত রাখিয়া খান। এলোপ্যাথিক বা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ পর্যন্ত ভাঙ্গি খাইয়াছেন। এমন কি সালের শুড় ছাড়া ঔষাকানের জিনিষ পর্যন্ত স্পর্শ করেন না। মোট কথা তিনি সর্বদা শুদ্ধাচার থাকিয়া হিন্দু দেব দেবীর পূজাদি করেন।

প্রায় বছর সাতেক হলো, এই রোগীদিগীর মুখ দিয়া খুব সামান্য সামান্য রক্ত ২।৪ বার উঠিয়াছিল। সেটা বিনা ওষুধেই ভাল হয়ে ছিল। তারপর মাঝে আর একদিন কাসিতে কাসিতে কেবলমাত্র দুইবার গয়েরের সহিত ছিট রক্ত দেখা দিয়াছিল। তারপর ২।৩ বৎসর আর কিছুই জানা যায় নাই। এবার প্রায় মাস খানেক গুমসো গুমসো জরে ভুগিয়া বড়ই কাহিন হন। তারপর চৈত্র মাসের ফল, নীল, মহাহরিষ্য ইত্যাদিতে তিন দিন উপবাস থাকিয়া ঔষপেব দিন (৩০শে চৈত্র যেদিন তারকেশ্বরের বা বুড়ো শিবের কাপ হয়) ভোরে বিছানা হইতে উঠিবার সময় মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া বাটবার মত হন, এবং নিজে নিজেই সে অবস্থা সামলাইয়া রোয়াকের উপর শুইয়া পড়েন, তারপরই থুক থুক ২।১ বার কাসিয়া খানিক খানিক গয়ের তুলেন। কয়েকবার ঐ রোগে ভুগিয়া রোগের বিষয় কতকটা তাঁর জানা ছিল, গয়ের লোন্ডা বোধ হওয়াতে তিনি খুব আন্তে আন্তে চাপা আওয়াজে গয়ের দেখিবার জন্য তাঁর আয়্যারকে ডাকেন।

গয়ের খুব বেশী বেশী ৪।৫ বার উঠেছে, তা সবই রক্তময়, আয়্যার দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে ছবার কাসীর সহিত ওরাক তোলায় সঙ্গে প্রায় আন্বাজ ১৪ছটাক ডগু ডগে লাগ

রক্ত উঠিল। বুকের একটু ভার ও মাথা ঘোরা, মধ্যে মধ্যে গা বমি বমি ছাড়া আর কোন লক্ষণ ছিল না। দুর্বল শ্রু বেনী, মধ্যে মধ্যে হাত পা ঝিন্ ঝিন্ করছে বলেছিলেন।

বেলা ১০টার মধ্যে আরো দুইবার ১ কাঁচা ১। কাঁচা পরিমাণে রক্ত উঠেছিল। কাসীতে গয়েরের সঙ্গেও ছিট রক্ত ৩।৪ বার দেখা গিয়াছিল। রোগীদিগীর আয়্যারের নিকট বাচনিক উপরোক্ত লক্ষণ অবগত হইয়া বত নীত্র সম্ভব কতকগুলি আয়্যাপানের পাতা যোগাড় করিয়া আনিতে বলিলাম। প্রায় ২২।২৪ মিনিটের মধ্যেই অনেকগুলি আয়্যাপানের পাতার যোগাড় হইল। তখনই কতকগুলি পাতা ছেঁচিয়া প্রায় আধ ছটাক রস বাতির করিয়া ছেঁকিয়া তার অর্ধেক খানি তাঁকে খাটতে দিলাম। পুনরায় প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বাকী অর্ধেক দেওয়া হইল। এবং রোগীদিগীকে একটা ঘরে জানালা খুলিয়া শোয়ান হইল।

২১টা আয়্যাপানের পাতা একটা নুতন হাঁড়ীতে ১। দেড় সের জল দিয়া সরাতে বেশ করিয়া হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া সিদ্ধ করিয়া আন্বাজ ৩ ছটাক জল থাকিতে নামাইয়া ঠাণ্ডা হইলে বেশ করিয়া ছাঁকিয়া অর্ধ ছটাক মাত্রায় একটু একটু কাসির চিনির সহিত মিশাইয়া প্রায় ১ বা ১। ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে ব্যবস্থা করিলাম।

সন্ধ্যা পর্যন্ত আরো ৩ বার রক্ত উঠেছিল, তাও কাসীর সহিত খুব কম পরিমাণে। আয়্যাপানের পাতার রস খাওয়ার পর হইতে আর বমিও হয় নাই, গা বমি বমিও করে নাই। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ঐ ডিক্‌সান ৪বার খাওয়ার হইয়াছিল। রাতে বেশ নিদ্দা হওয়াতে রোগের বিষয়ও কিছু জানিতে পারেন নাই এবং ওষুধ পত্রও কিছুই দেওয়া হয় নাই। ভোর ৪ টার সময় একবার খুব সামান্য রক্ত উঠেছিল,

যখন তিনি শুধু খাইলেন না, বরেন কাপড় না কাচিয়া কিছু খাবো না। কাজেও তাহা হইল। ৬ টার সময় তিনি নিজে কাপড় কাচিয়া আসিয়া ১১ কাঁচা ঐ পাতার রস পান করেন। ঐ দিন ২৪ ঘণ্টার ভিতর পাতা সিদ্ধ নুতন প্রস্তুত করিয়া ১ কাঁচা করিয়া ৫৬ বার সেবন করেছিলেন। সমস্ত দিন রাতের ভিতর আর রক্ত দেখা যায় নাই। পথ্য এক বলকের ছুধ খুব ঠাণ্ডা করিয়া, এবং ভাল বালি লেবুর রস দিয়া সেবন করিতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি বালি খান নাই, শুধু লেবুর রস জল সহযোগে এবং ঠাণ্ডা ছুধ খাইয়াছিলেন। আরো ৫৭ দিন ঐ ডিকেশন সত্ত প্রস্তুত করিয়া ১ কাঁচা সাতার প্রত্যহ দুইবার করিয়া সেবন করিয়াছিলেন।

বহর দুই পরে একবার অষ্টমী পূজার দিন বাড়ীতে বিস্তর লোক জন আসিয়াছিল; ঐ জন্ত তাঁহাকে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হয়, দিন রাত আগুণ তাতে থাকিয়া রাখিতে হইয়াছিল। নিজের আহোরেরও খুব অনিয়ম করেছিল। নবমীর দিন বেলা ১১টার সময় আগার একটু রক্ত গররের সহিত দেখা দেয়। সেবার তিনি কাহাকেও নিজের রোগের বিষয় না বলিয়া নিজেই বাগান হইতে আরাপানের পাতা তুলিয়া তার রস আধ ছটাক পরিমাণে দুইবার সেবন করে ছিলেন। সেদিন কেবল খুব সামান্য পরিমাণে দুইবার মাত্র রক্ত উঠে ছিল। এই দিন হইতে তিনি নিজে আরাপানের গুণ বেশ বুঝিতে পারিয়া তার পর দিন হইতে আনের পর ১০১২টা আরাপানের পাতা খানিকটা জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক সাতার একবার করিয়া সেবন করিতেন, এবং আহোরের পর যে একটা করিয়া পান খাইতেন ঐ পানের সহিত ৪৫টা আরাপানের পাতা দিয়া চিবাইয়া খাইতেন। মধ্যে মধ্যে সুবিধা বা সময় পাইলে মাসের

মধ্যে এক দিন বা ২১ মাস অন্তর ২১ দিন আরাপানের ডিকেশনও খাইতেন। তার পর ছয় সাত বৎসর আর রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত দেখিতে পান নাই।

রক্ত উঠা রোগী মাঝেই (তা রক্ত পিত্তে হটক বা রক্তোৎকাশই হটক) আরা পানের গুণ পরীক্ষা করা উচিত। রক্ত পিত্ত রোগ বা ছবিত রক্ত উঠা রোগ বহু পুরান হইলেও ইহাতে রোগ খুব দমন থাকে এবং আর্মেগোর পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। অল্প দিনের রোগ বা নুতন রোগ আরম্ভ হইলে কেবল উপরোক্ত উপায় দ্বারা আরাম হইয়া যায়।

ডাঃ অমূলক চন্দ্র বিখাস,
হুড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, হুগলী।

গাইব্ধ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

মৃগীর অগ্রথ।

ফিট হটবামাত্র রোগীর হস্তের কালুতে কিঞ্চিৎ লবণ দিলে সহজেই জ্ঞান হইয়া যাইবে। ইহা যেন সাধারণে পরীক্ষা করেন।

কান কটকটানীতে টিং ওপিয়ম এবং সুইট অয়েল একত্র মিশাইয়া কর্ণে দিলে আর্মেগা হইবে। অথবা ফ্রান্সেলের পলের মধ্যে লবণ দিয়া তাহা গরম করিয়া সেক দিলে ভাল হইবে।

নাকে রক্ত পড়িলে রোগীর হস্ত ছুটি সোজা করিয়া মস্তকের দিকে উচু করিয়া ধরিলে রক্ত বন্ধ হইয়া যাটবে। ফটুকির জলের নস্ত গ্রহণেও রক্ত বন্ধ হইতে পারে। রক্ত বন্ধ হইলে পুণরায় এরূপ না ঘটে, সেজন্য কোঠ পরিষ্কারে ব্যবস্থা করা উচিত।

বাহ্যরক্ষার সাধারণ নিয়ম।

১। প্রত্যবে গাত্রোখান করা অভ্যাগ করা উচিত। অধিক রাত্রি পর্যন্ত জাগরণ করা উচিত নয়।

২। শীতল জলে প্রোতঃমান হিতকর, মানের পর শুষ্ক বস্ত্র অথবা ডোয়াপে দ্বারা গাত্র সাজান করিলে ঠাণ্ডা লাগিয়া রক্তের যে পরিবর্তন হইয়া উঠে, যথেষ্ট তাহা স্বস্থানে প্রবাহিত হইয়া বাহ্যের উন্নতি সাধন করে।

৩। পানার্থে জলট পান করা উচিত। কোনরূপ মাদক দ্রব্য পান করা উচিত নহে।

৪। যে কক্ষে আলোক এবং বায়ু, চলচল হবে, তাহাতে শয়ন করা উচিত।

৫। যখন আশ্রয়ক হইবে, শীতল জলে, মস্তক ধোত করিয়া মস্তক শীতল রাখা, ভাল।

৬। বাহ্যের অর্জীর্ণ রোগ, তাহাদের অধিক ভোজন করা উচিত নহে। রাজেশ্ব, ভোজন লঘুই হওয়া উচিত।

৭। যথাসাধ্য পরিমিত পরিভ্রম ব্যায়াম বাতীত শরীর রক্ষা হয় না।

৮। ক্রোধ সঞ্চরণ আবশ্যক, সর্ব বিবরে, মিতাচার বাতীত দীর্ঘজীবন লাভ করা যায় না।

পাতিলেবু পুরাতন জ্বরের খুব ভাল ঔষধ।

সন ১৩২০ সালের ২০ আশ্বিন তারিখে একটা ২০২১ বৎসরের ত্রীলোক জীর্ণ শীর্ণ অনস্থায় আমার নিকট চিকিৎসার জন্ত আসে। তাহার বাচনিক ইতিহাস শুনিয়া অবগত হইলাম যে, সে পূর্বে প্রায় ১১ মাস জ্বরে ভুগিয়া বিস্তর ওষুধ পত্র খাইয়াছে। কুইনাইন, প্যাটেন্ট, গাছ গাছড়া ইত্যাদি কিছুই বাকী ছিল না। আশ্বিন মাসের ১লা হইতে ১৩ই পর্যন্ত কেবল চারিটেবেল (Charitable Dispensary) ডিসপেনসারীতে ওষুধ খায়। জ্বর

হুগলী একজিবিশনে দে'র চা সর্কোজ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্ত ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন।

কিছুতেই কম হয় নাই। কখনও বা সাত কখনও বা তাত ইত্যাদি খাইত। বৌদী খুব কৃপা, আর অস্থি চর্বি সার বলিলেও বলা যায়। চোখ খুব সব কাবড়া কাবড়া হইয়া গিয়াছে। আর বেলা ৩টা ৪টার সময় আসে, নীত সাঝাও হয়, ৪।৫ ঘণ্টা আর ভোগ হয়, আর ছাড়িবার সময় বাস হইত না, মাথা ধরিত। আর আসিবার সময় আলত, আবল্য হাই ভোলা, পা ভালা, খুশ দিয়া অল উঠা ইত্যাদি আরম্ভ হইয়া আর আসিত। আর স্নাই একাশ পাইলে কেবল হাত পায়ের কামড় ছাড়া আর কোন উপসর্গ হইত না।

এখন দিন নেট্রাম মিউর (Natrarm mur 30) ৩০ ছুদিনের অন্ত ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবার অন্ত ৬ মাত্রা ওষুধ দেওয়া হইল। দুদিন ওষুধ সেবন করিয়া বিশেষ কোন উপকার দেখা গেল না কেবল সময়ের একটু তকাৎ হইল মাত্র। সন্ধ্যার সময় অরুচী আসিল, চক্ষু ও হাত পায়ের আলাসেই দিন হইতে আরম্ভ হইল। মধো একদিন কোনও ঔষধ দেওয়া হইল না, পরদিন আর ও পূর্ক দিনের মত সন্ধ্যার সময়েই আসিল এবং চোখ ও হাত পায়ের আলাও বর্তমান ছিল। অনেক দিনের আর, অনেক কুটনাইন ও প্যাটেট ওষুধ খাইয়াছে, উপস্থিত রোগীর আলাও বর্তমান আছে, আর্সেনিকে উপকার হইতে পারে ভাবিয়া ৩০ শক্তির আর্সেনিক (Arsenic 30) ২ মাত্রা করিয়া দুই দিনের অন্ত দেওয়াতেও আরের কোন সুবিধা দেখিতে না পাইয়া ওষুধ পত্র সব বন্ধ করিয়া নিম্নের সূচীযোগটা ৪।৫ দিন সেবন করিয়া সংবাদ দিতে বলিলাম।

ব্যবস্থা—

একটি বড় পাতী নেবু খুব ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া মাটির হাঁড়ীতে তিন পোরা অল মাটির পাত্র করিয়া মাখিয়া দিয়া, তাহাতে ঐ লেবুর কুণ ভলিফেলিয়া দিয়া,

সরা দ্বারা হাঁড়ীর খুব বন্ধ করিয়া, কাঠের সুড়ু আলো সিদ্ধ করিতে হইবে। ঘেড় ছটকে অল অবশিষ্ট থাকিতে হাড়িটা নানাইয়া নীতল হইলে প্রত্যহ তিনবার সেবন করিবে। প্রত্যহই নতুন করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে অর্থাৎ বাসি সিদ্ধ ডিকক্সন থাকিলে তাহা খাওয়া হইবে না।

এই নিয়মে লেবু সিদ্ধর অল ৪দিন তিন বার করিয়া সেবন করিয়াছিল। ৫দিন কোন কারণে ওষুধ তয়ের করা হয় নাই বলিয়া ওষুধও খাওয়া হয় নাই। কিন্তু সেদিন নাম মাত্র একটু আর আসিয়াছিল। তার পরও আর ১মাস কাল সে ঐরূপ নিয়মে ওষুধ প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ দুইবার করিয়া খাওয়াতে তার খুব বড় পিলে ও বহুত পর্য্যন্ত খুব কমিয়া গিয়াছিল।

আরো তিনটা ঐ রকম ওষুধ-ঘেচ্ড়া ম্যালেরিয়া আরের রোগীকে ঐ রকম পুষ্টি লেবুর ডিকক্সন দ্বারা আরাম করিয়াছি।

১লা কার্তিক আর একটা ঐ রকম নানান উপসর্গযুক্ত আরের রোগীকে ঐ লেবুর ডিকক্সন সেবন করাইয়া ৪।৫ পা আলা, চোখ আলা, গা হাতেত কামড়ানো, মাথার যন্ত্রণা, গা মাটা মাটা ইত্যাদি বাবতীর উপসর্গ ৩।৪ দিনে সাধারণ গিয়া আরও খুব কম হইয়াছিল, শেষে তিনি আর অপেক্ষা না করিয়া, ঐ সামান্ত আর টুকু বাহা আরো ২।১ দিন ঐ ডিকক্সন সেবন করিলে বন্ধ হইয়া বাইত। তাহা না করিয়া আমার ওষুধ দিবার অন্ত অত্যন্ত বাস্ত করার, আমি আর্সেনিক ২০০ শক্তি (Arsenic 200) দুই দিনে দুমাত্রা দিয়া আর টুকু বন্ধ করিয়া দিলাম।

ডাঃ অম্বুজল চন্দ্র বিখাস
হুড়া।

Dry Cell.

বা

শুক ব্যাটারী।

গিলটীর কাজ শীঘ্রক এবং অনেক প্রকার ব্যাটারীর চিত্র দিয়া বুঝাইয়া দিলাম, আমাদের কোন কোন পাঠক ড্রাই ব্যাটারী কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে চাহিয়াছেন, পূর্বে যে সকল ব্যাটারীর কথা বলা হইয়াছিল, সেগুলি সমস্তই তরল বা লিকুইড ব্যাটারী। তরল ও শুষ্ক ব্যাটারীতে সমান কাজই হইবে, তবে ব্যবহার করিতে করিতে যখন ড্রাই ব্যাটারির শক্তি একেবারে কমিয়া যাইবে, তখন ইহা একেবারে অকর্মণ্য হইবে। কিন্তু তরল ব্যাটারীতে পুনরায় আরক নতুন করিয়া দিলেই পুনরায় সতেজ ভাবে কার্য করিতে থাকিবে।

ড্রাই ব্যাটারীর সুবিধা ইহা যেখানে দেখানে লভ্যা বাইতে কোন কষ্ট না বিপদ নাই। তরল ব্যাটারী অপেক্ষা ইহা অনেকটা নিরাপদ বলিয়া এখন ইহা বোতাম, পুস্তকবন্ধ, মন্তকের অলঙ্কারাদির সহিত যোগ করিতেও পাশ্চাত্য জাতি কুণ্ঠিত হইতেছেন না। নানাপ্রকার ইলেক্ট্রিক অলঙ্কার হইয়াছে, তাহাতে তার দ্বারা পকেটস্থ ব্যাটারীতে যোগ করিয়া দেওয়া হয়, এই ব্যাটারীতে একটা ক্ষুদ্র বোতাম টিপিয়া মাত্রই অলঙ্কারের ডায়মণ্ড কাটা খুল ভলি টিক হীরকের দ্বারা জলিয়া উঠে। এই ড্রাই ব্যাটারী দ্বারা কলিংবেল, টেলিফোন, নানাপ্রকার পকেট আলোক জলিবে, বাহার ইতার ব্যবহার জানে, তাহার ইহা দ্বারা বিবিধ কাজ করিতে পারিবেন। কি উপায়ে ড্রাই ব্যাটারী প্রস্তুত করিতে হয়, নির্দেশ তাহার কবসুলা দিলাম, কষ্ট সহিত পাঠকগণ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত করিতে পারেন।

ড্রাইসেল (Dry Cell) :—পেনেটিভ স্টেটের জন্ম দিক বা দস্তার সফ রড্ (Rod) এবং নিগেটিভ স্টেটের জন্ম কার্বন বা করলা ও অক সাইড অক ম্যাডানিয় একত্র করিয়া চূর্ণ করতঃ জমাইয়া লম্বা রডের ভাষ করিতে হইবে, তৎপরে সেলটা ড্রাই করিবার জন্ম সালফেট অক্ লাইমের পেটে তৈয়ার করিয়া ডাহাকে স্কোরাইড অক অ্যামেনিয়ার অলে অনেকক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। তুলিয়া শুক করিলে পর সকলজনকে একটি উপযুক্ত কাচ পাত্রে পুরিয়া এক পেনেটিভ ও নিগেটিভ স্টেটে একটি করিয়া বাইন্ডিং ফু দিয়া ব্যবহার করিলেই হইল। ইহার ভোল্টেজ—১'৫।

জানা থাকিলে আবশ্যক মত ইহা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা বাইতে পারে এবং কাগজ নুতন প্রস্তুত বলিয়া নম্বা হুপি ইত্যাদিও ভাল রকম উঠিবে এবং অতি অল্প খরচেই অনেক কাগজ প্রস্তুত হইবে।

প্রস্তুত প্রণালী—

পটাসিয়ম ফেরি সাইয়েনাইড ১৫০ গ্রেণ
জল ২ আউন্স

এই দ্রব একটি শিশিতে রাখিয়া ইহাতে ১ নং চিহ্নিত কর।

এমোনিয়াম সাইটেট অব আররণ ১০২ গ্রেণ
জল ২ আউন্স

এই দ্রব অল্প এক শিশিতে রাখিয়া ২ নং চিহ্নিত কর।

উভয় দ্রব আবশ্যক অনুযায়ী সম পরিমাণে মিশ্রিত কর এবং নরম ত্রাস দ্বারা কাগজের এক পৃষ্ঠে মাখাইয়া দাও। এই কাগজের নামই ফেরো প্রুসিয়েট পেপার।

সাধারণ, কখনও সূর্যালোকে ঐষধ মাখাইও না। রাখে প্রদীপের আলোতে মাখাইয়া অন্ধকারে রাখিয়া দিলেই সমস্ত শুকাইয়া বাইবে। তৎপর বাস্তব ভিতর অন্ধকারে রাখিয়া দিবে। সূর্যালোকে ইহার গুণ নষ্ট হইয়া যায়। কেবলমাত্র ব্যবহারের সময় বাহির করিবে। সমস্ত ঐষধই বটকট পালের দোকানে পাওয়া যাইবে।

ঐভূপেন্দ্র কুমার দাস
বিরানি বাজার, (সিলেট)।

২। ঝড় বৃষ্টি নিরূপক যন্ত্র।

কলিকাতার অনেক দোকানেই এই যন্ত্র খরিদ করিতে পাওয়া যায়। একটি কাচের চুঙ্গির ভিতর জলের মত এক প্রকার পদার্থ থাকে। ঝড় বৃষ্টি আগমনের পূর্বে এই জলমধ্যে কার্পাসের মত এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই কার্পাসবৎ পদার্থ যত অধিক উৎপন্ন হয়, ঝড়ও তত অধিক

পরিমাণে হইবে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী কঠিন নহে।

অল্প আয়তন বিশিষ্ট বীর্ষাকৃতি একটি শিশি সংগ্রহ কর। ওভিকলোন ইত্যাদির শিশির মত হইলেই চর্শিবে। এই শিশি নিম্নলিখিত পদার্থে পূর্ণ কর—

কর্পূর ৮ অংশ
সোরা ৪
এমোনিয়া নাইটেড ২
রেস্টিকায়েড শিরিট ৬০

প্রথমতঃ কর্পূর শিরিটে দ্রব করিয়া তৎপর অস্ত্রান্ত জিনিস মিশ্রিত কর।

শিশির গলদেশ পর্যন্ত উক্ত দ্রব পূর্ণ কর এবং একটি কর্ক দ্বারা মুখ বন্ধ কর। তৎপর একটি স্টচ গরম করিয়া কর্কের মধ্যে ছিদ্র করিয়া দাও। তাহা হইলেই ঝড় প্রস্তুত হইল।

ঐভূপেন্দ্র কুমার দাস
বিরানি বাজার (সিলেট)

ব্যবসায়ীর কয়েকটি অবশ্য স্মরণীয় কথা।

১। নিজের ব্যবসারে কখন পরের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিও না। প্রত্যেক বিষয়টিতে, প্রত্যেক দ্রব্যটিতে, দৃষ্টি রাখিতে হইবে, তবে তুমি বাঁচিবে। নচেৎ ধন্য তোমার পরিণাম জানিয়া রাখিও।

২। কর্মক্ষেত্রে তুমি সেনাপতি, কর্মচারীগণ সামান্য বোকা মাত্র, তোমার চর দর্শিতাই সেখানে প্রধান হওয়া উচিত। কিন্তু তাহাও তুমি কর না। নিজের কথা তুলিয়া বাও, দূরে থাকিতে ভাল বাস, বড়াই পোহাইতে নারাজ, তোমার লক্ষী স্ত্রী, তোমার বিজয় কেন লাভ হইবে বল দেখি? তুমি অলস, আরামী, অনুবর্তনী, তোমার কর্মচারীগণ ঠিকই তোমার মত হইবে। ভাল কর্মী

লন্ডনের ক্রাফো-ব্রিটিশ এক্সপ্লোজিভিভে দেব চাঁ পুরস্কৃত, পোঃ-বক্স নং ৩৩৫, কলিকাতা।

তোমার কারবারে থাকিলে বরং তোমার সংগ্রহে সেও নষ্ট হইবে। একথা বোঝ কি ভাই?

৩। সর্বদা সহানুভবন, বীরজয় লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, কাহাকেও ক্ষুর করিও না, কক্ষীর আদর করিতে। শিথিলে তবে কারবারের উন্নতি হইবে। যে কারবারে উচ্চ কঠ, কলহ, কিচি কিচি, ঝিকি ঝিকি, সেখানে সফল নাই! এমন স্থানে লক্ষ্যী হয় না।

৪। প্রকৃত ভদ্র লোকের ভায় স্বীয় কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিবে, পরের কথার নাচিয়া উঠিও না, পর নিম্নককে পদাঘাতে সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিবে, এ সকল পাপ। কার্যক্ষেত্রে পবিত্র স্থান ইহাদের দ্বারা কলুষিত হইতে দিও না।

৫। বহুভাষ্য শ্রুত হইবে, অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে, সময়ের মূল্য বুঝিতে হইবে। ভদ্র, অতদ্র সকলের নিকট ভদ্রতা শিষ্টাচার দেখাইবে। তুমি বড় লোক নোকান-দার, তাহাতে আমার কি? আমি দাম দিব, জিনিষ কিনিব, আমার অল্প তুমি হা প্রত্যাস করিয়া থাক। আমার উপর তোমার মেজাজ দেখাইতে আসা অতি বড় গুণ্ডতা, একথা যদি তোমার না বুঝিবার শক্তি থাকে, ব্যবসায় করা তোমার মত অসংযত সূতের কাজ নয়।

৬। চাটুকারের চাটু বাক্যে মুগ্ধ হইও না। স্বার্থপর অতি ঘৃণিত চরিত্রের লোক ব্যতিত কেহ তোষামোদ করে না। স্পষ্ট বলিতে সাহসী হইবে যে, তোষামোদ তুমি ভাল বাস না। এ কারবারের ক্ষেত্রটা তোষাখানাও নয়, আর তোমার আয়ঙ্গ খানাও নয় যে, মোসাহেব না হটলে বাঁচিবে না। কদাচ চাটুবাক্যে প্রলুব্ধ হইও না, কার্যক্ষেত্রে তুমি বীর, পূর্ণ ভদ্র লোকের ব্যবহারই তোমার অঙ্গ শর, তোষামোদে তুলিলে লোকে রাস বুঝিয়া লইবে। পরে

ভাগ্যবানই কান্ পাভলা বাবু বলিয়া অন্তরালে অতি ঘৃণিতভাবে সমালোচনা করে, ইহা স্তম্ভন স্বকর্ণে গুনিয়াছি।

৭। Wastage বা কতিও অপচয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অতি ক্ষুদ্র অপচরও উপেক্ষা নহে, অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা জল প্রবেশ করিয়া অতি বড় অর্ণবপোত ধ্বংস মুখে পতিত হয়।

ব্যবসায়ের পত্রাদি পুস্তকাদি অবকাশ সময়ে অধ্যয়ন করিতে হইবে। হঠাতে পারে, তোমার ধারণা, তুমি সব জান, বোঝ ভাল, কিন্তু নেয়ারগণ স্বর্ণচাবগণের পতিভাক্ত ভয় রাশি হইতেও স্বর্ণ কণা সংগ্রহ করিয়া থাকে। অতি অগ্রাহ্যনীয় স্থান হইতেও অতি বড় সন্ধান ও সকেৎ পাওয়াও অসম্ভব নয়।

৮। অবস্থা ভাল বলিয়া কাচাকেও অবজ্ঞা করিও না। বিশ্বপ্রেম শিক্ষা করিতে হইবে। সর্বদাই স্রবণ রাখিতে হইবে যে, ক্ষুদ্র গড় হয়, বড় ক্ষুদ্র হয়, যে বড় সে ছোট মনে করিতে শিখিলেই লোকের চক্ষে বড় দেখায়। লোকে বড় না বলিলে ত বড় হওয়া যায় না, উচ্চ হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলে লোককে ভাল বাসিতেই হইবে। গেই অল্প বহু পুণ্যের ফলে যদি অবস্থা ভালই হয়, লোক হিতে, বিশ্ব প্রেমে মাতোয়ারা হইলে অমরত লাভ করিবে। সে অমরত পার্থিব ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা অনেক মহান। কার্যক্ষেত্রে ঐ মহান অমরত্বে যেন লক্ষ্য দ্রষ্ট না হয়।

তবে আজ বিদায় হই, যদি না শুন, যদি উপেক্ষা কর, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমার ব্রতট এই, আমাকে বলিতেই হইবে। "Great talkers are small workers" বাহার্য্য বেশী কথা বলে তারা খুব কমই কাজ করে এদেশে এদৃষ্টান্ত যথেষ্ট।

System.

সুশৃঙ্খলা।

লাভ ও লোকসান কার্যের সুশৃঙ্খলার উপর, কাজ কারবার অনেকে এদেশে করেন, কিন্তু অনেক স্থলেই সুশৃঙ্খলার অভাব। এদেশের লোকের সুশৃঙ্খলার দিকে কোন মনোযোগ নাই। সেই জন্য উপরে কাজ কর্ম দেখিতে ভাল, কিন্তু ভিতরে বস্তা তরা গলদ। লাভ লোকসানের হিসাব করিতে বাইতে অনেকের সাহসেও কুণার না। পাঁচ বৎসরেও খাতা হ্রস্ব হয় না, হেনা পাওনা কিছুই আদায় হয় না। ক্রমে কারবার চলা ভার হয়। কঠাৎ কোন ব্যবসায়ীকে বল দেখি, আমি হেনা পাওনা মিটাইয়া দিব, আমার হিসাব দেখাও, সে কদাচ তাহা পারিবে না। এইত মেল হিসাব নিকাশের দশা।

তারপর Sale department বা বিক্রয় বিভাগের কথা। বহু দোকান, ঠেক হইতে জিনিস টানিয়া আনিয়া খরিদদারের সম্মুখে ফেলিতেছে, সমস্ত হট্টগোল, খরিদদারের ক্রয় করি-রাই হউক, বা না করিয়াই হউক চলিয়া গেল, তাহার পর যেখানকার জিনিস সেই স্থানেই রাখাইতে সুশৃঙ্খলা, কিন্তু বাজারীরা সুশৃঙ্খলার দক্ষতা নাই, যে যেখানে পারিল, সেই স্থানে তুলিয়া ফেলিল, তাহার ঠেক মিলান, কেমন সহজসাধ্য, তাহা অনার্য্যসেই বোধগম্য হইতে পারে। তখন উদ্যোগ পিণ্ডি বুঝার খাড়ে পড়িয়া আছে। কতই বা আর দেখাইব, কেই বা তাহা শুনিবে, আমাদের অহং-জ্ঞানেই আমরা মরিয়াছি, আমাদের বিশ্বাস আমরা সমস্তই জানি, কিন্তু ইংরাজ—ওক ইংরাজ কেন, সমস্ত পাশ্চাত্য জাতি, যে কোন কাজ করুক না কেন, আগে সুশৃঙ্খলার তত্ত্ব স্থাপন করিয়া তবে কার্য্যে অগ্রসর হইবে। প্রথমেই হিসাবের খাতা পত্র চাপাইবে, প্রত্যেক জিনিষের বা ২০২৫ প্রকার জিনিষের চার্কো এক এক জন লোক নিযুক্ত করিয়া তাহার দায়িত্ব ঠেক,

রাখিবে, যখন সেল্ বা বিক্রয় ডিপার্টমেন্টের কোন বিক্রয়কারীর কোন দ্রব্য আবশ্যক হইবে, ঠিক রক্ষকের নিকট স্বাক্ষর করিয়া লইয়া আসিবে, বিক্রয় হইয়া গেলে তাহা তাহাকে জ্ঞাপন করিবে; না বিক্রয় করিতে পারে, ঠিকরক্ষকে তাহা ফেরৎ দিবে। বল দেখি, কি সুন্দর সুশৃঙ্খলা! আমাদের system বা সুশৃঙ্খলা না থাকায় আমরা কখন সময়ের অভাব মোচন করিতে পারিব না।

আমাদের গৃহস্থালী ব্যাপারেও এই গলদ। কোথায় কোন জিনিস পড়িয়া আছে, তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বাজালীমাত্রেরই প্রায় শাস্তি পান না। সুশৃঙ্খলার অভাবে আমাদের কোন দিকেই শাস্তি সুখ থাকে না, থাকিতে পারেও না।

জাতীয়তার বড় হইতে চাহিলে সুশৃঙ্খলা অভ্যাস একান্ত আবশ্যক। আমাদের এ গলদ বতদিন না বাইবে, ৩০তম দিন লক্ষ্যী হইবে না, তাহা দ্রব্য নিশ্চিত।

একদিন ভারতের আর্থাগণ এই সুশৃঙ্খলার প্রতি কিরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, তাহা কোন পূজা পদ্ধতির অনুষ্ঠানগুলি দেখিলেই অনুমান হইবে। সেই সুশৃঙ্খলা হারাইয়াই আজ আমরা শ্রী-ব্রত হইয়াছি। হার হার, আর কখনও কি সেই সকল আর্থা-নীতিনীতিতে আমরা আস্থা প্রদান করিতে শিখিব।

পল্লীগ্রামে কৃত্রিম উপায়ে বরফ প্রস্তুত প্রণালী।

চৈত্রমাসের শেষ সপ্তাহ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত আমাদের দেশে যেমন গরম পড়ে, এমন আর কোন কালে হয় না। পাড়া-গাঁয়ের লোকে ইচ্ছা করিলেই বরফ পাইতে

পারেন না। এমন কি অনেকে বরফের মুখ পর্য্যন্ত দেখেন নাই। সুতরাং ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, বরফ তাঁহাদের নিকট কি অমূল্য পদার্থ। অধিক কি, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের সকলেই এই সময়ে শীতল জিনিস পছন্দ করে। বিশেষ অনেকেই শীতল জল খাইতে পারিলে অত্যন্ত আনন্দিত হন। সেই জন্য আজ আমরা কাজের লোকের পাঠক পাঠিকার জন্য পাড়ারগায়ে কি করিয়া সহজ উপায়ে বরফ প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার উপায় বলিয়া দিতেছি। একবার বলা হইলে, কিন্তু আর ভুলিতে পাইবেন না। এখন ইহা বুঝিয়াই যাহা করিতে হয় করুন।

বরফ যে কেবল বিলাসী বাবুগণেরই ভোগ্য, তাহা নহে। ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পীড়াদিতে বরফ না হইলে চলে না। মাথায় রক্ত উঠিলে বরফের ব্যাগ মাথায় দিয়া তবে সেই স্থান হইতে রক্ত ডাড়াইয়া দিতে হয়। যখন জরের মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, বোগী যাতনায় ছটফট করিতে থাকে, তখন তাহার বরফই একমাত্র ঔষধ। এইরূপ কলেরা প্রভৃতি বহু ব্যাধি আছে। সেই সকল পীড়ায় বরফ না হইলে বোগীর রক্ষা পাওয়াই দার হইয়া উঠে। যাহা হউক, এমন যে উপকারী বস্তু তাহা কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, এক্ষণে তাহাই বলিব। পাথরের এক গ্যালন মাণের একটি বোতল লও। ঐ বোতল খুব অল্প দামেই পাওয়া যায়। কিছু সময় বৃষ্টি হইবার পর আকাশ হইতে যে জল পড়িতে থাকে, তাহা কোন পাত্র করিয়া ধরিয়া রাখিলে ভাল হয়। বরফার জল হইলেই কিন্তু সব চেয়ে ভাল হয়। পরিষ্কার বরফার জল খুব গরম করিয়া তাহা হইতে সাত পাইন্ট পরিমাণ লইয়া আমাদের কথিত পাথরের বোতলে রাখিয়া দিতে হইবে। তাহার মধ্যে দুই আউন্স পরিষ্কৃত সোরা মিশাইয়া দিয়া ঐ বোতল নীপার ছিপি দ্বারা শক্ত করিয়া বন্ধ করিতে হইবে। পরে

গভীর জলাবান্ধ একটি কুপের মধ্যে রন্ধু সংযোগে ঐ বোতলটি ডুবাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ ভাবে তিন চারি ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখিলে ঐ বোতলের জল কমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যাইবে। আর একটি কাজ করিতে হইবে। ঐ দড়ী ধরিয়া পুনঃপুনঃ বোতলটি উঠাইতে নামাইতে হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক বারই বোতলটি জলের উপরিভাগে উঠাইতে হইবে, আবার গভীর জল মধ্যে ডুবাইয়া দিতে হইবে। কিছুক্ষণ বোতলটি কুপ মধ্যে (কুয়া) ডুবাইয়া রাখিয়া পরে ঐরূপ করিতে হইবে। চারি ঘণ্টার মধ্যেই সকল কাজ শেষ হইয়া যাইবে। তখন বোতলটি উঠাইয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। না ভাঙ্গিলে বরফ পাইবার উপায় নাই। এই নিয়মে সকল সময়েই পল্লীগ্রামে বরফ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অধিক পরিমাণে বরফ প্রস্তুত করিতে হইলে বড় বোতলের আবশ্যক। অথবা ছোট ছোট অনেক গুলি বোতল হইলেও চলে। বত বড় বোতলই লওয়া হউক না কেন, প্রতি সাত পাইন্ট তলে দুই আউন্স করিয়া বিশুদ্ধ সোরা মিশাইতে হইবে। এ কথা যেন মনে থাকে। আর সব চেয়ে অধিক কাজের কথা একটি বলিব। যে বোতলই লওয়া হউক না কেন, তাহা পূর্ব করিয়া যেন জল না দেওয়া হয়। তাহার কারণ এই জল অপেক্ষা বরফ হাল্কা। এক গেলাস জলের উপর বরফ ছাড়িয়া দিলে তাহা তাগা ভাগিতে থাকে। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, জল অপেক্ষা বরফ হাল্কা। সুতরাং ১ একসের জলের বরফ তৈয়ারী করিলে পরিমাণে অনেক বেশী হয়। যে বোতলে একসের জল ধরিতে পারে, তাহাতে সেই একসের জলদ্বারা প্রস্তুত বরফ ধরিতে পারে না। বরফ অনেক বেশী হয়। অতএব ঐ প্রত্যেক সাত পাইন্ট হিসাবে যে পরিমাণ জল দিতে হইবে, তাহা যেন বোতলের কানায়

হুগলি একজিবিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্ম ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন।

কানার না উঠে। ভাল যেন বোতলের অনেক নীচে থাকে। ঐরূপ ভাবে অল্পপূর্ণ বোতলে ছিপিবন্দ করিয়া বরফ তৈয়ারী করিতে গেলে বোতলই কাটিয়া যাইবে, আর যদি বোতল খুব শক্ত থাকে, তবে জলের মধ্যে ছিপি খুলিয়া সকল বিষয় পণ্ড হইয়া যাইবে। এই কথাগুলি যেন সকলের স্মরণ থাকে। আমাদের কথিত উপায়ে দ্রুত জমাইয়াও বরফ করিতে পারা যায়। বোতলে জলের পরিবর্তে গরম দ্রব্য দিলেই হইল। ইহাতে আর কোন বিশেষ নতুন কথা নাই। ইহাতে কাহার কিছু উপায় হইলে আর একটি বিষয় লইয়া বারাত্তরে পাঠক পাঠিকা-গণের সহিত সাক্ষাৎ করিব। ইতি—

ঐগণপতি বার।

ALUMINIUM.

এলুমিনিয়াম ধাতুর নতুন প্রকার ব্যবহার।

এলুমিনিয়াম ধাতুর কথা এখন আর সাধারণকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। ভারতের প্রত্যেক ঘরেই এখন এই ধাতুনির্মিত গ্লাস, রেকাব, কত ঘটা বিরাজ করিতেছে। ভারতবর্ষে এলুই মিনিয়াম ধাতুর কাজ বেশই চলিতেছে। এখন আবার এই ধাতুর অতি সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করিয়া রেশমের সহিত বস্ত্রবয়ন করা হইতেছে। ইহা দ্বারা উৎসব, থিয়েটারের সন্মুখের পর্দা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া অতি মনোহর শোভাবর্জন করিতেছে। ভারতে এইরূপ দেখন ডালির বস্ত্রের সম্যক আদর হইবার ক্ষেত্রের অভাব নাই। এদেশের বাঁহারা এলুইমিনিয়ামের কার্যে নিয়োজিত,

তঁাহাদের এই নবাবিষ্কৃত উপায়ে এদেশেও রেশম সহযোগে বস্ত্র বয়নের চেষ্টা করা উচিত। ইহার পায়ের দিবার পস্থা অজ্ঞাপি আবিস্কৃত হয় নাই। সেই পস্থা আবিস্কৃত হইলে এরোপ্লেন বা উড়োকল প্রভৃতিতে ইহার প্রচুর ব্যবহার হইবে, ইহা সুদৃঢ় অথচ হালকা জিনিস, মচ্কায়, তবু ভাঙ্গে না।

FOUL KEEPING IN BANGAL.

মোরগ এবং হংসাদি পালন।

ইহা একটি সর্বজন পরিচিত লাভজনক ব্যবসায়, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। এ দেশের পল্লীগামের মুসলমানগণ মোরগ পুখিয়া থাকেন এবং তাহাদের অণুদি বাঁকায় করিয়া কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত ভাবে পক্ষীর চাষ করিলে ভয়ানক লাভ হইতে পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই পক্ষী পালন এদেশের কসাইয়ের কাজ বলিয়া পরিত্যক্ত প্রায় অবস্থাতেই রহিয়াছে। কলিকাতার মদন বড়ালের লেনে সেখ বাবু নামক একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান যুবক ক্ষুদ্র একটি Poultry firm করিয়া মুরগী হাঁস পারাবতাদি প্রতিপালন করিতেছেন। ইনি জাহাজে মাল সরবরাহ করেন, এই জন্তই সম্ভবতঃ এই কার্য্য করিতেছেন। এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় কতকগুলি অভিজ্ঞতাও উপদেশ জানা আবশ্যক। কারণ পশুপক্ষীগণ এক স্থানে থাকিতে থাকিতে রোগাক্রান্ত হয়।

পক্ষী কিনিয়া পালন করিতে হইলে কিনিবার আগে কতগুলি গুণ রহস্য জানা আবশ্যক। কথা—যে সকল মোরগ বা হাঁস যৌবনোন্মুখ অর্থাৎ অন্ততঃ ২১৩ মাস বয়স্ক, সেইরূপ দেখিয়া কিনিতে হয়। যে সকল পক্ষীর শরীর সতেজ, বুক প্রশস্ত এবং পদদ্বয় ছোট এইরূপ পক্ষী দেখিয়া কিনিতে হয়।

একটা নির্দিষ্ট স্থানকে তারের জাল দিয়া মায় উপর পথান্ত ঘেরিয়া তাহার ভিতর কাঠের ঘর নির্মাণ করা ইয়া লইতে হয়, রোয় এবং জলের সমস্ত পক্ষীগণ সেই ছায়ার আশ্রয় লইতে পারে। সম্মুখে একটা দীর্ঘ প্রস্থে স্তম্ভহীন চৌবাচ্চা বা খাদ কাটিয়া তাহাতে পরিষ্কার জল রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। সম্ভ্রান্ত পক্ষীগণ ঐ জলে সাঁতার দিয়া বেড়াইবে, নচেৎ বাঁচবে না। উপর নীচে সমস্তই তারের জালে ঘেরিয়া তাহার ভিতর মোরগ ও হংসের পৃথক পৃথক বিভাগ করিয়া দিতে হয়, নচেৎ হাঁস ও মুরগীতে লড়াই করিয়া পরস্পর পরস্পরের কবলিত করিয়া তুলিতে পারে। অনেকে আনিপুত্রের চিড়িয়া-খানা দেখিয়া থাকেন, তাহারা বুঝিতে পারিবেন যে, কিরূপে ঐ সকল পক্ষী সংরক্ষিত আছে।

খাদ্যের ব্যবস্থা।

মাদী পক্ষীগণের এবং বাহারা ডিথ খাণ্ড করিতেছে, তাহাদিগকে দৈনিক ৩ বার খাদ্য দিতে হয়, প্রাতে ভরকারী পরিত্যক্ত পাতা ডাটা ইত্যাদি, মধ্যাহ্নে অন্নাদি, সন্ধ্যায় শুষ্ক শস্তের দানা প্রভৃতি। ছোট ছোট শাবকদিগকে ঘণ্টায় ১বার করিয়াও আহাৰ্য্য দিতে হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শীতাতপ হইতে রক্ষার সুব্যবস্থা কবিলে পক্ষীর মড়ক উপস্থিত হইতে পারে না। পক্ষীর বিটাদি উৎকৃষ্ট তেজস্কর সার মধ্যে গণ্য জুতরাং সেগুলি কোন স্থানে রাখিয়া দিতে হয়।

ইহা যে বিশেষ লাভজনক তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। এদেশের হিন্দুগণ ছাগলের চাব করিয়া বিক্রয় করিয়াও থাকেন। বাহাদের মূলধন আছে, তাঁহারা সামান্য ফেলে লোক রাখিয়া এ কর্মকে উৎসাহিত করিলে, অর্থাগম হইবার বখেট সম্ভাবনা।

Poultry keeping-এর বিবিধ পুস্তকাদি আছে, তাহা পাঠ করিলে একাধো দক্ষতা লাভ করা যায়।

(অনেক বহননী)

Health and Hygiene.

স্বাস্থ্য-তত্ত্ব।

ডাক্তার কিলিপ্ গিড্‌নী বলিয়াছিলেন

"The ingredients of health and long life are,
Great temperance, open air,
Easy labour, little care."

অর্থাৎ খুব মিতাচার, বিশুদ্ধ বায়ু, সহজ পরিশ্রম, এবং ক্রিষ্ণ সতর্কতা এইগুলির দীর্ঘ জীবন এবং স্বাস্থ্য লাভের উৎকৃষ্ট উপকরণ। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা প্রায় ইহার সকলগুলি হইতে বঞ্চিত। প্রাচীন আখ্যা অধিগণ অহরহই সংযমের জ্ঞাত উপদেশ দিয়াছেন। আমরা সেই সকল মহাবাক্যের প্রতি অনাস্থাবান হইয়াই সর্ক-নাশ করিয়াছি, বাহারা সেকালের লোকের জ্ঞান সংঘনী, মিত্যব্যবী তাঁহারা এখন স্বাস্থ্যবান এবং দীর্ঘজীবনী। আমরা সে আদর্শ দেখিয়াও উদাসীন। স্বাস্থ্য মানব জীবনের অতি মূল্যবান সম্পত্তি, এ সম্পত্তি নিজে ব্যক্তি অপরে রক্ষা করিতে পারে না। বাচিয়া থাকিবার জন্যই জন্ম, মরিবার জন্ম জন্ম নহে। কিন্তু মরণ আমরা নিজেরাট আত্মীয় করিয়া শরীর মন্দিরে লইয়া আসি। একটু চিন্তা করুন। স্বাস্থ্য ব্যতীত ধর্ম

অর্থ মোক্ষ কিছুই লাভ করিতে পারা যায় না। সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষার বিশেষ আবশ্যক আছে।

Health is the foundation of all our Physical happiness (Herder) অর্থাৎ স্বাস্থ্যই একান্ত দৈহিক সুখের ভিত্তি স্বরূপ "Diseases are the taxes of the pleasure" পীড়া কেবল ফুষ্টিবাজ জীবনের উপর কর স্বরূপ। গে বলিয়াছেন, স্বাস্থ্যের সহিত সমস্ত ফুষ্টিমায়ার কলনাই পলায়ন করে। ক্ষণিক সুখের জ্ঞাত স্বাস্থ্য নষ্ট করা অতি শোচনীয় নিরুদ্ভিত।

অনেক বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসকের মত এই, দস্তের পীড়া হইতে ক্রমশঃই চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জ্ঞাত চক্ষু চিকিৎসকগণ সাধারণতঃ দস্তের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া থাকেন। নিম্নের চোয়াল অপেক্ষা উপরের চোয়ালের দস্তপীড়া হইতে দৃষ্টিশক্তির অধিকতর হানি হইয়া থাকে। অনেক সময়ে বাহিরে দাঁতের কোন দোষ দেখা যায় না, কিন্তু ভিতরে মাংসক্ষীতি নিবন্ধন চক্ষুর পীড়া উৎপাদন করে। বাহা হউক সর্বাধিক ঋণ্যাপ দস্ত উঠাইয়া ফেলিতে পারিলে চক্ষুর পীড়া তাগ হইয়া থাকে।

কলিকাতার শিশু মৃত্যু।

কলিকাতার একটি হেলথ অফিসার ডাক্তার ফ্রেক বিগত বর্ষের স্বাস্থ্য বিবরণীতে বড় শোচনীয় কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। কুসংস্কার, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যের নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে কলিকাতার শিশু মৃত্যু কিরূপ অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে, বিগত বর্ষের স্বাস্থ্য বিবরণী হইতে তাহার সুন্দর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ডাক্তার ফ্রেক বলিয়াছেন, বিগত বর্ষে সমগ্র কলিকাতা সহরে মোটের উপর ৫,০০০ অর্থাৎ যত শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার প্রতি হাজারে ২৫৯টির মৃত্যু হইয়াছে। শতকরা ৩৬.০৫ অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশের অধিক শিশুর এক সপ্তাহের পূর্বেই মৃত্যু হয়। নিম্নমিত কালের পূর্বে এসব, প্রমুখিত দুর্লভতা ও ধমুটকার—যাহাকে সাধারণ কথায় পেঁচোর পাওয়া বলে—এই কয়েক কারণেই অধিকাংশ শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ডাক্তার ফ্রেক বলিয়াছেন, গৃহের যে ঘরটি সর্বাধিক জীর্ণ, বাহাতে শিশুর জীবন রক্ষার সর্বসাধন প্রয়োজন আলোক ও বায়ু চলাচল করিতে পারে না, যে গৃহে অবস্থান করিলে সুস্থকায় ব্যক্তিও পীড়াগ্রস্ত হয়, সেই গৃহটিই সাধারণতঃ প্রমুখিতের জন্ম নির্দেশ করা হইয়া থাকে। দরিদ্র লোকেরা আর্দ্র, দুর্গন্ধ কাঁচা ঘরই প্রমুখিতের বাগের জন্ম নির্দেশ করে। অজ্ঞ "মাই" দিগের দ্বারা যে উপায়ে শিশুর নাড়ীক্ষেদ করা হয়, তাহাতেই অনেক শিশুই এক সপ্তাহের পূর্বে ধমুটকারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এক মাসের পূর্বে যে সকল শিশুর মৃত্যু হয়, তাহাদিগের শতকরা ৩৩ জনকে বাঁচান-বাইতে পারে। ডাক্তার ফ্রেক নাড়ীক্ষেদের পরে ক্ষত স্থান বাধিবার জন্ম টিনের কোটার করিয়া ঔষধ বিতরণ করিতে চাহিয়াছেন। ইহার সহিত "মাই" দিগের জন্ম উপদেশও লিখিত থাকিবে। ব্রুসাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতিও শিশুমৃত্যুর অগ্রতম কারণ, ডাক্তার ফ্রেক এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। স্বাস্থ্য সঞ্চয়ে সাধারণ নিয়ম পালন করিলে এই সকলের হাত হইতে সহজে শিশুদিগকে রক্ষা করা যাইতে পারে। বিশুদ্ধ জলের অভাব কলিকাতার শিশুমৃত্যুর আর একটা প্রধান কারণ। টাকার চারি পের করিয়া দুই ফ্রক করিয়া কয়েকনে শিশুর জীবন রক্ষা করিতে পারে? সুতরাং অলমিশ্রিত দুগ্ধিত ছুইয়ে

লণ্ডনের ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ একজিবিশনে দেব চা পুরস্কৃত, পো:-বক্স নং ৩৩৫, কলিকাতা।

মারা শিশুর জীবন রক্ষা ত দুইয় কথ।
জীবন হানি হইয়া থাকে। আমরা আশা
করি, কলিকাতার অধিবাসিগণ এই অসম্ভব
শিশুমৃত্যু হ্রাস করিবার চেষ্টা করিবেন।

বিবিধ বার্তা।

জার্মানীর জেলখানা সমূহে কয়েদীদিগের
চিত্তবিনোদনের জন্ত গান বাজনার সুবিধা
করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল কয়েদী
সঙ্গীত বিজ্ঞান-পারদর্শী, তাহারা সজ্জার পরে
আহারান্তে গান বাজনা করে, অত্যন্ত
কয়েদীরা গান বাজ শুনিয়া আমোদ উপভোগ
করে। রবিবারে কয়েদীগণ কারাগারের
মধ্যবর্তী ভজনালয়ে উপাসনা করিয়া থাকে।
জার্মানীর এই সাধু উত্তম সকল দেশের
আদর্শস্থানীয় হওয়া কর্তব্য। মানুষকে
সংগে লইয়া বাইতে হইলে, তাহার মধ্যে
পবিত্র ও সাধু ভাবের উদ্ভব করা প্রয়োজন।
জার্মানীর কারাগার সমূহের কর্তৃপক্ষ ইহা

উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ছয় বৎসর পূর্বে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের
৫০০ লোক ব্যয়স্কাপ সাহায্যে জীবিকানির্ভর
করিত, এখন ১,২৫,০০০ লোক এই ব্যবসারে
নিযুক্ত আছে। আমেরিকার লোকেরা
ব্যয়স্কাপ দেখাইয়া প্রতি বর্ষে নূনকরে ৪৫
কোটি টাকা উপার্জন করিয়া থাকে।

সম্প্রতি ফরাসী রাজ্যে এক নতুন আইন
প্রচলনের জন্ত চেষ্টা হইতেছে। এই আইন
প্রচলিত হইলে ফ্রান্সের রাজধানী পেরী-
নগরীর কোন ডাক্তার দরিদ্র শ্রমজীবীর নিকট
হইতে একদিনের জন্ত ১০ এক টাকা
চারি আনার অধিক দর্শনী লইতে পারিবেন
না। বিশেষ বিশেষ শ্রমজীবী সভার সদস্য-
গণও পীড়িত হইলে ডাক্তারদিগকে এই
দর্শনীতেই রোগ পরীক্ষা করিতে হইবে।

সম্প্রতি ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা মূল্যে
আমেরিকার একটি বাঁধ বিক্রীত হইয়াছে;
কাজের নাম গেলার মো। এই বাঁধটি
জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

আমেরিকার ওহিও প্রদেশের মিঃ মিলার
এক জাতীয় পেরাজ উৎপন্ন করিয়াছেন।
পেরাজের স্বাভাবিক বর্ণ ও গুণ প্রভৃতি
সমস্তই ইহাতে বিদ্যমান আছে, তবে ইহাতে
উৎকট গন্ধ নাই। বাঙ্গালা দেশে এই
পেরাজের খুব আদর হইবে সন্দেহ নাই।

দক্ষিণ আমেরিকার ইমু কডর প্রদেশের
লোকেরা বৃক্ষের বৃক হইতে কদল প্রস্তুত
করিয়া থাকে। তাহারা প্রথমতঃ খুব
পাতলা করিয়া বৃক্ষের বৃক তুলিয়া লয়,
তারপর ঢেঁকির সাহায্যে পিষিয়া জলের
সহিত মিশাইয়া লয়। পুনরায় ঢেঁকিতে
পিষিয়া বোজে শুকাইতে দেয়। এই শুক
বৃক বৃক হইতে যে সুন্দর কদল প্রস্তুত হয়,
দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরা উহা অনেক
সময়ে ২ বৎসর হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত
ব্যবহার করিয়া থাকে।

ডাকাইত ধরিবার পুরস্কার।—ডাকাইতি
ধরিবার জন্ত বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট বিশেষ
পুরস্কারের ঘোষণা করিয়াছেন। ডাকাইতি
করিবার কালে কোন ডাকাইত ধৃত হইলে
ধৃতকারী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা
বিশিষ্টরূপে পুরস্কৃত হইবেন। নিরস্ত
ডাকাইত ধৃত হইলে পাঁচশত টাকা, আর
বন্দুক বা তরবারিধারী সশস্ত্র ডাকাইত
ধরিলে পনেরশত টাকা পুরস্কারের ব্যবস্থা
হইয়াছে। মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পর জেলার
ম্যাজিষ্ট্রেট পুরস্কার প্রদান করিবেন।

ফরাসী রাজ্যে বীরাদনা।—ফরাসী
বীরাদনা জোরান আর্কের অপূর্ণ বীরত্ব
কাহিনী সকলেই অবগত আছেন, সম্প্রতি
ফ্রান্সের আর এক বীরাদনার পরিচয় প্রাপ্ত
হওয়া গিয়াছে। ইনি সমগ্র ফ্রান্সদেশে
বীরাদনা সৈন্তদল গঠন করিতেছেন। ১৮৭০
খৃষ্টাব্দে যখন জার্মান ও ফরাসী জাতির
মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন ম্যাডাম
ডুপানিয়ান নামী এক ফরাসী রমণী ফরাসী
সৈন্তদলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অপূর্ণ বীরত্বের
পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। গ্রীষ্ম তুফান
বৃক্ষের সময়েও ইনি রণভূমির অনেক দূরত্ব
বিপদসঙ্কুল স্থানে গমন পূর্বক অনেক
প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন।
ম্যাডাম ডুপানিয়ানের পূর্বে আর কোন
রমণী ফরাসী সৈন্তদলে যোগদানের অধিকার
প্রাপ্ত হন নাই। সম্প্রতি ম্যাডাম ডুপানিয়ান
তাহার জীবনের মহাত্মত সাধনে প্রয়াসী
হইয়াছেন। তিনি তাহার স্বভাবসিদ্ধ
অনলব্যর্থী বক্তৃতা দ্বারা জীলোকদিগকে
সমন্বিতভাবে প্রবেশ করিবার জন্ত উত্তেজিত
ও উৎসাহিত করিয়া তুলিতেছেন। তাহারই
উত্তেজনায় বহু রমণী সমর সচিবের নিকট
এই আবেদন করিয়াছেন, জীলোকদিগের
জন্ত এক রমণী পল্টন গঠন করিয়া
আমাদিগকে তাহাতে প্রবেশের আদেশ
প্রদান করা হউক। প্রকাশ, ফরাসী গবর্ণ-
মেন্ট ইহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন।
ইহাদিগের যুদ্ধাঙ্গ ও যুদ্ধ পরিচ্ছদ কিরূপ
হইবে তাহাও স্থির হইয়া গিয়াছে।

ম্যাডাম ডুপানিয়ান ২৮ হাজার যুবতীকে
মহিলা-পল্টনে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া-
ছেন। ইহাদিগের মধ্যে ৭০ হাজার
সামরিক কৰ্মচারী কার্য করিবেন। যুদ্ধের
সময় এই সকল মহিলা পুরুষদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে
প্রেরণ করিয়া আপনারা গৃহকর্ম ভিন্ন গ্রহণ
করিবেন, প্রয়োজন হইলে আপনারাও কপাণ
হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনদানে প্রস্তুত হইবেন।

প্রকৃত সমিচ্ছা ও আগ্রহ থাকিলে একজন জীলোকের সাহায্যে কিরূপ মহদুষ্ঠানের সূচনা হইতে পারে; ম্যাডাম ভূপানিয়ানের জীবনবৃত্তান্ত হইতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ম্যাডাম ভূপানিয়ানের নাম ফ্রান্সের সম্মান সমাজে খ্যাত হইয়াছে।

ফ্রান্সপতি মিঃ পিয়ারপণ্ট মরগ্যান।

সম্প্রতি মিঃ পিয়ারপণ্ট মরগ্যানের উইল প্রকাশ হইয়াছে। নগদ ৬০০,০০০ পাউণ্ড, অন্ত্যস্ত দানাবিশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি এবং ছবি ও শিল্প জ্ঞানাদি তাহার পুত্র পাইবেন। বাৎসরিক ২০,০০০ পাউণ্ড আয়ের সম্পত্তি তাহার জীবিজিত কাল ভোগ করিবেন এবং ২০০,০০০ পাউণ্ড উইল করিয়া অপরকে দিতে পারিবেন। তিন জন কন্যা প্রত্যেককে ৬০০,০০০ পাউণ্ড পাইবেন; তৃতীয় কন্যা বিবাহিতা হইলে যদি সম্মান না হয়, তাহা হইলে স্বামীকে কেবল ২০০,০০০ পাউণ্ড দিতে পারিবেন, বাকী অংশ এষ্টেট ভুক্ত হইবে। জামাতারা প্রত্যেক ২০০,০০০ পাউণ্ড এবং অল্প দুই জন আত্মীয় ৫০,০০০ ও ২০,০০০ পাউণ্ড পাইবেন। নিউইয়র্কের জীলোকদিগের প্রসব হওয়ার জন্য হাসপাতালের ডাক্তার মাকী বাৎসরিক ১০০০ পাউণ্ড পাইবেন। তাহার লাইব্রেরিয়ান শ্রমিক বেলা গ্রীন ১০,০০০ পাইবেন এবং নির্দিষ্ট বেতনে উপস্থিত পদে থাকিতে পাইবেন। সহকারী লাইব্রেরিয়ান ২০০০ পাউণ্ড, জাহাজের ক্যাপ্টেন গোর্টন ৩০০০ পাউণ্ড, প্রাইভেট সেক্রেটারী ৩০০০ পাউণ্ড এবং তাহার বিশ্বস্ত ভৃত্তা ৩০০০ পাইবেন। তাহার লগুন ও নিউইয়র্ক অফিসের প্রত্যেক কর্মচারী এক বৎসরের বেতন পাইবেন এবং তাহার অধীনে যতলোক চাকরী করিতেছেন, সকলেরই অল্প কিছু কিছু ব্যবস্থা উইলে আছে।

নিউইয়র্ক জীলোকদিগের প্রসবের জন্য হাসপাতালে সাহায্য করিতে আদেশ দিয়াছেন এবং শেট জর্জ গীর্ডার ১০০,০০০ পাউণ্ড এবং ষ্টেট মিশন ফণ্ডে ২০,০০০ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। বৃহত্তর একটা জীবনে কত টাকাই উপার্জন করিয়াছিলেন।

Editor in Council.

সম্পাদকীয় মন্তব্য সভা।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বনগ্রাম।

প্রশ্ন। বালাখানার তামাকে কি মসলা দিলে সেরূপ সুগন্ধ হয়?

উত্তর। বালাখানার তামাকে অমরা মৃগনাভীর গন্ধ পাই, আরও মসলা থাকিতে পারে, তাহা আমাদের জানা নাই। ভাল মৃগনাভী মিঃ বটরুফ পালের অথবা ঈশ্বর কুণ্ডু এণ্ড সন্সের দোকানে পাইতে পারেন।

শ্রীযুক্ত অভুলকৃষ্ণ বসু

শান্তিপুর।

১ প্রশ্নের উত্তর। হোয়াটনিং ভ্রমক্রমে ছাপা হইয়াছে, যাহা বাজারে হোয়াটিং বলিয়া পাওয়া যায়, ইহা তাহাই।

২য় প্রশ্ন। গায়ানসাইন্ রঙ্গের দোকানে পাওয়া যাওয়াই সম্ভব। চাচ গালার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই। যেপরিমাণ চাচ গালা এবং আল কোহল মিশাইলে তুলির মূগে স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, অল্পট রং ফিকে না হয়, তাহাই ইহার পরিমাণ বুঝিতে হইবে।

৩য় প্রশ্ন। আল কোহল বা সুরাসারে এক আউন্স ১ ড্রাম পরিমাণ জাফরান

দিয়া দেখুন। ইহাই টাংচার করিবার নিয়ম।

৩য়। হোয়াইট লেডের পরিবর্তে সাইনবোর্ড লেখার কার্যে নানাপ্রকার রংএর এনামেল কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা ধর্মতলার রঙ্গের দোকানে পাইবেন। রিশলিন রং ও ব্যবহার করা যায়। সমস্ত রংই ধর্মতলার মোড়ে পেন্‌ট শপে বা রঙ্গের দোকানে পাওয়া যাইবে। এ সকল রং স্থায়ী হইবে।

(ক) মেসার্স শা ওয়ালেসের ঠিকানা ৮নং বাঙ্গাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

M. D. Tusnial Esqr—

চিকুয়াগুল টী ফেট্‌ শ্রীহট্ট।

২০শে সেপ্টেম্বরের পত্রোত্তরে জানান হইতেছি, দস্ত মঞ্জনে যে লাল রং হয়, সেটা "Carmine" নামক এক প্রকার রংএর চওয়াই সম্ভব। যিনি ব্যবহার করেন, আমার বোধ হয়, তিনি সেই লাল রংএর "কারমাইনের চর্ণ" ব্যবহার করেন। ইহা নিরাপদ, বহু ব্যাধি দ্রব্য ঔষধাদির রং করিবার জন্য ব্যবহার হয়। কলিকাতার বটরুফ পাল এণ্ড কোংর দোকানে পাওয়া যায়, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। আপনার পত্রাভ্যুগামী অনেকগুলি কাজ আমি আমার বিবিধ কার্যের জন্য যথা সময়ে সম্পন্ন করিতে পারি নাট, ক্রটি ক্ষমা করিবেন। এখন আদেশ পাটলে করিতে পারিব।

পত্রাদি লেখকগণের প্রতি।

শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র বসু—বিজ্ঞাপনের চটকে তুলিয়া যদি আপনি হারিসন রোডের কোন দোকান হইতে পকেট ইলেকট্রিক লাইট লইয়া প্রচারিত হইয়া থাকেন, তবে

হুগলি একজিবিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্য ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন।

আমরা তাহার কি উপায় করিতে পারিব বলুন ?

শ্রীযুক্ত বটীচরণ বার, আঙ্গুরিয়া বন্দর নবেম্বর, ডিসেম্বর পাঠান হইয়াছে।

শ্রীবিনয়েন্দ্র নাথ। আপনার গল্প প্রকাশ যোগ্য নহে। “কাজের লোক” এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশের স্থান নাই। প্রবন্ধ ফেরৎ দিলাম, পত্রান্তরে পাঠাইবেন।

শ্রীযুক্ত শঙ্কুচরণ প্রামানিক।

উত্তর। চকল শিশুদের সমস্ত বস্ত্র ফটুকিরির খুব কড়া জলে ডুবাইয়া শুকাইয়া পরিধান করিতে দিলে সহসা অগ্নি লাগিতে পারে না। বাহাদের ঘরে ছোট ছেলে মেয়ে, তাহাদের খোলা লাম্প ব্যবহার করাই উচিত নয়।

যেখানে ছেলেরা নাগাল না পার, এমন স্থানেই আলোক রাখা উচিত। এই শীতকালে পিতা মাতার অসাবধানতার দোষে কত ছেলে যে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার সংবাদ জানিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। পিতা মাতার সর্বদাই শিশুদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত, ইহাই সঙ্গপার।

দেশীয় মূষ্টিযোগ।

আঙ্গুল হাড়া।

এই রোগটি যদিও সামান্য, কিন্তু ইহার যত্নঃ বড় সামান্য নহে। ভুক্তভোগী মাত্রই তাহা অবগত আছেন। এই রোগের প্রারম্ভে একটি অঙ্গুলিতে অল্প অল্প বেদনা অনুভূত হয়। অনন্তর অঙ্গুলিটি ফুলিয়া তাহাতে অত্যন্ত জালা, বেদনা ও টন্টনানি উপস্থিত হয়। রোগী যত্নগার অধীর হইয়া পড়ে। জালা এত দুঃ বর্জিত হয়, যে তাহা জুড়াইবার জন্য রোগী বারবার শীতল জলে পীড়িত অঙ্গুলিটি ডুবাইয়া রাখে। কিন্তু তাহাতেও সোয়াস্তি লাভ করে না।

অবশেষে আঙ্গুল পাকিয়া যা হয় এবং রোগীকে অনেক দিন কষ্ট দেয়। এই হোগে কাহারও বা দুই হাতের সমস্ত অঙ্গুলি শুনিই আক্রান্ত হয়। রোগ অত্যন্ত প্রবল হইলে, আরোগ্য লাভের পরও পীড়িত অঙ্গুলিটি স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ফিরিয়া পায় না—চিরদিনের মত বিকৃত হইয়া থাকে। আয়ুর্বেদে ক্ষুদ্ররোগাধিকারে এই রোগ চিল্প ও অঙ্গুলি বেটেক নামে অভিহিত হইয়াছে। আয়ুর্বেদ মতে বায়ু ও পিত্ত নথের মাংসকে দূষিত করিয়া দাহ ও পাক বিশিষ্ট এই রোগ উৎপাদন করে। ইহার চলিত নাম আঙ্গুল হাড়া। রঙ্গপুর জেলার এই রোগকে “আঙ্গুল জরা” বা “নখ জরা” বলে। এই রোগের একটি সহজসাধ্য পরীক্ষিত ঔষধ নিয়ে লিখিত হইল।

গাঙ্গারী বা গামার নামে পরিচিত বৃক্ষ সম্ভবতঃ অনেকেই চিনেন। কিন্তু অনেক জাবার পিটুণী, পিঠে পোড়া, ভুর্কণ্ডী বা ভেগী নামক বৃক্ষকেই গাঙ্গারী বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন। ইহা নিশ্চয়ই ভুল। বাহারঃ গামার গাছ চিনেন না, তাহারা কোনো বিশ্বস্ত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকের কাছে চিনিয়া লইবেন। ছাপরা প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় লোকের কাছেও চিনিয়া লইতে পারেন। সে দেশের লোকে ইহাকে গাঙ্গার বলে এবং প্রায় সকলেই চিনে। তাহারা এই গাছের কাঠে এক প্রকার বাতঃ বস্ত্র প্রস্তুত করে।

গাঙ্গারী বৃক্ষের সাতটি কোমল পত্র লইয়া একটির উপর একটি, তার উপর আর একটি, এইরূপে সমুদয় পত্রগুলি একত্র সাজাইবে। সেই উপর্যুপরি সজ্জিত পত্র গুল্ল দ্বারা পীড়িত অঙ্গুলিটি উত্তমরূপে বেঁধে রাখিয়া একগাছি সূত্র দ্বারা জড়াইয়া বাঁদিয়া রাখিবে। সেদিন আর খুলিবে না। তৎপর দিন খুলিয়া, যদি ক্ষত থাকে, তাহা পরিষ্কৃত জলে উত্তমরূপে ধুইয়া, পুনরায় উপর্যুপরি

বিশুদ্ধ সাতটি নূতন গাঙ্গারী পত্র দ্বারা পূর্ববৎ বাঁদিবে। আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহই এইরূপ করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ায় এক দিনেই উপকার পাওয়া যায়। ৫৭ দিনে রোগ নিঃশেষে আরোগ্য হয়। আঙ্গুল হাড়া রোগের প্রারম্ভ হইতে পঞ্চাবস্থা পর্য্যন্ত সকল সময়েই এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় এবং সমান ফল লাভ হয়। আশা করি, ঔষধটি সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। গৃহ প্রাজ্ঞন হিত অনায়াস লভ্য একটি সামান্য বৃক্ষ পত্রের কিরূপ অসামান্য গুণ, তদ্বারা কিরূপ সহজ উপায়ে বিনা ব্যয়ে আঙ্গুল হাড়া রোগের উৎকট যন্ত্রণা আশ্রয়িত হয় তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইবেন।

শ্রীমোনোমোহন চক্রবর্তী।

Death by by brain Rust.

মস্তিষ্কের মড়িচার মৃত্যু।

প্রোফেসর এ, ভিকটর সিগ্নো Prof. A. Victor segno তাঁহার Mental law of science এ পারিষদীক এবং মানসিক পরিশ্রমের হিতকারিতায় অনেক কথাই বলিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে (Dr. Duke, ডাক্তার ডিউক লণ্ডনের কোন আদালতে সাক্ষ্য প্রদানকালে একটা বড় গুরু তথ্যের কথা বলিয়াছিলেন। ডাঃ ডিউক একজন সুবিখ্যাত বহুদর্শী চিকিৎসক। ইনি বলিয়াছিলেন যে, “Softening of brain brought about by lack of mental exercises causes the death of one third of the rural labourer of that country” অর্থাৎ মানসিক পরিশ্রমের অভাবে প্রায় ৫০ অংশ পরিমাণ শ্রমজীবী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

জেরায় সময় ডাঃ ডিউক বলেন যে, এইরূপ মৃত্যু কৃষকগণের মধ্যেই অধিক দেখা যায়, ইহারা পারিষদীক পরিশ্রম করে বটে,

কিন্তু মানসিক পরিশ্রমের পরিমাণ ইহাদের মধ্যে নিতান্তই অল্প। তাহার পর তিনি দেখান, যে শ্রমজীবীগণের এই মৃত্যু মস্তিষ্ক ক্ষয়ের অঙ্গ ঘটে না মস্তিষ্ক চালনার অভাবে মরিচা ধরিয়া যায়। "Rusted rather than wore out and when he attained the age of 65 or 75 he usually died from an apopleptic fit or something of kind অর্থাৎ যখন তাহাদের বয়স ৬৫ বা ৭৫ বৎসর হয় তখন আপিলেকটিক বা তরুণ কোন রোগে মৃত্যুব্রূণে পতিত হয়। এই অভিজ্ঞতার অল্পকূলে তিনি প্রমাণ দেখান যে, অল্প এবং অপর মানসিক শ্রমজীবীগণকে অহরহ মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়, এইরূপ মস্তিষ্ক চালনা স্বত্বেও সাধারণতঃ কারিক শ্রমজীবী অপেক্ষা অধিক দিন বাঁচিয়া থাকেন। সেই অল্প শুদ্ধ কারিক পরিশ্রম করিলেই যে দীর্ঘ জীবনলাভ করা যায়, তাহা নহে, মানসিক শ্রম না থাকিলেও মস্তিষ্কে Rust অর্থাৎ মরিচা ধরিয়া মৃত্যু হইয়া থাকে।

"Signogram."

Plain talk with young men.

প্রকৃত শত্রু এবং মিত্র।

সৎ এবং অসৎ উভয় প্রকার চিন্তাই মানব জন্মের উদ্ভিগা থাকে। দয়া দাক্ষিণ্য ভগবানের মহিমা কীর্তন, পরহিত চিন্তা প্রভৃতি উচ্চ চিন্তাগুলিই পরম বন্ধু, আর পবিত্রতা অসৎ প্রবৃত্তি, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ মাংসখ্যা আত্মভরিতা, পরের অনিষ্ট চিন্তা এইগুলি মানবের প্রকৃত শত্রু, এইগুলিকে দমন করিতে পারিলে বহিঃশত্রুও দমন করা যায়। কিন্তু মানুষ বহিঃশত্রুর পশ্চাতে ধাবিত হইয়া জন্মের শত্রুগুলিকে উত্তেজিত করে কেন?

অভাবনীয় সুযোগ!—তৎপর হউন! হতাশ হইবেন না!

ইলেকট্রিক কল বেল

বা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা।



উপহারের পকেট ল্যাম্প।



চাকর চাকরাণী ডাকিতে আর রাগিয়া খুন হইতে হইবেন না। প্রায় ৪২ ফুট লম্বা তার ও উৎকৃষ্ট স্থায়ী ড্রাই ব্যাটারি—তাহা লাগাইবার হক প্রতিটি সময়ে আমরা মায় তিপি ডাক মাগুন সময়ে ৬ টাকায় আপনার বাড়ীতে ডাকে পৌছাইয়া দিব। অতিরিক্ত তার আবশ্যক হইলে তাহাও অতি স্থূলত মূল্যে দেওয়া হইবে। ইহা এখন প্রত্যেক গৃহে আবশ্যক, যেহেতুক পরস্পর প্রতিবাদীগণ এবাড়ী ও বাড়ী যোগ করিলে বিপদের সময় নিজ কক্ষ হইতে অল্প বাড়ীর লোককে সংবাদ পাঠান বাইতে পারিবে। ত্রিতল কক্ষ হইতে নিম্নতলের ও ভিতর বাড়ী হইতে বহিঃরাষ্ট্রীয় দাসদাসীকে ডাকিতে পারিবেন। ইহা ১৫ টাকার কমে পাওয়া যায় না, গ্রাহকগণকে ৬ টাকায় দিব, শুদ্ধ তাহাই নহে, প্রত্যেক গ্রাহককে একটা অতি স্থূলত পকেট ইলেকট্রিক লাইট বা বৈদ্যুতিক আলোক উপহার দিতেছি। "কাজের লোক" আফিসে আসিলে সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে এজেন্ট আবশ্যক। পত্র লিখুন।

ঘরে বসিয়া উপার্জন পস্থা।

"উপার্জন পস্থা" সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা হইলে আমাদের লিখিবেন, ঘরে বসিয়া কেমন করিয়া আপনি অনায়াসে মাসিক ৩০৩৫ টাকা উপার্জন করিতে পারেন, দেখাইয়া দিব। একখানি অর্ধ আনার টিকিট পাঠাইতে হইবে মাত্র।

ম্যানেজার "কাজের লোক"

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রীট লেন, বহুবাজার।

লণ্ডনের ক্রাফো-ব্রিটিশ একজিবিশনে দেব চা পুরস্কৃত, পোঃ-বক্স নং ৩৩৫, কলিকাতা।

অপরের আত্মাকে তুমি বত ক্ষুদ্র ভাব না কেন, সে আত্মাতেও ভগবানের বসবাস আছে, আমাকে মনকষ্ট দিলে তাঁকেও লাগে, তাহার দণ্ডও আছে, কিন্তু তুমি মোহাক বুঝবে কেমন করিয়া?

যদি কোন নীচাশয়ের দ্বারা অপমানিত হও বা আহত হও, কদাচই তাহাতে ক্ষুব্ধ হইও না। যাহার ঘরে আঘাত লাগে, সেই তাহার প্রতিকার করে, তুমি কে? মানব দেহ একটা আবরণ মাত্র, ভিতরে বার ঘর, সেই থাকে। সহ্য করাই মধুর। কে বলে তুমি অসহায়, তুমি একা, যাহার কটাক্ষে ত্রিভুবন লয় হয়, তাহার কাছে আবার এজগতে ক্ষমতাশালী কে? সে যদি তোমার সহায় না থাকিবে, তবে এত কাল বাঁচিয়া আছে কিরূপে? তোমার আত্মীয় বন্ধুর যে তুমি ভরসা কর, যখন তুমি মর, তখন তারা রাগুক দেখি। কিন্তু ছর্ভাগ্য তোমার, এত বড় আত্মীয়, এত ক্ষমতাপূর্ণ সহায়কে

তুমি মনেও কর না, সেই জন্ত কষ্ট পাও। শব্দটে একবার ডাক দেখি, "মামার কেউ জাই গো তুমি রক্ষা কর" দেখিবে কোথা হতে কোন অদৃষ্ট হস্ত শব্দর হস্ত হতে রক্ষা করবে। কে বলে তুমি, অসহায়, তুমি একা? তুমি সহায়তা খোজই না তা পাবে কেমন করে?

সং কর্কশের ভান করে, অসং কর্কশি কর, তোমার নিজের নাম আহিরের জন্ত। নির্কোষ মাহুষেও যখন সেটা বুঝতে পারে, পরমাত্মা সেটা বুঝেন না মনে কর্তে পার—সেটা তোমার মোহাকতা মাত্র। যদি তুমি নিরীহ পথপ্রান্ত পতিত পথিকের মাথায় পদাঘাত করতে করতে তোমার শালগ্রামশীলাও লয়ে যাও, মনে কর কি, তোমার শালগ্রামশীলা তাতে সঙ্কট হন? মনেও করো না। ভগবান ঠিক তোমারই মতনটা নন, তিনি মহান—তিনি তাহার জীবের একটা উত্তপ্ত দীর্ঘবাসও সহ্য করতে পারেন না। তুমি নির্কোষ, তাই তোমার কৃত কর্মকে অত্রান্ত

মনে করে অহঙ্কারে ধরাকে সরাজ্ঞান কর, হৃৎকলের উপর অত্যাচার কর। একটা হোচট খেলেই তোমার অতিষ্ঠ ঠিক জল বুদবুদের দ্বারা কোথার মিসাইরা যায়। তুমি মোহাক, তাই সেই মহান শক্তি দেখতেও পাও না, বুঝেছ?

রাজহুয় বস্ত্র আর অক্ষুন্ন কীর্তি দুই-ই এক রকম। সসাগরা পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে জয় করে তবে রাজহুয়রাজ হয়, আর জগতের একটা উত্তপ্ত দীর্ঘবাস না ফেলিলে যে কীর্তি লাভ করা যায়, তাকেই বলে অক্ষুন্ন কীর্তি। আর সেই কীর্তিই অমরত্ব। কীর্তি স্থাপন করা কি সহজ কপারে বাপু? পরের দেড়ে মুগে নিয়ে কীর্তি মন্দির তোলা যায় না। কাজটা এত সহজ, আর সস্তা, নয়। প্রকৃত মনুষ্যত্বেরই নামাস্তর দেবত্ব, আগে দেবত্ব লাভ কর্তে পারলে তবে অমর কীর্তি। মরণ তোমার, অহংজ্ঞানে তাই এত বড় নিলঙ্কার হয়ে লোক সমাজে কীর্তি রাখবার সাধ কর, আর জগৎকে আলিয়ে মার।

কাশ্মিরী পশমী জিনিস।

(মহামহিমাদিত্য ভারতেশ্বরী এবং ভারতের প্রায় সমস্ত রাজা মহারাজাকে সর্বদা হার করা হয়।)

লাহোরী ধোমা।

খুব গরম এবং কোমল, পাণ্ডটে, নীল, বাদামী অথবা খ্যাতনামা পশমী রঙ্গের এবং চেক ৩০ গজ লম্বা ৫৮ ইঞ্চি: চওড়া ২৬ ইঞ্চিতে ৩০ ৩০ " " " " " ১৩ " ১৫

লেডিজ্ শাল।

মহিলাদের জন্য শাল।

অতি সুন্দর কারুকায়াময় ৩ গজ X ১১০ গজ মূল্য ৮ ইঞ্চিতে ১১ এবং ১২ ইঞ্চিতে ৩০ ৩০ ইঞ্চি কাশ্মিরী ৩৫ ইঞ্চিতে ৫২ আসল সোনালী কাজের ৩০ ইঞ্চিতে ৫০ টাক।

শালের জোড়া।

সুন্দর কারুকায়াময় বিবিধবর্ণের

১৭ ইঞ্চিতে ২২

ঐ	ঐ ২৩ . ৩০
ঐ ভালকাজ ওয়াল	৩০ ইঞ্চিতে ৪০
" "	৪৫ ইঞ্চিতে ৬৫
বিশুদ্ধ আসল কাশ্মিরী	৬০ ইঞ্চিতে ৮০
ঐ দোরোখা—	৭০ " ১১০
ঐ কাশ্মিরী কাজ ওয়াল	৪০ " ৬৩
আসল সোনালী কাজ ওয়াল নানাবর্ণের	৩০ ইঞ্চিতে ৫০ অত্যন্ত খানির মূল্য।

মলিদা চাদর।

লাহোরী ধোমা হইতেও মোটা কোমল এবং গরম, বাদামী পাণ্ডটে প্রভৃতি রঙ্গের ৩০ গজ X ৫৮ ইঞ্চি ১৬ ইঞ্চিতে ১৮ ৩০ ইঞ্চি ৩০ গজ বহর ৫৮ ১৩

চেক্ র্যাপার।

সুন্দর, এবং কোমল, চেক ও সাদা ৩ গজ ৩০ গজ লম্বা ৫৪ ইঞ্চি: বহর ৬ ইঞ্চিতে ২ ৩০ " ৩১ " " ৫৪ ও ৫৮ ইঞ্চি: ৭১ " ১০

ছেলেদের জন্য।

২১০ গজ ও ২১০ গজ লম্বা ৪৫ ইঞ্চি: বহর ৩ ৪

এবং ৪৫ ইঞ্চি ৬ টাক।

খাঁচী পশমী ধোমা।

সুন্দর কাশ্মিরী বোনা পাড়

৩০ গজ X ৫৮ ইঞ্চি: ২০

৩০ " X ৫৮ " ১০

যদি জিনিস পছন্দ না হয়, ফেরৎ পাঠাইলে আমরা যাতায়াতের সমস্ত খরচ দিব, আপনাদের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

আমির চাঁদ এণ্ড সন্।

জেনারেল শাল্ মার্চেন্টস—পাইকারী এবং খুচরা শাল বিক্রেতা, লাহোর, পঞ্জাব।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক
সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

৭ম বর্ষ ।
১২শ সংখ্যা ।

New Series,
December, 1913.

নূতন সংস্করণ ।
ডিসেম্বর, ১৯১৩ ।

Vol. VII.
No 12.

কিছু নিজেদের কথা ।

ভগবানের “কৃপার কাজের” লোকের এত
সংখ্যার সহিত সপ্তম বর্ষ পূর্ণ হইল । আমরা
বর্ষ শেষে গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক, পৃষ্ঠ-
পোষক এবং বিজ্ঞাপন দাতাগণকে প্রথমা-
বদ্বিই আমাদের প্রতি সমান সহানুভূতি
ও করুণাকটাক্ষ পাতেজ জন্ত সসম্মানে অভি-
বাদন করিতেছি ।

এই স্মৃত বর্ষ ধরিয়া বহু গ্রাহকই শিল্প
প্রাণিজ্যের নিকট মনোযোগী হইয়াছেন, বহুজন
“কাজের লোকের” প্রদর্শিত পন্থার প্রতি আস্থা
প্রদর্শন করিয়া স্বাধীন জীবিকার্জনের জন্ত
আগ্রহবান হইয়াছেন, ইহাতেই আমাদের
কঠোর পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিতেছি ।

“কাজের লোকের” জন্মের পূর্বে একরূপ
কাগজ এদেশে ছিল না বলিলেই হয় ।

এখন কাজের লোকের অমুহুরণে দুই
একখানি কাগজ বাহির হইতেছে দেখিয়া
আমাদেরও আনন্দের সীমা নাই । শিল্প
বাণিজ্য সংক্রান্ত পৃথক কাগজের এদেশে
আরও বাহুল্য হইলে আরও উপকার
হইবে । কিন্তু এদেশের শিল্পানুরাগের
অভাবে একরূপ শ্রেণীর কাগজের প্রতি,
আগ্রহাতিশয়া নাই বলিলেই হয় । এইরূপ
অবস্থা স্বত্বেও আমরা আমাদের সংকল্প
পরিত্যাগ করি নাই, পুনরায় নবোত্তম
বর্ষের জন্ত আয়োজন করিতেছি ।

৭ বৎসরে “কাজের লোকের” এত বিষয়
সংগ্রহীত হইয়াছে যে, তাহা একখানা ছোট
খাট বিখ্যেবিশেষ বিশেষ হইয়াছে । কর্ম্মী
হইতে হইলে মানুষের বাহা কিছু জানিবার
এবং শিখিবার আবশ্যক, আমরা বহু কষ্টে
সেইরূপ বিষয় নিকাচনে অহরহ পরিশ্রম
করিয়া থাকি, দেশের লোক সহানুভূতি

দেখাইলে এবং সমস্ত পাঠ করিলে এত পরিশ্রম
সার্থক বলিয়া মনে করিতে পারি ।

আমরা আশা করি, যাহারা অবস্থাপন্ন,
তাহারা “কাজের লোকের” গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত
হইয়া নিজেরাও যদি না পাঠ করেন, তাহা
হইলে পল্লী বালকগণের হস্তে দিলেও
তিনি তাহার গ্রামের ও সমাজের মহৎ
উপকারই সাধন করিতে পারেন । আমরা
সামান্যে প্রত্যেক পুরাতন গ্রাহককে
কাজের লোকের উদ্দেশ্য প্রচারের জন্ত একটু
মনোযোগী হইতে প্রার্থনা করিতেছি । তাহার
একটু মনোযোগ দিলেই আমরা প্রত্যেক
পুরাতন গ্রাহকের সাহায্যে মাত্র একটা
করিয়া গ্রাহক পাইলেও ৬ সহস্র গ্রাহক এই
বর্ষেই পাইতে পারি । আর অধিক কিছু
প্রার্থনা কবি না ।

হুগলি একজিবিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্ত ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সপ্তম বর্ষের কাজের লোক বাছান হইতে চলিল, ডিসেম্বর মাসের কাগজ পাইয়া বাহার যে সংখ্যা কম আছে, আমাদিগকে ১৫ দিনের মধ্যে জানাইলেই আমরা সেই সংখ্যা গুলি পাঠাইয়া দিব। ১৫ই জানুয়ারীর পর আর আমরা অগ্রাণ্ড সংখ্যা দিতে পারিব না। তজ্জন্ত দ্রুত হইলেও কোন প্রতিকারই করিতে সক্ষম হইব না।

আরও একটি কথা।

বর্ষ শেষ হইলেও কেহ কেহ আজও কাজের লোকের ১৯১৩ সালের বার্ষিক মূল্য পঠান নাই, প্রার্থনা, দয়া করিয়া তাঁহারা এই শেষ খণ্ড পাইয়া মূল্য পাঠাইয়া দিয়া অনুগ্রহীত করেন। তাঙ্গিদি দিতে আমরা কৃত্তিত ও লজ্জিত হই।

অভাবনীর সুযোগ!

১৯০৯ হইতে ১৯১৩ পর্য্যন্ত সমস্ত খণ্ড “কাজের লোক” এখনও পাওয়া যাইবে। এই বিশাল গ্রন্থাবলীর মূল্য ১৫/- কিন্তু বাহার নূতন গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা ১৯১৪ সালের ২৯/- এবং উপরোক্ত বিশাল অত্যাবশ্যকীয় গ্রন্থ-গুলি একত্রে মাত্র ৯৯/- টাকায় পাইবেন। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক পৃষ্ঠার মূল্য ৩/- দিতেও আপনারা কৃত্তিত হইবেন না। সমস্ত সংবাদ পত্রেই জরুরী প্রশংসিত। অনেকে একেবারে যদি ৯৯/- পাঠাইতে অক্ষম হইলেন, তাহা হইলে উপরোক্ত ৯৯/- টাকা আমরা ২:৩ কিস্তিতে লইবার বন্দোবস্ত করিতে পারি। কিন্তু ১৯১৪ সালের অগ্রিম মূল্য ২৯/- টাকা অতি অবশ্যই পাঠাইবেন। পুস্তক সংখ্যা অল্প, তৎপর আবেদন করুন। অসংখ্য সহস্রাব্দ উপার্জন পথের একটর

মূল্যও উক্ত ৯৯/- টাকা নহে। স্থানান্তরে “কাজের লোক” সম্বন্ধে বিখ্যাত সংবাদ পত্র পিসুহের মন্তব্য পাঠ করুন।

বশব্দ

“কাজের লোক”—কার্য্যধ্যক্ষ।

১৭নং অক্টুর দস্তের লেন

বহুবাজার কলিকাতা।

পল্লীবাসীর সুখ।

পুলার ছুটি হইলে দেশের দিকে ছুটিতে কেমন আশ আকুল হইয়া উঠে। বাহাদেবী অভাব নাই, তাঁহারা দেশে না যাইয়া দেশ হেঁসাতরে চলিয়া যান, বাহাদেবী অর্থভাব, তাঁহাদের অগত্যা হইলে দেশের মাটি দেখা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আশ্বিন, কার্তিক মাসে পল্লীগ্রাম বাসীর অবস্থা অতি শোচনীয় হয়। কোনরূপ খাদ্যই পাওয়া যায় না, ম্যালেরিয়ার করাল গ্রাস হইতে কাহারও পরিচয় নাই, রাস্তাঘাটের দারুণ দুরবস্থা, কর্ম্ম ও জলে গ্রামা পথ গুলি হুর্গম, ঘরে ঘরে হাঁসপাতাল, দুরবস্থার সীমা থাকে না, এবৎসরের ত কথাই নাই। বস্ত্রের প্রকোপে তরী তরকারী শাক সবজী সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কটে-শ্রুতে ছুটি অন্ন আর পোস্তই প্রায় সমস্ত ভদ্র-লোকের উপাদেয় আহাৰ্য্য হইয়া দাড়াইয়াছে। পল্লীগ্রামের এই সুখ—মসকের দংশন, পচা পুকুরের হুর্গন্ধ, রাস্তাঘাটের দুরবস্থা, অনেক রাকপুরুষই আবহমান দেখিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কোন প্রতিকারই হইল না, হইবে বলিয়া আশাও হয় না।

এই দুরবস্থার দিনে একটা ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, কোন পল্লীবাসী ইহার প্রতিকারের উপায় কখন স্বপ্নেও মনে আনেন না।—এক জায়গায় শীর্ণ ম্যালেরিয়া দীড়িত কতকগুলি লোক বসিয়া কেবল দলদলী, মোকদ্দমা মামলার কথার মজল

হইয়া থাকে। ইহাদের আত্মনির্ভরতা মোটেই নাই—কেমন উত্তোগহীন, জড় ভরত সদৃশ। এত ম্যালেরিয়ার ভোগে, এত তরীতরকারীর অভাবে কষ্ট পায়, তথাপি নিজেদের বাড়ীর পরগণালী পরিষ্কার করে না বা শাক সবজীর আবাদ করিয়া আহাৰ্য্যাদির সুবন্দোবস্ত করিতে জানে না। সর্বদাই অলস, উৎসাহ হীন, পরচর্চারত, এই সকল দেখিয়া অবাক হইয়া বাইতে হয়।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত গলসীর অবস্থা দেখিয়া বাস্তবিক আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। এখানে থানা আছে, একটা বালিকা বিভাগ, একটা ছেলেকের জন্ত মাইনর স্কুল আছে, বহু ভদ্র-লোকের বাস, কিন্তু রাস্তাঘাটের দুরবস্থা দেখিলে চক্রে জল আসে, ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপে ঘরে ঘরে হাঁসপাতাল, কিন্তু কেহ এক কপর্দক বার করিয়া রাস্তার বা স্ব স্ব পরপ্রাণীর ১০কোণ উন্নতি সাধন করে না করিবার জন্ত প্রয়াসীও নহে। বাহার চান্দা করিয়া রাস্তা দুরন্ত করেন, তাঁহাদের সেই কাঁচা রাস্তার উপর দিয়া বাহাদেবী অর্থ আছে, তাহারাই ইষ্টকাদি বহন করিয়া লইয়া যায়, অল্প রাস্তা থাকিলেও, পাছে গাড়োয়ানকে অধিক পরস্যা লাগে বলিয়া সেই কাঁচা রাস্তার উপর দিয়া গাড়ী চালাই-বার হুকুম দিতেও লজ্জিত হয় না। কখন সেই ভয় কতিগ্রহ রাস্তার জন্ত এক পরস্যাও দিতে দেখা যায় না, এবৎসর স্বার্থপর সাজা ভদ্রলোকের গ্রামের উন্নতির আশা সুদূর পরাহত, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

গ্রামে একটা হাট আছে, রবিবার এবং বৃহস্পতিবারে হাট হয়। বাহা হউক, শাক সবজী বাহা আসে, তাহা ও এখন আর আসিতেছে না। হাটের লোকের সঙ্গে গ্রামবাসীগণ ঝগড়া করে, কাজেই হেটোগণ আর আসে না। এই প্রশংসে হিন্দুহানীগণের ব্যবসা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ যোগ্য। হুগলী হইতে সামান্য অবস্থার জন কয়েক হিন্দুহানী

এবংসে গলসী গিরা গ্রামবাসীর খাণ্ড কষ্ট দেখিয়া আইসে। তাহারা এই উপার্জনের সাহেজযোগ কখন উপেক্ষা করিতে পারে না। তাহারা দেখিল যে, বজায় এদেশের তরি তরকারীর অবস্থা শোচনীয়, গ্রামবাসীর ভয়ানক খাণ্ড কষ্ট, গ্রামের যুবকগণ শ্রাক্রার দোকানে তামাক খায়, অলপ, বচন-বাগীস ফাঁকা মানের কাপাল, এতগুলি সুবর্ণ সুযোগ তাহাদের জায় বাবসায় বৃদ্ধি বিশিষ্ট লোকে উপেক্ষা করিতে পারে না। তাহারা মোকামা প্রভৃতি স্থান হইতে বেগুন, মুলো, লেবু, কপি প্রভৃতি আমদানী করিয়া বেশ উপার্জন করিতে লাগিল, আর গ্রাম্য কুঁড়ের রাজাগণ তাহাদিগকে ধন্বাদ দিয়া উদর পূর্ণ করিয়া বাঁচিলে, শুদ্ধ গলসী কেন, আর সমস্ত পল্লীগ্রামের লোকেরই স্বভাব, চরিত্র, বল, বুদ্ধি এত হীন হইরাছে যে, মনে হয় না যে, বাঙ্গালার পল্লীগ্রামী কখন আর সাহসের মত হইতে পারিবে।

Experts Advice.

অভিজ্ঞের উপদেশ।

বিজ্ঞাপন।

অনেকে মনে করেন যে, যে সকল সংবাদ পত্র জুলন্ত, তাহা গরীব ও অনিচ্ছিত সমাজেই অধিক প্রতিপত্তি লাভ করে, সুতরাং গরীবদের মধ্যে কোন বিজ্ঞাপনই কার্যকারী হয় না। কিন্তু আমেরিকানগণ বলেন, It is a mistake to suppose that, the uneducated labourers are not worth the general advertisers attention, and that papers which confessedly circulated in this field are undesirable mediums. The poorer person is, of course the less money he has to spend

but it is frequently a tendency towards extravagance that keeps him poor" অর্থাৎ বাহারা গরীব তাহাদের ব্যয় করিবার অর্থের পরিমাণ কম হইতে পারে, কিন্তু আকাজক্ষা কম নহে—গরীবদের মধ্যে মিতব্যয়িতার পরিমাণ কম, নচেৎ তাহারা দরিদ্রই থাকে কেন? দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমেরিকান অভিজ্ঞগণ দেখাইতেছেন যে "It is notorious fact that a servant girl for example, will often indulge in purchases, which her mistress would not think she could afford" অর্থাৎ সামান্য চাকরাণীগণ এমন জিনিস কিনিতে অনারাসে সাহসী হয়, যেখানে তাহার প্রভু-পত্নী কখনও স্বপ্নেও ভাবে না। এ দেশেও এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই বরং আমাদের ধারণা এই শ্রেণীর লোকগণই ক্রেতার হিসাবে উৎকৃষ্ট। কিন্তু এদেশের ব্যবসায়ীগণ বসন্তের কোকিলের মত, আপনাদের খেরালের গানেই মাতেরারা, কোকিলের যেমন বাসা করিবারও সম্ভান পালন করিবারও সময় নাই, এদেশের অনেক ব্যবসায়ীর খেরালগ্রস্ত ব্যবসায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার বা তৎসম্বন্ধ চিন্তারও সময় কুলায় না। কোকিলের জায় পর প্রত্যাশী, পরে সেই কারবার হইতে যদি কিছু দিতে পারে, পর, নচেৎ সমস্ত ফুরাইয়া যায়। এদেশের ব্যবসায়ীর ব্যবসায় সঞ্চয়ী কোন গ্রন্থ বা কাগজ পড়িতে প্রবৃত্তি নাই। এই সব-জান্ধা রোগেই দেশটা সর্ব্ব বিষয়েই মরিয়াছে।

"It is all very well to be able honestly to say that you have the best goods in the market, but the manner in which you will tell that big and truthful fact is as great a thing" হইতে পারে, তোমার জিনিস ভাল, তুমি খুব সততার সহিত বিজ্ঞাপন দিতে চাও, কিন্তু কিরূপে সেই সত্যকে সাধারণের চক্ষে ধরিতে হয়, সে

কৌশল যে তোমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য সম্ভার হইতেও অতি বড় মূল্যবান, তাহা জান কি? তুমি তাহা জান না। কেমন করিয়া সাধারণকে তোমার সত্য কাহিনী বলিতে হয়, সে কৌশল এবং সে ভাষার তোমার অভিজ্ঞতা নাই, তাই বিজ্ঞাপনে তুমি বাহা ব্যয় কর, তাহা তুমি পাও না, পাইবার যোগ্যও নও। সে দোষ তোমার নিজস্ব, তাহা কাগজেরও নয়, জিনিসেরও নয়।

S. P.

আরাপান।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।

আমারই এক আত্মীয় বৃদ্ধকে আমি সর্ব্বদা পানের সহিত আরাপানের পাতা চিবাইয়া খাইতে দেখিয়াছি, তাহার হাতে সর্ব্বদা ২০-২৫টা আরাপানের পাতা মজুত দেখিতাম। তিনি বলিতেন, পূর্বে তাঁর রক্তপিত্ত ব্যাধি হয়, (তিনি একজন ভাল রকম গায়ক ছিলেন, প্রথম যৌবন হইতেই গান বাজনা আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর পূর্বে পর্য্যন্ত গান বাজনা লইয়াই ছিলেন, তাঁর নাম অনেকে জানেন, ত্রিপুরা-চরণ বিখ্যাত। ঐ রক্ত পিত্ত বা ঐ রক্ত উঠা হইতেই কাশির সহিত রক্ত উঠিতে আরম্ভ হয়। ঐ রোগের জন্ত প্রথম প্রথম অনেক প্রকম কবিরাজী ওষুধ ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু সর্ব্বদা আরাপানের রস সেবন ও পানের সহিত আরাপানের পাতা খাওয়াতে যে রকম আশাতীত উপকার পাইয়াছিলেন, এমন আর কোনও ঔষুধে পাই নাই। পানের সহিত পাতা চিবাইয়া রসটা পান করিয়া দিটাটা (চিবা) ফেলিয়া দিতেন। কোনও রকম অনিয়মে বা বেশী ঠাণ্ডা লাগিয়া কাসি বাড়িলে

আরাপানের পাতা একটু ঘন করিয়া সিদ্ধ করিয়া ২৩ দিন ৩৪ বার করিয়া খাইলেই কাসি পর্যন্ত কমিয়া যায়।

আরও ৩৪টা রক্তপিত্ত রোগীকে আরাপানের পাতা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি।

আর একটা রোগী, বয়স আন্দাজ ৫০ এর উপর, ৮১০ বৎসর কাসির ব্যারামে ভুগিতেছে, মধ্যে মধ্যে কাসির গয়ের সহিত রক্তের ছিট দেখা যাইত। মাঝে মাঝে কাসিও খুব বাড়িত, কাসের বৃদ্ধির সময় কোন ওষুধ পত্র না খাইলে যাতনায় বিশেষ কষ্ট হইত। তার আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় সময় মত চিকিৎসাও হইত না এবং রীতিমত ওষুধ পাইত না। টোটকা টাটকী দাতব্য ওষুধ ইত্যাদিতেই কাজ সারিত। ১৩১২ সালের কাষ্টিক মাসের শেষে তার একবার কাসি খুবই বাড়ে গয়ের সহিত রক্তও থাকে। ২৩ দিন তাকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিবার পর আরাপানের কথা মনে পড়ায় তাকে ২০২২টা আরাপানের পাতা ৮১০ খানি তেল পাতা, তিন ভরি বাকস গাছের শিকড়ের ছাল, ৮১০টা বাকসের পাতা একত্রে সিদ্ধ করিয়া প্রত্যহ তিন বার করিয়া এক ছটাক মাত্রার সেবন ব্যবস্থা করিলাম। (ঐ জিনিস কয়টা তিন পোরা জল দিয়া নূতন হাঁড়ীতে চাপা দিয়া সিদ্ধ করিয়া তিন ছটাক থাকিতে নামাইতে হইবে) তিন দিন এই নিয়মে এই ডিক্কসন সেবন করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছিল। পুরাতন কাসির রোগ বলিয়া সে এ মুষ্টি যোগটা প্রত্যাহই জ্বার করিয়া আজ পর্যন্ত ব্যবহার করিতেছে। এই এক বৎসরের মধ্যে কাসি বাড়ে নাই। যদিও রোগ নির্দোষ আরাম হয় নাই বটে, কিন্তু এই এক বৎসরের মধ্যে তাহাকে রোগ বৃদ্ধির যাতনা আদৌ ভোগ করিতে নাই। পূর্বে বর্ষাকালে ও শীতকালে এবং অল্প সময় কোন

রকম অত্যাচার হইলেই কাসি বাড়িত, এবার তাহা হয় নাই।

ডাঃ অম্বুকুল স্ত্রী বিখাস।

বেকারের উপায়।

১। বাহাদের মূলধন নাই, তাহাদের এখন ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার্সের কাজ শিখিলে বিলক্ষণ উপার্জন হইবে। কলিকাতার বহু ইলেকট্রিকের কারবার, তাহাদের নিকট অ্যাপ্রেন্টিস থাকিয়া কাজ শিখিতে হয়।

২। টাইপ রাইটার মেশিন মেরামত করিতে শিখিলেও উপার্জন হইবে। কলিকাতা ত্রীনাথ দাসের লেনে টাইপরাইটার মেরামতের স্কুল আছে, শিখিবার অল্প ছেলে লওয়া হয়।

৩। প্রেস্‌ব্রল, ইষ্টিও এবং ইলেক্ট্রো করিতে শিখিলেও বেশ উপার্জন হইবে। কেমন করিয়া এই কাজ শুলি শিক্ষা করিতে হয়, আমরা একে একে বারাস্তরে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিব।

৪। নকাসি বা নকসার কাজ শিক্ষা করিলে বড় বড় স্বর্ণকারগণের দোকানে থাকিয়া বেশ উপার্জন করা যায়।

৫। লিনোটাটপ বা ছাপাখানার কম্পোজের কলে কাজ করিতে শিখিলে মাসিক ৫০ হইতে ১০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করিতে পারা যায়। অনেক ভদ্রসন্তান এই কার্য করিয়া উপার্জন করিতেছেন। কাজটা ভাল, কোন ইংরাজী বড় দৈনিক পত্রের আফিসে থাকিয়া এই কাজ শিক্ষা করিতে হয়। শিখিলে ছাপাখানা মহলে সমাহরে গৃহীত হওয়া যায়।

উপরোক্ত কাজগুলি শিক্ষা করিতে বিশেষ কোন মূলধনই চাই না। কেবল কারিক

পরিশ্রম আবশ্যিক। দরিদ্র বেকারের ইহা না করিলে চলিবে কেন?

Home Industry.

গার্হস্থ্য শিল্প।

মূলত মাকাসার অয়েল।

অলিভ অয়েল	১ পাউণ্ড
অয়েল অরিগেনম্	১ ড্রাম
অয়েল রোজ মেরি	১ ড্রুপল

একজ মিশাইয়া একটা শীতল স্থানে রাখিয়া রাও, এবং মধ্যে মধ্যে ঝাঁকরাইয়া দাও। এক সপ্তাহ পরে ব্যবহার্য। লাল রং করিতে হইলে অলিভ অয়েলে আলকানোট কুট চূর্ণ করিয়া কয়েক ঘণ্টা রাখিলেই তৈল লাল হইবে। তাহার পর ছাঁকিয়া অত্যন্ত উপকরণ গুলি মিশাইতে হইবে। সমস্ত সামগ্রী গুলি ভাল ভাল ডাক্তার খানার পাওয়া যাইবে।

New sort of Hair dye.

নূতন প্রকারের চুলের কলপ।

নাইট্রিক অ্যাসিড্	১ ভাগ
নাইটেড্ অফ্ সিলভার	১০ ভাগ
সাপগ্রীণ	২ ভাগ
মিউসিলেজ	৫ ভাগ
জল	৩০০ ভাগ

মিশ্রিত করিয়া শিখিতে রাখিতে হইবে। ব্যবহার বিধি, প্রথমে সাবান দিয়া চুলকে তৈলহীন করিতে হইবে, তাহার পর ক্রস বা নূতন চিকনীকে উপরোক্ত লোশনে ডুবাইয়া আঙুলে আঙুলে চুলের উপর টানিয়া যাইতে হইবে, যেন মস্তকের চর্ম স্পর্শ না করে, তাহা হইলে দাগ হইয়া যাইবে।

কাশীর সহজ ঔষধ।

১টা কাগজী লেবুকে অগ্নির উত্তাপে ভাজিয়া লও, যেন পুড়িয়া না যায়। তার সমস্ত রস নিংড়াইয়া একটা পরিষ্কার কাচ পাত্রে রাখ, ইহাতে ৩ আউন্স মিছনী চূর্ণ দিয়া কর্ক বন্ধ করিয়া রাখ। যখন ভরানক কাশী হইবে, একটা কাচের চামচেতে কিঞ্চিৎ অম্লতঃ ১ ড্রাম আনাজ ঢালিয়া সেবন কর, কাশী অতি সহজে ভাল হইবে। ইহা যেমন হিতকারী, সেইরূপ মুখ প্রিয়।

Rose-cream.

রোজ ক্রিম্।

ইহা গালের মেছেতা, গাল ফাটা, সূর্য্য দগ্ধতায় ব্যবহার্য্য। ত্রীলোকগণের আদরের সামগ্রী।

আলমণ্ড অয়েল বা বাগাম তৈল ১ পাঃ
স্বেত মো মোম ১ আউন্স
স্পারমাসেটী ১ আউন্স

একটা এনামেলেব পাত্রে দিয়া যুহু অগ্নির উত্তাপ দিতে থাক, একটু ঘনীভূত হইলে নামাইয়া শীতলাবস্থায় অয়েল নিরোলী ২০ ফোঁটা, অটো অফ্রোজ ১৫ ফোঁটা দিয়া উত্তম রূপে নাড়িয়া দিয়া মিশাইতে হইবে। তারপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিনে মাটির কোটায় বা প্রশস্ত মুখ শিশিতে পুরিয়া অয়েল পেপার বা চন্দ্র দ্বারা ক্লিশির বা পাতের মুখ শুষ্ক বান্ধিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয়োপযুক্ত করা যাইতে পারে। ব্যবহার বিধি, মুগখানি বেসম বা সাবান দ্বারা ধুইয়া তোয়ালে দ্বারা মুছিয়া শুষ্ক করত অঙ্গুলি দ্বারা গালে, মুখ মণ্ডলে মর্দন করিতে হইবে, ইহা দ্বারা ক্রণহুট সুখেত্র ও কাবণ্য বৃদ্ধি হইবে।

PEARL WATER FOR COMPLEXION.

Castile soap 1 pound
Water 1 Gallon
Dissolve then add:—
Alcohol 1 quart
Oil Rosemerry 2 Dr.
Oil Lavender 2 Dr.

Mix well,

ইহা দ্বারা সন্ধ্যা ও প্রাতে বাহ গাত্র এবং মুখ মণ্ডল ধোত করিলে লাবণ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। P. R

চাইনিজ লোমনাশক চূর্ণ।

নূতন গোড়ান চূর্ণ চূর্ণ ১৬ আঃ
পারল্ অ্যাস ২ আঃ
Sulphuret of Potash ২ আঃ

উত্তমরূপে পিষিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করিতে হইবে। ব্যবহার বিধি—যে স্থানের লোম নষ্ট করিতে হইবে, সেই স্থান আগে গরম জল দ্বারা আর্জ করিয়া তাহার পর একটু চূর্ণ লইয়া তাহাতে জল দিয়া লোমযুক্ত স্থানে মাখাইয়া একটু পরে ধোত করিয়া দিলেই সমস্ত চুল উঠিয়া যাইবে। যদি এই পাউডার মাখানর পর সেই স্থানে একটু টাটানী বোথ হয়, তাহা হইলে গরম জল দ্বারা অথবা ভিনিগার দ্বারা ধোত করিয়া দিলেই ভাল হইয়া যাইবে। চূর্ণ আছে বলিয়া সময় সময় একটু টাটান অসম্ভব নহে।

স্বাস্থ্যবার্তা।

সর্দি হইলেই যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র তাহার প্রতিকার হয়, সেই জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। সর্দি হইলে ৪৫ বার অডি-কলোনের ঘ্রাণ লইবে। একখানি কুমালে অডি-কলোন

ঢালিয়া যুগ ও নাসাগথের সাহায্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্বাস টানিয়া লইলে গলদেশের প্রদাহও সঙ্গে সঙ্গে সর্দি কফ বিহ্বলিত হইবে। ফ্রান্সের অন্তর্গত লায়ন্সের চিকিৎসকগণ এই উপায়ে অনেক লোককে আরোগ্য করিয়াছেন।

৫০ গ্রাম সোডিয়াম সেলিসাইলেট (Sodium Salicylate) জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় তিনবার ব্যবহার করিলেও বেশ উপকার পাওয়া যায়।

ক্রমাগতঃ তিন দিন পর্য্যন্ত ব্যবহারে কোন উপকার না হইলে আর ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। তারপর প্রয়োজন হইলে অল্পরূপ চিকিৎসা করিতে হয়। এই ছুইটা প্রক্রিয়ার কোন প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা নাই।

সাইডান' পেগিফিকারলরোডের চিকিৎসা বিভাগের ডাক্তার জর্জ, আর, কাস'ন ডিপ্‌থেরিয়া রোগের এক অভিনব চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন; “ডিপ্‌থেরিয়া” রোগের আক্রমণ হইতে ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ্য-লাভ করিতেছেন, এইরূপ কোন রোগীর দেহ হইতে শোণিত সার গ্রহণ পূর্ব্বক ডাক্তার কাস'ন উহা ডিপ্‌থেরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করাইয়া দিয়া থাকেন। ইহার ফলে প্রথম দিবসে শরীরের তাপ কিছু বৃদ্ধি পাইলেও দ্বিতীয় দিবসে তাপের মাত্রা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া দেহ স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হয়। তিন চারি দিবসের মধ্যে পুনরায় তাপ বৃদ্ধি আর একবার শোণিত সার প্রবেশের প্রয়োজন হয়।

মাছি তাড়াইবার উপায়—গরম জলে অয়েল অব লার্ভেণ্ডার কয়েক ফোঁটা মিশ্রিত করিয়া গৃহে ছড়াইয়া দিলে গৃহের মধ্যে পোকা ও মাছি কয়েক দিন ধরিয়া অবশেষ

হুগলি এককির্কিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্য ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন।

কবিতাে পারে না। যে স্থানে মাছির উপজীব খুব বেশী, সে স্থানের লোকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

সংকার্য।

চতুপাটীর জন্ত অট্টালিকা দান—মেদিনী-পুর বড়বাজারের বাসন ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চাবড়ি মহাশয় পাটনাবাজার ৮৪নং নারায়ণ চতুপাটীর জন্ত পাটনাবাজারস্থ তাঁহার একাধি অট্টালিকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তিনি আশ্রয় অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। প্রাচীন কালে সংস্কৃত বিজ্ঞানদান জন্ত রাজা, মহারাজা ও ধনী ব্যক্তিবর্গ অজস্র অর্থ ভূসম্পত্তি দান করিয়া ধর্ম্মাশ্রয়গিতার পরিচয় প্রদান করিতেন। কাল মাহাশয়ো পেরূপ ভাগ্যশ্রুগণ নিলুপ্ত-প্রায়! এক্ষণ সময়ে সংস্কৃত বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করিলে যাহারা এক্ষণ ভাগ্য স্বীকার করেন, তাঁহারা নিশ্চয় জন্মান্তরীণ ধর্ম্ম-সংস্কার-সম্পন্ন মহাপুরুষ! তাঁহারা ধর্ম্ম রক্ষার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জন সাধারণকে মুগ্ধ ও প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করেন। আমরা আশা করি, চাবড়ি মহাশয় এই শুভ কার্য্য সম্পাদনে কালবিলম্ব করিবেন না, কারণ শুভকৃত শীঘ্র। মানুষের জীবন জল বৃন্দবৎ ক্ষণস্থায়ী। শুভকার্য্যই চিরস্থায়ী হয় ও কল্যাণে শাস্তি প্রদান করে।

কবি রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ আজ সর্ব্ববাদীসম্মত সাহিত্য সম্রাট। তিনি সাহিত্যিকের সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন। তিনি “নোবেল পুরস্কার” প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ সম্মান বাঙ্গালী,

কেন, কোনও ভারতীয়, ভারতীয় বা বলি কেন, কোনও এশিয়া মহাদেশবাসী কখনও প্রাপ্ত করেন নাই।

• এই “নোবেল পুরস্কার” কি, পাঠক-পাঠিকাগণ তাহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে নিশ্চয়ই উৎসুক। প্রকাশ করিবেন। সুইডেনবাসী আলফ্রেড্ বার্নার্ড নোবেল্ ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৬ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পিতার যুদ্ধোপকরণ “টর্পেডো” আবিষ্কার প্রস্তুতকারক কারখানা ছিল। ইনি সেই কারখানাটি রাখিয়া ও তাহার উন্নতি করতঃ বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করেন। ইউরোপের সকল জাতি ইহার কারখানা হইতে যুদ্ধোপকরণ ক্রয় করেন। তিনি স্বয়ং একজন রাগায়নিক ও এন্জিনিয়ার ছিলেন। নানাবিধ ক্ষেটিক পদার্থ দ্বারা তিনি বহু প্রকার মনুষ্য সংহারক গ্রহণ প্রস্তুত করিয়া জগতে এক ভীষণ নর-সংহারক ব্যক্তি বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। একটি পেটেন্ট লইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত তাঁহার এক তুমুল মোকদ্দমা হয়। সেই মামলার তিনি জয়লাভ করেন। তাঁহার জীবনের শেষভাগে মনে অলুতাপের সঞ্চয় হয়। মনুষ্য সংহার-রূপ ঘৃণিত নারকীয় কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিলেন, কি করিলে সেই পুঞ্জীকৃত পাপের শাস্তি হয়, তজ্জন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। চিন্তা করিতে করিতে স্থির করিলেন, সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থরাশি সংকার্য্যে দান করিবেন। তখনই সেই সঙ্কল্প গবর্ণমেন্টের নিকটে জ্ঞাপন করিলেন। সরকার সোৎসাহে ঐ অর্থ সাধারণ সংকার্য্যে ব্যয়ের জন্ত গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন কমিটি গঠিত হইল। নোবেল তাহার সমগ্র ধন-রাশি সম্মিত বদনে সরকারের হাতে দিয়া দিলেন। পরে স্থির হইল, সেই টাকার সুদে প্রতি বৎসর পাঁচটি পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। প্রত্যেকটির মূল্য এক লক্ষ কুড়ি

হাজার টাকা। প্রথম পুরস্কার বৎসরের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টির জন্ত, দ্বিতীয় পুরস্কার বিবাদমান স্বাধীন জগতের মধ্যে শান্তি স্থাপন, সৈন্ত সংখ্যা হ্রাস ও জগতের শান্তি বিধান করিলে বিশেষ উত্তমের জন্ত, তৃতীয় পুরস্কার রসায়ন ও শারীর স্থান সম্বন্ধে গবেষণার জন্ত, চতুর্থ পুরস্কার জৈবজ্ঞান বিজ্ঞান গবেষণার জন্ত ও শেষ পুরস্কার বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্ত। এবার আমাদের রবীন্দ্রনাথ প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন। উহা সাহিত্যিক-বর রাডিকার্ড কিপলিং নমস্কে চালা প্রিড্‌হাম ইত্যাদি বিশ্ববিখ্যাত বিদ্বানেরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখন রবি তাঁহাদের ভায় বিশ্ববিজয়ী বিদ্বান। রবির এ সৌভাগ্যে বাঙ্গালী জাতি আজ ভাগ্যবান। ভগবান তাঁহাকে চিরজীবী করুন।

Curious Facts.

বিশ্ময়কর তথ্যাবলী।

চিকিৎসক—বঙ্গদেশে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৯ জন লোক চিকিৎসকের কার্য্য করিয়া থাকেন। অষ্ট চিকিৎসক ও গোবৈদ্য প্রভৃতি এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত।

উকীল ও মুহুরীর সংখ্যা—সমগ্র বঙ্গদেশের উকীল, মোক্তার ও আইন উপদেষ্টার সংখ্যা ৪৮ হাজার ১ শত ২২ জন। ইহাদের অধীনে ২৬ হাজার ৬ শত ২৬ জন মুহুরী প্রভৃতি আছে।

চৌকিদার ও পুলিশ সংখ্যা—সমগ্র বঙ্গদেশে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮ শত ৩৯ জন চৌকিদার ও ৩৮ হাজার ১ শত ৬৭ জন পুলিশ কর্মচারী আছে।

প্রকাণ্ড বাড়ি—আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া সহরে একটি বাড়ি আছে, তাহার মিনিটের কাঁটা ৮ হাত লম্বা। বহুদূর হইতে এই বাড়ীর শব্দ শুনা যায়।

(সংগৃহীত)

চাটনি এবং চাটনি প্রস্তুত করণ।

(বিদেশীয় পদ্ধতি)

বহু কাল হইতে নানা দেশে বিবিধ প্রকারের চাটনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বোধ হয়, মাক্কাভার আমল হইতে চাটনির ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

ভারতের লোকের শেষ পাতে অর্থাৎ ভোজন শেষ করিবার সময় একটু অল্পমধুর রসায়ক দ্রব্য ভোজন করা চাই। বাঙলার লোক প্রথমতঃ উচ্ছের স্কৃত, নিমঝোল, তার পর ডাল, ভালনা, কালিয়া, খোল, প্রভৃতি কটু রসায়ক বাঞ্ছন, তদন্তে অন্ন এবং সর্বশেষে মধুর রসের দ্রব্যাদি দ্বারা ভোজন সমাপন করিয়া থাকে। পশ্চিম প্রদেশেও অনেক স্থলে কিন্তু অগ্রে মিষ্টান্ন তদন্তে লুচিভরকারি খাইয়া থাকে। কিন্তু কি বাঙলা, কি পশ্চিমাঞ্চল সর্বত্রই চাটনি ব্যবহারের বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। রোমান ইতিহাসে পড়া যায় যে, রোমীয়গণ প্রথমেই চাটনি ব্যবহারের পক্ষপাতি, তাহারা বলেন যে, প্রথমে চাটনি খাইলে ক্ষুধা ও ঋণাত্মি উদ্দীপিত হয়। বাঙলার চাটনি প্রস্তুত হইতে পারে না এমন ফল, মূল বা শাক সজী নাই বলিলেই হয়। উচ্ছে, করলা, কুমড়া, কপি, লক্ষা, সাগম, বীট, কচু, আদা, ওল, টমাটো, বীটপালম, চুকাপালম, আম, আনারস, জলপাই, করমচা প্রভৃতি বহুতর ফল, মূল ও শাক সজীর যুগ্মরোচক চাটনি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইউরোপীয়গণ কতকগুলি শাক সজীর চাবকগতঃ চাটনির জন্মই করিয়া থাকেন। তাহারা মাংস বা মাছ রান্ধিবার সময় কপি, সাগম, বীট, পিয়াজ প্রভৃতি ঘাড়া কিছু ব্যবহার করেন, তাহাই তাহাদের নিকট সালাদ আখ্যা পায়। তাহারা আমাদের বাঙলার মত ঝোলে আলু, কাঁচকলা, বেগুন ব্যবহার করেন না। কাঁচকলাত ভারতের বিশেষতঃ বাঙলার একচেটিয়া জিনিষ। ইউরোপে ইহার চেহারা কেহ দেখে নাই। বেগুন, আলু ও তথ্য সালাদের মত ব্যবহার হয় না। তাহারা সালাদের জন্ম সাগম, পাইনাক, বীট, লেটুস, কেশ, পেরাজ, রসুন, লক্ষা, সুগন্ধী মশলা শাক যেমন মারজোরাম, সেজ, লাতেওয়ার, খাইম প্রভৃতির চাম করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের মত ইউরোপীয়গণ সালাদ প্রস্তুতের জন্ম তৈল, আদা, লবণ, চিনি কিম্বা মধু প্রভৃতি দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে অল্প মধুর চাটনিতে প্রায়ই লক্ষা, পেরাজ বা রসুন ও চিনি, সরিষা হলুদগুঁড়া, লবঙ্গ, ছোট এলাচ দারুচিনি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। বিলাতি চাটনিতে শিরকা বা ভিনিগারের প্রাচুর্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোন বিলাতি চাটনি প্রস্তুত কারক বলেন, যে সরিষাগুঁড়া, সরিষা তৈল এবং শিরকা উত্তম চাটনির অঙ্গ। তাহাতে সিদ্ধ করা ডিমের কুস্থম দিতেও পারা যায়। ডিমের কুস্থম গুঁড়াইয়া চাটনির সহিত মাখাইয়া দিতে হয়।

আমাদের দেশের মত ইউরোপীয়গণ লৌহ কটাচে চাটনি প্রস্তুত করেন না। লৌহ কটাচে চাটনির রঙ খারাপ এবং লৌহে অল্পরস সংযোগে কষ রাহির হইয়া স্বাদেরও বৈলক্ষ্য হইতে পারে। ইউরোপীয়গণ এই জন্ম ইহার পরিবর্তে কাচ কিম্বা এনামেল পাত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইউরোপীয়গণ আগে যত শাক সজীর সালাদ প্রস্তুত করিতেন, এখন আর তত করেন না।

এখন তাহারা ক্রেশ, জলক্রেশ, লেটুস, এণ্ডিও, স্পাইনাক, শসা এই কয়টি হইতেই সালাদ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। খাইবার সময় তাহারা সিদ্ধ আলু, সিদ্ধ কপি, আটিচোক, সিম, মটর প্রভৃতি মিশাইয়া লন।

বাঙলা দেশে মটর ও সিমের চাটনি বড় কেহ করে না, কিন্তু পশ্চিমা লোকে ইহার বেশ সুস্বাদু যুগ্মরোচক চাটনি বানাইয়া থাকেন। পশ্চিমা লোকে আহাের সময় অল্প বাঞ্ছনের বদলে চাটনিই বেশী খাইয়া থাকেন। ইউরোপীয়গণ আলু, কপি, সাগম, পিয়াজ, মাছ কিম্বা মাংস একত্রে মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া লইয়া হলুদ, লক্ষা প্রভৃতি মশলা সংযোগে রান্ধিতে জানেন না। তাহারা আলু আলান্দ সিদ্ধ করেন, মাংস বা মাছ পৃথক সিদ্ধ করেন, পিয়াজ সিদ্ধ করিয়া লইয়া পরে খাইবার সময় এক ডিসে আবশ্যক মত দুইটি বা তিনটি জিনিষ মিশাইয়া লন। তাহাতে অতঃপর সালাদ মিলিত হইল, তাহাতে সস্ব বাগাকে আমরা বাঙলায় অগ্নের খোল বলিতে পারি তাহা মিশাইয়া দেওয়া হইল। করাসিদিগের সালাদও মন্দ নহে। একটি কবাসি সালাদের কথা বলিতেছি। লেটুস দুই প্রকারের আছে ক্যাবেজ লেটুস এবং কস্ লেটুস। তাহারা কস্ লেটুস গুলি লইয়া বোটা বেশ পাতা ঘেঁসিয়া কাটিয়া ফেলেন। অবশেষে জলে ধুইয়া পাতা ছাড়াইয়া একটি কাচ কিম্বা এনামেল পাত্রে রাখিয়া তাহার সহিত অলিত তৈল, ভিনিগার ভালরূপে মিশাইয়া লন। আবশ্যক মত লবণ, ঝালের নিমিত্ত গোল-মরিচের গুঁড়া ও লবণ প্রদান করিয়া থাকেন। চাটনিটি আরও যুগ্মরোচক করিবার জন্ম পেরাজ কুচাইয়া দিয়াও থাকেন। ইহার চাটনির দ্রব্যগুলি বড় সিদ্ধ শুকনা করিবার দিকে যান না। ভিনিগারে ও লবণে জরিয়া যতটুকু নরম হইতে পারে, হয়। ঐ সকল দ্রব্য যে এই প্রকারে প্রস্তুত হইলে যে কম নরম হয় বা কম সুস্বাদু হয়, তাহা বলা যায়

না। আমাদের দেশের চাট্‌নি অধিকাংশই নিক্ত শুকনা করিয়া তৈয়ারি হইয়া থাকে। হয় সিদ্ধ করা বা শুকনা করা যেন বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু বাঙালার চাট্‌নির রাজ্য কাহ্নুদি, কাঁচা আম খেঁতো করিয়া রসাল অসহায় সরিষা গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া, সরিষার তৈল ও আরও কত কি মেথী, জিরে প্রভৃতি ১২ খান মশলার প্রস্তুত হইয়া থাকে, যদিও ইহাতে আগুনের উত্তাপ লাগে না, তথাপি দেখা যায় যে, সব মশলা মাখাইয়া ক্রমাগত কয়েকদিন রৌদ্রের তাপে রাখিতে হয়। আসল কথা এই যে, কোন উপারে হউক, তাপে পক করিতেই হইবে।

আমের সত্ত্ব চাট্‌নি—আম ফালা করিয়া লইয়া, গেই ফালাগুলি খেঁতো করিতে হইবে। তাহার সহিত আদা বাটা, পেঁয়াজ বাটা, সরিষার তৈল, কাঁচা লঙ্কা বাটা ও লবণ মিখাইয়া কিছুকণ রাখিয়া খাইতে দিলে লোকে তাহার স্বাদ কখন ভুলিতে পারে না। বাহারি মিষ্ট শ্রিয়, তাহার। অল্প চিনি মিখাইয়া লইতে পারেন। লবণ, ঝাল ও মিষ্টের পরিমাণ বাহার বাহা রুচি তদনুসারে ঠিক করিয়া লইতে হয়।

ইংরাজগণ প্রায়ই লেটুস সালাদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। লেটুস সালাদ সহজে প্রস্তুত হয় বলিয়া ইংরাজের নিকট ইহা বহু প্রচলিত। বাস্তবিক দেখা যায় যে, তাহার। যে কোন জিনিষ দিয়া সালাদ তৈয়ারি করুন না, তাহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে লেটুস থাকিবেই। এই জন্মই বোধ হয় ইংরাজিতে লেটুসের নামই সালাদ হইয়াছে।

আমরা যেমন আমাদের দেশে চাট্‌নিতে মাখাইবার জন্ত সরিষার তৈল ব্যবহার করিয়া থাকি, সেইরূপ ইউরোপীয়গণ অলিভ তৈল এবং ভিনিগার (যাহাকে বাঙালার আমরা সিরকা বলি) ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সিরকা ভাল না হইলে চাট্‌নিতে দুর্গন্ধ হয়। বেশ ভাল সিরকা বা সুরাসার ব্যবহার

করা চাই। চাট্‌নি সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ মিঃ গিভনি স্মিথ বলেন যে, চাট্‌নিতে যতটুকু তৈল দিতে হইবে, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ ভিনিগার দেওয়া আবশ্যক। ভিনিগার যত কম ব্যবহার করিয়া কাজ সারা যায়, ততই ভাল। কিন্তু তৈল যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া চাই। এ বিষয়ে আমরা ইউরোপীয়গণের সহিত একমত হইতে পারি। কিন্তু ইউরোপীয়গণের মধ্যে অনেকে একপে তৈলের পক্ষ পাতি নহেন। যদি তৈল ব্যবহার একেবারেই অমত হয়, তাহা হইলে ভিনিগারে গোলমরিচ গুঁড়া, লবণ এবং আবশ্যক মত চিনি কিছুকণ ভিজাইয়া রাখিয়া সেই মিশ্রণটি অবশেষে যে বস্তুর চাট্‌নি হইবে তাহাতে ঢালিয়া দিতে হয়। বিলাতের লোকে কখন কখন তৈল, সরিষার গুঁড়া, ভিনিগার, লবণ ও চিনির সহিত দুধ, ডিমের কুসুম ও দুধের পনির ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইউরোপে অনেক ভাল চাট্‌নি প্রস্তুত হয় সত্য, কিন্তু এই বিষয়ে তাহার। সিন্ধু হস্ত তাহা বলা যায় না। ভারতের চাট্‌নির নাম করিলে যেন জিহ্বা দিয়া জল পড়িতে থাকে, কিন্তু রুচিতেদে বোধ হয় আমাদের দেশের চাট্‌নি আমাদের ভাল লাগে, ইউরোপের চাট্‌নি তাহাদের মুখপ্রিয়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইংরাজদিগের পক্ষে লেটুস সালাদের জন্ত একটি প্রধান দ্রব্য। এই লেটুস কিন্তু গ্রেট ব্রিটনে ভাল রূপে জন্মান যায় না। ইংরাজী লেটুস অপেক্ষা ফরাসী লেটুস অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ও খাইতে সুস্বাদু। ফরাসী ক্যাবেজ ও কস্ লেটুস উভয় প্রকারই খুব ভাল। ফরাসীরা সর্ক বিষয়ে খুব সৌখীন, তাহাদের চাষ আবাদেও সৌখীন ধরণের। তথায় লেটুস উভয় প্রকারই খুব ভাল। তথায় লেটুস চাষ কাচ আচ্ছাদনের মধ্যে অতি যত্নে সম্পাদিত হয়। সাধারণ জমি হইতে উচ্চ ভূমিতে লেটুস চাষের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করা হয়।

তাহাদের লেটুসে কোন ক্রমে পোকা লাগিতে পারে না। ঐ ফরাসী লেটুস যখন সমস্তে প্যাক করিয়া ইংলণ্ডে আসিয়া পৌঁছে তাহা দেখিতে এক জিনিষই স্মরণ। ইংরাজী লেটুসের এত যত্ন লওয়া হয় না, সুতরাং তাহা তত ভাল হয় না।

ফরাসীরা আলুর সালাদ করিয়া থাকেন। ফরাসী দুই তিন রকম সালাদের পরিচয় দিয়া আমরা এ প্রস্তাব শেষ করিব।

টম্যাটোসালাদঃ—টম্যাটোগুলি কালা কালা করিয়া কাটিয়া তাহাতে বড় পেঁয়াজের চাকা চাকা কাটা কয়েক খণ্ড দেওয়া হয়। তাহার উপর পার্শলি শাক কুচা, তত্পরি চিনি দিয়া তৈল ও ভিনিগার ঢালিয়া দিতে হয়। বাহাদের পেঁয়াজে বাধা আছে, তাহার। পেঁয়াজ অনায়াসে বাদ দিতে পারে, কিন্তু পেঁয়াজ দিলে যেন সালাদ মজে ভাল।

আলুর সালাদঃ—সিন্ধু আলু ফালা ফালা কুটিয়া তাহার সহিত তৈল ও ভিনিগার মিখাইতে হয়। ইহাতেও পার্শলি কুচান মিখান হয়। তাহার পর অবশেষে ঝাল গুল মরিচের গুঁড়া ও লবণ দিবার প্রয়োজন। আলু ফালাগুলি ভাঙ্গিয়া না যায়, একরূপ স্তব্ধভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া মশলাগুলি মাখান কর্তব্য।

আলুর চাট্‌নি ফরাসীগণ গরম গরম খাইতে ভাল থাকেন—সেই সময় ইহা খাইতে অধিকতর সুস্বাদু।

কলার সালাদঃ—চারি ছয়টা পাকা কলা ছাড়াইয়া তাহাতে এক পোরা আন্দাজ বাদাম বাটা মিখাইতে হইবে। ইহাতে অবশেষে লবণ, গোল মরিচের গুঁড়া ও লেবুর রস দিলেই সালাদ প্রস্তুত হইয়া গেল।

ফরাসীরাও আমাদের মত চাট্‌নিতে সরিষার তৈল ঢালিয়া থাকে। আমরা যেমন চাট্‌নিতে সব মশলা মাখাইয়া লইয়া তত্পরি খানিকটা তৈল ঢালিয়া দিই এবং তাহার উপর লবণ ও লঙ্কা গুঁড়া ছড়াইয়া

দিয়া থাকি, ইঁহারও তজ্জপ করিয়া থাকেন। পার্থক্য এই যে, ইঁহার লক্ষ্যর ভিত্তি নহেন। তাহার বদলে গোল মরিচ গুঁড়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইউরোপীয়গণ এখন অনেক ভিনিগারের বদলে লেবুর রস ব্যবহার করিতেছেন। আমরা ভিনিগার কিম্বা লেবুর রস কদাচিৎ ব্যবহার করিয়া থাকি। চাট্‌নি টক করিতে হইলে কাঁচা কিম্বা পাকা তেঁতুল আমরা ব্যবহার করি।

(কৃষক)

নানা কথা।

নির্লিপ্ততার পরিচয়।

ভগবৎ পরমহংস দেব উপদেশ দিচ্ছেছেন যে, সংসার ধর্মের নির্লিপ্ত থাকাই শ্রেয়, সকলকে ভালবাসিতে হইবে, স্নেহ মমতা ব্রহ্ম সমস্তই করিতে হইবে, কিন্তু তাহাতে লিপ্ত হওয়াই দোষ। যেমন কাহারও স্ত্রী সংসারের সকলকেই ভালবাসে, স্নেহ করে, কিন্তু রাজিকালে স্বামী ব্যতীত আর কাহারও নিকট শ্রয়ন করে না, সেটরূপ সংসারের সমস্ত জিনিস, সমস্ত জীব, অস্বীয় স্বজনকে ভাল বাসিবে, কিন্তু লক্ষ্য রাখিবে, ভগবানে, এমন সরল উপদেশ কি আর কোথাও পাইবে?

পোর্টাল সংবাদ—গত বৎসরে ২৭ লক্ষ ৫০ হাজারটী ইনসিওরে ৬৬ কোটি টাকার ইনসিওরান্স হইয়াছিল, ১৩৪ মণ ২৭ সের কুউনাইন বিক্রয় হইয়াছে। গত ৩১ এ মার্চ পর্য্যন্ত সেভিংস ব্যাংক বিভাগে ১৫৬৬৮৬০ টী চলিত হিসাব ছিল। এই সকল হিসাবে ২০ কোটি ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা জমা ছিল।

পোর্ট অফিসে চুরি ডাকাতি—গত বৎসরে পোর্ট অফিস সংক্রান্ত ব্যাপারে ১১টী চুরি ডাকাতি হয়, তৎপূর্বে বৎসরের সংখ্যা ছিল ২৮টী, গত বর্ষের ১৯টীর মধ্যে ১২টী ইংরাজ শাসনাধীনে হয়; তন্মধ্যে বঙ্গদেশে ১, বোম্বায়ে ১, ব্রহ্মদেশে, ১ ও বিচারে ১ এবং পাজাব ও যুক্তপ্রদেশে ১টী, মাদ্রাজে ৪টী এবং বেঙ্গল প্রদেশে ৩টী হইয়াছিল। অবশিষ্ট ৭টী সামন্ত রাজ্যের এসাকাদীনে ঘটয়াছিল।

চারি সেরী ছারপোকা—ইংলণ্ডের কন্টেন্ট উত্তানে একটি চারপোকা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ব্যাস ৪৭ ইঞ্চি এবং ওজন ৮৪ সের।

ওজনদ্বয়ের স্ত্রী বিক্রয়—সেণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জে স্ত্রীলোকেরা ওজন দ্বয়ে বিক্রীত হইয়া থাকে। তথাকার অধিবাসীদিগের ধারণা যে রমণী ওজনে যত বেশী হইবে, তাহার সৌন্দর্য্য সেই পরিমাণে অধিক।

পৃথিবীর রণতরির—সমগ্র পৃথিবীতে মানোয়ার বা রণতরির সংখ্যা মোট ১৮০। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডের ৫৫, আমেরিকার ৩১ জাপানের ১৬, ফ্রান্সের ২১, ক্রিস্থার ২, জার্মানীর ৩৩, অষ্ট্রিয়ার, ১২, এবং ইটালীর ৩ খানি মাত্র।

ইউরোপে শতাব্দী জন সংখ্যা।—সম্প্রতি প্রকাশিত সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, যদিও জনসংখ্যায় বুলগেরিয়া রাজ্য সর্বাধিক নিম্নস্তরে অবস্থিত, তথাপিও ইউরোপ মহাদেশের এই রাজ্যে শতাব্দী বৃদ্ধির সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। এই রাজ্যের জন সংখ্যা পাঁড়ে চল্লিশ লক্ষ; ইহার মধ্যে ৩৮৮৩ জন লোকের বয়স শত বর্ষের অধিক। সরকারী বিবরণে লিপিবদ্ধ অজ্ঞাত দেশের অক্ষপাত মূলে নিয়ে প্রদত্ত উপসংহারে উপনীত হইতে হয় :—ক্রমান্বয়ের শতাব্দীর সংখ্যা ১০৭৪,

গার্ডিয়া—৫৭৩, স্পেন—৪১০, ফ্রান্স—২১৩, ইটালি—১২৭, ইংলণ্ড—২২, ক্রিস্থা—৮০, জার্মানী—৭৬, নরওয়ে—২৩, স্পেন—১০, বেলজিয়ম—৫, ডেনমার্ক—২, এবং সুইজল্যান্ড—শূন্য।

বিভিন্ন ব্যবসায়।—ইংলণ্ডের রাজধানী লন্ডন সহরে কত লোক বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, সম্প্রতি সংবাদ পত্রে তাহার এক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই তালিকা পাঠে জানিতে পারা যায়, লন্ডনে ৪ হাজার এটর্নি ৩ হাজার ব্যারিষ্টার ৪ হাজার ডাক্তার, ৫ হাজার ঔষধবিক্রেতা, ৩৫টী হাসপাতাল, ২৭০ হাজার গ্রন্থকার ৮ হাজার বাদক ২৩ হাজার স্কুল মাস্টার, ১০ হাজার হোটেল ২৩ হাজার ছাপাখানা, ৫ হাজার পুস্তক বিক্রেতা ৭ হাজার ঘড়িওয়াল, ৬০ হাজার দরজী নরনারী ৭৫ হাজার পোষাক নির্মাতা ৩৩ হাজার জুতাওয়াল, ১৫ হাজার মাংসবিক্রেতা ১৫ হাজার রুটিওয়াল, ১৫ হাজার চা বিক্রেতা আছে। লন্ডনের বাণিজ্য ও ব্যবসায় কত ক্ষুদ্র প্রসারিত, তাহা ইহা হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইবে।

লোমন্ড সেতু—ডয়েড ব্রিজ কর্ণওয়াল ইংলণ্ডের একটি ছোট নগর। এই নগরে সম্প্রতি একটি অপূর্ণ সেতু নির্মিত হইয়াছে। সেতুটির ইতিহাস শ্রবণ করিলে বিষ্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। পরস্রোতা স্রোতস্বিনীর বেগ এত প্রবল ছিল যে, সচরাচর যে, সকল প্রস্তর সহযোগে সেতু প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা ক্রমশঃ ঐ স্রোতের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিত না। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হইয়াও কোন ফল হইল না। পরে, ঘটনাক্রমে লোমপূর্ণ বিস্তর খঁলে তথায় নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। কয়েকদিন পরে দেখা গেল, ঐ খঁলে শুষ্ক

• হুগলি একজিবিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্ত ৩৩৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন।

এত কঠোর ও দৃঢ় সংকল্প হইয়াছে যে, স্থাপতি-
গণ পরীক্ষা করিয়া এক বাক্যে ঐ লোকের
ব্যক্তিগতিক ভিত্তি অবলম্বন করিয়া সেতু
নির্মাণের পরামর্শ প্রদান করিলেন। বখা-
বণ সেতু নির্মিত হইল। ইহা আশাতিরিক্ত
ফল প্রদান করিতেছে।

Special for "Businessman."

কলোটাইপ প্রেসে ছবি তুলিবার প্রণালী।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

"কাজের লোকের" সেন্টেম্বর সংখ্যার
আমি পাঠকগণকে ব্রুটিং কাগজের উপর
চর্কিত কালী মাখাইয়া পরীক্ষা করি-
বার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। ষাণ্মাস
তাঁহা পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই
দেখিতে পাউরাছেন, ব্রুটিং কাগজের চর্কিত
মাখান অংশে (যাহাতে জল লাগে নাই)
চর্কিত ল্যাম্পা ব্লাক লাগিয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ
করিয়াছে, কিন্তু অপর অংশ (যাহা জলে
সিক্ত হইয়াছে) চর্কিত কালী গ্রহণ না
করাতে পরিষ্কার রহিয়াছে। আমরা উক্ত
পরীক্ষা হইতে এই শিক্ষা করিলাম যে, জল
বিহীন অংশ চর্কিত কালী গ্রহণ করিতে
পারে, কিন্তু জলসিক্ত অংশ এই কালী
গ্রহণ করিতে না পারিয়া পরিষ্কার থাকে।

এক্ষণে আমাদের পূর্ববর্ণিত বাইক্রমেট-
ব্লক জিলেটিন মাখান কাচখণ্ড লও।
আমরা দেখিয়াছি, সেট কাচের অর্ধাংশ জল
সিক্ত হইয়াছে, কিন্তু অপর অর্ধাংশ জল
লাগে নাই। এক্ষণে যদি পূর্ববর্ণিত কালী মাখান
যোলায় এই কাচ খণ্ডের উপর পরিচালনা
করা যায়, তবে কাচ খণ্ডের অর্ধাংশে কালী
লাগিবে, কিন্তু জলযুক্ত অংশে কালী না
লাগিয়া পরিষ্কার থাকিবে।

এক্ষণে কলোটাইপ প্রেসের মূল ভিত্তি
পাওয়া গেল। পূর্ব কাচ অথবা অল্প কোন
খটুপাতের উপর বাইক্রমেট ব্লক জিলেটিন
মাখাইয়া তাহা ফটোগ্রাফিক নিগেটিভের
(negative) নীচে রাখিয়া রৌদ্রে দিলে
নিগেটিভের কৃষ্ণবর্ণের গাঢ়তা অল্পমাত্রায়
কতক অংশ হইতে জল গ্রহণের শক্তি
বিলুপ্ত হইবে এবং আবার কতক অংশে
(অর্থাৎ যে অংশে আলো লাগে নাই) জল
গ্রহণের শক্তি থাকিবে। তৎপর ইহার
উপর চর্কিত কালী মাখান যোলায় ঘর্ষণ
করিলে কতক অংশে কালী লাগিবে, আবার
কতক অংশ (অর্থাৎ জল যুক্ত অংশ)
পরিষ্কার থাকিবে। এক্ষণে সাধারণ নিয়মে
প্রেসে কাগজ দিয়া চাপ দিলে ছবি উঠিবে।
ইহাই কলোটাইপ প্রেসের মূল ভিত্তি—
তবে ছবি পরিষ্কাররূপে তুলিবার জন্য ইহার
প্রত্যেক অংশের নানা উন্নতি বিধান করা
হইয়াছে। আমি ক্রমান্বয়ে সেই সকল অংশ
বিশদরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

কলোটাইপের জন্য মাস প্রস্তুত করণ।

পূর্বে বলিয়াছি, জিলেটিন মাখাইবার জন্য
মাস অথবা ধাতুর পাত আবশ্যক। ধাতু
পাতের সুবিধা এই যে, প্রেসে চাপা দিবার
সময় ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু ইহাতে
একটি অনসুবিধা আছে; ছবি পাতের পশ্চাৎ
দিক হইতে দেখা যাইবে না। কিন্তু মাসের
পশ্চাৎ দিক হইতে দেখা যায় বলিয়া সাধা-
রণতঃ মাসই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
এই কার্যের জন্য মাস পূর্ব হওয়া
আবশ্যক। আকৃতি অল্পমাত্রায় মাস সাধারণতঃ
৩ হইতে ৫ ইঞ্চি পূর্ব হইয়া থাকে।
মাস যত বড় হইবে, তাহা ততই
অধিক পূর্ব হওয়া আবশ্যক, নতুবা প্রেসে
চাপা দিবার সময় ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।
আবার মাসের উপরিভাগ সমতল হওয়া
আবশ্যক, নতুবা তাহাতেও ভাঙ্গিবার আশঙ্কা
আছে।

মাসের উপরিভাগ মসৃণ বলিয়া সাধারণ
মাসের উপর জিলেটিন লাগাইলে তাহা
মাসের সহিত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইবে না।
এজন্য মাসের উপরিভাগ কিছু খসুখনে হওয়া
আবশ্যক, নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার তাহা করা
যাইতে পারে।

ছই খানা মাস লও। ক্ষুদ্র হইলে ছই
খানার আকৃতি সমান হইতে পারে, কিন্তু
বড় হইলে এক খানা মাস ক্ষুদ্র হওয়া আবশ্যক,
কারণ বড় মাসের উপর ছোট মাস সুবিধা-
মত ঘর্ষণ করা যাইতে পারিবে। কিছু ক্ষুদ্র
ইয়ারি পাউডার (ডাক্তার খানা কি দোকানে
পাইবে) সংগ্রহ কর। বড় মাস খানা সমতল
জারগার রাখিয়া তাহার উপর কিছু ইয়ারি
পাউডার ছড়াইয়া দাও এবং অল্প অল্প
জল সিক্ত কর। তৎপর অপর ক্ষুদ্র মাস
খানা ইয়ারি উপর রাখিয়া ঘূরাইয়া ঘূরাইয়া
নীচের মাস খানা ঘর্ষণ করিতে থাক।
যতক্ষণ পর্যন্ত ইয়ারি দ্বারা নীচের মাসে
আঁচড় পড়িবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঘর্ষণ কর।
যখন দেখিবে, ইয়ারির শক্তি কমিয়া গিয়াছে,
তখন মাস দুইয়া আবার নূতন ইয়ারি
পাউডার দিয়া ঘষিতে থাকিবে। এই
প্রকার ৩০ বার ইয়ারি পরিশুদ্ধ করিয়া
ঘর্ষণ করিলে মাস প্রস্তুত হইবে। তৎপর
তল দ্বারা ভাল রকম ধুইয়া শুক করিলে ইহা
কাথোপযোগী হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দাস।

পোঃ বিমানিবাচার।

সিলেট।





মহামতি গ্লাডস্টোন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে গ্লাডস্টোন তাঁহার একটি পুত্রের অপ্রত্যাশিত নিবন্ধন নেশলস নগরে গমন করেন, তথায় তদানীন্তন কালের রাজা Ferdinand II প্রজাবাদের উপর অযথা অত্যাচার সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন, তিনি দেখেন, কতকগুলি উচ্চবর্ণীর অপরাধী ব্যক্তিকে বহু জনতাপূর্ণ সন্মতসভাতে স্থানে বাস করিতে দিরাছে এবং তাঁহাদের খাতি কুক্ষর প্রভৃতি হের পত্তনগণেরও অখাদ্য। তাহাদের স্থান হইতে এত দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে যে, জেলরগণও তথায় বাইতে স্থণা বোধ করেন।

এই সমস্ত দর্শন করিয়া তিনি Enrl of Aberdintকে একখানি পত্র লেখেন, এই পত্রে সমগ্র ইউরোপ খণ্ড কম্পিত হইরাছিল। পার্লামেন্টে এই বিষয় লইয়া বহু তর্কবিতর্ক হয়, অবশেষে এই পত্র ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের দ্বারা উইরোপের প্রত্যেক কোর্টে প্রেরিত হইয়াছিল।

যদিও গ্লাডস্টোন একজন বিখ্যাত কনসার্ভেটিভ বলিয়া পরিগণিত হইরাছিলেন, তথাপি তিনি কুরল নামক একটি ল বা আইন পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিকস্মাচরণ করিয়া ছিলেন। তিনি দেখেন যে, এই শত্ৰুকার ধরা বা Corn Law সংরক্ষণ করিতে হইলে শতশত কৃষক সম্প্রদায় অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে অর্থাৎ কৃষক সম্প্রদায়কে অতিরিক্ত শুল্ক দিতে হইলে তাহারা স্ত্রী-পুত্র পরিবার লইয়া বড়ই বিপদগ্রস্ত হইবে। এই বিষয় লইয়া স্যার রবার্ট পিন্ এবং গ্লাডস্টোন পার্লামেন্টে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে শত্ৰুকার উঠিয়া যায় এবং গ্লাডস্টোন লিবারেল দলেও একজন নেতাক্রমে পরিগণিত হন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতির পদ প্রাপ্ত হন, তখন তিনি রেল যাত্রাদিগের তৃতীয় শ্রেণীর উন্নতির জন্য পার্লামেন্টে আবেদন করেন। কারণ তৎকালে তৃতীয় শ্রেণীর কামরা অত্যন্ত

অব্যক্ত এবং সঙ্কীর্ণ ছিল। ইদানিং রেল যাত্রাদিগের যে সমস্ত সুবধা হইরাছে, তাহা সেই মহাত্মা গ্লাডস্টোনেরই অক্লান্ত চিন্তা শক্তির ফলে। তৎকালে আমরা তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ। এতদ্বারা বহু অসাধারণ কার্য, এবং বক্তৃতার পর মহামতি গ্লাডস্টোন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে Prime Minister বা প্রধান সচিবের পদ প্রাপ্ত হন।

গ্লাডস্টোন মহারাজী ভিক্টোরিয়ার প্রধান সচিবের পদ প্রাপ্ত হইয়া অগতের যে মহৎ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। এক কথায় বলিতে গেলে তিনি সুযোগ্য মহারাজীর সুযোগ্য মন্ত্রীই হইয়াছিলেন বটে। তিনি ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার প্রধান সচিব পদাভিষিক্ত কালে যে সমস্ত কার্য করিয়া-ছিলেন, তাহা সমস্ত নিবৃত্ত করিতে গেলে প্রবন্ধে বৃৎ হইয়া পড়িবে এবং বোধ হয়, পাঠকগণেরও যৈবাচুতি ঘটবে। যাহা হউক, তথাপি তৎকালে যে ঘটনাবলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাহাই প্রকাশ করিব। প্রথমতঃ তিনি আরলও দেনীর রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়গণের গির্জা সমূহ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন এবং আরলও দেনীর প্রজাগণের জমী জমার উন্নতি বিধান করেন, তৎপরে তিনি ইংলও প্রদেশস্থ শিক্ষা বিভাগের উন্নতি সাধন করেন, তৎপরে তিনি সৈন্য ক্রয় করা বহিত করেন। ইহার কিয়ৎ বৎসর পরে কোন বিশেষ কারণ বশতঃ গ্লাডস্টোন মন্ত্রিত্ব পদ পরিত্যাগ করেন এবং হিষ্টার ডিস্ট্রিক্ট তাঁহার স্থান অধিকার করেন। এট ডিস্ট্রিক্টে শেষে, আরল অব বেকনস্ফিল্ড উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে গ্লাডস্টোন পুনরায় মন্ত্রিপদ প্রাপ্ত হন এবং ৫ বৎসর কর্ম করিয়া পুনরায় স্বীয় পদ পরিত্যাগ করেন। এই সময়েই তিনি হোমফল প্রভৃতি কতকগুলি শাসন পদ্ধতি লইয়া

লণ্ডনের ক্রাফো-ব্রিটিশ এক্সপ্লিভিশনে দেব চাঁ পুরস্কৃত, পোঃ-বক্স নং ৩৩৫, কলিকাতা।

অনেক তর্ক ও বক্তৃতা করেন। তিনি অতঃপর বার্ষিক বশতঃ ব উচ্চারণ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অবসর গ্রহণ কালে পার্লামেন্ট মহাসভা এবং ইংলণ্ডের শাসন কর্তৃগণ তাঁহাকে অনেক উপাধি দান করিতে কৃতসংকল্প হন, কিন্তু তিনি তাহা অঙ্গান বদনে প্রত্যাখ্যান করেন।

মহামতি মাদ্রোনে জীবনের অবশিষ্টাংশ হাওয়ার্ডেল নগরে অতি সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার তৎকালীন অনন্ত-সাধারণ উদারতা ও নিরাময়বৃত্তিতা সম্পর্শন করিয়া তৎপ্রদেশস্থ অনসাধারণ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধকালাবধি সময়ের কিকিৎ মাত্রও অপব্যবহার করিতেন না। অতি প্রত্যুষে শয়্য হইতে গাত্রোথান করতঃ ভ্রমণ করিতে বাইতেন, তৎপরে গ্রাম্য উপাসনা মন্দিরে ঈশ্বর উপাসনা সমাপনান্তে প্রাতঃ ভোজন গ্রহণ করিতেন এবং দিবা বিশ্রামাবধি লিখন পঠন এবং বিবিধ শাস্ত্র আলোচনা করণান্তর দিবসের ভোজন গ্রহণ করিতেন, এবং তৎপরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া পুনরায় শাস্ত্রাদি আলোচনা করিতেন। অপরাহ্নে কিয়ৎকাল ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যাকালে উপাসনান্তর রাত্রি একাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত পুস্তকাদি পাঠ করিতেন, এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার পুত্র কস্তা প্রভৃতির গীত বাস্ত্র শ্রবণে এবং বিবিধ নির্দোষ আমোদ প্রমোদেও যথাসাধ্য যোগদান করিতে কুন্তিত হইতেন না। তিনি প্রত্যহ একটী করিয়া বৃক্ষ ছেদন করিতেন, ইহাই তাঁহার শারীরিক ব্যায়াম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি আমাদের সম্মুখে তাঁহার উজ্জল চরিত্রের যে অগস্ত দৃষ্টান্ত সমূহ প্রদর্শন করাইয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রত্যেকেরই অমুকরণ করা ও তদনুযায়ী কার্য্য করা কর্তব্য। তিনি ধনী অপেক্ষা নির্ধর, বিদ্বান অপেক্ষা মুর্থ এবং সত্য অপেক্ষা অসত্যকে অধিক ভাল

বাদিতেন। কারণ তিনি বলিতেন, যদি আমরা কখন উন্নত হই, তাহা হইলে ঐ নিম্নস্তর হইতেই উন্নত হইব। তিনি অতি নিকটে মেধার ধারার প্রভৃতিরও ভ্রোগাবস্থায় তাহাদের গৃহে গমন করতঃ ঐবধ পথ্যাদি দান করিতেন, এবং যতদিন পর্য্যন্ত সে নিরোগ না হইত। ততদিন পর্য্যন্ত তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে প্রাতঃকালে মহাত্মা মাদ্রোনে ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তিনি বহুদিন যাবৎ স্নায়ুিক বেদনার কষ্ট পাইয়াছিলেন, সে যন্ত্রণা বর্ণনা করিতে গেলে চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হয়। মহামতি মাদ্রোনে কি ভারতের প্রজাগণের এবং কি ইংলণ্ডের প্রজাগণের সকলেরই পরম বন্ধু ছিলেন। কি আপদে, কি বিপদে, কি অভাবে, কি অতিশয়ে তিনি আমাদের হৃৎকষ্ট ইংলণ্ডের মহাত্মা নীতিষ্টোরিয়াকে জানাইতেন। কালের স্রোতে সব ভাসিয়া গিয়াছে।

তিনি গিয়াছেন, কিন্তু ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও ভিন্ন জাতি হইরাও তিনি ভারতবাসীর উপকারার্থে যেরূপ অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ভারতবাসীর হৃদয় মধ্যে তাঁহার নাম প্রস্তর ফলকের অঙ্কনের জায় চির দিন অঙ্কিত থাকিবে, কীর্্ত্তিই মানবকে অমরত্ব প্রদান করে। সব যায়, কিন্তু সংকল্পের স্মৃতি টুকু থাকিয়া যায়।

শ্রীসন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

রেডিয়াম।

রোগ প্রতিষেধিকা শক্তি।

(রেডিয়াম সন্ধে এক নূতন আবিষ্কার)

লণ্ডনের 'রেডিয়াম ইনষ্টিটিউট' নামে একটি শিক্ষা পরিষদ আছে। এই পরিষদের একজিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সার ফ্রেডারিক ট্রিভ্‌স্ (Sir

Frederick Treves;) সার ম্যালকম্ মরিস্ (Sir Malcolm Morris) এই ইনষ্টিটিউটের একজন মেম্বর; এ, ই, হেওয়ার্ড পিন্চ (A. E. Hayward Pinch) এই ইনষ্টিটিউটের মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট। এই ইনষ্টিটিউট রেডিয়াম সন্ধে যে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই লিখিত হইতেছে।

রেডিয়াম হইতে অনবরতঃ রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া থাকে। ক্রমাগত অনন্তকাল ধরিয়া রশ্মি বিকীর্ণ হইলেও মূল রেডিয়ামের কোন ক্ষয় নাই। এই বিকীর্ণ রশ্মি, শক্তিতে মূল রেডিয়ামের তুল্য। এতাবৎকাল বিকীর্ণ রশ্মিকে আটকাইয়া রাখিয়া তাহার কার্য্য পরিমিতা শক্তি পরীক্ষা করা হয় নাই। এমন বৈজ্ঞানিক গিয়াছে যে, রেডিয়ামের ঐ সমস্ত বিকীর্ণ রশ্মিকে আটকাইয়া রাখিলে উহা মূল, বিশুদ্ধ রেডিয়ামের তুল্য কার্য্য শক্তি প্রকাশ করে। এইরূপে বিজ্ঞানচাষীগণ যেখানে পূর্বে মূল রেডিয়ামের প্রয়োজন হইত, এখন সেই স্থলে রেডিয়ামের বিকীর্ণ রশ্মিকে শূন্য নল বা খালি পাত্রে বায়ু নিষ্কাশন হয় সাহায্যে আটকাইয়া রাখিয়া সেই কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। লণ্ডনের এই ইনষ্টিটিউটে এখন ৪ গ্রাম মাত্র রেডিয়াম আছে। ইহার মূল্য অধুমান ১২ লক্ষ টাকা। কিন্তু ইহার মূল পদার্থগুলির মূল্য যৎসামান্য। লণ্ডনের এই 'রেডিয়াম ইনষ্টিটিউটে' এখন যে পরিমাণ রেডিয়াম আছে, তাহা অতি নিশ্চয়।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, রেডিয়াম হইতে অনবরতঃ রশ্মি বিকীর্ণ হইলেও উহাতে মূল পরার্থের কোন ক্ষয় বা পরিবর্তন হয় না, এবং এই বিকীর্ণ রশ্মি বিশুদ্ধ মূল রেডিয়ামের তুল্য। এই বিকীর্ণ রশ্মি মূল রেডিয়ামের জায় রোগ প্রতিষেধেও সমর্থ। রেডিয়াম ইনষ্টিটিউটের সভাপণ্ডিত করিয়াছেন, রোগ প্রতিকারের সময় মূল রেডিয়াম ব্যবহার করিতে না দিয়া বিকীর্ণ রশ্মিকে আবদ্ধ রাখিয়া

ব্যবহার করান যাইতে পারে। সুতরাং বলিতে হইবে, রেডিয়ামের রোগ প্রতিকার সম্বন্ধে অধুনা বিজ্ঞানবিদগণের মত পরিবর্তিত হইয়াছে। এখন তাঁহারা রোগ প্রতিকারের সময় মূল রেডিয়াম ব্যবহার না করিয়া শূণ্য নলে যন্ত্র সাহায্যে আবদ্ধ বিকীর্ণ রশ্মিই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

রেডিয়াম হইতে যে স্নানবস্তুর রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে, সেই সমস্ত বিকীর্ণ রশ্মিকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য খালি ফাঁপা নল বা প্লেট ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত প্লেট নানা আকৃতির। বায়ু নিকাশন যন্ত্র সাহায্যে শূণ্য নলের মধ্যে রশ্মিসমূহকে পরিচালিত করা হয় ও তাহাদিগকে তরল বাষ্পে পরিণত করিয়া সঞ্চিত রাখা হয়, এবং এই রূপে সঞ্চিত এই রেডিয়াম রশ্মি যন্ত্র সাহায্যে লগুনের যে কোন হাঁসপাতাল বা যে কোন চিকিৎসকের নিকট এই ইন্সটিটিউট হইতে প্রেরিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক রেডিয়ামের রোগ প্রতিকার সম্বন্ধে মত পরিবর্তিত হইয়াছে। মনে করুন, এডিনবারার কোন ডাক্তার কোন রোগীর জন্য ২০০ শত মিলিগ্রাম রেডিয়াম চান; ইহার মূল্য ৬০ হাজার টাকার কম নহে। কিন্তু এখন এই ৬০ হাজার টাকার পরিবর্তে উহা ৬০১৭০ টাকা ব্যয়ে সমাধা হইতে পারে। লগুনের এই ইন্সটিটিউট একখানি প্লেট পাঠাইয়া থাকেন। তাহাতে এই বিকীর্ণ রশ্মি সঞ্চিত হইয়া থাকে। যখন রেডিয়ামের রশ্মি খালি নলে বা প্লেটে গৃহীত হয়, তখন তাপ বিকীরণের শক্তিপরিমাণ কমিয়া যায়। সাড়ে তিন দিনে এইরূপ আবদ্ধ বিকীর্ণ রশ্মির তাপ পরিমাণ প্রায় অর্ধেক কমিয়া যায়।

এই রেডিয়াম শিক্ষা মন্দিরে ৪ চারি গ্রাম মাত্র রেডিয়াম আছে, ইহার এক গ্রাম মাত্র রেডিয়াম সর্বক্ষণ সম্পূর্ণরূপে রশ্মি বিকীরণ কার্যে ব্যাপৃত আছে। এই এক গ্রাম মাত্র রেডিয়াম হইতে এত রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া

থাকে যে, তাহা লগুনের হাঁসপাতাল ও অন্যান্য স্থানের হাঁসপাতালের অভাব পূর্ণ করিতেছে।

বিজ্ঞান রাজ্যের অদ্বিত্য আবিষ্কার রেডিয়াম রশ্মিকে লৌহ বা কাঠ প্রভৃতি কোন পদার্থে প্রতিহত করিতে সমর্থ নহে। রেডিয়াম রশ্মি সমস্ত পদার্থকে ভেদ করিয়া যাইতে সমর্থ। এই অদ্বিত্য পদার্থের সাহায্যে দাঁকমর বা লৌহ সিন্দুকে দ্বিত পদার্থ সমূহের অন্তিম ও সংখ্যা নির্ণয় সম্পূর্ণ সম্ভব; ইহারই সাহায্যে উদর মধ্যস্থিত ত্রণ সমূহ প্রত্যক্ষ হয় ও তাহার চিকিৎসা ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

লগুনের রেডিয়াম শিক্ষা মন্দির হইতে একগ্রেণ রেডিয়াম হইতে কত রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে ও সেই সমস্ত বিকীর্ণ রশ্মিকে আবদ্ধ করিয়া লগুনের বহু হাঁসপাতালে কত রোগীর চিকিৎসা ব্যাপদেশে তাহার সদ্যব্যবহার হইতেছে, তাহা ভাবিলে নিম্নরূপিত হইতে হয়; সার ফ্রেডারিক ট্রিভ্‌স্‌ বলিয়াছেন, দশ দিনের মধ্যে তাহারা তেরটি যন্ত্র ভিন্ন দেশে পাঠাইয়াছেন; এই তেরটি যন্ত্রে বহু ভিন্ন আকৃতির প্লেটের সহিত আবদ্ধ রেডিয়াম রশ্মি বিস্তারিত আছে; ইহাদের কার্যশক্তি ৮৬০ আট শত বাট মিলিগ্রাম মূল রেডিয়ামের কার্যশক্তির সমান। কিন্তু এই পরিমাণ মূল রেডিয়াম সংগ্রহ করিতে অসুস্থমান ২, ৫৮,০০০ টাকা ব্যয় হইত।

রেডিয়াম সম্পৃক্ত জল।

জল রেডিয়াম সম্পৃক্ত হইলে উহা মহৌষধির জায় কার্য করে। এই রেডিয়াম সম্পৃক্ত জল হইতে অনেক কঠিন ও তুচ্ছিকিৎসার রোগের আরোগ্য লাভ হইয়াছে; এই রেডিয়াম সম্পৃক্ত জলের বর্ণ সাধারণ জল অপেক্ষা উজ্জ্বল এবং উহার বর্ণ, আকৃতি ও গুণ সমস্তই সাধারণ জল হইতে ভিন্ন হয়। রোগীরা এই রেডিয়াম সম্পৃক্ত জল পান করিয়া নবজীবন লাভ করেন, রক্তে লক্ষ লক্ষ

নতুন পরমাণু জন্ম লাভ করে ও তাহারাই দেহকে নতুন করিয়া গঠন করে।

রেডিয়াম সম্পৃক্ত জল কোন সময়ে ৪০ জন বায়ুগন্ত রোগীকে সেবন করান হয়, কুড়ি জন অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন। রোগীকে ছয় সপ্তাহ কাল সপ্তাহে ছয় দিন ৫ ছটাক রেডিয়াম সম্পৃক্ত জল পান করান হইত।

রেডিয়াম ইন্সটিটিউটে অন্যান্য ব্যবস্থা।

সার ফ্রেডারিক ট্রিভ্‌স্‌ বলেন, রাজা গপ্তম এডওয়ার্ডের অভিমতানুসারে এই রেডিয়াম 'ইন্সটিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড আইভিগ্‌ (Lord Iveagh) এবং সার অর্নেস্ট ক্যাসেল (Sir Ernest Cassel) এই ইন্সটিটিউটের প্রেসিডেন্ট; এই মহোদয়দ্বয়ের অদম্য যত্নেই এই শিক্ষামন্দির স্থানান্তরিত লাভ করিয়াছে। এই শিক্ষামন্দির বা বিজ্ঞান পরিষদ সূক্ষ্মর স্থানে অবস্থিত; ইহার যন্ত্রাগার সুন্দরভাবে সজ্জিত; আরও রেডিয়াম ও অন্যান্য নতুন যন্ত্র ক্রয় করিবার জন্য এই পরিষদে প্রকৃত অর্থ সঞ্চিত আছে।

এই বিজ্ঞান পরিষদে সমস্ত যন্ত্র হই প্রাপ্ত করিয়া মজুত আছে; এক প্রান্ত রোগীদিগের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে; আর এক প্রান্ত, যাহারা দরিদ্র তাহারা ব্যবহারের জন্য লইয়া গিয়া থাকেন; রোগী ধনীই হউন, রেডিয়াম শিক্ষামন্দিরে চিকিৎসিত হইতে হইলে কোন ডাক্তারের সাহায্যে এই শিক্ষা মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতে হয়। অধিকাংশ দরিদ্র রোগী হাঁসপাতালের কর্মচারীগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া থাকে।

এই শিক্ষা মন্দির কেবল আগষ্ট মাসে বন্ধ থাকে, এগার মাস পূর্ণ মাত্রার কাজ হয়; এই বিজ্ঞান পরিষদে কর্তৃপক্ষগণ প্রত্যহ বোল মটী করিয়া কাজ করিয়া থাকেন; প্রাতে আটটা হইতে মধ্যাহ্নে বারটা পর্যন্ত কাজ চলিতে থাকে। এই শিক্ষা পরিষদে তিন জন ডাক্তার ও পাঁচ জন গুরুত্বাকারী

হুগলি একজিবিশনে দে'র চা সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত, এজেন্সীর জন্য ৩০৫ নং পোঃ বক্সে আবেদন করুন।

বা পরিচায়ক আছে; ল্যাবোরেটরী আছে ও তাহার ডাটমেন্ট আছে, তাহার নাম মিঃ এন্টন। ডাটমেন্টের ছই জন সহকারী আছে। আগষ্ট মাস তাহার ইচ্ছা পূর্বক বন্ধ রাখেন; কেন না পরিষদের সমস্ত সভ্য বৎসরের এগার মাস যার পর নাই পরিশ্রম করেন; আরও একটি কারণ আছে, ইহাদের প্রায় সকলেরই হস্ত রেডিয়াম রশ্মির অত্যধিক উত্তাপে অল্প বিস্তর দগ্ধ, তাহার এই একমাস কাল বিশ্রাম করিয়া আরোগ্য ও আশ্রয় লাভ করিয়া থাকেন।

কোন কোন সময়ে প্রতি মাসে রোগীর সংখ্যা আট শতেরও অধিক হয়। গত বৎসরে রেডিয়াম শিক্ষামন্দিরে ধনী রোগীর সংখ্যা তিন হাজার ও দরিদ্র রোগীর সংখ্যা চারি হাজার তিন শত হইয়াছিল।

এই বিজ্ঞান পরিষদের সমস্ত রেডিয়াম একটি ঘরের জায় প্রকাণ্ড সিন্দুক রাখিয়া দেওয়া হয়; এই রেডিয়াম বিদ্যালয়টি যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন আছে, এই সমস্ত যন্ত্রের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন; ইহার কতকগুলি যন্ত্র লণ্ডনের কতকগুলি হাসপাতালের ও অপর কতকগুলি যন্ত্র ডেনমার্ক, জার্মানি, ইউনাইটেড-ষ্টেটস প্রভৃতি স্থানের রেডিয়াম ইন্সটিটিউটের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছে, ও তত্তৎস্থানের সহিত সন্ধর্ষ রহিয়াছে। আগষ্ট মাসে যখন লণ্ডনের রেডিয়াম ইন্সটিটিউট বন্ধ থাকে, তখনও এই ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে রেডিয়ামরশ্মি সংগ্রহ ও সংরক্ষা ছই-ই সমান ভাবে চলিতে থাকে। কোন রোগী অর্থ প্রদান করিয়া চিকিৎসিত হইতে থাকিলে মূল রেডিয়াম সাহায্যে অথবা আবদ্ধ বিকীর্ণ রশ্মি সাহায্যে চিকিৎসা করা হইয়া থাকে।

সার কেডারিক ট্রিভ্‌স্ বলেন, শিক্ষা মন্দির দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে, ইহা নিম্নের আয়ের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থিতি করিতে এখন সমর্থ। এই বিজ্ঞান পরিষদ মন্দির পরিবর্ধিত করিবার জন্ত ইহার নিকট

আরও অনেক জমি ক্রয় করা হইয়াছে; রেডিয়ামের রোগ নিবারক গুণের অমূল্য-নের জন্ত ডাক্তার নিযুক্ত হইবেন, এবং অমূল্যদান সমিতির কার্য আরম্ভ হইবে। যে সমস্ত ছাত্র রেডিয়ামের এই সমস্ত নূতন তত্ত্ব অবগত হইতে চাহেন, তাহাদের জন্ত ক্লাস খোলা হইবে। অমূল্যদান কার্যের সুবিধায় জন্ত একটি ল্যাবোরেটরীর প্রতিষ্ঠা হইবে। সঙ্গী:

শ্রীসতীশ চন্দ্র দত্ত।

বৈজ্ঞানিক তথ্য।

বিমান বিহারী ডাক।—ফরাসী বাণিজ্য-সচিব কলির পুস্পক রথ “এরোপ্লেনের” সাহায্যে ডাক প্রেরণ বিষয়ে পরীক্ষা করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ফ্রান্সের রাজধানী হইতে পওইলিক বন্দর পর্যন্ত ডাক প্রেরণ করাই তাহার উদ্দেশ্য। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে লণ্ডন হইতে উইন্ডসর পর্যন্ত এক সপ্তাহকাল ডাক প্রেরণ করা হয়। এরোপ্লেনগুলি এক লক্ষ প্যাকেজ ও চিঠি প্রভৃতি বহন করিয়া উভয় স্থানে গমনাগমন করিয়াছিল। কিন্তু এই কার্যে ডাক প্রেরণ আশাশূন্য সুবিধা হয় নাই। ফরাসী বাণিজ্য-সচিব স্থির করিয়াছেন, যদি এরোপ্লেন যোগে ডাক প্রেরণ সুবিধাজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে ডাকবিভাগের প্রচলিত নিয়মানু-সারে এরোপ্লেন যোগে ডাক পাঠান হইবে।

গ্রহে গ্রহে গমনাগমন।—জেনিভার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ মিঃ ল্য কুন্টার ক্রমাগত ১৭ দিন মঙ্গল গ্রহের তত্ত্ব আবিষ্কারে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দেখিয়াছেন, মঙ্গল গ্রহ হইতে অতি শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক আলোর জার নীলাভ খেতবর্ণ বিকীর্ণ হইতেছে। বিগত ৬৭ বৎসর কাল আরও অনেক

জ্যোতির্বিদ ঐরূপ আলো দেখিতে পাইয়া-ছেন। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, মঙ্গল গ্রহের আয়ের গিরি হইতে ঐ আলো বহির্গত হইতেছে; কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, মঙ্গল গ্রহের চতুর্দিকস্থ বায়ুমণ্ডল হইতে ঐ আলো উৎপন্ন হইতেছে। মিঃ কুন্টারের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, মঙ্গল গ্রহে মানুষের বাস আছে, তথাকার অধি-বাসিগণ পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আলোর সাহায্যে আলাপ পরিচয় করিবার জন্ত যাত্রিকালে আলো বিকীর্ণ করিতেছে। এমন দিন আসিবে, যখন মানুষ গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে বাইরা পরম্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিব।

সূর্যের নূতন তথ্য—ওয়াশিংটন নগরের স্থিৎসন্নিহাণ ইন্সটিটিউশন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার জন্ত পৃথিবীর নানা দেশে বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতদিগকে প্রেরণ করিতেছেন। সূর্যতত্ত্ব আবিষ্কারের জন্ত আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার এবং আফ্রিকার অলজিরিয়ার পর্য্যবেক্ষণিকা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। এই উভয় স্থান হইতে সূর্যের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সূর্য একটা তারা মাত্র এবং ইহার অনেক পরিবর্তন হইতেছে। ঐ ইন্সটিটিউশনের পণ্ডিতগণ পৃথিবীর নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আমেরিকার আদিম নিবাসিগণ এসিয়ার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল ও মঙ্গোলিয়া হইতে গমন করিয়া আমেরিকায় বসতি স্থাপন করিয়াছে।



Dry Cell.

**ড্রাই সেল বা শুষ্ক ব্যাটারী
প্রস্তুত করিবার উৎকৃষ্ট-
তর প্রণালী।**

মতেষ্বর মাসের “কাজের লোক” ড্রাই সেল প্রস্তুত করিবার একটি উপায় বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধ লেখক তাঁহার বর্ণিত উপায়ে ড্রাই বেটারী প্রস্তুত করিয়া কৃতকার্য হইয়াছেন কি না, ভবিষ্যে আমার সন্দেহ আছে। আমার বিশ্বাস, তাঁহার প্রদত্ত ফলসুলা ও প্রণালী অসুয্যারী বেটারী প্রস্তুত করিলে কেবল মাত্র কষ্ট ও পরিশ্রমই সাগ হইবে, কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে না।

প্রবন্ধ লেখক ড্রাই বেটারীর যে সকল গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, সমস্তই সত্য; কিছুই অতিরঞ্জিত নহে। ভ্রমণকারীদের নিকট এবং যে সকল গ্রাম্য অধিবাসীগণ স্বকীয় গৃহ বিদ্যুতিক আলোকে আলোকিত করিতে চান, তাঁহাদের নিকট ইহা অতি আদরনীয়। আমি বহুকাল ধাবৎ উৎকৃষ্ট ড্রাই বেটারী প্রস্তুত করিবার জন্য নানা পরীক্ষা ও চেষ্টা করিতেছি এবং সুখের বিষয় তাহাতে আশা-ধিক কৃতকার্যতা লাভে সমর্থ হইয়াছি। আমি নিজে যে প্রণালী বর্ণনা করিতেছি, তদনুসারে কেহ বেটারী প্রস্তুত করিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইবেন সন্দেহ নাই।

“কাজের লোকের” যে সমস্ত পাঠক বেটারী ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে জানাই-তেছি যে, এতদসম্বন্ধে কেহ কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে অতি আত্মদানের সহিত তাহার জিজ্ঞাস্তা বিষয়ের উত্তর দেওয়া যাইবে। তবে প্রায়শ্চলি “কাজের লোকের” সম্পাদকের হাত দিয়া পাঠান আবশ্যক।

ড্রাই বেটারী প্রস্তুতের উপকরণ সমূহ যে কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি নির্দ্বাভার দোকানে পাইবেন। কার্জন রড্‌ ক্রয় করি-

বার সময় পিতলের কাপ যুক্ত দেখিয়া ক্রয় করিবেন। কোন কোন কার্জন রডের অগ্র ভাগে পিতলের ক্ষু বসান থাকে এবং তাহাতে ইচ্ছামত তার সংযুক্ত করা যাইতে পারে। যদি এই প্রকার রড সংগ্রহ করিতে না পারেন, তবে এক টুকরা তামার তার কাপের সঙ্গে ঝাল দিয়া সংযুক্ত করিয়া লইবেন। নিম্নে প্রস্তুত প্রণালী বর্ণিত হইল—

কার্জন চূর্ণ	৫ অংশ
ম্যাগনিজ ডাইওক্সাইড	৫ "
নিশাদল	১ "
ক্লোরাইড্ অব জিঙ্ক	১ "
মিসারিং	৥ "
জল	১ "

সমস্ত একত্র মিশ্রিত কর।

একটি ক্ষুদ্র কাপড়ের থলিয়া প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতরাংশের ঠিক মধ্যভাগে একটি পেনসিলাকৃতি কার্জন রড বসাত এবং থলিয়াটী উপরোক্ত মিশ্রিত দ্রব্য দ্বারা এমনভাবে পূর্ণ কর, যেন রডের চতুর্দিকে এই দ্রব্য টাইট ভাবে থাকে। তৎপর পুতা দ্বারা থলিয়া ভাল রকম বাঁধিয়া লও। ইহাই আমাদের নিগেটিভ প্লেট। এক্ষণে দস্তার পাত দ্বারা একটি সীগোল লম্বা কোটা প্রস্তুত কর, ইহার এক পার্শ্ব আবদ্ধ ও ও অল্প পার্শ্ব খোলা থাকিবে। তলদেশের মাপে এক টুকরা সীগোল পিসবোর্ড কাটিয়া তাহা গরম প্যারাফিন ওয়ায়ে ভিজাইয়া লও। ইহা গাত্রে তলদেশে স্থাপন করিয়া তাহার উপর নিগেটিভ প্লেট এমনভাবে স্থাপন কর যেন ইহা ঠিক মধ্যভাগে থাকে এবং গাত্রে গাত্র স্পর্শ না হয়। তৎপর গাত্রে ভিতরে নিম্নলিখিত দ্রব্য ঢালিয়া দিয়া পাত্রটী সম্পূর্ণ-রূপে পূর্ণ কর।

ময়দা	১ টামচ
নিশাদল	৥ আউন্স
ক্লোরাইড অব জিঙ্ক	৥ আউন্স

মিসারিং ১০ আঃ
জল ৪ "

ভাল রকম মিশ্রিত করিয়া গরম কর এবং গরম অবস্থাতেই দস্তা পাত্রে ভিতরে ঢালিয়া দিয়া ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তৎপর প্যারাফিন ওয়ায়ে, রজন ও পিচ একত্র গলাইয়া পাত্রে উপর ঢালিয়া দিয়া ইহার মুখ বন্ধ কর। ভিতরের গ্যাস বাহির হইবার জন্য এই আবরণের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র রাখিবে।

দস্তা পাত্রে বহির্ভাগে এক খণ্ড তামার তার পূর্বেই ঝালা দিয়া সংযুক্ত করিয়া রাখিবে।

এক্শে দস্তা ও কার্জন বড় উত্তরের সহিত যে ছই খণ্ড তামার তার সংলগ্ন আছে, তাহা মিলিত করিলেই তড়িৎ উৎপন্ন হইবে। এই সেলের ভোল্টেজ ১.০৬।

শ্রীহৃদেয় কুমার দাস।

বিমানি বাজার (সিলেট)।

বঙ্গে আবগারি বিভাগ।

বিগত ১৯১২-১৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার আবগারী বিভাগে পূর্ন বৎসরের অপেক্ষা ৩,৬৯,৪৫০ টাকা অধিক আয় হইয়াছে। একমাত্র গাঁজা ব্যতীত আর সকল প্রকার মাদক দ্রব্য হইতেই অধিক অর্থাগম হইয়াছে। বিগত বর্ষে দেশীয় মত্ত হইতে ২,২৮,৫৪৬ টাকা, আফিং হইতে ১,২৫,০১৬ টাকা, যে সকল দেশীয় মত্তের উপর অধিক গুদ নির্দ্ধারণ করা হয়, উহাদিগের আয় হইতে ২৭,০৪৮ টাকা, তাড়ি হইতে ২৩,২৮৪ টাকা এবং পাচুই হইতে ১৫,১৩৫ টাকা অধিক আয়

লণ্ডনের ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ একজিবিশনে দেব চাঁ পুরস্কৃত, পোঃ-বক্স নং ৩৩৫, কলিকাতা।

হইয়াছে—গাঁজা হইতে ২১,২০৫ টাকা কম
আম হইয়াছিল। বিগত বর্ষে বাঙ্গলা দেশের
অনেকগুলি জেলায় মাদক দ্রব্য বিক্রয়ের
লাইসেন্সের হার কমাইয়া দেওয়া হয়—
এই সুপ্রণালী ফলে সমস্ত জেলাতেই লোকে
অধিক পরিমাণে মাদক দ্রব্য ব্যবহার
করিয়াছে। হুগলী, মেদিনীপুর, দিনাজপুর,
২৪ পরগণা এই কয়েকটি জেলাতেই এই
কারণে মাদক দ্রব্যের অধিক কাটুতি হইয়াছে।
বিগত বর্ষে ঢাকা, বরিশাল ও ফরিদপুর
জেলা হইতে খোলাতাটী তুলিয়া দেওয়া
হয়—এখন সমগ্র বাঙ্গলা দেশের মধ্যে
কলিকাতার অদূরবর্তী রসা ভাটীতে মত্ত
তৈয়ারী কার্য চলিতেছে। গবর্ণমেন্ট বলিয়া-
ছেন, গত বর্ষে কৃষকেরা ধান ও পাটের
ব্যবসায় হইতে খুব লাভ করিয়াছিল, সুতরাং
শ্রমজীবীগণের অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল,
উপার্জিত অর্থের অধিকাংশ এই সকল মাদক
দ্রব্যে নিঃশেষ করিয়াছে। দরিদ্র লোকের
নিকট মাদক দ্রব্যের বিক্রয় মহিষ্ক করাই
ত প্রয়োজন।

পূর্ব বৎসরের তুলনায় বিগত বর্ষে ২২
শতাংশের অধিক আফিমের কাটুতি হইয়া-
ছিল। আরের পরিমাণ ১,১৫,০১৬ অধিক
হইয়াছে। আফিম বিক্রয় হ্রাস করিবার জন্য
যত কিছু উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন,
গবর্ণমেন্ট ক্রমে ক্রমে তাহা সমস্তই অবলম্বন
করিতেছেন, তথাপি আফিমের কাটুতি হ্রাস
পাঠিতেছে না। বিগত বর্ষে বর্ধমান ও
প্রেসিডেন্সী বিভাগের ১২৬টা আফিমের
দোকান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল—
পূর্বে খুচরা আফিম ৫ তোলা পর্যন্ত বিক্রয়
করার অনুমতি ছিল, কিন্তু এখন ৩ তোলা
অধিক বিক্রয় করা হয় না। বর্ধমান ও
প্রেসিডেন্সী বিভাগে এবং দার্জিলিং জেলায়
সুযোগ্য হইতে সুর্য্যাস্ত পর্যন্ত আফিম
বিক্রয়ের নিয়ম করা হইয়াছে। আফিমের
খুশখান মর্ফিয়াম ব্যবহার ও আফিমের

প্রচলন বাহাতে হ্রাস পায়, গবর্ণমেন্ট তৎসম্বন্ধে
আইন প্রণয়নের চেষ্টা করিতেছেন।

জলপ্লাবনে-মেদিনীপুরে গো-খাঁড়ের অভাবে অন্ন মূল্যে গরু বিক্রয়ের তালিকা।

খানা—ভগবানপুর।

গ্রাম—ভাজপুর। মেদিনীপুর

বিক্রেতার নাম...কিরূপ গরু...বিক্রয় মূল্য।

দামু জানা,	১টা বকনা—	১ টাকা।
শ্রীমতী সারদা বেওয়া	১টা গাভী—	২৫।
সুন্দান জানা,	১টা হেলে—	৩।
পহু গীট,	১টা বকনা—	১৫।
কাউলী গিরি,	১টা হেলে—	৪।
উদয় মানা,	১টা হেলে—	২।
কাউলী বিজলী,	১টা হেলে—	৪।
সুকুন্দ কাণ্ডার,	১টা হেলে—	১।
কৈলাশ জানা,	দুইটা বকনা—	৩।
গোবিন্দ মানা,	দুইটা বাছুর—	২।
গোপাল জানা,	১টা হেলে—	৪।
হাড়ো বিজলী,	১টা হেলে—	১৫।
নারায়ণ বেরা,	১টা গাভী—	৩৫।
কামদেব জ্ঞান,	১টা হেলে—	১৫।

গ্রাম—চড়াবাড়।

গজেন্দ্র জানা,	১টা হেলে—	১।
	৩টা গাভী—	২।
শ্রীমতী আন্দী বেওয়া,	১টা বকনা	১৫।
গুরী বেরা,	১টা হেলে—	২।
সনাতন পণ্ডিত,	১টা গাভী—	২৫।
শিবু ঘোড়াই, বৎস সহিত	১টা গাভী	৩।
চন্দ্র দাস,	১টা দামড়া—	৩।
হরেকৃষ্ণ বেরা,	দুইটা হেলে—	৫।
কুতিয়াস চক্রবর্তী,	১টা বকনা ও	
	দুইটা দামড়া বাছুর—	৪।
শ্রীমন্ত মির্জা,	১টা হেলে ও ১টা গাভী—	৭।

গ্রাম—কাথরা।

প্রসন্ন মাইতি,	১টা গাভী—	১।
ঝাটু ঘোড়াই,	১টা হেলে—	২৫।
কমলাকান্ত জানা, তিনটা হেলে—	৭।	
গ্রাম—কুমারিগাড়া।		
ঝাটু কণন,	১টা গাভী—	১৫।
রাম মাইতি,	১টা গাভী—	৩।
ভলু সাতরা,	১টা দামড়া—	২৫।
গঙ্গাধর জানা	১টা বাছুর—	১০।

গরুর মূল্য দেশের সকল স্থানে সমান
নহে। বিক্রীত গরুর মূল্য দেখিয়া পাছে
কেহ মনে করেন যে, এ অঞ্চলের
গরুর মূল্য সচরাচর ঐরূপ থাকে, সেইজন্য,
বলিতেছি যে এ অঞ্চলে গরুর সচরাচর
এইরূপ :—
গভীর মূল্য—১০ টাকা হইতে ৪০ টাকা।
চাবের বা গাড়ী টানা বলীপদের মূল্য—

১২ টাকা হইতে ৫০ টাকা।

বকনা ও দামড়া বাছুরের মূল্য—

৫ টাকা হইতে ১২ টাকা।

আমরা এবারে গো-সম্বন্ধে কিছুকিছ
আলোচনা করিলাম। বারাস্তরে এতদ্-
সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা এবং জল-নিকা-
শাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। নিহার

কলিকাতার বিদেশী বাণিজ্য।—১৩১২ ও
১৩ সালে কলিকাতার বন্দরে ১৭৩০ খানা
জাহাজ বিদেশী দ্রব্য লইয়া আসিয়াছিল।
ইহার পূর্ব বৎসর ১৭০৮ খানা জাহাজ
আসিয়াছিল। ১৭১৮ খানা জাহাজ ভারতের
বাণিজ্য সম্ভার লইয়া বিদেশে গিয়াছিল।
ইহার পূর্ব বৎসর ১৭০৪ খানা জাহাজ
ভারতীয় পণ্য বণ্টানি কার্যে লিপ্ত ছিল।

লর্ড ক্লাইবের মূর্তি।—প্রায় দেড় শত
বৎসর হইল; লর্ড ক্লাইব তখন ত্যাগ
করিয়াছেন, এত কাল পরে গত মঙ্গলবার
বঙ্গের ছোট নাটের প্রসিদ্ধ বেলেভেডিরার

তখনে তাঁহার মুক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
বেহারের ডোন্টলাট গার চার্লস গর্ড
কাইনের সর্কাপেক্স নিকট সম্পর্কিত লোক,
সুতরাং তিনি কার্য সমাধা করিবার জন্য
আসিয়াছিলেন।

খাতিয়াবোর দুর্দশা।—খাতিয়াবোর
দুর্দশার কারণ নির্ধারণ করিবার জন্য
গবর্ণমেন্ট একাউন্টান্ট জেনারেল মিঃ কে, এল
নক্স ও মিঃ সিরাজকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।
মিঃ নক্স তাঁহার তদন্তের ফলাফল ভারত
গবর্ণমেন্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।
ভারত গবর্ণমেন্টের মতামত নির্ধারিত হইলে
উহা জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ
করা হইবে।

কৌতুক কথা।

বাদীরউকিল। (প্রতিবাদীর উকিলের
প্রতি) আপনি মুক্তি সন্তে চান্য়া দেখ্ছি!,
আপনি একটি গাধা!

প্রতিবাদীর উকিল। আপনি খচর!

জজসাহেব। (উভয়ের প্রতি) তুমি
মহাশয়গণ! আমি দেখ্ছি আপনারা
পরস্পরকে বেশ চিন্তে পেরেছেন। এখন
কোর্টের কাজ আরম্ভ করিয়া দিন্।

এক সাহেব তাঁর নতুন চাকরকে নিযুক্ত
করাবার সময় তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে
জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বিবাহিত।

নতুনচাকর। না হজুর। আমার গালে
যে আঁচড়ের দাগ দেখ্ছেন, ওগুলি বেরালের
আঁচড়ের দাগ মাত্র।

বাড়ীতে ১২টা বাজার পর ১৩ না বেজে
একটা হতে বাজতে আরম্ভ হয় কেন?
যেহেতুক, ১৩টা ইউরোপিয়ানদের মতে
অশুভ সময়।

স্থান পরিবর্তন।

প্রসিদ্ধ সেলাইয়ের কল বিক্রেতা এবং
মেরামতকারী মেসার্স কুতু এণ্ড সন্স ১০
নং বেষ্টিং স্ট্রীট হইতে ৫০ নং বেষ্টিক স্ট্রীটের
বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। এই
প্রশস্ত স্থানে ক্রেতা সাধারণের স্বচ্ছন্দতা
আরও বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই।

কাশ্মিরী পশমী জিনিস।

(মহামহিমাবিত্তা ভারতেশ্বরী এবং ভারতের প্রায় সমস্ত রাজা মহারাজাকে সন্তোষিত করা হয়।)

লাহোরী ধোসা।

খুব গরম এবং কোমল, পাণ্ডটে, নীল, বাদামী
অথবা স্বাভাবিক পশমী রঙের এবং চেক্
৩০ গজ লম্বা ৫৮ ইঞ্চি চওড়া ২৬ হইতে ৩০
৩০ " " " " ১৩ " ১৫

লেডিজ্ শাল।

মহিলাদের জন্য শাল

অতি সুন্দর কারুকাষ্ময় ৩ গজ X ১১০ গজ
মূল্য ৮ হইতে ১১ এবং ১২ হইতে ৩০
ঐ বিশুদ্ধ কাশ্মিরী ৩৫ হইতে ৫২ আসল
সোনালী কাজের ৩০ হইতে ৫০ টাকা।

শালের জোড়া।

সুন্দর কারুকাষ্ময় বিবিধবর্ণের
১৭ হইতে ২২

ঐ	ঐ ২৩ " ৩০
ঐ ভালকাজ ওয়ালা	৩০ হইতে ৪০
" "	৪৫ হইতে ৬৫
বিশুদ্ধ আসল কাশ্মিরী	৬০ হইতে ৮০
ঐ দোরোখা	৭০ " ১১০
ঐ কাশ্মিরী কাজ ওয়ালা	৪০ " ৬৩
আসল সোনালী কাজ ওয়ালা নানাবর্ণের	৩০ হইতে ৫০ প্রত্যেক খানির মূল্য।

মলিঙ্গা চাদর।

লাহোরী ধোসা হইতেও টুমোটা কোমল
এবং গরম, বাদামী পাণ্ডটে প্রভৃতি রঙের
৩০ গজ X ৫৮ ইঞ্চি ১৬ হইতে ১৮
ঐ মিহিখাপী ৩০ গজ বহর ৫৮ ১৩

চেক্ র্যাপার।

সুন্দর, এবং কোমল, চেক ও সাঁদা
৩ গজ ৩০ গজ লম্বা ৫৪ ইঞ্চি বহর ৬ হইতে ৯
৩০ " ৩১ " " ৫৪ ও ৫৮ ইঞ্চি ৭১ " ১০

ছেলেদের জন্য।

২১ গজ ও ২২ গজ লম্বা ৪৫ ইঞ্চি বহর ৩ ৪
এবং ৪১ হইতে ৬ টাকা

খাঁচী পশমী ধোসা।

সুন্দর কাশ্মিরী বোনা পাড়
৩১ গজ X ৫৮ ইঞ্চি ২০
৩০ " X ৫৮ " ১০

যদি জিনিস পছন্দ না হয়, ফেরৎ পাঠাইলে আমরা বাতারাতির সমস্ত খরচ দিব, আপনার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

আমির চাঁদ এণ্ড সন্স।

১৯১৩ সালের কাজের লোকের সূচীপত্র ।

কেবল অত্যাৱশ্যকীয় বিষয়গুলির সূচীপত্র দেওয়া হইল ।

<p>অ</p> <p>অভাবনীর স্থযোগ ১১৮</p> <p>অভিষ্কৃত উপদেশ ২, ১০১, ১২১, ১৬০, ১২২,</p> <p>অপূর্ণ মিলন (ক্ষুদ্র গল্প) ২০,</p> <p>অর্থ নীতি ৭০,</p>	<p>কৃষি শিক্ষা এবং গবেষণা ১৭,</p> <p>কাপিটালের ইতিহাস ২৮,</p> <p>কাজের জিনিস, আবশ্যকীয় কথা ৪২,</p> <p>কেমন করিয়া আমি ব্যবসায় করিয়াছিলাম ৬৫,</p> <p>কাজের লোক সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্র সমূহের মন্তব্য ৬২, ১১৬,</p> <p>কেন বিবাহ করিয়াছিলাম ? ৯৬,</p> <p>কৃত্রিম সোম ১৪২,</p> <p>কলোটায়েন ছবি তুলিবার প্রণালী ১৫৭, ২০৬,</p> <p>কলিকাতার শিশু মৃত্যু ১২১,</p> <p>ক্রোতপতি মিঃ পিয়ারপন্টের উইল ১২০,</p> <p>কিছু নিজেদের কথা ১২৭</p> <p>কাশীর ঔষধ ২০০,</p> <p>কবি রবীন্দ্রনাথ ২০২,</p> <p>কৌতুক কথা ২১০,</p>	<p>জ</p> <p>জ্যোৎস্না (কবিতা) ২৪,</p> <p>জাপানে শ্রম শিল্প ৩৪,</p> <p>জর্জ টিকেনসন ৩৭, ৫৫, ৮৫,</p> <p>জরাতথ্য ১৫১,</p>
<p>আ</p> <p>আমাদের নিবেদন ১,</p> <p>আমের আঁটা ও তেতুলের বীজের ময়দা ৩৬,</p> <p>আহার ও সুখ ত্রী ৩২,</p> <p>আশার গৃহ স্থল (গল্প) ৪৩,</p> <p>আমরা জানিতে চাহি ১০২,</p> <p>আউচ ফুল (কাপড় ছাঁপার প্রক্রিয়া) ১৪৬,</p> <p>আমাদের যৌথ কারবার ১৫৫,</p> <p>আবুল হাফিজ দেশীর স্ত্রীবিবাহ ১১৪,</p> <p>আরাপান ১৮৪, ১২২,</p>	<p>গ</p> <p>গিলটির কাজ ৩, ২৭, ৬৩, ৭৩, ১০৮, ১৫০,</p> <p>গার্হস্থ্য শিল্প ২৬, ৩২, ৮২, ২০, ১০৬, ১১১, ১৪৫, ১৬০,</p> <p>গার্হস্থ্য নিষ্ঠান ১৩,</p> <p>গ্রাম্য দোকানদার ৩০,</p> <p>গাঁদা ফুলের উপকারিতা ৩৪,</p> <p>গমের চাষ (নতুন প্রণালী) ৩৫,</p> <p>গার্হস্থ্য জাতব্য বিষয় ৪৩, ১২৫, ১৫৫, ১৮৫</p> <p>গোচারণ ভূমি ২৬,</p> <p>গলদ কোথায় ? ১১২,</p> <p>গ্রাম্য শিল্প ১২৩,</p>	<p>ঝ</p> <p>ঝুঁটা ইন্সিরোরেন্স ১৫০,</p> <p>ড</p> <p>ডানিরালের তড়িত কেশ ৪,</p> <p>ডাইরেক্টর হওয়ার দায়িত্ব ৬৩,</p> <p>Dry cell ড্রাইসেল প্রস্তুত ১৮৫,</p> <p>ত</p> <p>তৈলপ্রদ বাস ৩৫,</p> <p>বিবিধ তথ্য ৮১, ১১০, ১২৭, ১২২, ১৩১, ১৩২০ সালের ফল গণনা ১২২,</p> <p>তামাক তিনিস কলাই করা ১৫৫,</p>
<p>ই</p> <p>ইংলও প্রবাসী বাঙ্গালীর খাঁটা মত ১৭,</p> <p>ইংলওর বাণককে অনেক বিক্রয়ের বণ্ড ১৪২,</p>	<p>গ</p> <p>গিলটির কাজ ৩, ২৭, ৬৩, ৭৩, ১০৮, ১৫০,</p> <p>গার্হস্থ্য শিল্প ২৬, ৩২, ৮২, ২০, ১০৬, ১১১, ১৪৫, ১৬০,</p>	<p>দ</p> <p>দুগ্ধ পরীক্ষার উপায় ৬৬,</p> <p>দুগ্ধ ঘাট্টা শীশু লুণ চিকিৎসা ২৭,</p> <p>দাগ দাসী সমস্যা ১২২,</p> <p>দেশের কর্মচারী ১২২,</p> <p>দীর্ঘজীবন রায় (কবিতা) ১৪২,</p> <p>দুর্দিনে জাশজাল ফণ্ড ১৫৮,</p> <p>দশ লক্ষ টাকা দান ১৬২,</p>
<p>ঈ</p> <p>ঈশ্বরের নামে পত্র ২৪,</p> <p>উ</p> <p>উপায়—চন্দ্র পরিষ্কারের ৪২,</p> <p>“ মুখের মেছোতা নষ্ট করিবার ৪২,</p> <p>“ চুল উঠাইবার ৪২,</p> <p>“ রেশম পরিষ্কারের ১৪৩,</p>	<p>গ</p> <p>গিলটির কাজ ৩, ২৭, ৬৩, ৭৩, ১০৮, ১৫০,</p> <p>গার্হস্থ্য শিল্প ২৬, ৩২, ৮২, ২০, ১০৬, ১১১, ১৪৫, ১৬০,</p>	<p>ধ</p> <p>ধারের কারবার ১৩৫,</p> <p>ন</p> <p>নব বর্ষ ২,</p> <p>নারকেলের চিনি ২১,</p> <p>নারকেল ছোবড়া বা করার ৩৫,</p> <p>নানাকথা ৩২, ১০৩, ১৫১, ২৫৫,</p> <p>নুতন আবিষ্কার—আচার্য্য বহুর গাছের ৬২,</p> <p>হস্তলিপি ৩৪,</p>
<p>এ</p> <p>এদেশের কোন কারবার চলে না কেন ৪,</p> <p>Editors Note Book ১৩৬,</p> <p>এলুমিনিয়াম ধাতুর নতুন প্রকার ১২০,</p>	<p>চ</p> <p>চীনের কাগজের কাপড় ৮,</p> <p>চুল আমদানী ৩৩,</p> <p>চুল উঠার প্রতিকার ১২৬,</p> <p>চীন জাতীয় বিবাহ সম্বন্ধীয় কুসংস্কার ১৬৭,</p> <p>চাটুণী প্রস্তুত ২০৩,</p>	<p>প</p> <p>পরিষ্কার ১৩৫,</p> <p>ফ</p> <p>ফল গণনা ১২২,</p>
<p>ক</p> <p>কৃষি কথা ১০, ৩২, ৭৮, ১০৪,</p> <p>কৃষি প্রসঙ্গ ১৬,</p>	<p>গ</p> <p>গিলটির কাজ ৩, ২৭, ৬৩, ৭৩, ১০৮, ১৫০,</p> <p>গার্হস্থ্য শিল্প ২৬, ৩২, ৮২, ২০, ১০৬, ১১১, ১৪৫, ১৬০,</p>	<p>দ</p> <p>দুগ্ধ পরীক্ষার উপায় ৬৬,</p> <p>দুগ্ধ ঘাট্টা শীশু লুণ চিকিৎসা ২৭,</p> <p>দাগ দাসী সমস্যা ১২২,</p> <p>দেশের কর্মচারী ১২২,</p> <p>দীর্ঘজীবন রায় (কবিতা) ১৪২,</p> <p>দুর্দিনে জাশজাল ফণ্ড ১৫৮,</p> <p>দশ লক্ষ টাকা দান ১৬২,</p>

নূতন ব্যবসায় সন্ধান	১০২,	কার্জনিক টুথ পাউডার	৩৬,	বেকারের উপায়	১২, ১২, ১৩৬, ২০১
নিখাস ও ছপ পিণ্ডের জিরা	১৪৮,	কোচের নিমিত্ত বার্ণিশ	৩৬,	বঙ্গ আবকারী বিভাগ	২১১,
প		ফ্রেন্স মেটাল বার্ণিশ	৩২,	বিশ্রাম সময়ে	১২,
প্রস্তুত প্রণালী—		দধি প্রস্তুত	১৫৫,	বস্ত্র পণ্ড পক্ষী বিষয়ক আইন	২০,
সুগন্ধ মাকাসার অয়েল	২০০,	লেবেলের বার্ণিশ	৩২,	ব্যবসায়ের ধ্বংসের কারণ	২২,
নূতন রকম চুলের কলপ	২০০,	পাকা কলশার মোরকা	৪৩,	বীরভূমে গালাই কাজ	৪২,
Rose cream	২০০,	ম্যাজিক পালিশ	৫৭,	বাংলায় অগ্নিদান সমিতি	৭২,
চাইনিজ লোমনাশক পাউডার	২০০,	ডাঃ ডিউকস্ লোমনাশক পাউডার	৫৮,	বাংলা গবর্ণমেন্টের শিক্ষার জন্ত ব্যয়	৮১,
স্মেলিং সলটু	২৬,	লিকুইড্ গ্লু	৫৮,	Business terms	৮২,
বাতি গালা বিবিধ,	২৬,	অগ্নি নিক্ষেপকারী আরক	৫৮,	বিলাতি মোন্দা রক্ষার উপায়	১১১,
ভিনিস টার্পিন	২৭,	প্যারিসের বস্ত্র ধাবন আরক	৫৮,	বঙ্গের কৃষি সম্পদ	১১৩,
ব্যাটারী	২৭,	পারফেক্ট টুথ পাউডার	৫৮,	Business Topics	১১৪,
লেনদার ওয়াটার প্রভিং শেট	৫২,	পারল পাউডার	৫৮,	বর্ণিক বাদবলাল রায় চৌধুরী	১২২,
জলসহনশীল আরক	৮২,	ফোরো প্রসিমেট পেপার প্রস্তুত	১৮৭,	বৈজ্ঞানিক ঘণ্টা	১৩১,
জাপানিজ গোল্ সাইজ	৮২,	গ্রেহামের ব্রুম অফ মোজ	৫৮,	বিশ্রাম লাভের উপায়	১৩২,
ইণ্ডিয়া রবার বার্ণিশ	২৭,	পরিত্যক্ত পদার্থ—		বেশ-বিজ্ঞান	১৪৭,
রঙ্গীন ছাপার উপর বার্ণিশ	২৭,	পাশ্চাত্য জাতীয় বিভিন্ন বেকারের উপায়		বৈজ্ঞানিক কথোপকথন	১৫৬,
ছবির বার্ণিশ		বা উপার্জন পছা	৪৮,	বিষয়কর তথ্যাবলী	১৫৬,
গোল্ড্ লাকার বার্ণিশ	২৭,	পেপে	৫২,	ব্যবসায়ীর কয়েকটি অনন্য কথ্য	১৮৮,
টানের জন্ত লাকার বার্ণিশ	২৭,	প্রকৃতির আরোগ্যকারী ক্ষমতা	৮৭,	ড	
হাত প্রেস বা কাঠের ছাপার প্রেশ	২৮,	পোটাকিসের প্রথম সৃষ্টি	১১৩,	ভারতে দেশলাইয়ের কারখানা	৬৫,
মেছে তার ঔষধ	২৮,	পোটাকিসের রহস্য	১৪৮,	ভারতে সিমেন্টের কারখানা	৭১,
ডিস্টিলড্ ওয়াটার বা পরিষ্কৃত জল	১০৬,	প্রিস্ক্রিপশন সংগ্রহ	১৬২,	ভারতের আর ব্যয়	৭৭,
দেশী মার্কিং ইঙ্ক	১০৬,	পূজা পঞ্চরং ও আবাহনাদি	১৭০—১৮০,	ভবিষ্যৎ বাণীর ক্ষমতা	৮৮,
ডাঃ ইরাসমসের ফেন-ধাবন	১৪৫,	পল্লীগামের অবস্থা	১৮১,	ভারতের শ্রম সুলভ নহে	৮২,
ইমোলেন্ট হেয়ার ড্রেসিং	১৪৬,	পাতিলেবু পুরাতন জরের ঔষধ	১৮৫,	ভারতে শিল্প শিক্ষার আবশ্যিকতা	১৩৮,
ক্যান্ফর বল	১৪৬,	পল্লীবাসীর সুখ	১২৮,	ভারতে (মধ্য) খেজুর গুড়	১৩৮,
কলোটাইপে ছবি তুলবার প্রণালী	১৫৭,	পত্রাদি লেখকগণের প্রতি	১২৩,	ভীষণ জল প্লাবন	১৪০,
লাভেগার সেন্টবাগ	১৬০,	Plain talk with young men	১২৫,	ভিক্টোরিয়া (মহারানীর) পরিচায়িকা	১৪৮,
বিবিধ কালী প্রস্তুত		ফ		ম	
লাক্‌সেটিভ পাউডার	১৬২,	Foul keeping in Bengal	১২০,	Medical notes	৪১, ২০১,
বাতের মলম	১৬২,	ব		মোহকা কাঁচা পেপের	৫২,
দাঁদের ঔষধ	১৬২,	বিবিধ বাস্তা	৭, ৮, ২৩, ২৫, ১২৭, ১২২, ১২২,	মজলিস্	৫২,
ড্রাইসেল প্রস্তুত	১৬৬,	বর্জ্যানে লাটসাংহেব	৮	Money wisdom	৭০,
ফোরো প্রসিমেট পেপার প্রস্তুত	১৮৭,	বাণিজ্য সংবাদ	৮	মহাত্মা গান্ধী	২১, ২০৭,
ঝড় বৃষ্টি নিরূপক যন্ত্র প্রস্তুত	১৮৭,	নিজ্ঞান তথ্য	২, ২১১,	মুখের ত্রণ	১২৫,
পল্লীগামে কৃত্রিম উপায়ে বরফ প্রস্তুত	১৮২,	বঙ্গের রেশম শিল্প	২,	মুন্সী বোগ	১২৬, ১৮৫,
		বঙ্গের স্বাস্থ্য সমিতি	১৪,	মহৎ কাহিন্যকে বলে ?	১৮২,

মৃগীর ফিট ও উপশমের উপায়	১৮৫,	শিক্ষা সংবাদ	৬৭,	সময়ের মূল নিরূপণ	১২৫,
অস্তিকের মড়িটার মৃত্যু	১৯৫,	শিশুর মৃত্যু সংখ্যা	১১০,	সাপের কামড়ের ঔষধ	১২৬,১৪৭,
মাহি তাড়াইবার উপায়	২০০,	শ্বেত ইন্দুর	১১৫,	সঞ্চিত অর্থের কি করা উচিত	১৫৩,
য		শিল্প প্রযুক্তি	১২৪,	বদেনী মেলা	১৬১,১৬৭,
যবানী (তাহার গুণ)	১৬৬,	শব্দহীন বাক্যদ,	১৫১,	সম্পাদকীয় মন্তব্য	১৬২
র		স		সত্যের পুরস্কার (গল্প)	১৬৪
রেলের আর	১২৪,	বাহ্য প্রসঙ্গ বা বাহ্যবর্তী	৭,৪১,৭৮,১৫১	স্বশৃঙ্খলা	১৮৮,
রামপুর হাটে হুন্দের কারবার	১৫২,		১২১,২০১,	হ	
রক্ত উঠার আরাপান	১৮৪,১২২,	সমালোচনা	১১,৮১,১৫০,	হোমিওপ্যাথিক নোটস্	১৪,১০৩,
রেডিয়াম	২০৮,	সম্পাদকীয় মন্তব্য সত্য	১৮,৫২,২০১২২,১২৩,	হাজার টাকা বেতনের কর্মচারী	৪৮,
ল		সংগ্রহ	২৫,৬১,৮০,	Home Industry	৫৭,২০০,
লর্ড কারমাইকেলের উপায়ত্ব	২২,	Some Maxims and Morals of		হাসিতে চরিত্র গাঠ	৭১৬,
লর্ড হার্ডিঞ্জের সাহস ও ধৈর্য	৫৩,	Business,	৭০,	Health and Hygiene	১১২
খ		সমাজ ভ্রষ্টা (গল্প)		সম্পূর্ণ	
শিল্প বাণিজ্য সংবাদ	৩২,	সংবাদপত্র ও বিজ্ঞাপনদাতা	১০২,	—:~::~:—	
শিকার অস্ত্র মজুত টাকা	৬৫,	বদেনী জাহাজ	১০২,		

নিবেদনঃ—কাজের লোকের প্রত্যেক লাইনই অবশ্য পাঠ্য, এত বিষয়াদিক্য যে সমস্ত বিষয়ের সূচীপত্র দেওয়া কষ্ট সাধ্য এবং অল্প সময়ে অসম্ভব বলিলেও হয়। সেইজন্য প্রার্থনা, ত্রুটি কমা করিয়া নিজে নিজে নোট করিয়া লইলেই ভাল হয়। কাঃ সঃ

Notes

